ইমাম আবূ হানীফা রহ. ও ইলমে হাদীস

[হাদীস অর্জন, যাচাই ও যাচাইয়ের মূলনীতি উদ্ভাবন, বর্ণনা, সংকলন, অনুসরণ ও অনুসরণের মূলনীতি উদ্ভাবন, সংরক্ষণের মূলনীতি উদ্ভাবন ও বাস্তবায়নে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অবদান]

মাওলানা যুবায়ের হোসাইন

এই বই সম্পর্কিত কিছু কথা!

হাদীস সংকলনের প্রচলিত ধারার যিনি উদ্ভাবক তাঁর ব্যাপারে বলা হতে লাগল, তিনি হাদীস জানতেন না। জারহ ও তা'দীলের ক্ষেত্রে যিনি সর্বপ্রথম স্পষ্ট বক্তব্য দিলেন, তাঁর ব্যাপারে বলা হতে লাগল, তিনি হাদীস বর্ণনাকারীদের সবল-দুর্বল চিনেন না। সহীহ ও দুর্বল হাদীস নিরূপণের সবচেয়ে শক্তিশালী মূলনীতি যিনি উদ্ভাবন করলেন এবং বাস্তবায়ন করলেন, তাঁর ব্যাপারে বলা হতে লাগল, তিনি দুর্বল হাদীস দিয়ে দলিল দেন।

কুরআন ও হাদীসের আলোকে যেসব মাসআলার উপর সাহাবা, তাবেয়ীন ও সালাফে সালেহীন শতাব্দীর পর শতাব্দী আমল করে আসছেন, সেসব মাসআলার ব্যাপারে বলা হতে লাগল, এগুলো হাদীস পরিপন্থি। আমলকারীদেরকে বলা হতে লাগল, তারা হাদীস বিরোধী। তাওহীদের যে কালিমা পড়ে সবাই মুসলমান হলো সে কালিমার কারণে মুসলমানদেরকে মুশরিক বলা হতে লাগল।

পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। শোনা যাচ্ছে, হাদীসের অনুসরণের পতাকা হাতে নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় কালেমার "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" অংশটি মুছে দেওয়া হচ্ছে। হোদায়বিয়ার সন্ধির সময় কাফেররা কালেমার যে অংশটি মুছে দেওয়ার জন্য জেদ ধরেছিল, মুছে ফেলতে বাধ্য করেছিল; সে অংশটি মুছে ফেলার জন্য একটি পক্ষ খুবই তৎপর হয়ে উঠেছে। বোঝা যাচ্ছে না কাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য এতটা তৎপরতা। না জানি কোনো অদৃশ্য হাতের [illegible] হয়ে যাচ্ছে সংশ্লিষ্ট পক্ষটি।

ইমাম আবূ হানীফা রহ. ও ইলমে হাদীস

[হাদীস অর্জন, যাচাই ও যাচাইয়ের মূলনীতি উদ্ভাবন, বর্ণনা, সংকলন, অনুসরণ ও অনুসরণের মূলনীতি উদ্ভাবন, সংরক্ষণের মূলনীতি উদ্ভাবন ও বাস্তবায়নে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অবদান]

মাওলানা যুবায়ের হোসাইন

ফাযেলে দারুল উলুম দেওবন্দ, ভারত
মুহাদ্দিস জামেয়া মাদানিয়া, নোয়াখালী
সাবেক ওস্তাদ; উলূমুল হাদীস বিভাগ
মারকাযুদ দাওয়া আল ইসলামিয়া, ঢাকা
পরিচালক, আদদাওয়া ওয়াল ইরশাদ ফাউন্ডেশন

সার্বিক তত্ত্বাবধান

আলহাজ মাওলানা মুহাম্মাদ মোস্তফা

প্রকাশনায়

ইসলামিয়া কুতুবখানা

৩০/৩২ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ইমাম আবূ হানীফা রহ. ও ইলমে হাদীস

মাওলানা যুবায়ের হোসাইন

সার্বিক তত্ত্বাবধান : আলহাজ মাওলানা মুহাম্মদ মুস্তফা

প্রকাশক : আলহাজ মাওলানা মুহাম্মদ মুস্তফা

সৌন্দর্য বর্ধন : মাওলানা মোহাম্মদ আকবর হোসাইন

বর্ণবিন্যাস : ইসলামিয়া কম্পিউটার হোম
২৮/এ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার ঢাকা

মূদ্রণে : ইসলামিয়া অফসেট প্রেস
২৮/এ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার ঢাকা

মূল্য : ২৭৫. [দুই শত পঁচাত্তর] টাকা মাত্র

কিছু কথা না বললেই নয়

এক.

জমানাটা আবূ হানীফা, মালেক, শাফেয়ী ও আহমদ ইবনে হাম্বল রাহিমাহুমুল্লাহকে নিয়ে লেখার জমানা নয়। এর কারণ দু'টি : ১. হিজরি শতাব্দীতে এসে তাঁদের মকাম ও মর্যাদার মাঝে নতুন করে সংযোজনের মতো কিছুই নেই। আর সলফের কিতাবাদিতে উল্লিখিত বক্তব্যমালার পুনরাবৃত্তিতে তাঁদের সম্মানের কোনো অংশ বৃদ্ধি পাওয়ার কোনো আশা নেই। ২. চার ইমামের বিষয় নিয়ে মুসলিম-অমুসলিমের কোনো বিতর্ক নেই। অথচ যামানাটা হচ্ছে এখন কুফরি শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করার।

এরপরও লিখতে হলো। পরিস্থিতির তাগিদেই লিখতে হলো। যখন বেদ্বীনী ও বদদ্বীনীর সয়লাবের বিপরীতে রাসূল-এর উম্মতকে মসজিদে টেনে আনাটাই বড় জটিল বিষয়, তখন তাদেরকে মসজিদ থেকে বের করার বহুমুখী অনাকাঙ্ক্ষিত ষড়যন্ত্রের মুখে আমরা পড়ে আছি। তাও আবার হাদীস অনুসরণের শিরোনামে, রাসূলের আনুগত্যের শিরোনামে।

হাদীস সংকলনের প্রচলিত ধারার যিনি উদ্ভাবক তাঁর ব্যাপারে বলা হতে লাগল, তিনি হাদীস জানতেন না। জারহ ও তা'দীলের ক্ষেত্রে যিনি সর্বপ্রথম স্পষ্ট বক্তব্য দিলেন, তাঁর ব্যাপারে বলা হতে লাগল, তিনি হাদীস বর্ণনাকারীদের সবল-দুর্বল চিনেন না। সহীহ ও দুর্বল হাদীস নিরূপণের সবচেয়ে শক্তিশালী মূলনীতি যিনি উদ্ভাবন করলেন এবং বাস্তবায়ন করলেন, তাঁর ব্যাপারে বলা হতে লাগল, তিনি দুর্বল হাদীস দিয়ে দলিল দেন।

কুরআন ও হাদীসের আলোকে যেসব মাসআলার উপর সাহাবা, তাবেয়ীন ও সালাফে সালেহীন শতাব্দীর পর শতাব্দী আমল করে আসছেন, সেসব মাসআলার ব্যাপারে বলা হতে লাগল, এগুলো হাদীস পরিপন্থি। আমলকারীদেরকে বলা হতে লাগল, তারা হাদীস বিরোধী। তাওহীদের যে কালিমা পড়ে সবাই মুসলমান হলো সে কালিমার কারণে মুসলমানদেরকে মুশরিক বলা হতে লাগল।

পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। শোনা যাচ্ছে, হাদীসের অনুসরণের পতাকা হাতে নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় কালেমার 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' অংশটি মুছে দেওয়া হচ্ছে। হোদায়বিয়ার সন্ধির সময় কাফেররা কালেমার যে অংশটি মুছে দেওয়ার জন্য জেদ ধরেছিল, মুছে ফেলতে বাধ্য করেছিল; সে অংশটি মুছে

ফেলার জন্য একটি পক্ষ খুবই তৎপর হয়ে উঠেছে। বোঝা যাচ্ছে না কাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য এতটা তৎপরতা। না জানি কোনো অদৃশ্য হাতের খেলনা হয়ে যাচ্ছে সংশ্লিষ্ট পক্ষটি।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ-এর বিশ্বাসকে একজন মুসলমানের মন থেকে মুছে দিয়ে সেই বিশ্বাসের স্থলে তারা কী বসাতে চায়? তাওহীদের বিশ্বাসের সঙ্গে মুহাম্মদের রেসালাতের প্রতি বিশ্বাসের সর্ম্পক কি তাদের দৃষ্টিতে খুবই বেমানান? প্রশ্নগুলো খুবই জটিল এবং পরিস্থিতি খুবই ভয়াবহ। এ সব কিছুই চলছে হাদীস অনুসরণের নামে।

তাই ইমাম আবূ হানীফাকে নিয়ে লেখা শুধুই একজন মাযহাবের ইমামকে নিয়ে লেখা নয়; বরং এ লেখা হচ্ছে, কোটি কোটি ঈমানদারের ঈমানের হেফাজত, অযাচিত সংশয়ের নিরসন, অবিশ্বাসের বীজ উৎপাটন, কুরআন-হাদীস সঠিক অর্থে বাস্তবায়নের প্রতি আহ্বান, সাহাবা-তাবেয়ীনসহ দ্বীনের সকল ধারকবাহকগণের প্রতি আস্থা সৃষ্টি, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সঠিক মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ প্রত্যেক ব্যক্তি ও দলের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ তৈরি এবং নিরক্ষর কিংবা ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত নন– এমন সাধারণ মানুষের ঈমান ও আমল নিয়ে যারা ছিনিমিনি খেলছে, তাদের প্রকৃত চেহারা উন্মোচনের প্রচেষ্টা।

দুই.

২০০৮ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে অথবা ২০০৯ খ্রিস্টাব্দের শুরুর দিকে ইমাম আবূ হানীফা রহিমুহুল্লাহকে নিয়ে লেখার শখ জেগেছে। বিশেষত হাদীস বিষয় নিয়ে আবূ হানীফা (র.)-এর উপর যে জুলুম হয়েছে, সেই জুলুমের বিভৎস চেহারা দেখেই মূলত আগ্রহটা তীব্রতর হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ! হিম্মত করে ফেললাম এবং লিখেও ফেললাম। বিষয়ের জটিলতার কিছুটা অনুভব থাকলেও দ্বীনের ধারকবাহকদের প্রতি জুলুমের এ ধারা কোনোভাবেই চলতে দেওয়া যায় না -কমপক্ষে আমার কাছে বিষয়টি এমনই মনে হয়েছে। এছাড়া কোনো ইলমি কাজে হাত দিতে একজন মুহাক্কিক আলেমের যতটা হিম্মতের প্রয়োজন হয়, আমার মতো যারা বাঘ-ছাগলের ব্যবধান বোঝে না, তাদের জন্য ততটা হিম্মতের প্রয়োজন হয় না। তাই ইলম ও ইলমের উপকরণ থেকে অনেক দূরে থেকেও সাহস করে কাজটিতে হাত দিয়েছি।

হাত দিয়ে বুঝতে পেরেছি জটিলতা এক জায়গায় নয়। এমন কিছু জটিলতারও মুখোমুখি হয়েছি, যার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলাম না। যাহোক, এরই মাঝে ছয়/সাত বছর কেটে গেছে। মনে হচ্ছে, সূর্যের মুখ এবার দেখা যাবে। আল্লাহ কবুল করুন! দেরি হোক, তবু হোক!

তিন.

এ বইয়ে আমরা যে কাজগুলো করার চেষ্টা করেছি, সেগুলো হচ্ছে–

১. আবূ হানীফা (র.)-এর জন্মের প্রেক্ষাপটসহ তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী উপস্থাপন।
২. তাঁর হাদীস বিষয়ক খেদমতগুলোকে বিশেষভাবে তুলে ধরা।
৩. হাদীস বিষয়ে তাঁর অবস্থানকে সমকালের অন্যান্যদের অবস্থানের সঙ্গে তুলনামূলক বিশ্লেষণ।
৪. প্রতিটি উদ্ধৃতিকে তার মূল উৎস পর্যন্ত বা তার কাছাকাছি পর্যন্ত নেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।
৫. ভুল বোঝাবুঝির আশঙ্কা থেকে মুক্ত থাকার জন্য অনেক ছোটখাটো বিষয়কেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে খুলে খুলে বলা হয়েছে।
৬. ইতিহাসের মূলনীতির আলোকে চলার চেষ্টা করা হয়েছে।

চার.

বইটির পরবর্তী সংস্করণেকাজগুলো করার আশা আছে:

১. যেসব উদ্ধৃতিকে তার মূল উৎস পর্যন্ত পৌঁছানো যায়নি সেগুলোকে তার মূল উৎস পর্যন্ত পৌঁছানোর চেষ্টা করা।
২. উদ্ধৃত উদ্ধৃতিগুলোর বর্ণনাগত অবস্থান নির্ণয়।
৩. আবূ হানীফাকে নিয়ে ছড়ানো সন্দেহ-সংশয়ের অপনোদনের জন্য একটি অধ্যায় তৈরি।
৪. পাঠকবর্গের পরামর্শ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় আরো কিছু বিষয়ের সংযোজন।

পরিশেষে পাঠকবর্গের জন্য সব ধরনের মন্তব্য, প্রতিক্রিয়া ও পরামর্শের দরজা উন্মুক্ত রেখে বইটি সবার হাতে তুলে দিলাম। আল্লাহ তা'আলা কবুল করুন! ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দিন! সহীহ কথাগুলো থেকে উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করুন! আমীন। ওয়ালহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।

যুবায়ের হোসাইন

মুহাদ্দিস, জামেয়া মাদানিয়া দত্তের হাট, সদর, নোয়াখালী

বইটি যেভাবে সাজানো

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

নবীর ওয়ারিশ

আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ আরাবী ﷺ ইরশাদ করেন– إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوْا دِيْنَارًا وَّلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ. “আলেমগণ নবীগণের ওয়ারিশ। আর নবীগণ কোনো স্বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রার ওয়ারিশ বানান না; তাঁরা বরং ইলমের ওয়ারিশ বানান।”

–[সুনানে আবূ দাউদ, কিতাবুল ইলম ২/৫১৩ بَابٌ فِيْ فَضْلِ الْعِلْمِ]

রাসূল ﷺ থেকে প্রাপ্ত ইলমের এ মিরাশ-উত্তরাধিকারই ওলামায়ে কেরাম যুগে যুগে তাঁদের মাঝে বণ্টন করে আসছেন। فَمَنْ اَخَذَهٗ اَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ “যিনি তা আহরণ করতে পেরেছেন তিনি উত্তম ভাগটিরই অধিকারী হয়েছেন।” কেউ কুরআনের তাফসীর আহরণ করেছেন, কেউ হাদীস আহরণ করেছেন, আবার কেউ কুরআন হাদীস থেকে উদ্ভাবিত মানবসমাজের শরয়ী জীবন তথা ইসলামি জীবন আত্মস্থ করেছেন, যে জীবনব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য নবী রাসূলগণকে পাঠানো হয়েছে।

ইলমে ওহীর প্রহরী

সাহাবা, তাবেয়ীন থেকে শুরু করে প্রত্যেক যুগে, প্রত্যেক শতাব্দীতে আল্লাহ তা'আলা ওয়ারিশে নবীর এমন একটি জামাত তৈরি করে দিয়েছেন, হাদীসের ভাষ্যানুযায়ী যাদের পরিচয় হচ্ছে–

يَحْمِلُ هٰذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُوْلُهٗ يَنْفُوْنَ عَنْهُ تَحْرِيْفَ الْغَالِيْنَ، وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِيْنَ وَتَأْوِيْلَ الْجَاهِلِيْنَ.

"প্রত্যেক পরবর্তী প্রজন্মের নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিবর্গই এ ইলমের ধারকবাহক হবে, যারা সীমালঙ্ঘনকারীদের অপব্যাখ্যা, কুচক্রী মহলের অপচেষ্টা এবং মূর্খদের অসংলগ্ন ব্যাখ্যার হাত থেকে এ ইলমকে রক্ষা করবে।" –(শরহু মুশাকিলিল আসার ১০/১৭, ৩৮৮৪ (بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِى دفعه) সুনানে বায়হাকী ১০/৩৫৪ (كِتَابُ الشَّهَادَاتِ، بَابُ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ.... مِيْرَاثُ الْمُتَوَفّٰى..)

ইমাম আবূ হানীফা

প্রত্যেক যুগের সেই নির্ভরযোগ্য ইলমি কাফেলার এক সূর্য সন্তান হচ্ছেন ইমাম আবূ হানীফা নো'মান ইবনে সাবিত (র.)। সাহাবা যুগ থেকে শুরু করে চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত عُدُوْلٌ তথা নির্ভরযোগ্য ইলমের ধারকবাহকের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা ইমাম যাহাবী (র.) (মৃ. ৭৪৮ খ্রি.) যুগ পরম্পরা হিসেবে এভাবে তুলে ধরেছেন–

فَالْمُقَلَّدُوْنَ صَحَابَةُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِشَرْطِ ثُبُوْتِ الْإِسْنَادِ إِلَيْهِمْ، ثُمَّ أَئِمَّةُ التَّابِعِيْنَ كَعَلْقَمَةَ، وَمَسْرُوْقٍ، وَعَبِيْدَةَ السَّلْمَانِيِّ، وَسَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي الشَّعْثَاءِ، وَسَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَعُرْوَةَ، وَالْقَاسِمِ، وَالشَّعْبِيِّ، وَالْحَسَنِ، وَابْنِ سِيْرِيْنَ، وَإِبْرَاهِيْمَ النَّخَعِيِّ.

ثُمَّ كَالزُّهْرِيِّ، وَأَبِي الزِّنَادِ، وَأَيُّوْبَ السَّخْتِيَانِيِّ، وَرَبِيْعَةَ وَطَبَقَتِهِمْ.

ثُمَّ كَأَبِيْ حَنِيْفَةَ، وَمَالِكٍ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرٍ، وَابْنِ أَبِيْ عَرُوْبَةَ، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَالْحَمَّادَيْنِ، وَشُعْبَةَ، وَاللَّيْثِ، وَابْنِ الْمَاجِشُوْنِ، وَابْنِ أَبِيْ ذِئْبٍ.

ثُمَّ كَابْنِ الْمُبَارَكِ، وَمُسْلِمٍ الزَّنْجِيِّ، وَالْقَاضِيْ أَبِيْ يُوْسُفَ، وَالْهِقْلِ بْنِ زِيَادٍ، وَوَكِيْعٍ، وَالْوَلِيْدِ بْنِ مُسْلِمٍ، وَطَبَقَتِهِمْ.

ثُمَّ كَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِيْ عُبَيْدٍ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَأَبِيْ ثَوْرٍ، وَالْبُوَيْطِيِّ. وَأَبِيْ بَكْرِ بْنِ أَبِيْ شَيْبَةَ.

ثُمَّ كَالْمُزَنِيِّ، وَأَبِيْ بَكْرٍ الْأَثْرَمِ، وَالْبُخَارِيِّ، وَدَاوُدَ بْنِ عَلِيٍّ، وَمُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ نِالْمَرْوَزِيِّ، وَإِبْرَاهِيْمَ الْحَرْبِيِّ، وَإِسْمَاعِيْلَ الْقَاضِيْ.

ثُمَّ كَمُحَمَّدِ بْنِ جَرِيْرٍ الطَّبَرِيِّ، وَأَبِيْ بَكْرِ بْنِ خُزَيْمَةَ، وَأَبِيْ عَبَّاسِ بْنِ سُرَيْجٍ، وَأَبِيْ بَكْرِ بْنِ الْمُنْذِرِ، وَأَبِيْ جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيِّ، وَأَبِيْ بَكْرٍ الْخَلَّالِ. (سِيَرُ أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ لِلذَّهَبِيِّ ٨ : ٩١)

"অনুসৃত ব্যক্তিবর্গ হচ্ছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাহাবায়ে কেরাম। তবে শর্ত হচ্ছে তাদের পর্যন্ত বর্ণনাসূত্র সুসাব্যস্ত হওয়া। এরপর হচ্ছেন আইম্মায়ে তাবেয়ীন। যেমন– আলকামা, মাসরুক, আবীদাহ আসসালমানী, সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব, আবুশ শা'সা, সাঈদ ইবনে জুবায়ের, উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ, উরওয়া, কাসেম, শা'বী, হাসান বসরী, ইবনে সীরীন ও ইবরাহীম নাখায়ী রহিমাহুমুল্লাহ। এর পরবর্তীতে হচ্ছেন যেমন– যুহরী, আবুয যিনাদ, আইয়ূব আসসাখতিয়ানী, রাবীয়া রহিমাহুমুল্লাহ তা'আলা ও তাঁর সমসাময়িক ইমামগণ।

এর পরবর্তীরা হচ্ছেন, যেমন– **আবূ হানীফা**, মালেক, আওযায়ী, ইবনে জুরাইজ, মা'মার, ইবনে আবী আরুবা, সুফয়ান সাওরী, হাম্মাদ ইবনে যায়েদ, হাম্মাদ ইবনে সালামা, শো'বা, লায়স, ইবনে মাজিশূন ও ইবনে আবী যীব রহিমাহুমুল্লাহ।

এর পরবর্তীতে যেমন– ইবনে মুবারক, মুসলিম যানজী, কাজী আবূ ইউসুফ, হিকল ইবনে যিয়াদ, ওকী', ওলীদ ইবনে মুসলিম রহিমাহুমুল্লাহ ও তাঁদের সমসাময়িক ইমামগণ।

এদের পরে হচ্ছেন যেমন– ইমাম শাফেয়ী, আবূ উবাইদ, আহমদ, ইসহাক, আবূ সাওর, বুয়াইতী ও আবূ বকর ইবনে আবী শাইবা রহিমাহুমুল্লাহ।

এরপর যেমন– মুযানী, আবূ বকর, আসরাম, বুখারী, দাউদ ইবনে আলী, মুহাম্মদ ইবনে নাসর মারওয়াযী, ইবরাহীম হরবী ও ইসমাঈল কাজী রহিমাহুমুল্লাহ।

এদের পরে রয়েছেন যেমন– মুহাম্মদ ইবনে জারীর তাবারী, আবূ বকর ইবনে খুযাইমা, আবূ আব্বাস ইবনে সুরাইজ, আবূ বকর ইবনে মুনযির, আবূ জাফর তাহাবী ও আবূ বকর খাল্লাল রহিমাহুমুল্লাহ।" –(সিয়ারু আলামিন নুবালা ৮/৯১)

এরাই হচ্ছেন মূলত ঐ জামাত যারা আল্লাহর মনোনীত দ্বীন তার আপন আকৃতিতে সংরক্ষিত রেখে পরবর্তী উম্মতের কাছে এ আমানত পৌঁছে দিয়ে গেছেন। আর উম্মত তাদেরকে আলোকপ্রদীপ হিসেবে গ্রহণ করে সর্বক্ষেত্রে তাঁদের অনুসরণ করে চলেছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত এভাবে চলতে থাকবে। সে কাফেলারই একটি জমানার অগ্রপথিক ছিলেন ইমাম আবূ হানীফা (র.)। যেমনটা ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

উম্মতের তিনটি স্তর

আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর নববী ইলমের উত্তরাধিকারীদের মধ্য থেকে এ জামাতটিকে জমিনের ঐ উর্বর ভূমির সঙ্গে তুলনা করেছেন যে ভূমি আল্লাহর রহমতের বৃষ্টি বক্ষে ধারণ করে সে পানি থেকে আল্লাহর মাখলুকের জন্য দানাপানি, ঘাস, গাছপালা ও শস্যাদি উৎপাদন করে। এ জামাতেরই একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র হচ্ছেন ইমাম আবূ হানীফা (র.), যিনি কুরআন হাদীসের ইলমের ইলাহী বৃষ্টিকে বক্ষে ধারণ করে কেয়ামত পর্যন্ত আগত মুসলমানদের জন্য ইসলামি জীবনবিধানের এক অফুরন্ত ভাণ্ডার উৎপাদন করে দিয়ে গেছেন।

রাসূল ﷺ তাঁর সে প্রসিদ্ধ হাদীসে উম্মতকে তিনটি স্তরে বিভক্ত করেছেন। তিনটি স্তরকে তিন ধরনের জমিনের সঙ্গে তুলনা করেছেন। ইরশাদ করেছেন–

مَثَلُ مَا بَعَثَنِيَ اللهُ بِهِ مِنَ الْهُدٰى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثِيْرِ اَصَابَ اَرْضًا، فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةٌ قَبِلَتِ الْمَاءَ فَاَنْبَتَتِ الْكَلَاَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيْرَ، وَكَانَتْ مِنْهَا اَجَادِبُ اَمْسَكَتْ الْمَاءَ فَنَفَعَ اللهُ بِهَا النَّاسَ، فَشَرِبُوْا وَسَقَوْا وَزَرَعُوْا، وَاَصَابَ مِنْهَا طَائِفَةً اُخْرٰى، اِنَّمَا هِيَ قِيْعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِتُ كَلَاً، فَذٰلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِيْ دِيْنِ اللهِ وَنَفَعَهُ بِمَا بَعَثَنِيَ اللهُ بِهٖ، فَعَلِمَ وَعَلَّمَ وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذٰلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللهِ الَّذِيْ اُرْسِلْتُ بِهٖ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِيْ صَحِيْحِهٖ ١٨/١ بَابُ فَضْلِ مَنْ عَلِمَ وَعَلَّمَ، مِنْ كِتَابِ الْعِلْمِ.

"আল্লাহ তা'আলা আমাকে যে হেদায়েত ও ইলম দিয়ে পাঠিয়েছেন তার উদাহরণ হচ্ছে ঐ মুষলধার অধিক বৃষ্টি যা জমিনে বর্ষিত হয়েছে। অতঃপর জমিনের কিছু অংশ ছিল পবিত্র ও উর্বর; যা বৃষ্টির পানি গ্রহণ করেছে এবং বিভিন্ন প্রকারের বহু ঘাস উৎপাদন করেছে। আর জমিনের কিছু অংশ ছিল এমন যা শক্ত ও কঠিন; যা পানি ধরে রাখে, আর আল্লাহ সেই পানি দিয়ে মানুষকে উপকৃত করেন। ফলে মানুষ তা থেকে পান করে, অন্যদেরকে পান করায় এবং ক্ষেত খামারে চাষাবাদ করে।

আরেক প্রকার জমিনেও বৃষ্টি বর্ষিত হয়, যা শুধুমাত্র সমতল বিরান ভূমি, যে জমিন পানিও ধরে রাখতে পারে না এবং ঘাসও উৎপাদন করতে পারে না। সুতরাং প্রথমোক্ত জমিন হচ্ছে ঐ ব্যক্তিদের উদাহরণ, যারা আল্লাহর দ্বীনের ইলম লাভ করেছে এবং আল্লাহ আমাকে যে ইলম দিয়ে পাঠিয়েছেন তা তাকে উপকার 'পৌছিয়েছে' ফলে সে নিজে শিখেছে এবং অন্যদেরকে তা শিখিয়েছে। আর শেষোক্ত জমিন হচ্ছেন ঐসব ব্যক্তির উদাহরণ, যারা এর প্রতি মাথা তুলেও দেখেনি এবং আল্লাহ পাকের হেদায়েতকে তারা গ্রহণ করেনি; যে হেদায়েত নিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি।" –(সহীহ বুখারী ১/১৮)

প্রথম স্তর

ইমাম যাহাবী (র.) অনুসৃত আইম্মায়ে কেরামের যে সংক্ষিপ্ত তালিকা দিয়েছেন তা মূলত এ হাদীসে বিবৃত ভূখণ্ডের প্রথম প্রকারেরই বাস্তব উদাহরণ। এ সকল আইম্মায়ে কেরামের জীবনেতিহাস অধ্যয়ন করলে মনের মাঝে এ বিশ্বাসই দৃঢ়মূল হয় যে, বাস্তবেই এসব ওলামায়ে কেরাম কোরআন হাদীস বক্ষে ধারণ করে তা দ্বারা সমগ্র উম্মতের জন্য ইসলামি জীবনের একটি পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা তৈরি করে দিয়ে গেছেন। এরাই হচ্ছেন মুজতাহিদ ওলামায়ে কেরামের জামাত। এরাই হচ্ছেন সেই মোবারক কাফেলা যাঁরা যুগে যুগে ইলমের মহান আমানত রক্ষা করে পরবর্তীদের কাছে তা যথাযথভাবে পৌঁছে দিয়ে গেছেন।

এ সকল ওলামায়ে কেরামের ইলমি অবদানকে সমানভাবে স্বীকার করে নেওয়ার সাথে সাথে একথা বলতেই হবে যে, তাঁদের ইলমি খেদমতের যেমনিভাবে ধরণগত ভিন্নতা ছিল, তেমনিভাবে তাঁদের কাজ বিস্তৃতি ও পরিধিগত দিক থেকে তারতম্যপূর্ণও ছিল। দ্বীন ও ইলমের এ আমানত সামষ্টিকভাবে প্রত্যেক যুগের আইম্মায়ে কেরামই যথাযথভাবে সংরক্ষণ করেছেন। এর মাঝেও কিছু কিংবদন্তি এমন ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটেছে, যাঁরা তাঁদের কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্যের কারণে সমসাময়িক ব্যক্তিবর্গের মাঝে শ্রেষ্ঠ হিসেবে গণ্য হন।

প্রথম উদাহরণ

সাহাবায়ে কেরামের মহান জামাত নববী ইলমের নূরানী সরোবরে সরাসরি স্নাত ছিল। এরপরও তাঁদের পরস্পরের ইলমি অবস্থানের তারতম্য বর্ণনা করতে গিয়ে প্রখ্যাত তাবেয়ী মাসরূক (র.) (মৃত: ৬২ হি:) বলেন–

لَقَدْ جَالَسْتُ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ ﷺ فَوَجَدْتُهُمْ كَالْإِخَاذِ. أَيْ كَالْغَدِيْرِ يُسْتَقٰى مِنْهَا الْمَاءُ وَيُؤْخَذُ، فَالْإِخَاذُ يَرْوِي الرَّجُلَ، وَالْإِخَاذُ يَرْوِي الرَّجُلَيْنِ، وَالْإِخَاذُ يَرْوِي الْعَشَرَةَ، وَالْإِخَاذُ يَرْوِيْ مِئَةً، وَالْإِخَاذُ لَوْ نَزَلَ بِهِ أَهْلُ الْأَرْضِ لَأَصْدَرَهُمْ أَيْ رَوَاهُمْ فَوَجَدْتُ عَبْدَ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ مِنْ ذٰلِكَ الْإِخَاذِ (اَلطَّبَقَاتُ الْكُبْرٰى لِابْنِ سَعْدٍ ٢/٢٩٦)

"আমি মুহাম্মাদ ﷺ-এর সাহাবীগণের সংস্রবে অবস্থান করেছি। তাঁদেরকে আমি একেকটি জলাশয়ের মত পেয়েছি– অর্থাৎ যেমন পুকুর, যা থেকে পানি উত্তোলন করা হয়। তন্মধ্যে কোনোটি এক ব্যক্তির পিপাসা মিটাতে পারে, কোনোটি দু'জনের পিপাসা মিটাতে পারে, কোনোটি দশজনের পিপাসা মিটাতে পারে, কোনোটি একশতজনের পিপাসা মিটাতে পারে। আর কোনো জলাশয় এমনও আছে, যা পৃথিবীর সমস্ত মানুষের পিপাসা মিটাতে পারে। আমি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-কে এ বিশাল জলাশয়ের মতোই পেয়েছি।"

–(তাবাকাতে ইবনে সা'দ ২/২৯৬, (بَابُ ذِكْرِ مَنْ كَانَ يُفْتِيْ بِالْمَدِيْنَةِ وَيُقْتَدَىٰ بِهِ ...

দ্বিতীয় উদাহরণ

পরবর্তী যুগে ইমাম আবূ হানীফা (র.) সম্পর্কে এ ধরনের একটি মন্তব্য করেছিল ৫ম শতাব্দীর এক বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ও মুসান্নিফ ইবনে নাদীম (র.) (মৃ. ৪৩৮ হি.)। তিনি বলেছিলেন–

اَلْعِلْمُ بَرًّا وَبَحْرًا، شَرْقًا وَغَرْبًا، بُعْدًا وَقُرْبًا تَدْوِيْنُهٗ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ.

"জলে-স্থলে, পূর্বে-পশ্চিমে ও কাছে-দূরে সর্বত্রের ইলম আবূ হানীফারই সংকলনের অবদান।" –(আলফিহরিস্ত ২৫৬)

প্রত্যেক যুগে দ্বীনকে সব ধরনের কুচক্রীদের হাত থেকে যাঁরা রক্ষা করেছেন তাঁদের জীবনেতিহাস অধ্যয়ন এ শাশ্বত দ্বীনের প্রতি আমাদের বিশ্বাসকে মজবুত করার জন্য একটি শক্তিশালী উপকরণ। বিশেষত দ্বীন ও ইলমের হেফাজতের জন্য তাঁরা কী পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন, কেমন ত্যাগ স্বীকার করেছেন, শত্রুদের সঙ্গে তাঁদের আচরণ কেমন ছিল, বাদশাহ-আমীর-ওমারার সঙ্গে তাঁদের উঠাবসার ধরন কেমন ছিল, সর্বোপরি তাদের এ জীবনধারা উম্মতের মাঝে কেমন প্রভাব বিস্তার করেছে, উম্মত তাদের দ্বারা কী পরিমাণ উপকৃত হয়েছে? এ সবকিছুর স্বচ্ছ প্রতিচ্ছবি আমাদের সামনে থাকলে আমাদের মনোবল বৃদ্ধি পাবে, কাজে শক্তি সঞ্চারিত হবে এবং যে কোনো পরিস্থিতিতে ঘাবড়ে যাওয়ার মানসিকতা দূর হবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)

ইমাম আবূ হানীফা (র.) এমন এক বর্ণিল জীবন যাপন করেছেন যে জীবন থেকে দ্বীন ও ইলমের যে কোনো পথিক তার চলার পথে বহুমুখী পাথেয় গ্রহণ করতে পারে। এছাড়া আবূ হানীফা (র.)-এর ইলমি খেদমতের বিস্তৃতি এবং অনন্তকাল পর্যন্ত এর দীর্ঘায়ুতা একথার দাবি করে যে, তাঁর সম্পর্কে মুসলিম উম্মতের স্পষ্ট ধারণা থাকুক। কর্মক্ষেত্রে যেভাবে তাঁর ইলমি সুধায় আমরা আপ্লুত তেমনিভাবে কাগজে কলমেও তাঁর জীবনের প্রতিচ্ছবি আমাদের সামনে উপস্থিত থাকা উচিত।

দ্বীন ও ইলমের মৌলিক দু'টি উৎস কুরআন ও হাদীস এবং কুরআন হাদীস থেকে উদ্ভাবিত মূলনীতির মাধ্যমে মানবজীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিধিবিধান তৈরির মাধ্যমে ইমাম আবূ হানীফা (র.) ইলমত্রয়ের যে সমন্বয় সাধন করেছিলেন তা আজও পর্যন্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের অফুরন্ত পাথেয় হিসেবে বহাল রয়েছে। আমরা কামনা করি কেয়ামত পর্যন্ত তা এভাবেই প্রাণবন্ত থাকুক!

ইমাম আবূ হানীফা (র.) কুরআন ও হাদীসের অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করে এর যে যথাযোগ্য মর্যাদা স্থাপন করেছেন, বিশেষত হাদীসের সংরক্ষণ, এর প্রচার এবং নবী করীম ﷺ -এর 'মানশা' তথা অভিষ্ট লক্ষ্যকে বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে যে অবদান রেখে গেছেন, সে বিষয়টিই আমাদের বক্ষমাণ গ্রন্থের মূল বিষয়বস্তু।

আমরা চেষ্টা করবো ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর যামানা ও তখনকার মুসলিম বিশ্বের প্রতিচ্ছবি পাঠকের সামনে তুলে ধরতে। যাতে পাঠক সে বিশাল বিস্তৃত ক্ষেত্র থেকে আবূ হানীফা (র.)-এর অবস্থানকে সরাসরি অবলোকন করতে পারেন।

জন্ম ও বংশ পরিচয় : আবূ হানীফা নো'মান ইবনে সাবিত (র.) ৮০ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন। মোতাবেক ৬৯৯ খ্রিস্টাব্দ। তার বংশানুক্রম হচ্ছে এ রকম– নো'মান ইবনে সাবিত ইবনে যূত্বা ইবনে মাহ। ঐতিহাসিক ইবনে খাল্লিকান (র.) (মৃ. ৬৮২ হি.) তা এভাবে উল্লেখ করেছেন।

তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নাতি ইসমাঈল ইবনে হাম্মাদ এর একটু ব্যতিক্রম বলেছেন। তিনি বলেছেন, নো'মান ইবনে সাবিত ইবনে নো'মান ইবনে মারযুবুন। –(আওজাযুল মাসালেক ১/৫৪ مقدمة)

এ দু'টি বর্ণনার মাঝে ওলামায়ে কেরাম সমন্বয় সাধন করেছেন যে, আবূ হানীফার পিতৃপুরুষদের মধ্যে তাঁর দাদা যূত্বা-ই সর্বপ্রথম মুসলমান, ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর নাম হয়েছে নো'মান। আর তাঁর বাপ মাহ-এর উপাধি ছিল মারযুবান। ফলে বিষয়টিতে আর কোনো বৈপরীত্য রইল না।

মোল্লা আলী কারী (র.) (মৃ. ১০১৪) বলেন, আবূ হানীফার বাবা সাবিত মুসলমানের ঘরে মুসলমান হিসেবেই জন্ম গ্রহণ করেছেন। সাবিতের পিতা যূত্বার তাইম গোত্রের সঙ্গে সম্পৃক্ততার কারণে তাঁরা তাইমী হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। বস্তুত তাঁরা ছিলেন অনারব তথা পারস্য বংশোদ্ভূত।

এ প্রসঙ্গে আবূ হানীফা (র.)-এর নাতি ইসমাঈল ইবনে হাম্মাদ (র.) বলেন, "আমরা পারসিক, আমরা স্বাধীন বংশের মানুষ। আমাদের পূর্বপুরুষদের উপর কখনো দাসত্বের পর্ব আসেনি। –(তারীখে বাগদাদ ১৫/৪৪৮)

ইসমাঈল ইবনে হাম্মাদ আরো বলেন, আমার দাদা সাবিত (র.) আলী (রা.)-এর দরবারে গেলে তিনি তাঁর জন্য এবং তাঁর সন্তানদের জন্য দোয়া করেছেন।

–(আলখায়রাতুল হিসান পৃ. ৭)

এ বর্ণনা প্রসঙ্গে ইবনে হাজার মক্কী (র.) মন্তব্য করেন, আলী (রা.)-এর সে দোয়ার বরকতেই উম্মত ইমাম আজম আবূ হানীফা (র.)-কে পেয়েছে।

–(আলখায়রাতুল হিসান পৃ. ৭, মানাকিবে ইমাম, আলজাওয়াহিরুল মুযিয়াহ ১/৪৯)

একটি হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণী

একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেছেন 'ঈমান ও ইলম যদি 'সুরাইয়া তারকা'র কাছেও অবস্থান করে, তবু পারসিকদের কিছু লোক সেখান থেকেও ইলম আহরণ করে নিয়ে আসবে। ওলামায়ে কেরাম মনে করেন, ইমাম আবূ হানীফা (র.) সেসব পারসিক সন্তানদের অন্যতম। সুনানে তিরমিযীতে হাদীসটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ : كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ حِيْنَ اُنْزِلَتْ سُوْرَةُ الْجُمُعَةِ فَتَلَا، فَلَمَّا بَلَغَ : وَآخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ اِلَخْ قَالَ له رَجُلٌ : يَا رَسُوْلَ اللهِ! مَنْ هٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِنَا فَلَمْ يُكَلِّمْهُ. قَالَ : وَسَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ فِيْنَا، قَالَ : فَوَضَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَدَهٗ عَلٰى سَلْمَانَ فَقَالَ! وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِه : لَوْكَانَ الْاِيْمَانُ بِالثُّرَيَّا لَتَنَاوَلَه رِجَالٌ مِنْ هٰؤُلَاءِ. قَالَ التِّرْمِذِيُّ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ (سُنَنُ التِّرْمِذِيِّ ٢/٢٣١)

সহীহ বুখারী ২/৭২৭ –এ হাদীসটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ : كُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَاُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُوْرَةُ الْجُمُعَةِ : وَآخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ، قَالَ : قُلْتُ : مَنْ هُمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ، فَلَمْ يُرَاجِعْهُ حَتّٰى سَأَلَ ثَلَاثًا، وَفِيْنَا سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ، وَضَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَدَهٗ عَلٰى سَلْمَانَ ثُمَّ قَالَ : لَوْ كَانَ الْاِيْمَانُ عِنْدَ الثُّرَيَّا لَنَالَهٗ رِجَالٌ اَوْ رَجُلٌ مِنْ هٰؤُلَاءِ (صَحِيْحُ الْبُخَارِيِّ ٢/٧٢٧)

মুসনাদে আহমদে হাদীসটি নিম্নোক্ত শব্দে বর্ণিত হয়েছে–

২/২৯৭ لَوْ كَانَ الْعِلْمُ بِالثُّرَيَّا لَتَنَاوَلَهٗ نَاسٌ مِنْ اَبْنَاءِ فَارِسَ.

এছাড়া আরো বিভিন্ন শব্দেও হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে, যার সারমর্ম এ কথাই দাঁড়ায় যে, পারসিকদের সন্তানরা ইলম ও ঈমানের ক্ষেত্রে এমন সুউচ্চ মাকাম অর্জন করবে যা জগদ্বাসীর চোখকে অবাক করে দেবে। আর সেসব সন্তানেরই অন্যতম প্রধান হচ্ছেন ইমাম আবূ হানীফা (র.)।

শাফেয়ী মতাবলম্বী ইমাম সুয়ূতী (র.)-এর মন্তব্য

শাফেয়ী মতাবলম্বী ইমাম সুয়ূতী (র.) (মৃ.-৯১১) আরেকটু অগ্রসর হয়ে এ হাদীস দ্বারা বিশেষভাবে আবূ হানীফার (র.) উদ্দেশ্য হওয়ার কথাই বলেছেন। এ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে এক পর্যায়ে তিনি বলেন–

فَهٰذَا اَصْلٌ صَحِيْحٌ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ فِي الْبِشَارَةِ وَالْفَضِيْلَةِ. (تَبْيِيْضُ الصَّحِيْفَةِ ص ٦٠)

এ হাদীসটি একটি সঠিক মূলনীতি, সুসংবাদের ক্ষেত্রে যার উপর নির্ভর করা যায়।

ইবনে হাজর মক্কী (র.) সুয়ূতী (র.)-এর বিশিষ্ট শাগরেদদের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন, তাঁরা বলেছেন, আমাদের ওস্তাদ– অর্থাৎ সুয়ূতী (র.) এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছেন যে, এ হাদীস অর্থাৎ لَوْ كَانَ الْاِيْمَانُ عِنْدَ الثُّرَيَّا দ্বারা আবূ হানীফাই উদ্দেশ্য। কেননা একথা একেবারেই সুস্পষ্ট যে, ইমাম সাহেব (র.)-এর জমানায় পারসিকদের কেউই তাঁর ইলমি পর্যায়ে পৌঁছতে পারেনি। তিনি তো তিনিই; বরং তাঁর ছাত্রদের সমপর্যায়েও কেউ পৌঁছতে পারেনি।

–(আলখায়রাতুল হিসান, পৃ. ১৬)

শাফেয়ী মতাবলম্বী ইবনে হাজার মক্কী (র.)-এর মন্তব্য

শাফেয়ী মতালম্বী আল্লামা ইবনে হাজার মক্কী (র.) আরো বলেছেন–

فِيْهِ مُعْجِزَةٌ ظَاهِرَةٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ حَيْثُ أَخْبَرَ بِمَا سَيَقَعُ

"এখানে নবী করীম ﷺ -এর একটি মু'জিযা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে। তিনি এমন বিষয়ে খবর দিয়েছেন যা পরবর্তীতে সংঘটিত হবে।" –(প্রাগুক্ত-১৬)

আইম্মায়ে কেরামের বক্তব্যের আলোকে একথা অবশ্যই দাবি করা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এ ভবিষ্যদ্বাণীর অন্যতম দৃষ্টান্ত হচ্ছেন ইমাম আবূ হানীফা (র.) এবং তাঁর অস্তিত্বের মাধ্যমে, তাঁর ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে আমরা নবীজী ﷺ -এর অলৌকিকতার একটি বাস্তবরূপ দেখতে পেলাম।

খায়রুল কুরূনের প্রদীপ

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর জন্ম প্রসঙ্গে এখানে বলে রাখা দরকার, ইলমে হাদীসের পূর্বাপর ইমামগণের স্বীকৃত মতানুসারে ইমাম আবূ হানীফা (র.) একজন তাবেয়ী ছিলেন। যে তাবেয়ীনের জামাত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন–

يَأْتِيْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ فَيَغْزُوْ فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ، فَيُقَالُ : هَلْ فِيْكُمْ مِنْ صَاحِبِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ؟ فَيَقُوْلُوْنَ : نَعَمْ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ، ثُمَّ يَأْتِيْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، فَيَغْزُوْ فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ، فَيُقَالُ : هَلْ فِيْكُمْ مِنْ أَصْحَابِ صَاحِبِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ؟ فَيَقُوْلُوْنَ : نَعَمْ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ، ثُمَّ يَأْتِيْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، فَيَغْزُوْ فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ، فَيُقَالُ : هَلْ فِيْكُمْ مِنْ صَاحِبِ مِنْ صَاحِبِ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ؟ فَيَقُوْلُوْنَ : نَعَمْ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ. (صَحِيْحُ الْبُخَارِيِّ ١/٥١٥)

"মানুষের জীবনে এমন এক সময় আসবে, যখন তাদের একটি বিরাট সৈন্যবাহিনী শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যাবে। তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমাদের মাঝে এমন কেউ আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সংশ্রব লাভ করেছেন? তখন তারা বলবে, হ্যাঁ আছেন। তখন (তাঁর বরকতে) তাদের বিজয় অর্জিত হবে। (এঁরা হচ্ছেন সাহাবায়ে কেরামের জামাত)

এরপর মানুষের জীবনে এমন সময় আসবে, যখন তাদের একটি বিরাট সৈন্যবাহিনী যুদ্ধ করবে। তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমাদের সঙ্গে কি এমন কেউ আছে, যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাহাবীদের সংশ্রব লাভ করেছেন? তখন তারা বলবে, হ্যাঁ আছে। তখন তাঁর বরকতে তাদের বিজয় অর্জিত হবে। (এঁরা হচ্ছেন তাবেয়ীর জামাত)

এরপর মানুষের জীবনে এমন এক সময় আসবে, যখন তাদের একটি বিরাট সৈন্যবাহিনী যুদ্ধ করবে, তখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছেন যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাহাবীগণের সংশ্রব অর্জনকারীদের সংশ্রবে থেকেছে? তারা বলবে, হ্যাঁ, আছেন। তখন (তাঁর বরকতে) তাদের বিজয় অর্জিত হবে। (এঁরা হচ্ছেন তাবে তাবেয়ীনের জামাত)।" –(সহীহ বুখারী ১/৫১৫)

অন্য এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন–

خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِيْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ يَجِيْ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِيْنَهُ، وَيَمِيْنُهُ شَهَادَتَهُ. (صَحِيْحُ الْبُخَارِيِّ ١/٥١٥)

সবচেয়ে উত্তম মানুষ হচ্ছে আমার জমানার লোকেরা (সাহাবীগণ)। এরপর যারা তাঁদের পরে আসবে (তাবেয়ীগণ)। এরপর যারা তাঁদের পরে আসবে (তাবে তাবেয়ীগণ)। এরপর এমন কিছু লোক আসবে যারা (বেপরোয়াভাবে কখনো) কসম করার আগে সাক্ষ্য দেবে এবং কখনো সাক্ষ্য দেওয়ার আগে কসম খাবে।
–(সহীহ বুখারী ১/৫১৫)

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর জন্মকালে যেসব সাহাবী বেঁচেছিলেন

ইমাম আবূ হানীফা (র.) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ইন্তেকালের প্রায় সত্তর বছর পর জন্মগ্রহণ করেন। তখনও রাসূলে পাকের অনেক সাহাবী পৃথিবীতে বেঁচেছিলেন। যাঁদের মধ্যে রয়েছেন আবূ তোফায়েল আমের ইবনে ওয়াসেল (রা.) (মৃ. ১১০ হি.)। আনাস ইবনে মালেক (রা.) (মৃ. ৯২ হি.)। আব্দুল্লাহ ইবনে হারেস ইবনে জাই (রা.) (মৃ. ৯৭ হি.) (جَامِعُ بَيَانِ الْعِلْمِ ٤٧/٢) আব্দুল্লাহ ইবনে আবী আওফা (রা.) (মৃ. ৮৭ হি.)। ওয়াসেলা ইবনে আসকা' (রা.) (মৃ. ৮৫ হি.) সাহাল (রা.)। এছাড়া ইসলামি ইতিহাসের পাতায় আরো অনেক এমন সাহাবায়ে কেরামের উল্লেখ ও বর্ণনা পাওয়া যায়, যাঁরা ইমাম আবূ হানীফার জন্মের বহু বছর পর পর্যন্তও জীবিত ছিলেন।

কোনো কোনো বর্ণনায় ইমাম আবূ হানীফা (র.) ৬০ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেছেন বলে বর্ণিত হয়েছে। সে বর্ণনাটি যদি সঠিক হয়ে থাকে তাহলে তো তিনি সাহাবায়ে কেরামের বিশাল একটি জামাতকে পেয়েছেন। এছাড়া তাঁর সাহাবায়ে কেরামের দর্শন লাভ এবং তাঁদের কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করার বিষয়টিকে তো মুহাদ্দিসীনে কেরাম অকপটে স্বীকার করেছেন। বক্ষমাণ গ্রন্থে এর কিছুটা উল্লেখ থাকবে ইনশাআল্লাহ।

যাহোক, এ হচ্ছে জন্মকাল ও বংশসূত্র বিষয়ক ইমাম আবূ হানীফার দু'টি বৈশিষ্ট্য যে সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুসংবাদমূলক ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। আর দু'টি বৈশিষ্ট্যই ইলম ও আমানত বিষয়ক, যা আমাদের বক্ষমাণ গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়।

জন্মস্থানে ইলমের চর্চা

যে কোনো শিশু তার পারিপার্শ্বিক কৃষ্টি সভ্যতা ও ধ্যানধারণা নিয়েই বেড়ে উঠে। পরিবেশটি যদি হয় দ্বীন ও ইলমে মুখরিত তাহলে শিশুর অজান্তেই পরিবেশ তার শিরায় শিরায় প্রভাব বিস্তার করে চলে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর জন্মস্থান কূফা নগরী ছিল তেমনই একটি শহর যার অলি গলি ইলমের চর্চায় মুখরিত ছিল। এখানে কূফা নগরী সম্পর্কে কিঞ্চিত বিস্তারিত আলোচনা করা দরকার। কূফার ইতিহাসটা অন্যান্য যেকোনো শহরের মতো নয়। একটু ব্যতিক্রম। এটি তৎকালে এমন কোনো পুরাতন শহর ছিল না, যেখানে সাহাবায়ে কেরামকে দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে পাঠানো হয়েছিল; বরং এ শহরটি সাহাবায়ে কেরামের হাতেই স্থাপিত হয়েছে।

সাহাবায়ে কেরামের শহর কূফা নগরী

আর তা এভাবে হয়েছিল, ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকালে সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.)-এর নেতৃত্বে যে মুজাহিদ বাহিনী কাদেসিয়ার যুদ্ধে ঐতিহাসিক বিজয় লাভ করেছিল, সে বাহিনী ইরাকের বিভিন্ন এলাকা জয় করার পর ইরাকে ফিরে আসলে ওমর (রা.)-এর আদেশক্রমে 'কূফা' নামক স্থানটিকে মুসলমানদের সামরিক শিবির হিসেবে তৈরি করা হয়। এর সাথে সাথে কূফার বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে আরব গোত্রসমূহের স্থায়ী বসবাসের ব্যবস্থা করা হয়। এর ফলে ইরাকের এ অংশে সাহাবায়ে কেরামের এমন বিপুল সমাবেশ ঘটে যা অন্য কোথাও চোখে পড়ে না।

বর্ণিত আছে হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাসের উপরিউক্ত বাহিনীতে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী (৭০) সত্তরজন এবং হুদায়বিয়ার 'বাইয়াতে রিজওয়ানে' অংশগ্রহণকারী তিনশত (৩০০) সাহাবী সাহাবী উপস্থিত ছিলেন । ইমাম ইবরাহীম নাখয়ী (র.) (মৃ. ৯৬ হি.) বলেন–

هَبَطَ الْكُوْفَةَ ثَلَاثُ مِاَۃٍ مِنْ اَصْحَابِ الشَّجَرَةِ وَسَبْعُوْنَ مِنْ اَهْلِ بَدْرٍ (طَبَقَاتِ ابْنِ سَعْدٍ ١٣٢/٨ فِيْ طَبَقَاتِ الْكُوْفِيِّيْنَ)

"কূফায় আহলে শাজারার (যারা বাইয়াতে রিজওয়ানে অংশ গ্রহণ করেছেন) তিনশত জন (৩০০) এবং বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সত্তরজন (৭০) সাহাবী অবস্থান করেছেন।" –(তাবাকাতে ইবনে সা'দ ৮/১৩২)

এভাবে আরো অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামসহ মোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় দেড় হাজার। ইমাম ইজলী (র.) (মৃ. ২৬১) তাঁর 'কিতাবুত তারীখে' উল্লেখ করেন–

نَزَلَ الْكُوْفَةَ اَلْفٌ وَّخَمْسُ مِاَۃٍ مِنَ الصَّحَابَةِ (كِتَابُ التَّارِيْخِ) - কূফায় পনেরশ (১৫০০) সাহাবী অবস্থান করেছেন। –(কিতাবুত তারীখ বরাতে, ফাতহুল কাদীর ১/১০৯)

জ্ঞান বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ তৎকালীন ইসলামি দুনিয়ার অপরাপর শহরগুলোতে এত সংখ্যক সাহাবায়ে কেরামের উপস্থিতি ঘটেনি। এমনকি এর কাছাকাছিও হয়নি। আর যে শহরে ক্ষুদ্র শহরে এত সংখ্যক সাহাবীর উপস্থিতি ঘটেছিল তার সঙ্গে দ্বীন ও ইলমের বিষয়ে অন্যান্য শহরগুলোকে তুলনা করা চলে না। বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্ট এবং সহজে বিবেচনাযোগ্য।

দ্বীন ও ইলমের প্রচার-প্রসার ও চর্চা যেহেতু সাহাবায়ে কেরামের মাধ্যমেই হয়েছে এবং নববী উৎস থেকে পরবর্তী উম্মতের কাছে সাহাবায়ে কেরামের এ পবিত্র ঝরনাধারার মাধ্যমেই ইলম স্থানান্তরিত হয়েছে, তাই সাহাবায়ে কেরামের অধিক উপস্থিতিই ইলম চর্চার প্রধান পরিচায়ক। আর সে বিষয়টিই ঘটেছে কূফা শহরে।

কূফা নগরীর প্রতি ওমর (রা.)-এর মনোযোগ

কূফা শহরের প্রতিষ্ঠা এবং দ্বীন ও ইলমের ক্ষেত্রে একে সমৃদ্ধ করে তোলার প্রতি ওমর (রা.) বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। ফলে সাহাবায়ে কেরামের মধ্য থেকে নির্বাচিত ব্যক্তিবর্গকেই সেখানে পাঠিয়েছিলেন। কূফাবাসীর শিক্ষক হিসেবে পাঠিয়েছেন আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-কে। এ মর্মে কূফাবাসীর প্রতি ওমর (রা.) যে চিঠি লিখেছিলেন তা নিম্নরূপ–

عَنْ حَارِثَةَ قَالَ : قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ عُمَرَ : اِنِّىْ قَدْ بَعَثْتُ اِلَيْكُمْ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ اَمِيْرًا وَعَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ مُعَلِّمًا وَ وَزِيْرًا، وَاَنَّهُمَا لَمِنَ النُّجَبَاءِ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مِنْ اَصْحَابِ بَدْرٍ، وَقَدْ جَعَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ عَلٰى بَيْتِ الْمَالِ : فَتَعَلَّمُوْا مِنْهُمَا وَاقْتَدُوْا بِهِمَا، وَقَدْ آثَرْتُكُمْ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَلٰى نَفْسِىْ (اَلطَّبَقَاتُ الْكُبْرٰى لِاِبْنِ سَعْدٍ ١٣٠/٨، سِيَرُ اَعْلَامِ النُّبَلَاءِ ٤٨٦/١)

"কূফা নিবাসী হারেসা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ওমরের চিঠি আমাদেরকে পড়ে শুনানো হয়েছে, (ওমর (রা.) লিখেছেন) : আমি আম্মার ইবনে ইয়াসিরকে তোমাদের আমীর এবং আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদকে মুয়াল্লিম ও উজির হিসেবে পাঠালাম। মনে রেখ! এরা দুজন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বদর সৈনিকদের অন্যতম মহান পুরুষ। আর আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদকে বাইতুল মালের দায়িত্ব দিয়েছি। অতএব তোমরা তাঁদের দু'জনের কাছ থেকে ইলম হাসিল কর এবং তাঁদের অনুসরণ কর। আর আমি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের ব্যাপারে আমার উপর তোমাদেরকে অগ্রাধিকার দিয়েছি।" –(আততাবাকাতুল কুবরা, ইবনে সাদ ৮/১৩০, সিয়ারু আলামিল নুবালা ১/৪৮৬)

وَقَدْ آثَرْتُكُمْ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَلَى نَفْسِيْ বাক্যটি বলে ওমর (রা.) বলতে চেয়েছেন, দারুল খেলাফত মদীনায় ইবনে মাসউদের উপস্থিতি অত্যন্ত জরুরি থাকা সত্ত্বেও কূফাবাসীর স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য করে তিনি ইবনে মাসউদকে কূফায় পাঠিয়ে দিয়েছেন। ওমর (রা.)-এর একথা এবং এর আগের ...... وَإِنَّهُمَا لَمِنْ النُّجَبَاءِ مِنْ একথা থেকে কূফায় প্রেরিত সাহাবায়ে কেরামের ইলমি প্রজ্ঞা সহজেই অনুধাবন করা যায়।

আলী (রা.) ও ইবনে মাসউদ (রা.)-এর কূফা নগরী

বিষয়টিকে আরো সহজে উপলব্ধি করা যায় প্রখ্যাত তাবেয়ী মাসরূক ইবনুল আজাদ (র.) (মৃ. ৬২ হি.)-এর নিম্নোক্ত বক্তব্য থেকে। তিনি বলেন–

فَوَجَدْتُ عِلْمَهُمْ شَامَمْتُ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ ﷺ اِنْتَهَى اِلَى سِتَّةٍ : عَلِيٍّ، وَعُمَرَ، وَعَبْدِ اللهِ ، وَزَيْدٍ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، وَأُبَيٍّ، ثُمَّ شَامَمْتُ السِّتَّةَ فَوَجَدْتُ عِلْمَهُمْ اِنْتَهَى اِلَى عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ (سِيَرُ أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ ٤٩٣/١)

"আমি মুহাম্মদ ﷺ -এর সাহাবীগণের ইলম ছয়জনের মাঝে পেয়েছি। তাঁরা হলেন, আব্দুল্লাহ, আলী, ওমর, যায়েদ ইবনে সাবেত, আবুদ দারদা ও উবাই ইবনে কা'ব (রা.)। অতঃপর এ ছয়জনের ইলমকে আমি আলী ও ইবনে মাসউদ (রা.)-এর মাঝে পেয়েছি।" –(সিয়ারু আলামিন নুবাল ১/৪৯৩)

লক্ষ্য করার মতো বিষয় হচ্ছে, মাসরূক (র.)-এর মন্তব্য হিসেবে ইলমে দ্বীনের সর্বশ্রেষ্ঠ দুজন অধিকারীর একজনকে কূফাবাসীর শিক্ষক হিসেবে পাঠানো হয়েছে। আর অপরজনের দারুল খেলাফত ছিল এ কূফা শহর। আলী (রা.) এ কূফা শহরে থেকে তাঁর খেলাফত পরিচালনা করেছেন। যিনি 'মদীনাতুল ইলমে'র 'প্রধান ফটক' হিসেবে উপাধি পেয়েছিলেন। এছাড়া অপরাপর সাহাবায়ে কেরামের নিরলস প্রচেষ্টা তো অব্যহত ছিলই।

কূফায় অবস্থানকারী সাহাবায়ে কেরামের ইলমি মাকাম এবং তাঁদের কুরআন-হাদীস বিষয়ক প্রজ্ঞা সত্যিই বর্ণনাতীত। এ ক্ষুদ্র পরিসরে তা বর্ণনা করা সম্ভব নয়। এতটুকু জেনে রাখাই আমাদের জন্য যথেষ্ট হবে যে, এসব সাহাবায়ে কেরামের পদচারণায় কূফা শহরের ধূলিকণা কীভাবে সোনায় রূপান্তরিত হয়েছিল? **ইমাম আবূ হানীফা** (র.) কেমন মাটিতে জন্মগ্রহণ করেছেন? কেমন পরিবেশে তিনি লালিত পালিত হয়েছেন? এ বিষয়ক দু চারটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করেই এ বিষয়টির ইতি টানব।

ইলমের অপর নাম কূফা নগরী

সাহাবায়ে কেরামের এ বিপুল উপস্থিতি এবং বিশেষভাবে ইবনে মাসউদ, আলী ও আম্মার রাযিয়াল্লাহু আনহুমের মতো ফকীহ সাহাবায়ে কেরামের নিরলস সাধনার ফলে কূফা শহর ইলমের অন্যতম প্রাণকেন্দ্রে রূপান্তরিত হয়েছিল। কূফাবাসীদের সম্বোধন করে চিঠি লেখার সময় ওমর (রা.) নিম্নোক্ত শব্দগুলো ব্যবহার করতেন– اِلٰى رَأْسِ الْاِسْلَامِ আবার কখনো লিখতেন اِلٰى رَأْسِ الْعَرَبِ অর্থাৎ ইসলামের শীর্ষ ব্যক্তিবর্গের প্রতি! বা আরবের শীর্ষ ব্যক্তিবর্গের প্রতি! ইত্যাদি। তিনি বলতেন– بِالْكُوْفَةِ وُجُوْهُ النَّاسِ কূফায় বড় বড় ব্যক্তিদের উপস্থিতি রয়েছে। –(আততাবাকাতুল কুবরা, ইবনে সাদ ৮/১২৮, طَبَقَاتُ الْكُوْفِيِّيْنَ، تَسْمِيَةُ مَنْ نَزَلَ الْكُوْفَةَ)

প্রখ্যাত তাবেয়ী সাঈদ ইবনে জুবায়ের (র.) ইবনে মাসউদের শাগরেদগণের ব্যাপারে মন্তব্য করে বলেন– كَانَ اَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ سُرُجَ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ
"আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের শাগরেদগণ হচ্ছেন অত্র এলাকার প্রদীপতুল্য।"
–(প্রাগুক্ত ৮/১৩২)

আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁর খেলাফতকালে কূফায় পৌঁছেও এ মন্তব্যই করেছিলেন, বলেছেন–

مَلَأْتَ هٰذِهِ الْقَرْيَةَ عِلْمًا، وَفِيْ لَفْظٍ : اَصْحَابُ ابْنِ مَسْعُوْدٍ سُرُجُ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ.

"ইবনে উম্মে আব্দ (ইবনে মাসউদ)-এর উপর আল্লাহ রহম করুন! তিনি তো এ এলাকাকে ইলমে ভরে দিয়েছেন। অন্য শব্দে রয়েছে– ইবনে মাসউদের শাগরেদগণ তো এ এলাকার প্রদীপতুল্য।" –(কিতাবুল মাবসূত ১৬/৬৮, আততাবাকাতুল কুবরা ৮/১৩২)

তৎকালীন মক্কার শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ও ফকীহ আতা ইবনে আবী রাবাহ (র.)-কে কে না চিনে! কূফার ওলামা ও ইলমের ব্যাপারে তাঁর যে ধারণা তা এখানে উল্লেখ না করলেই নয়। ইবনে সাদ (র.) আত তাবাকাতুল কুবরায় বর্ণনা করেন–

اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوْسٰى، قَالَ : اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عَبَّاسٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ : جَالَسْتُ عَطَاءً فَجَعَلْتُ اُسَائِلُهُ، فَقَالَ لِيْ : مِمَّنْ اَنْتَ؟ فَقُلْتُ : مِنْ اَهْلِ الْكُوْفَةِ، فَقَالَ عَطَاءٌ : مَا يَأْتِيْنَا الْعِلْمُ اِلَّا مِنْ عِنْدِكُمْ.

"আব্দুল জাব্বার ইবনে আব্বাসের পিতা আব্বাস (র.) বলেন, "আমি আতার সঙ্গে উঠাবসা করেছি, তখন আমি তাকে বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞেস করছিলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার বাড়ি কোথায়? বললাম, আমি কূফা এলাকার বাসিন্দা। তখন আতা (র.) বললেন, আমাদের কাছে তো ইলম তোমাদের কাছ থেকেই আসে।"–(আততাবাকাতুল কুবরা, ইবনে সাদ ৮/১৩৩)

غَيْضٌ مِنْ فَيْضٍ তথা 'সিন্ধু থেকে বিন্দু' হিসেবে উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি উদ্ধৃতি তুলে ধরা হলো। সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীনের এসব বক্তব্য ও মন্তব্য স্পষ্টভাবে প্রমাণ করছে যে, একটি শহর ইলম ও জ্ঞানে সমৃদ্ধ হওয়ার জন্য যেসব উপকরণ ও মাধ্যমের প্রয়োজন তার সর্বোৎকৃষ্টটাই কূফা ও কূফাবাসীর জন্য বন্দোবস্ত হয়েছে। পাশাপাশি তার যথাযথ মূল্যায়ন ও ফলাফলও পৃথিবীর মানুষ দেখেছে। সুতরাং নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.) এমন এক ভূখণ্ডে জন্মগ্রহণ করেছেন, যা দ্বীন ও ইলমে ভরপুর ছিল; যা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর একটি জন্মগত অর্জন।

সে কালের ইলম চর্চা

আমাদের সময়ের ইলম চর্চা ও সে যুগের ইলম চর্চার মাঝে পদ্ধতিগত ব্যবধান রয়েছে। শিক্ষার্থীগণ নিজ গরজে ওস্তাদের শরণাপন্ন হতেন। যেখানে যত বেশি অর্জন করতে পারবেন বলে মনে করতেন, ছাত্রগণ সেখানে ছুটে যেতেন। নিজ দায়িত্বে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করতেন। বহু কাকুতি মিনতি করে যদি ওস্তাদের কাছ থেকে সময় নিতে পারতেন তাহলে সেটাই ছিল তাদের বড় পাওয়া।

এ ইলমের জন্য তাঁরা দূর দূরান্তে ছুটে যেতেন। হোক না তা হাজার ক্রোশ দূর। তাদের মুখে একটি প্রবাদ প্রচলিত ছিল– مَنْ هَمَّهُ الْعِلْمُ فَالْكُوْفَةُ لَهُ قَرِيْبٌ 'ইলম শেখার আগ্রহ যার আছে, কূফা শহর তার জন্য অনেক কাছে।' অর্থাৎ ইলমের চাহিদার ভিত্তিতেই শহরগুলোকে কাছে বা দূরে মনে হবে।

উস্তাদ নির্বাচন ছিল সেকালে ইলম শেখার সহজ মাপকাঠি। যার কাছেই ভালো কিছু পেতেন তা সংগ্রহ করে নিয়ে নিতেন। তবে নিজের আদর্শ ও লক্ষ্য ঠিক করতেন উস্তাদকে সামনে রেখে। অন্য কিছুর বিবেচনা মুখ্য বিষয় ছিল না।

যাচাই বাছাইয়ের মানসিকতা ছিল প্রবল। ইচ্ছা করলে ঠাণ্ডা গরম মিলিয়ে তারা সহজেই ভাণ্ডার ভর্তি করে নিতে পারতেন। কিন্তু তাঁরা তা করতেন না। বাস্তবিক ইলম বলতে যাকে বুঝায় এবং যে পদ্ধতিতে অর্জন করলে তা গ্রহণযোগ্যতা পাবে, সে ইলম সেভাবেই অর্জন করতেন। অধ্যাবসায় তাঁদের কোনো জুড়ি নেই, কোনো উদাহরণ নেই। তাঁদের একেকবারের দীর্ঘ সফর, এক ওস্তাদের সামনে-সংশ্রবে দীর্ঘ সময় ব্যয় এবং সময়ের যথাযথ সংরক্ষণের যে দৃষ্টান্ত তাঁরা রেখে গেছেন, তার অনুরূপ দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া সত্যিই কঠিন।

এ হচ্ছে শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে প্রচেষ্টার স্বরূপ। অপর দিকে দ্বীনি ইলমের ধারক বাহক ওলামায়ে কেরাম নবী করীম ﷺ কর্তৃক ঘোষিত فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ -এর হুকুম পালনার্থে নিজের জীবনকে ওয়াক্‌ফ করে দিয়েছেন এ দ্বীন ও ইলমের খেদমতের পেছনে।

আকীদা, আমল ও হাদীসচর্চা

দ্বীনি ইলম চর্চার জন্য সেকালে প্রধানত তিনটি ক্ষেত্র ছিল। আকীদা, আমল ও হাদীসচর্চা। এ তিনটি বিষয়ের উপর আলাদাভাবে মেহনত চলছিল। ইমাম মুহাম্মদ আবূ যাহরা মিসরী (র.) বলেন–

إِنَّ حَلَقَاتِ الْعِلْمِ كَمَا يُسْتَنْبَطُ مِنَ الْمَصَادِرِ التَّارِيْخِيَّةِ فِيْ ذٰلِكَ الْعَصْرِ كَانَتْ ثَلَاثَةَ أَنْوَاعٍ : حَلَقَاتٌ لِلْمُذَاكَرَةِ فِيْ أُصُوْلِ الْعَقَائِدِ، وَهٰذَا مَا كَانَ يَخُوْضُ فِيْهِ أَهْلُ الْفِرَقِ الْمُخْتَلِفَةِ، وَحَلَقَاتٌ لِمُذَاكَرَةِ أَحَادِيْثِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَرِوَايَتِهَا، وَحَلَقَاتٌ لِاسْتِنْبَاطِ الْفِقْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَالْفُتْيَا فِيْمَا يَقَعُ مِنَ الْحَوَادِثِ.

"ইতিহাস বিষয়ক কিতাবাদি থেকে যে বিষয়টি সাব্যস্ত হয় তা হচ্ছে, তৎকালে ইলমের মজলিসগুলো তিন ধরনের ছিল। যথা– ১. কিছু মজলিস ছিল মৌলিক আকীদা বিষয়ক আলোচনা পর্যালোচনার। এ ধরনের মজলিসে সাধারণত বিভিন্ন মতাবলম্বীরা অংশ গ্রহণ করত। ২. কিছু মজলিস ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাদীসের আলোচনা পর্যালোচনা এবং সেসব হাদীস বর্ণনা বিষয়ক। ৩. আর কিছু মজলিস ছিল কুরআন ও হাদীস থেকে ফিকহ ও মাসায়েল উদঘাটন সম্পর্কীয় এবং নবোদ্ভূত সমস্যাবলি সম্পর্কে ফতোয়া বিষয়ক মজলিস।"

–(আবূ হানীফা ২১)

সেকালে তাবেয়ীনের জামাত সাহাবায়ে কেরামের সংশ্রবে থেকে এ পরিমাণে ইলম অর্জন করেছিলেন যে, তাঁরা সাহাবায়ে কেরামের সঠিক উত্তরসূরী এবং পরবর্তী প্রজন্মের জন্য যথাযোগ্য পূর্বসূরী হিসেবে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। তাফসীর শিখেছেন তো কুরআনের গূঢ়তত্ত্ব উদঘাটন করেছেন, হাদীস শিখেছেন তো তার শুরু-শেষ আত্মস্থ করে ফেলেছেন, আর ফিকহ শিখেছেন তো মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র বিষয়ের শরয়ী বিধান উদ্ভাবন করেছেন এবং নানা সমস্যার সমাধান দিয়েছেন। দু'য়েকটি উদাহরণ তুলে ধরলে বিষয়টি উপলব্ধি করা সহজ হবে।

আলকামা ইবনে কায়েস (র.)

ইলমি জোয়ারের এ স্বর্ণযুগের এক সূর্য সন্তান হচ্ছেন কূফার আলকামা ইবনে কায়েস আননাখায়ী। তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের বিশিষ্ট শাগরেদ। হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) স্বয়ং তাঁর এ শাগরেদের ব্যাপারে নিম্নোক্ত মন্তব্য করেছেন– مَا أَقْرَأُ شَيْئًا وَلَا أَعْلَمُ إِلَّا عَلْقَمَةَ يَقْرَؤُهُ وَيَعْلَمُهُ.

"আমি যা পড়ি এবং জানি আলকামা তার সবই পড়ে এবং জানে।"

–(সিয়ারু আলামিন নুবালা ৫/৯৯)

কাবস ইবনে আবী যাবয়ান (র.) তাঁর পিতা আবূ যাবয়ান হুসাইন ইবনে জুনদুব (র.)-কে (মৃ. ৯০ হি.) জিজ্ঞেস করেছিলেন– আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাহাবীগণের কাছে না গিয়ে আলকামার কাছে কেন আসা যাওয়া করতেন? উত্তরে তিনি ছেলেকে বলেছিলেন, আমি বহু সাহাবায়ে কেরামকে দেখেছি তাঁরা আলকামাকে জিজ্ঞেস করতেন, মাসআলা জানতে চাইতেন। –(আলমুহাদ্দিসুল ফাসিল, রামাহুরমুযী পৃ. ২৩৮, সিয়ারু আলামিন নুবালা ৪/৫৯)

এর আরবি বর্ণনাটি নিম্নরূপ–

عَنْ قَابُوْسِ بْنِ اَبِيْ ظَبْيَانَ، قَالَ : لِاَيِّ شَيْءٍ كُنْتَ تَأْتِيْ عَلْقَمَةَ وَتَدَعُ اَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ؟ قَالَ : اَدْرَكْتُ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يَسْأَلُوْنَ عَلْقَمَةَ وَيَسْتَفْتُوْنَهُ.

ইমাম যাহাবী (র.) এক পর্যায়ে বলেছেন–

فَاَفْقَهُ اَهْلِ الْكُوْفَةِ عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُوْدٍ، وَاَفْقَهُ اَصْحَابِهِمَا عَلْقَمَةُ

"কূফার সর্বশ্রেষ্ঠ ফকীহ হলেন আলী (রা.) ও ইবনে মাসউদ (রা.), আর তাঁর শাগরেদদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ফকীহ হচ্ছেন আলকামা।" –(সিয়ারু আলামিন নুবালা ৫/২৩৬)

অপরদিকে অত্র এলাকারই এক মুহাদ্দিস ইমাম শা'বী (র.) সম্পর্কে তাঁর ওস্তাদ ইবনে ওমর (রা.) নিম্নোক্ত শব্দাবলিতে মন্তব্য করেছেন–

كَأَنَّ هٰذَا كَانَ شَاهِدًا مَعَنَا، وَهُوَ اَحْفَظُ لَهَا مِنِّيْ وَاَعْلَمُ

"মনে হচ্ছে সে যুদ্ধবিগ্রহে আমাদের সঙ্গে উপস্থিত ছিল, অবশ্যই সে যুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কে আমার চেয়ে বেশি জানে।" –(সিয়ারু আলামিন নুবালা ৪/৩০২)

আবূ হানীফা (র.)-এর জন্মকালে কূফা নগরী

ইমাম আবূ হানীফা (র.) যে কালে, যে সময়ে পৃথিবীতে এসেছেন সে কালে ইলম চর্চার পূর্ণ প্রতিচ্ছবি আঁকা সম্ভব নয়। কিন্তু জগদ্বিখ্যাত কয়েকজন ইমাম ফকীহ আলেমের ইলমি স্পৃহা বিষয়ক এ উদ্ধৃতিগুলো থেকে তা উপলব্ধি করা খুব কঠিন নয়।

ইবনে আব্বাস (রা.)-এর ভাষ্য

কূফা নগরীর ওলামায়ে কেরামের ব্যাপাওে ইবনে আব্বাস (রা.) যে মনোভাব পোষণ করতেন তা এখানে উল্লেখ না করলেই নয়। সাঈদ ইবনে জুবায়ের কূফী (র.) (মৃ. ৯৫ হি.) ইলমচর্চার যে অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন সে সম্পর্কে তাঁর উস্তাযের মনোভাব নিম্নরূপ–

قَالَ يَعْقُوْبُ الْقُمِّيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ اَبِي الْمُغِيْرَةِ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ اِذَا اَتَاهُ اَهْلُ الْكُوْفَةِ يَسْتَفْتُوْنَهُ يَقُوْلُ : اَلَيْسَ فِيْكُمْ اِبْنُ اُمِّ الدَّهْمَاءِ؟ يَعْنِيْ سَعِيْدَ ابْنَ جُبَيْرٍ

(حِلْيَةُ الْاَوْلِيَاءِ لِاَبِيْ نُعَيْمٍ ٤/٢٧٣، سِيَرُ اَعْلَامِ النُّبَلَاءِ لِلذَّهَبِيْ ٤/٣٢٥)

"ইয়াকূব আলকুম্মী জাফর ইবনে আবীল মুগীরা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, কূফার অধিবাসী কেউ যদি ইবনে আব্বাসকে কোনো মাসআলা জিজ্ঞেস করতে আসত, তখন তিনি তাদেরকে বলতেন, তোমাদের ওখানে কি ইবনে উম্মিদ দাহমা নেই? তাঁর উদ্দেশ্য হচ্ছে সাঈদ ইবনে জুবায়ের (র.)।"

–(হিলয়া ৪/২৭৩, সিয়ার ৪/৩২৫)

ঠিক এমন একটি স্থান ও এমন একটি কালেই ইমাম আবূ হানীফা (র.) জন্মগ্রহণ করেছিলেন যখন দ্বীনি ইলম মানুষের নিকট একটি গর্বের বিষয়, জীবনের লক্ষ্য এবং চিন্তা চেতনার খোরাক হিসেবে বিবেচিত ছিল।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও তাঁর পরবর্তী যুগের দু'একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরলে বিষয়টি আরো পরিষ্কার হবে বলে আশা করছি।

আফফান ইবনে মুসলিম (র.)-এর বক্তব্য

কূফা শহরে তৎকালে হাদীসচর্চার একটি প্রতিচ্ছবি আমরা দেখতে পাই আফফান ইবনে মুসলিম (র.) (মৃ.-২১৯ হি.)-এর নিম্নোক্ত বর্ণনা থেকে–

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ مَعْدَانَ، ثَنَا مَذْكُوْرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ قَالَ : سَمِعْتُ عَفَّانَ يَقُوْلُ : وَسَمِعَ قَوْمًا يَقُوْلُوْنَ : نَسَخْنَا كُتُبَ فُلَانٍ وَنَسَخْنَا كُتُبَ فُلَانٍ، فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ : تَرٰى هٰذَا الضَّرْبَ مِنَ النَّاسِ لَا يُفْلِحُوْنَ. كُنَّا نَأْتِيْ هٰذَا فَنَسْمَعُ مِنْهُ مَا لَيْسَ عِنْدَ هٰذَا، وَنَسْمَعُ مِنْ هٰذَا مَا لَيْسَ عِنْدَ هٰذَا، فَقَدِمْنَا الْكُوْفَةَ فَاَقَمْنَا اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ، وَلَوْ اَرَدْنَا اَنْ نَكْتُبَ مِأَةَ اَلْفِ حَدِيْثٍ لَكَتَبْنَا بِهَا، فَمَا كَتَبْنَا اِلَّا قَدْرَ خَمْسِيْنَ اَلْفِ حَدِيْثٍ، وَمَا رَضِيْنَا مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِالْاِمْلَاءِ اِلَّا شَرِيْكًا، فَاِنَّهُ اَبٰى عَلَيْنَا، وَمَا رَأَيْنَا بِالْكُوْفَةِ لَحْنًا مُجَوَّزًا (اَلْمُحَدِّثُ الْفَاصِلُ لِرَامَ هُرْمُزِىْ اَلْمُتَوَفّٰى ٣٦٠ه ص : ٥٥٩)

"...... মাযকূর ইবনে সুলায়মান ওয়াসেতী বলেন, আফফান (র.) কিছু লোককে (হাদীসের ছাত্রগণকে) বলতে শুনলেন যে, তারা বলছে, "আমরা অমুকের কিতাবসমূহ কপি করে ফেলেছি, আমরা অমুকের কিতাবগুলো কপি করেছি।" তখন আমি আফফানকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, মনে হচ্ছে এ ধরনের লোকেরা উদ্দেশ্যে সফল হবে না। আমরাতো এমন ছিলাম যে, একজন মুহাদ্দিসের কাছে আসতাম এবং ঐসব হাদীস শুনতাম যা অন্য মুহাদ্দিসের সংগ্রহে নেই, আবার অন্য মুহাদ্দিসের কাছ থেকে ঐসব হাদীস শুনতাম যা এর কাছে নেই। এক সময় অমরা কূফায় এসেছি এবং সেখানে চার মাস অবস্থান করেছি। যদি আমরা চাইতাম তাহলে সেখান থেকে এক লক্ষ হাদীস লিখে নিতে পারতাম। অথচ আমরা শুধুমাত্র পঞ্চাশ হাজারের মতো হাদীস শিখেছি।

আমরা কারো থেকে ইমলা (লিখিয়ে দেওয়া) ব্যতীত হাদীস গ্রহণে সম্মত ছিলাম না, শুধু শরীক ইবনে আবদুল্লাহ ব্যতীত। কারণ তিনি আমাদেরকে ইমলা করিয়ে দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন।

কূফায় আমরা এমন কাউকে দেখিনি যে শব্দে ভুল করার ব্যাপারে শিথিল মনোভাব রাখে।" –(আলমুহাদ্দিসুল ফাসিল, রামাহুরমুযী পৃ. ৫৫৯)

হাদীস সংগ্রহের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করার অপরিহার্যতা এবং কূফা শহরে হাদীসচর্চার কল্পনাতীত আধিক্য দুটি বিষয়ই আফফান ইবনে মুসলিমের এ বক্তব্য থেকে বেরিয়ে আসে। এছাড়া ভুল উচ্চারণ ও ভুল পড়ার ব্যাপারে শিথিলতা প্রদর্শন না করার যে বৈশিষ্ট্যের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন তা ইলমে হাদীসের ক্ষেত্রে অত্যন্ত জরুরি একটি বিষয়। হাদীসের গবেষকমাত্রই তা অনুমান করতে পারবেন।

ইমাম বুখারী (র.)-এর বক্তব্য

সেকালে ইলম চর্চার আরেকটি চিত্র আমরা দেখতে পাই ইমাম বুখারী (র.)-এর নিম্নোক্ত বক্তব্যে তিনি বলেন–

دَخَلْتُ إِلَى الشَّامِ وَمِصْرَ وَالْجَزِيْرَةِ مَرَّتَيْنِ وَإِلَى الْبَصْرَةِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، وَأَقَمْتُ بِالْحِجَازِ سِتَّةَ أَعْوَامٍ، وَلَا أُحْصِيْ كَمْ دَخَلْتُ إِلَى الْكُوْفَةِ وَبَغْدَادَ مَعَ الْمُحَدِّثِيْنَ.

(مُقَدِّمَةُ فَتْحِ الْبَارِيْ لِابْنِ حَجَرٍ ص : ٤٧٨)

"আমি সিরিয়া, মিশর ও আলজাযায়েরে দু'বার গিয়েছি, বসরায় গিয়েছি চারবার, হেজাযে অবস্থান করেছি ছয় বছর। আর মুহাদ্দিসীনে কেরামের সঙ্গে কূফা ও বাগদাদে যে কতবার গিয়েছি তার কোন হিসাব নেই।"

–(মুকাদ্দামায়ে ফাতহুল বারী পৃ. ৫০২)

সে কালে ইলমের পিপাসা শিক্ষার্থীদেরকে কতদূর নিয়ে যেত! যেখান থেকে যত বেশি ইলম আহরণ করা যাবে, ছাত্রগণ সেখানে তত বেশি যাতায়াত করতেন। এ দৃশ্য ইমাম আবূ হানীফার শতাব্দীকাল পরের। সাহাবা তাবেয়ীনের যুগ থেকে শুরু করে শতাব্দীর পর শতাব্দী পর্যন্ত ইলম চর্চার প্রতি এ মনোনিবেশের ব্যতিক্রম ঘটেনি। আর সে কারণেই সে সময়গুলো ছিল হাদীসচর্চার স্বর্ণযুগ।

আবূ বকর ইবনে আবূ দাউদ (র.)-এর বক্তব্য

এ প্রসঙ্গে আর একটিমাত্র ঘটনা উল্লেখ করে সে কালের ইলম চর্চা বিষয়ক আলোচনা শেষ করব। ইমাম আবূ বকর ইবনে আবূ দাউদ (র.) (মৃ.-৩১২ হি.) নিজের এক ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন–

دَخَلْتُ الْكُوْفَةَ وَمَعِيْ دِرْهَمٌ وَاحِدٌ، فَاشْتَرَيْتُ بِهِ ثَلَاثِيْنَ مُدًّا بَاقِلَّاءَ، فَكُنْتُ آكُلُ مِنْهُ مُدًّا وَاَكْتُبُ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْأَشَجِّ أَلْفَ حَدِيْثٍ، فَلَمَّا كَانَ الشَّهْرُ حَصَلَ مَعِيْ

ثَلَاثِيْنَ اَلْفَ حَدِيْثٍ. قَالَ أَبُوْ ذَرٍّ بَيْنَ مَقْطُوْعٍ وَمُرْسَلٍ وَمَوْقُوْفٍ. (تَارِيْخُ بَغْدَادَ لِلْخَطِيْبِ ١٣٨/١١ وَطَبَقَاتُ الشَّافِعِيَّةِ الْكُبْرٰى لِتَاجِ الدِّيْنِ السُّبْكِيِّ ٣٠٨/٣)

"আমি কূফা শহরে ঢুকলাম, তখন আমার কাছে একটি দেরহাম ছিল, সেই দেরহাম দিয়ে আমি ত্রিশ মুদ্দ মটরশুটি কিনলাম। আমি তা থেকে এক মুদ্দ মটরশুটি খেতাম আর আবূ সাঈদ আশাজ্জ কূফী (র.) (মৃ.-২৫৭) থেকে এক হাজার হাদীস লিখতাম। এভাবে একমাসে আমি তাঁর কাছ থেকে মাকতূ, মুরসাল ও মাওকূফ হাদীস মিলিয়ে মোট ত্রিশ হাজার (৩০,০০০) হাদীস লিখে ফেললাম।"
–(তারীখে বাগদাদ ১১/১৩৮, তাবাকাতুশ শাফিয়িয়্যাতিল কুবরা ৩/৩০৮)

আমাদের ইলমি দুর্ভিক্ষের এ যুগে এসব ঘটনা অনেকটা কল্পকাহিনীই মনে হয়, যদিও এসব ঘটনা বাস্তব সত্য। সনদসহ দৈনিক এক হাজার হাদীস লিখে নিচ্ছেন। একই ব্যক্তি থেকে একমাস যাবত! তবুও যেন ভাণ্ডারে কোনো কমতি নেই।

এটি ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর শতাব্দীকাল পরে অত্র এলাকায় হাদীসচর্চার একটি খণ্ড চিত্র মাত্র। এসব ঘটনার বিশাল সম্ভার থেকে মুষ্ঠিমাত্র তুলে দেখানো হলো যা তৎকালে শিক্ষার্থীদের ইলমের প্রতি অনুরাগ, হাদীসের জন্য ধ্যানমগ্নতা ও অধ্যবসায় এবং সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারের মানসিকতাকে প্রমাণ করে।

ইলমের শহরে আবূ হানীফা (র.)-এর বেড়ে ওঠা

আবূ হানীফা (র.)-এর যমানা এবং তার আগে পরের দু'একটি ঘটনার মাধ্যমে ইলম চর্চার যে পরিবেশ আমাদের সামনে চিত্রিত হয়েছে সে পরিবেশ ও পরিস্থিতির মাঝে ইমাম আবূ হানীফা (র.) বেড়ে উঠেছেন, লালিত পালিত হয়েছেন।

আক্ষরিক জ্ঞান অর্জনের আগে পরিবেশ পরিস্থিতি থেকে যে শিক্ষা শিশুকালে সংক্রমিত হয় তা كَالنَّقْشِ فِي الْحَجَرِ তথা পাথরের পিঠে খোদাই করে অংকনের মতো। সে শিশুর পরবর্তী জীবন যে মোহনায় গিয়েই থামুক না কেন, মনের মাঝে অঙ্কুরিত বীজ তার শাখা প্রশাখা বিস্তার করেই ছাড়ে। এছাড়া সে যখন পরিণত বয়সে উপনীত হয়, তখন তার অজান্তে যে বীজ অন্তরে গেড়ে বসেছিল সে বীজ তাকে তার ফলাফলের দিকেই নিয়ে যায়।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর জীবনে তাই ঘটেছে। দ্বীনের মৌলিক দু'টি উৎস কুরআন ও হাদীস এবং তার বাস্তব প্রায়োগিক দিক ফিকহ– এ তিনটি বিষয়কে তিনি যেভাবে আত্মস্থ করেছেন তা আমরা পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে ইনশাআল্লাহ দেখতে পাব।

শিক্ষাজীবন

ইমাম আবূ হানীফা (র.) তাঁর শিক্ষা জীবন সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন–

كُنْتُ فِيْ مَعْدِنِ الْعِلْمِ وَالْفِقْهِ، فَجَالَسْتُ اَهْلَهُ، وَلَزِمْتُ فَقِيْهًا مِنْ فُقَهَائِهِمْ يُقَالُ لَهُ حَمَّادٌ فَانْتَفَعْتُ بِهٖ.

"আমি ইলম ও ফিকহের খনিতে ছিলাম। ফলে আহলে ইলম ওলামায়ে কেরামের সঙ্গে উঠাবসা করেছি এবং তাদের মধ্য থেকে যারা ফকীহ তাঁদের একজনের সংশ্রব গ্রহণ করেছি। –(মানাকেবে সাদরুল আইম্মা পৃ. ৫২, আবূ হানীফা, আবূ যাহরা পৃ. ৫৮)

এভাবেই ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর শিক্ষাজীবন শুরু হয়, যেমন শুরু হয় এমন পরিবেশে বেড়ে উঠা যে কোনো শিশুর। মাত্র তের চৌদ্দ বছর বয়সে তিনি ইলম ও দ্বীনের প্রাথমিক স্তরগুলো অতিক্রম করে এতদূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে গিয়েছিলেন যতদূর সচরাচর দেখা যায় না। বিভিন্ন বর্ণনা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয়। নিম্নে এ বিষয়ক কিছু বর্ণনা উল্লেখ করা হলো।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর বক্তব্য

ইমাম আবূ হানীফা (র.) নিজের এক ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, 'হাজ্জাজ বিন ইউসুফের জমানায় আমার বাল্যকাল ছিল। আমি বাজারে আসা-যাওয়া করতাম। তখন ইলমে কালামের আলোকে বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে আকায়েদ বিষয়ে আলোচনা পর্যালোচনা করতাম।

একদিন একলোক আমাকে দ্বীনি হুকুম আহকাম বিষয়ক একটি মাসআলা জিজ্ঞেস করল। আমি কোনো জবাব দিতে পারিনি। তখন লোকটি আমাকে বলল, তুমি এমন বিষয়ে কথা বলতে যাও যা চুলের চেয়েও চিকন-সূক্ষ্ম, অথচ একটি দ্বীনি মাসআলার ব্যাপারে তোমার খবর নেই। আমি তার একথা শুনে লজ্জিত হয়ে গেলাম।–(মানাকেবে সদরুল আইম্মা পৃ. ৫৭)

উল্লেখ্য হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ৯৫ হিজরিতে মারা গেছে। তখন ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর বয়স সর্বোচ্চ চৌদ্দ। তবে এতটুকু বিষয় অনস্বীকার্য যে, শিক্ষার প্রাথমিক পর্যায়গুলো অতিক্রম করার পর ফিকহ ও মাসায়েলের চেয়ে আকীদাগত বিষয়গুলোর প্রতি তিনি বেশি মনোযোগ দিয়েছিলেন। এর একটি কারণও ইমাম আবূ যাহরা (রা.) ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেন–

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর জন্মভূমি কূফা ছিল ইরাকের বড় শহরগুলোর একটি; উপরন্তু বলা যায়, ইরাকের বড় দুই শহরের দ্বিতীয়টি ছিল কূফা। ইরাকে তখন বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ও বিভিন্ন মতবাদের লোক ছিল। এছাড়া এ ইরাক ছিল প্রাচীন সভ্যতার একটি শক্ত ঘাঁটি। খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী সুরিয়ানরা এ এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছিল। ইসলামপূর্ব যুগে সেখানে তারা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করে এ

ইউনানী দর্শন শিক্ষা দিত। ইসলামপূর্ব যুগে ইরাকে খ্রিস্টানরা আকীদাগত বিষয়গুলো নিয়ে বাহাস-বিতর্ক করত। ইসলামের পরবর্তী যুগে সেখানে বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষের সমাবেশ ঘটেছে। সেখানে বিভিন্ন রকমের ফেতনা ও বিশৃঙ্খলা ছিল। রাজনৈতিক ও আকীদাগত বিষয়াদি নিয়ে বিভিন্ন মত ছিল। শিয়া, খারেজী ও মুতাযিলা ইত্যাদির উদ্ভব ঘটে।

শায়খ আবূ যাহরা মিসরীর মন্তব্য

অপরদিকে এ এলাকাতেই ছিল মুজতাহিদ তাবেয়ীনের পবিত্র জামাত। যারা সাহাবায়ে কেরাম থেকে ইলম অর্জন করেছেন। ফলে ইরাক ছিল ইলমে দ্বীনে ভরপুর এক প্রস্রবণ। আবার এখানে ছিল বিরোধপূর্ণ বহু মতবাদ।

আবূ যাহরা (র.) বলেন–

فُتِحَتْ عَيْنُ اَبِيْ حَنِيْفَةَ فَرَأَى هٰذِهِ الْاَجْنَاسَ، وَاَشَعَّ عَقْلُهُ، فَانْكَشَفَتْ لَهُ هٰذِهِ الْاٰرَاءُ، وَيَظْهَرُ اَنَّهُ فِيْ مَيْعَةِ الصِّبَا، اَوْ فِيْ بَوَاكِيْرِهِ ابْتَدَأَ يُجَادِلُ مَعَ الْمُجَادِلِيْنَ، وَنَازَلَ بَعْضَ اَصْحَابِ هٰذِهِ الْاَهْوَاءِ بِمَا تُوْحِيْ بِهِ السَّلِيْقَةُ الْمُسْتَقِيْمَةُ. (اَبُوْ حَنِيْفَةَ ص ٢٠).

"আবূ হানীফা (র.) চোখ খুলতেই এ বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষগুলোকে দেখতে পেয়েছেন। তাঁর বুদ্ধি বিবেচনার জ্যোতি বিচ্ছুরিত হওয়ার সাথে সাথেই এসব মতবাদ তাঁর গোচরীভূত হয়েছে। ফলে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি তাঁর বাল্য বয়সের শুরুতে অথবা পরিণত বয়সের আগেই মোনাযারা-পণ্ডিতদের সঙ্গে বাহাস শুরু করে দিয়েছেন এবং এসব মনের পূজারী গোমরাহীর ধ্বজাধারীদের কারো কারো সঙ্গে চ্যালেঞ্জ করে বসেছেন। আর তিনি তা করেছেন তাঁর সঠিক-স্বচ্ছ প্রতিভা ও ধ্যান-ধারণার উপর নির্ভর করে। –(আবূ হানীফা পৃ. ২০)

অবশ্য আকায়েদ ও ইলমে কালামের প্রতি তাঁর এ মনযোগ ক্ষণকালমাত্রেরই ছিল; তা স্থায়িত্ব পায়নি। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিজস্ব ভাষ্য থেকেই তা প্রমাণিত হয়।

সেকালে ইলম শিক্ষার পদ্ধতি

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর জমানায় ইলম শিক্ষার মৌলিক পদ্ধতিগুলো ছিল– ১. ইলমের জন্য সফর করা, যাকে পরিভাষায় اَلرِّحْلَةُ فِيْ طَلَبِ الْعِلْمِ বলা হয়। ২. হাদীস মুখস্থকরণ, যাকে اَلضَّبْطُ فِي الصَّدْرِ বলা হয়। ৩. হাদীস লিখে রাখা যাকে اَلضَّبْطُ بِالْكِتَابَةِ বলা হয়। ৪. আহলে ইলম ওলামায়ে কেরামের সংস্রবে থেকে তাদের আমলী জীবনকে অনুধাবন ও উপলব্ধি করা, যাকে পরিভাষায় تَعَامُلُ النَّاسِ বলা হয়।

উল্লিখিত চারটি পদ্ধতিতে আমাদের পূর্বসূরী ওলামায়ে কেরাম কুরআন ও হাদীসের ইলম অর্জন করেছেন। আর এ চারটি পদ্ধতির প্রত্যেকটিই অপরটির জন্য পরিপূরক।

হাদীস মুখস্থকরণ

আবূ হানীফা (র.)-এর জমানা, তাঁর পূর্বকালে এবং তাঁর জমানার কিছুকাল পরেও হাদীস সংরক্ষণের প্রধান মাধ্যম ছিল তা মুখস্থ করে রাখা। কুরআন মাজীদ যেমনিভাবে সবার মুখস্থ ছিল তেমনিভাবে তা পরিপূর্ণভাবে লিপিবদ্ধও ছিল; কিন্তু হাদীসের বিষয়টি তেমন ছিল না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জমানায় হাদীস লিখার প্রচলন থাকলেও তা ছিল অত্যন্ত সীমিত আকারে। এককভাবে কোনো কোনো সাহাবী কিছু কিছু হাদীস লিখে রেখেছিলেন। যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস, আলী ইবনে আবী তালেব ও আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহুমের কাছে পৃথকভাবে কিছু কিছু হাদীস লিখিত ছিল। সাহাবায়ে কেরামের পরে তাবেয়ীনের যুগে লেখার প্রচলন কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। এরপরও তা ব্যাপক রূপ লাভ করেনি। ফলে মুখস্থ করে রাখাই ছিল হাদীস সংরক্ষণের প্রধান মাধ্যম। আর সে কারণেই এসব যুগের হাদীস বর্ণনাকারী মুহাদ্দিসগণকে যাচাই করার এক স্বীকৃত মাপকাঠি হচ্ছে তাদের স্মরণশক্তি ও আমানতদারি। আল্লাহ পাকের অশেষ মেহেরবানি যে, তিনি সে যুগে মুহাদ্দিসীনে কেরামকে এত অস্বাভাবিক স্মরণশক্তি দান করেছেন যা আমাদের এ জমানায় অবিশ্বাস্য গল্পের মতো মনে হয়। আর সে শক্তির বলেই তাঁরা হাজার হাজার হাদীস সেগুলোর বর্ণনাকারীদের ধারাবাহিকতাসহ মুখস্থ রাখতে পারতেন।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) সে রীতিতেই হাদীস মুখস্থ করেছেন। এত বেশি পরিমাণে হাদীস মুখস্থ করেছেন যে, তিনি এক্ষেত্রে সমকালীন ওলামায়ে কেরামকে অতিক্রম করে গেছেন। সেকালের এক স্বীকৃত হাদীসের ইমাম মিসআর ইবনে কিদাম (র.) (মৃ. ১৫৩ বা ১৫৫ হি.) আবূ হানীফা (র.)-এর হাদীস অর্জন সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন–

طَلَبْتُ مَعَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ الْحَدِيْثَ فَغَلَبَنَا وَاَخَذْنَا فِي الزُّهْدِ فَبَرَعَ عَلَيْنَا وَطَلَبْنَا مَعَهُ الْفِقْهَ فَجَاءَ مِنْهُ مَا تَرَوْنَ.

"আমি আবূ হানীফা (র.) সঙ্গে হাদীস অন্বেষণ করেছি তো তিনি আমাদেরকে অতিক্রম করে গেছেন, দুনিয়াবিমুখতা গ্রহণ করেছি তো তিনি আমাদের উপর প্রাধান্য নিয়ে গেলেন। আর তাঁর সঙ্গে ফিকহ শিখেছি তো তিনি এক্ষেত্রে যা করেছেন তা তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ।" –(মানাকেবু আবী হানীফা, যাহাবী ৪৩)

এছাড়া ইমাম আবূ হানীফা (র.) হাদীসের মধ্য থেকে নাসেখ মানসূখ এবং হুকুম-আহকাম সম্পর্কীয় হাদীসগুলো বিশেষভাবে সংরক্ষণ করতেন। এ বিষয়ে তাঁর বিশেষ যোগ্যতা ছিল। আবূ আব্দুল্লাহ সাইমারী (র.) বর্ণনা করেন, হাসান ইবনে সালেহ (র.) এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করে বলেছেন–

كَانَ الْإِمَامُ اَبُوْ حَنِيْفَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ شَدِيْدَ الْفَحْصِ عَنِ النَّاسِخِ مِنَ الْحَدِيْثِ وَالْمَنْسُوْخِ .... وَكَانَ حَافِظًا لِفِعْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْاَخِيْرَ الَّذِىْ قُبِضَ عَلَيْهِ .... الخ. (عُقُوْدُ الْجُمَانِ لِلصَّالِحِيِّ ص : ١٧٥)

"ইমাম আবূ হানীফা (র.) হাদীস সংরক্ষণের বিষয়ে মুখস্থ রাখার দিকটিকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন, হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি অনেকগুলো শর্ত আরোপ করেছেন, যার মধ্যে মুখস্থ রাখার বিষয়টি অন্যতম। এ বিষয়ে পরবর্তিতে আমরা ইনশাআল্লাহ বিস্তারিত আলোচনা করব। এখানে প্রসঙ্গক্রমে একটি মাত্র উদ্ধৃতি তুলে ধরছি–
হাকেম নিশাপুরী (র.) (মৃ. ৪০৫ হি.) তাঁর 'আলমাদখাল ফী উলূমিল হাদীস' গ্রন্থে বর্ণনা করেন–

قَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ : لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ اَنْ يَرْوِىَ الْحَدِيْثَ اِلَّا اِذَا سَمِعَهٗ مِنْ فَمِ الْمُحَدِّثِ فَيَحْفَظُهٗ ثُمَّ يُحَدِّثُ بِهٖ.

"ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, কোনো ব্যক্তির জন্য হাদীস বর্ণনা করা কেবল তখনই জায়েজ হবে, যখন সে হাদীসটি মুহাদ্দিসের মুখ থেকে শুনবে, অতঃপর তা মুখস্থ করবে এবং মুখস্থ থেকে বর্ণনা করবে।" (আলমাদখাল ... পৃ. ১৭)
হাদীস বর্ণনা করার ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র.) কর্তৃক এ শর্ত আরোপ করা থেকে প্রমাণিত হয়, মুখস্থ করাকেই তিনি হাদীস সংরক্ষণের প্রধান মাধ্যম মনে করতেন এবং সে হিসেবে তিনি মুখস্থও করেছেন। নচেৎ এমন শর্ত তিনি দিতে পারেন না।

হাদীস লিখন

'হাদীস লিখন' হাদীস সংরক্ষণের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। প্রাথমিক যুগগুলোতে এর অস্তিত্ব থাকলেও এর ব্যাপক প্রচলন ছিল না। সাহাবায়ে কেরামের শেষ যুগে এবং তাবেয়ীনের যুগে এর প্রচলন বেড়েছিল। হিজরি প্রথম শতাব্দীর শেষে উমাইয়া খলিফা ওমর ইবনে আবদুল আযীয (র.) (মৃ. ১০১ হি.) সরকারিভাবে হাদীস লিখনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এক্ষেত্রে আবূ বকর ইবনে হাযম (র.) (মৃ. ১২০ হি.) ও ইমাম যুহরী (র.) (মৃ. ১২৫ হি.) সরকারি নির্দেশে হাদীস সংকলনের কাজে হাত দেন।
অবশ্য এর আগে খলিফা ওমর ইবনে আবদুল আযীয (র.)-এর পিতা আবদুল আযীয ইবনে মারওয়ান মিসরের গভর্নর থাকাকালে হাদীস সংকলনের কিছু কাজ করেছিলেন। তাঁর সে কাজটি প্রাদেশিক পর্যায়ে সীমাবদ্ধ থাকার কারণে তেমন প্রসিদ্ধি লাভ করেনি।
যাহোক, পরিণত বয়সে ইমাম আবূ হানীফা (র.) যখন হাদীস অর্জনের উপযুক্ত বয়সে উপনীত হলেন তখন হাদীস সংরক্ষণের ক্ষেত্রে তা মুখস্থ রাখার পাশাপাশি

লিখে রাখার বিষয়টি অত্যধিক গুরুত্ব পায়। বিশেষত সাহাবায়ে কেরামের অনুপস্থিতি, আরব অনারবের সংমিশ্রণ এবং বিভিন্ন মতবাদের উৎপত্তির প্রেক্ষিতে হাদীস মুখস্থের পাশাপাশি তা লিখে রাখার প্রয়োজনীয়তা প্রকট হয়ে উঠে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) যদিও হাদীস বর্ণনা করার ক্ষেত্রে তা মুখস্থ থাকাকে জরুরি মনে করতেন; কিন্তু হাদীস লিখে রাখার প্রয়োজনীয়তাকে তিনি অস্বীকার করতেন না। কারণ হাদীসের সংরক্ষণের জন্য প্রত্যেকটি মাধ্যমই অপরটির জন্য সহায়ক। কেননা মুখস্থের মাধ্যমে যেমনিভাবে লেখার ভুল সংশোধন করা যায় তেমনিভাবে লেখার মাধ্যমেও ভুলে যাওয়া অংশগুলো স্মরণ করা যায়।

সে কারণেই ইমাম আবূ হানীফা (র.) হাদীস মুখস্থ করার পাশাপাশি তা লিখেও রেখেছেন। ইমাম আবূ ইয়াহয়া যাকারিয়া ইবনে ইয়াহইয়া নিশাপুরী (র.) তাঁর 'মানাকেবু আবী হানীফা' গ্রন্থে নিজস্ব সূত্রে ইয়াহইয়া ইবনে নাসর ইবনে হাজেব থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন–

سَمِعْتُ اَبَا حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللهُ يَقُوْلُ : عِنْدِىْ صَنَادِيْقُ مِنَ الْحَدِيْثِ مَا اَخْرَجْتُ مِنْهَا اِلَّا الْيَسِيْرَ الَّذِىْ يُنْتَفَعُ.

"আমি আবূ হানীফাকে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন, আমার কাছে বহু সিন্দুক ভর্তি হাদীস রয়েছে। তা থেকে মানুষ আমল করার মতো কিছুসংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছি মাত্র।" –(মানাকেবু সাদারিল আইম্মা)

হাদীস লিখে সংরক্ষণের প্রতি আবূ হানীফার মনোযোগের বিষয়টি ইবনে নাদীম (র.) (মৃ. ৪৩৮ হি.)-এর নিম্নোক্ত ভাষ্য থেকেও প্রমাণিত হয় যা বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের ভূমিকাতেও উদ্ধৃত হয়েছে। তিনি বলেন–

اَلْعِلْمُ بَرًّا وَبَحْرًا شَرْقًا وَغَرْبًا، بُعْدًا وَقُرْبًا تَدْوِيْنُهُ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ.

"জলে-স্থলে, পূর্বে-পশ্চিমে ও কাছে-দূরে সর্বত্রের ইলম আবূ হানীফারই সংকলনের অবদান।" –(আলফিহরিস্ত ২৫৬)

এ ধরনের আরো অন্যান্য উদ্ধৃতি থেকে একথা প্রমাণিত হয় যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.) হাদীস সংরক্ষণের ক্ষেত্রে তা লিখে রাখাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন। কিন্তু বর্ণনার ক্ষেত্রে শুধু লেখার উপর নির্ভর করেননি। আর এ দুয়ের সমন্বয়ে তিনি কর্তৃক বর্ণিত হাদীসগুলো ছিল সহীহ শুদ্ধ। ইমাম আলি ইবনুল জা'দ (র.) বলেন, আবূ হানীফা (র.) যেসব হাদীস বর্ণনা করেছেন, তা হচ্ছে মুক্তার মতো স্বচ্ছ।

তবে প্রথম শতাব্দী ও দ্বিতীয় শতাব্দীর শুরুভাগ পর্যন্ত হাদীস লিখন ও সংকলনের বিশেষ কোনো পদ্ধতি ছিল না। নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে তা বিন্যাসের কোনো প্রচলন ছিল না। যিনি যাঁর কাছে যা পেয়েছেন তা লিখে রেখেছেন। হাদীস সংরক্ষণের জন্য অতটুকুই যথেষ্ট ছিল।

উস্তাদের সংশ্রব

সঠিক ইলম হাসিল করার জন্য উস্তাদের সংশ্রবের কোনো বিকল্প নেই। ইলমের মর্ম উপলব্ধি না করে হাদীসের তত্ত্বজ্ঞান অনুধাবন না করে শুধুমাত্র অধিক হাদীস জানাটা একজন শিক্ষার্থীকে লাইনচ্যুত করে দেয়, তার পদস্খলন ঘটায়। ফলে সাহাবা-তাবেয়ীনের যুগে তালেবে ইলমদেরকে তাদের উস্তাদের সংশ্রবে বছরের পর বছর থাকতে দেখা যায়। অনেকের ব্যাপারেই বর্ণনা পাওয়া যায়, তাঁরা তাদের উস্তাদের মৃত্যু পর্যন্ত উস্তাদের সংশ্রব ত্যাগ করেননি। এক্ষেত্রেও ইমাম আবূ হানীফা (র.) অনন্য দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি বিশ বছর বয়স পর্যন্ত আহলে ইলমদের দ্বারে দ্বারে ফিরেছেন। এরপর এক স্থায়ী অধ্যবসায় তিনি নিজেকে নিযুক্ত করেছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর ভাষ্য হচ্ছে– "আমি ইলম ও ফিকহের এক খনিতে জন্মগ্রহণ করেছি, আহলে ইলমের সঙ্গে উঠাবসা করেছি এবং তাদের একজনের সংশ্রব গ্রহণ করেছি।"

আবূ হানীফা (র.)-এর প্রাপ্তি

উস্তাদের সংশ্রব গ্রহণ করার ব্যাপারে আবূ হানীফা (র.)-এর উস্তাদ ইমাম শা'বী (র.) (মৃ. ১০০ হি.)-এর বড় অবদান রয়েছে। ইমাম শা'বী (র.) একজন দায়িত্বশীল অভিভাবকের মতো ইমাম আবূ হানীফা (র.)-কে সুপরামর্শ দিয়েছেন এবং উস্তাদের সংশ্রবে থাকার ব্যাপারে তাগিদ দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন–

مَرَرْتُ يَوْمًا عَلَى الشَّعْبِيِّ وَهُوَ جَالِسٌ فَدَعَانِيْ فَقَالَ لِيْ : اِلٰى مَنْ تَخْتَلِفُ؟ فَقُلْتُ : اَخْتَلِفُ اِلَى السُّوْقِ، فَقَالَ : لَمْ اَعْنِ الْاخْتِلَافَ اِلَى السُّوْقِ، عَنَيْتُ الْاخْتِلَافَ اِلَى الْعُلَمَاءِ، فَقُلْتُ لَه : اَنَا قَلِيْلُ الْاخْتِلَافِ اِلَيْهِمْ، فَقَالَ لِيْ : لَا تَغْفَلْ، وَعَلَيْكَ بِالنَّظْرِ فِي الْعِلْمِ وَمُجَالَسَةِ الْعُلَمَاءِ، فَاِنِّيْ اَرٰى فِيْكَ يَقَظَةً وَحَرَكَةً، قَالَ : فَوَقَعَ فِيْ قَلْبِيْ مِنْ قَوْلِه، فَتَرَكْتُ الْاخْتِلَافَ اِلَى السُّوْقِ، وَاَخَذْتُ فِي الْعِلْمِ، فَنَفَعَنِيَ اللّٰهُ بِقَوْلِه.
(مَنَاقِبُ اَبِيْ حَنِيْفَةَ لِلْمَكِّيِّ ١/٥٩)

"একদিন আমি শা'বী'র পাশ দিয়ে অতিক্রম করছি। তিনি তখন বসা ছিলেন। তিনি আমাকে ডাকলেন এবং আমাকে বললেন, তুমি কার কাছে আসা-যাওয়া কর? আমি বললাম, আমি বাজারে আসা যাওয়া করি। তিনি বললেন, আমি তোমাকে বাজারে আসা-যাওয়ার কথা জিজ্ঞেস করিনি, আমার কথার মানে হচ্ছে, তুমি কোনো আলেমের সংশ্রবে থাক? আমি বললাম, আমি তাদের সান্নিধ্যে কমই আসা-যাওয়া করি। তখন তিনি আমাকে বললেন, তুমি অবহেলা করো না, তুমি অবশ্যই ইলমি গবেষণায় নিযুক্ত হও এবং ওলামায়ে কেরামের সংশ্রব গ্রহণ কর! কেননা আমি তোমার মাঝে জাগৃতি ও প্রতিভা দেখতে পাচ্ছি।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, তাঁর একথা আমার মনে গেঁথে গেল, আমি বাজারে আসা-যাওয়া বন্ধ করে দিলাম এবং ইলম নিয়েই পড়ে রইলাম। এতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর কথার দ্বারা আমাকে উপকৃত করেছেন।"

–(মানাকেবে মাক্কী ১/৫৯, আবূ হানীফা, আবূ যাহরা ২০)

ইমাম শা'বী (র.) ১০০ হিজরির পরপরই ইন্তেকাল করেছেন। এতে বুঝা যায় ইমাম আবূ হানীফা (র.) বিশ বছর বয়স বা তার আগেই একান্তভাবে শায়খের সংশ্রব গ্রহণ করেছেন।

আর ইমাম আবূ হানীফা (র.) তাঁর জীবনের সবচেয়ে বেশি সময় যার সান্নিধ্যে কাটিয়েছেন তিনি হচ্ছেন হাম্মাদ ইবনে আবী সুলায়মান (র.)। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর ভাষ্যমতে, তিনি আঠার বছর তাঁর এ শায়খের সংশ্রব গ্রহণ করেছেন। শায়খ আবূ যাহরা (র.) এ প্রসঙ্গে বলেন–

وَلَزِمَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ حَمَّادًا ثَمَانِيَ عَشْرَةَ سَنَةً كَمَا نَقَلْنَاهُ، وَاَخَذَ فِقْهَ اَهْلِ الْعِرَاقِ الَّذِيْ كَانَتْ فِيْهِ خُلَاصَةُ فِقْهِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رضـ : (ص ٦٢)

"আবূ হানীফা আঠারো বছর হাম্মাদের সংশ্রব গ্রহণ করেছেন। যেমনটা আমরা পূর্বে উদ্ধৃত করেছি। এরই মাধ্যমে তিনি আহলে ইরাকের ফিক্হকে অর্জন করেছেন যা আলী (রা.) ও আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর ইলমের সারনির্যাস ছিল।" –(আবূ হানীফা পৃ. ৬২)

হাম্মাদ ইবনে আবী সুলায়মান (র.)-এর এ দীর্ঘ সংশ্রবের পাশাপাশি তিনি মক্কার তৎকালীন শ্রেষ্ঠ আলেম মুহাদ্দিস, মুফাসসির ও বুজুর্গ আতা ইবনে আবী রাবাহ (র.) (মৃ. ১১৪ হি.)-এর সান্নিধ্যও লাভ করেছিলেন। নিম্নোক্ত বর্ণনার আলোকে বুঝা যায় ইমাম আবূ হানীফা (র.) দীর্ঘ সময়ই আতা (র.)-এর সংশ্রবের কাটিয়েছেন, বর্ণিত আছে তিনি আতার সঙ্গে তাফসীরের বিষয় নিয়ে দীর্ঘ মতবিনিময়ও করেছেন।

ইবনে আব্দিল বার মালেকী (র.) (মৃ. ৪৬৩ হি.) তার 'আলইনতেকা' গ্রন্থে আবূ হানীফার উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন–

قُلْتُ لِعَطَاءِ بْنِ اَبِيْ رَبَاحٍ : مَا تَقُوْلُ فِيْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : "وَآتَيْنَاهُ اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ " (سُوْرَةُ الْاَنْبِيَاءِ : ٨٤) قَالَ : آتَاهُ اَهْلَهٗ وَمِثْلَ اَهْلِهِ قُلْتُ : أَيَجُوْزُ اَنْ يُلْحَقَ بِالرَّجُلِ مَا لَيْسَ مِنْهُ؟ فَقَالَ : وَكَيْفَ يَكُوْنُ الْقَوْلُ فِيْهِ عِنْدَكَ؟ فَقُلْتُ : يَا اَبَا مُحَمَّدٍ! اُجُوْرَ اَهْلِهِ، وَاُجُوْرًا مِثْلَ اُجُوْرِهِمْ، فَقَالَ : هُوَ كَذٰلِكَ، وَاللهُ اَعْلَمُ. (اَلْاِنْتِقَاءُ لِابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ الْاَنْدَلُسِيِّ ص : ٦١)

"আমি আতা ইবনে আবী রাবাহকে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ তা'আলার বাণী– وَآتَيْنَاهُ اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ সম্পর্কে আপনার কী মতামত? তিনি বললেন,

আল্লাহ তাঁর পরিবার তাকে ফিরিয়ে দিয়েছেন এবং পরিবারের সমপরিমাণ সদস্য আরো দিয়েছেন। আমি বললাম, যে লোকগুলো তাঁর পরিবারভুক্ত নয় তাদেরকে তাঁর পরিবারভুক্ত করা কি জায়েজ হবে? আতা বললেন, তাহলে তোমার মতে এর ব্যাখ্যা কী হবে? আমি বললাম, হে আবূ মুহাম্মদ! এর দ্বারা উদ্দেশ্য, তাঁর পরিবারের ছওয়াব এবং তাঁর পরিবারের ছওয়াবের সমপরিমাণ ছওয়াব তাঁকে প্রদান করেছেন। আতা বললেন, ব্যাখ্যাটা এরকমই, বাকি আল্লাহ ভালো জানেন। –(আলইনতেকা পৃ. ৬১)

আরেকটি বর্ণনাও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। ইমাম সাইমারী (র.) তাঁর 'আখবারু আবী হানীফা' গ্রন্থে বর্ণনা করেন–

عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ : كُنَّا نَكُوْنُ عِنْدَ عَطَاءٍ بَعْضُنَا خَلْفَ بَعْضٍ، فَاِذَا جَاءَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ اَوْسَعَ لَهٗ وَاَدْنَاهُ. (اَخْبَارُ اَبِيْ حَنِيْفَةَ وَاَصْحَابِهِ لِلصَّيْمَرِيِّ ص ٨٣ طَبْعُ حَيْدَرَ آبَادِ دَكَّنْ الْهِنْدِ سَنَةَ ١٣٩٤ه)

হারেস ইবনে আবদুর রহমান বলেন, আমরা আতার দরসে একে অপরের পেছনে পেছনে বসতাম। আর যখন আবূ হানীফা আসতেন তখন তাঁর জন্য জায়গা খালি করে দিতেন এবং তাঁকে কাছে নিয়ে বসাতেন।

–(মাকানাতুল ইমাম পৃ. ১৮)

আরো বিভিন্ন বর্ণনার আলোকেও একথা প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.) দীর্ঘ সময় আতা ইবনে আবী রাবাহ (র.)-এর সান্নিধ্যে ছিলেন। সেসব বর্ণনা বিস্তারিত উল্লেখ করা হবে اِنْ شَاءَ اللّٰهُ।

এরকমভাবে ইবনে আব্বাস (রা.)-এর ইলমের উত্তরাধিকারী নাফে' (র.) (মৃ. ১১৭ হি.)-এরও সংশ্রব গ্রহণ করে ইমাম আবূ হানীফা (র.) তাঁর হাদীস আহরণকে আরো অর্থবহ করেছেন।

অধিক পরিমাণে হাদীস অর্জন করার পাশাপাশি উস্তাদের সংস্পর্শে থেকে তা যথাযথ অনুধাবন বা উপলব্ধি করা কতটুকু জরুরি ও অত্যাবশ্যকীয় তা নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিগুলো থেকে সহজেই অনুমান করা যায়। ইমামুল হাদীস ইবনে মুবারক (র.) (মৃ. ১৮১) উস্তাদের সংশ্রব দ্বারা নিজে উপকৃত হওয়া সম্পর্কে বলেন–

لَوْلَا اَنَّ اللهَ اَعَانَنِيْ بِاَبِيْ حَنِيْفَةَ وَسُفْيَانَ كُنْتُ كَسَائِرِ النَّاسِ. (سِيَرُ اَعْلَامِ النُّبَلَاءِ ٥٣٤/٦)

"যদি আল্লাহ তা'আলা ইমাম আবূ হানীফা ও সুফিয়ানের দ্বারা আমাকে সাহায্য না করতেন তাহলে আমি একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে থেকে যেতাম।"

–(সিয়ারু আলামিন নুবালা, যাহাবী ৬/৫৩৪)

মিসরের এক বিশিষ্ট মুহাদ্দিস আব্দুল্লাহ ইবনে ওহাব (র.) (মৃ. ১৯৭ হি.)-এরও অনুরূপ একটি উক্তি রয়েছে। তিনি বলেন–

لَقِيتُ ثَلَاثَ مِأَةٍ وَسِتِّيْنَ عَالِمًا، وَلَوْلَا مَالِكٌ وَاللَّيْثُ لَضَلَلْتُ فِي الْعِلْمِ. (كِتَابُ الْمَجْرُوْحِيْنَ لِابْنِ حِبَّانَ ٤٢/١)

"আমি তিনশ ষাটজন আলেমের সাক্ষাৎ পেয়েছি, যদি মালেক ও লায়স না হতেন তাহলে ইলমের ময়দানে আমি গোমরাহ হয়ে যেতাম।"

–(কিতাবুল মাজরূহীন ১/৪২)

অন্য বর্ণনায় এর বিস্তারিত কারণও উল্লেখ করেছেন যে, হাদীস অর্জনে আধিক্যের কারণে হাদীসের পরস্পরে সামঞ্জস্য সাধন করতে গিয়ে আমি দিশেহারা হয়ে গিয়েছিলাম। অতঃপর মালেক ও লায়সের সান্নিধ্য পেয়ে আমি এর সুরাহা খুঁজে পেয়েছি। আর এটাই শতসিদ্ধ যে, উস্তাদের একান্ত সান্নিধ্য ছাড়া ইলমের প্রাচুর্য মানুষকে পথচ্যুত করে দেয়, হিতে বিপরীত ঘটায়।

নিজের এ উপলব্ধি এবং স্নেহময় উস্তাদ শা'বী (র.)-এর নির্দেশনা মাফিক ইমাম আবূ হানীফা (র.) ইলম অর্জনের ও হাদীস শেখার লক্ষ্যে তৎকালে প্রচলিত এ পদ্ধতিটিকে যথাযথভাবে গ্রহণ করেছিলেন । আর তারই ফলশ্রুতিতে তাঁর ইলম, তাঁর শেখা হাদীস ও তাফসীর এবং সর্ববিষয়ের ইলম এমন ফলদায়ক হয়েছে যা দেখে পৃথিবী আজো অবাক।

বর্ণিত আছে, ইমাম আবূ হানীফা (র.) নিজে নিজে এমন অঙ্গীকারও করেছিলেন যে, তাঁর উস্তাদ হাম্মাদ ইবনে আবী সুলায়মান যত দিন বেঁচে থাকবেন, ততদিন তিনি তাঁর সংশ্রব ছাড়বেন না। এরই বরকত ও সুফল আজ আমরা ভোগ করছি। এ কারণেই বলা যায়, উস্তাদের সংশ্রবে দীর্ঘকাল ব্যয়ের ব্যাপারে আবূ হানীফা (র.)-কে দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরা যায়।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর উস্তাদবৃন্দ

ইমাম আবূ হানীফা (র.) তাঁর শিক্ষা জীবনে ইলমের কোনো অধ্যায়কে, কোনো বিভাগকে অবজ্ঞা করেননি। যার ফলে প্রত্যেক বিভাগের ইলম অর্জন করতে গিয়ে তিনি প্রত্যেক বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ওলামায়ে কেরামের দ্বারস্থ হয়েছেন। এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাদীসের ভাণ্ডার যত ধারায় প্রবাহিত হয়ে তাঁর জমানায় পৌঁছেছে, তিনি তার প্রত্যেকটিতে স্নাত। এ প্রসঙ্গে তাঁর সারগর্ভ একটি উক্তি উল্লেখ করেই এ আলোচনা শুরু করা যায়।

খতীব বাগদাদী (র.)-এর বর্ণনা

খতীব বাগদাদী (র.) (মৃ. ৪৬৩ হি.) বর্ণনা করেন–

دَخَلَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ يَوْمًا عَلَى الْمَنْصُوْرِ، وَعِنْدَهُ عِيْسَى بْنُ مُوْسٰى، فَقَالَ لِلْمَنْصُوْرِ : هٰذَا عَالِمُ الدُّنْيَا الْيَوْمَ، فَقَالَ لَهُ : يَا نُعْمَانُ! عَمَّنْ اَخَذْتَ الْعِلْمَ؟ قَالَ : عَنْ اَصْحَابِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ، وَعَنْ اَصْحَابِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ، وَعَنْ اَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ اَىْ ابْنَ مَسْعُوْدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ، وَمَا كَانَ فِيْ وَقْتِ اِبْنِ عَبَّاسٍ عَلٰى وَجْهِ الْاَرْضِ اَعْلَمُ مِنْهُ، قَالَ : لَقَدِ اسْتَوْثَقْتَ لِنَفْسِكَ.

"ইমাম আবূ হানীফা (র.) একদিন খলিফা মানসূরের দরবারে গেলেন, সেখানে তখন ঈসা ইবনে মূসা বসা ছিলেন। ঈসা ইবনে মূসা আবূ হানীফা (র.)-এর প্রতি ইঙ্গিত করে মানসূরকে বললেন, বর্তমানে ইনি দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ আলেম। তখন মানসূর ইমাম আবূ হানীফা (র.)-কে জিজ্ঞেস করল, হে নো'মান! আপনি কার কাছ থেকে ইলম শিখেছেন? আবূ হানীফা (র.) বললেন, ওমরের শাগরেদদের মাধ্যমে ওমর থেকে, আলীর শাগরেদদের মাধ্যমে আলী থেকে, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের শাগরেদদের মাধ্যমে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে। আর আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের যুগে জমিনের বুকে তাঁর চেয়ে বড় আলেম কেউ ছিল না। জবাব শুনে মানসূর বলল, আপনি আপনার জন্য শক্তিশালী মাধ্যম গ্রহণ করেছেন।" –(তারীখে বাগদাদ ১৩/৩৩৫, আবূ হানীফা ৫৯)

এ বিষয়টিই অন্য এক বর্ণনায় এভাবে এসেছে, ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন–

دَخَلْتُ عَلٰى اَبِيْ جَعْفَرٍ اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ فَقَالَ لِيْ : يَا اَبَا حَنِيْفَةَ! عَمَّنْ اَخَذْتَ الْعِلْمَ؟ قَالَ : قُلْتُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : فَقَالَ اَبُوْ جَعْفَرٍ : بَخٍّ بَخٍّ اِسْتَوْثَقْتَ مَا شِئْتَ يَا اَبَا حَنِيْفَةَ، الطَّيِّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ الْمُبَارَكِيْنَ، صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ. (تَارِيْخُ بَغْدَادَ ١٣/٣٣٤، مَكَانَةُ الْإِمَامِ ص ١٩)

এ দু'টি বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর শীর্ষ পর্যায়ের সাহাবায়ে কেরামের শাগরেদবৃন্দ তাবেয়ীনের পবিত্র জামাত ছিল ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর হাদীস তথা ইলমের উস্তাদ। এঁরা হচ্ছেন তাঁর হাদীস আহরণের উৎস। যার ফলে হাদীসের বহুমুখী শ্রোতধারার সঙ্গে তিনি পরিচিত ছিলেন।

আবূ যাহরা মিসরী (র.)-এর বক্তব্য

এ ছাড়া আবূ হানীফা (র.) একাধিক সাহাবায়ে কেরামের সাক্ষাৎ লাভ করেছেন এবং তাঁদের কারো কারো কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন বলেও উল্লেখ রয়েছে। এর ফলে আবূ হানীফার উস্তাদবৃন্দের তালিকায় সাহাবায়ে কেরামের নামও রয়েছে। আর এরই মাধ্যমে তিনি তাঁর সমকালীন ওলামায়ে কেরাম থেকে এক ধাপ অগ্রসর হয়ে গেছেন। ইমাম আবূ যাহারা (র.) লিখেন–

اِنَّ كُتَّابَ الْمَنَاقِبِ جَمِيْعًا يَذْكُرُوْنَ اَنَّهُ الْتَقٰى بِبَعْضِ الصَّحَابَةِ، وَبَعْضُهُمْ يَذْكُرُ اَنَّه رَوٰى عَنْهُمْ اَحَادِيْثَ، وَاَنَّهُ ارْتَفَعَ بِذٰلِكَ اِلٰى رُتْبَةِ التَّابِعِيْنَ، وَيَسْبِقُ بِهٰذَا الْفَضْلِ الْفُقَهَاءَ الَّذِيْنَ عَاصَرُوْهُ كَسُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ وَالْاَوْزَاعِىِّ وَمَالِكٍ وَغَيْرِهِمْ مِنْ اَقْرَانِه.

“মানাকেব রচয়িতাদের সবাই বর্ণনা করেন যে, ইমাম আবূ হানীফা কোনো কোনো সাহাবীর সাক্ষাৎ পেয়েছেন। আবার কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন, তিনি কোনো কোনো সাহাবা থেকে কিছু হাদীসও বর্ণনা করেছেন। এর দ্বারা ইমাম আবূ হানীফা (র.) তাবেয়ীর স্তরে উঠে গেছেন। আর এ অতিরিক্ত গুণে তিনি তাঁর সমকালীন ওলামায়ে কেরাম যেমন সুফয়ান সাওরী, ইমাম আওযায়ী ও মালেক (র.)-সহ অন্যান্য সমকালীনদের থেকে এক ধাপ এগিয়ে গেছেন।
–(আবূ হানীফা ৫৯)

আবূ হানীফা (র.)-এর উস্তাদগণের মান ও পরিমাণ

হাদীসের ময়দানে উস্তাদের বিবেচনায় একজন মুহাদ্দিসের মান নির্ণয় করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে প্রধানত তিনটি বিষয়ে প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হয়। যথা– ১. উস্তাদের সংখ্যাধিক্য। ২. উস্তাদগণের মানগত অবস্থান। ৩. উস্তাদের প্রবীণতা যার দ্বারা ইলমে হাদীসের পরিভাষায় একটি বর্ণনাসূত্র سند عالى হিসেবে সাব্যস্ত হয়। বলাবাহুল্য উল্লিখিত তিনটি ক্ষেত্রেই ইমাম আবূ হানীফা (র.) তাঁর সমকালীনদেরকে অতিক্রম করে গেছেন।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর উস্তাদের সংখ্যা ছিল প্রচুর। তিনি যে যুগে হাদীস শিখেছেন সে যুগে তাঁর চেয়ে অধিক সংখ্যক উস্তাদের কাছ থেকে কেউ ইলম হাসেল করেছেন বলে বর্ণনা পাওয়া যায় না। ইমাম আবূ হানীফার মতে তিনি ইরাকের মুহাদ্দিসীনে কেরামের প্রায় সবার কাছ থেকে হাদীস শিখেছেন, এরপর তিনি হাদীস শেখার জন্য অন্যান্য দেশে সফর করেছেন। যার ফলে তাঁর আসাতাযায়ে কেরামের তালিকা অনেক দীর্ঘ হয়ে গেছে; এ আলোচনার শেষে তাদের একটি তালিকা আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করব।

ইমাম যাহাবী (র.) এক প্রসঙ্গে বলেন– رَوٰى اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَدَدٍ كَثِيْرٍ مِنَ التَّابِعِيْنَ। "আবূ হানীফা তাবেয়ীনের এক বড় জামাত থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।" ইমাম যাহাবী (র.) তাঁর 'তাযহীবু তাহযীবিল কামাল' গ্রন্থে আবূ হানীফার উস্তাদের তালিকায় শীর্ষ পর্যায়ে তাবেয়ীনের একটি তালিকা উল্লেখ করার পর বলেন– وَخَلْقٌ سِوَاهُمْ "এছাড়া আরো অনেকের কাছ থেকে (তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন)।" যাঁদের তালিকায় আতা ইবনে আবী রাবাহ, নাফে, আদী ইবনে সাবেত, ইকরিমা, আলকামা ইবনে মারসাদ, মুহারিব ইবনে দিসার, কাতাদা ও মুহাম্মদ বাকের (রা.)-সহ আরো অনেকে রয়েছেন।

ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ সালেহী শাফেয়ী (র.) (মু. ৯৪২ হি.) বলেন–

رَوٰى اَبُو الْمُؤَيَّدِ الْخُوَارِزْمِىُّ رَحِمَهُ اللهُ عَنِ الْاِمَامِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الزَّرَنْجَرِيِّ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: اَمَرَ الْاِمَامُ اَبُوْ حَفْصٍ الْكَبِيْرُ بعد مَشَايِخَ الْاِمَامِ اَبِىْ حَنِيْفَةَ فَبَلَغُوْا اَرْبَعَةَ آلَافٍ.

(عُقُوْدُ الْجُمَانِ فِىْ مَنَاقِبِ الْاِمَامِ الْاَعْظَمِ اَبِىْ حَنِيْفَةَ النُّعْمَان، لِلصَّالِحِيِّ ص ٦٣)

"আবুল মুআইয়াদ আল খুয়ারিযমী (র.) ইমাম মুহাম্মদ ইবনে আলী আযযারানজারী (র.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, ইমাম আবূ হাফস কাবীর (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর উস্তাদগণের সংখ্যা গণনা করতে আদেশ দিয়েছেন, তখন দেখা গেল তাঁদের সংখ্যা চার হাজার পর্যন্ত পৌঁছেছে।" –(উকূদুল জুমান ৬৩)

আবুল হাজ্জায মিযযী (র.) (মৃ. ৭৪২) তাঁর সুবিখ্যাত 'তাহযীবুল কামাল' গ্রন্থে ইমাম আবূ হানীফার জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে তাঁর উস্তাদ ও শাগরেদের যে তালিকা উল্লেখ করেছেন সেখানে আবূ হানিফার চুয়াত্তর জন (৭৪) উস্তাদের নাম এসেছে। এ নামগুলোও আমরা পরে উল্লেখ করব ইনশাআল্লাহ।

মোল্লা আলী কারী (র.) 'শরহে মুসনাদুল ইমাম' গ্রন্থে লিখেন, 'সাহাবা, তাবেয়ীন ও তাবাউত তাবেয়ীনের মাঝে ইমাম আবূ হানীফার বহু উস্তাদ রয়েছেন যাদের সামষ্টিক সংখ্যা চার হাজার। –(শরহু মুসনাদে আবী হানীফা পৃ.-৮, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

শাফেয়ী মতাবলম্বী ইবনে হাজার মক্কী (র.) (মৃ. ৯৭২) আবূ হানীফা (র.)-এর চার হাজার উস্তাদের কথা এভাবে উল্লেখ করেছেন যে, 'আবূ হাফস কাবীর (র.) আবূ হানীফা (র.)-এর চার হাজার উস্তাদের কথা উল্লেখ করেছেন। –(প্রাগুক্ত)

উস্তাদের সংখ্যাধিক্যের কারণ

শিক্ষাযুগ হিসেবে ইমাম আবূ হানীফার উস্তাদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে একটু বেশি হওয়ার পেছনে একটি যৌক্তিক কারণও রয়েছে যা অন্যদের বেলায় নেই।

প্রথমত তিনি তাঁর ভাষ্যমতে, ইলমের একটি খনিতে জন্মগ্রহণ করেছেন, সেখানে ওলামায়ে কেরামের সঙ্গে উঠাবসা করেছেন। তাঁর আসাতাযায়ে কেরামের একটি বড় অংশ সেখানেই ছিল।

দ্বিতীয়ত ইমাম আবূ হানীফা (র.) উমাইয়া গভর্নর ইবনে হুবায়রার হাতে অত্যাচারিত হয়ে ১৩০ হিজরিতে কূফা ছেড়ে মক্কায় চলে গিয়েছিলেন এবং দীর্ঘ ছয় বছর যাবত তিনি সেখানে অবস্থান করেছেন। সেই সুবাদে তিনি ইবনে আব্বাস (রা.)-এর শাগরেদদের কাছ থেকে অধ্যাবসার সাথে হাদীস হাসিল করার সুযোগ পেয়েছেন। এছাড়া হজ উপলক্ষে মুসিলম বিশ্ব থেকে আগত মুহাদ্দিসীনে কেরামের সংশ্রবও তিনি অধিক পরিমাণে লাভ করেছেন। শায়খ আবূ যাহরা (র.) এ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন–

فَرَّ اَبُوْ حَنِيْفَةَ اِلٰى مَكَّةَ بَعْدَ اَنْ مَكَّنَ لَهُ الْجَلَّادُ مِنْ اَسْبَابِ الْفِرَارِ، وَاتَّخَذَ مَكَّةَ مُسْتَقَرًّا وَمَقَامًا مِنْ سَنَةِ ١٣٠هـ اِلٰى اَنْ اسْتَقَامَ الْاَمْرُ لِلْعَبَّاسِيِّيْنَ، وَلَقَدْ وَجَدَ فِي الْحَرَمِ اٰمِنًا. وَالْفِتَنُ تَتَخَطَّفُ النَّاسَ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، فَعَكَفَ عَلَى الْحَدِيْثِ وَالْفِقْهِ يَطْلُبُهَا بِمَكَّةَ الَّتِيْ وَرِثَتْ عِلْمَ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَلَقَدْ الْتَقٰى اَبُوْ حَنِيْفَةَ بِتَلَامِيْذِهٖ فِيْهَا، وَذَاكَرَهُمْ عِلْمَهٗ، وَذَاكَرُوْهُ مَا عِنْدَهُمْ.

"কারারক্ষী সুযোগ করে দেওয়ার পর আবূ হানীফা মক্কায় পালিয়ে গেছেন এবং ১৩০ হিজরি থেকে মক্কাকে নিজের বাসস্থান বানিয়ে নিয়েছেন। এরপর আব্বাসী খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর (মানসূরের জমানায় তিনি সেখানে থেকে) ফিরে এসেছেন। হারামে মক্কীতে তিনি নিরাপত্তা পেয়েছিলেন। তখন সর্বত্র মানুষকে ফেতনা গ্রাস করেছিল। তিনি তখন মক্কায় হাদীস ও ফিকহ হাসিল করার অধ্যাবসায় লেগে গেলেন, যে মক্কা ইবনে আব্বাস (রা.)-এর ইলমের উত্তরাধিকারী ছিল। আবূ হানীফা (র.) সেখানে ইবনে আব্বাস (র.)-এর শাগরেদদের সাক্ষাৎ পেয়েছেন এবং পরস্পরে ইলমি লেনদেন করেছেন।" –(আবূ হানীফা পৃ. ৩৪)

তৃতীয়ত ইমাম আবূ হানীফা (র.) পারিবারিকভাবে সচ্ছল হওয়ার কারণে অসংখ্যবার হজ করেছেন। অনেকে তাঁর হজের সংখ্যা পঞ্চান্ন (৫৫) বলেছেন। আর তাঁর এসব হজের সফর শুধু হজই ছিল না; বরং সে সুবাদে তিনি প্রতি বছর মুসলিম বিশ্বের অসংখ্য মুহাদ্দিসীনে কেরামের সাক্ষাৎ পেয়েছেন। সেখানে তিনি

ওলামায়ে কেরামের সঙ্গে ইলম লেনদেন করেছেন এবং হাদীস শুনেছেন, শুনিয়েছেন। মক্কার সফরে আতা ইবনে আবী রাবাহের সঙ্গে আবূ হানীফা (র.)-এর প্রথম সাক্ষাতের দৃশ্যটি এমন ছিল–

يَسْأَلُهُ عَطَاءٌ : مِنْ أَيْنَ أَنْتَ؟ فَيَقُوْلُ : مِنْ أَهْلِ الْكُوْفَةِ، فَيَقُوْلُ لَهُ عَطَاءٌ : مِنْ أَهْلِ الْقَرْيَةِ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ شِيَعًا؟ فَيَقُوْلُ لَهُ : نَعَمْ، فَيَسْأَلُهُ عَطَاءٌ : فَمِنْ أَيِّ الْأَصْنَافِ أَنْتَ؟ فَيَقُوْلُ لَهُ : مِمَّنْ لَا يَسُبُّ السَّلَفَ، وَيُؤْمِنُ بِالْقَدَرِ، وَلَا يُكَفِّرُ أَحَدًا بِذَنْبٍ، فَقَالَ لَهُ عَطَاءٌ : عَرَفْتَ فَالْزَمْ. (أَبُوْ حَنِيْفَةَ لِأَبِيْ زَهْرَةَ ص : ٦٩، تَارِيْخُ بَغْدَادَ لِلْخَطِيْبِ ٣٣١/١٣)

"আতা তাঁকে জিজ্ঞেস করছেন, তুমি কোথা হতে এসেছ? তিনি জবাব দিচ্ছেন, কূফা এলাকা থেকে। আতা তাঁকে বলছেন, যে এলাকার মানুষ তাদের দ্বীনকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে ফেলেছে তুমি সেখান থেকে এসেছ? আবূ হানীফা (র.) তাঁকে জবাব দিচ্ছেন, জি হ্যাঁ! তখন আতা তাঁকে জিজ্ঞেস করছেন, তো তুমি কোন দলের লোক? আবূ হানীফা (র.) তাঁকে জবাব দিয়েছেন, আমি সে দলের অন্তর্ভুক্ত যারা সলফ-পূর্বসূরীদেরকে গালি দেয় না, তাকদীরকে বিশ্বাস করে, গুনাহের কাজে লিপ্ত হওয়ার কারণে কাউকে কাফের বলে না। তখন আতা বললেন, তুমি হককে চিনতে পেরেছ; অতএব, তা আকড়ে ধর।" –(আবূ হানীফা ৬৯, তারীখে বাগদাদ ১৩/৩৩১)

এভাবেই আবূ হানীফা (র.) তাঁর হজের সুবাদে অসংখ্য হাদীসের উস্তাদের সাক্ষাৎ পেয়েছেন এবং তাঁদের কাছ থেকে হাজার হাজার হাদীস ও অন্যান্য ইলম আহরণ করেছেন। তাই তাঁর উস্তাদের সংখ্যাধিক্যের বিষয়টি তাঁর জন্য অস্বাভাবিক ছিল না।

উস্তাদ নির্বাচনে পরিপক্কতা

উস্তাদের আধিক্যের সাথে সাথে ইমাম আবূ হানীফা (র.) উস্তাদ নির্বাচন করার ক্ষেত্রেও পরিপক্বতার পরিচয় দিয়েছেন। বিশেষত হাদীস গ্রহণ ও বর্ণনা করার ক্ষেত্রে তাঁর নিজের আরোপিত কিছু শর্তের কারণে সে মানদণ্ডেই তিনি তাঁদেরকে মেপেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর একটি বক্তব্য নিম্নরূপ। তিনি বলেন–

لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَرْوِيَ الْحَدِيْثَ إِلَّا إِذَا سَمِعَهُ مِنْ فَمِ الْمُحَدِّثِ فَيَحْفَظُهُ ثُمَّ يُحَدِّثُ بِهِ (اَلْمَدْخَلُ لِلْحَاكِمِ ١٧)

"কোনো ব্যক্তির জন্য হাদীস বর্ণনা করা তখনই জায়েজ হবে যখন তিনি হাদীসটি মুহাদ্দিসের মুখ থেকে শুনবেন, অতঃপর মুখস্থ করবেন এবং সে মুখস্থ থেকে বর্ণনা করবেন। –(আলমাদখাল ফী উসূলিল হাদীস, হাকেম নিশাপুরী পৃ. ১৭)

এছাড়া ইমাম আবূ হানীফা (র.) তাঁর যুগে জারহ ও তা'দীল-এর একজন ইমাম ছিলেন। বর্ণনাকারীদের যাচাই বাছাইয়ের ক্ষেত্রে তাঁর মতামতকে বিশেষভাবে মূল্যায়ন করা হতো। এর দ্বারা সাব্যস্ত হয় যে, তিনি যাদের কাছ থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন তাঁরা মুহাদ্দিসীনের নির্বাচিত জামাত ছিলেন। সুতরাং হাদীসের পর্যালোচক মুহাদ্দিস হিসেবেও ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর একটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা একজন মুহাদ্দিসের জন্য বাঞ্ছনীয়।

ইলমের জন্য সংকোচবোধক ভুলে গেলেন

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর আসাতাযায়ে কেরামের তালিকায় আমরা ইনশাআল্লাহ দেখতে পাব, যাঁরা তাঁর উস্তাদ তাঁরা সমগ্র মুসলিম বিশ্বের ইলমি দুনিয়াতে সর্বজন স্বীকৃত ব্যক্তিবর্গ।

তাবাকা (স্তর) হিসেবে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর উস্তাদবৃন্দ কয়েক স্তরে বিভক্ত। ইমাম আবূ হানীফা (র.) যদিও অধিকাংশ হাদীস তাবেয়ীন থেকে গ্রহণ করেছেন, এরপরও তাঁর উস্তাদের তালিকায় সাহাবায়ে কেরাম ও তাবে তাবেয়ীনের নামও রয়েছে। কারণ তিনি শৈশবকাল থেকে শুরু করে জীবনের শেষ পর্যন্ত ইলম অর্জনে নিজেকে ব্যস্ত রেখেছেন। এছাড়া সমসাময়িক ও বয়সে ছোটদের কাছ থেকে হাদীস গ্রহণ করার ব্যাপারেও তিনি কুণ্ঠাবোধ করেননি। এমনকি তিনি যে একজন নাপিতের কাছে কয়েকটি মাসআলা শিখেছেন, সেকথাটিও অকপটে সবাইকে জানিয়ে দিয়েছেন।

আর ইলমের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করার সবচেয়ে বড় উপকরণ হচ্ছে সংকোচ ও অহংকারকে ত্যাগ করা। আর তখনই সে ছোট বড় সবার কাছ থেকে ইলম হাসিল করতে পারবে। মুজাহিদ (র.) বলেন– لَا يَتَعَلَّمُ الْعِلْمَ مُسْتَحْيٍ وَلَا مُسْتَكْبِرٌ "লাজুক ও অহংকারী ইলম শিখতে পারে না।" –(সহীহ বুখারী ১/২৪)

এরকমভাবে আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন– نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ لَمْ يَمْنَعْهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّيْنِ "আনসারীদের মেয়ে লোকেরা কত উত্তম নারী! লজ্জা তাদেরকে দ্বীনি বিষয়ে জানতে বাধা দেয় না। –(সহীহ বুখারী ১/২৪)

এ দু'টি বিষয়কেই আবূ হানীফা (র.) জয় করেছিলেন। ফলে তাঁর ইলমি জীবন নিখুঁত হয়েছে, সমৃদ্ধ হয়েছে এবং পরিব্যাপ্তি লাভ করেছে। তাঁর উস্তাদের তালিকায় যেমন আনাস (রা.) ও আব্দুল্লাহ ইবনে আবী হাবীবা (রা.) সাহাবীদ্বয়ের নাম রয়েছে, তেমনিভাবে তাঁর সমবয়সী জাফর সাদেক (র.) ও আওযায়ী (র.)-এর নামও রয়েছে, আবার তাঁর চেয়ে বয়সে ছোট সুফয়ান সাওরী (র.) ও মালেক (র.)-এর নামও রয়েছে।

একটি বৈশিষ্ট্য

আরেকটি বিষয়ের প্রতিও এখানে দৃষ্টি আকর্ষণ করা দরকার যে, আমরা সচরাচর যেসব মুহাদ্দিস ও ফকীহ ওলামায়ে কেরামকে চিনি, তাঁদের উস্তাদগণকে তুলনা করলে দেখা যাবে আবূ হানীফা (র.)-এর আসাতাযায়ে কেরাম অন্যান্যদের উস্তাদ থেকে প্রাচীন এবং বয়সের দিক থেকে প্রবীণ। অর্থাৎ ইমাম আবূ হানীফা (র.) যত সংক্ষিপ্ত বর্ণনাসূত্রে, কম মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনা করতে পারেন তা অন্যরা পারেন না। ইলমে হাদীসের পরিভাষায় সনদের এ বৈশিষ্ট্যকে (عُلُوٌّ) এবং এ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত সনদকে (سَنَدٌ عَالٍ) বলে থাকে। স্মর্তব্য যে, একটি হাদীসের মাধ্যম যত কমে আসে এবং তা যত عَالٍ হয় ততই তার বিশুদ্ধতা সুস্পষ্ট হয়। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অধিকাংশ বর্ণনায় সাহাবী ও তাঁর মাঝে শুধুমাত্র একজন বা দুজন বর্ণনাকারী রয়েছেন। যার ফলে খুব সহজেই যাচাই বাছাই করে একটি হাদীসের ব্যাপারে ফয়সালা করা যায়। উস্তাদের দিক থেকে এটিও ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য।

উস্তাদগণের মৌলিক তিনটি স্তর

আবূ হানীফার শায়খ ও হাদীসের উস্তাদগণকে প্রধানত তিনভাগে ভাগ করা যায়–

১. সাহাবায়ে কেরাম যাঁদের থেকে ইমাম আবূ হানীফা হাদীস বর্ণনা করেছেন বলে উল্লেখ এসেছে। যেমন– আনাস ইবনে মালেক (রা.), আবদুল্লাহ ইবনে আবী হাবীবা (রা.) ও আবদুল্লাহ ইবনুল হারেস (রা.), যদিও এগুলোর কোনো কোনোটির বর্ণনাসূত্রে দুর্বলতা রয়েছে।

২. তাবেয়ীনের জামাত, যারা শীর্ষস্থানীয় সাহাবায়ে কেরাম থেকে সরাসরি হাদীস গ্রহণ করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর উস্তাদগণের মধ্যে এ স্তরের উস্তাদই সবচেয়ে বেশি। কারণ তিনি সাহাবায়ে কেরামকে সামান্যই পেয়েছেন। তাই সাহাবায়ে কেরামের শাগরেদদের মাধ্যমে সে ইলমি পিপাসা তিনি নিবারণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিজস্ব ভাষ্যও আমরা এর আগে উল্লেখ করেছি, যা তিনি খলিফা মানসূরের এক প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন। যেমন আতা, নাফে, ইকরিমা, শা'বী ও তাউস রহিমাহুমুল্লাহ।

৩. তাবে তাবেয়ীনের জামাত। যাঁদের অনেকেই ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর সমসাময়িক। আর কিছু রয়েছেন যারা বয়সে আবূ হানীফা (র.)-এর থেকে ছোট ছিলেন। এমন লোকদের কাছ থেকেও ইমাম আবূ হানীফা (র.) হাদীস গ্রহণ করেছেন।

উল্লিখিত তিন স্তরের আসাতাযায়ে কেরাম থেকে হাদীস তথা ইলম গ্রহণ করে তিনি তাঁর ইলমের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন। ইমাম সাহেব (র.)-এর উস্তাদদের মধ্য থেকে বিভিন্ন সূত্রে যাঁদের উল্লেখ পাওয়া গেছে আমরা তাঁদের সবার নাম পাঠের সুবিধার্থে বিস্তারিত তুলে ধরছি। এতে হাদীসের প্রতি ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর স্পৃহা ও তার বিস্তৃতির পরিধি কিছুটা হলেও আঁচ করা যাবে বলে আশা করছি।

আবুল হাজ্জাজ মিযযীর বর্ণনা

প্রথমত আবুল হাজ্জাজ মিযযী (র.) রিজাল শাস্ত্র বিষয়ক তার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'তাহযীবুল কামাল'-এ ইমাম আবূ হানীফার উস্তাযের যে তালিকাটি দিয়েছেন তা উদ্ধৃত করছি। তিনি বলেন–

روى عن : ابراهيم بن محمد بن المنتشر، واسماعيل بن عبد الملك بن ابى الصفراء، وجبلة بن سحيم، وابى هند الحارث بن عبد الرحمن الهمدانى، والحسن بن عبيد الله، والحكم بن عتيبة، وحماد بن ابى سليمان، وخالد بن علقمة، وربيعة بن ابى عبد الرحمن، وزبيد اليامى، وزياد بن علاقة، وسعيد بن مسروق الثورى، وسلمة بن كهيل، وسماك بن حرب، وابى رؤبة شداد بن عبد الرحمن، وشيبان بن عبد الرحمن النحوى وهو من أقرانه، وطاؤوس بن كيسان فيما قيل وطريف ابى سفيان السعدى، وابى سفيان طلحة بن نافع، عاصم بن كليب، وعاصم بن ابى النجود (س)، وعامر الشعبى، وعبدالله بن ابى حبيبة، وعبد الله بن دينار، (وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج، وعبد العزيز بن رفيع، وعبد ألرحمن بن ابى أمية البصرى، وعبد الملك بن عمير، وعدى بن ثابت الانصارى، وعطاء بن ابى رباح (ت)، وعطاء بن السائب، وعطية بن سعد العوفى، وعكرمة مولى ابن عباس، وعلقمة بن مرثد، وعلى بن الأقمر، وعلى بن الحسن الزراد، وعمرو بن دينار، وعوف بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وقابوس بن ابى ظبيان، والقاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، وقتادة بن دعامة، وقيس بن مسلم الحدلى، محارب بن دثار، ومحمد بن الزبير الحنظلى، ومحمد بن السائب الكلبى، وابى جعفر محمد بن على بن حسين بن على بن ابى طالب، ومحمد بن قيس الهمدانى، ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهرى، ومحمد بن المنكدر، ومخول بن راشد، ومسلم البطين، ومسلم الملائى ومعن بن عبد الرحمن، ومقسم،

ومنصور بن المعتمر، وموسى بن ابى عائشة، وناصح بن عبد الله المحلمى، ونافع مولى ابن عمر، وهشام بن عروة، وابى غسان الهيثم بن حبيب الصراف، والوليد بن سريع المخزومى، يحي بن سعيد الانصارى، وابى حجية يحي بن عبد الله الكندى، ويحي بن عبد الله الجابر، ويزيد بن صهيب الفقير، ويزيد بن عبد الرحمن الكوفى، ويونس بن عبد الله بن ابى قروة، وابى اسحاق السبيعى، وابى بكر بن عبد الله بن ابى الجهم، وأبى جناب الكلبى، وابى حصين الأسدى، وابى الزبير المكى، وابى السوار ويقال : أبى السوداء السلمى، وابى عون الثقفى، وابى فروة الجهنى، وابى قعيد مولى ابن عباس، وابى يعفور العبدى. (تهذيب الكمال لجمال الدين ابى الحجاج يوسف المزى المتوفى ٧٤ ه ١٩/١٠٢-١٠٣)

মিযযী (র.) কর্তৃক প্রদত্ত উক্ত তালিকায় ইমাম আবূ হানীফার প্রসিদ্ধ আসাতিযায়ে কেরামের নামগুলো এসেছে। এভাবে হাফেয আবূ বকর জেয়াবী (র.) তাঁর 'আলইনতেসার' গ্রন্থে আবূ হানীফার শায়খগণের নাম উল্লেখ করেছেন। অনুরূপভাবে হারেসী (র.) আবূ আবদুল্লাহ ইবনে খসরু (র.), আবুল মুয়াইয়াদ আল খুয়ারিযমী (র.) কারদারী (র.) ও আল্লামা আইনী (র.)-সহ আরো অনেকেই ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর শায়খগণের নাম উল্লেখ করেছেন। বিশেষত যাঁরা 'রিজাল শাস্ত্র' বা 'হুফফাযে হাদীসে'র শিরোনামে কিতাব রচনা করেছেন তাঁদের প্রত্যেকেই ইমাম আবূ হানীফার শায়খগণের নাম উল্লেখ করেছেন। ইমাম যাহাবী, ইমাম সুয়ূতী, ইমাম ইবনে আব্দিল হাদী (র.)-সহ রিজাল বিষয়ক কিতাবের রচয়িতাগণ তাঁদের কিতাবে আবূ হানীফা (র.)-এর উস্তাদগণের তালিকা প্রদান করেছেন। তবে তাঁদের প্রত্যেকেই সংক্ষিপ্তাকারে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর প্রসিদ্ধ উস্তাদগণের নাম উল্লেখের উপর ক্ষান্ত করেছেন।

শাফেয়ী মতাবলম্বী আল্লামা সালেহী (র.)-এর বিবরণ

আল্লামা সালেহী (র.) এসব ভিন্ন ভিন্ন জায়গা থেকে নামগুলো নিয়ে একটি দীর্ঘ তালিকা তৈরি করেছেন। নামগুলো উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি কঠিন ও অস্পষ্ট নামগুলোর উচ্চারণ ও ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। পাঠকের সুবিধার্থে তার তৈরিকৃত তালিকাটি হুবহু এখানে তুলে দেওয়া হচ্ছে। সালেহী (র.) এ তালিকাটি আরবি হরফের ক্রমানুসারে সাজিয়েছেন। তবে মুহাম্মদ ﷺ -এর নামের বরকত নেওয়ার আশায় মুহাম্মাদ নামধারী শায়েখদের নাম আগে উল্লেখ করেছেন। তালিকাটি হুবহু আরবিতে নিম্নরূপ–

الباب الرابع
فى ذكر بعض شيوخه رحمهم الله تعالى

روى ابو المؤيد الخوارزمى رحمه الله عن الامام محمد بن على الزرنجرى رحمه الله وهو بفتح الزاى والراء الاولى وسكون النون وفتح الجيم وكسر الراء، نسبة الى زرنجر قرية بخارى قال: امر الامام ابو حفص الكبير بذكر مشايخ الامام ابى حنيفة فبلغوا اربعة الاف وذكر الحافظ ابوبكر محمد بن عمر الجعابى رحمه الله فى كتابه الانتصار كثيرا من مشايخ الامام ابى حنيفة، ويحتاج الى تحرير كثير وضبط الاسماء المشكلة، وفاته اسماء كثيرة فحررت ماقدرت عليه، وضمت اليه مافاته مما ذكرة ابو محمد الحارثى، وابو عبدالله بن خسرو، وابو المؤيد الخوارزمى والكردرى و ابو محمد العينى وغيرهم، مقدما من اسمه محمد تبركا باسم النبى ﷺ.

۞ محمد بن ابراهيم بن الحارث بن خالد التيمى، ابو عبد الله المدنى ۞ محمد بن الزبير الحنظلى البصرى ۞ محمد بن السائب بن بشر الكلبى الكوفى، ابو النضر بالضاد المعجمة النسابة المفسر ۞ محمد بن سوقة بضم السين المهملة و بالقاف، الغنوى بفتح الغين المعجمة و النون الخفيفة ابوبكر الكوفى العابد ۞ محمد بن سيرين بكسر السين المهملة الانصارى، ابوبكر ابن ابى عمرة البصرى ۞ محمد بن عبد الرحمن بن سعاد بن زرارة بضم الزاى الانصارى، وابوه هو ابن عبد الله ويقال فيه محمد بن عبد الرحمن بن سعد فينسب ابوه الى جد ابيه ۞ محمد بن عبد الرحمن بن ابى ليلى الانصارى الكوفى، القاضى ابو عبد الرحمن ۞ محمد بن عبيد الله بن سعيد، ابو عون الثقفى الكوفى الاعور ۞ محمد بن عبيد الله بن ابى سليمان العزرمى بفتح العين المهملة والزاى بينهما راء ساكنة وبالميم الفزارى، بفتح الفاء وتخفيف الزاى، ابو عبد الرحمن ۞ محمد بن على بن الحسين بن على بن ابى طالب، ابو جعفر الباقر رضى الله عنهم ۞ محمد بن عمر وبن شعيب، عن جده، وعنه ابوحنيفة، كذا وقع فى رواية فى الاثار للامام محمد بن الحسن اسب على بعض النساخ، والصواب : محمد عن ابى حنيفة عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ذكره الحافظ ابن حجر فى تعجيل المنفعة ۞ محمد بن عمرو بن الحارث ابن المصطلق ۞ محمد بن قيس

الهمدانی بسکون المیم وبالذال المعجمة المرهبی بضم المیم و سکون الراء وکسر الهاء وبالموحدة، الکوفی ۞ محمد بن مالك بن زاید المدانی الکوفی، عن ابیه عن ابی ذر، وعنه ابراهیم بن عبد الله بن عثمان الثقفی ۞ محمد بن مسلم بن تدرس بفتح الفوقیة وسکون الدال المهملة وضم الراء وبالسین المهملة الاسدی مولاهم، ابوالزبیر المکی ۞ محمد بن مسلم بن عبید الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث ابن زهرة بن کلاب القرشی الزهری، ابو بکر ۞ محمد بن المنکدر بن عبد الله ابن الهدیر بالهاء والدال والراء المهملتین والتصغیر ابو بکر التیمی المدنی ۞ محمد بن وهب بن مالك ۞ محمد بن یزید الحنفی الکوفی، العطار

الهمزة مع مثلها

ادم بن علی البکری بالموحدة العجلی، الشیبانی بالمعجمة .

الهمزة مع الموحدة

ابان بن ابی عیاش بالتحتیة والشین المعجمة فیروز البصری، ابو اسمعیل العبدی.

ذکر من اسمه ابراهیم

۞ ابراهیم بن عبد الرحمن السکسکی بفتح المهملتین بعد کل کاف ابو اسمعیل الکوفی، مولی صخیر بالصاد المهملة ٢ فالخاء المعجمة مصغرا .

۞ ابراهیم بن محمد بن المنتشر بضم المیم وسکون النون و فتح الفوقیة وکسر الشین المعجمة واخره راء ابن الاجدع ، الهمدانی بسکون المیم و بالدال المهملة

۞ ابراهیم بن مهاجر بن جابر البجلی بفتحتین الکوفی ۞ ابراهیم بن میسرة الطائفی، نزیل مکة ۞ ابراهیم بن یزید بن قیس بن الاسود النخعی بفتحتین، ابو عمران، الکوفی.

ذکر من اسمه اجلح

۞ اجلح بن عبد الله بن حجیة بحاء مهملة فجیم مصغر ویقال له معاویة، ابو حجیة الکندی بالکسر یقال : اسمه یحي، واجلح لقب.

ذکر من اسمه اسحاق

۞ اسحاق بن ثابت، عن ابیه عن علی بن الحسین بحدیث الظروف.

۞ اسحاق بن سلیمان الغنوی او العبدی، ابو یحي الرازی، کوفی الاصل .

ذكر من اسمه اسمعيل و اياد

۞ اسماعيل بن امية بضم الهمزة و بعد الميم تحتية ابن عمر و بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص امية الاموى ۞ اسماعيل بن ابى خالد سعد الاحمسى بفتح اوله وسكون الحاء وفتح الميم وبالسين المهملتين مولاهم البجلى بفتحتين، ابو عبد الله ۞ اسماعيل بن ربيعة بن عمرو بن سعيد بن العاص، ذكره الخوارزمى ۞ اسماعيل بن عبد الرحمن بن عتاب ۞ اسماعيل ابن عبد المالك بن ابى الصفير بالمهملة والفاء مصغر ۞ اسماعيل بن عياش بالتحتية، ابن سليم العنسى بالنون، ابو عتبة بضم العين وسكون الفوقية وبالموحدة، الحمصى ۞ اسماعيل بن مسلم البصرى ابو اسحاق ۞ اياد، بكسر اوله فتحتانية ابن لقيط السدوسى بفتح السين وضم الدال المهملتين.

ذكر من اسمه ايوب

۞ ايوب بن ابى تميمة، ياتى فى ابن كيسان ۞ ايوب بن عائذ بتحتانية ومعجمة ابن مدلج الطائى، البحترى بضم الموحدة وسكون المهملة وضم المثناة الفوقية الكوفى ۞ ايوب بن ابى تميمة كيسان السختيانى بفتح السين المهملة فجاء معجمة ففوقية فتحتية وبعد الالف نون ابو بكر البصرى ۞ ايوب بن عتيبة بضم العين المهملة وسكون المثناة الفوقية بعدها موحدة اليمامى بميمين، ابو يحيى القاضى، من بنى ثعلبة بن قيس.

الباء الموحدة

۞ بكر بن عبد الله بن عمرو بن سلال المزنى، ابو عبد الله البصرى، بكر بن عطاء الليثى الكوفى ۞ بلال بن ابى بلال، هو بلال بن مرداس. ويقال ابن ابى موسى الفزارى بفتح الفاء ، و من قال ابن وهب بن كبسان صحف "عن" "بابن" ، ومن قال عن ابيه تصرف فى التصحيف، هذا هو الصواب فيه، وجعلهما ابو محمد العينى اثنين تبع فى ذلك ما وجده فى النسخ السقيمة. ۞ بهز بفتح الموحدة وسكون الهاء وبالزاى ابن حكيم بن معاوية بن حيدة بفتح الحاء المهملة وسكون التحتية، القشيرى البصرى، ابو عبد الملك ۞ بهلول بن عمرو بفتح العين الصيرفى، المعروف بالمجنون ۞ بيان بن بشر، ابو بكر الكوفى الاحمسى بمهملتين المعلم.

التاء المثناة

۞ تمام بن جعفر بن ابى طالب، عن ابيه، وعنه الحسن الزراد، كذا وقع، والصواب : ابو على الزراد عن جعفر بن تمام بن العباس عبد المطلب عن ابيه.

الثاء المثلثة

ثابت بن اسلم البنانى بضم الموحدة ونونين ابو محمد البصرى ۞ ثابت ابن دينار.

الجيم

جابر بن يزيد بن الحارث الجعفى، ابو عبد الله الكرخى ۞ جامع بن ابى راشد، الكاهلى، الصيرفى، الكوفى ۞ جامع بن شداد المحاربى بضم الميم، ويقال : الجعفى ، ابو صخرة الكوفى ۞ جبلة بن سحيم بمهملتين مصغر الكوفى ۞ الجراح بن منهال بكسر الميم وسكون النون وباللام ابو المعطوف بفتح العين وضم الطاء المهملتين و بالفاء، الجزرى ۞ جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن ابى طالب الهاشمى، المعروف بالصادق ۞ جوّاب بالواو المشددة واخره موحدة ابن عبيد الله، التيمى ۞ جويبر تصغير جابر، و يقال اسمه "جابر" و"جويبر" لقب ابن سعيد الازدى، ابو القاسم البلخى، نزيل الكوفة، راوى التفسير.

الحاء المهملة

۞ الحارث بن عبد الله الاعور الهمدانى بسكون الميم و بالدال المهملة الحوتى بضم الحاء المهملة وبالمثناة الفوقية الكوفى، ابو زهير ۞ الحارث ابن عبد الرحمن، ابو هند الهمدانى ۞ حبيب بن ابى ثابت قيس، و يقال : هند بن دينار، الاسدى مولاهم، ابو يحيى الكوفى ۞ حبيب بن ابى عمرو الاشعرى. ۞ حبيب بن ابى عمرة القصاب، ابو عبد الله الحمانى بكسر المهملة الكوفى ۞ حبيب بن قيس، هو ابن ابى ثابت، تقدم ۞ حجاج بن ارطاة بفتح الهمزة ابن ثور بن هبيرة النخعى، ابو ارطاة الكوفى، القاضى، احد الفقهاء ۞ الحسن بن الحر بن الحكم الجعفى او نخعى، الكوفى، ابو محمد، نزيل دمشق ۞ الحسن بن الحسن بن الحسن ابن على بن ابى طالب رضى الله عنهم ۞ الحسن بن زيد بن الحسن بن على بن ابى طالب، ابو محمد المدنى، كان تولى امرة المدينة للمنصور ۞ الحسن بن سعد ابن معبد، مولى على بن ابى طالب، الكوفى ۞ الحسن بن سعيد ۞ الحسن ابن الصباح الكوفى ۞ الحسن بن عبد الله بن مالك بن الحويرث الليثى ۞ الحسن بن عبد الرحمن السلمى ۞ الحسن بن عبيد الله، بن عروة النخعى، ابو عروة الكوفى ۞ الحسن بن محمد بن علىَ بن ابى طالب الهاشمى المدنى. وابوه هو

ابن الحنفية ۞ الحسين بن الحارث الجدلى بفتح الجيم و الدال المهملة الكوفى، ابو القاسم ۞ الحصين بن عبد الرحمن السلمى، ابو الهذيل الكوفى ۞ الحكم بن عتيبة بضم أوله وفتح الفوقية وسكون التحتية وبالموحدة ابن النهاس، بالنون واخره مهملة، العجلى، قاضى الكوفة ۞ الحكم بن عتيبة، ابو محمد الكندى الكوفى ۞ حكيم بن جبير الاسدى، وقيل هو مولى ثقيف، الكوفى ۞ حكيم بن صهيب الصيرفى ۞ حماد بن ابى سليمان مسلم الاشعرى مولاهم، ابو اسماعيل، الكوفى ۞ حميد بن قيس المكى، الاعرج الطويل، ابو صفوان القارئ ۞ حوط بفتح الحاء المهملة كما جزم به الامير ابو نصر وابن حبان ابن عبد الله بن نافع، وقيل ابن رافع، العبدى، وعنه الامام ابوحنيفة والاعمش والصلت، ووهم من ذكره بالخاء المعجمة المضمومة.

الخاء المعجمة

۞ خالد بن عبد الاعلى الكوفى، عن ابيه انه سمع عمر يخطب ۞ خالد بن عبيد العتكى بفتح العين المهملة و المثناة الفوقية ابو عاصم البصرى، نزيل مرو ۞ خالد بن علقمة الوادعى، ابو حية بالمهملة والتحتية. ۞ خثيم بمثلثة مصغر ابن عراك بالعين المهملة وبالراء وكاف ابن مالك الغفارى المدنى ۞ خصيف بالصاد المهملة والفاء مصغر ابن عبد الرحمن الجزرى، ابو عوف.

الدال المهملة

۞ داود بن عبد الرحمن بن زادان، وقيل انه ابن داد ۞ داود بن عبد الرحمن عن شرحبيل عن ابى سعيد ۞ داود بن نصير بضم النون ابو سليمان، الطائى الكوفى، كذا اورده الجعابى والعينى وغيرهما فى شيوخ الامام ابى حنيفة وهو من اتباعه الاخذين عنه، كما سياتى.

الذال المعجمة

۞ ذر بن عبد الله بن زرارة المرهبى بضم الميم وسكون الراء ابو عمر الكوفى.

الراء المهملة

۞ رباح بن زيد القرشى مولاهم الصنعانى ۞ رباح الكوفى ۞ ربيع بن سبرة بفتح السين المهملة و سكون الموحدة ابن معبد الجهنى ۞ ربيعة ابن ابى عبد الرحمن فروخ بالخاء المعجمة التيمى مولاهم ابو عثمان المدنى، المعروف بربيعة الراى بالقسر.

الزاى المعجمة

۞ زبيد بموحدة مصغر ابن الحارث بن عبد الكريم بن عمرو بن كعب اليامى بالتحتية والميم ابو عبد الرحمن الكوفى ۞ زبير بن عدى الهمدانى اليامى بالتحتية ابو عبد الله الكوفى، قاضى الرى ۞ زكريا بن الحارث الكوفى ۞ زكريا بن ابى زائدة خالد، ويقال هبيرة بن ميمون بن فيروز الهمدانى الوادعى بكسر الدال والعين المهملتين ابو يحيى الكوفى ۞ زياد بن ابى زياد ميسرة ۞ زياد بن علاقة بكسر العين المهملة وبالقاف الثعلبى بالمثلثة والمهملة ابو مالك الكوفى ۞ زياد بن كليب الحنظلى، ابو معشر الكوفى ۞ زياد بن ابى زياد ميسرة، مولى عبد الله بن عياش، بالتحتية والمعجمة، ابن ابى ربيعة القرشى المدنى المخزومى ۞ زيد بن اسلم العدوى ، مولى عمر بن الخطاب، ابو عبد الله او ابو اسامة المدنى ۞ زيد ابن ابى انيسة الجزرى، ابو اسامة، اصله من الكوفة ثم سكن الرها ۞ زيد ابن الحارث ۞ زيد بن على بن الحسين بن على بن ابى طالب، ابو الحسين المدنى رضى الله عنهم ۞ زيد بن ابى الوليد، قال الجعابى : صوابه زيد بن ابى انيسة، عن ابى الوليد ۞ زيد بن وهب الجهنى، ابو سليمان الكوفى.

السين المهملة

۞ سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشى العدوى، ابو عمر او ابو عبد الله المدنى، احد الفقهاء السبعة ۞ سالم بن عجلان الافطس الاموى مولاهم، ابو محمد الحرانى ۞ سعيد بن ابى سعيد كيسان المقبرى، ابو سعد المدنى ۞ سعيد بن ابى عروبة، ياتى فى ابن مهران ۞ سعيد بن المرزبان، ابو سعيد، البقال بالموحدة، العبسى بالموحدة، مولاهم، الكوفى الاعور ۞ سعيد بن مسروق الثورى والد سفيان ۞ سعيد بن ابى عروبة مهران اليشكرى مولاهم، ابو نصر البصرى ۞ سفيان بن سعد بن مسروق الثورى، ابو عبد الله الكوفى، كذا اوردوه الجعابى والخوارزمى والعينى فى شيوخ الامام ابى حنيفة، وروى هو ايضا عن ابى حنيفة ۞ سلمان، مولى عزة الاشجعية، ابو حازم بالحاء والزاى الاشجعى الكوفى ۞ سلمة بن كهيل بن الحصين الحضرمى، ابو يحيى الكوفى ۞ سلمة بن نبيط بنون فموحدة مصغر ابن شريط بفتح الشين المعجمة الاشجعى، ابو فراس الكوفى ۞ سليمان بن حاقان ۞ سليمان بن ابى سليمان. ابو اسحاق الشيبانى الكوفى ۞ سليمان بن ابى المغيرة العبسى بالموحدة الكوفى .

ابو عبد الله ۞ سليمان بن مهران الاسدى الكاهلى، ابو محمد الكوفى "الاعمش" ۞ سليمان بن يسار بالتحتية و المهملة الهلالى المدنى، مولى ميمونة، وقيل ام سلمة ۞ سليم مولى الشعبي ۞ سماك بكسر اوله وتخفيف الميم ابن حربٌ بفتح الحاء وسكون الراء وبالموحدة، ابن اوس بن خالد الهذلى بضم الحاء وبالذال المعجمة البكرى بفتح الموحدة، الكوفى، ابو المغيرة.

الشين المعجمة

۞ شداد بن عبد الله القرشى، ابو عمار الدمشقى ۞ شداد بن عبد الرحمن القشيرى البصرى، ابو روبة، ويقال اسمه يحيى ۞ شرحبيل بضم اوله وفتح الراء وسكون المهملة ابن سعد ابى سعد المدنى الخطمى ، مولى الانصار ۞ شرحبيل بن مسلم بن خالد الخولانى الشامى ۞ شعبة بن الحجاج ابن الورد العتكى بفتحتين مولاهم، ابو بسطام الواسطى ثم البصرى، كان الثورى يقول : هو امير المؤمنين فى الحديث، وهو اول من فتش بالعراق عن الرجال وضب عن السنة ۞ شيبان بن عبد الرحمن التميمى مولاهم، النحوى، ابو معاوية الضرير البصرى، نزيل الكوفة، يقال انه منسوب الى 'النحو' بطن من الازد لا الى علم النحو ۞ شيبة بن مساور، ويقال مسور، مكى نزيل البصرة، ويقال سكن واسطا.

الصاد المهملة

۞ صالح بن حى، صالح بن صالح ۞ صالح بن صالح بن حى، ويقال ابن صالح بن مسلم، ويقال حيان وحى لقب، وقد ينسب الى جد ابيه فيقال : صالح بن حى، وصالح بن حيان. الهمدانى الكوفى ۞ صالح بن ابى الاخضر اليامى بالميم مولى هشام بن عبد الملك، نزيل البصرة ۞ الصلت بفتح اوله واخره مثناة فوقية ابن بهرام التيمى، ويقال الهلالى، ابو هاشم ويقال ابو هشام، الكوفى.

الطاء المهملة

۞ طاوس بن كيسان اليامى، ابو عبد الرحمن الحميرى مولاهم الفارسى، ويقال اسمه ذكوان، وطاءس لقب ۞ طريف بن سفيان ۞ طريف بن شهاب او ابن سعد السعدى الاشل بالمعجمة واللام ويقال له الاعسم بمهملتين، ابو سفيان ۞ طريف بن عبد الله ۞ طلحة بن مصرف بضم الميم وفتح المهملة وكسر الراء المشددة وبالفاء ابن عمرو بن كعب، اليامى بالتحتية، الكوفى ۞ طلحة بن نافع الواسطى، ابو سفيان، الاسكاف، نزيل مكة ۞ طلق بسكون اللام ابن حبيب، العنزى بفتح المهملة والنون، البصرى.

العين المهملة

۞ عاصم بن بهدلة بفتح الموحدة وسكون الهاء وفتح الدال المهملة وهو ابن ابى النجود بنون فجيم الاسدى مولاهم الكوفى، ابو بكر، المقرئ ۞ عاصم بن سليمان الاحول، ابو عبد الرحمن البصري ۞ عاصم بن كليب بن (شهاب بن) المجنون الجرمى بفتح الجيم وسكون الراء الكوفى ۞ عاصم بن ابى النجود، وهو ابن بهدلة ۞ عاصم الاحول، هو ابن سليمان ۞ عامر بن السبط، ياتى فى الذى يليه ۞ عامر بن السمط بكسر السين المهملة وسكون الميم، وقد تبدل موحدة التميمى، ابو كنانة الكوفى ۞ عامر بن شراحيل بفتح الشين المعجمة الشعبى بفتح المعجمة وسكون المهملة ابو عمرو . قلت : وهو الذى ارشد الامام ابا حنيفة الى الاشتغال بالعلم، فجزاه الله خيرا ۞ عامر بن عبد الله بن قيس، ابو بردة ابن ابى موسى الاشعرى ۞ عباية بفتح اوله والموحدة الخفيفة وبعد الالف تحتانية خفيفة ابن رفاعة بن رافع بن خديج الانصارى، الزرقى بضم الزاى وفتح الراء، ابو رفاعة المدنى ۞ عبد الاعلى التيمى الكوفى ۞ عبد الله بن ابى حبيبة بحاء مهملة فموحدة فتحتية فموحدة المدنى، مولى الزبير ابن العوام. قلت : و ليس هو عبد الله بن عبد الرحمن بن ابى حبيبة الاتى، خلافا للحافظ ابن حجر لان الاول قيل فيه : "مولى الزبير"، والثانى انصارى اشهلى ليس بمولى ۞ عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن ابى طالب الهاشمى المدنى، ابو محمد رضى الله عنهم ۞ عبد الله بن حميد بن عبيد الانصارى الاشهلى الكوفى ۞ عبد الله بن ابى حنيفة كذا بخط العينى بالفاء، ذكره بعد ان ذكر عبد الله ابن ابى حبيبة بالموحدة ، وهو نصحيف ۞ عبد الله بن خليفة ويقال خليفة ابن عبد الله، العنبرى ، ويقال العنبرى، البصرى ۞ عبد الله بن خليفة الهمدانى الكوفى. قلت : لم يتحررلى ان شيخ الامام ابى حنيفة هذا او الذى قبله ۞ عبد الله بن داود قال الحافظ ابن حجر : يحتمل ان يكون الخريبى، فان كان كذلك فهو من رواية الاكابر عن الاصاغر ۞ عبد الله بن دينار العدوى مولاهم، ابو عبد الرحمن المدنى، مولى ابن عمر ۞ عبد الله بن رباح الانصارى، ابو خالد المدينى، نزيل بصرة ۞ عبد الله بن زياد، صوابه : عبيد الله ۞ عبد الله بن سعيد ابى سعيد المقبرى، ابو عباد، الليثى مولاهم المدنى ۞ عبد الله بن عبد الرحمن بن ابى حسين بن الحارث بن عامر بن نوفل المكى النوفلى ۞ عبد الله عبد الرحمن بن مروان. ابو قيس الاودى ۞ عبد الله بن عثمان بن خثيم

بالمعجمة والمثلثة مصغر القارى المكى، ابو عثمان ۞ عبد الله بن على بن الحسين بن على بن ابى طالب رضى الله عنه وعن ابائه ۞ عبد الله بن عمر العمرى ۞ عبد الله بن المبارك المروزى، مولى بنى حنظلة، ذكره فى شيوخ الامام ابى حنيفة الجعابى و العينى، قالا : حكى عنه حكاية ۞ عبد الله ابى المجالد بالجيم مولى عبد الله بن ابى اوفى، يقال اسمه محمد ۞ عبد الله بن نافع مولى ابن عمر، المدنى ۞ عبد الله بن ابى نجيح يسار المكى، ابو يسار الثقفى مولاهم ۞ عبد الرحمن بن حزم الكوفى ۞ عبد الرحمن بن ابى حسين المكى ۞ عبد الرحمن بن ابى الزناد، وقيل ابن زراد، وقيل ابن زاذان بزاى وذال معجمة ۞ عبد الرحمن بن عبد الله، بن عتبة بضم العين المهملة وسكون الفوقية وبالموحدة ابن مسعود المسعودى الكوفى ۞ عبد الرحمن بن عمرو بن ابى عمرو الاوزاعى بزاى وعين مهملة ابو عمرو ۞ عبدالرحمن بن القاسم بن عبد الله بن مسعود، الهذلى المسعودى، عن ابيه عن عبد الله بن مسعود، صوابه : ابو حنيفة عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن مسعود، كما فى مسندى الحارثى وابن خسرو ۞ عبد الرحمن بن هرمز الاعرج، ابو داود المدنى، مولى ربيعة ۞ عبد العزيز ابن رفيع بفاء مصغر الاسدى، ابوعبد الله المكى، نزيل الكوفة ۞ عبد العزيز بن ابى رواد بفتح الراء وتشديد الواو ۞ عبد الكريم بن ابى امية البصرى ۞ عبد الكريم بن ابى المخارق بضم الميم و بالخاء المعجمة ابو امية المعلم البصرى، نزيل مكة. واسم ابيه قيس ۞ عبد الكريم بن معقل بالعين المهملة والقاف ۞ عبد الملك بن ابى بكر بن حفص بن عمر ابن سعيد ۞ عبد المالك بن اياس الشيبانى، الاعور، الكوفى ۞ عبد المالك ابن عمير بن سويد اللخمى، حليف بنى عدى، الكوفى يقال له الفرسى بفتح الفاء والراء ثم مهملة نسبة الى فرس له سابق عبد الملك بن ميسره الهلالى، ابو زيد العامرى الكوفى، الزراد. عبد الملك غير منسوب، عن انس بنفير المسلين اجمعين ۞ عبيد الله بن ابى زياد القداح، ابو حضين المكى ۞ عبيد الله بن عمر العمرى، وقيل : لايصح انه روى عنه، عبدة ابن ابى لبابة بضم اللام الاسدى مولاهم ويقال مولى قريش، ابو القاسم البزاز بزايين معجمتين الكوفى، نزيل دمشق ۞ عبيد ة بن معتب، ابو عبد الكريم الضبى ۞ عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الهذلى، ابوالعميس بمهملتين مصغر المسعودى، الكوفى ۞ عثمان بن راشد السلمى، عن عائشة بنت عجرد عن ابن عباس فى

ترك المضمضة ۞ عثمان ابن عاصم بن حصين الاسدى الكوفى، ابوحصين بفتح المهملة ۞ عثمان بن عبد الله بن موهب القرشى التيمى مولاهم المدنى، الاعرج، و قد ينسب الى جده ۞ عجلان البصرى، ذكره العينى، والظاهر انه ابن عبد الله العدوى ۞ عدى بن ثابت الانصارى، الكوفى ۞ عراك بكسر اوله وتخفيف الراء وبالكاف ابن مالك الغفارى بكسر الغين وتخفيف الفاء، الكنانى بكسر الكاف وبالنون، المدنى ۞ عطاء بن ابى رباح بفتح الراء وبالموحدة و اسمه اسلم، القرشى مولا هم، المكى، ابو محمد ۞ عطاء بن السائب، ابو محمد، ويقال ابو السائب الثقفى ۞ عطاء بن عبد الله بن موهب ۞ عطاء بن عبد الله بن عجلان الحنفى، من بنى حنيفة، ابو محمد البصرى ، القطان ۞ عطاء بن يسار الهذلى، ابو محمد المدنى، مولى ميمونة ۞ عطاء غير منسوب، عن ابى سعيد، قال ابن خسرو : اراه الخراسانى . قلت : والخراسانى عطاء بن ابى مسلم ابو عثمان الخراسانى، واسم ابيه ميسرة وقيل عبد الله ۞ عطية بن الحارث، ابو روق بفتح الراء و سكون الواو وبعدها قاف الهمدانى الكوفى، صاحب التفسير ۞ عطية بن سعد بن جنادة بضم الجيم وبعدها نون خفيفة العوفى بالفاء، الجدلى بفتح الجيم والمهملة، الكوفى، ابو الحسن ۞ عكرمة بن عبد الله، مولى ابن عباس، اصله بربرى ۞ علقمة بن زهير ۞ علقمة بن مرثد بفتح الميم وسكون الراء وبالثاء المثلثة الحضرمى، ابو الحارث الكوفى ۞ على بن الحسن الزراد، ابو على او ابو يعلى كذا فى مسند ابى محمد الحارثى ۞ على ابن الاقمر بن عمرو الهمدانى بسكون الميم و بالمهملة ابو لحسن الوادعى بكسر الدال وبالعين المهملتين، ابو الوازع بكسر الزاى بعدها مهملة، الكوفى ۞ على بن بذيمة بفتح الموحدة وكسر المعجمة الخفيفة بعدها تحتانية ساكنة الجزرى ۞ على الزراد الصقيل وقيل اسمه جعفر بن الحسن، وقيل كنيته ابو على، وقيل ابو الحسن ۞ على بن عامر ۞ على بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود الهذلى ۞ عمار بن عبد الله بن بشار الجهنى الكوفى، ابو عمارة، وشك فيه محمد بن الحسن فى الاثار فقال : عمار او عمارة، والصحيح انه عمار وكنيته ابو عمارة عمر بن بشير ابوهانى ۞ عمر بن ذر بذال معجمة وبالراء المهملة المشددة ابن عبد الله بن زرارة الهمدانى بالسكون، المرهبى، ابو ذر الكوفى ۞ عمر بن شراحيل، ابو عمر ۞ عمرو بن دينار المكى، ابو محمد الاشرم، الجمحى مولاهم ۞ عمرو بن شعيب بن محمد ابن سيلبة بن عمرو بن

العاص ۞ عمرو بن عبد الله، ابو اسحاق السبيعى الكوفى الهمدانى ۞ عمرو بن مرة بن عبد الله بن طارق الجملى بفتح الجيم والميم المرادى، ابو عبد الله الكوفى، الاعمى ۞ عمران بن عمير المسعودى الكوفى ۞ عمير بن سعيد النخعى الصهبانى بضم المهملة وسكون الهاء بعدها موحدة يكنى ابا يحيى ۞ عون بن ابى جحيفة بضم الجيم و فتح الحاء المهملة وسكون التحتية وبالفاء وهب، السوانى بضم السين المهملة، الكوفى ۞ عون بن عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلى، ابو عبد الله الكوفى ۞ العلاء بن زهير بن عبد الله الازدى، ابو زهير الكوفى ۞ عيسى بن عثمان بن عبد الرحمن، عيسى بن على الصقلى ۞ عيسى بن ماهان.

الغين المعجمة

۞ غالب بن الهذيل الاودى الكوفى ۞ غيلان غير منسوب، عن محمد ابن كعب الفرظى، قال الخوارزمى : والظاهر انه غيلان بن جامع المحاربى قاضى الكوفة، قلت : كنية ابو عبد الله.

الفاء

۞ فرات بن ابى عبد الرحمن الفزاز، ابو الحسن الكوفى ۞ فرات بن ابى الفرات البصرى ۞ فراس بكسر اوله وبمهملة ابن يحيى الهمدانى، الخارفى بمعجمة وفاء ابو يحيى الكوفى، المكتب.

القاف

۞ قابوس بن ابى ظبيان بفتح المعجمة وسكون الموحدة بعدها تحتانية الجنبى بفتح الجيم وسكون النون بعدها موحدة الكوفى ۞ القاسم بن عبد الرحمن ابن عبدالله بن مسعود المسعودى، ابو عبد الرحمن الكوفى ۞ القاسم بن محمد الاسدى او الضبى، ابونهيك بفتح النون ۞ القاسم بن محمد ابو سهل، كذا فى خط العينى بالسين المهملة، وهو ابو نهيك السابق، تصحفت كنيتة ۞ قتادة بن دعامة بن عبادة السدوسى، ابو الخطاب البصرى ۞ قزعة ابن يحيى البصرى ۞ قيس بن مسلم الجدلى بفتح الجيم والدال المهملة ابو عمرو الكوفى.

الكاف

۞ كدام بالكسر والتخفيف ابن عبد الرحمن.

اللام

الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمى، ابو الحارث المصرى، قال ابو محمد الحارثى : روى عنه الامام ابو حنيفة وروى هو ايضا عنه ۞ ليث بن ابى سليمان، ابو بكر الكوفى ۞ ليث بن ابى سليم بضم السين المهملة ابن زنيم بالزاى و النون مصغر واسم ابيه ايمن، وقيل انس.

الميم

۞ مالك بن انس بن مالك بن ابى عامر بن عمرو الاصبحى، ابو عبد الله المدنى، الفقيه، امام دار الهجرة، رئيس المتقنين وكبير المثبتين ، ذكره فى شيوخ الامام ابى حنيفة الدارقطنى وجماعة اخرهم ابو محمد العينى ۞ مبارك بن فضالة بفتح الفاء وتخفيف المعجمة ابو فضالة البصرى ۞ مجالد بضم الميم وتخفيف الجيم ابن سعيد بن عمير الهمدانى بسكون الميم، ابو عمرو الكوفى ۞ محارب بضم اوله وكسر الراء ابن دثار بكسر المهملة وتخفيف المثلثة، السدوسى الكوفى القاضى ۞ مخول بخاء معجمة فواو فلام بوزن محمد وقيل بكسر اوله ابن راشد، ابو راشد ابن ابى مجالد النهدى مولاهم الكوفى، الحناط بمهملة ونون، مرزوق، مؤذن التيم ۞ مزاحم بن زفر بن الحارث الضبى، ويقال العامرى الكوفى، ويقال انه يقال فيه : مزاحم بن ابى مزاحم ۞ مسعر بكسر اوله وسكون السين وفتح العين المهملتين ابن كدام بكسر الكاف وتخفيف الدال المهملة، ابن ظهير الهلالى، ابو سلمة الكوفى ۞ مقسم بكسر اوله ابن بجرة بضم الموحدة وسكون الجيم ويقال نجدة بفتح النون وبدال مهملة، ابو القاسم، مولى عبد الله بن الحارث، ويقال مولى ابن عباس للزومه له ۞ مقسم الضبى بالضاد المعجمة والد مغيرة ۞ مسلم بن سالم الاصغر، ابو فروة النهدى بالنون المفتوحة وسكون الهاء وبالدال المهملة الكوفى ويقال الجهنى لنزوله فيهم، مشهور بكنيته ۞ مسلم بن عمران، و يقال ابن ابى عمران، ابو عبد الله البطين الكوفى ۞ مسلم بن كيسان بفتح الكاف وسكون التحتية الضبى الملائى، البراد الاعور، ابو عبد الله الكوفى ۞ معاوية بن اسحاق بن طلحة بن عبيد الله التيمى، ابو الازهر ۞ معن بفتح الميم وسكون العين ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الهذلى بضم الهاء وفتح الذال المعجمة المسعودى الكوفى،

ابوالقاسم القاضى ۞ مكحول الشامى، ابو عبد الله ۞ منذر بن عبد الله بن منذر ابن الزبير بن العوام ۞ منصور بن دينار السهمى ۞ منصور بن زاذان بزاى وذال معجمة الواسطى، ابو المغيرة الثقفى ۞ منصور بن المعتمر بن عبد الله السلمى، ابو عتاب بمشاة ثقيلة فموحدة الكوفى ۞ منهال بكسر الميم وسكون النون وباللام ابن الجراح، وصوابه الجراح بن منهال، ابو العطوف بفتح العين وضم الطاء المهملتين وبالفاء ۞ منهال بن خليفة العجلى، ابو قدامة الكوفى، منهال بن عمرو الاسدى مولاهم الكوفى ۞ موسى بن سالم ابو الجهضم، مولى ال عباس ۞ موسى بن طلحة بن عبيد الله التيمى، ابو عيسى او ابو محمد المدنى، نزيل الكوفة ۞ موسى بن ابى عائشة الهمدانى بسكون الميم مولاهم، ابو الحسن الكوفى ۞ موسى بن علقمة ۞ موسى بن ابى كثير الانصارى مولاهم، ابو الصباح، ويقال له موسى الكبير ۞ موسى بن مسلم الكوفى، ابو عيسى الطلحان، يقال له موسى الصغير ۞ ميمون بن سياء بكسر السين المهملة بعدها تحتانية البصرى، ابو بحر.

النون

۞ ناصح بن عبد الله او ابن عبد الرحمن، التيمى المحلمى بالمهملة وتشديد اللام وبالميم ابو عبد الله الحائك ، صاحب سماك بن حرب ۞ ناصح بن عجلان ۞ نافع ابن عبد الله المدنى، مولى عبد الله بن عمر رضى الله عنهما ۞ نافذ بفاء ء ذال معجمة المكى، ابو سعيد، مولى ابن عباس رضى الله عنهما ۞ نافع بن درهم. ابو الهيثم العبدى الكوفى ۞ نصير بن طريف البصرى.

الهاء

۞ هاشم بن هاشم بن عتبة بن ابى وقاص الزهرى المدنى، ويقال هاشم بن هاشم ابن هاشم ثلاثة ۞ هاشم بن عائذ بالتحتية والذال المعجمة ابن نصيب بضم النون وفتح الصاد المهملة وسكون التحتية وبالموحدة الاسدى ۞ هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الاسدى ۞ هشام بن عمرو الفزارى ۞ الهيثم ابن حبيب الكوفى الصيرفى ۞ الهيثم بن الحسن ابو غسان.

الواو

۞ واصل بن حيان بالحاء المهملة والتحتية الاحدب، الاسدى الكوفى، باع السابرى بمهملة وموحدة ۞ واصل بن سليمان التيمى الكوفى ۞ واقد بالقاف

والدال المهملة ابن يعقوب، الكوفى ۞ وقدان بسكون القاف ابو يعفور بفتح التحتية وسكون المهملة وضم الفاء العبدى الكوفى، مشهور بكنيته، وهو الكبير، ويقال اسمه واقد ۞ وليد بن سريع بفتح المهملة مولى عمرو بن حريث ۞ وليد بن عبد الله بن جميع الزهرى، المكى نزيل الكوفة ۞ ولاد بن هدود بن على المدنى.

اللام الف

۞ لاحق بن العيزار اليمانى.

الياء

۞ ياسين بن معاذ الزيات، ابو خلف، الكوفى ۞ يحيى بن الحارث ۞ يحيى بن ابى حية بمهملة وتحتية ابو جناب بجيم ونون خفيفتين واخره موحدة، الكلبى ۞ يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو الانصارى المدنى، ابو سعيد القاضى ۞ يحيى بن عامر البجلى الكوفى ۞ يحيى بن عبدالله بن الحارث، الجابر بالجيم والموحدة ابو الحارث الكوفى ۞ يحيى بن عبدالله بن حجية، الاجلح الكندى الكوفى ۞ يحيى بن عبيدالله بن عبد الله بن موهب بفتح الميم والهاء بينهما واو ساكنة التيمى، المدنى، نزيل الكوفة ۞ يحيى بن عبيد الله، عن عبيد الله بن مسلم، صوابه يحيى بن عبد الله، تقدم ۞ يحيى ابن عبد الحميد بن المجيد ۞ يحيى بن عبد الله بن معاوية بن حجية الكندى الاجلح ۞ يحيى بن عمرو بن سلمة الهمدانى، ويقال الكندى، الكوفى ۞ يحيى بن يعمر ۞ يحيى بن مهاجر ۞ يحيى يقال انه اسم ابى رؤية شداد ابن عبد الرحمن ۞ يزيد بن ابى يزيد الضبعى بضم المعجمة وفتح الموحدة بعدها مهملة مولاهم، ابو الازهر البصرى يعرف بالرشك بكسر الراء سكون المعجمة وهو القسام بالفارسية وقال ابو الفرج ابن الجوزى : الرشك بالفارسية الكبير اللحية. قالوا : دخلت عقرب فى لحيته فمكثت فيها ثلاثة ايام ولم يعلم بها ۞ يزيد بن خالد، ويقال ابن عبد الرحمن ۞ يزيد بن ربيعة ۞ يزيد الرشك، تقدم فى ابن ابى يزيد ۞ يزيد بن ابى زياد، ابو عبد الله الكوفى، مولى بنى هاشم ۞ يزيد بن صهيب الكوفى، ابو عثمان المعروف بالفقير بفتح الفاء بعدها قاف مكسورة قيل له ذلك لانه كان يشكو فقار ظهره ۞ يزيد بن عبد الرحمن بن ابى سلمة، ابو خالد الدالانى بدال مهملة ونون الاسدى ۞ يزيد بن عبد الرحمن، عن انس وعن ابى واثلة وابن واثلة ابو ابن واثلة قال ابو عبد الله بن خسرو : هو الدالانى. وقال الحافظ ابن

حجر : اظنه الاودی. قلت : اما الدالانی فقد تقدم، واما الاودی فهو یزید بن عبد الرحمن بن الاسود الاودی بواو ساكنة بعدها مهملة، ابو داود ۞ یونس بن زهران ۞ یونس ابن عبد الله بن ابی فروة المدنی. ابو بكر بن عبد الله بن ابی الجهم العدوی، و قد ینسب الی جده.

وقد ذكرت بیان حال كل واحد من هؤلاء وشیوخه والاخذین عنه فی كتابی، تسهیل السبیل الی معرفة الثقات والضعفاء والمجاهیل، اعان الله تعالی علی اتمامه بمنه وكرمه امین.

হাদীসের জন্য সফর

হাদীসের জন্য সফর করা এটি মুহাদ্দিসীনে কেরামের একটি বৈশিষ্ট্য। এ সফরকে اَلرِّحْلَةُ فِيْ طَلَبِ الْعِلْمِ বা 'শিক্ষা সফর' হিসেব বিবেচনা করা হয়। হাদীস শরীফে এ সফরের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাদীসে বলেন–

مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهٗ بِهٖ طَرِيْقًا اِلَى الْجَنَّةِ

যে ব্যক্তি ইলম তালাশ করার জন্য কোনো পথে চলে, আল্লাহ তা'আলা এ অসিলায় তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন। –(সহীহ মুসলিম)

মুহাদ্দিসীনে কেরাম বলেন, হাদীসের তালিবে ইলমরা যেসব এলাকায় বিচরণ করে সেসব এলাকায় বালা মসিবত থাকে না। এছাড়া একথা শতসিদ্ধ যে, সফর ব্যতীত ইলমের মাঝে সমৃদ্ধি আসে না, বুৎপত্তি অর্জন করা যায় না এবং ইলমের প্রস্ফুটন ঘটে না। ইমাম আবূ হানীফা (র.) হাদীসের একজন সার্থক ছাত্র হিসেবে শিক্ষা সফরের হক যথাযথ আদায় করেছিলেন।

ইমাম যাহাবী (র.) (মৃত ৭৪৮ হি.) বলেন–

اَلْاِمَامُ، فَقِيْهُ الْمِلَّةِ، عَالِمُ الْعِرَاقِ اَبُوْ حَنِيْفَةَ ..، وَ عَنِىَ بِطَلَبِ الْاٰثَارِ وَارْتَحَلَ فِيْ ذٰلِكَ

"ফকীহে মিল্লাত, ইরাকের আলেম ইমাম আবূ হানীফা হাদীস অন্বেষণে মনোনিবেশ করেছেন এবং হাদীসের জন্য সফর করেছেন।" –(সিয়ারু আলামিন নুবালা ৬/৩৯০-৩৯২)

ইমাম আবূ হানীফা (র.) হাদীসের তালাশে নিয়মিত সফর শুরু করেছেন বিশ বছর বয়সের পর, ইমাম শা'বী (র.)-এর নসিহতের পর। তবে এর আগে ষোল বছর বয়সে অর্থাৎ ৯৬ হিজরিতে তিনি মক্কায় সফর করেছেন। তাঁর ভাষ্য মতে এ সফরটি তিনি তাঁর বাবার সঙ্গে করেছিলেন এবং সে সফরে তিনি ইলমও অর্জন করেছিলেন। –(জামেউ বায়ানিল ইলম ১/১৪৩ বরাতে, ইমাম আ'যম ২৯৬)

কূফা নগরী যথেষ্ট ছিল তবু ...

ইলমের সফরের মাধ্যমে বহুমুখী প্রতিভার বিকাশ ঘটে, বৈচিত্র্যের সমাহার ঘটে, বিভিন্ন রুচি ও মতের সঙ্গে পরিচয় হয়। সে উপলব্ধি থেকেই মুহাদ্দিসীনে কেরাম সফর করতেন, আবূ হানীফা (র.)ও বহু সফর করেছেন। তিনি ইলমের শহর কূফা ছেড়ে মক্কা মদীনা, বসরা ও বাগদাদসহ বিভিন্ন ইলমের শহর পরিভ্রমণ করেছেন। নচেৎ কূফা ছিল ইলমের এমন এক সমৃদ্ধ নগরী যে, শুধুমাত্র ইলমের ভাণ্ডার পূর্ণ করার জন্য সেখান থেকে বের হওয়ার কোনো প্রয়োজন পড়ে না।

এ বিষয়ে দু'একটি উদ্ধৃতি এর আগে উল্লেখ করা হয়েছে। আরো কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে, যাতে ইলমি সফরের প্রতি আবূ হানীফা (র.)-এর অনুরাগের দিকটা আরো উজ্জ্বলরূপে ফুটে উঠে। কূফার ইলমের একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হচ্ছে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটি–

عَنْ قَابُوْسَ بْنِ اَبِيْ ظَبْيَانَ، قَالَ قُلْتُ لِأَيِّ شَيْءٍ كُنْتَ تَأْتِيْ عَلْقَمَةَ وَتَدَعُ اَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ؟ قَالَ : اَدْرَكْتُ نَاسًا مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يَسْأَلُوْنَ عَلْقَمَةَ وَ يَسْتَفْتُوْنَهُ، (اَلْمُحَدِّثُ الْفَاصِلُ للرامهرمزى (ص ٢٣٨، و سير اعلام النبلاء ٩٩/٥)

"কাবুস ইবনে আবী যাবয়ান স্বীয় পিতাকে জিজ্ঞেস করেছেন, আপনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণের কাছে না গিয়ে আলকমার দরবারে কেন যান? তিনি বলেছেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনেক সাহাবীকে দেখেছি– তাঁরা আলকামাকে মাসআলা জিজ্ঞেস করতেন।" –(আলমুহাদ্দিসুল ফাসিল পৃ. ২৩৮, সিয়ার-৫/৯৯)

উল্লেখ্য, আলকামা কূফার একজন তাবেয়ী মুহাদ্দিস, সাহাবায়ে কেরাম যাঁর কাছে বিভিন্ন মাসআলা জিজ্ঞেস করতেন।

হাকেম নিশাপুরী (র.)-এর বর্ণনা

আরেকটি তথ্যও এখানে প্রনিধানযোগ্য। হাকেম আবূ আব্দুল্লাহ নিশাপুরী (র.) (মৃত ৪০৫ হি.) তাঁর 'মারেফাতু উলূমিল হাদীস' গ্রন্থে প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিসগণের এলাকা ভিত্তিক নামের একটি তালিকা দিয়েছেন। সে তালিকার শিরোনাম হচ্ছে,

اَلْأَئِمَّةُ الثِّقَاتُ الْمَشْهُوْرُوْنَ وَاَتْبَاعُهُمْ مِمَّنْ يُجْمَعُ حَدِيْثُهُمْ لِلْحِفْظِ وَالْمُذَاكَرَةِ وَالتَّبَرُّكِ بِهِمْ وَبِذِكْرِهِمْ مِنَ الشَّرْقِ اِلَى الْغَرْبِ.

"নির্ভরযোগ্য ও প্রসিদ্ধ ইমামগণ এবং তাঁদের অনুসারীবৃন্দ যাঁদের হাদীস মুখস্থ করা ও একে অপরকে শোনানোর জন্য সংগ্রহ করা হয় এবং পৃথিবীর প্রাচ্য-প্রতীচ্যে যাদের আলোচনা করে বরকত অর্জন করা হয়।"

হাকেম (র.) এ শিরোনামের অধীনে ইলম ও হাদীসসমৃদ্ধ প্রসিদ্ধ শহরগুলোর নাম উল্লেখ করে সেখানের মুহাদ্দিসগণের নাম বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। সে ক্ষেত্রে মক্কা ও মদীনার এ পর্যায়ের শীর্ষ মুহাদ্দিস, ওলামায়ে কেরামের অনুর্ধ্ব পঞ্চাশজনের নাম এসেছে। আর কূফার মতো ছোট্ট একটি শহরের এ পর্যায়ের মুহাদ্দিসের নাম উল্লেখ করেছেন দুই শতের অধিক।
বিস্তারিত জানার জন্য উল্লিখিত কিতাবের اَلنَّوْعُ التَّاسِعُ وَالْأَرْبَعُوْنَ পৃ. ২৪০-২৪৯ দ্রষ্টব্য।
দু'টি মাত্র উদ্ধৃতি উল্লেখ করা হয়েছে এ বিষয়টি উপলব্ধি করার জন্য যে, কূফা শহরের ব্যাপারে দু'টি বিষয় সর্বজনস্বীকৃত। এক. কূফায় মুহাদ্দিস আলেমগণের সংখ্যা ছিল অস্বাভাবিক। **দুই.** অত্র এলাকার মুহাদ্দিসগণের প্রতি অন্যদের মুখাপেক্ষিতা প্রকাশ্য ছিল। এতদসত্ত্বেও ইমাম আবূ হানীফা (র.) নিজের এলাকা কূফার মুহাদ্দিসগণের কাছ থেকে ইলম ও হাদীস শেখার পর অন্যান্য ইলমি নগরীতে অসংখ্যবার সফর করেছেন এবং ইলমের পিপাসা মিটানোর প্রতি আমরণ আগ্রহী ও অনুরাগী ছিলেন।

আবূ যাহরা মিসরী (র.)-এর বক্তব্য : মক্কা সফর

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর ইলম ও হাদীস অন্বেষণের এ দিকটিকে আবূ যাহরা (র.) নিম্নোক্ত বর্ণনায় বিশদভাবে তুলে ধরেছেন–

وَقَدْ ذَكَرْنَا اَنَّهُ مَعَ مُلَازَمَتِهٗ لِحَمَّادٍ، وَتَلْمَذَتِهٖ لَهٗ، كَانَ يَأْخُذُ عَنْ غَيْرِهٖ، ثُمَّ بَعْدَ وَفَاةِ حَمَّادٍ لَمْ يَنْقَطِعْ عَنِ الدَّرْسِ وَالتَّحْصِيْلِ، يَتَعَلَّمُ وَيُعَلِّمُ، شَأْنُ الْعُلَمَاءِ الصَّادِقِيْنَ الْاٰخِذِيْنَ بِالْأَثَرِ : "لَا يَزَالُ عَالِمًا مَادَامَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ . فَاِذَا ظَنَّ اَنَّهٗ عَلِمَ فَقَدْ جَهِلَ" وَقَدْ ذَكَرْنَا اَنَّهٗ فِيْ مَوْسِمِ الْحَجِّ وَفِيْ رِحْلَتِهٖ اِلٰى مَكَّةَ كَانَ يَأْخُذُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِيْ رَبَاحٍ، وَيُلَازِمُهٗ مَادَامَ مُجَاوِرًا بَيْتَ اللهِ الْحَرَامَ.

وَقَدْ رُوِىَ اَنَّهٗ حَجَّ نَحْوَ خَمْسٍ وَّخَمْسِيْنَ حَجَّةً، وَيُفْهَمُ مِنْ هٰذَا اَنَّهٗ كَانَ يَحُجُّ كُلَّ عَامٍ بَعْدَ اَنْ بَلَغَ سِنَّ الشَّبَابِ، وَاِنْ كُنَّا لَا نَمِيْلُ اِلَى الْجَزْمِ بِهٰذَا الْعَدَدِ اَوْ تَرْجِيْحِهٖ، وَقَدْ كَانَ يَتَّخِذُ مِنَ الْحَجِّ سَبِيْلًا لِلتَّزَوُّدِ مِنَ الْعِلْمِ وَالْحَدِيْثِ، وَالْاِفْتَاءِ، كَمَا اتَّخَذَ مِنْهُ زَادًا لِلتَّقْوٰى بِالْقِيَامِ بِالْمَنَاسِكِ وَالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ .

وَعَنْ عَطَاءٍ وَفِيْ مَدْرَسَةِ مَكَّةَ اَخَذَ عِلْمَ ابْنِ عَبَّاسٍ الَّذِىْ وَرِثَهٗ عَنْهُ، كَمَا اَخَذَ عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَاهُ الَّذِىْ وَرِثَ عِلْمَهٗ، حَتّٰى لَقَدْ قَالَ يَوْمٌ بَاعَهٗ اِبْنُهٗ عَلِيٌّ بِاَرْبَعَةِ اٰلَافِ دِيْنَارٍ : مَاخَيْرَ لَكَ بِعْتَ عِلْمَ اَبِيْكَ بِاَرْبَعَةِ اٰلَافٍ، فَاسْتَقَالَ الْمُشْتَرِىْ فَاَقَالَهٗ.

وَاَخَذَ عِلْمَ ابْنِ عُمُرَ وَعِلْمَ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ مَوْلٰى ابْنِ عُمَرَ يَعْنِيْ فِيْ مَدْرَسَةِ الْمَدِيْنَةِ وَهٰكَذَا اجْتَمَعَ لَهٗ عِلْمُ ابْنِ مَسْعُوْدٍ، وَعِلْمُ عَلِيٍّ، عَنْ طَرِيْقِ مَدْرَسَةِ الْكُوْفَةِ، وَعِلْمُ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ بِمَنْ اِلْتَقٰى مِنْ تَابِعِيْهِمْ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمْ اَجْمَعِيْنَ. (اَبُوْ حَنِيْفَةَ صَفْحَة ٦٣)

وَقَالَ فِيْ مَوْضَعٍ اٰخَرَ : اِنَّهٗ كَانَ يَرْحَلُ اِلٰى مَكَّةَ حَاجًّا وَيُدَارِسُ الْعُلَمَاءَ فِيْهَا وَهُوَ مُتَتَلْمِذٌ لِحَمَّادٍ، وَلَمْ تَكُنْ مُلَازَمَتُهٗ لَهٗ مَانِعَةً مِنْ هٰذِهِ الدِّرَاسَةِ كَمَا نوهنا وَكَمَا تَبَيَّنَ. (صفحة ٦١)

"আমরা একথা আগেও উল্লেখ করে এসেছি যে, আবূ হানীফা (র.) হাম্মাদের ছাত্র হিসেবে তাঁর সান্নিধ্যে থাকার পাশাপাশি অন্যদের কাছ থেকেও ইলম হাসিল করেছেন। এমনিভাবে হাম্মাদের ইন্তেকালের পরও তাঁর ইলম হাসিল করা ও পড়া-শুনা বন্ধ হয়ে যায়নি। তিনি শিখছেন শিখাচ্ছেন। বাস্তবিক অর্থে যাঁরা ওলামায়ে কেরাম তারা তাঁদের মতো। যাঁরা এ বাণীটির অনুসরণ করেছেন "একজন লোক ততক্ষণ পর্যন্তই আলেম হিসেবে পরিগণিত হবেন যতক্ষণ সে ইলম শিখতে থাকবেন। আর যখন তার ধারণা হবে যে সে শিখে ফেলেছে তখনই সে মূর্খের কাতারভুক্ত হয়ে গেছে।"

আমরা এর আগেও উল্লেখ করেছি যে, তিনি হজের মৌসুম এবং তাঁর মক্কার সফরগুলোতে আতা ইবনে আবী রাবাহ থেকে হাদীস নিতেন এবং যতদিন বাইতুল্লাহ শরীফের কাছে থাকতেন ততদিন তাঁর সংশ্রবে থাকতেন। বর্ণিত আছে, তিনি পঞ্চান্নবারের মতো হজ করেছেন। এ থেকে প্রমাণিত হয়, তিনি যৌবনে উপনীত হওয়ার পর থেকে প্রতি বছরই হজ করেছেন। –আমি যদিও হজের এ সংখ্যার ব্যাপারে নিশ্চিত নই। তবে তিনি তাঁর এ হজের মাধ্যমে ইলম, হাদীস ও ফতোয়ার সম্ভার তৈরি করার একটি পথ পেয়েছেন। যেমনিভাবে হজের আমলগুলো সম্পাদন করে এবং মাশ'আরে হারামে অবস্থান করে তাকওয়ার পাথেয় অর্জন করেছেন।

আতা (র.) তথা মক্কার মাদরাসা থেকে তিনি ইবনে আব্বাস (রা.)-এর ইলম নিয়েছেন যা আতা ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে পেয়েছেন। এমনিভাবে ইবনে আব্বাস (রা.)-এর গোলাম ইকরিমা থেকে ইলম অর্জন করেছেন, যে ইলম ইকরিমা ইবনে আব্বাস (রা.)-এর থেকে পেয়েছেন। ইকরিমা ইবনে আব্বাসের ইলমের এমন ওয়ারিশ ছিলেন যে, যেদিন তাঁর ছেলে আলী (রা.) ইকরিমাকে চার হাজার স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে বিক্রি করে দিয়েছিল সেদিন তাকে বলা হয়েছে, তোমার কোনো মঙ্গলের আশা নেই, তুমি তোমার পিতার ইলমকে চার হাজার স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে বিক্রি করে দিয়েছ। তখন তিনি তাকে ক্রেতার কাছে ফেরত চাইলে ক্রেতা ফেরত দিলেন।

এরকমভাবে আবূ হানীফা (র.) নাফে' মাওলা ইবনে ওমরের মাধ্যমে ইবনে ওমর ও ওমর (রা.)-এর ইলম অর্জন করেছেন। আর এভাবেই তিনি কূফার মাদরাসার মাধ্যমে ইবনে মাসউদ ও আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুমার ইলম এবং ইবনে আব্বাস ও ওমর (রা.)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎপ্রাপ্ত তাবেয়ীগণের মাধ্যমে তাদের ইলমের সমাহার ঘটিয়েছেন।"-(আবূ হানীফা পৃ. ৬৩)

আবূ যাহরা (র.) অন্যত্র বলেন, "তিনি হাজী হিসেবে মক্কায় সফর করতেন। ওলামায়ে কেরামের সঙ্গে পাঠদানে লিপ্ত থাকতেন। তখনও তিনি হাম্মাদেরই শাগদের ছিলেন; কিন্তু হাম্মাদের শাগরেদ হওয়া তাঁকে এসব পড়া-লেখা থেকে বাধা দেয়নি, যেভাবে আমরা বিষয়টি তুলে ধরলাম এবং আলোচনা থেকে যা স্পষ্ট হয়ে গেছে।" -(প্রাগুক্ত ৬১)

ইমাম আবূ যাহরা (র.)-এর উল্লিখিত আলোচনা থেকে ইলম শেখার ক্ষেত্রে আবূ হানীফা (র.)-এর বহুমুখিতা এবং বিভিন্ন ধর্মী প্রতিভা থেকে ইলম আহরণের বিষয়টি প্রতিভাত হয়। আর এখানে আবূ হানীফা (র.)-এর মক্কার সফরকে বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়েছে। কারণ মক্কার সফর ছিল দীর্ঘকালের এবং তা বারংবার হয়েছে।

মদীনা

এছাড়াও তিনি মদীনায় সফর করেছেন বহুবার। ইমাম ইবনে শিহাব যুহরী, ইমাম নাফে' মাওলা ইবনে ওমর, রাবীয়াতুর রায় ও পরবর্তীতে ইমাম মালেক (র.) থেকে তিনি ইলম হাসিল করেছেন। এ প্রসঙ্গে আবূ যাহরা (র.) বলেন–

وَهُوَ فِيْ حَجِّهٖ يَذْهَبُ اِلٰى مَالِكٍ وَيُذَاكِرُهُ الْفِقْهَ، وَيَلْتَقِيْ بِالْأَوْزَاعِيِّ وَيُذَاكِرُهُ، وَهٰكَذَا كَانَتْ رِحْلَاتُهٗ فِي الْحَجِّ عِلْمِيَّةً يَعْرِفُ مِنْهَا مَوَاطِنَ الْوَحْيِ وَأَمَاكِنَ الرِّسَالَةِ وَمَشَاهِدَ الرَّسُوْلِ، وَبِذٰلِكَ يُحِيْطُ خَبَرًا بِمَعَانِي الْاٰثَارِ وَدَقَائِقِ الْأَخْبَارِ، وَيَكُوْنُ كَمَنْ شَاهَدَ وَعَايَنَ.

"তিনি হজ করতে গিয়ে ইমাম মালেকের কাছেও যেতেন, তাঁর সঙ্গে ইলমি বিষয়ে মতবিনিময় করতেন। আওযায়ীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন এবং আলোচনা পর্যালোচনা করতেন। এভাবে তাঁর হজের সফরগুলো 'শিক্ষা সফরে' পরিণত হয়েছে। যার মাধ্যমে তিনি ওহী অবতরণের জায়গাগুলো, রিসালাতের ক্ষেত্রগুলো এবং রাসূলের পদচারণায় ধন্য এলাকাগুলো প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম হন। আর এরই মাধ্যমে তিনি হাদীসসমূহের অর্থ ও বর্ণনাসমূহের সূক্ষ্ম বিষয়গুলো যথাযথ উপলব্ধি করতে পারেন। তিনি এমন অবস্থায় উপনীত হন যে, যেন তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং স্বচক্ষে অবলোকন করেছেন। -(আবূ হানীফা পৃ. ৬৯)

হেজাযের অন্যান্য কেন্দ্র

তিনি আরো অগ্রসর হয়ে বলেন, আবূ হানীফা (র.) মক্কা মদীনাসহ হেজাযের প্রতিটি ইলমি কেন্দ্রে বাহাস মোবাহাসার মজলিস করেছেন। ইলম ও ফিকহের অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। এর মাধ্যমে তিনি এমন সব হাদীস জানতে পেরেছেন, যা এর আগে জানতেন না। −(প্রাগুক্ত)

ইলম শেখার ক্ষেত্রে তাঁর একটি অনুপম পদ্ধতি ছিল এই যে, তিনি আলোচনা পর্যালোচনার মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত বিষয়টি উদ্ধার করে আনতেন। তাঁর সামনে যখন কোনো একটি মাসআলা আসত, তখন তিনি সেই মাসআলা তাঁর ছাত্রদের সামনে তুলে ধরতেন। প্রত্যেকে তার সাধ্যানুযায়ী দলিল প্রমাণ উপস্থাপন করত, তিনিও করতেন। আলোচনা পর্যালোচনা হতো এবং এরই মাধ্যমে স্বচ্ছ ও সঠিক বিষয়টি বেরিয়ে আসত। আবূ হানীফা (র.)-এর এ পদ্ধতিতে ইলম শেখার বিষয়ে আবূ যাহরা (র.) মন্তব্য করে বলেন−

وَالدِّرَاسَةُ عَلٰى هٰذَا النَّحْوِ هِيَ تَثْقِيْفٌ لِلْمُعَلِّمِ وَالْمُتَعَلِّمِ مَعًا، وَفَائِدَتُهَا لِلْمُعَلِّمِ لَا تَقِلُّ عَنْ فَائِدَتِهَا لِلتِّلْمِيْذِ، وَاِنَّ اسْتِمْرَارَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ عَلٰى ذٰلِكَ النَّحْوِ مِنَ الدَّرْسِ جَعَلَهٗ طَالِبًا لِلْعِلْمِ اِلٰى اَنْ مَاتَ، فَكَانَ عِلْمُهٗ فِيْ نُمُوٍّ مُتَوَاصِلٍ، وَفِكْرُهٗ فِيْ تَقَدُّمٍ مُسْتَمِرٍّ. (اَبُوْ حَنِيْفَةَ صَفْحَة : ٧٠)

"এ পদ্ধতির ইলম অন্বেষণে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী একসঙ্গে উভয়ের শেখা হয়। এর উপকারিতা ছাত্রের চেয়ে শিক্ষকের জন্য কম নয়। এ পদ্ধতির উপর আবূ হানীফার পঠনের ধারাবাহিকতা তাঁকে মৃত্যু পর্যন্ত একজন তালেবে ইলম হিসেবে বহাল রেখেছেন। ফলে তাঁর ইলম নিরবচ্ছিন্নভাবে বেড়ে চলেছে এবং তাঁর চিন্তাচেতনা ধারাবাহিকভাবে এগিয়েই চলেছে।" −(আবূ হানীফা পৃ. ৭০)

বসরা

ইমাম আবূ হানীফা (র.) ইলম শেখার জন্য, বাহাস ও মোবাহাসার মাধ্যমে নিজেকে সজীব করার জন্য কূফার কাছাকাছি বসরাতেও সফর করেছেন এবং ইলমি লেনদেনের ক্ষেত্রে তার উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। আবূ যাহরা (র.) এক প্রসঙ্গে বলেন-

وَكَانَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ رَجُلًا نَظَّارًا اَغْرَمَ بِالْجَدَلِ وَالْمُنَاظَرَةِ مُنْذُ شَبَّ فِيْ طَلَبِ الْعِلْمِ، وَقَدْ كَانَ يَنْتَقِلُ اِلَى الْبَصْرَةِ مَوْطِنَ الْفِرَقِ الْاِسْلَامِيَّةِ، وَيُجَادِلُ رُؤُوْسَهَا، وَيُنَازِلُهُمْ فِيْ آرَائِهِمْ، حَتّٰى لَقَدْ يُرْوَى اَنَّهٗ جَادَلَ نَحْوَ اثْنَيْنِ وَعِشْرِيْنَ فِرْقَةً، ثُمَّ جَادَلَ وَهُوَ كَبِيْرٌ دِفَاعًا عَنِ الْاِسْلَامِ (اَبُوْ حَنِيْفَةَ صَفْحَة ٦٩)

“আবূ হানীফা তিনি ছিলেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষ। ইলম অন্বেষণের যৌবনকাল থেকেই বাহাস-মোবাহাসার প্রতি আগ্রহী ছিলেন। তিনি বসরায় যেতেন, যেখানে বিভিন্ন ইসলামি ফেরকার বসবাস ছিল। সেসব দলের নেতাদের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করতেন, তাদের বিভিন্ন ধ্যান ধারণার মোকাবিলা করতেন। বড় হওয়ার পরও তিনি ইসলামের পক্ষ থেকে বাহাস মোবাহাসা করেছেন।” –(আবূ হানীফা পৃ. ৬৯)

আবূ হানীফা (র.) বসরার সেরা তাবেয়ীদের থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন বলেও উল্লেখ রয়েছে। যাঁদের মধ্যে ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (র.), হাসান বসরী (র.), মুহাম্মাদ ইবনে যুবায়ের হানযালী বসরী রহ., আবূ মুহাম্মাদ বসরী (র.) আবূ আব্দির রহমান বসরী ও আব্দুল করীম ইবনে আবী উমাইয়া (র.) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া বসরা এলাকায় তাঁর আরো বহু উস্তাদ রয়েছেন।

এছাড়া মিসর, সিরিয়া, ইয়ামান ও বাগদাদসহ তৎকালীন ইলমের মারকায ও কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত সকল এলাকায় ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অসংখ্য উস্তাদ রয়েছেন। মুয়াফফাক মক্কী (র.) ‘মানাকেবে আবূ হানীফা’ গ্রন্থে আবূ হানীফার উস্তাদগণের নামের তালিকা এলাকাভিত্তিক উল্লেখ করেছেন। সে তালিকায় অধ্যয়ন করলেও আবূ হানীফার ইলমি সফরের আধিক্যেরে বিষয়টি অনুধাবন করা যাবে। আর আমরা এখানে উস্তাদের যে তালিকা উল্লেখ করেছি, তা থেকেও বিষয়টি আঁচ করা সম্ভব।

সারকথা হচ্ছে, ইলমে হাদীস অর্জন ও তাঁর যথাযথ অনুধাবনের জন্য ইলমি সফর একটি অত্যন্ত জরুরি বিষয়। এ ছাড়া ইলমের যেমন বৈচিত্র্য আসে না তেমনি এর মধ্যে গভীরতাও সৃষ্টি হয় না। তাই মুহাদ্দিস ওলামায়ে কেরাম সর্বযুগেই বিষয়টিকে অনেক গুরুত্ব দিয়েছেন। আবূ হানীফা (র.)-ও হাদীসের যথার্থ ছাত্র ও সার্থক শিক্ষার্থী হিসেবে এ শর্তটিকে একশ ভাগ রক্ষা করেছেন। তাঁর শিক্ষাজীবনকে ভাগ করলে বড় একটি অংশ ‘শিক্ষাসফরে’র অংশে চলে আসবে। যেভাবে বিষয়টি এ পর্যন্ত আলোচনায় ফুটে উঠেছে। আর এর কারণেই ইমাম আবূ যাহরা (র.) বলেছেন– وَكَانَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ كَثِيْرَ الرِّحْلَةِ ‘আবূ হানীফা (র.) অনেক বেশি পরিমাণে সফর করেছিলেন।’ –(আবূ হানীফা পৃ. ৬৯)

আবূ যাহরা (র.)-এর সদ্যকৃত মন্তব্যে ‘সফর’ বলতে ‘শিক্ষা সফর’ বুঝানো হয়েছে। অথচ তাঁর জন্মস্থান কূফা ছিল ইলমে সমৃদ্ধ একটি শহর।

হাদীসচর্চার তৎকালীন কয়েকটি কেন্দ্র

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর জমানায় মুসলিম বিশ্বের যেসব শহর জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্র হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে তার অনেকগুলোর উল্লেখ প্রসঙ্গক্রমে ইতোমধ্যে এসে গেছে। এখানে আরো কিছু জ্ঞানকেন্দ্র এবং এ বিষয়ে কয়েকটি মৌলিক কথা তুলে ধরতে চাই–

প্রথমত এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাওয়া চাই যে, তৎকালে 'ইলম' ও 'হাদীস' শব্দ দু'টিকে প্রায় সমার্থবোধক হিসেবে মনে করা হতো। এর একটি যৌক্তিক কারণ হচ্ছে, কুরআনের নাজিলকৃত শব্দ ব্যতীত এর প্রাসঙ্গিক আর যা কিছু জানার ও বুঝার রয়েছে তার সবই ছিল হাদীস নির্ভর। চাই তা তেলাওয়াতের পার্থক্যগত বিষয় হোক, তাফসীর বিষয়ক হোক, বা মাসআলা উদ্ভাবনজনিত হোক, সর্বাবস্থায় তা হাদীসনির্ভরই ছিল। যার ফলে হাদীসের বিষয়ে অদক্ষ কোনো ব্যক্তি সেই যুগে আলেম হিসেবে স্বীকৃতি পায়নি। 'হাদীস' ও 'ইলম' শব্দের ব্যবহারের ক্ষেত্রে এ বিষয়টি মনে রাখতে হবে। কোনো একটি শহর ইলমের মারকায মানে তা হাদীসের মারকায, আর হাদীসের মারকায মানে তা ইলমের মারকায।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানের একমাত্র উৎস যেহেতু আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কর্তৃক প্রদত্ত ইলমে ওহী, যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সত্তার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। সেহেতু তাঁর পদচারণভূমি পবিত্র মক্কা-মদীনা ইলমে ওহীর দু'টি প্রধান কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। ইসলামের জন্মলগ্ন থেকে এ জ্ঞানের সাথে মক্কা-মদীনার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে; স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের।

ইমাম লায়স ইবনে সা'দ (র.)-এর বক্তব্য

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর যেহেতু এ জ্ঞানের একমাত্র ধারকবাহক ছিলেন সাহাবায়ে কেরাম। তাই তাঁদের উপস্থিতি যেখানে যত বেশি হয়েছে সেখানে এ ইলমের চর্চাও হয়েছে ততবেশি। এ প্রসঙ্গে ইমাম লায়স ইবনে সা'দ (র.) (মৃত ১৭৫ হি.) কুরআন মাজীদের আয়াত– اَلسَّابِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে প্রসঙ্গক্রমে বলেন–

إِنَّ كَثِيْرًا مِنْ أُولٰئِكَ السَّابِقِيْنَ الْأَوَّلِيْنَ خَرَجُوْا اِلَى الْجِهَادِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللهِ فَجَنَّدُوا الْأَجْنَادَ، وَاجْتَمَعَ اِلَيْهِمُ النَّاسُ، فَاَظْهَرُوْا بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِمْ وَلَمْ يَكْتُمُوْهُمْ شَيْئًا عَلِمُوْهُ.

وَكَانَ فِيْ كُلِّ جُنْدٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ يُعَلِّمُوْنَ لِلّٰهِ كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهٖ، وَيَجْتَهِدُوْنَ بِرَأْيِهِمْ فِيْمَا لَمْ يُفَسِّرْهُ لَهُمُ الْقُرْآنُ وَالسُّنَّةُ، وَيُقَوِّمُهُمْ عَلَيْهِ اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ الَّذِيْنَ اخْتَارَهُمُ الْمُسْلِمُوْنَ لِأَنْفُسِهِمْ.

وَلَمْ يَكُنْ أُولٰئِكَ الثَّلَاثَةُ مُضَيِّعِيْنَ لِأَجْنَادِ الْمُسْلِمِيْنَ وَلَا غَافِلِيْنَ عَنْهُمْ، بَلْ كَانُوْا يَكْتُبُوْنَ فِي الْأَمْرِ الْيَسِيْرِ لِإِقَامَةِ الدِّيْنِ وَالْحَذرِ مِنَ الْاِخْتِلَافِ بِكِتَابِ اللّٰهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهٖ ﷺ، لَمْ يَتْرُكُوْا اَمْرًا فَسَّرَهُ الْقُرْآنُ، وَعَمِلَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ اَوِ ائْتَمِرُوْا فِيْهِ بَعْدَهٗ اِلَّا عَلَّمُوْهُمُوْهُ. (تَارِيْخُ ابْنِ مَعِيْنٍ ٤/ ٤٨٩ رواية الدوري رَسَائِلُ الْأَئِمَّةِ صَفْحَة ٣٤)

“আয়াতে বর্ণিত সেসব অগ্রবর্তী ঈমানদারগণের অনেকেই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় আল্লাহর রাস্তায় জেহাদে বেরিয়ে পড়েছেন এবং সৈন্যবাহিনীর ঘাঁটি তৈরি করেছেন। মানুষ তাঁদের কাছে ভীড় জমিয়েছে। তখন তাঁরা তাদের সামনে আল্লাহর কুরআন ও নবীর সুন্নত তুলে ধরেছেন এবং তাঁদের জানা কিছুই তাদের কাছে লুকাননি।

প্রত্যেক বাহিনীতেই এমন একটি দল ছিল যারা মুসলমানগণকে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় আল্লাহর কুরআন ও তাঁর নবীর সুন্নত শিক্ষা দিত। আর যেসব ক্ষেত্রে তাদের সামনে কুরআন ও হাদীসের সরাসরি বক্তব্য বা ভাষ্য নেই, সেসব ক্ষেত্রে তাঁরা তাঁদের চিন্তাধারা অনুযায়ী ইজতেহাদ করতেন। আবূ বকর, ওমর, ও ওসমান অর্থাৎ যাঁদেরকে মুসলমানরা তাদের নেতৃত্ব দানের জন্য মনোনীত করেছে, তাঁরা এসব মুয়াল্লিমগণকে সেই বিষয়ে দিক নির্দেশনা দিতেন।

আর সেই তিন মহাপুরুষ মুসলমানদের সৈনিকদেরকে অবহেলা করেননি এবং তাদের ব্যাপারে উদাসীন থাকেননি; বরং দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করা ও মতভেদ থেকে বেঁচে থাকার জন্য আল্লাহর কুরআন ও তাঁর নবী ﷺ -এর সুন্নতের আলোকে অত্যন্ত সাধারণ বিষয়েও লিখিত নির্দেশনা পাঠাতেন। ফলে কুরআন যে বিষয়গুলোকে ব্যাখ্যা করে দিয়েছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব আমল করেছেন বা তাদের পরামর্শক্রমে তথা ইজমার মাধ্যমে যে বিষয়গুলো স্বীকৃতি পেয়েছে তার সবকিছুই তাদেরকে জানিয়েছেন।”

–(রাসায়েলুল আইম্মাহ পৃ. ৩৪)

তিনটি প্রধান দিগন্ত

উল্লেখ্য, ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা ওমর ফারুক (রা.)-এর খেলাফতকালে ইসলাম প্রসারের ক্ষেত্রে তিনটি প্রধান দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছিল। হেজাযী কাফেলা ইসলামের বিজয় পতাকা নিয়ে এক দিকে পৃথিবীর পূর্ব-উত্তর কোণ হয়ে ইরানের ‘শাহী তখত’ পর্যন্ত বিজয় করে চলেছে। অপর দিকে উত্তরাভিমুখী

কাফেলা সিরিয়া দখল করে তৎকালীন পরাশক্তি রোম সম্রাটের সঙ্গে টক্কর দিয়ে ইউরোপের দ্বার পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। আর আরেকটি দল উত্তর-পশ্চিম কোণ হয়ে ফিলিস্তিন, বাইতুল মাকদিস বিজয় করে মিসর তথা আফ্রিকা মহাদেশের দিকে পা বাড়িয়েছে।

এভাবেই কিছুকালের মধ্যে অর্ধ পৃথিবী ইসলামের শান্তির পতাকাতলে আশ্রয় গ্রহণ করে। কারণ হেজাযের শান্তির বার্তা দিগ-দিগন্তে, প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে সাহাবায়ে কেরাম স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে পড়েছিলেন। প্রতিটি নতুন বিজিত এলাকায় সাহাবায়ে কেরামের সমাগম ঘটেছে। লায়স ইবনে সা'দ (র.)-এর ভাষ্যানুসারে প্রতিটি নতুন এলাকাকে ইলম ও আমলে সমৃদ্ধ করার জন্য বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, ফলে বিশ্বজুড়ে অসংখ্য ইলমের নগরী গড়ে উঠেছে। সে ধারাবাহিকতায় ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর যুগ পর্যন্ত শহরগুলো ইলম চর্চায় উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ হয়ে চলেছে।

জ্ঞান কেন্দ্রগুলোর প্রধান ব্যক্তিবর্গ

এ পর্যায়ে যে এলাকাগুলো তখনকার দিনে ইলম ও হাদীসচর্চার কেন্দ্র হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল সেগুলোর মধ্যে রয়েছে: মক্কা, মদীনা, ইয়ামান, সিরিয়া, মিসর, বসরা, কূফা, খোরাসান, বাগদাদ, বলখ, বুখারা, সমরকান্দ, নিসাপুর, ওয়াসেত ও মাওসিল প্রভৃতিসহ আরো বহু শহর।

মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ আবু যাহও (র.) রচিত 'আলহাদীস ওয়াল মুহাদ্দিসুন' গ্রন্থে এর আংশিক বর্ণনা এভাবে বিবৃত হয়েছে—

মদীনার মাদরাসাতুল হাদীসের প্রখ্যাত ব্যক্তিগণ হচ্ছেন, ইমাম সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব (র.) (মৃত ৯৪ হি.) উরওয়া ইবনুয যুবাইর (র.) (মৃত ৯৪ হি.), আবূ বকর ইবনে আব্দির রহমান (র.) (মৃত ৯৪ হি.), উবাইদুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ (র.) (মৃত ১০৬ হি.), সুলায়মান ইবনে ইয়াসার (র.) (মৃত ৯৩ হি.), কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ (র.) (মৃত ১১২ হি.), নাফে মাওলা ইবনে ওমর (র.) (মৃত ১১৭ হি.), ইমাম যুহরী (র.) (মৃত ১২৫ হি.), আবুয যিনাদ (র.) (মৃত ১৩০ হি.)।

মক্কায় হাদীস শাস্ত্রের প্রখ্যাত ব্যক্তিবর্গ হচ্ছেন, ইমাম ইকরিমা (র.) (মৃত ১০৫ হি.), আতা ইবনে আবী রাবাহ (র.) (মৃত ১১৫), আবুয যুবায়ের (র.) (মৃত ১২৬ হি.)

কূফায় হাদীস শাস্ত্রের প্রখ্যাত ব্যক্তিবর্গ ছিলেন ইমাম শা'বী, আমের ইবনে শারাহীল [মৃ. ৯৬ হি.] ও আলকামা (র.) [মৃ. ৬২ হি.]।

বসরায় হাদীস শাস্ত্রের প্রখ্যাত ব্যক্তিবর্গ হচ্ছেন, হাসান বসরী (র.) (মৃত ১১০), ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (র.) (মৃত ১১০ হি.)।

সিরিয়ায় হাদীস শাস্ত্রের প্রখ্যাত ব্যক্তিবর্গ হচ্ছেন, ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (র.) (মৃত ১০১ হি.), মাকহুলে শামী (র.) (মৃত ১১৮ হি.), কাবীসাহ (র.) (মৃত ৮৬ হি.)। -(পৃ. ১২২)

উল্লিখিত এসব এলাকা ছাড়া আল জাযায়ের, সান'আ, আন্দালুস, বাহরাইন, কাইরাওয়ান ও হিমসসহ আরো কিছু শহরও ইলম ও হাদীসের কেন্দ্রভূমি হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। এ সম্পর্কে বিস্তারিত বলার প্রয়োজন নেই।

আবূ হানীফা (র.)-এর সংগৃহীত হাদীসের ভাণ্ডার

এ শিরোনামে প্রধানত দু'টি বিষয় আলোচনা করার মতো রয়েছে। একটি হচ্ছে হাদীসের পরিমাণ তথা আধিক্য। যার দ্বারা হাদীসের সঙ্গে একজন মুহাদ্দিসের ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকা এবং হাদীসচর্চায় তাঁর একান্ত মনোনিবেশ তথা হাদীস সংগ্রহ, হাদীস সংরক্ষণ এবং তার প্রতি অনুরাগকে প্রমাণ করে। আর এ বিষয়টি নিয়েই আমরা এখন আলোচনা করব।

দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে, হাদীস সংরক্ষণ ও বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি কতটুকু নির্ভরযোগ্য? ইলমে রেওয়াতে হাদীসের মাপকাঠিতে তাঁর ন্যায়-নিষ্ঠা আমানতদারী কতটুকু এবং তাঁর স্মরণশক্তি বা সংরক্ষণ শক্তি কোন পর্যায়ের? তা খতিয়ে দেখা। যার উপর একজন মুহাদ্দিসের বর্ণনাকৃত হাদীস গ্রহণ ও বর্জনের বিষয়টি নির্ভরশীল। দ্বিতীয় এ দিকটি নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করব।

এছাড়া হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট মুহাদ্দিসগণের কিছু উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য থাকে যা তাঁদের বর্ণনার মানকে বাড়িয়ে দেয়। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এরও এমন কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে, প্রসঙ্গক্রমে আমরা সেই বিষয়গুলো নিয়েও আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

বিগত পৃষ্ঠাগুলোতে আমরা দেখে এসছি যে, তৎকালে ইলম অর্জনের যতগুলো ধারা-পদ্ধতি জ্ঞানের জগতে প্রচলিত ছিল তার প্রত্যেকটিকে আবূ হানীফা (র.) যথাযথভাবে গ্রহণ করেছিলেন। ইলম অর্জনের জন্য যত প্রকারের ত্যাগ স্বীকার করতে হয় তার সবই তিনি করেছেন।

হাদীস মুখস্থ করেছেন বিপুল পরিমাণে, হাদীস লিখেছেন অনেক। হাদীসের সর্বজন স্বীকৃত উস্তাদগণের সান্নিধ্যে দীর্ঘ জীবন কাটিয়েছেন। অসংখ্য আসাতেযায়ে কেরামের দ্বারস্ত হয়েছেন। দেশে বিদেশে সফর করেছেন এ ইলমের জন্য। ছোট-বড়, কাছের-দূরের নির্বিশেষে সবার কাছ থেকে ইলম হাসিল করেছেন।

ইলম শেখার এ সব শর্ত পূরণ করার সাথে সাথে তিনি ছিলেন অসাধারণ মেধা শক্তির অধিকারী। যে মেধার স্বীকৃতি তিনি তাঁর উস্তাদগণের কাছ থেকেই পেয়েছেন। এসব কিছুর পর একজন তালেবে ইলম যেরূপ চূড়ান্ত ফলাফলে পৌঁছার কথা স্বভাবত তিনি সেই ফলাফলেই পৌঁছেছিলেন।

পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে আমরা সে বিষয়টি দেখতে পাব বলে আশা করছি।

ইমাম আবূ দাউদ (র.)-এর বক্তব্য

একজন মুহাদ্দিস কত পরিমাণ হাদীস সংগ্রহ করতে পেরেছেন এবং হাদীসের আধিক্যের দিক থেকে কার মানগত পর্যায় কতটুকু? তা বুঝানোর জন্য ইলমে হাদীস ও মুহাদ্দিস ওলামায়ে কেরামের অনেকগুলো পরিভাষা রয়েছে। সেসব পরিভাষার মধ্যে সর্বোচ্চ মানের শব্দ হচ্ছে, حَافِظ 'হাফেজ' إِمَام 'ইমাম' حُجَّة 'হুজ্জাহ' প্রভৃতি শব্দাবলি, যা বহু পরিমাণে হাদীসের অধিকারী হওয়ার প্রতি নির্দেশ করে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর ক্ষেত্রে মুহাদ্দিস ওলামায়ে কেরামের পক্ষ থেকে স্বীকৃতিস্বরূপ এসব শব্দ বহুবার ব্যবহার করা হয়েছে যা আবূ হানীফা (র.) কর্তৃক সংগৃহীত হাদীস ভাণ্ডারের সমৃদ্ধি প্রমাণ করে। ইমাম আবূ দাউদ (র.) এক প্রসঙ্গে বলেন–

رَحِمَ اللّٰهُ مَالِكًا كَانَ اِمَامًا، رَحِمَ اللّٰهُ الشَّافِعِيَّ كَانَ اِمَامًا، رَحِمَ اللّٰهُ اَبَاحَنِيْفَةَ كَانَ اِمَامًا (اَلْاِنْتِقَاءُ لِابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ الْاَنْدَلُسِيِّ صَفْحَة ٦٧)

"আল্লাহ তা'আলা মালেকের প্রতি রহম করুন, তিনি ছিলেন একজন ইমাম। আল্লাহ তা'আলা শাফেয়ীর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন, তিনি ছিলেন একজন ইমাম। আল্লাহ তা'আলা আবূ হানীফার প্রতি রহমত বর্ষণ করুন, তিনি ছিলেন একজন ইমাম।" –(আলইনতেকা ৬৭)

যেসব মুহাদ্দিস ওলামায়ে কেরাম বহু পরিমাণে হাদীসের অধিকারী তাঁদের জন্য 'হুফফাযুল হাদীস' নামে স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করা হয়েছে। সেসব গ্রন্থে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-কে একজন সর্বজনস্বীকৃত 'হাফেজ হাদীস' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইমাম যাহাবী (র.)-এর মূল্যায়ন

প্রথমত ইমাম শামসুদ্দীন যাহাবী (র.) তাঁর সুবিখ্যাত 'তাযকিরাতুল হুফফায' গ্রন্থে আবূ হানীফা (র.)-কে একজন 'হাফেজে হাদীস' হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। নিজের সেই কিতাবে উল্লিখিত মহান ব্যক্তিবর্গ সম্পর্কে ইমাম যাহাবী (র.)-এর মন্তব্য হচ্ছে–

هٰذِهٖ تَذْكِرَةٌ بِاَسْمَاءِ مُعَدَّلِى حملةِ الْعِلْمِ النَّبَوِيِّ، وَمَنْ يُرْجَعُ اِلٰى اجْتِهَادِهِمْ فِى التَّوْثِيْقِ وَالتَّضْعِيْفِ وَالتَّصْحِيْحِ وَالتَّزْيِيْفِ (مُقَدَّمَةُ تَذْكِرَةِ الْحُفَّاظِ)

"এটি হচ্ছে, নববী ইলমের নির্ভরযোগ্য ও সর্বজনস্বীকৃত ধারক–বাহকদের নামের তালিকা, হাদীস বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য নাকি দুর্বল, বর্ণিত হাদীসটি সহীহ নাকি যয়ীফ? এসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে যাঁদের ইজতেহাদ ও মতামতের শরণাপন্ন হতে হয়।"

যাহাবী (র.) তাঁর এ গ্রন্থে যেসব হাফেযে হাদীসগণের উল্লেখ করেছেন তাঁদের দু'টি বৈশিষ্ট্যের প্রতি তিনি বিশেষ লক্ষ্য রেখেছেন। যথা– ১. অনেক হাদীসের অধিকারী হওয়া। ২. সংগৃহীত হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য হওয়া। দু'টি শর্ত এক সঙ্গে যে মুহাদ্দিসের মধ্যে পাওয়া যায়নি তাদেরকে তিনি 'তাযকিরাতুল হুফফায' গ্রন্থে উল্লেখ করেননি।

উদাহরণস্বরূপ : খারেজা ইবনে যায়েদ ইবনে সাবেত আলআনসারী (র.) (মৃত ১০০ হি.)। তিনি فُقَهَاء سَبْعَة নামে খ্যাত মদীনার প্রখ্যাত সাতজন ফকীহ্-এর অন্যতম ছিলেন। হাদীসের প্রসিদ্ধ ছয়টি কিতাবে তাঁর হাদীস রয়েছে। ইবনে হাজার আসকালানী (র.) তাঁকে ثقة فقيه বলেছেন– অথচ এমন বড় মাপের মুহাদ্দিসের নামও 'তাযকিরাতুল হুফফায' গ্রন্থে উল্লেখিত হয়নি। উল্লেখ না করার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইমাম যাহাবী (র.) বলেন–

اِنَّهٗ قَلِيْلُ الْحَدِيْثِ فَلِذَا لَمْ اَذْكُرْهُ فِى الْحُفَّاظِ (تَذْكِرَةُ الْحُفَّاظِ ١/٨٢)

"তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা কম, তাই আমি 'হাফেযে হাদীস'গণের তালিকায় তাঁর নাম উল্লেখ করিনি।" –(তাযকিরাতুল হুফফায ১/৮২)

আরেকটি উদাহরণ : হেশাম ইবনে মুহাম্মাদ কালবী (র.) 'হাফেযে হাদীস' হিসেবে স্বীকৃত অনেক বড় মাপের মুহাদ্দিস ছিলেন। কিন্তু ইমাম যাহাবী (র.) তাঁর এ বিশেষ গ্রন্থে এ মুহাদ্দিসের নামও উল্লেখ করেননি। উল্লেখ না করার পক্ষে তাঁর বক্তব্য হচ্ছে–

هِشَامُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَلْكَلْبِىِّ اَلْحَافِظُ اَحَدُ الْمَتْرُوْكِيْنَ، لَيْسَ بِثِقَةٍ فَلِهٰذَا لَمْ اُدْخِلْهُ بَيْنَ حُفَّاظِ الْحَدِيْثِ (تَذْكِرَةُ الْحُفَّاظِ)

"হেশাম ইবনে মুহাম্মাদ আলকালবী আলহাফেয একজন মাতরূক বর্ণনাকারী, এবং অনির্ভরযোগ্য, তাই আমি তাকে হুফফাযে হাদীসের অন্তর্ভুক্ত করিনি।"
–(তাযকিরাতুল হুফ্ফায : ১/৩৪৩)

এ দু'টি উদাহরণ থেকে যে বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে তা হচ্ছে, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর সংগৃহীত হাদীসের ভাণ্ডার যেমন সমৃদ্ধ ছিল তেমনিভাবে তিনি নির্ভরযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিত্বও ছিলেন। আর সে কারণেই হাফেযে হাদীসগণের তালিকায় তাঁর নাম ফলাও করে এসেছে। এককভাবে তাঁর উস্তাদগণের একটি বড় অংশের উল্লেখও ইমাম যাহাবী (র.)-এর এ গ্রন্থে এসেছে। যা যথাস্থানে দেখে নেওয়া যেতে পারে।

ইবনে আব্দিল হাদী (র.)-এর মূল্যায়ন

অনুরূপভাবে ইমাম ইবনে আব্দিল হাদী মাকদেসী হাম্বলী (র.) স্বীয় কিতাব اَلْمُخْتَصَرُ فِيْ طَبَقَاتِ عُلَمَاءِ الْحَدِيْثِ-এর মাঝে আবূ হানীফা (র.)-এর জীবনী উপস্থাপন করেছেন। তাঁর উস্তাদ-শাগরেদ ও ইলমে হাদীসের ক্ষেত্রে তাঁর মানগত পর্যায়কে ব্যাখ্যা করেছেন। এ কিতাবের ব্যাপারে ইবনে আব্দিল হাদী (র.)-এর বক্তব্য হচ্ছে –

وَبَعْدُ، فَهٰذَا مُخْتَصَرٌ، يَشْتَمِلُ عَلٰى جُمْلَةٍ مِنَ الْحُفَّاظِ، مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِيْنَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، لَا يَسَعُ مَنْ يَشْتَغِلُ بِعِلْمِ الْحَدِيْثِ الْجَهْلُ بِهِمْ.

"এটি একটি মুখতাসার কিতাব যা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম-এর সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন ও তাঁদের পরবর্তীদের মধ্য থেকে যাঁরা হাফেযে হাদীস তাঁদের এমন কতককে নিয়ে রচিত একজন হাদীসের ছাত্রের জন্য যাঁদের ব্যাপারে না জানার কোনো সুযোগ নেই।" –(বরাতে, মকানাতুল ইমাম পৃ. ৬০) বলাবাহুল্য, সে স্বল্পসংখ্যক হাফেযে হাদীসের একজন হচ্ছেন ইমাম আবূ হানীফা (র.)।

ইবনে নাসিরুদ্দীন ও ইবনুল মিবরাদ (র.)-এর মূল্যায়ন

এরকমভাবে আল্লামা হাফেয শামসুদ্দীন আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আবূ বকর শাফেয়ী (র.) যিনি ইবনে নাসিরুদ্দীন নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন– তিনি তাঁর بَدِيْعَةُ الْبَيَانِ عَنْ مَوْتِ الْأَعْيَانِ নামক কাব্যগ্রন্থ এবং তার ভাষ্যগ্রন্থ اَلتِّبْيَانُ لِبَدِيْعَةِ الْبَيَانِ –এ উভয়টিতে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-কে একজন হাফেযে হাদীস হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কিতাবটি মূলত 'তাবাকাতুল হুফ্ফায' বিষয়ক। সেখানে হাফেযে হাদীসদের তালিকায় তিনি ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নাম উল্লেখ করেছেন। কবিতার মাধ্যমে প্রথমত এভাবে বলেছেন–

بَعْدَهُمَا فَتًى جُرَيْجُ الدَّانِيْ ◊ مِثْلُ اَبِيْ حَنِيْفَةَ النُّعْمَانِيْ

এরপর তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এক পর্যায়ে বলেছেন–

كَانَ اَحَدَ أَئِمَّةِ الْاَمْصَارِ، فَقِيْهَ الْعِرَاقِ، مُتَعَبِّدًا كَبِيْرَ الشَّانِ، وَكَانَ يَتَّجِرُ وَلَا يَقْبَلُ جَوَائِزَ السُّلْطَانِ.

"তিনি ছিলেন বিশ্বের ইমামদের অন্যতম। ইরাকের ফকীহ, ইবাদতগুজার এবং অত্যন্ত মর্যাদার অধিকারী। তিনি ব্যবসা করতেন এবং রাজা-বাদশাদের উপঢৌকন গ্রহণ করতেন না।" –(প্রাগুক্ত ৬০-৬১)

ইমাম জামালুদ্দিন ইউসুফ ইবনে হাসান ইবনে আহমাদ ইবনে আব্দুল হাদী সালেহী হাম্বলী (র.) যিনি ইবনুল মিবরাদ নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন- তিনি তাঁর طَبَقَاتُ الْحُفَّاظِ 'তাবাকাতুল হুফফায, গ্রন্থে, হাফেযে হাদীসগণের তালিকায় ইমাম আবূ হানীফা রহ.-কে উল্লেখ করেছেন। -(বরাতে, প্রাগুক্ত)

আল্লামা সুয়ূতী (র.)-এর মূল্যায়ন

হাফেযে হাদীস ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.) তাঁর সুপ্রসিদ্ধ 'তাবাকাতুল হুফফায' গ্রন্থেও ইমাম আবূ হানীফা (র.)-কে একজন 'হাফেযে হাদীস' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এভাবে যুগে যুগে আরো যাঁরা 'হুফফাযুল হাদীস' শিরোনামে কিতাব রচনা করেছেন, তাঁরা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-কে একজন 'হাফেযে হাদীস' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে গেছেন।

আজলূনী (র.)-এর মূল্যায়ন

'ইমাম' ও 'হাফেয' শব্দ দু'টির পাশাপাশি حُجَّةٌ ('হুজ্জাহ') শব্দটিও একজন মুহাদ্দিসের সংগৃহীত হাদীসের বিশাল সম্ভারের প্রতি ইঙ্গিত করে। আর এ শব্দটিও ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর ক্ষেত্রে বহুল ব্যবহৃত একটি শব্দ। আল্লামা আজলূনী (র.) তাঁর عِقْدُ الْجَوْهَرِ الثَّمِيْنِ فِيْ اَرْبَعِيْنَ حَدِيْثًا مِنْ اَحَادِيْثِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ﷺ اَلْمَعْرُوْفُ بِالرِّسَالَةِ الْعَجْلُوْنِيَّةِ গ্রন্থে প্রসঙ্গক্রমে আবূ হানীফা (র.) সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে এক পর্যায়ে লিখেছেন–

فَهُوَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَافِظٌ حُجَّةٌ فَقِيْهٌ لَمْ يُكْثِرْ فِي الرِّوَايَةِ، لِمَا شَدَّدَ فِيْ شُرُوْطِ الرِّوَايَةِ وَالتَّحَمُّلِ، وَشُرُوْطِ الْقُبُوْلِ.

"আবূ হানীফা (র.) একজন হাফেযে হাদীস, হুজ্জাহ ও ফকীহ। তিনি খুব বেশি হাদীস বর্ণনা করেননি। কেননা হাদীস বর্ণনা, হাদীস শোনা ও গ্রহণ করার বিষয়ে তিনি কঠিন শর্তারোপ করতেন।" -(আলজাওহার ... বরাতে, প্রাগুক্ত ৬৮)

আবূ হানীফা (র.) কী পরিমাণ হাদীস জানতেন এবং হাদীসশাস্ত্রে তাঁর মর্যাদাগত অবস্থান কী ছিল– এ বিষয়টি যেসব শব্দ দ্বারা প্রমাণিত হয় তা আমরা 'জারহ ও তা'দীলের ইমামগণের দৃষ্টিতে আবূ হানীফা'-এ শিরোনামে পরবর্তীতে আরো বিস্তারিত আলোচনা করব। এখানে শুধুমাত্র তিনটি শব্দ নির্বাচন করা হয়েছে যা সরাসরি হাদীসের আধিক্য বুঝায়। আর সে শব্দগুলো যে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর ক্ষেত্রে বহুল ব্যবহৃত হয়েছে তা দেখানো হয়েছে। কারণ আমাদের এখনকার মূল আলোচ্য বিষয়ই হচ্ছে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর সংগৃহীত হাদীসের আধিক্যের বিষয়টি তুলে ধরা। এ বিষয়টিই আমরা এবার অন্যভাবে তুলে ধরব ইনশাআল্লাহ।

ইমাম যাহাবী (র.)-এর একটি মূল্যায়ন

ইমাম যাহাবী (র.)-এর মতে আবূ হানীফা (র.)-এর যুগে ইলম ও হাদীস কয়েকজন ইমামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। অর্থাৎ তাঁদের এ কয়েকজনের ইলমই সবার মাঝে বণ্টিত ও ব্যাপৃত ছিল। ইমাম শাফেয়ী (র.) ইমাম মালেক (র.) সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন–

اَلْعِلْمُ يَدُوْرُ عَلٰى ثَلَاثَةٍ : مَالِكٍ وَاللَّيْثِ وَابْنِ عُيَيْنَةَ.

"ইলম ঘুরেফিরে তিনজনের মধ্যে [সীমাবদ্ধ] রয়েছে। আর তাঁরা হলেন– ইমাম মালেক, লায়স ও ইবনে উয়াইনা।

ইমাম যাহাবী (র.) ইমাম শাফেয়ীর এ কথাটি উদ্ধৃত করে পরে বলেন–

قُلْتُ : بَلْ وَعَلٰى سَبْعَةٍ مَعَهُمْ، وَهُمْ : اَلْاَوْزَاعِيُّ، وَالثَّوْرِيُّ، وَمَعْمَرٌ، وَاَبُوْ حَنِيْفَةَ، وَشُعْبَةُ، وَحَمَّادُ ابْنُ سَلَمَةَ وَحَمَّادُ ابْنُ زَيْدٍ (سِيَرُ اَعْلَامِ النُّبَلَاءِ ٩٤/٨ تَرْجَمَةُ الْاِمَامِ مَالِكٍ)

"আমি বলব, না; বরং উপরোল্লিখিত তিনজনসহ এঁদের সঙ্গে আরো সাতজনের মধ্যে ইলম সীমাবদ্ধ রয়েছে। তাঁরা হচ্ছেন, আওযায়ী, সাওরী মা'মার, আবূ হানীফা, শো'বা, হাম্মাদ ইবনে সালামা ও হাম্মাদ ইবনে যায়েদ (র.)। –(সিয়ার ... ৮/৯৪)

উদ্ধৃত পংক্তিতে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর আগে-পরে যে নামগুলো রয়েছে তাঁদেরকে যাঁরা চেনেন, তাঁদের কাছে আবূ হানীফা (র.)-এর অবস্থান ব্যাখ্যা করার কোনো প্রয়োজন নেই। হাদীসের যে পরিমাণ মজুদ শোবা, সুফয়ান ও আওযায়ী (র.)-এর কাছে ছিল কমপক্ষে সে পরিমাণ মজুদ আবূ হানীফা (র.)-এর কাছেও ছিল। উদ্ধৃত পংক্তিটির বক্তব্য থেকে একথাই প্রতীয়মান হয়।

ইমাম শাফেয়ী বা ইমাম যাহাবীর اَلْعِلْمُ يَدُوْرُ কথাটি প্রখ্যাত তাবেয়ী মাসরূক ইবনুল আযাদ' (র.)-এর নিম্নোক্ত কথার মতোই। তিনি সাহাবায়ে কেরামের ইলমের বিষয়ে বলেছিলেন وَجَدْتُ عِلْمَ اَصْحَابِ مُحَمَّدٍ يَنْتَهِيْ اِلٰى سِتَّةٍ 'আমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম-এর সাহাবীগণের ইলমকে ছয় ব্যক্তির মাঝে সীমাবদ্ধ পেয়েছি।

এর অর্থ হচ্ছে, সকল সাহাবায়ে কেরামের সামষ্টিক যা ইলম ছিল তা এ ছয়জনের কাছেই পাওয়া যেত। তদ্রূপ আবূ হানীফা, শো'বা, সাওরী, মালেক (র.)-এর যুগে সমস্ত মুহাদ্দিস ওলামায়ে কেরামের কাছে হাদীসের যে সম্ভার ছিল তা এ নয়/দশজনের কাছে পাওয়া যেত।

এ থেকে সহজেই অনুমান করা যায়, আবূ হানীফা (র.) কী পরিমাণ হাদীসের অধিকারী ছিলেন। কত পরিমাণ হাদীস তাঁর ভাণ্ডারে মজুদ ছিল। সুতরাং "তিনি এত সংখ্যক হাদীস মুখস্থ বলতে পারতেন" "এতগুলো কিতাব তাঁর ছিল" –এ ধরনের কথা বলে তাঁর হাদীসী মকামকে মূলত খাটোই করা হয়। কিন্তু এরপরও বলতে হয়। কারণ আমাদের পরস্পরের বুঝশক্তিতে অনেক তফাৎ রয়েছে।

উল্লেখ্য, ইমাম যাহাবী (র.) মাযহাব হিসেবে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অনুসারী ছিলেন। আকীদাগত দিক থেকে ছিলেন সলফী। তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণ ও দূরদর্শী ছিলেন। আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানীর ভাষ্যমতে– وَهُوَ مِنْ اَهْلِ الْاِسْتِقْرَاءِ التَّامِّ فِيْ نَقْدِ الرِّجَالِ "তিনি ব্যক্তি নিরূপণে পূর্ণ দক্ষতার অধিকারী ছিলেন।"

সালেহী (র.)-এর মূল্যায়ন

আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ সালেহী শাফেয়ী (র.) তাঁর 'উকূদুল জুমান' গ্রন্থে ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় রেখেছেন, আবূ হানীফা (র.) হাফেযে হাদীসগণের মধ্যে শীর্ষ পর্যায়ের ছিলেন- এ বিষয়টি বর্ণনা করা। সে অধ্যায়ের আলোচনা তিনি এভাবে শুরু করেছেন–

اِعْلَمْ رَحِمَكَ اللهُ تَعَالٰى اِنَّ الْاِمَامَ اَبَا حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالٰى مِنْ كِبَارِ حُفَّاظِ الْحَدِيْثِ ... الخ

"আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুন, জেনে রেখো! আবূ হানীফা (র.) হাফেযে হাদীসগণের শীর্ষ পর্যায়ের একজন মুহাদ্দিস ছিলেন।" –(পৃ. ৩১৯)

এরপর আবূ হানীফা (র.) যে বড় মাপের একজন হাফেযে হাদীস ছিলেন– এ বিষয়টি নিয়ে তিনি তাঁর উল্লিখিত কিতাবে বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন।

একটি জরুরি তথ্য

এবার শব্দের গণ্ডির বাইরে সরাসরি কিছু (نُصُوْص) উদ্ধৃতি তুলে ধরছি যা আবূ হানীফার হাদীসসমগ্রকে শত মুখে ঘোষণা করে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর একটি বর্ণনার উপর পর্যালোচনা করতে গিয়ে ইমাম যাহাবী (র.) বলেন–

اِنَّ الْاِمَامَ اَبَا حَنِيْفَةَ طَلَبَ الْحَدِيْثَ وَاَكْثَرَ مِنْهُ فِيْ سَنَةِ مِأَةٍ وَبَعْدَهَا، وَلَمْ يَكُنْ اِذْ ذَاكَ يَسْمَعُ الْحَدِيْثَ الصِّبْيَانُ ... بَلْ كَانَ يَطْلُبُهُ كِبَارُ الْعُلَمَاءِ، بَلْ لَمْ يَكُنْ لِلْفُقَهَاءِ عِلْمٌ بَعْدَ الْقُرْاٰنِ سِوَاهُ، وَلَا كَانَتْ دُوِّنَتْ كُتُبُ الْفِقْهِ اَصْلًا.

"ইমাম আবূ হানীফা (র.) হাদীস অন্বেষণ করেছেন এবং একশত হিজরি ও এরপরে তা খুব বেশি করেছেন। সেকালে শিশু-কিশোররা হাদীস শুনতে যেত না; বরং বড় বড় আলেমগণই হাদীস শিখতেন, সর্বোপরি ফোকাহায়ে কেরামের জন্য কুরআনের পর হাদীস ছাড়া অন্য কোনো ইলম ছিলই না। ফিকহের কিতাবাদি তখনো একেবারেই সংকলিতই হয়নি।"

–(সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৬/৩৯৫)

ইয়াহয়া ইবনে আদম (র.)-এর বক্তব্য

যেভাবে এর আগেও বলা হয়েছে যে, আবূ হানীফা (র.) নিজের এলাকা কূফার মুহাদ্দিস ওলামায়ে কেরাম থেকে ইলম অর্জন করার পর অন্যত্র সফর করেছেন। নিজের এলাকায় তিনি কী পরিমাণে ইলম অর্জন করেছিলেন সে সম্পর্কে ইয়াহইয়া ইবনে আদম ইবনে সুলায়মান (র.) (মৃত ২০৩ হি.) বলেছেন–

كَانَ نُعْمَانُ قَدْ جَمَعَ حَدِيْثَ بَلَدِهٖ كُلَّهُ

"নো'মান (আবূ হানীফা) তাঁর এলাকার সমস্ত হাদীস আয়ত্ত করেছেন।"

–(ইমামে আ'যম পৃ. ৩৫১)

উল্লেখ্য, ইয়াহইয়া ইবনে আদম (র.) একজন নির্ভরযোগ্য হাফেযে হাদীস হিসেবে হাদীসের প্রসিদ্ধ ছয় ইমামের নিকট গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি। ইমাম ইবনুল কাইয়িম (র.) এ বর্ণনাটি তাঁর কিতাবে উল্লেখ করছেন।

আল্লামা সাম'আনী (র.)-এর বক্তব্য

আবূ হানীফা (র.)-এর অর্জিত ইলমের বিস্তৃতি, ব্যাপকতা ও সমৃদ্ধি আরো ফুটে উঠেছে ইমাম হাফেয সামআনী (র.) (মৃত. ৫৬২ হি ১১৬৬ খৃ.)-এর নিম্নোক্ত বক্তব্য থেকে। তিনি বলেন–

اِشْتَغَلَ بِطَلَبِ الْعِلْمِ وَبَالَغَ فِيْهِ حَتّٰى حَصَلَ لَهٗ مَا لَمْ يَحْصُلْ لِغَيْرِهٖ، وَدَخَلَ يَوْمًا عَلَى الْمَنْصُوْرِ فَكَانَ عِنْدَهٗ عِيْسَى بْنُ مُوْسٰى، فَقَالَ لِلْمَنْصُوْرِ : هٰذَا عَالِمُ الدُّنْيَا الْيَوْمَ.
(اَلْأَنْسَابُ ٦/٦٧- مَكْتَبَةُ اِبْنِ تَيْمِيَةَ قَاهِرَةَ)

"আবূ হানীফা (র.) ইলম অর্জনে মনোনিবেশ করেছেন এবং তাতে খুব বেশি মনোযোগ দিয়েছেন, ফলে তাঁর এত বেশি পরিমাণে ইলম অর্জন হয়েছে যা অন্যদের ক্ষেত্রে হয়নি। একদিন তিনি খলিফা মানসূরের প্রাসাদে গিয়েছেন। তখন সেখানে ঈসা ইবনে মূসা বসা ছিলেন, তিনি আবূ হানীফা (র.)-এর দিকে ইঙ্গিত করে মানসূরকে বললেন, এ যুগে ইনি হচ্ছেন, দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ আলেম।"

–(আলআনসাব ৬/৬৭)

আবূ হানীফা (র.) সম্পর্কে ইমাম সাম'আনী (র.)-এর উপরিউক্ত মন্তব্য এবং ঈসা ইবনে মূসা (র.) কর্তৃক খলিফার সামনে আবূ হানীফা (র.)-কে عَالِمُ الدُّنْيَا বলে পরিচয় করিয়ে দেওয়া একথা প্রমাণ করে যে, তিনি শুধুমাত্র অনেকগুলো হাদীস মুখস্থ পারতেন এতটুকুই নয়; বরং তাঁর যুগে তিনি ইলমের ময়দানে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ছিলেন। عَالِمُ الدُّنْيَا এর অর্থই হচ্ছে, সেরা আলেম। স্মর্তব্য, আবূ হানীফা (র.) সম্পর্কে এসব মন্তব্য সে সময়ের, যখন শো'বা, সুফয়ান, আওযায়ী, মালেক (র.) এ পৃথিবীতে বর্তমান রয়েছেন।

মক্কী ইবনে ইবরাহীম (র.)-এর মন্তব্য

ইমাম আবূ হানীফা (র.) সম্পর্কে অনুরূপ মন্তব্য করেছেন ইমাম বুখারী (র.)-এর বিশেষ প্রবীণ উস্তাদ মক্কী ইবনে ইবরাহীম (র.) (মৃ. ২১৫) যিনি ইমাম আবূ হানীফার (র.) শাগরেদ। হাফেয আবূ আহমদ আলআসকারী নিজস্ব সনদে শায়খে খোরাসান হাফেয ইমাম মক্কী ইবনে ইবরাহীম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন–

كَانَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ زَاهِدًا عَالِمًا رَاغِبًا فِي الْآخِرَةِ صَدُوْقَ اللِّسَانِ اَحْفَظَ اَهْلِ زَمَانِهٖ.
(مَا تَمَسُّ اِلَيْهِ الْحَاجَةُ لِمَنْ يُطَالِعُ سُنَنَ ابْنِ مَاجَةَ صَفْحَة ١٠)

"আবূ হানীফা (র.) দুনিয়াবিমুখ, আলেম ও আখেরাতমুখী ছিলেন। তিনি অত্যন্ত সত্যভাষী এবং সমকালীন ওলামায়ে কেরামের তুলনায় বড় হাফেযে হাদীস ছিলেন।" –(মা-তামাসসু ... : পৃ. ১০)

ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল কাত্তান (র.)-এর বক্তব্য

জরহ ও তা'দীলের প্রসিদ্ধ ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আলকাত্তান (র.) (মৃ. ১৯৮ হি.) আরো কিছুটা অগ্রসর হয়ে বলেছেন–

اِنَّهُ وَاللّٰهِ لَاَعْلَمُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ بِمَا جَاءَ عَنِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ، قَالَ النُّعْمَانِيُّ : ذَكَرَهُ الْاِمَامُ مَسْعُوْدُ بْنُ شَيْبَةَ السِّنْدِيُّ فِيْ مُقَدِّمَةِ كِتَابِ التَّعْلِيْمِ نَقْلًا عَنْ كِتَابِ الْاِمَامِ الطَّحَاوِيِّ الَّذِيْ جَمَعَ فِيْهِ اَخْبَارَ اَصْحَابِنَا الْحَنَفِيَّةِ.

"আল্লাহর শপথ! আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যা ইলম এসেছে, সেসবের ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা এ উম্মতের সর্বাধিক জ্ঞানী ব্যক্তি। –(প্রাগুক্ত)

ইমাম আবূ হানীফা (র.) যে, সমৃদ্ধ হাদীসের ভাণ্ডারের অধিকারী ছিলেন তা এ ধরনের অসংখ্য نُصُوْص তথা উদ্ধৃতিমালা থেকে সুপ্রমাণিত হয়। ইতিহাসের কিতাবাদিতে, জীবনীগ্রন্থের পাতায় পাতায় এসব ভাষ্যের কোনো সীমা পরিসীমা নেই। বারো-তেরো (১২/১৩) শত বছরের ইতিহাসে যত প্রশংসা বাক্য সবাই বলে গেছেন তার কতদূরই আর এখানে উল্লেখ করা যাবে। উদাহরণস্বরূপ কিঞ্চিত পরিমাণ এখানে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর বক্তব্য

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর একান্ত শাগরেদ ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর একটি বক্তব্য এ ক্ষেত্রে প্রনিধাণযোগ্য। সালেহী (র.) বর্ণনা করেন–

رَوٰى اَبُوْ مُحَمَّدٍ الْحَارِثِيُّ عَنْ اَبِيْ يُوْسُفَ قَالَ : كُنَّا نُكَلِّمُ اَبَا حَنِيْفَةَ فِيْ بَابٍ مِنْ اَبْوَابِ الْعِلْمِ، فَاِذَا قَالَ بِقَوْلٍ وَاتَّفَقَ عَلَيْهِ اَصْحَابُهٗ اَوْ قَالَ اتَّفَقْنَا عَلَيْهِ، دُرْتُ عَلٰى

مَشَايِخِ الْكُوْفَةِ هَلْ أَجِدُ فِيْ تَقْوِيَةِ قَوْلِهِ حَدِيْثًا وَآثَرًا، فَرُبَّمَا وَجَدْتُ الْحَدِيْثَيْنِ أَوْ الثَّلَاثَةَ فَأتِيْهِ بِهَا فَمِنْهَا مَا يَقْبَلُهُ وَمِنْهَا مَا يَرُدُّهُ، فَيَقُوْلُ : هٰذَا لَيْسَ بِصَحِيْحٍ، أَوْ لَيْسَ بِمَعْرُوْفٍ، وَهُوَ يُوَافِقُ قَوْلَهُ، فَأَقُوْلُ لَهُ : وَمَا عِلْمُكَ بِذٰلِكَ ؟ فَيَقُوْلُ : أَنَا عَالِمٌ بِعِلْمِ الْكُوْفَةِ. (عُقُوْدُ الْجُمَانِ صَفْحَة : ٣٢١)

"আবূ মুহাম্মাদ হারেসী (র.) বর্ণনা করেন, আবূ ইউসূফ (র.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা আবূ হানীফা (র.)-এর সঙ্গে ইলমি কোনো বিষয় নিয়ে কথা বললে, তিনি যদি কোনো একটি মতামত ব্যক্ত করতেন এবং সে বিষয়ে আমরা সবাই একমত হতাম, তখন আমি কূফার শায়খদের দরবারে যেতাম এবং আবূ হানীফা (র.)-এর উপস্থাপিত মতের পক্ষে কোনো 'আসার' বা হাদীস পাই কিনা? তা খুঁজতাম। কখনো দু'তিনটি হাদীস পেয়ে যেতাম। সেগুলো নিয়ে তাঁর কাছে আসতাম। তিনি তার কিছু গ্রহণ করতেন, কিছু গ্রহণ করতেন না। বলতেন, এটি সহীহ নয় বা এটি প্রসিদ্ধ নয়। অথচ সেই হাদীসটি তাঁর ঐ মতকে সমর্থন করে। তখন আমি তাকে বলতাম, এসব হাদীসের ব্যাপারে আপনি কীভাবে জানেন? তিনি বলতেন, কূফার ইলম সম্পর্কে আমি অবগত।"

–(উকূদুল যুমান পৃ. ৩২১)

আবূ ইউসুফের এ বক্তব্যটি এর আগে উদ্ধৃত ইয়াহইয়া ইবনে আদম (র.)-এর কথারই অনুরূপ কথা। যা একথা প্রমাণ করে যে, কূফার ওলামায়ে কেরাম থেকে তিনি যথাযথভাবে হাদীসের ইলম অর্জন করেছিলেন এবং তার কোনো অংশ ছেড়ে দেননি। আর কূফা শহরে কোন মাপের মুহাদ্দিসগণের উপস্থিতি ছিল এবং তা কত বেশি পরিমাণে ছিল এ বিষয়ে এর আগেই বিস্তারিত বলা হয়েছে। তাই আবূ হানীফা (র.)-এর সংগৃহীত হাদীসের ভাণ্ডারকে অনুমান করে নেওয়া কঠিন হওয়ার কথা নয়।

ইমাম আ'মাশ (র.)-এর মন্তব্য

ইমাম আ'মাশ (র.)-কে (মৃ. ১৪৭ হি.) একদিন অনেকগুলো মাসআলা জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তখন তিনি আবূ হানীফা (র.)-কে বললেন, এসব মাসআলার ব্যাপারে তোমার কী মতামত? তিনি বললেন, এই, এই। আ'মাশ (র.) জিজ্ঞেস করলেন, এ মাসআলাগুলো তুমি কোত্থেকে বললে? আবূ হানীফা (র.) বললেন, আপনিই তো আবূ সালেহ– আবূ হুরায়রা সূত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অমুক অমুক হাদীসগুলো আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে অমুক সাহাবী থেকে রাসূলের এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। এভাবে অনেকগুলো হাদীস তিনি তাঁকে শুনালেন।

শুনে আ'মাশ বললেন, "হয়েছে, হয়েছে! আর লাগবে না। যে হাদীস আমি তোমাকে একশ দিনে শুনিয়েছি তা তুমি আমাকে এক মুহূর্তে শুনিয়ে দিলে। আমি তো জানতামই না যে, তুমি এসব হাদীসের উপর আমল কর। হে ফকীহ সম্প্রদায়! তোমরা হচ্ছ ডাক্তার, আর আমরা হচ্ছি ঔষধ বিক্রেতা। আর তুমিতো দেখছি উভয় দিককেই আকড়ে ধরেছ।" −(উকূদুল যুমান ৩২১)

ইমাম সালেহী (র.) ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করেছেন−

وَرَوٰى اَبُوْ عَبْدِ اللهِ الصَّيْمَرِىُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : كُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ الْاَعْمَشِ، فَسُئِلَ عَنْ مَسَائِلَ، فَقَالَ لِاَبِىْ حَنِيْفَةَ : مَا تَقُوْلُ فِيْهَا؟ قَالَ : كَذَا وَكَذَا! فَقَالَ : مِنْ اَيْنَ لَكَ هٰذَا؟ قَالَ : اَنْتَ حَدَّثْتَنَا عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِكَذَا وَحَدَّثَنَا عَنْ فُلَانِ الصَّحَابِيِّ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِكَذَا، وَحَدَّثَنَا عَنْ فُلَانِ الصَّحَابِيِّ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِكَذَا وَسَرَدَ عِدَّةَ اَحَادِيْثَ عَلٰى هٰذَا النَّمَطِ، فَقَالَ الْاَعْمَشُ : حَسْبُكَ، مَا حَدَّثْتُكَ بِهٖ فِىْ مِاَةِ يَوْمٍ تُحَدِّثُنِىْ بِهٖ فِىْ سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ، مَا عَلِمْتُ اَنَّكَ تَعْمَلُ بِهٰذِهِ الْاَحَادِيْثِ!

يَا مَعْشَرَ الْفُقَهَاءِ! اَنْتُمُ الْاَطِبَّاءُ وَنَحْنُ الصَّيَادِلَةُ، وَاَنْتَ اَيُّهَا الرَّجُلُ! اَخَذْتَ بِكِلَا الطَّرَفَيْنِ، (عُقُوْدُ الْجُمَانِ لِلصَّالِحِيِّ الشَّافِعِيِّ صَفْحَة ٣٢١-٣٢٢)

একটি সারসংক্ষেপ

একই বিষয়ের উপর অতিরিক্ত সংখ্যক উদ্ধৃতি পাঠকের মনে একটু বিরক্তির উদ্রেক করতে পারে বলে শঙ্কাবোধ করছি। কিন্তু সময় ও পরিস্থিতির তাগিদে এর কোনো বিকল্প নেই। কিতাবের অভ্যন্তর থেকে একথাগুলো তুলে আনতেই হচ্ছে। প্রত্যেক হকদারকে তার প্রাপ্য হক প্রদান করা আমাদের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। বাস্তব কথাগুলো এবং স্বীকৃত বিষয়গুলো বারবার উপস্থাপন করতে হচ্ছে।

সময়টা যে এখন এমনই যখন সূরা ফাতেহা কুরআনের অংশ কিনা? তা দলিল দিয়ে প্রমাণ করতে হয়। একটি দিনের উপস্থিতিকে যদি দলিল প্রমাণ দিয়ে সাব্যস্ত করতে হয় তাহলে এর চাইতে দুর্ভাগ্যের কথা একটি জাতির জন্য আর কী হতে পারে?

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর জীবনী, তাঁর ইলমি প্রজ্ঞা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ইমাম যাহাবী (র.) আক্ষেপ করে একটি কবিতার পংক্তি লিখেছেন−

لَيْسَ يَصِحُّ فِى الْاَذْهَانِ شَيْءٌ ۞ اِذَا احْتَاجَ النَّهَارُ اِلٰى دَلِيْلٍ

"মাথায় কোনো কিছুই সঠিক বলে ধরা পড়বে না, যদি 'দিন'কেও দলিল দিয়ে প্রমাণ করতে হয়।" −(সিয়ারু আলামিন নুবালা ৬/৫৩৭)

কিন্তু এরপরও বলতে হবে, যে উদ্ধৃতিগুলো ইতোমধ্যে দেওয়া হয়েছে সেগুলোর এককেটি এমন যা একজন মুহাদ্দিসের ইলমি অবস্থানকে স্পষ্ট করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। এরপরও আমরা অনেকগুলো উল্লেখ করেছি এবং আরো উল্লেখ করব ইনশাআল্লাহ।

এ পর্যন্ত দু'ধরনের উদ্ধৃতি উল্লেখ করা হয়েছে। যথা– ১. ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত কয়েকটি শব্দ যা হাদীসের আধিক্যের প্রমাণ করে। ২. ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর ক্ষেত্রে স্বল্পদৈর্ঘ্য কিছু মন্তব্যবাক্য যা তাঁর সংগৃহীত হাদীসের আধিক্যকে প্রমাণ করে। এখন আইম্মায়ে কেরামের মন্তব্যের বাইরে বাস্তবক্ষেত্র থেকে আমরা কিছু চিত্র তুলে আনার চেষ্টা করব যার দ্বারা একথা প্রমাণিত হবে যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর ব্যাপারে ইমামগণের মন্তব্য এবং তার বাস্তবচিত্রের মাঝে মিল রয়েছে এবং পরস্পরে কোনো তফাৎ নেই।

আবূ হানীফা (র.)-এর নিজস্ব বক্তব্য

এ ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম আবূ হানীফা (র.)-এর নিজের একটি বক্তব্য তুলে ধরা যেতে পারে। ইমাম হাফেয আবূ ইয়াহইয়া যাকারিয়া ইবনে ইয়াহইয়া নিশাপুরী (র.) তাঁর 'মানাকেবু আবী হানীফা' গ্রন্থে আপন বর্ণনাসূত্রে ইয়াহইয়া ইবনে নাসর ইবনে হাজেব থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন–

سَمِعْتُ اَبَا حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالٰى يَقُوْلُ : عِنْدِىْ صَنَادِيْقُ مِنَ الْحَدِيْثِ مَا اَخْرَجْتُ مِنْهَا اِلَّا الْيَسِيْرَ الَّذِىْ يُنْتَفَعُ بِهِ.

"আমি আবূ হানীফা (র.)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমার কাছে বহু সিন্ধুক ভর্তি হাদীস রয়েছে। তা থেকে আমি কিছুমাত্রই বর্ণনা করেছি যা থেকে উপকৃত হওয়া যায়।" –(মানাকিবুল ইমাম ১/৯৫-৯৬)

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর এ বক্তব্যের মাঝে দু'টি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে।

একটি বিষয় হচ্ছে, তাঁর হাদীস সংগ্রহের আধিক্য, বহু হাদীস তিনি সংগ্রহ করেছেন যার খাতাগুলো তিনি অনেকগুলো সিন্ধুকে ভর্তি করে রেখেছেন। আর এককেটি সিন্ধুকে কত পরিমাণে হাদীস রাখা যায় তা সহজেই অনুমেয়। বিশেষভাবে যে যুগে হাদীসের বর্ণনাসূত্র খুবই সংক্ষিপ্ত সে যুগে স্বল্প পরিসরে অনেক হাদীস সংরক্ষণ করা পরবর্তী যুগের তুলনায় অনেক সহজ। কারণ পরবর্তী যুগে বর্ণনাসূত্রের দীর্ঘতার কারণে মূল হাদীসের চেয়ে সনদই বেশি জায়গা দখল করে নিত।

দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে, হাদীস সংগ্রহ হচ্ছে একটি কাজ, তা বিতরণ করা হচ্ছে আরেকটি কাজ। সংগ্রহের ক্ষেত্রে তিনি সব ধরনের হাদীস সংগ্রহ করেছেন এবং তা তাঁর কাছে সংরক্ষিতও ছিল। কিন্তু বর্ণনা করার ক্ষেত্রে বা কিতাবে উল্লেখ করার ক্ষেত্রে বেছে বেছে ঐ হাদীসগুলোই উল্লেখ করেছেন যা সরাসরি দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। সাধারণ মুসলমানরা যা থেকে উপকৃত হতে পারে। উম্মতের একজন সচেতন কর্ণধার হিসেবে হাদীস সংগ্রহ ও বিতরণের বিষয়টিকে আলাদা করে বিবেচনা করাটা যথোপযুক্ত হয়েছে। এ বিষয়টি নিয়ে পরে আরো বিস্তারিত আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

আবূ হানীফা (র.)-এর 'কিতাবুল আসার'

আবূ হানীফা (র.) সংকলিত হাদীসসমগ্র বিষয়ক অনুরূপ আরেকটি কথা রয়েছে তার সংকলিত 'কিতাবুল আসার' সম্পর্কে। সদরুল আইম্মা মক্কী (র.) বলেন–

انْتَخَبَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالٰى اٰثَارَهُ مِنْ اَرْبَعِيْنَ اَلْفَ حَدِيْثٍ.

"আবূ হানীফা (র.) তাঁর 'কিতাবুল আসার' গ্রন্থটি চল্লিশ হাজার হাদীস থেকে বাছাই করে সংকলন করেছেন। –(মানাকিবুল ইমাম ১/৯৫)

'কিতাবুল আসার' সম্পর্কে কিঞ্চিত বিস্তারিত আলোচনা পরে হবে। মক্কী (র.)-এর এ কথা এবং আবূ হানীফার পূর্বোল্লিখিত কথা একই বিষয় কেন্দ্রিক; যা আবূ হানীফার হাদীসসমগ্রের আধিক্য এবং তা থেকে নির্বাচিত কিছু বর্ণনা করার বিষয়টিকে জোরালোভাবে প্রমাণ করছে।

একজন মুহাদ্দিস ইমাম কতগুলো হাদীসের অধিকারী, তাঁর ভাণ্ডারে কী পরিমাণ হাদীসের মজুদ রয়েছে? তার কিছুটা অনুমান করা যায় তাঁর থেকে বর্ণিত হাদীসের মাধ্যমে। যদিও এর দ্বারা পুরোপুরি ধারণা লাভ করা যায় না। কারণ একজন মুহাদ্দিসের কাছে যত পরিমাণ হাদীস মজুদ থাকে, যদি তিনি সচেতন ও সতর্ক ব্যক্তি হয়ে থাকেন তাহলে তাঁর বর্ণনাকৃত ও সংকলিত হাদীসের সংখ্যা মজুদ পরিমাণের চেয়ে অনেক কম হবে।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) ইমাম বুখারী (র.) ও ইমাম মুসলিম (র.) লক্ষ লক্ষ হাদীস থেকে নির্বাচিত করে হাদীসের কিতাব সংকলন করেছেন বলে জনশ্রুতি রয়েছে। এরকমভাবে আবূ হানীফার ব্যাপারে সম্প্রতি উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি চল্লিশ হাজার হাদীস থেকে নির্বাচন করে তাঁর 'কিতাবুল আসার' গ্রন্থটি সংকলন করেছেন।

সেই হিসেবে মনে রাখতে হবে, কোনো মুহাদ্দিসের সংকলিত হাদীসগ্রন্থ বা তাঁর বর্ণনাকৃত হাদীস তাঁর হাদীসের ভাণ্ডারের সব হয় না। তবে এতটুকু অনুমান করা যায় যে, তাঁর সংকলিত বা বর্ণিত হাদীস যখন এতো পরিমাণ রয়েছে তখন

তাঁর সংরক্ষিত হাদীস ভাণ্ডার নিশ্চয় আরো অনেক সমৃদ্ধ হবে। বিশেষত ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর ক্ষেত্রে বিষয়টি আরো এক ধাপ অগ্রসরমান। কারণ হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে আবূ হানীফা (র.) এমন কিছু কঠিন শর্ত আরোপ করেছিলেন যা অন্যরা করেনি। যার দারুন তাঁর সংগৃহীত হাদীসের তুলনায় বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা অনেক কম। এ বিষয়ে পরবর্তীতে আরো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

যাহোক, বর্ণনাকৃত হাদীস ও সংকলিত হাদীসগ্রন্থ যেহেতু হাদীসের ময়দানে একজন মুহাদ্দিসের অবস্থানকে পরিচিত করে দেয় সেজন্য আবূ হানীফা (র.)-এর এ দিকটি নিয়েও আমরা কিঞ্চিত আলোচনা করব।

আবূ হানীফা (র.) বিভিন্ন বিষয়ের উপরই রচনা, গ্রন্থনা ও সংকলন করেছেন। যেমনটা ইবনে নাদীম (র.)-এর বক্তব্য ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি বলেছিলেন–

اَلْعِلْمُ بَرًّا وَبَحْرًا شَرْقًا وَغَرْبًا، بُعْدًا وَقُرْبًا تَدْوِيْنُهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

তাঁর অন্যান্য রচনাবলির পাশাপাশি হাদীস বিষয়ে তাঁর উল্লেখযোগ্য সংকলন হচ্ছে 'কিতাবুল আসার'। এ কিতাবে তিনি কমবেশি প্রায় ১১০০ (এগারো শত) হাদীস সন্নিবেশিত করেছেন। যুগ-পরিক্রমায় হাদীসের এ সমষ্টি সেকালের একজন মুহাদ্দিসের হাদীসের বিশাল ভাণ্ডারের মুখপত্র হিসেবে বিবেচিত। তৎকালে বা এর কিছুকাল পর পর্যন্তও হাদীসের যেসব ইমাম হাদীস বিষয়ক সংকলন করেছেন এবং তাঁদের যেসব সংকলন আমাদের সামনে রয়েছে, সেগুলোর পরিধিও 'কিতাবুল আসার'-এর তুলনায় কমই। 'কিতাবুল আসারে'র প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ বছর পরে রচিত মুয়াত্তা মালেকে' বর্ণিত মুসনাদ হাদীসের সংখ্যা মাত্র (৭০০) সাত শতের মতো।

আবূ হানীফার স্বহস্তে সংকলিত হাদীসের সমষ্টি যদিও 'কিতাবুল আসার' এর মাধ্যমেই আমাদের সামনে রয়েছে, কিন্তু তাঁর বর্ণনাকৃত হাদীসগুলো আমরা অন্যভাবে পাই।

প্রথমত আইম্মায়ে কেরামের ভাষ্যে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর শাগরেদদের যে সংখ্যার উল্লেখ রয়েছে, তা প্রায় চার হাজারের অধিক, শাগরেদদের তালিকায় তার কিছু নমুনা আমরা দেখতে পাব। শাগরেদদের এ সংখ্যা হিসেবে আবূ হানীফা (র.)-এর হাদীসের সমষ্টির একটা অনুমান করা যায়। এত সংখ্যক শাগরেদ সমকালের মুহাদ্দিসের জন্য একটু অস্বাভাবিকই বটে; মূলত তাঁর ইলমের বিস্তৃতি ও ব্যাপকতার কারণেই তাঁর ইলমের সমুদ্র থেকে এত লোক পানি সিঞ্চন করতে জড়ো হয়েছিল।

আবূ হানীফা (র.)-এর মুসনাদসমূহ

দ্বিতীয়ত আবূ হানীফা (র.) যেসব হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং মুহাদ্দিসীনে কেরামের মাঝে যেসব হাদীস আবূ হানীফা (র.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিল– সে হাদীসগুলোকে পরবর্তীযুগের মুহাদ্দিসগণ 'মুসনাদ' শিরোনামে সংকলন করেছেন।

চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দী এবং তার কিছুকাল পরেও এ বিষয়টির ব্যাপক প্রচলন ছিল। কোনো বিশিষ্ট মুহাদ্দিস যিনি তাঁর জমানায় ইমাম হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন এবং সর্বজন শ্রদ্ধেয় হয়েছেন তাঁর বর্ণনাকৃত হাদীসগুলোকে পরবর্তী যুগের মুহাদ্দিসগণ নিজের বর্ণনাসূত্রে সে ইমামের মাধ্যমে বর্ণনা করে একটি কিতাব সংকলন করতেন। হাদীস সংকলনের বিভিন্ন পদ্ধতির মাঝে এটি একটি পদ্ধতি ছিল। এতে করে ইমামগণ কর্তৃক বর্ণিত হাদীস একসঙ্গে পেতে সুবিধা হতো।

সেই ধারাবাহিকতায়ই পরবর্তী যুগের হাদীসের বিশিষ্ট ও স্বীকৃত ব্যক্তিবর্গ আবূ হানীফা (র.)-এর হাদীসগুলো নিজস্ব সূত্রে বর্ণনা করে 'মুসনাদ' শিরোনামে সংকলন করেছেন। সেসব কিতাবের নাম সাধারণত এভাবে লিখা হতো مُسْنَدُ الْإِمَامِ أَبِيْ حَنِيْفَةَ لِلْحَارِثِيِّ বা এ ধরনের অন্য কোনো নাম যার অর্থ হচ্ছে, 'হারেসী (র.) কর্তৃক বর্ণিত ইমাম আবূ হানীফার হাদীসসমগ্র।'

শাফেয়ী মতাবলম্বী ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ সালেহী (র.) (মৃ. ৯৪২) এ ধরনের সতের (১৭)টি মুসনাদের উল্লেখ করেছের যা সতেরজন বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ইমাম সংকলন করেছেন। তিনি তাঁর 'উকূদুল জুমান' গ্রন্থের ৩২২ পৃ. থেকে ৩৩৪ পৃ. পর্যন্ত সতেরটি মুসনাদের প্রত্যেকটি তাঁর নিজস্ব সনদে বর্ণনা করেছেন। ইমাম সালেহী (র.) তাঁর কিতাবে এ বিষয়ক ভিন্ন একটি অনুচ্ছেদ তৈরি করেছেন। সে অনুচ্ছেদের শিরোনাম হচ্ছে–

فَصْلٌ فِيْ بَيَانِ الْمَسَانِيْدِ الَّتِيْ أَخْرَجَهَا الْحُفَّاظُ مِنْ حَدِيْثِهِ وَالَّذِيْ اتَّصَلَ بِنَا مِنْهَا سَبْعَةَ عَشَرَ مُسْنَدًا

এ মুসনাদগুলোর নাম ও পরিচিতি ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করা হচ্ছে–

এক. مُسْنَدُ الْإِمَامِ أَبِيْ حَنِيْفَةَ لِلْحَارِثِيِّ

এ মুসনাদটি হাফেযে হাদীস আবূ মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াকূব ইবনুল হারেস হারেসী (র.) (মৃ. ৩৪০ হি.) সংকলন করেছেন। ইনি হাফেয ইবনে মানদাহ, হাফেয ইবনে উকদাহ ও হাফেযে জিয়াবী (র.) প্রমুখ প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইমামগণের উস্তাদ ছিলেন।

ইমাম যাহাবী (র.) ইমাম হারেসী (র.) ও তাঁর মুসনাদ সম্পর্কে বলেন-

فِيْهَا مَاتَ عَالِمُ مَا وَرَاءِ النَّهْرِ وَمُحَدِّثُهُ الْإِمَامُ الْعَلَّامَةُ اَبُوْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوْبَ الْحَارِثِيُّ الْبُخَارِيُّ الْمُلَقَّبُ بِالْأُسْتَاذِ، جَمَعَ مُسْنَدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ الْإِمَامِ.

(تَذْكِرَةُ الْحُفَّاظِ فِيْ تَرْجَمَةِ قَاسِمِ بْنِ اصبغ)

"এ বছর 'মা ওরাউন নহর' এর আলেম ও মুহাদ্দিস, ইমাম, আল্লামা আবূ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াকূব হারেস হারেসী বুখারী মৃত্যুবরণ করেন, যিনি 'উস্তায' উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। তিনি ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মুসনাদটি সংকলন করেছেন। -(তাযকিরাতুল হুফফায-৩/৪৯)

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (র.) এ প্রসঙ্গে বলেন-

قَدْ اعْتَنَى الْحَافِظُ اَبُوْ مُحَمَّدٍ الْحَارِثِيُّ وَكَانَ بَعْدَ الثَّلَاثِ مِأَةٍ بِحَدِيْثِ اَبِيْ حَنِيْفَةَ فَجَمَعَهُ فِيْ مُجَلَّدَةٍ وَرَتَّبَهُ عَلَى شُيُوْخِ اَبِيْ حَنِيْفَةَ. (تَعْجِيْلُ الْمَنْفَعَةِ صَفْحَة ٤)

"তিনশত হিজরির পর হাকেম আবূ মুহাম্মাদ হারেসী (র.) আবূ হানীফা (র.)-এর বর্ণিত হাদীসের প্রতি মনোনিবেশ করেছেন এবং সেগুলোকে একত্রে একটি খণ্ডে সংকলন করেছেন। হাদীসগুলোকে আবূ হানীফার উস্তাদগণের ধারবাহিকতায় সাজিয়েছেন। -(তা'জীলুল মানফাআহ ১/৪)

দুই. مُسْنَدُ الْإِمَامِ اَبِيْ حَنِيْفَةَ لِلْحَافِظِ اَبِي الْقَاسِمِ طَلْحَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ

এ মুসনাদটি হাফেযে হাদীস আবুল কাসেম তালহা ইবনে মুহাম্মাদ জাফর আশশাহেদ (র.) (মৃ. ৩৮০ হি.) সংকলন করেছেন। ইনি ইমাম দারাকুতনী (র.)-এর সমসাময়িক মুহাদ্দিস ছিলেন। খতীব বাগদাদী (র.)-এর 'তারীখে বাগদাদ' গ্রন্থে তাঁর বিস্তারিত জীবনবৃত্তান্ত রয়েছে।

তকী উদ্দীন সুবকী (র.) এক প্রসঙ্গে বলেন-

فِيْ مُسْنَدِ الْإِمَامِ اَبِيْ حَنِيْفَةَ تَصْنِيْفُ اَبِي الْقَاسِمِ طَلْحَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الشَّاهِدِ

(شِفَاءُالسَّقَامِ صَفْحَة ٥٥)

"ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর 'মুসনাদ' শিরোনামে আবুল কাসেম তালহা ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে জাফর আশশাহেদের সংকলন রয়েছে।

-(শিফাউস সাকাম পৃ. ৫৫ বরাতে, প্রাগুক্ত পৃ. ৪৬৪)

এ বিশিষ্ট মুহাদ্দিস সম্পর্কে আল্লামা খুয়ারিযমী (র.) বলেন-

كَانَ مُقَدَّمَ الْعُدُوْلِ وَالثِّقَاتِ الْأَثْبَاتِ فِيْ زَمَانِهِ، وَصَنَّفَ الْمُسْنَدَ لِاَبِيْ حَنِيْفَةَ

(جَامِعُ الْمَسَانِيْدِ لِلْخَوَارِزْمِيِّ، ٢/٤٨٧)

"তিনি তাঁর জমানায় বিশ্বস্ত নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস ওলামায়ে কেরামের মাঝে অগ্রগণ্য ছিলেন। তিনি ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মুসনাদ সংকলন করেছেন।–(জামেউল মাসানীদ ২/৪৮৭)

তিন . مُسْنَدُ الْإِمَامِ اَبِيْ حَنِيْفَةَ لِلْإِمَامِ اَبِيْ نُعَيْمِ الْاَصْبَهَانِيْ

শাফেয়ী মতাবলম্বী হাফেযে হাদীস প্রসিদ্ধ ইমাম ইতিহাসবিদ আবূ নুয়াইম আহমদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ ইস্ফাহানী (র.) (জন্ম : ৩৩৬ হি., মৃত্যু : ৪৩০ হি.) এ মুসনাদটি সংকলন করেছেন। ইনি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'হিলয়াতুল আউলিয়া', 'তারীখে ইস্ফাহান' ও 'দালাইলুন নুবুয়্যাহ' প্রভৃতির রচয়িতা।

ইমাম যাহাবী (র.) তাঁর 'তাযকিরাতুল হুফফায' গ্রন্থে আবূ নুয়াইম ইস্ফাহানী (র.)-এর উস্তাদবৃন্দের আলোচনা করতে গিয়ে বলেন– اَجَازَ لَهٗ مَشَايِخُ الدُّنْيَا "পৃথিবীর সকল হাদীসের শায়খ তাঁকে হাদীস বর্ণনার অনুমতি দিয়েছেন।" ইমাম যাহাবী (র.) একথা বলে প্রকারান্তরে বলতে চেয়েছেন, পৃথিবীর সকল হাদীসের শায়খই তাঁর শায়খ। এছাড়ও ইমাম যাহাবী (র.) তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন।

তাঁর শাগরেদদের মধ্যে খতীব বাগদাদী, আবূ সালেহ আলমুআযযিন, আবূ আলী আলওয়াহশী, আবুল ফযল আলহাদ্দাদ ও আবূ আলী আলহাসান আলহাদ্দাদ আলমুকরী প্রমুখ খ্যাতনামা মুহাদ্দিস ওলামায়ে কেরাম রয়েছেন।

ইমাম সালেহী (র.) আটটি সিঁড়ি বেয়ে নিজের সনদে ইমাম আবূ নুয়াইম ইস্ফাহানী (র.) থেকে তাঁর সংকলিত مُسْنَدُ الْإِمَامِ اَبِيْ حَنِيْفَةَ কিতাবটি বর্ণনা করেছেন।

চার. مُسْنَدُ الْإِمَامِ اَبِيْ حَنِيْفَةَ لِلْحَافِظِ اَبِي الْحُسَيْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُظَفَّرِ

হাফেযে হাদীস ইমাম আবুলহুসাইন মুহাম্মাদ ইবনুল মুযাফফর ইবনে মূসা ইবনে ঈসা (র.) (মৃ. ৩৭৯ হি.) এ মুসনাদটি সংকলন করেছেন। আল্লামা খুয়ারযিমী (র.) তাঁর যুগশ্রেষ্ঠ চার ইমাম মুহাদ্দিসের কাছ থেকে ভিন্ন ভিন্নভাবে এ মুসনাদের ব্যাপারে ইজাযতপ্রাপ্ত হয়েছেন।

ইমাম ইবনে হাজার (র.) বলেন, ইনি ইমাম তাহাভী (র.) থেকে ইলম হাসেল করেছেন। –(লিসানুল মিযান ৫/৩৮৩)

তাঁর শাগরেদদের মধ্যে ইবনে শাহীন, হাফেয দারাকুতনী, হাফেয আবূ নুয়াইম (র.) ও হাফেয মালীনী (র.) প্রমুখ খ্যাতনামা ওলামায়ে কেরাম রয়েছেন।

ইমাম যাহাবী (র.) তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন–

وَجَمَعَ وَاَلَّفَ وَعَنْ مَضَائِقِ هٰذَا الْفَنِّ لَمْ يَتَخَلَّفْ.

"তিনি হাদীস সংগ্রহ করেছেন, সংকলন করেছেন এবং এ শাস্ত্রের জটিল বিষয়াবলি থেকে তিনি পিছিয়ে থাকেননি।" –(তাযকিরাতুল হুফফায ৩/৯৮১, জীবনী নং- ৯১৬)

হাফেয ইবনে হাজার (র.) তাঁর 'তা'জীলুল মানফাআহ' কিতাবের ভূমিকায় এ মুসনাদকে তাঁর রচিত একটি কিতাব হিসেবে উল্লেখ করেছেন, (পৃ. ২৪০ দারুল বাশায়ের, বৈরুত কর্তৃক প্রকাশিত)

ইবনে আবিল ফাওয়ারেস (র.) এ মুসনাদ রচয়িতা সম্পর্কে লিখেছেন– كَتَبَ الدَّارَ قُطْنِيُّ عَنْ ابْنِ الْمُظَفَّرِ اُلُوْفَ حَدِيْثٍ. "দারাকুতনী ইবনুল মুযাফফর থেকে হাজার হাজার হাদীস লিখেছেন।" –(তাযকিরাতুল হুফফায ৩/৯৮১, দারু ইহয়াইত তুরাসিল আরাবী)

পাঁচ. مُسْنَدُ الْاِمَامِ اَبِيْ حَنِيْفَةَ لِلْحَافِظِ اَبِيْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الْبَاقِيْ

হাফেযে হাদীস কাযী আবূ বকর মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল বাকী আলআনসারী আলহালবী আলবাযযায (র.) (মৃ. ৫৩৫ হি.) এ মুসনাদটি সংকলন করেছেন। ইমাম সালেহী (র.) পাঁচসিঁড়ি বেয়ে নিজস্ব সনদে এ সংকলক থেকে মুসনাদটি বর্ণনা করেছেন।

আল্লামা খুয়ারযিমী (র.) 'জামেউল মাসানীদ' কিতাবে লিখেন– هُوَ جَمَعَ مُسْنَدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ "তিনি আবূ হানীফার মুসনাদ সংকলন করেছেন।" শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী মক্কার বিশিষ্ট মুহাদ্দিস আবূ মা'শার আবদুল কারীম ইবনে আবদুস সামাদ আল মুকরী থেকে হাদীসের ইলম অর্জন করেছেন।

ইমাম শামসুদ্দীন সাখাভী (র.) (মৃ. ৯০২ হি.) নিম্নোক্ত সনদে 'মুসনাদে আবি হানীফা'র এ সংকলক থেকে উক্ত কিতাবটি বর্ণনা করেছেন–

عَنِ التَّدْمُرِيِّ عَنِ الْمَيْدُوْمِيِّ عَنِ النَّجِيْبِ عَنْ ابْنِ الْجَوْزِيِّ عَنِ الْجَامِعِ الْمُسْنِدِ قَاضِي الْمَارِسْتَانِ، (مُقَدِّمَةُ نَصْبِ الرَّايَةِ ١١١١/٣٠)

এরকমভাবে হাফেয সাম'আনী (র.) আবূ হানীফা (র.)-এর এ মুসনাদের সংকলক সম্পর্কে বলেছেন–

كِتَابُ الْاَحَادِيْثِ الَّتِيْ رَوَاهَا اَبُوْ حَنِيْفَةَ جَمَعَ عَبْدُ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْاَنْصَارِيُّ لِجَدِّهِ الْقَاضِيْ صاعد برواية عنه. (اَلْجَوَاهِرُ الْمُضِيَّةُ لِطَبَقَاتِ الْحَنَفِيَّةِ لِعَبْدِ الْقَادِرِ القرشي ترجمة نصر بن سيار بن صاعد ٥٤١/٣)

ছয়. مُسْنَدُ الْإِمَامِ اَبِيْ حَنِيْفَةَ لِلْحَافِظِ اَبِيْ اَحْمَدَ الْجُرْجَانِيِّ الشَّافِعِيِّ

ইমাম ইবনে আদী (র.) (মৃ. ৩৬৫ হি.) এ মুসনাদটি সংকলন করেছেন। তিনি হচ্ছেন হাফেযে হাদীস আবূ আহমদ আবদুল্লাহ ইবনে আদী আলজুরজানী আশশাফেয়ী (র.)। তিনি তাহাভী (র.) ও ইমাম নাসায়ী (র.)-এর শাগরেদ। আবূ হানীফা (র.) ও হানাফী ওলামায়ে কেরামের ক্ষেত্রে তাঁর কলম ছিল খুব কঠোর। জারহ ও তা'দীলের প্রসিদ্ধ কিতাব 'আলকামেলের' তিনি রচয়িতা। তাঁর শাগরেদগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন হাফেয ইবনে উকদাহ (র.) ও হাফেয হামযা আসসাহমী (র.)। তিনি জারহ ও তা'দীলের বিষয়ে একজন স্বীকৃত ইমাম। ঈসা ইবনে আবূ বকর আইয়ূবী (র.) ইবনে আদীর এ মুসনাদের প্রসঙ্গটি এভাবে নিম্নোক্ত ইবারতে তুলে ধরেছেন–

ذَكَرَ ابْنُ عَدِيٍّ صَاحِبُ كِتَابِ الْجُرْحِ وَالتَّعْدِيْلِ فِيْ مُسْنَدِ اَبِيْ حَنِيْفَةَ فِيْ صَدْرِ الْكِتَابِ فِيْ مَنَاقِبِ اَبِيْ حَنِيْفَةَ بِاِسْنَادٍ لَهٗ. (اَلسَّهْمُ الْمُصِيْبُ ص : ١٠٥)

'জারহ ও তা'দীলের কিতাবের মুসান্নিফ ইবনে আদী (র.) 'মুসনাদে আবী হানীফা' কিতাবের শুরুতে তাঁর নিজস্ব সনদে আবূ হানীফার মানাকেব প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন। –(আসসাহমুল মুসীব পৃ. ১০৫ বরাতে, প্রাগুক্ত ৪৬২)

সাত. مُسْنَدُ الْإِمَامِ اَبِيْ حَنِيْفَةَ لِاَبِي الْحَسَنِ الْبَغَوِيِّ

এ মুসনাদটি সংকলন করেছেন আবুল হাসান মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে হুবাইশ আলবাগাভী (র.) (জন্ম. ২৫২, মৃ. ৩৩৮ হি.)। এ মুসনাদের সংকলক অন্যান্য সংকলকগণের চেয়ে অনেক আগের। আবূ হানীফা (র.)-এর বিশিষ্ট শাগরেদ ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদ (র.) আবূ হানীফা (র.) থেকে যেসব হাদীস শুনেছেন ইনি তাঁর মুসনাদে শুধুমাত্র সেসব হাদীস উল্লেখ করেছেন।

এ মুসনাদের মাঝে আবূ হানীফা (র.)-এর শুধুমাত্র একজন শাগরেদের মাধ্যমে বর্ণিত হাদীসগুলো স্থান পেয়েছে। এটি যেমনিভাবে আবূ হানীফার মুসনাদ তেমনিভাবে এটি হাসান ইবনে যিয়াদ লুলুয়ী (র.)-এরও মুসনাদ। –(উকূদুল জুমান ৩২৫)

ইমাম সালেহী (র.) দীর্ঘ বর্ণনাসূত্রের মাধ্যমে এ মুসনাদটিকে হাসিল করেছেন। কারণ জমানা হিসেবে ইনি ছিলেন ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর জমানার কাছাকাছি।

আট. مُسْنَدُ الْإِمَامِ اَبِيْ حَنِيْفَةَ لِلْقَاضِي الْأُشْنَانِيِّ

এ মুসনাদটি সংকলন করেছেন কাজী আবুল হাসান ওমর ইবনে হাসান ইবনে আলী (র.) (মৃ. ৩৩৯ হি.) যিনি 'হাফেয উশনানী' নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। দারা-কুতনী (র.)-এর শায়খ হাকেম আবূ আলী (র.) কর্তৃক এ সংকলক নির্ভরযোগ্য হওয়ার বক্তব্য বর্ণিত হয়েছে।

খুয়ারযিমী (র.) এর 'জামেউল মাসানীদ' গ্রন্থে এ মুসনাদটির উল্লেখ রয়েছে। ইনি তাঁর জমানায় বড় মাপের মুহাদ্দিস ও হাফেযে হাদীস হিসেবে স্বীকৃত ছিলেন। ইমাম সালেহী (র.) তাঁর নিজস্ব বর্ণনাসূত্রে মুসনাদটি বর্ণনা করেছেন।

নয়. مُسْنَدُ الْإِمَامِ اَبِيْ حَنِيْفَةَ لِأَبِيْ بَكْرٍ اَلْكَلَاعِيِّ

আবূ হানীফা (র.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের সমষ্টি এ মুসনাদটি সংকলন করেছেন আবূ বকর আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে খালেদ ইবনে হিল্লী আলকালায়ী (র.) (মৃ. হি.)। ইমাম সালেহী (র.) আট বর্ণনাকারীর মাধ্যমে এ মুসনাদটি বর্ণনা করেছেন। -(উকূদুল জুমান পৃ. ৩২৮)

দশ. مُسْنَدُ الْإِمَامِ اَبِيْ حَنِيْفَةَ لِلْحَافِظِ اَبِيْ عَبْدِ اللهِ الْبَلْخِيِّ

এ মুসনাদটি রচনা করেছেন হাফেযে হাদীস আবূ আব্দুল্লাহ হুসাইন ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে খুসরু আলবালখী (র.) (মৃ. ৫২২ হি.)। হাফেয যাহাবী (র.) তাঁকে বহু হাদীসের অধিকারী একজন মুহাদ্দিস বলেছেন। ইবনে হাজার আসকালানী (র.)-এর ভাষ্যানুসারে সাম'আনী (র.) কর্তৃক রচিত ذَيْلُ تَارِيْخِ بَغْدَادَ গ্রন্থে তাঁর বিস্তারিত জীবনবৃত্তান্ত রয়েছে।

সাম'আনী (র.) এ সংকলকের হাদীসের উস্তাদগণের বিস্তারিত তালিকা উল্লেখ করার পর বলেন-

وَبَالَغَ فِي الطَّلَبِ حَتَّى سَمِعَ مِنْ طَبَقَةٍ دُوْنِ هٰؤُلَاءِ وَكَتَبَ الْكَثِيْرَ مِنَ الْكُتُبِ لِنَفْسِهِ وَلِغَيْرِهِ، وَكَانَ مُفِيْدًا لِلْغُرَبَاءِ، وَجَمَعَ مُسْنَدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ.

"তিনি ইলম অন্বেষণে খুব মেহনত করেছেন। এমনকি উল্লিখিত স্তরের নিচের ওলামায়ে কেরাম থেকেও হাদীস শুনেছেন। বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। নিজের জন্য করেছেন। অপরের জন্য করেছেন। ভিনদেশী অসহায়দের জন্য আশ্রয়স্থল ছিলেন। তিনি 'মুসনাদে আবূ হানীফা সংকলন করেছেন।

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (র.) উক্ত সংকলকের মুসনাদ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন-

وَفِيْ كِتَابِهِ زِيَادَاتٌ عَلٰى مَا فِيْ كِتَابَيِ الْحَارِثِيِّ وَابْنِ الْمُقْرِئِ. (تَعْجِيْلُ الْمَنْفَعَةِ ٦/١)

"তাঁর কিতাবে হারেসী ও ইবনুল মুকরীর কিতাবের চেয়ে অধিক হাদীস রয়েছে।"-(তাজীলুল মানফা'আহ ১/৬)

হাকেম শামসুদ্দীন আবুল মাহাসেন মুহাম্মাদ ইবনে আলী আলহুসাইনী (র.) প্রসিদ্ধ ছয় কিতাবসহ মুসনাদে শাফেয়ী, মুসনাদে আহমাদ ও মুসনাদে আবূ হানীফার বর্ণনাকারীদের নিয়ে اَلتَّذْكِرَةُ بِرِجَالِ الْعَشَرَةِ নামে রিজাল শাস্ত্রের যে গ্রন্থ রচনা করেছেন সেখানে তিনি আলোচ্য মুসনাদটিকেই সামনে রেখেছেন।

এ প্রসঙ্গে হাফেয ইবনে হাজর আসকালানী (র.) বলেন-

أَمَّا الَّذِيْ اعْتَمَدَهُ الْحُسَيْنِيُّ عَلٰى تَخْرِيْجِ رِجَالِهِ فَهُوَ مُسْنَدُ ابْنِ خُسْرُوْ (تَعْجِيْلُ الْمَنْفَعَةِ ٦/١)

"বর্ণনাকারীদের উল্লেখের ক্ষেত্রে হুসাইনী যে মুসনাদের উপর ভরসা করেছেন তা হচ্ছে 'মুসনাদে ইবনে খুসরু'।" –(তা'জীলুল মানফাআহ ১/৬)

আবূ হানীফা (র.)-এর মুসনাদসমূহের মধ্যে যেগুলো বহুল প্রচলিত 'মুসনাদে খসরু' সেগুলোর একটি। ইমাম সালেহী (র.) বিভিন্নসূত্রে এ মুসনাদটি বর্ণনা করেছেন।

এগার. مُسْنَدُ الْإِمَامِ أَبِيْ حَنِيْفَةَ لِأَبِيْ يُوْسُفَ

এ মুসনাদটি মূলত রচনা করেছেন আবূ হানীফা (র.)-এর বিশিষ্ট শাগরেদ আবূ ইউসুফ (র.)। এ মুসনাদটি পরবর্তীতে অনেকের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। ফলে পরবর্তীতে নির্দিষ্ট কোনো মুহাদ্দিসের মুসনাদ হিসেবে এটি পরিচিতি লাভ করেনি। এ কারণে আল্লামা সালেহী (র.) এ মুসনাদটি সম্পর্কে বলেছেন–

تَخْرِيْجُ بَعْضِ الْمُحَدِّثِيْنَ مِنْ حَدِيْثِ أَبِيْ يُوْسُفَ عَنِ الْإِمَامِ أَبِيْ حَنِيْفَةَ. (عُقُوْدُ الْجُمَانِ صَفْحَة ٣٢٩)

কারো কারো মতে এ মুসনাদটি ভিন্ন কোনো মুসনাদ নয়; বরং 'কিতাবুল আসার'-এরই একটি প্রতিকপি। যেমনিভাবে হাফেজ কালায়ী (র.)-এর মুসনাদের ব্যাপারেও কেউ কেউ অনুরূপ মত পোষণ করেছেন।

যাহোক এ মুসনাদটি আবূ ইউসুফ থেকে বর্ণনা করেছেন তাঁর ছেলে ইউসুফ ও আমর ইবনে আবী আমর রহিমাহুমাল্লাহ।

বার, তের ও চৌদ্দ. আবূ ইউসুফ (র.)-এর উল্লিখিত মুসনাদের ন্যায় মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান ও হাম্মাদ ইবনে আবূ হানীফার নামেও আরো তিনটি মুসনাদের উল্লেখ রয়েছে। যেগুলোর ব্যাপারে হাদীসের ইমামগণের অভিমত হচ্ছে এগুলো মূলত আবূ হানীফা (র.) কর্তৃক রচিত 'কিতাবুল আসার' এরই বিভিন্ন নুসখা। এগুলো ভিন্ন কোনো মুসনাদ নয়। যদিও 'মুসনাদ' নামেই এগুলো কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরিচিতি লাভ করেছে।

আর এ কারণেই আল্লামা সালেহী (র.) এ মুসনাদগুলোর উল্লেখ ভিন্নভাবে ভিন্ন ইবারতে করেছেন। যেমন–

١- تَخْرِيْجُ بَعْضِ الْمُحَدِّثِيْنَ مِنْ سَمَاعَاتِ الْإِمَامِ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَسَنِ رَحِمَهُ اللّٰهُ وَتُسَمّٰى نُسْخَةُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ.

٢- تَخْرِيْجُ بَعْضِ الْمُحَدِّثِيْنَ مِنْ سَمَاعَاتِ الْإِمَامِ حَمَّادِ ابْنِ الْإِمَامِ أَبِيْ حَنِيْفَةَ عَنْ أَبِيْهِ.

٣- تَخْرِيْجُ الْإِمَامِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَيُسَمَّى الْآثَارُ (عُقُوْدُ الْجُمَانِ صَفْحَة ٣٣٠- ٣٣١)

পনের. مُسْنَدُ الْإِمَامِ أَبِيْ حَنِيْفَةَ لِابْنِ أَبِي الْعَوَامِ

এ মুসনাদটি রচনা করেছেন ইমাম ত্বাহাভী ও ইমাম নাসায়ী রাহিমাহুমাল্লাহুর বিশিষ্ট শাগরেদ কাজী আবুল কাসেম আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবীল আওয়াম আসসা'দী (র.) (মৃ. ৩৩৫ হি.)। তিনি মিসরে কাজির দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

ইবনে আবীল আওয়াম (র.) আবূ হানীফার মানাকেব বিষয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। সে কিতাবেরই একটি বড় অংশ হচ্ছে আবূ হানীফা (র.) কর্তৃক সংকলিত হাদীসের সমষ্টি। সালেহী (র.) এ মুসনাদ সম্পর্কে বলেছেন–

وَهُوَ بَابٌ كَبِيْرٌ مِنْ كِتَابِهِ الْمَنَاقِبِ.

"এ মুসনাদ হচ্ছে তাঁর মানাকেব কিতাবের একটি বড় অধ্যায়।"

–(উকূদুল জুমান পৃ. ৩৩৩)

ইমাম খুয়ারিযমী (র.) তাঁর 'জামেউল মাসানীদ' গ্রন্থে ইবনে আবীল আওয়ায (র.)-এর মুসনাদটিকেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

ষোল. مُسْنَدُ الْإِمَامِ أَبِيْ حَنِيْفَةَ لِأَبِيْ بَكْرِ بْنِ الْمُقْرِئِ

হাফেযে হাদীস আবূ বকর মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম ইবনুল মুকরী (র.) (মৃ. ৩৮১ হি.) এ মুসনাদটি সংকলন করেছেন। ইমাম সালেহী (র.) এ মুসনাদটির উল্লেখ করেছেন। ইতিপূর্বে ইবনে হাজার আসকালানী (র.)-এর একটি বক্তব্যেও এ মুসনাদটির উল্লেখ এসেছে।

হাফেয ইবনে হাজার (র.)-এর ঐ বক্তব্য থেকে এ কথাও বুঝা গেছে যে, এ মুসনাদটি উল্লেখযোগ্য মুসনাদসমূহের একটি। ইমাম সালেহী (র.) 'মুসনাদে হারেসী' যে সূত্রে বর্ণনা করেছেন সে সূত্রে এ মুসনাদটিও বর্ণনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন–

تَخْرِيْجُ الْحَافِظِ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ الْمُقْرِئِ : أَنْبَأَنِيْ بِهِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ الْقَاضِيْ أَبُوْ يَحْيٰى زَكَرِيَّا بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيُّ وَالْإِمَامُ الْحَافِظُ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ أَبِيْ بَكْرٍ الشَّافِعِيَّانِ بِسَنَدَيْهِمَا السَّابِقَيْنِ فِي الْمُسْنَدِ الْأَوَّلِ إِلَى الْمُؤَيَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيْمِ، قَالَا : أَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِي الرَّجَاءِ أَنَا مَنْصُوْرُ بْنُ الْحَسَنِ أَنَا أَبُوْ بَكْرٍ الْمُقْرِئُ الْمُخَرِّجُ لَه.

(عُقُوْدُ الْجُمَانِ صَفْحَة ٣٣٣)

ইমাম যাহাবী (র.) 'তাযকিরাতুল হুফফায' গ্রন্থে তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ইলমে হাদীস হাসিল করার জন্যে তিনি মুসলিম বিশ্বের প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্য পর্যন্ত অনেকবার সফর করেছেন। ছোট বড় প্রায়

ষোল/সতেরটি শহরে তাঁর যেসব উস্তাদ রয়েছেন, ইমাম যাহাবী (র.) এলাকাভিত্তিক তাঁদের নাম উল্লেখ করেছেন। আবুশশায়খ ইস্পাহানী, আবূ বকর ইবনে মারদূয়াহ, হামযা আসসাহমী ও আবূ নুয়াইম ইস্পাহানী রহিমাহুমুল্লাহুসহ প্রমুখ হাদীসের ইমামগণ তাঁর শাগরেদ ছিলেন।

আবূ নুয়াইম ইস্পাহানী (র.) তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন–

مُحَدِّثٌ كَبِيْرٌ ثِقَةٌ صَاحِبُ مَسَانِيْدَ، سَمِعَ مَا لَا يُحْصٰى كَثْرَةً. (تَذْكِرَةُ الْحُفَّاظِ ١٧٢/٣)

"তিনি একজন বড় মাপের নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস। অনেক মুসনাদের সংকলক। তিনি এত বেশি পরিমাণে হাদীস শুনেছেন যার আধিক্যের কোনো সীমা পরিসীমা নেই।"–(তাযকিরতুল হুফফায-৩/১৭২)

আল্লামা যাহাবী (র.) 'তাযকিরাতুল হুফফায' গ্রন্থে লিখেন– قَدْ صَنَّفَ مُسْنَدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ তিনি আবূ হানীফার মুসনাদ রচনা করেছেন। –(পৃ. ৩/১৭২)

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (র.) তাঁর সম্পর্কে বলেছেন –

وَكَذٰلِكَ خَرَّجَ الْمَرْفُوْعَ مِنْهُ الْحَافِظُ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ الْمُقْرِئِ. (تَعْجِيْلُ الْمَنْفَعَةِ ٢٤٠/١)

এ রকমভাবে তাঁর মারফূ হাদীসগুলো হাফেয আবূ বকর ইবনুল মুকরী (র.) সংকলন করেছেন। –(তাজীলুল মানফাআহ, ইবনে হাজার ১/২৪০)

হাফেয শামসুদ্দিন সাখাভী (র.) তাঁর সুবিখ্যাত কিতাব اَلْاِعْلَانُ بِالتَّوْبِيْخِ-এ ইবনুল মুকরী (র.)-এর মুসনাদ সম্পর্কে বলেছেন, হাফেয কাসেম ইবনে কুতলুবুগা (র.) এ মুসনাদের বর্ণনাকারীদের নিয়ে ভিন্ন একটি কিতাব রচনা করেছেন। –(পৃ. ১১৭)

মোটকথা ইবনুল মুকরী (র.)-এর এ মুসনাদটি হাদীসের ইমামগণের দৃষ্টিতে যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে।

সতের. مُسْنَدُ الْاِمَامِ اَبِيْ حَنِيْفَةَ لِاَبِيْ عَلِيِّ الْبَكْرِيِّ

হাফেযে হাদীস আবূ আলী আলবাকরী (র.) এ মুসনাদটি সংকলন করেছেন। আল্লামা সালেহী (র.) 'মুসনাদে আবূ হানীফা'র এ সংকলক সম্পর্কে বলেন– وَهُوَ آخِرُ مَنْ خَرَّجَ مُسْنَدَ الْاِمَامِ الْاَعْظَمِ اَبِيْ حَنِيْفَةَ فِيْمَا عَلِمْتُ "আমার জানা মতে ইনি হচ্ছেন মুসনাদে আবূ হানীফার সর্বশেষ সংকলক।" –(উকূদুল জুমান পৃ ৩৩৪)

সালেহী (র.) শুধুমাত্র চার মাধ্যমেই এ সংকলক থেকে মুসনাদটি বর্ণনা করেছেন। কারণ তাঁদের পরস্পরের জমানা ছিল কাছাকাছি।

আঠারো. مُسْنَدُ الْاِمَامِ اَبِیْ حَنِیْفَةَ لِمُحَمَّدِ بْنِ مَخْلَدِ الدُّوْرِیِّ

এ মুসনাদটি সংকলন করেছেন বিশিষ্ট হাফেযে হাদীস বহু গ্রন্থ প্রণেতা প্রবীণ মুহাদ্দিস আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে মাখলাদ আদদূরী (র.) (মৃ. ৩৩১ হি.)। ইনি হাসান ইবনে আরাফা, ইয়াকূব আদদাওরাকী ও ইমাম মুসলিমসহ সমকালীন অন্যান্য মুহাদ্দিসগণের শাগরেদ ছিলেন।

তিনি তাঁর অন্যান্য সংকলনের পাশাপাশি আবূ হানীফা (র.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসগুলোকে ভিন্নভাবে সংকলন করেছেন। তাঁর ঐ সংকলনের শিরোনাম ছিল جَمْعُ حَدِیْثِ اَبِیْ حَنِیْفَةَ ; খতীব বাগদাদী (র.) এ প্রসঙ্গে বলেন–

رَوٰى عَنْهُ مُحَمَّدِ بْنُ مَخْلَدِ الدُّوْرِیُّ فِیْ جَمْعِهٖ حَدِیْثَ اَبِیْ حَنِیْفَةَ (تَارِیْخُ بَغْدَاد فِیْ تَرْجَمَةِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَازِعِ، رَقْمُ التَّرْجَمه ٥٥٤، ٥٨٣/٢)

"মুহাম্মাদ ইবনে মাখলাদ আদদূরী তাঁর جَمْعُ حَدِیْثِ اَبِیْ حَنِیْفَةَ -এর মধ্যে তাঁর (মুহাম্মাদ ইবনে হাসান ইবনে ওয়াযে) থেকে বর্ণনা করেছেন।"

–(তারীখে বাগদাদ ২/৫৮৩)

ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন, 'তারীখে বাগদাদ' গ্রন্থে তাঁর সবিস্তার জীবনবৃত্তান্ত রয়েছে। ইমাম যাহাবী (র.) তাঁকে কয়েকটি বিশেষ গুণে গুণান্বিত করেছেন। তিনি বলেন –

كَانَ مَعْرُوْفًا بِالثِّقَةِ وَالصَّلَاحِ وَالْاِجْتِهَادِ فِى الطَّلَبِ (تَذْكِرَةُ الْحُفَّاظِ ١٦٠/١)

"তিনি নির্ভরযোগ্যতা, সততা ও ইলম অন্বেষণের ক্ষেত্রে কঠোর পরিশ্রমী হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন।" –(তাযকিরাতুল হুফফায ১/১৬০)

উনিশ. مُسْنَدُ الْاِمَامِ اَبِیْ حَنِیْفَةَ لِاِبْنِ عُقْدَةَ

এ মুসনাদটি সংকলন করেছেন হাফেযে হাদীস আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সাঈদ (র.) (মৃ. ৩৩২ হি.)। যিনি ইবনে উকদাহ নামে বেশি প্রসিদ্ধ ছিলেন। হাফেয যাহাবী (র.) তাঁর সম্পর্কে বলেন– اِلَيْهِ الْمُنْتَهٰى فِیْ قُوَّةِ الْحِفْظِ وَكَثْرَةِ الْحَدِیْثِ। "স্মরণশক্তি ও হাদীসের সংখ্যাধিক্যের দিক থেকে তিনিই সর্বশীর্ষে।" –(তাযকিরাতুল হুফফায ৩/৮৩৯)

হাফেয ইবনে উকদাহ (র.) একজন সচেতন দূরদৃষ্টি সম্পন্ন 'নাকেদ' মুহাদ্দিস ছিলেন। ইমাম যাহাবী (র.) একটি ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, একবার তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল "ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র.)-এর মধ্যে কে বড় হাফেযে হাদীস?" তিনি উত্তরে বললেন, "তাঁরা দুজনই বড় আলেম ছিলেন।" এ কথাই তাঁকে বারবার জিজ্ঞেস করা হলে তিনি একই উত্তর দিতে থাকলেন।

সবশেষে বললেন, সিরিয়াবাসী বর্ণনাকারীদের ব্যাপারে ইমাম বুখারী (র.)-এর কিছু ভুল হয়েছে। এর কারণ হচ্ছে এ ক্ষেত্রে তিনি তাদের কিতাবাদির সাহায্য নিয়েছিলেন। যার ফলে প্রায়ই এমন হয়েছে যে, কোনো ব্যক্তির উপনাম হিসেবে এক জায়গায় তার উল্লেখ এসেছে। আবার তার আসল নাম হিসেবে অন্য জায়গায় উল্লেখ এসেছে, তখন ইমাম বুখারী (র.) তাকে দুই ব্যক্তি মনে করে বসেন। কিন্তু সে তুলনায় ইমাম মুসলিম (র.)-এর 'ই'লাল'-এর মধ্যে ভুল খুবই কম। কেননা তিনি শুধুমাত্র মুসনাদ হাদীসগুলো লিখেছেন। –(তাযকিরাতুল হুফফায ২/৫৮৯ নং-৬১৩)

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র.) তাঁর 'তারীখে কাবীর' গ্রন্থে ইবনে উকদার সংকলিত এ মুসনাদ প্রসঙ্গে বলেন–

اِنَّ مُسْنَدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ لِابْنِ عُقْدَةَ يَحْتَوِيْ وَحْدَهٗ عَلٰى مَا يَزِيْدُ عَلٰى اَلْفِ حَدِيْثٍ.

শুধুমাত্র ইবনে উকদাহ (র.) কর্তৃক সংকলিত 'মুসনাদে আবূ হানীফা'র মধ্যেই এক হাজারের বেশি হাদীস রয়েছে। –(তানীবুল খতীব, কাওসারী (র.) পৃ. ৩০৬)

বিশ. مُسْنَدُ الْاِمَامِ اَبِيْ حَنِيْفَةَ لِابْنِ عَسَاكِرَ

এ মুসনাদটি রচনা করেছেন প্রসিদ্ধ ইতিহাসবিদ, তারীখে দিমাশকের রচয়িতা হাফেযে হাদীস আবুল কাসেম আলী ইবনে হুসাইন ইবনে হিবাতুল্লাহ দিমাশকী (র.) (মৃ. ১১ রজব ৫৭১ হি.)। ইনি 'হাফেয ইবনে আসাকের' নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইবনে আসাকের (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর যে মুসনাদ সংকলন করেছেন তার উল্লেখ করেছেন ডক্টর কুরদ আলী ও যাহেদ কাওসারী (র.)। তারীখে দিমাশকের ভূমিকা লিখতে গিয়ে কুরদ আলী তাঁর এ মুসনাদের কথা উল্লেখ করেছেন। আর ইবনে আসাকের (র.) কর্তৃক রচিত تَبْيِيْنُ كَذِبِ الْمُفْتَرِيْ فِيْمَا نُسِبَ اِلَى الْاِمَامِ الْاَشْعَرِيِّ গ্রন্থের ভূমিকায় কাউসারী (র.) এ মুসনাদের উল্লেখ করেছেন। –দারুল ফিকর বৈরুত থেকে প্রকাশিত تَارِيْخُ مَدِيْنَةِ دِمَشْقَ এর ভূমিকা ১/২৩, নং-৮৭।

একুশ. مُسْنَدُ الْاِمَامِ اَبِيْ حَنِيْفَةَ لِلْمَغْرِبِيِّ

এ মুসনাদটি রচনা করেছেন ইমাম ঈসা জাফরী মাগরিবী (র.) (মৃ. ১০৮০ হি.)। ইনি শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.)-এর উস্তাদগণের উস্তাদ। অর্থাৎ তাঁর শায়খুশ শায়খ। শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র.) তাঁর সম্পর্কে বলেন, তিনি হারামাইনের অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের উস্তাদ ছিলেন।

'মাকালীদুল আসানীদ' নামে তাঁর একটি 'মু'জাম' রয়েছে। সাথে সাথে তিনি আবূ হানীফা (র.)-এর একটি মুসনাদও সংকলন করেছেন। দেহলভী (র.)-এর ভাষ্যানুসারে তিনি এ মুসনাদের হাদীসগুলোকে عَنْعَنَة-এর মাধ্যমে মুত্তাসিল সূত্রে বর্ণনা করেছেন। কোথাও এর ব্যতিক্রম হয়নি।

–(ইনসানুল আইন পৃ. ১৮৩ বরাতে, প্রাগুক্ত)

উপসংহার

আবূ হানীফা (র.)-এর মুসনাদ হিসেবে উল্লিখিত মোটামুটি যে মুসনাদগুলো পাওয়া যায় সেগুলোতে শুধুমাত্র আবূ হানীফা (র.) কর্তৃত বর্ণিত হাদীস সন্নিবেশিত করা হয়েছে। সংকলকগণ তাঁদের নিজস্ব সনদ তথা বর্ণনাসূত্রে হাদীসগুলো আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন এবং এ হাদীসসমগ্রগুলো সংকলন করেছেন।

স্মর্তব্য, এ মুসনাদগুলোর মধ্যে থেকে দুয়েকটির ক্ষেত্রে تداخل হতে পারে। অর্থাৎ দুয়েকটি মুসনাদ এমন থাকতে পারে যা দুই নামে পরিচিতি লাভ করেছে, যদিও বাস্তবে সে দু'টি একই। এরকম দুয়েকটির ব্যাপারে এর আগেও ইঙ্গিত করা হয়েছে।

আর এখানে যেসব মুসনাদের উল্লেখ করা হয়েছে এর বাইরে সংকলিত আরো মুসনাদও থাকতে পারে। ব্যাপক পরিচিতি না থাকার কারণে হয়তো সেগুলোর সরাসরি উল্লেখ আসেনি। তবে ওলামায়ে উম্মতের বিভিন্ন ভাষ্য ও বক্তব্য থেকে আরো মুসনাদ আছে বলে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যেমন ইমাম মুহাম্মাদ যাহেদ ইবনুল হাসান কাউসারী (র.) খতীব বাগদাদী (র.) সম্পর্কে বলতে গিয়ে লিখেন–

وَكَانَ مَعَ الْخَطِيْبِ عِنْدَمَا حَلَّ دِمَشْقَ مُسْنَدُ اَبِيْ حَنِيْفَةَ لِلدَّارَقُطْنِيِّ وَمُسْنَدُ اَبِيْ حَنِيْفَةَ لِابْنِ شَاهِيْن (تَقْدِمَةُ نَصْبِ الرَّايَةِ صفحة ٢٥ فِيْ اٰخِرِ عُنْوَانِ طَرِيْقَةِ اَبِيْ حَنِيْفَةَ فِي التَّفَقِيْهِ)

"খতীব বাগদাদী (র.) যখন দামেশকে প্রবেশ করেন তখন তাঁর সঙ্গে ইমাম দারাকুতনী (র.) কর্তৃক সংকলিত 'মুসনাদে আবূ হানীফা' ও ইবনে শাহীন কর্তৃক সংকলিত 'মুসনাদে আবূ হানীফা'– গ্রন্থ দু'টি ছিল।–(নসবুর রাইয়াহ-এর ভূমিকা পৃ. ২৫)

উপলব্ধি

আবূ হানীফা (র.)-এর হাদীসসমগ্র বা হাদীসের ভাণ্ডার সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে গিয়ে এক্ষেত্রে আমরা কয়েক ধরনের তথ্য উপাত্ত খুঁজে পেয়েছি। তন্মধ্যে কিছু হচ্ছে, এমন কিছু শব্দ বা পরিভাষা যা বহুসংখ্যক হাদীসের অধিকারী একজন মুহাদ্দিসের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আবূ হানীফার ক্ষেত্রে এমন বহু শব্দ স্বীকৃত মুহাদ্দিসগণ ব্যবহার করেছেন। এমন উদ্ধৃতি আমাদের সামনে এসেছে।

আর কিছু ছিল, সমসাময়িক হাদীসের ইমামগণের মন্তব্য যা একজন বহুসংখ্যক হাদীসের অধিকারীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য– এমন মন্তব্য তাঁরা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর ক্ষেত্রে করেছেন। তাঁর শিক্ষাজীবন ও তাঁর শিক্ষকতা জীবনের এমন কিছু চিত্র তাঁরা তুলে ধরেছেন যা থেকে তাঁর সংগৃহীত হাদীসের আধিক্য পরিষ্কারভাবে ভেসে উঠে।

আরো কিছু তথ্য উপাত্ত এমন উপস্থাপনা করা হয়েছে, যেগুলোতে প্রসঙ্গক্রমে তাঁর হাদীস সংগ্রহের বড় বড় কিছু সংখ্যার উল্লেখ এসেছে। আবার কখনো তাঁর কাছে সংরক্ষিত হাদীসের নুসখা ও হাদীস লিখিত খাতার পরিমাণ উল্লেখ করা হয়েছে।

পরিশেষে তাঁর স্বহস্তে সংকলিত এবং তাঁর মাধ্যমে বর্ণিত হাদীসসমগ্র যা তাঁর শাগরেদবৃন্দ এবং পরবর্তী জমানার হাদীসের ইমামগণ 'মুসনাদ' নামে সংকলন করেছেন– সেগুলো বিস্তারিত দেখানো হয়েছে।

সেসব মুসনাদের হাদীসগুলোতে হাদীসের পুনরুক্তি রয়েছে– একথা স্বীকার করার সাথে সাথে, যে বিষয়গুলো এখানে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে লক্ষণীয় তা হচ্ছে ঃ

এক. এ ধরনের মুসনাদ তাঁদের বর্ণিত হাদীস নিয়েই সংকলন করা হয়, যাঁরা নিজ নিজ জমানায় হাদীসের জগতে সর্বজনস্বীকৃত অদ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন। যাঁদের বর্ণনাকৃত হাদীসের সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত করাকে সৌভাগ্যের বিষয় মনে করা হয়। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মালেক (র.)-এর মতো ব্যক্তিবর্গের বর্ণনাকৃত হাদীস নিয়ে এ ধরনের হাদীসসমগ্র তৈরি করা হয়েছে। যদিও সেগুলোর পরিমাণ এত বেশি নয়।

সুতরাং আবূ হানীফা (র.) বিশাল হাদীস সম্ভারের অধিকারী ছিলেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের ব্যাপক বিস্তৃতির বিবেচনায়ই তাঁর বর্ণিত হাদীস নিয়ে এতগুলো হাদীস সমগ্র তৈরি হয়েছে।

দুই. উল্লিখিত মুসনাদসমূহ যাঁরা সংকলন করেছেন তাঁদের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও পরিচিতি থেকে আশা করি আঁচ করা গেছে যে, তাঁরা সাধারণ কোনো ব্যক্তি ছিলেন না। প্রত্যেক সংকলক তাঁর জমানায় একজন স্বীকৃত হাফেযে হাদীস, মুহাদ্দিস ও ইমাম ছিলেন। রচনা ও সংকলনের ক্ষেত্রে অনেক বড় বড় অবদান রাখার পাশাপাশি তাঁরা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আবূ হানীফার হাদীসসমগ্র তৈরি করার প্রতি মনোনিবেশ করেছেন।

তিন. আবূ হানীফা (র.)-এর বর্ণিত হাদীসের যে সমগ্রগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলোর হাদীস সংখ্যা নিতান্ত কম নয়; বরং কোনো কোনোটির সংখ্যা সহস্রাধিক বলেও বর্ণনা রয়েছে। যেমনটা ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

'মাসানিদে আবূ হানীফা'কে সবিস্তারে উপস্থাপনা করার দ্বারা আমাদের সামনে এ বিষয়টিও দিবালোকের মতো পরিষ্কার হয়ে উঠেছে যে, আবূ হানীফা (র.) ও

তাঁর বর্ণিত হাদীসসমগ্র কোনো যুগেই অবহেলার পাত্র ছিল না এবং কোনো যুগেই হাদীসের ইমামগণের দৃষ্টির আড়ালে থেকে যায়নি; বরং একজন বড় মাপের মুহাদ্দিসের হাদীসগুলোর যত রকম মূল্যায়ন কাম্য, তাতে তার সবকিছুই হয়েছে। হাদীসগুলোকে সংরক্ষণ করা হয়েছে। নিজস্ব সনদে বর্ণনা করা হয়েছে, এগুলোর ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখা হয়েছে, এসব হাদীসের বর্ণনাকারীদের জন্য আলাদা জীবনীগ্রন্থ তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু আমরা হয় তো চোখ মেলে তাকাইনি, বৈ কি!।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দরসগাহ

প্রথম দরসগাহ

আবূ হানীফা (র.)-এর মূল দরসগাহ হচ্ছে কূফার ঐতিহ্যবাহী দরসগাহ যেখানে সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে শুরু করে আবূ হানীফা (র.)-এর জমানা পর্যন্ত প্রত্যেক যুগের শ্রেষ্ঠ ও অদ্বিতীয় আলেম ফকীহ মুহাদ্দিসগণ দরস দিয়েছেন।

এ দরসগাহের প্রথম উস্তাদ ছিলেন ইবনে মাসউদ (রা.) ও আলী (রা.) যাঁদের ব্যাপারে ইমাম যাহাবী (র.) বলেছেন– أَفْقَهُ اَهْلِ الْكُوْفَةِ عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُوْدٍ "কূফার শ্রেষ্ঠ ফকীহ আলেম হচ্ছেন আলী ও ইবনে মাসউদ। –(সিয়ারু আলামিন নুবালা ৬/৬৫)

এ দরসগাহের দ্বিতীয় উস্তাদ হচ্ছেন আলকামা ইবনে কায়েস আননাখায়ী (র.) (মৃ. ৬২ হি.) যাঁর ব্যাপারে ইমাম যাহাবী (র.) বলেছেন– أَفْقَهُ اَهْلِ الْكُوْفَةِ عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُوْدٍ وَاَفْقَهُ اَصْحَابِهِمَا عَلْقَمَةُ "কূফার শ্রেষ্ঠ ফকীহ হচ্ছেন আলী ও ইবনে মাসউদ, আর তাঁদের শাগরেদদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ফকীহ হচ্ছেন আলকামা।" –(প্রাগুক্ত)

যাঁর ব্যাপারে ইবনে মাসউদ (রা.) নিজে বলেছেন–

مَا أَقْرَأُ شَيْئًا وَلَا اَعْلَمُ اِلَّا عَلْقَمَةَ يَقْرَؤُهُ وَيَعْلَمُهُ.

"আমি যা পড়ি এবং জানি তার সবই আলকামা পড়ে এবং জানে।"

–(সিয়ারু আলামিন নুবালা ৫/৯৯)

এ দরসগাহের তৃতীয় স্তরের উস্তাদ হচ্ছেন ইবরাহীম ইবনে ইয়াযীদ আননাখায়ী (র.) (মৃ. ৯৬ হি.)। যাঁর ব্যাপারে আল্লামা যাহাবী (র.)-এর বক্তব্য হচ্ছে, আলকামার শাগরেদগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শাগরেদ হচ্ছেন ইবরাহীম নাখায়ী (র.)। ইমাম শা'বী (র.) বলেন–

أَفْقَهُ مِنَ الْحَسَنِ وَمِنْ اَهْلِ الْبَصْرَةِ وَمِنْ اَهْلِ الْكُوْفَةِ وَمِنْ اَهْلِ الشَّامِ وَاَهْلِ الْحِجَازِ

"তিনি হাসান বসরী (র.) থেকে বড় ফকীহ। বসরাবাসী, কূফাবাসী, সিরিয়াবাসী ও হেযাজবাসী সবার চেয়ে তিনি শ্রেষ্ঠ ফকীহ।

–(হিলয়াতুল আউলিয়া ৪/২২০ জীবনী নং ২৭৩)

এ দরসগাহের চতুর্থ স্তরের উস্তাদ হচ্ছেন হাম্মাদ ইবনে আবী সুলায়মান (র.) (মৃ. ১২০ হি.)। তাঁর ব্যাপারে ইমাম যাহাবী (র.)-এর বক্তব্য হচ্ছে–

أَفْقَهُ اَهْلِ الْكُوْفَةِ عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُوْدٍ وَاَفْقَهُ اَصْحَابِهِمَا عَلْقَمَةُ، وَأَفْقَهُ اَصْحَابِهِ اِبْرَاهِيْمُ، وَأَفْقَهُ اَصْحَابِ اِبْرَاهِيْمَ حَمَّادٌ اَىْ ابْنُ اَبِيْ سُلَيْمَانَ.

"কূফায় শ্রেষ্ঠ ফকীহ আলী ও ইবনে মাসউদ (রা.); তাঁদের শাগরেদদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ফকীহ আলকামা (র.), তাঁর শাগরেদদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইবরাহীম (র.), আর ইবরাহীমের শাগরেদদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ফকীহ হচ্ছেন হাম্মাদ ইবনে আবী সুলায়মান।"–(সিয়ারু আলামিন নুবালা ৬/৬৫)

এ হাম্মাদ ইবনে আবী সুলায়মান (র.) সম্পর্কে তাঁর শায়খ ইবরাহীম নাখায়ী (র.)-এর বক্তব্য হচ্ছে–

عَلَيْكُمْ بِحَمَّادٍ، فَإِنَّهُ قَدْ سَأَلَنِيْ عَنْ جَمِيْعِ مَا سَأَلَنِيْ عَنْهُ النَّاسُ.

"তোমরা হাম্মাদের সান্নিধ্য গ্রহণ কর। কারণ সমস্ত মানুষ আমাকে জিজ্ঞেস করে যা জেনে নিয়েছে, হাম্মাদ তার সবই আমার কাছ থেকে জেনে নিয়েছে।"

–(সিয়ারু আলামিন নুবালা ৬/৬১)

কূফার ঐতিহ্যবাহী দরসগাহ, যার উস্তাদ ছিলেন প্রত্যেক যুগের শ্রেষ্ঠ আলেম, সেই দরসগাহই ছিল ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মূল দরসগাহ। কারণ তিনি ছিলেন উপযুক্ত পূর্বসূরীদের যোগ্য উত্তরসূরী। যার দরুন ইমাম যাহাবী (র.) বলেছেন–

أَفْقَهُ اَهْلِ الْكُوْفَةِ عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُوْدٍ وَاَفْقَهُ اَصْحَابِهِمَا عَلْقَمَةُ، وَأَفْقَهُ اَصْحَابِهِ اِبْرَاهِيْمُ، وَأَفْقَهُ اَصْحَابِ اِبْرَاهِيْمَ حَمَّادٌ اَىْ ابْنُ اَبِيْ سُلَيْمَانَ، وَأَفْقَهُ اَصْحَابِهِ اَبُوْ حَنِيْفَةَ.

"কূফার শ্রেষ্ঠ ফকীহ আলেম হচ্ছেন আলী ও ইবনে মাসউদ (রা.) তাঁদের শ্রেষ্ঠ শাগরেদ হচ্ছেন আলকামাহ (র.), তাঁর শ্রেষ্ঠ শাগরেদ হচ্ছেন ইবরাহীম (র.), ইবরাহীমের শ্রেষ্ঠ শাগরেদ হচ্ছেন হাম্মাদ ইবনে আবী সুলায়মান (র.), আর তাঁর শ্রেষ্ঠ শাগরেদ হচ্ছেন আবূ হানীফা (র.)। –(সিয়ারু আলামিন নুবালা ৬/৬৫)

এ ঐতিহ্যবাহী দরসগাহ যা সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দুই ফকীহ আলেম সাহাবীর মাধ্যমে শুরু হয়েছিল, সেই দরসগাহের জন্য ইমাম আবূ হানীফা (র.) মতো ব্যক্তিই সর্বাধিক উপযুক্ত ছিলেন। ইমাম হাম্মাদ ইবনে আবী সুলায়মান (র.)-এর ইন্তেকালের পর এ দরসগাহের হক আদায় করার মতো ব্যক্তি পাওয়া কঠিন ছিল। বহু যাচাই বাছাইয়ের পর আবূ হানীফা (র.)-ই তার উপযুক্ত উস্তাদ হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। যে দরসগাহ থেকে ইসলামি শরিয়তের সবধরনের ইলম বন্টন করা হতো সেখানে যে কেউ বসে গেলে হবে কেন?

কূফার দরসগাহে বসার প্রেক্ষাপট

কূফার এ ঐতিহ্যবাহী দরসগাহে আবূ হানীফা (র.) শিক্ষক হিসেবে নিযুক্তির বিষয়টি আল্লামা সালেহী (র.) বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন। পাঠকদের সুবিধার্থে তার পুরোটাই এখানে তুলে দেওয়া হলো। উকূদুল জুমান গ্রন্থের ১৬৮-১৬৯ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেন–

اَلْبَابُ السَّابِعُ

فِيْ ابْتِدَاءِ جُلُوْسِهٖ لِلْإِفْتَاءِ وَالتَّدْرِيْسِ بَعْدَ مَوْتِ شَيْخِهٖ حَمَّادِ بْنِ أَبِيْ سُلَيْمَانَ بِسُؤَالِ أَكَابِرِ أَصْحَابِ حَمَّادٍ :

رَوٰى أَبُو الْمُؤَيَّدِ الْمُوَفَّقُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي الْوَلِيْدِ وَالْقَاضِي أَبُوْ عَبْدِ اللهِ الصيمرى عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ وَعَنْ دَاوُدَ الطَّائِيِّ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى أَدْخَلْتُ كَلَامَ بَعْضِهِمْ فِيْ بَعْضٍ قَالَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ : كَانَ مُفْتِيَ الْكُوْفَةِ الْمَنْظُوْرُ إِلَيْهِ فِي الْفِقْهِ بَعْدَ إِبْرَاهِيْمَ النَّخَعِيِّ حَمَّادُ بْنُ أَبِيْ سُلَيْمَانَ، وَكَانَ النَّاسُ بِهٖ أَغْنِيَاءُ، فَلَمَّا مَاتَ حَمَّادُ ابْنُ أَبِيْ سُلَيْمَانَ اِحْتَاجُوْا إِلٰى مَنْ يَجْلِسُ لَهُمْ، وَخَافَ أَصْحَابُهٗ أَنْ يَمُوْتَ ذِكْرُهٗ وَيَنْدَرِسَ الْعِلْمُ، وَكَانَ لِحَمَّادِ بْنِ حَسَنِ الْمَعْرِفَةُ، فَاجْتَمَعُوْا عَلَيْهِ، فَجَاءَ أَصْحَابُ أَبِيْهِ فَاخْتَلَفُوْا إِلَيْهِ، وَكَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهِ النَّحْوُ، وَكَلَامُ الْعَرَبِ، فَلَمْ يَصْبِرْ عَلَيْهِمْ وَقَالَ أَبُو الْوَلِيْدِ : فَلَمْ يَجِدُوْا عِنْدَهٗ غِنَاءً، فَأَخَذَ الْمَجْلِسَ مُوْسٰى بْنُ أَبِيْ كَثِيْرٍ، وَجَعَلَ يَجْلِسُ لِلنَّاسِ مَكَانَ حَمَّادٍ، وَكَانَ النَّاسُ يَحْتَمِلُوْنَهٗ، وَلَمْ يَكُنْ فَارِهًا فِي الْفِقْهِ، إِلَّا أَنَّهٗ لَقِيَ الْمَشَايِخَ الْكِبَارَ وَجَالَسَهُمْ، فَخَرَجَ حَاجًّا، قَالَ اِبْنُ سَلَمَةَ : فَأَجْمَعَ رَأْيُهُمْ عَلٰى أَبِيْ بَكْرٍ النَّهْشَلِيِّ وَسَأَلُوْهُ فَأَبٰى، وَسَأَلُوْا أَبَا بُرْدَةَ فَأَبٰى قَالَ دَاوُدُ الطَّائِيُّ : فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ النَّهْشَلِيُّ وَأَبُوْ حُصَيْنٍ وَيَزِيْدُ بْنُ أَبِيْ ثَابِتٍ : إِنَّ هٰذَا الْخَزَّازَ حَسَنُ الْمَعْرِفَةِ يَعْنِيْ أَبَا حَنِيْفَةَ، وَكَانَ حدثًا، فَأَجْلَسُوْهُ، فَكَلَّمُوْهُ فَقَالَ : مَا أُحِبُّ أَنْ يَمُوْتَ الْعِلْمُ ! فَسَاعَدَهُمْ وَجَلَسَ لَهُمْ فَاخْتَلَفُوْا إِلَيْهِ : وَكَانَ رَجُلًا مُوْسِرًا سَخِيًّا ذَكِيًّا حَسَنَ الْمَعْرِفَةِ فَصَبَرَ نَفْسَهٗ عَلَيْهِمْ وَأَحْسَنَ مُوَاسَاتِهِمْ وَحِبَاهُمْ قَالَ أَبُو الْوَلِيْدِ : فَوَجَدَ النَّاسُ عِنْدَهٗ مَا لَمْ يَجِدُوْهُ عِنْدَ غَيْرِهٖ مِمَّنْ كَانَ فَوْقَهٗ وَمِمَّنْ هُوَ مِنْ أَقْرَانِهٖ، وَوَجَدُوْا عِنْدَهٗ فِيْ كُلِّ الْأَبْوَابِ نَفَاذًا وَعِلْمًا غَزِيْرًا فَلَزِمُوْهُ وَتَرَكُوْا غَيْرَهٗ، فَلَمْ يَزَالُوْا يَخْتَلِفُوْنَ إِلَيْهِ حَتّٰى تَخَرَّجَ بِهٖ أَقْوَامٌ فَصَارُوْا أَئِمَّةً فِي الْعِلْمِ قَالَ دَاوُدُ : فَاخْتَلَفَ إِلَيْهِ

الطَّبَقَةُ الْعُلْيَا، ثُمَّ اخْتَلَفَ إِلَيْهِ مِنْ بَعْدِهِمْ أَبُوْ يُوْسُفَ وَأَسَدُ بْنُ عَمْرٍو وَالْقَاسِمُ بْنُ مَعْنٍ وَزُفَرُ بْنُ الْهُذَيْلِ وَالْوَلِيْدُ بْنُ أَبَانَ فِيْ رِجَالٍ مِنْ أَهْلِ الْكُوْفَةِ، فَكَانَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ يُفَقِّهُهُمْ فِي الدِّيْنِ، وَكَانَ شَدِيْدَ الْبِرِّ لَهُمْ وَالْمُعَاهَدَةِ لَهُمْ وَكَانَ ابْنُ أَبِيْ لَيْلَى وَابْنُ شُبْرُمَةَ وَشَرِيْكٌ يُخَالِفُوْنَهُ وَيَطْلُبُوْنَ شَيْنَه، فَلَمْ يَزَلْ كَذٰلِكَ حَتّٰى اسْتَحْكَمَ أَمْرُهُ وَاحْتَاجَ إِلَيْهِ الْأُمَرَاءُ وَذَكَرَهُ الْخُلَفَاءُ قَالَ دَاوُدُ الطَّائِيُّ : وَجَعَلَ أَمْرُهُ يَزْدَادُ عُلُوًّا وَكَثُرَ أَصْحَابُهُ حَتّٰى كَانَتْ حَلْقَتُهُ أَعْظَمَ حَلْقَةٍ فِي الْمَسْجِدِ وَأَوْسَعَهُمْ فِي الْجَوَابِ، فَانْصَرَفَتْ وُجُوْهُ النَّاسِ إِلَيْهِ، وَأَكْرَمَهُ الْأُمَرَاءُ وَالْحُكَّامُ وَالْأَشْرَافُ، وَقَامَ بِالنَّوَائِبِ، وَحَمَلَ الْكَلَّ، وَعَمِلَ أَشْيَاءَ أَعْجَزَتْ غَيْرَهُ، فَقَوِى ذٰلِكَ بِالْعِلْمِ الْوَاسِعِ وَالْجِدَةِ، وَأَسْعَدَتْهُ الْمَقَادِيْرُ، وَكَثُرَ حُسَّادُهُ انْتَهٰى كَلَامُهُمْ شعر :

إِنَّ الْعَرَانِيْنَ تَلْقَاهَا مُحَسَّدَةً ۞ وَلَنْ تَرَىٰ لِلِئَامِ النَّاسِ حُسَّادًا

সপ্তম অধ্যায় : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর উস্তাদ হাম্মাদ ইবনে আবী সুলায়মান (র.)-এর ইন্তেকালের পর হাম্মাদের শীর্ষ পর্যায়ের শাগরেদগণের অনুরোধে আবূ হানীফা (র.)-এর ফতোয়াদান ও শিক্ষাদানের সূচনা :

... হাম্মাদ ইবনে সালামা (র.) বলেন, ইবরাহীম নাখায়ী (র.)-এর পর কূফার মুফতি ও ফিকহী বিষয়ে সবার লক্ষ্যবস্তু ছিলেন হাম্মাদ ইবনে আবী সুলায়মান। তাঁর দ্বারা মানুষ পরিতৃপ্ত ছিল। অতঃপর যখন হাম্মাদ ইন্তেকাল করলেন তখন তাদের জন্য বসার মতো একজনের প্রয়োজন তারা অনুভব করল। তারা আশঙ্কাবোধ করল যে, নচেৎ হাম্মাদ (র.)-এর আলোচনা ও ইলম নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

হাম্মাদের একজন ভালো জ্ঞানীগুণী ছেলে ছিল। তারা সবাই তার কাছে জড়ো হলো। তাঁর পিতার শাগরেদগণ তাঁর দরবারে আসা যাওয়া করতে লাগল। কিন্তু তাঁর মাঝে নাহু ও আরবি ভাষার খুব প্রভাব ছিল। ফলে তিনি তাদের জন্য সময় দিতে পারেননি।

আবুল ওয়ালীদ (র.) বলেন, মানুষ তাঁর কাছে পরিতৃপ্ত হতে পারল না। তখন মূসা ইবনে আবী কাসীর (র.) সে দরসগাহে আসন গ্রহণ করলেন। তিনি হাম্মাদ (র.) পরিবর্তে মানুষদের কল্যাণের লক্ষ্যে বসতে লাগলেন। মানুষও তাঁকে গ্রহণ করে নিয়েছে। কিন্তু তিনি ফিকহী বিষয়ে দক্ষ ছিলেন না। তবে বড় বড় শায়খের সান্নিধ্য লাভ করেছেন, তাঁদের সঙ্গে উঠাবসা করেছেন। পরে তিনি হজের উদ্দেশ্যে চলে গেলেন।

হাম্মাদ ইবনে সালামা (র.) বলেন, এর পর তারা সবাই আবূ বকর আননাহশালীর ব্যাপারে একমত হলো এবং তাঁকে অনুরোধ করল। কিন্তু তিনি অস্বীকৃতি জানালেন। তারা আবূ বুরদাকে অনুরোধ করল, তিনিও অসম্মতি জানালেন।

দাঊদ ত্বায়ী (র.) বলেন, তখন আবূ বকর আননাহশালী, আবূ হুসাইন ও ইয়াযীদ ইবনে সাবিত এরা সবাই বললেন, এ রেশমের কাপড়ওয়ালা জ্ঞানীগুণী মানুষ। তাদের উদ্দেশ্য ছিল আবূ হানীফা (র.)। তখন তিনি অল্প বয়স্ক ছিলেন। তাঁরা বললেন, একে বসিয়ে দাও।

তখন তারা তাঁর সঙ্গে কথা বলল। আবূ হানীফা (র.) বললেন, "ইলম নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক তা আমি চাই না।" তিনি তাদেরকে সাহায্য করলেন এবং তাদের জন্য বসলেন। মানুষ তাঁর কাছে আসা যাওয়া করল।

তিনি ধনবান দানশীল লোক ছিলেন। মেধাবী ও উত্তম জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তাদের জন্য নিজেকে ওয়াকফ করে দিলেন। তাদের সঙ্গে সদাচরণ ও সহমর্মিতা প্রদর্শন করলেন।

আবুল ওয়ালীদ বলেন, মানুষ তাঁর কাছে তা পেল যা তারা অন্যদের কাছে পায়নি, তাঁর বড়দের কাছেও পায়নি, তাঁর সমবয়সীদের কাছেও পায়নি। তারা তাঁর কাছে প্রতিটি বিষয়ের ইলম পেয়েছে, ফলে তারা বহু ইলম অর্জন করতে পেরেছে, আর তাই তারা তাঁকেই আকড়ে ধরল এবং অন্যদেরকে ছেড়ে দিল। এভাবে তারা তাঁর দরসগাহে আসা যাওয়া করতে থাকল। এভাবে তাঁর হাতে এমন একটি জামাত তৈরি হলো যারা ইলমের জগতে ইমাম হয়ে গেল।

দাঊদ ত্বায়ী (র.) বলেন, তখন শীর্ষ পর্যায়ের লোকেরা তাঁর কাছে যাওয়া আসা করল, এরপর তাদের পরবর্তী স্তর তার কাছে আসা যাওয়া করল। যেমন আবূ ইউসুফ, আসাদ ইবনে আমর, কাসেম ইবনে মা'ন, যুফার ইবনে হুযায়েল ও ওলীদ ইবনে আবানসহ কূফার বহু ওলামায়ে কেরাম। আবূ হানীফা (র.) তাদের দ্বীনী জ্ঞান দান করতেন, তাদের প্রতি খুব সদাচরণ করতেন এবং তাদের প্রতি খুব খেয়াল রাখতেন।

ইবনে আবী লায়লা, ইবনে শুবরুমা ও শরীক রহিমাহুমুল্লাহ তাঁর বিরোধিতা করতেন। অবস্থা এভাবেই চলল এবং তার একটি মজবুত অবস্থান সৃষ্টি হয়ে গেল। আমীর ও ওমারারা তাঁর মুখাপেক্ষী হলো এবং খলিফা তাঁকে স্মরণ করল।

দাঊদ ত্বায়ী (র.) বলেন, তাঁর অবস্থান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল। তাঁর ছাত্র বেড়ে গেল। যার ফলে মসজিদের সবচেয়ে বড় দরসগাহ হয়ে গেল তাঁর দরসগাহ এবং বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরদানে সবচেয়ে ব্যাপকতা লাভ করলেন। তাঁর প্রতি মানুষের দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো। আমীর, গভর্নর ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ তাঁকে ইজ্জত সম্মান করল। তিনি বড় বড় মসিবতের মোকাবিলা করেছেন। অসহায় প্রতিবন্ধীদের হাতে ধরেছেন। তিনি এমন এমন কাজ করেছেন যা অন্যদেরকে অক্ষম করে দিয়েছে। তাঁর ব্যাপক ইলম ও অঢেল সম্পত্তি বিষয়টিকে আরো শক্তিশালী করেছে। তাঁর কিসমতও তাঁকে সৌভাগ্যের দ্বারে পৌঁছে দিয়েছে। তাঁর সঙ্গে হিংসাকারীদের সংখ্যা বেড়ে গেছে।

◈ সম্মানিতদের তুমি হিংসার শিকার পাবে * ইতর শ্রেণির কোনো হিংসুটে থাকে না। –(উকূদুল জুমান পৃ. ১৬৮-১৬৯)

উকূদুল জুমান গ্রন্থের বিস্তারিত বিবরণ থেকে কূফার সে দরসগাহের ঐতিহ্য, তার শান এবং এর জন্য ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর উপযুক্ততা সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

এ বিবরণের এক জায়গায় আবূ হানীফা (র.)-এর ব্যাপারে وَكَانَ حَدَثًا "তিনি অল্প বয়স্ক ছিলেন" বলা হয়েছে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, এ ধরনের দরসগাহে বসার জন্য যেমন ভারিক্কি ও প্রৌঢ়ত্ব প্রয়োজন সে বয়স তখনও তাঁর হয়নি। যদিও তাঁর বয়স তখন চল্লিশ হয়ে গিয়েছিল।

আবূ যাহরা মিসরী (র.)-এর বক্তব্য

এ প্রসঙ্গে আল্লামা আবূ যাহরা মিসরী (র.) বলেন–

جَلَسَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ فِي الْأَرْبَعِيْنَ مِنْ عُمُرِهِ فِيْ مَجْلِسِ شَيْخِهِ حَمَّادٍ بِمَجْلِسِ الْكُوْفَةِ، وَأَخَذَ يُدَارِسُ تَلَامِيْذَهٗ مَا يُعْرَضُ لَهٗ مِنْ فَتَاوٰى، وَمَا يَبْلُغُهٗ مِنْ اَقْضِيَةٍ. (ابو حنيفة صفحة ٢٧)

"আবূ হানীফা (র.) চল্লিশ বছর বয়সে তাঁর শায়খ হাম্মাদ (র.)-এর কূফার দরসগাহে সমাসীন হয়েছেন। তাঁর সামনে যত মাসআলা মাসায়েল ও মামলা মুকদ্দমা উপস্থাপিত হয় তিনি সেসব নিয়ে তাঁর শাগরেদদের সঙ্গে পঠন-পাঠন করতে লাগলেন। –(আবূ হানীফা ২৭)

উল্লেখ্য, হাম্মাদ ইবনে আবী সুলায়মান (র.) ১২০ হিজরিতে ইন্তেকাল করেছেন। এ ১২০ হিজরি থেকে ১৩০ হিজরি পর্যন্ত তিনি নিয়মতান্ত্রিকভাবে এ দরসগাহে পাঠদান চালু রাখেন। ইলমি সফর ও হজের সফর ছাড়া তিনি কূফাতেই অবস্থান করতেন এবং দরস দিতেন।

১৩০ হিজরিতে উমাইয়া গভর্নর ইবনে হুবায়রার সঙ্গে দ্বন্দ্বের কারণে তিনি কূফা ছেড়ে চলে যান। ১৩২ হিজরিতে আব্বাসী খিলাফাত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তিনি কূফায় ফিরে এলেও ১৩৬ হিজরি পর্যন্ত কূফায় নিয়মতান্ত্রিকভাবে অবস্থান করেননি। ১৩৬ হিজরির পরে আব্বাসী খলিফা আবূ জাফর মানসূরের অত্যাচারে তিনি দরসদানের কাজ যথারীতি চালাতে পারেননি। যদিও ইলমি লেন-দেন সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল না।

ইবনুল বাযযাযী (র.)-এর বর্ণনা

ইবনুল বাযযাযী (র.)-এর বর্ণনা মতে আবূ হানীফা (র.) তাঁর শেষ জমানার কিছুকাল নিজের বাড়িতেই অবস্থান করেছেন। খলিফা মানসূরের কারণে তাঁর দরসগাহে দরস চালিয়ে যেতে পারেননি। ইবনুল বাযযাযী (র.) তাঁর মানাকেব গ্রন্থে লিখেন–

اِنَّ اَبَا جَعْفَرٍ حَبَسَ اَبَاحَنِيْفَةَ عَلٰى اَنْ يَتَوَلَّى الْقَضَاءَ، وَيَصِيْرَ قَاضِيَ الْقُضَاةِ، فَاَبٰى حَتّٰى ضُرِبَ مِاَةً وَعَشَرَةَ اَشْوَاطٍ، وَاَخْرَجَ مِنَ السِّجْنِ عَلٰى اَنْ يَلْزَمَ الْبَابَ، وَطَلَبَ مِنْهُ اَنْ يُفْتِيَ فِيْمَا يَرْفَعُ اِلَيْهِ مِنَ الْاَحْكَامِ، وَكَانَ يُرْسِلُ اِلَيْهِ الْمَسَائِلَ، وَكَانَ لَا يُفْتِيْ، فَاَمَرَ اَنْ يُعَادَ اِلَى السِّجْنِ، فَاُعِيْدَ وَغَلَظَ عَلَيْهِ وَضَيَّقَ تَضْيِيْقًا شَدِيْدًا.

“আবূ জাফর (মানসূর) বিচারপতি হওয়ার জন্য এবং প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব নেওয়ার জন্য আবূ হানীফা (র.)-কে বন্দি করেছেন। তিনি অসম্মতি জানালেন। তখন তাঁকে একশত দশবার চাবুক মারা হয় এবং তাঁকে এ শর্তে জেলখানা থেকে বের করে দেওয়া হয় যে, তিনি ঘর থেকে বের হবেন না। খলিফা মানসূর তার দরবারে উত্থাপিত মামলা মুকদ্দমা ও মাসআলা মাসায়েলের উত্তর দেওয়ার জন্য তাঁকে অনুরোধ করেন। কিন্তু তিনি উত্তর দিতেন না। তাই তাঁকে আবারো জেলে পুরে দেওয়া হলো। তাঁর উপর প্রচণ্ড রেগে গেল এবং তার সঙ্গে কঠোর আচরণ করল। –(মানাকেব ইবনে বাযযাযী বরাতে, আবূ হানীফা ৪৬)

যাহোক, এ সবিস্তার আলোচনার সারমর্ম হচ্ছে, আবূ হানীফা (র.)-এর আসল দরসগাহ ছিল কূফার ঐ দরসগাহ, যা বহু ঐতিহ্যের অধিকারী। জীবনের বড় অংশটি তিনি এখানে বসে ইলমে নববী তথা ইলমে হাদীস ও ইলমে ফিকহসহ সকল দ্বীনী ইলমের প্রচার ও প্রসার করে গেছেন।

দ্বিতীয় দরসগাহ

ইমাম আবূ হানীফার (র.)-এর দ্বিতীয় বৃহত্তর দরসগাহ হচ্ছে মক্কা মুয়াযযামার হেরেম শরীফ। ১৩০ হিজরিতে উমাইয়া গভর্নর ইবনে হুবায়রার অত্যাচারে মক্কায় চলে যাওয়ার পর সেখানে তিনি কম-বেশি প্রায় ছয় বছরের মতো অবস্থান করেছেন। কোনো কোনো বর্ণনা হিসেবে আব্বাসী খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ১৩২ হিজরিতে তিনি কূফায় ফিরে এলেও, আবার চলে গেছেন এবং ১৩৬ হিজরি পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করেছেন।

এ দীর্ঘ সময়কালে তিনি হেরেম শরীফে নিয়মিত দরস দিয়েছেন। তাঁর ইলম হাসেল করার ধারাবাহিকতা সেখানেও বন্ধ হয়নি। এ ধারাবাহিক ছয় বছর ব্যতীত তিনি যে অসংখ্যবার হজ্জ করেছেন সে সফরগুলোতেও তিনি ইলমি

লেনদেন রীতিমতো জারি রেখেছেন। এ প্রসঙ্গে ইমাম আবূ যাহরা মিসরী (র.) তাঁর 'আবূ হানীফা' গ্রন্থে লিখেছেন-

بَلِ الْمَرْوِيُّ أَنَّهُ كَانَ إِذَا ذَهَبَ إِلَى الْحَجِّ أَفْتَى وَجَادَلَ وَنَاظَرَ، وَقَدْ كَانَ يَتَّخِذُ حَلْقَةَ دَرْسٍ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَحْيَانًا ثُمَّ لَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَنْفِيَ أَنَّهُ فِي الْمُدَّةِ الَّتِيْ أَوٰى فِيهَا إِلَى الْحَرَمِ مِنْ مَظَالِمِ الْأُمَوِيِّيْنَ وَعُمَّالِهِمْ اِتَّخَذَ لَهُ حَلْقَةَ دَرْسٍ أَدْلَى فِيهَا بِآرَائِهِ وَفِقْهِهِ. (ص: ٤٩)

"... বরং বর্ণিত এভাবে আছে যে, যখন তিনি হজে যেতেন তখন ফতোয়া দিতেন। বাহাস মোবাহাসা করতেন। কখনো কখনো মসজিদে হারামে পাঠদানের হলকা নিয়েও বসতেন। আর আমরা একথা অস্বীকার করতে পারি না যে, উমাইয়া গভর্নর ও আমলাদের অত্যাচারে তিনি যখন হেরেম শরীফে আশ্রয় নিয়েছিলেন, তখন সেখানে তিনি দরসদানের আয়োজন করেছিলেন।" (পৃ. ৪৯)

আল্লামা আবূ যাহরা (র.) তাঁর পছন্দসই কোনো বর্ণনা না পাওয়ার কারণে কথাটি এভাবে বলেছেন যে, আবূ হানীফা (র.)-এর মতো ব্যক্তি এতকাল সেখানে অবস্থান করে নিয়মিত কোনো দরসগাহের আয়োজন করেননি রীতিমতো পাঠদানের কোনো ব্যবস্থা করেননি- তা হতেই পারে না। কারণ অন্যান্য সময়ে তিনি যে তা করেছেন, তাতো বর্ণনায় আছেই। সুতরাং মেনে নিতেই হচ্ছে যে, এ দীর্ঘ সময়েও তিনি নিয়মিত দরসের আয়োজন করেছেন। আবূ যাহরা (র.) কেয়াস করে যে দাবিটি করেছেন তা সত্য। সদরুল আইম্মা (র.) ওযীর ইবনে আব্দুল্লাহ (র.)-এর মাধ্যমে এ প্রসঙ্গে একটি দীর্ঘ বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। ওযীর ইবনে আব্দুল্লাহ (র.) বর্ণনা করেন-

"আমি মক্কায় ইয়াসীন যাইয়াতকে দেখেছি, তিনি একটি জামাতকে সম্বোধন করে বলেছেন, হে মানুষ সকল! তোমরা আবূ হানীফা (র.)-এর কাছে আসা-যাওয়া কর। তাঁর সাথে বসাকে গনিমত মনে কর এবং তাঁর ইলম থেকে উপকৃত হওয়ার চেষ্টা কর। কেননা বসার মতো এমন মজলিস তোমরা পরে পাবে না। হালাল-হারাম সম্পর্কে অবগত এমন কাউকে তোমরা পাবে না। এ ব্যক্তি যদি তোমাদের হাত থেকে ছুটে যায়, তাহলে ইলমের বড় একটি অংশ তোমরা হারিয়ে ফেলবে।-(মানাকিব সদরুল আইম্মা ১/৩৮ বরাতে, ইমামে আ'যম পৃ. ২৯৯)

আবূ হানীফার হেজাজের দরসগাহের ব্যাপারে অনুরূপ বক্তব্য আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (র.)-এর শাগরেদ ফিরোজ থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন-

رَأَيْتُ أَبَا حَنِيفَةَ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَيُفْتِيْ أَهْلَ الْمَشْرِقِ وَأَهْلَ الْمَغْرِبِ.

"আমি কা'বা শরীফের আঙ্গিনায় দেখেছি, আবূ হানীফা (র.) বসে আছেন এবং প্রাচ্য-পশ্চাত্যের মানুষকে ফতোয়া দিচ্ছেন।" -(মানাকেব সদরুল আইম্মা ২/৫৭)

ইবনে মুবরাক (র.) সে মজলিসে উপস্থিত ছাত্রদের অবস্থান বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন– وَالنَّاسُ يَوْمَئِذٍ نَاسٌ "আর সেকালের মানুষতো মানুষই ছিল।" সদরুল আইম্মা (র.) ইবনে মুবারকের এ কথার ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন– يَعْنِيْ اَلْفُقَهَاءُ الْكِبَارُ وَخِيَارُ النَّاسِ অর্থাৎ তার সামনে বসা উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ ছিলেন ফুকাহায়ে কেরাম ও শীর্ষ স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ। –(প্রাগুক্ত)

ইমাম আবূ হানীফা (র.) তাঁর ছাত্র জমানাতেই মক্কার ওলামায়ে কেরামের মাঝে এ গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছিলেন। আর তা হয়েছে মক্কার তৎকালীন শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস আতা ইবনে আবী রাবাহের সুবাদে। যেভাবে এর আগেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, আতা ইবনে আবী রাবাহের দরবারে আবূ হানীফার বিশেষ মাকাম ও মর্যাদা ছিল। সাইমারী (র.) নিজস্ব সূত্রে বর্ণনা করেছেন-

عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ : كُنَّا نَكُوْنُ عِنْدَ عَطَاءٍ بَعْضُنَا خَلْفَ بَعْضٍ، فَإِذَا جَاءَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ اَوْسَعَ لَهٗ وَاَدْنَاهُ، (أَخْبَارُ اَبِيْ حَنِيْفَةَ و اَصْحَابِه صفحة : ٨٣)

"হারেস ইবনে আব্দুর রহমান (র.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা আতার মজলিসে একে অপরের পেছনে পেছনে বসে থাকতাম। যখন আবূ হানীফা (র.) আসতেন, তখন তিনি তাঁর জন্য জায়গা খালি করে দিতেন এবং কাছে নিয়ে বসাতেন।–(আখবারু আবী হানীফা পৃ. ৮৩ বরাতে, মাকানাতুল ইমাম আবী হানীফা পৃ. ১৮)

এ ছাড়াও আতা ইবনে আবী রাবাহের সঙ্গে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর ইলমি লেনদেনের অনেক বর্ণনা রয়েছে, যা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আবূ হানীফা (র.) ছাত্র জমানা থেকেই মক্কার ওলামায়ে কেরামের মাঝে সুপরিচিত ছিলেন, আর সে সুবাদেই তিনি হেরেম শরীফের আঙ্গিনায় পাঠদানের আয়োজন করতে সক্ষম হয়েছেন।

মক্কায় ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দরসগাহের একটি দৃশ্য

মক্কায় ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দরসগাহের একটি দৃশ্য চিত্রিত হয়েছে ইমাম যাহাবী (র.)-এর নিম্নোক্ত বর্ণনায়–

قَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ : كُنْتُ اَسْمَعُ بِذِكْرِ اَبِيْ حَنِيْفَةَ، فَأَتَمَنّٰى اَنْ اَرَاهُ، فَإِنِّيْ بِمَكَّةَ إِذَا رَأَيْتُ النَّاسَ مُتَقَصِّفِيْنَ عَلٰى رَجُلٍ، فَسَمِعْتُ رَجُلًا يَقُوْلُ : يَا اَبَا حَنِيْفَةَ! فَقُلْتُ : اِنَّهٗ هُوَ.

"ইমাম লায়স ইবনে সা'দ (র.) বলেন, আমি ইমাম আবূ হানীফার প্রসিদ্ধির কথা শুনছিলাম। সাক্ষাতের খুব ইচ্ছা ছিল। ভাগ্যক্রমে মক্কায় তাঁর সঙ্গে এভাবে দেখা হয়েছে যে, আমি দেখতে পেলাম লোকেরা এক ব্যক্তির উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। এর মধ্যে শুনতে পেলাম জামাতের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বলে উঠল,

হে আবূ হানীফা! শুনে আমি মনে মনে বললাম, চলো আশা পূরণ হয়ে গেছে। ইনিই আবূ হানীফা (র.)। -(মানাকিব আবূ হানীফা, যাহাবী পৃ. ৩৬, লাজনাতু ইহইয়াইল মা'আরিফ আনুসানিয়্যাহ।)

মক্কায় ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে ইলম হাসিল করার ব্যাপারে লায়স ইবনে সা'দের আরেকটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন হাফেযে হাদীস আবূ মুহাম্মদ হারেসী (র.)। মিসরের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও ফকীহ আব্দুর রহমান ইবনে কাসেম (র.) (মৃ. ১৯১ হি.) বলেন-

بَلَغَنِيْ اَنَّ اَبَا حَنِيْفَةَ يُرِيْدُ الْحَجَّ فَخَرَجْتُ اِلَيْهِ قَاصِدًا فَلَقِيْتُهُ بِمَكَّةَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ مَسَائِلَ كَثِيْرَةٍ فِىْ اَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَسَأَلْتُهُ عَنْ مَسَائِلِ الْجِنَايَاتِ وَعَنْ قَتْلِ الْخَطَاِ وَشِبْهِ الْعَمَدِ. (مَنَاقِبُ الموفق الباب السابع و العشرون)

"আমি লায়স ইবনে সা'দ থেকে শুনেছি তিনি বলেছেন, আমি একবার জানতে পেরেছি- আবূ হানীফা হজ্জের ইচ্ছা করেছেন, তখন আমি শুধুমাত্র তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার উদ্দেশ্যে হজে গিয়েছি। মক্কায় তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। আমি তাঁকে বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছি। আমি তাঁকে ভুলক্রমে হত্যা ও ইচ্ছাসদৃশ হত্যা সম্পর্কে দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিধি-বিধান জিজ্ঞেস করেছি।

-(মানাকিব সদরুল আইম্মা ২/১৫৪)

হেরেম শরীফের আঙ্গিনায় আবূ হানীফা (র.)-এর দরসগাহে যেমন ভীড় হতো, তেমনিভাবে তাঁর বাসায়ও শিক্ষার্থীদের আনাগোনা প্রচুর পরিমাণে হত। আবূ জাফর ত্বাহাভী (র.) বাক্কা ইবনে কুতাইবার উদ্ধৃতি দিয়ে ইমাম আবূ আসেম নাবীল থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন-

আমরা মক্কায় আবূ হানীফা (র.)-এর সঙ্গে থাকতাম। ফিকহ ও হাদীসের শিক্ষার্থীরা তাঁর এখানে ভীড় জমিয়ে ফেলত। তখন আবূ হানীফা (র.) একবার বললেন, এমন কেউ কি নেই যে বাড়ীওয়ালাকে বলে এ লোকগুলোকে আমার এখান থেকে যেতে বলবে। -(মুকাদ্দামায়ে ইলাউস সুনান পৃ. ৭২, বরাতে প্রাগুক্ত)

এসব বর্ণনাও মক্কায় আবূ হানীফা (র.)-এর পাঠদানের ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতাকে প্রমাণ করে।

তৃতীয় দরসগাহ

আবূ হানীফা (র.) মদীনাতে মাদীনার মুহাদ্দিস ওলামায়ে কেরাম থেকে ইলম হাসিল করেছেন, বর্ণনায় তা রয়েছে। সেখানে যুহরী, নাফে' ও মালেকসহ অন্যান্য মাদানী ওলামায়ে কেরাম থেকে হাদীসের ইলম নিয়েছেন। আবার মাদানী অনেক শাগরেদও তাঁর রয়েছে যারা মদীনাতে তাঁর কাছ থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন।

কিন্তু মদীনায় তাঁর রীতিমতো কোনো দরসগাহ ছিল বলে উল্লেখ পাওয়া যায় না। আবূ যাহরা (র.)-এর বর্ণনায় হেজাযের উল্লেখ রয়েছে; কিন্তু বিশেষভাবে মদীনার কোনো উল্লেখ নেই। তাই নিশ্চিতভাবে তা দাবি করা যায় না।

তবে ইবনে জারীর তাবারী (র.)-এর একটি বর্ণনা থেকে ভিন্ন রকমের একটি তথ্য পাওয়া যায়। তাঁর বর্ণনার সারমর্ম হচ্ছে–

إِنَّ الْمَنْصُوْرَ أَرَادَ أَبَا حَنِيْفَةَ عَلَى الْقَضَاءِ بِهَا فَامْتَنَعَ، فَحَلَفَ الْمَنْصُوْرُ أَنْ يَتَوَلَّى مَعَهُ، وَحَلَفَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ أَلَّا يَتَوَلَّى، فَوَلَّاهُ الْقِيَامَ بِأَمْرِ الْمَدِيْنَةِ، وَضَرْبِ اللَّبِنِ وَأَخْذِ الرِّجَالِ بِالْعَمَلِ، فَتَوَلَّى ذٰلِكَ، حَتّٰى فَرَغُوْا مِنْ اِسْتِتْمَامِ حَائِطِ الْمَدِيْنَةِ مِمَّا يَلِي الْخَنْدَقَ.

وَقَالَ اِبْنُ جَرِيْرٍ : وَذُكِرَ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ عَدِيٍّ أَنَّ الْمَنْصُوْرَ عَرَضَ عَلٰى أَبِيْ حَنِيْفَةَ الْقَضَاءَ وَالْمَظَالِمَ فَامْتَنَعَ، فَحَلَفَ أَلَّا يَقْلَعَ عَنْهُ حَتّٰى يَعْمَلَ لَهُ، فَأُخْبِرَ بِذٰلِكَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ، فَدَعَا بِقَصَبٍ، فَعَدَّ اللَّبِنَ، لِيَبَرَّ بِذٰلِكَ يَمِيْنُ أَبِيْ جَعْفَرٍ. (تَارِيْخُ ابْنِ كَثِيْرٍ ٩٧/١٠)

“মানসূর আবূ হানীফা (র.)-কে বিচারের দায়িত্ব দিতে চাইলে তিনি অসম্মতি জানালেন। তখন মানসূর আবূ হানীফা (র.)-কে দায়িত্ব দেওয়ার ব্যাপারে কসম করল। পক্ষান্তরে আবূ হানীফা (র.) এ দায়িত্ব গ্রহণ না করার উপর কসম করে ফেললেন। এরপর মানসূর তাঁকে মদীনার দায়িত্বভার অর্পণ করল। ইট তৈরি করা এবং লোকদেরকে দিয়ে কাজ করানোর দায়িত্ব দিল। আবূ হানীফা (র.) এ দায়িত্ব গ্রহণ করলেন এবং খন্দক এলাকায় মদীনার প্রাচীর তৈরির কাজ সম্পন্ন করা পর্যন্ত তিনি দায়িত্ব পালন করেছেন।

ইবনে জারীর (র.) বলেন, হাইসাম ইবনে আদী উল্লেখ করেছেন, মানসূর আবূ হানীফা (র.)-কে বিচার ও অপরাধ দমনের দায়িত্ব গ্রহণ করার প্রস্তাব দিল। আবূ হানীফা (র.) তা গ্রহণ করলেন না। তখন মানসূর এ বলে কসম করল যে, তিনি এ দায়িত্ব গ্রহণ করা পর্যন্ত যেন তাঁকে অব্যাহতি না দেওয়া হয়। আবূ হানীফা (র.) যখন এ খবর জানতে পারলেন তখন তিনি একটি বাঁশের কঞ্চি আনালেন এবং ইটগুলো গুনলেন, যাতে এতটুকু দ্বারা আবূ জাফর মানসূরের কসম পূর্ণ হয়ে যায়।–(তারীখে ইবনে কাসীর ১০/৯৭ বরাতে, আবূ হানীফা পৃ ৩৯)

ইবেন জারীর তাবারী (র.)-এর এ বর্ণনার প্রথম অংশ থেকে এতটুকু সাব্যস্ত হয় যে, আবূ হানীফা (র.) বিচারকের পদ থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য মানসূর কর্তৃক প্রদত্ত অন্য একটি দায়িত্ব তিনি কিছুকালের জন্য গ্রহণ করেছিলেন এবং সেই সুবাদে তিনি মদীনায় কিছুদিন ধারাবাহিক অবস্থান করেছিলেন।

আবূ হানীফার সাধারণ পাঠদান প্রতিভা এবং সর্ববিষয়ক যোগ্যতার কারণে এ ধারণা করা যায় যে, তিনি মদীনাতে কিছুকালের জন্য হলেও দরস ও তাদরীসের কাজ করেছেন। তবে সর্বাবস্থায় তা ইবনে জারীরের এ বর্ণনা প্রমাণিত হওয়ার উপর নির্ভর করছে। এর জন্য ভিন্ন কোন বর্ণনা আমরা পাইনি।

চতুর্থ দরসগাহ

বিভিন্ন বর্ণনার আলোকে বুঝা যায় আবূ হানীফা (র.) কূফার পার্শ্ববর্তী শহর বসরাতেও অনিয়মিত দরস ও পাঠদানের কাজ করেছেন।

কখনো কখনো কিছুটা দীর্ঘ সময় সেখানে অবস্থানও করেছেন। তবে এ উদ্ধৃতিগুলো তাঁর জীবনের প্রথম ভাগের। শায়খ আবূ যাহরা মিসরী (র.) আবূ হানীফা (র.)-এর জীবনের প্রথম ভাগের বিবরণ প্রসঙ্গে এক পর্যায়ে বলেন–

تَثَقَّفَ إِذَنْ أَبُوْ حَنِيْفَةَ بِكُلِّ الثَّقَافَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ الَّتِيْ كَانَتْ فِيْ عَصْرِهِ، حَفِظَ الْقُرْآنَ الْكَرِيْمَ عَلَى قِرَاءَةِ عَاصِمٍ، وَقَدْ عَرَفَ قَدْرًا مِنَ الْحَدِيْثِ وَقَدْرًا مِنَ النَّحْوِ وَالْأَدَبِ وَالشِّعْرِ وَجَادَلَ الْفِرَقَ الْمُخْتَلِفَةَ فِيْ مَسَائِلِ الْاِعْتِقَادِ وَمَا يَتَّصِلُ بِهِ، وَكَانَ يَرْحَلُ لِهٰذِهِ الْمُنَاقَشَةِ إِلَى الْبَصْرَةِ وَكَانَ يَمْكُثُ بِهَا أَحْيَانًا سَنَةً لِذٰلِكَ الْجَدَلِ، ثُمَّ انْصَرَفَ بَعْدَ ذٰلِكَ إِلَى الْفِقْهِ. (أَبُوْ حَنِيْفَةَ حَيَاتُهُ وَعَصْرُهُ : آرَاؤُهُ وَفِقْهُهُ)

"আবূ হানীফা (র.) এ সময়ে সমস্ত ইসলামি তাহযীব তামাদ্দুন আয়ত্ত করেছেন। তিনি কারী আসেমের কেরাত অনুসারে কুরআনে কারীম হেফজ করেছেন, হাদীস শিখেছেন। এমনিভাবে নাহু, সাহিত্য ও কবিতা শিখেছেন। আর আকীদা ও তার সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে বিভিন্ন ফেরকার সঙ্গে বিতর্ক-বাহাস করেছেন, এসব বাহাস-বিতর্ক করার জন্য বসরায় সফর করতেন এবং সে সুবাদে কখনো কখনো সেখানে বছরখানিক থেকে যেতেন। এরপর তিনি ফিকহমুখী হয়েছেন।" –(আবূ হানীফা ২৪)

আবূ হানীফা (র.) বাতিল ফেরকাগুলোর মোকাবিলা করার জন্য বসরায় দীর্ঘ সময় অবস্থান করতেন– এ কথাটিই এ উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে। যা থেকে এ বিষয়টি বেরিয়ে আসে যে, আকীদাগত বিষয়ে বসরাবাসীরা ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে অনেক কিছু শিখেছেন। রীতিমতো দরস বলে কোনো উল্লেখ নেই। কিন্তু আবূ হানীফা সেখানে আকীদাগত বিষয়গুলো যেহেতু ইলমিভাবে দলিল প্রমাণের ভিত্তিতে সুসাব্যস্ত করার চেষ্টা করতেন, সেহেতু বলা যায়, 'আকীদা'র শিরোনামে ইলমের অন্যান্য দিকও বহুল পরিমাণে তাঁর থেকে প্রকাশ পেয়েছে। সেক্ষেত্রে যাঁরা তাঁর সান্নিধ্যে ছিলেন তাঁরা যথেষ্ট পরিমাণে অর্জনও করেছেন। ইলম শিখা ও শিখানোর এটিও একটি স্বীকৃত পদ্ধতি।

আবূ হানীফা (র.) তাঁর নিজের একটি বক্তব্যে বসরায় তাঁর অবস্থান করার কথা উল্লেখ করেছেন। তবে সেই বক্তব্যে তিনি বলতে চেয়েছেন, তাঁর শায়খ বেঁচে থাকা অবস্থায় ভিন্ন দরসগাহে পাঠদান তাঁর জন্য ঠিক হয়নি। তিনি সেই বক্তব্যে তাঁর সরল স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করেছেন যে, সেই দরসগাহে আমি অনেক প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিনি। তিনি বলেন–

قَدِمْتُ الْبَصْرَةَ فَظَنَنْتُ أَنِّيْ أُسْئَلُ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا اَجَبْتُهُ عَنْهُ، فَسَأَلُوْنِيْ عَنْ اَشْيَاءَ لَمْ يَكُنْ عِنْدِيْ فِيْهَا جَوَابٌ، فَجَعَلْتُ عَلَى نَفْسِيْ أَلَّا اُفَارِقَ حَمَّادًا حَتّٰى يَمُوْتَ اَوْ اَمُوْتَ، فَصَحِبْتُهُ ثَمَانِيَ عَشَرَةَ سَنَةً. (تَارِيْخُ بَغْدَاد ٣٣٣/٣)

"আমি বসরায় এসেছি, আমার ধারণা ছিল আমাকে যা-ই জিজ্ঞেস করা হবে, আমি তার উত্তর দিতে পারব। এরপর তারা আমাকে এমন কিছু বিষয়ে জিজ্ঞেস করল, যার কোনো জবাব আমার কাছে ছিল না। তখন আমি নিজের ব্যাপারে এ প্রতিজ্ঞা করলাম যে, হাম্মাদ বা আমি– দুজনের একজনের মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আমি হাম্মাদকে ছেড়ে যাব না। এরপর আঠার (১৮) বছর আমি তাঁর সান্নিধ্যে কাটিয়েছি।–(তারীখে বাগদাদ : খতীব বাগদাদী (র.) ১৩/৩৩৩ বরাতে, আবূ হানীফা ২৬)

আবূ হানীফার এ বক্তব্যে সবকিছুর ফাঁকে আমরা যে বিষয়টি পাচ্ছি তা হল বসরায় তাঁর অবস্থান ও পাঠদান। কিছুকাল হলেও তিনি সে কাজটি করেছেন। নিজের অনুভূতির ভিত্তিতে আবার শায়খের দরবারে ফিরে এসেছেন। কারণ সত্যের অনুসন্ধানই তো জীবনের লক্ষ্য।

এ ধরনের আরো কিছু খণ্ডচিত্র রয়েছে যা থেকে বুঝা যায় আবূ হানীফা (র.) ইলমের একটি অন্যতম কেন্দ্র বসরাতেও পাঠদানের খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন।

পঞ্চম দরসগাহ

ইমাম আবূ হানীফা (র.) তাঁর জীবনের একেবারে শেষভাগে এসে বাগদাদ নগরীতে পাঠদান করেছেন বলে কিছু কিছু বর্ণনায় ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) খলিফা মানসূরের জেলখানায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন নাকি মুক্ত অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন– এ বিষয়ে দু'রকমের বর্ণনা রয়েছে। তবে তাঁকে যে বাগদাদ নগরীতে দাফন করা হয়েছে, এ বিষয়ে কোনো মতভেদ নেই। তেমনিভাবে তাঁর মৃত্যুকাল নিয়েও কোনো মতভেদ নেই।

যেভাবে এর আগেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, আবূ হানীফা (র.) ১৪৮ হি. পর্যন্ত রীতিমতো ইলমি আদানপ্রদানে ব্যস্ত ছিলেন। এরপর খলিফার পক্ষ থেকে তাঁর উপর জুলুম অত্যাচারের কঠিন পরীক্ষা নেমে আসে, ফলে কূফার দরসগাহে দরসদান বিঘ্নিত হয়। এরপর যাঁরা বলেন, আবূ হানীফা মুক্তিলাভ করে স্বাভাবিক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন এবং মৃত্যু ও দাফন বাগদাদেই হয়েছে তাঁদের বর্ণনামতে আবূ হানীফা (র.)-এর জীবনের একেবারে শেষ অংশটি বাগদাদে কেটেছে। সুতরাং কিছুকালের জন্য হলেও সেখানে তাঁর একটি দরসগাহ গড়ে উঠা অস্বাভাবিক কোনো বিষয় নয়।

এ বিষয়টি শায়খ আবূ যাহরা মিসরী (র.) এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন–

مَاتَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ بِبَغْدَادَ وَدُفِنَ بِهَا، وَعَلٰى ذٰلِكَ اِتَّفَقَتِ الْاَخْبَارُ، وَلٰكِنَّ هَلْ كَانَ قَدْ نَقَلَ حَلْقَةَ دَرْسِهٖ بِهَا ؟ لَمْ يَذْكُرْ اَحَدٌ مِنَ الْمُؤَرِّخِيْنَ اَنَّ اَبَا حَنِيْفَةَ قَدْ نَقَلَ دَرْسَهٗ اِلٰى بَغْدَادَ، وَالْاَخْبَارُ كُلُّهَا تُشِيْرُ اِلٰى اَنَّ دَرْسَهٗ اِسْتَمَرَّ بِالْكُوْفَةِ اِلٰى اَنْ حِيْلَ بَيْنَهٗ وَبَيْنَ الدَّرْسِ وَالْاِفْتَاءِ، فَفِى الرِّوَايَاتِ الَّتِيْ تُذْكَرُ مِحْنَتُهٗ اِشَارَةٌ اِلٰى اَنَّهٗ حُمِلَ مِنَ الْكُوْفَةِ اِلٰى بَغْدَادَ، وَاَحْيَانًا تُصَرِّحُ بِذٰلِكَ، وَعَلٰى ذٰلِكَ نَقُوْلُ : اِنَّهٗ فِى الْمُدَّةِ الَّتِيْ عَاشَهَا بَعْدَ تَمَامِ بِنَاءِ بَغْدَادَ كَانَ دَرْسُهٗ بِالْكُوْفَةِ اِلٰى اَنْ نَزَلَتْ بِهِ الْمِحْنَةُ وَمَاتَ بَعْدَهَا. (اَبُوْ حَنِيْفَةَ صف ٤٩)

"ইমাম আবূ হানীফা (র.) বাগদাদে মৃত্যুবরণ করেছেন এবং সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়েছে। সমস্ত বর্ণনা এ বিষয়ে এক ও অভিন্ন। কিন্তু তিনি তাঁর দরসগাহ বাগদাদে নিয়ে গিয়ে ছিলেন কিনা? এ ক্ষেত্রে ইতিহাসবিদদের কেউই এ কথা উল্লেখ করেননি যে, আবূ হানীফা তাঁর দরসগাহ বাগদাদে নিয়ে গিয়েছিলেন। আর সবগুলো বর্ণনা এ দিকেই ইঙ্গিত করে যে, তাঁকে ফতোয়াদান ও পাঠদান থেকে বাধা দেওয়া পর্যন্ত তিনি ধারাবাহিকভাবে কূফাতেই দরস দিয়ে চলেছেন। আর যে বর্ণনাগুলোতে আবূ হানীফা (র.)-এর উপর অত্যাচারের বিবরণ রয়েছে সেগুলোতে এ ইঙ্গিত রয়েছে যে, তাঁকে কূফা থেকে বাগদাদে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কোনো কোনোটিতে তা স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে। আর এ ভিত্তিতেই আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, বাগদাদ শহর নির্মাণের পর আবূ হানীফা (র.)-এর উপর জুলুম-অত্যাচার শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি যতদিন বেঁচেছিলেন ততদিন তিনি কূফাতেই অবস্থান করেছেন। তিনি মারা গেছেন আরো পরে।" –(আবূ হানীফা পৃ ৪৯)

শায়খ আবূ যাহরা (র.)-এর এ বিশ্লেষণ থেকে যে বিষয়টি পাওয়া যাচ্ছে তা হলো, আবূ হানীফা (র.)-কে যে বাগদাদে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তা একটি স্বীকৃত বিষয়। তাঁর মৃত্যু ও দাফন সেখানেই হয়েছে। সুতরাং জীবনের শেষ সময়গুলো তিনি বাগদাদে কাটিয়েছেন বলেই বুঝা যায়। অতএব, তিনি সেখানে দরসও দিয়েছেন তা অস্বীকার করা যায় না। তবে যদি এ বর্ণনাই সাব্যস্ত হয় যে, আবূ হানীফা (র.) বন্দি অবস্থায় মারা গেছেন এবং কোনো কোনো বর্ণনা হিসেবে তাঁকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়েছে। তাহলে সে বর্ণনা হিসেবে আবূ হানীফা (র.) বাগদাদে রীতিমতো কোনো দরস দিয়েছেন– একথা সাব্যস্ত হওয়া কঠিন হবে। তাঁকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করার বিষয়টি বর্ণনা করেছেন দাউদ ইবনে রাশেদ ওয়াসেতী (র.)। তিনি বলেন–

كُنْتُ شَاهِدًا حِيْنَ عُذِّبَ الْإِمَامَ لِيَلِيَ الْقَضَاءَ، كَانَ يُخْرَجُ كُلَّ يَوْمٍ، فَيُضْرَبُ عَشَرَةَ أَشْوَاطٍ، حَتّٰى ضُرِبَ عَشَرَةٌ وَ مِأَةُ شَوْطٍ، وَكَانَ يُقَالُ لَهُ : اِقْبَلِ الْقَضَاءَ، فَيَقُوْلُ : لَا أَصْلُحُ فَلَمَّا تَتَابَعَ عَلَيْهِ الضَّرْبُ قَالَ خَفيا، اَللّٰهُمَّ اَبْعِدْ عَنِّيْ شَرَّهُمْ بِقُدْرَتِكَ فَلَمَّا اَبٰى دَسُّوْا عَلَيْهِ السَّمَّ فَقَتَلُوْهُ. (مِنْ اَبِيْ حَنِيْفَةَ لِاَبِيْ زَهْرَةَ ص : ٤٨)

হাদীস সংকলন পদ্ধতির প্রবর্তন

যাকে হাদীসের যথারীতি সংকলন ও গ্রন্থনা বলা যায় তা সর্বপ্রথম শুরু করেছেন ইমাম আবূ হানীফা (র.)। হাদীস সংরক্ষণের প্রধান পদ্ধতি হচ্ছে মুখস্থ করে সংরক্ষণ করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ ও তাঁর পরবর্তী দীর্ঘকাল পর্যন্ত এ পদ্ধতিই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য ছিল। তবে মুখস্থ রাখার পাশাপাশি হাদীস লিখে রাখার প্রচলনও সে যুগে ছিল। ব্যক্তিগত প্রয়োজনের তাগিদে যিনি যা লিখে রাখার প্রয়োজন বোধ করতেন, তিনি তা লিখে রাখতেন। সাহাবা তাবেয়ীগণের যুগে এ ধরনের বহু লিপির নমুনা ও উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে এ হাদীসলিপিগুলো ছিল একান্ত ব্যক্তিগত পর্যায়ের ও সীমিত পরিসরের।

হিজরি প্রথম শতাব্দীর শেষের দিকে এসে উমাইয়া খলিফা ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (র.) (মৃ. ১০১ হি.) যখন ওলামায়ে কেরামের একে একে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে যাওয়াকে লক্ষ্য করলেন এবং ইলম মিটে যাওয়ার শঙ্কাবোধ করলেন, তখন তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের হাদীসের ইমামগণের কাছে এ মর্মে চিঠি পাঠালেন যে, তাঁরা যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসগুলো একত্র করেন এবং খলিফার কাছে পাঠিয়ে দেন।

খলিফা ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (র.) কর্তৃক এ ফরমান জারি করার পর তিনি বেশি দিন বেঁচে থাকেননি। তিনি ১০১ হিজরির রজব মাসে ইন্তেকাল করেন। এ সময়ের মধ্যে দুটি 'হাদীসসমগ্র' তৈরি হয়ে খলিফার দরবারে পৌঁছেছে; তার একটি হচ্ছে ইমাম ইবনে শিহাব যুহরী (র.) (মৃত. ১২৫ হি.)-এর। আরেকটি হচ্ছে আবূ বকর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে হাযম আলআনসারী (র.) (মৃত. ১২০ হি.)-এর। এ দুই মহান ব্যক্তি দু'টি 'হাদীসসমগ্র' তৈরি করে দিয়ে গেছেন। আর তাঁদের সংকলিত হাদীসের এ সমগ্র দু'টিকেই প্রথম 'হাদীসসমগ্র' হিসেবে গণ্য করা হয়।

অবশ্য সাধারণভাবে ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (র.)-কে সরকারিভাবে হাদীস সংকলনের ব্যাপারে সর্বপ্রথম প্রস্তাবক বলে মনে করা হলেও একটি বর্ণনা এমন পাওয়া যায়, যার দ্বারা বুঝা যায়, ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (র.)-এর খেলাফতের প্রায় পনের/বিশ বছর আগে তার পিতা মিসরের প্রাদেশিক গভর্নর

আব্দুল আযীয ইবনে মারওয়ান এ কাজে সর্বপ্রথম হাত দিয়েছিলেন। মিসরীয় মুহাদ্দিস লায়স ইবনে সা'আদ (র.) বলেন–

ইয়াযীদ ইবেন হাবীব আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, আব্দুল আযীয ইবনে মারওয়ান (র.) কাসীর ইবেন মুররা আলহাযরামীর (মৃ. ৭০-৮০ হি) নিকট এ মর্মে একটি চিঠি লিখেছেন যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের থেকে যে সমস্ত হাদীস শুনেছেন সেগুলোর মধ্যে আবূ হুরায়রার হাদীস ব্যতীত বাকি সকলের হাদীস আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন। কেননা আবূ হুরায়রার হাদীস আমাদের কাছে আছে। –(সিয়ারু আলামিন নুবালা : ইমাম যাহাবী ৫/৮৯)

উল্লেখ্য, কাসীর ইবনে মুররা (র.) হিমসে সত্তরজন সাহাবীর সাক্ষাৎ পেয়েছেন।

এ উদ্ধৃতি হিসেবে বলা যায় সরকারিভাবে এ নতুন পদক্ষেপ সর্বপ্রথম আব্দুল আযীয ইবনে মারওয়ান নিয়েছেন যা প্রায় ৮৫ হিজরির আগের কথা। তবে ওমর ইবনে আব্দুল আযীযকে প্রথম প্রস্তাবক এ হিসেবে বলা যেতে পারে যে, খলিফাতুল মুসলিমীন হিসেবে তিনিই সর্বপ্রথম এ কাজে হাত দিয়েছেন। তা ছাড়া ওমর ইবনে আব্দুল আযীযের লক্ষ্য ছিল অনেক ব্যাপক।

এভাবে হাদীস সংরক্ষণের ইতিহাসে সংকলনের সূত্রপাত হয়। তবে উদ্ধৃত এ দু'টি ক্ষেত্রেই 'হাদীসসমগ্র' তৈরি করতে বিশেষ পদ্ধতির কোন বিন্যাসের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। সাহাবায়ে কেরাম থেকে বর্ণিত হাদীসগুলো তাঁদের নামে বর্ণনাসূত্রসহ একত্র করে দেওয়া হয়েছে। সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে হাদীস সংকলন ও বিন্যাসের বিষয়টি এসেছে আরো পরে। যুহরী ও ইবনে হাযম রাহিমাহুমাল্লাহ ব্যতীত আরো ছয়জন তাবেয়ীর কিছু সংকলনের উল্লেখও পাওয়া যায়। যেমন ইমাম শা'বী (র.) কিছু হাদীস সংকলন করেছিলেন বলে বর্ণনা রয়েছে। তবে সে সংকলনও ছিল কোনো একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর কিছু হাদীসের একত্রিকরণ।

পূর্বেই বলা হয়েছে, সর্বপ্রথম যথারীতি হাদীস সংকলন ও গ্রন্থনা শুরু করেছেন ইমাম আবূ হানীফা (র.)। আবূ হানীফা (র.)-এর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যাবলির সঙ্গে এটি একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। দ্বীন তথা শরিয়তের বিষয়াদি নিয়ে একটি সুবিন্যস্ত সংকলন পদ্ধতি প্রবর্তন করে ইলমের ময়দানে একটি নতুন দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। ইমাম সুয়ূতী (র.) (মৃ. ৯১১ হি.) লিখেন–

مِنْ مَنَاقِبِ اَبِيْ حَنِيْفَةَ الَّتِيْ اِنْفَرَدَ بِهَا اَنَّهُ اَوَّلُ مَنْ دَوَّنَ عِلْمَ الشَّرِيْعَةِ وَرَتَّبَهُ اَبْوَابًا، ثُمَّ تَبِعَهُ مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ فِيْ تَرْتِيْبِ الْمُوَطَّاِ، وَلَمْ يَسْبِقْ اَبَا حَنِيْفَةَ اَحَدٌ. (تَبْيِيْضُ الصَّحِيْفَةِ ص : ١٢٩)

"যেসব গুণাবলীতে আবূ হানীফা (র.) এককভাবে গুণান্বিত তার একটি হচ্ছে, তিনিই সর্বপ্রথম শরীয়তের ইলম সংকলন করেছেন, তাকে অধ্যায়ে অধ্যায়ে

বিন্যস্ত করেছেন। এরপর মালেক (র.) তাঁর মুয়াত্তা কিতাব বিন্যাসের ক্ষেত্রে আবূ হানীফার অনুসরণ করেছেন। আবূ হানীফার আগে এ কাজটি আর কেউ করেননি।" –(তাবয়ীযুস সাহীফাহ : সুয়ূতী পৃ. ১২৯)

ইমাম আবূ হানীফা (র.) যেমনিভাবে দ্বীন ও শরিয়তের ইলম সুবিন্যস্তভাবে সংকলন করেছেন তেমনিভাবে এর বিস্তৃতি ও ব্যাপকতাও সাধন করেছেন উল্লেখযোগ্যভাবে। ইবনে নাদীম (র.)-এর ভাষ্যে ইতোপূর্বে সেকথা আমাদের সামনে এসেছেও যে, প্রাচ্যে-পশ্চাত্যে, স্থলে-জলে, দূরে ও কাছে সর্বত্র আবূ হানীফা (র.)-এর রচনা-সংকলনেরই জোয়ার।

ইমাম সালেহী (র.) বর্ণনা করেন–

رَوَى الْقَاضِيْ اَبُو الْقَاسِمِ بْنِ كَأْسٍ عَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ، قَالَ : كَتَبَ مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ اِلٰى خَالِدِ بْنِ مَخْلَدٍ الْقَطَوَانِيِّ يَسْأَلُهُ اَنْ يَحْمِلَ اِلَيْهِ شَيْئًا مِنْ كُتُبِ اَبِيْ حَنِيْفَةَ، فَفَعَلَ.
(عُقُوْدُ الْجُمَانِ ص ١٨٦)

"কাযী আবুল কাসেম ইবনে কা'স দারাওয়ারদী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, মালেক ইবনে আনাস (র.) খালেদ ইবনে মাখলাদ আলকাতাওয়ানীকে এ মর্মে চিঠি লিখছেন যে, তিনি যেন তাঁর কাছে আবূ হানীফা (র.)-এর কিছু কিতাব নিয়ে আসেন। তিনি তা করলেন।" –(উকূদুল জুমান, সালেহী পৃ. ১৮৬)

এসব বর্ণনাসহ আরো বহু বর্ণনা এ বিষয়টিকে স্পষ্ট করে তোলে যে, সুবিন্যস্ত রচনা ও সংকলন পদ্ধতি আবূ হানীফা (র.)-ই সর্বপ্রথম শুরু করেছেন। পরবর্তীতে তাঁর অনুসরণ করে অন্যরা বিভিন্ন কিতাব রচনা ও সংকলন করেছেন।

প্রচলিত ধারার প্রথম হাদীস সংকলন

হাদীস সংরক্ষণের অন্যতম পদ্ধতি হিসেবে সংকলন পদ্ধতিটি সর্বজনবিদিত হওয়ার পর এর বহু আঙ্গিকের সংকলন সামনে এসেছে। কত পদ্ধতিতে হাদীস সংকলন করা হয়েছে সেই এক বিশাল আলোচনা। কাত্তানী (র.) তাঁর 'আররিসালাতুল মুসতাতরাফা' গ্রন্থে এ প্রকার প্রকরণভিত্তিক বহু কিতাবের নাম উল্লেখ করেছেন। প্রয়োজনে সেই কিতাবটি দেখে নেওয়া যেতে পারে।

এ বহু ধারা ও বহুবিদ সংকলনের মধ্য থেকে যে পদ্ধতিটি সর্বাধিক গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে তা হচ্ছে ফিকহী বিধি বিধানের ধারাবাহিকতা হিসেবে হাদীসগুলোকে সাজানো। যে যুগে হাদীস সংকলন সর্বাধিক প্রসার লাভ করেছে অর্থাৎ তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দী সে যুগে এ পদ্ধতির সংকলনই বেশি হয়েছে। এ মূল ধারাটি রেখে অন্যান্য বৈশিষ্ট্যাবলি কম-বেশি হতে পারে, কিন্তু মূল ধারাটি ধরে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। আমাদের এ যুগেও এ ধারাটিই সর্বাধিক

গ্রহণযোগ্য এবং একজন তালিবে ইলম এ পদ্ধতির সংকলন থেকেই সবচেয়ে সহজে হাদীস সংগ্রহ করতে পারে।

এ সুপরিচিত গ্রহণযোগ্য পদ্ধতির সর্বপ্রথম প্রবর্তক হচ্ছেন ইমাম আবূ হানীফা (র.)। আবূ হানীফা (র.) তাঁর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বিবেক খরচ করে হাদীস সংকলনের এ ধারাটি চালু করেছেন। প্রসিদ্ধ ছয় কিতাবসহ আরো হাজারো হাদীসের কিতাব সে পদ্ধতিটিকে গ্রহণ করেছে।

এ প্রসঙ্গে ইমাম সুয়ূতী (র.)-এর একটি অর্থপূর্ণ সংক্ষিপ্ত ভাষ্য এর আগের শিরোনামের অধীনে উদ্ধৃত করা হয়েছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন ইমাম সালেহী (র.)। তিনি বলেন–

إِنَّ الصَّحَابَةَ وَالتَّابِعِيْنَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ إِنَّمَا كَانُوْا يَعْتَمِدُوْنَ عَلٰى قُوَّةِ حِفْظِهِمْ، فَلَمَّا رَأٰى اَبُوْ حَنِيْفَةَ الْعِلْمَ مُنْتَشِرًا خَافَ عَلَيْهِ فَجَعَلَهُ اَبْوَابًا مُبَوَّبَةً وَكُتُبًا مُرَتَّبَةً، فَبَدَأَ بِالطَّهَارَةِ، ثُمَّ بِالصَّلَاةِ، ثُمَّ بِالصَّوْمِ، ثُمَّ سَائِرِ الْعِبَادَاتِ، ثُمَّ بِالْمُعَامَلَاتِ، ثُمَّ خَتَمَ بِالْمَوَارِيْثِ لِاَنَّهَا اَحْوَالُ النَّاسِ، وَهُوَ اَوَّلُ مَنْ وَضَعَ كِتَابَ الْفَرَائِضِ وَاَوَّلُ مَنْ وَضَعَ كِتَابَ الشُّرُوْطِ. (عُقُوْدُ الْجُمَانِ ص : ١٨٤)

"সাহাবা তাবেয়ীন রাযিয়াল্লাহু আনহুম তাঁদের স্মরণ-শক্তির উপরই নির্ভর করতেন। এ পর্যায়ে ইমাম আবূ হানীফা (র.) যখন ইলমকে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় দেখতে পেলেন তখন এ ইলমের ব্যাপারে তিনি সংশয়বোধ করলেন। সে কারণেই তিনি এ ইলমকে বাব বাব তথা অধ্যায় আকারে সুবিন্যস্ত কিতাবের আঙ্গিকে সাজিয়েছেন। প্রথমত তাহারাত-পবিত্রতা অধ্যায় দিয়ে কিতাব শুরু করেছেন। এরপর নামাজ অধ্যায়, এরপর সাওম-রোজা অধ্যায়, এরপর অন্যান্য সকল ইবাদতের অধ্যায়গুলো এনেছেন। এরপর লেন-দেন মোয়ামালাত বিষয়ের অধ্যায়গুলো উল্লেখ করেছেন। এরপর কিতাব শেষ করেছেন মাওয়ারীস তথা উত্তরাধিকার সম্পত্তি বিষয়ক অধ্যায় দিয়ে। কেননা এটি হচ্ছে মানুষের জীবনের সর্বশেষ অবস্থা। তিনিই সর্বপ্রথম ফারায়েয বিষয়ক কিতাব লিখেছেন এবং তিনিই সর্বপ্রথম 'কিতাবুশ শুরূত্ব' রচনা করেছেন।" –(উকূদুল জুমান সালেহী (র.) পৃ. ১৮৪)

এর আগে হাদীসের সুবিন্যস্ত সংকলনের কোনো প্রমাণ নেই। ইমাম আবূ হানীফা (র.) শুধুমাত্র একটি হাদীসের কিতাব রচনা করেছেন– বিষয়টিকে এভাবে মূল্যায়ন করলে ভুল হবে। তিনি তো একটিমাত্র কিতাব সংকলন করেননি, তিনি বরং কেয়ামত পর্যন্ত আগত মুসলমানদের জন্য, আহলে ইলমের জন্য রচনা-সংকলনের একটি সুবিন্যস্ত সূত্র দিয়ে গেছেন, আর তাঁর নমুনা হিসেবে একটি কিতাব রচনা করে দিয়ে গেছেন। তাঁর সেই ইখলাসের বদৌলতে তাঁর প্রবর্তিত এ ধারার সার্বজনীনতা আজ দেখার মতো।

আবূ হানীফা (র.)-এর রচনা সংকলন থেকে তাঁর সম-সাময়িক ওলামায়ে কেরাম প্রচুর পরিমাণে উপকৃত হয়েছেন। বিশেষ করে এ নতুন ধারাটি তাঁরা ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে গ্রহণ করেছেন। যেমনিভাবে সুফয়ান সাওরী (র.) (মৃত. ১৬১ হি.) তাঁর 'জামেউ সুফয়ান' মালেক (র.) তাঁর 'মুয়াত্তা' কিতাব তৈরি করার ক্ষেত্রে আবূ হানীফা (র.)-এর কিতাবের সাহায্য গ্রহণ করেছেন। যেমনটা পূর্বোল্লিখিত ইমাম সুয়ূতীর বক্তব্যে উল্লিখিত হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে সাইমারী (র.) বলেন–

وَمِنْ اَصْحَابِ اَبِىْ حَنِيْفَةَ عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَهُوَ الَّذِىْ اَخَذَ عَنْهُ سُفْيَانُ عِلْمَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَنَسَخَ مِنْهُ كُتُبَهُ. (اَلْجَوَاهِرُ الْمُضِيَّةُ لِلْحَافِظِ عَبْدِ الْقَادِرِ الْقُرَشِيِّ فِىْ تَرْجَمَةِ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ)

"ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর শাগরেদগণের মধ্যে রয়েছেন আলী ইবনে মুসহির (র.)। ইনিই সে ব্যক্তি যার কাছ থেকে সুফয়ান আবূ হানীফা (র.)-এর ইলম গ্রহণ করেছেন এবং তাঁর কাছ থেকে আবূ হানীফা (র.)-এর কিতাবগুলো কপি করে নিয়েছেন।" –(আলজাওয়াহিরুল মুযীয়াহ ২/৬১৩ মুআসসাসাতুর রিসালা ১৯৯৩ হি.)

সুফয়ান সাওরী (র.) তাঁর 'জামে' নামক গ্রন্থটি রচনার ক্ষেত্রে আবূ হানীফা (র.)-এর ইলমের আলোকে তা রচনা করেছেন- এ বিষয়টি বিস্তারিত বিবৃত হয়েছে তৎকালীন এক বিশিষ্ট নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস ইয়াযীদ ইবনে হারুন ইবনে যা'যান আসসুলামী (র.) (মৃ. ২০৬ হি.) থেকে। ইনি আবূ হানীফা ও সুফয়ান সাওরী (র.)-এর শাগরেদ ছিলেন।

প্রসিদ্ধ ছয় কিতাবসহ প্রায় সকল হাদীসের কিতাবেই তাঁর হাদীস রয়েছে। ইয়াযীদ ইবনে হারুনের বিস্তারিত বক্তব্যের একটি অংশ এই–

كَانَ سُفْيَانُ يَأْخُذُ الْفِقْهَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ مِنْ قَوْلِ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَاَنَّهُ اسْتَعَانَ بِهٖ وَبِمُذَاكَرَتِهٖ عَلٰى كِتَابِهٖ هٰذَا الَّذِىْ سَمَّاهُ 'الْجَامِعَ'. (كِتَابُ التَّعْلِيْمِ لِمَسْعُوْدِ بْنِ شَيْبَةَ)

সুফয়ান সাওরী আলী ইবনে মুসহির থেকে ফিকহের ইলম হাসিল করতেন, যা আবূ হানীফা (র.)-এর ফাতাওয়া ছিল। আর তিনি তাঁর 'আলজামে' নামক কিতাবটি রচনা করার ক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে মতবিনিময়ের মাধ্যমে তার সাহায্য নিয়েছেন। –(কিতাবুত তালীম বরাতে, মা-তামাসসু পৃ. ১২)

"সুফয়ান সাওরী (র.) ও ইমাম মালেক (র.) তাঁরা দুজনই আবূ হানীফা (র.) থেকে বয়সে অনেক ছোট। তাঁরা আবূ হানীফার কিতাব থেকে উপকৃত হয়েছেন– এটা খুবই স্বাভাবিক বিষয়। যেখানে আবূ হানীফা (র.) বড় হয়েও

তাঁদের কাছ থেকে একজন ছাত্রের মতো হাদীস গ্রহণ করতে পেরেছেন, সেখানে তাঁরা আবূ হানীফা (র.)-এর কিতাবের অনুসরণ করা অস্বাভাবিক কিছু নয়। বিশেষত যেহেতু এটি একটি নতুন উদ্ভাবন।

রচনা সংকলনের ক্ষেত্রে আবূ হানীফা (র.)-এর এ অসাধারণ উদ্ভাবন এবং তিনি অগ্রপথিক হওয়ার স্বীকৃতি আমরা নিন্মোক্ত উদ্ধৃতিতে দেখতে পাই–

عَنْ اَبِيْ سُلَيْمَانَ الْجُوْزَجَانِيِّ قَالَ : قَالَ لِيْ اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَاضِيْ بَصْرَةَ : نَحْنُ اَبْصَرُ لِشُرُوْطٍ مِنْ اَهْلِ الْكُوْفَةِ، فَقُلْتُ لَهُ : اِنَّ الْاِنْصَافَ بِالْعُلَمَاءِ اَحْسَنُ، اِنَّمَا وَضَعَ هٰذَا اَبُوْ حَنِيْفَةَ، فَاَنْتُمْ زِدْتُمْ اَوْ نَقَصْتُمْ وَحَسَّنْتُمُ الْاَلْفَاظَ، وَلٰكِنَّ هَاتُوْا شُرُوْطَكُمْ وَشُرُوْطَ اَهْلِ الْكُوْفَةِ قَبْلَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ، فَسَكَتَ، ثُمَّ قَالَ : التَّسْلِيْمُ لِلْحَقِّ اَوْلٰى مِنَ الْمُجَادَلَةِ الْبَاطِلَةِ. (اَخْبَارُ اَبِيْ حَنِيْفَةَ ص : ٨٢)

"আবূ সুলায়মান জাওযেজানী (র.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, বসরার বিচারপতি আহমাদ ইবনে আব্দুল্লাহ একবার আমাকে বলল, 'শুরূতে'র ব্যাপারে আমরা কূফাবাসীর চেয়ে বেশি জানি। তখন আমি তাকে বললাম, ওলামায়ে কেরামের জন্য ইনসাফ রক্ষা করাই উত্তম। এ বিষয়টির উপর সর্বপ্রথম স্বতন্ত্র রচনা করেছেন আবূ হানীফা (র.)। অতঃপর তোমরা তাতে সংযোজন বিয়োজন করেছ এবং শব্দমালার সুন্দর ব্যবহার করেছ। কিন্তু তোমরা আবূ হানীফা (র.)-এর আগের তোমাদের 'শুরূত' এবং কূফাবাসীর 'শুরূত' সামনে নিয়ে এসো! একথা শুনে সে চুপ হয়ে গেল। এরপর বলল, সত্যকে মেনে নেওয়া উত্তম বাতিল নিয়ে বিতর্ক করার চেয়ে।"–(আখবারু আবী হানীফা পৃ. ৮২, বরাত, উকূদুল জুমান সালেহী পৃ. ১৮৪)

এ কথা আনস্বীকার্য যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর সমকালে এবং এর কিছু আগে পরে আরো কিছু হাদীসের সংকলনও তৈরি হয়েছে। ইমাম শা'বী (র.) মাকহুল (র.) সহ আরো অনেকে আবূ হানীফা (র.)-এর আগেই হাদীস সংকলন করেছেন। আর আবূ হানীফা (র.)-এর সমকালে আব্দুল মালেক ইবনে জুরাইজ (র.) (মৃ. ১৫০ হি.), মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (র.) (মৃ. ১৫১ হি.), সাঈদ ইবনে আবী আরুবা (র.) (মৃ. ১৫৬ হি.), ইমাম আওযায়ী (র.) (মৃ. ১৫৬ হি.), মা'মার ইবনে রাশেদ (র.) (মৃ. ১৫৩ হি.), সুফয়ান সাওরী (র.) (মৃ. ১৬১ হি.), রাবী ইবনে সাবীহ (র.) (মৃ. ১৬০ হি.) ও শো'বা ইবনে হাজ্জায (র.) (মৃ. ১৬০ হি.) প্রমুখ মুহাদ্দিস ওলামায়ে কেরাম হাদীসের বিভিন্ন সংকলন তৈরি করেছেন। আর এ তাবাকার পরবর্তী স্তর যারা এ তাবাকার অনেক কছাকাছি তাঁরাও হাদীসের সংকলন তৈরি করেছেন। যেমন ইমাম মালেক (র.) (মৃ. ১৭৯ হি.), হাম্মাদ ইবনে সালামা (র.) (মৃ. ১৭৬ হি.), আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (র.) (মৃ.

১৮১ হি.), জারীর ইবনে আবদুল হামীদ (র.) (মৃ. ১৮৮ হি.), সুফয়ান ইবনে উয়াইনা (র.) (মৃ. ১৯৮ হি.), লায়স ইবনে সা'দ (র.) (মৃ. ১৭৫ হি.) প্রমুখ মুহাদ্দিস ওলামায়ে কেরাম।

উল্লিখিত সংকলকগণের অনেকের ব্যাপারেই বিভিন্ন বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, তিনি সর্ব প্রথম সংকলন করেছেন। মূলত এগুলোর পরস্পরে কোনো বৈপরীত্য নেই। বিভিন্ন এলাকা হিসেবে তাঁরা প্রত্যেকে নিজের এলাকার প্রথম সংকলক হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন। আর এভাবে একাধিক প্রথম সংকলকের নাম এসে গেছে। কিন্তু ওলামায়ে কেরাম সর্বাবস্থায় এ বিষয়ে একমত যে, প্রচলিত ধারা হিসেবে একটি সুবিন্যস্তরূপে হাদীস সংকলন সর্বপ্রথম আবূ হানীফা (র.)-ই করেছেন। আর অন্যরা তাঁর অনুসরণ করেছেন। ফলে এ ধারার রচনা-সংকলনই বেশি প্রসার ও ব্যাপকতা লাভ করেছে। ইমাম সুয়ূতী (র.), আল্লামা সালেহী (র.) ও ইবনে নাদীম (র.) প্রমুখের বক্তব্যে সেই বিষয়টিই ফুটে উঠেছে।

সহীহ হাদীস সংকলনের ধারা প্রবর্তন

হাদীস সংকলনের সুবিন্যস্ত ধারা চালু করার পাশাপাশি শুধুমাত্র সহীহ হাদীস তথা যেসব হাদীসের উপর আমল করা যায় শুধুমাত্র সেসব হাদীসের সমগ্র তৈরি করা এবং যেসব হাদীসের উপর আমল করা যায় না, সেগুলোকে বর্ণনা না করা ও রচনা স্থান না দেওয়ার ধারাটি সর্বপ্রথম আবূ হানীফা (র.) চালু করেছেন।

হাদীস সংরক্ষণে ইবনে আব্বাস (রা.)-এর সচেতনতা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জমানা ও তৎপরবর্তী বহুকাল পর্যন্ত হাদীস বলতে রাসূলের হাদীসকেই বোঝা হতো। এর মধ্যে সহীহ-যয়ীফের কোনো ধারণা ছিল না। সততা ও ন্যায়পরায়ণতার ভিত্তিতে দ্বীন পরিচালিত হতো। ঠাণ্ডা-গরমের সংমিশ্রণ ছিল না বিধায় 'সহীহ হাদীস' ও 'যয়ীফ হাদীস' ভাগটি ছিল না। কিন্তু ইসলাম যখন অনারবের মধ্যে প্রসার লাভ করতে লাগল, দ্বীনের শিরোনামে বহুবিদ মতবাদের উৎপত্তি ঘটতে লাগল, তখন সেসব মতবাদের সমর্থকরা রাসূলের নামে নিজেদের কথাগুলো চালিয়ে দেওয়ার একটি প্রবণতা শুরু করল। এ পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে সাহাবায়ে কেরাম সতর্ক হয়ে গেলেন, অন্যদেরকে সতর্ক করলেন। এ প্রসঙ্গে ইমাম মুসলিম (রহ.) তাঁর সহীহ মুসলিমের ভূমিকায় ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর একটি ঘটনা ও উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। তাউস (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন–

جَاءَ هٰذَا اِلٰى ابْنِ عَبَّاسٍ، يَعْنِيْ بَشِيْرُ بْنُ كَعْبٍ فَجَعَلَ يُحَدِّثُهُ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ : عُدْ لِحَدِيْثِ كَذَا وَكَذَا، فَعَادَ لَهُ، ثُمَّ حَدَّثَهُ فَقَالَ لَهُ : عُدْ لِحَدِيْثِ كَذَا وَكَذَا فَعَادَ

لَهٗ فَقَالَ لَهٗ، بَشِيْرٌ : مَا اَدْرِيْ اَعْرَفْتَ حَدِيْثِيْ كُلَّهٗ وَاَنْكَرْتَ هٰذَا، اَمْ أَنْكَرْتَ حَدِيْثِيْ كُلَّهٗ وَعَرَفْتَ هٰذَا ؟ فَقَالَ لَهٗ ابْنُ عَبَّاسٍ : اِنَّا كُنَّا نُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ اِذْ لَمْ يَكُنْ يُكَذَّبُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَكِبَ النَّاسُ الصَّعْبَ وَالذَّلُوْلَ تَرَكْنَا الْحَدِيْثَ عَنْهُ. (مُقَدِّمَةُ صَحِيْحِ مُسْلِمٍ ص : ٨، تَرْتِيْبُ مُحَمَّدٍ فواد عبد الباقى دار ابن حزم القاهرة)

"ইনি অর্থাৎ বুশাইর ইবনে কা'ব ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কাছে এলেন এবং তাঁর কাছে হাদীস বর্ণনা করতে লাগলেন। তখন ইবনে আব্বাস (রা.) তাঁকে বললেন, তুমি অমুক অমুক হাদীস আবার শোনাও। বুশাইর সেগুলো শুনালেন। এরপর আবার তার কাছে হাদীস বর্ণনা করলেন, তখন ইবনে আব্বাস (রা.) তাকে বললেন, অমুক অমুক হাদীসগুলো আবার বল, তিনি সেগুলো আবার বললেন। এ পরিস্থিতিতে বুশাইর (র.) ইবনে আব্বাস (রা.)-কে জিজ্ঞেস করে বললেন, বুঝতে পারলাম না, আপনি কি আমার সবগুলো হাদীস স্বীকার করে এ কয়েকটি হাদীস স্বীকার করেননি? নাকি এ কয়েকটি হাদীসকে স্বীকার করে আর বাকিগুলোকে স্বীকার করেননি?

তখন ইবনে আব্বাস (রা.) তাঁকে বললেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীস বর্ণনা করতাম, তখন রাসূলের নামে মিথ্যা বলা হতো না। কিন্তু এরপর মানুষ যখন দুর্বল-সবল সবকিছুতে আরোহণ করতে লাগল (অর্থাৎ সত্য মিথ্যা যাচাই করা ছেড়ে দিল) তখন আমরা হাদীস বর্ণনা করা ছেড়ে দিয়েছি।" –(মুকাদ্দামায়ে সহীহ মুসলিম)

উল্লেখ্য, ইবনে আব্বাস (রা.) ৬৮ হিজরিতে তায়েফ এলাকায় ইন্তেকাল করেছেন।

এর দ্বারা বুঝা যায় প্রথম শতাব্দীর শেষের দিক থেকেই হাদীসের মাঝে ভুলত্রুটির সংমিশ্রণ দেখা দিতে শুরু করেছে এবং তা কোনো কোনো পর্যায়ে গিয়ে রাসূলের উপর মিথ্যা আরোপ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। প্রথম শতাব্দী শেষ বা দ্বিতীয় শতাব্দীর শুরু থেকে সনদ উল্লেখের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া শুরু হয়। হাদীস সর্বযুগেই বর্ণনা সূত্রসহ বর্ণিত হয়েছে। তবে কোথাও কোথাও প্রয়োজন দেখা না দিলে তা উল্লেখ করা হতো না। আর সে সুবাদেই 'মুরসাল' হাদীসের বহু পরিমাণে উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু সত্য মিথ্যার সংমিশ্রণের আশঙ্কা দেখা দেওয়ার পর থেকে বর্ণনাকারী ও শ্রোতা সনদের প্রত্যেক বর্ণনাকারী উল্লেখের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতে শুরু করে।

আল্লামা ইবনে সীরীন (র.)-এর বক্তব্য

এ যুগেরই হাদীসের এক প্রসিদ্ধ ইমাম মুহম্মাদ ইবনে সীরীন (র.) হাদীসের তালিবে ইলমদের সম্বোধন করে বলে দিয়েছেন–

إِنَّ هٰذَا الْعِلْمَ دِيْنٌ فَانْظُرُوْا عَمَّنْ تَاْخُذُوْنَ دِيْنَكُمْ

"নিশ্চয় এ ইলম হচ্ছে দ্বীন। অতএব তোমরা তোমাদের এ দ্বীন কার কাছ থেকে গ্রহণ করছ তা দেখে নিও।"

উল্লেখ্য, মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (র.) ১১০ হিজরিতে ইন্তেকাল করেছেন। সুতরাং বলা যায়, ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কণ্ঠে হাদীস গ্রহণের ব্যাপারে যে সতর্কতা উচ্চারিত হয়েছে তা শতাব্দীর শেষে এসে একটি মূলনীতিতে রূপান্তরিত হয়েছে। কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে, কেউ হাদীস বর্ণনা করলে বলা হতো। سَمُّوْا لَنَا رِجَالَكُمْ "তোমরা আমাদের কাছে তোমাদের বর্ণনাকারীদের নাম বল।"

ইমাম মুসলিম (র.) ইবনে সীরীন (র.)-এর বক্তব্যটি এভাবে বর্ণনা করেছেন–

عَنْ اِبْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ : لَمْ يَكُوْنُوْا يَسْأَلُوْنَ عَنِ الْاِسْنَادِ فَلَمَّا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ قَالُوْا : سَمُّوْا لَنَا رِجَالَكُمْ فَيُنْظَرُ اِلٰى اَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيْثُهُمْ وَيُنْظَرُ اِلٰى اَهْلِ الْبِدَعِ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيْثُهُمْ. (مُقَدَّمَةُ صَحِيْحِ مُسْلِمٍ ١١/١)

"ইবনে সীরীন (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তারা সনদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করত না। এরপর যখন ফেতনা ফ্যাসাদ দেখা দিল তখন তারা বলতে লাগল, তোমরা তোমাদের বর্ণনাকারীদের নাম বলো তখন দেখা হতো যদি আহলে সুন্নাতের লোক হয় তাহলে তাদের কাছ থেকে হাদীস নেওয়া হয়। আর যদি বেদআতপন্থি হয় তাহলে তাদের কাছ থেকে হাদীস নেওয়া হয় না।" –(মুকাদ্দামায়ে সহীহ মুসলিম ১/১১)

সহীহ হাদীস নির্বাচনে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অবদান

মোটকথা, আবূ হানীফা রাহিমাহুল্লাহর ইলম চর্চার যৌবনকালে বর্ণনাকারী যাচাই এবং তার সঙ্গে হাদীস যাচাই একটি পূর্ণাঙ্গ রূপের দ্বারপ্রান্তে ছিল। ফলে তিনি যখন হাদীস সংকলনে হাত দেন তখন হাদীসের ভাণ্ডার থেকে গ্রহণযোগ্য অগ্রহণযোগ্য আলাদা করে কেয়ামত পর্যন্ত আগত লোকদের জন্য সত্য সঠিক 'হাদীসসমগ্র' তৈরি করে দেওয়া সময়ের দাবি ছিল।

আবূ হানীফা (র.) সে চাহিদাটি পূর্ণাঙ্গরূপে আদায় করেছেন। এ বিষয়ে তাঁর স্পষ্ট ভাষ্য রয়েছে। প্রথমত দেখার বিষয় হচ্ছে, আবূ হানীফা (র.)-এর হাদীস

গ্রহণ ও বর্ণনার সাধারণ রীতিই ছিল অন্যদের চেয়ে ভিন্ন। তিনি সেসব হাদীসই গ্রহণ করতেন যেসব হাদীস সহীহ এবং নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের মাধ্যমে বর্ণিত হয়ে আসে। তিনি প্রসঙ্গক্রমে একবার বলছেন–

اَخَذْتُ بِسُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ وَالْاٰثَارِ الصِّحَاحِ عَنْهُ الَّتِيْ فَشَتْ فِيْ اَيْدِى الثِّقَاتِ عَنِ الثِّقَاتِ. (اَلْاِنْتِقَاءُ ص : ٢٦٤)

"আমি রাসূলুল্লাহর সুন্নতকে গ্রহণ করি এবং তাঁর থেকে বর্ণিত সহীহ হাদীসগুলো গ্রহণ করি, যেগুলো নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের মাধ্যমে নির্ভরযোগ্য হাতে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।" –(আলইনতেকা ২৬৪)

ইমাম সুফয়ান সাওরী (র.) বিষয়টিকে আরো স্পষ্ট করে অত্যন্ত জোরালোভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন–

كَانَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ لَيَرْكَبُ مِنَ الْعِلْمِ اَحَدَّ مِنْ سِنَانِ الرُّمْحِ، كَانَ وَاللهِ شَدِيْدَ الْأَخْذِ لِلْعِلْمِ ذَابًّا عَنِ الْمَحَارِمِ، مُتَّبِعًا لِأَهْلِ بَلَدِهِ، يَسْتَحِيْلُ اَنْ يَأْخُذَ اِلَّا مَا صَحَّ مِنْ اٰثَارِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، شَدِيْدَ الْمَعْرِفَةِ بِنَاسِخِ الْحَدِيْثِ وَمَنْسُوْخِهِ وَكَانَ يَطْلُبُ اَحَادِيْثَ الثِّقَاتِ وَالْاٰخِرِ مِنْ فِعْلِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ... الخ. (عُقُوْدُ الْجُمَانِ ص ١٩١)

"আবূ হানীফা (র.) ইলমের আরোহী হিসেবে তীরের ফলার চেয়েও বেশি ধারালো ছিলেন। তিনি ইলমকে মজবুতভাবে আকড়ে ধরেছেন। আল্লাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ ক্ষেত্রেগুলোকে রক্ষা করে চলতেন। নিজের এলাকার ওলামায়ে কেরামের অনুসরণ করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সহীহভাবে বর্ণিত হাদীস ব্যতীত অন্য হাদীস গ্রহণ করা তাঁর জন্য অসম্ভব ছিল। নাসেখ-মানসূখ হাদীস বিষয়ে খুব দক্ষ ছিলেন। তিনি সবসময় নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের হাদীস অনুসন্ধান করতেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বশেষ আমল খুঁজতেন। –(উকূদুল জুমান পৃ. ১৯১)

জরুরি শর্তারোপ

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দৃষ্টিতে হাদীস গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য তা সহীহ হওয়া এবং নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের মাধ্যমে বর্ণিত হওয়া জরুরি।

আর হাদীস বর্ণনা করার ক্ষেত্রেও তাঁর কঠোর নীতি রয়েছে। এ বিষয়ে পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে, এখানে একটিমাত্র উদ্ধৃতি উল্লেখ করা হচ্ছে, আবূ হানীফা (র.) বলেন–

لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ اَنْ يَرْوِىَ الْحَدِيْثَ اِلَّا اِذَا سَمِعَهُ مِنْ فَمِ الْمُحَدِّثِ فَيَحْفَظُهُ ثُمَّ يُحَدِّثُ بِهِ. (اَلْمَدْخَلُ فِيْ اُصُوْلِ الْحَدِيْثِ لِلْحَاكِمِ النَّيْسَابُوْرِىِّ ص ١٧)

"কোনো ব্যক্তির জন্য হাদীস বর্ণনা করা জায়েজ নেই, তবে যদি সে মুহাদ্দিসের মুখ থেকে সরাসরি শুনে এরপর তা মুখস্থ রাখে এরপর বর্ণনা করে।"

–(আলমাদখাল ফী উসূলিল হাদীস পৃ. ১৭)

অর্থাৎ হাদীস সরাসরি শুনতে হবে। এরপর শোনা থেকে বর্ণনা করা পর্যন্ত তা মুখস্থ থাকতে হবে। শুধুমাত্র লেখার উপর নির্ভর করে বর্ণনা করতে পারবে না। আবূ হানীফা (র.) এ কঠিন শর্তের ভিত্তিতেই হাদীস বর্ণনা করেন।

সহীহ হাদীস গ্রহণ এবং এমন কঠিন শর্তের ভিত্তিতে হাদীস বর্ণনা এ দুটি বিষয় ছিল তাঁর হাদীসী জীবনের স্বাভাবিক অবস্থা। সুতরাং রচনা সংকলনের ক্ষেত্রে সে শর্তাবলি আরো বেশি কার্যকর হবে– এটাই স্বাভাবিক। আর বাস্তবে এমনটি হয়েছেও।

এ বিষয়ে আবূ হানীফা (র.)-এর একটি বক্তব্য ইতিপূর্বে অন্য এক প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। ইয়াহয়া ইবনে নসর ইবনে হাজেব থেকে বর্ণিত, আবূ হানীফা (র.) বলেছেন–

عِنْدِىْ صَنَادِيْقُ مِنَ الْحَدِيْثِ مَا اَخْرَجْتُ مِنْهَا اِلَّا الْيَسِيْرَ الَّذِىْ يُنْتَفَعُ بِهٖ. (مَنَاقِبُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ لِلْحَافِظِ اَبِىْ يَحْيٰى زَكَرِيَّا بْنِ يَحْيٰى النَّيْسَابُوْرِىِّ، من مَا تَمَسُّ اِلَيْهِ الْحَاجَةُ لِلنُّعْمَانِىِّ ص ١٠)

"আমার কাছে অনেক সিন্দুক ভর্তি হাদীস আছে। তা থেকে অল্প কিছু হাদীসই উল্লেখ করেছি, যা দ্বারা মানুষেরা উপকৃত হতে পারে।"

–(মানাকিবু আবী হানীফা বরাতে, মা-তামাসসু পৃ. ১০)

এ বর্ণনায় এ বিষয়টি একেবারে স্পষ্ট যে, আবূ হানীফা (র.) হাদীস বর্ণনা ও রচনার ক্ষেত্রে কোন হাদীসগুলো মানুষের কাজে লাগবে, সে বিষয়ের প্রতি খুব লক্ষ্য রেখেছেন। হাদীস কাজে লাগা না লাগার ব্যাপারটি দুটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে, আবূ হানীফা (র.)-এর কাছে গচ্ছিত হাদীসসমূহের মাঝে কিছু হাদীস রয়েছে যার সঙ্গে আমলের কোনো সম্পর্ক নেই। তাই যেগুলোর সঙ্গে সরাসরি আমলের সম্পর্ক রয়েছে তিনি শুধুমাত্র সেগুলোই বর্ণনা করেছেন। এটি একটি বিষয়।

আরেকটি বিষয় হচ্ছে, তাঁর কাছে হাদীসের যে সমগ্র রয়েছে তার সব হাদীস সহীহ নয় এবং নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের মাধ্যমে বর্ণিত নয়। আর যে হাদীসের উপর আমল করা যায় না সেগুলো দ্বারা মানুষ উপকৃতও হতে পারে না।

يُنْتَفَعُ بِهٖ দ্বারা দ্বিতীয় বিষয়টিই বেশি কাছাকাছি বলে প্রতীয়মান হয়। সুতরাং তিনি যে, মানুষের উপকারার্থে একটি সহীহ হাদীসেরই সমষ্টি তৈরি করেছেন– এটা তিনি তাঁর এ বক্তব্যে স্পষ্ট করেই বলেছেন।

সহীহ কিতাবের মাপকাঠি

আরেকটি বিষয়ও এখানে খুবই স্পষ্ট। আর তা হচ্ছে, আবূ হানীফা (র.) এ কিতাবটি রচনা করেছেন ফিকহী মাসআলা মাসায়েলের বিন্যাস হিসেবে এবং সে ক্ষেত্রে তিনি প্রত্যেক অধ্যায়ের মাঝে শরিয়তের এককেটি মাসআলাকে সাব্যস্ত করার জন্যই হাদীসগুলো উল্লেখ করেছেন। কোনো হাদীস থেকে একটি মাসআলা সাব্যস্ত হওয়ার জন্য সে হাদীসটি কোন পর্যায়ের সহীহ হতে হয় তা মুহাদ্দিস ফকীহ ওলামায়ে কেরামের কাছে স্পষ্টই রয়েছে। স্বয়ং আবূ হানীফা (র.)-এর দৃষ্টিতে একটি হাদীস থেকে মাসআলা বের করতে গেলে সেই হাদীসটি কোন পর্যায়ের হতে হয় তা আমরা সংক্ষেপে দেখেছি এবং পরবর্তীতে আরো বিস্তারিত দেখব ইনশাআল্লাহ। এ হিসেবে এ দাবিই করা যায় যে, আবূ হানীফা (র.) একটি সহীহ হাদীসের সমষ্টিই তৈরি করেছেন। যেনতেনভাবে একটি হাদীসের কিতাব সংকলন করেননি।

ইমাম শাফেয়ী (র.) যে ইমাম মালেক (র.)-এর 'মুয়াত্তা' কিতাবকে একটি সহীহ হাদীসের সমষ্টি হিসেবে ঘোষণা করেছেন তা এ হিসেবেই করেছেন। ইমাম শাফেয়ী (র.) 'মুয়াত্তা মালেক' সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেছেন–

لَا أَعْلَمُ كِتَابًا تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ بَعْدَ كِتَابِ اللهِ أَصَحَّ مِنْ كِتَابِ مَالِكٍ.

"আকাশের নিচে আল্লাহর কিতাব কুরআনের পর মালেকের কিতাবের চেয়ে সহীহ কোনো কিতাব আছে বলে আমার জানা নেই।"

–(তাযয়ীনুল মালিক পৃ. ৪৩ বরাতে, ইমামে আ'যম পৃ. ৪৭১)

ইমাম মালেক (র.) তাঁর কিতাবের নাম 'সহীহ' রাখেননি। তিনি এ কিতাবে শুধুমাত্র সহীহ হাদীসই উল্লেখ করেছেন– এমন কোনো কথাও বলেননি। নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের মধ্য থেকে শুধুমাত্র প্রথম দ্বিতীয় স্তর থেকে হাদীস নিয়েছেন, এর নিচের কারো থেকে নেননি– এমন কোনো কথাও তিনি বলেননি। মুয়াত্তা কিতাবকে একটি সহীহ কিতাব বলে ঘোষণা দেওয়ার পেছনে তিনটি কারণ উল্লেখ করা যেতে পারে। যথা– ১. বর্ণনাকারী যাচাই বাছাইয়ের ক্ষেত্রে ইমাম মালেক (র.)-এর কঠোরতা। ২. হাদীস সহীহ নাকি যায়ীফ তা যাচাই করার ক্ষেত্রে তাঁর প্রসিদ্ধ মূলনীতি। ৩. তাঁর তৈরিকৃত হাদীসসমগ্রটি যায়ীফ ও মুনকার হাদীস থেকে মুক্ত হওয়া।

সহীহ মাপকাঠির বাস্তবায়ন

এ কারণগুলোর প্রত্যেকটিই আবূ হানীফা (র.) কর্তৃক রচিত কিতাবের ক্ষেত্রে বিদ্যমান রয়েছে; বরং মুহাদ্দিস ওলামায়ে কেরামের মতানুসারে বর্ণনাকারী

যাচাই বাছাই করার ক্ষেত্রে আবূ হানীফা (র.) ইমাম মালেকের চেয়েও কঠোর ছিলেন। এছাড়া সাহাবা তাবেয়ীনের 'আসার' যেমন ইমাম মালেক (র.)-এর কিতাবে রয়েছে তেমনিভাবে আবূ হানীফা (র.)-এর কিতাবেও রয়েছে। তাছাড়া ইমাম মালেক (র.) তাঁর কিতাবটি আবূ হানীফা (র.)-এর কিতাবকে সামনে রেখেই তৈরি করেছেন যেমনটা এর আগে বলা হয়েছে। এসব কিছু মিলিয়ে এ কথা বলতেই হয় যে, আবূ হানীফা (র.) শুধুমাত্র হাদীস রচনার প্রচলিত ধারাই প্রবর্তন করেননি; বরং এর সাথে সাথে সহীহ 'হাদীসসমগ্র' তৈরি করার পদ্ধতিও চালু করেছেন। আবূ হানীফা (র.) তাঁর সংকলনে একমাত্র সহীহ ও গ্রহণযোগ্য হাদীসই উল্লেখ করেছেন– তা আরেকটু অনুধাবন করার জন্য হাদীসের বিশিষ্ট ইমাম ওকী ইবনুল জাররাহ (র.)-এর নিম্নোক্ত উক্তিটি দেখা যেতে পারে। তিনি বলেন–

لَقَدْ وُجِدَ الْوَرَعُ عَنْ أَبِيْ حَنِيْفَةَ فِي الْحَدِيْثِ مَا لَمْ يُوْجَدْ عَنْ غَيْرِهٖ.

"হাদীসের বিষয়ে আবূ হানীফা (র.)-এর মাঝে এমন সতর্কতা পাওয়া গেছে যা অন্যদের মাঝে পাওয়া যায়নি।" –(মানাকিবুল ইমাম ১/১৯৮ বরাতে, মা-তামাসসু পৃ. ১১)

বলাবাহুল্য, আবূ হানীফা (র.)-এর হাদীস বর্ণনা ও সংকলন উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর এ গুণের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

আবূ হানীফা (র.) থেকে যে হাদীসের বহিঃপ্রকাশ ঘটত তার মানগত অবস্থা বর্ণনা করেছেন আলী ইবনে জা'দ (র.)। তিনি বলেন–

قَالَ الْقَاسِمُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ : اَبُوْ حَنِيْفَةَ إِذَا جَاءَ بِالْحَدِيْثِ جَاءَ مِثْلَ الدُّرِّ. (جَامِعُ مَسَانِيْدِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ لِلْخُوَارِزْمِيِّ ٢/٣٠٨)

"কাসেম ইবনে আব্বাদ (র.) বলেন, আলী ইবনে জা'দ (র.) বলেছেন, আবূ হানীফা (র.) যখন হাদীস নিয়ে আসেন, তখন সে হাদীসগুলো মণি মুক্তার মত স্বচ্ছ হয়। –(জামিউ মাসানিদিল ইমাম ২/৩০৮)

সহীহ হাদীসের সমষ্টি হিসেবে সর্বপ্রথম সংকলন আবূ হানীফা (র.) তৈরি করেছেন। এর সমর্থনে আর একটিমাত্র উদ্ধৃতি এখানে উল্লেখ করছি। হাফেযে হাদীস আবূ বিশর দুলাবী (র.) নিজস্ব সূত্রে আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (র.) থেকে সুফয়ান সাওরী (র.) এর একটি বক্তব্য উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন–

عَنْ اِبْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ : سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ يَقُوْلُ : كَانَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ شَدِيْدَ الْأَخْذِ لِلْعِلْمِ ذَابًّا عَنْ حَرَمِ اللهِ اَنْ تُسْتَحَلَّ، يَأْخُذُ بِمَا صَحَّ عِنْدَهٗ مِنَ الْاَحَادِيْثِ الَّتِيْ كَانَ يَحْمِلُهَا الثِّقَاتُ وَبِالْآخِرِ مِنْ فِعْلِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَبِمَا اَدْرَكَ عَلَيْهِ عُلَمَاءَ الْكُوْفَةِ. (اَلْاِنْتِقَاءُ ص : ١٤٢)

"ইবনে মুবারক (র.) বলেন, আমি সুফয়ান সাওরী (র.)-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, আবূ হানীফা (র.) ইলমকে খুব শক্তভাবে আকড়ে ধরেছিলেন। আল্লাহ কর্তৃক হারামকৃত বিষয়গুলো হালাল করার খুব বিরোধী ছিলেন। হাদীসের মধ্য থেকে যেসব হাদীস তাঁর কাছে সহীহ হিসেবে সাব্যস্ত হতো, তিনি সেগুলো গ্রহণ করতেন। আর যেসব হাদীস নির্ভরযোগ্য সেকাহ্ ব্যক্তিদের মাধ্যমে বর্ণিত হতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেষ আমলের অনুসরণ করতেন এবং কূফার ওলামায়ে কেরামকে যে আমলের উপর পেয়েছেন সে আমলের অনুসরণ করতেন। –(আলইনতেকা পৃ. ১৪২)

অসংখ্য نُصُوْص তথা উদ্ধৃতির অভিন্ন বক্তব্য হচ্ছে, আবূ হানীফা (র.) একমাত্র সহীহ হাদীস গ্রহণ করতেন এবং নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের মাধ্যমে বর্ণিত হাদীস গ্রহণ করতেন। আর তাঁর নিজস্ব বক্তব্য হচ্ছে, তিনি তাঁর কাছে গচ্ছিত হাদীসের বিশাল ভাণ্ডার থেকে কিছুমাত্র হাদীস বর্ণনা করেছেন, যা দ্বারা মুসলমানগণ উপকৃত হতে পারে। এ ছাড়া তিনি অনেক হাদীস থেকে নির্বাচন করে কিছু হাদীস তাঁর সংকলনে স্থান দিয়েছেন- এসবগুলো বিষয় এমন যার একেকটি একথা প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট যে, তিনি যে সংকলন পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছেন তাতে তিনি শুধুমাত্র সহীহ হাদীস ও আমলযোগ্য হাদীসই অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

একটি কিতাবের সকল হাদীস সহীহ– একথা বুঝানোর জন্য সরাসরি কিতাবের নাম 'সহীহ' রেখে দেওয়ার পদ্ধতি অনেক পরের। যে জমানায় লোকজন শিরোনামের প্রতি বেশি দুর্বল হয়ে পড়েছে, সেই জমানা থেকে এ 'সহীহ' শিরোনামটির গুরুত্বও অনেক বেড়ে গেছে। ফলে 'সহীহ' শিরোনামে এমন হাদীসও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, যা শিরোনাম ছাড়া সহীহ কিতাবেরও অন্তর্ভুক্ত হতে পারেনি।

আবূ হানীফা (র.)-এর 'কিতাবুল আসার'

ইমাম আবূ হানীফা (র.) যে কিতাবগুলো রচনা করেছেন তার মধ্যে কিছু রয়েছে হাদীস বিষয়ক, কিছু রয়েছে আকায়েদ বিষয়ক, আর কিছু রয়েছে ফিকহী মাসআলা মাসায়েল বিষয়ক। এর মধ্য থেকে হাদীস ও আকায়েদের কিতাব তাঁর নিজের হাতে সংকলিত-রচিত। আর ফিকহী রচনাবলি মূলত তাঁর তত্ত্বাবধানে রচিত হয়েছে।

হাদীস বিষয়ে আবূ হানীফা (র.)-এর সবচেয়ে প্রসিদ্ধ কিতাব হচ্ছে তাঁর 'কিতাবুল আসার' নামক গ্রন্থটি। এ কিতাবে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের সাথে সাহাবা তাবেয়ীনের হাদীস তথা তাঁদের ফতোয়াও উল্লেখ করেছেন। এ কিতাবের হাদীস সংখ্যা কম-বেশি হাজার/বারোশত।

আবূ হানীফা (র.) বিভিন্ন প্রসঙ্গে তাঁর যেসব রচনাবলির দিকে ইঙ্গিত করেছেন তন্মধ্যে এ 'কিতাবুল আসার' গ্রন্থটি বিশেষভাবে উদ্দেশ্য ছিল। এ কিতাবে তিনি শুধুমাত্র مَعْمُوْل بِهٖ অর্থাৎ যেসব হাদীসের উপর আমল করা যায় শুধুমাত্র সেগুলোকেই স্থান দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন−

عِنْدِىْ صَنَادِيْقُ مِنَ الْحَدِيْثِ مَا اَخْرَجْتُ مِنْهَا اِلَّا الْيَسِيْرَ الَّذِىْ يُنْتَفَعُ بِهٖ.

"আমার কাছে সিন্দুক ভর্তি হাদীস রয়েছে। তা থেকে আমি কিছুমাত্র হাদীস বর্ণনা করেছি।" কিছু নির্বাচিত হাদীসকেই তিনি স্থান দিয়েছেন− এ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে সদরুল আইম্মা মক্কী (র.) বলেন−

اِنْتَخَبَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالٰى الْاٰثَارَ مِنْ اَرْبَعِيْنَ اَلْفَ حَدِيْثٍ (٩٥/١)

"আবূ হানীফা (র.) তাঁর 'আলআসার' অর্থাৎ কিতাবুল আসার গ্রন্থটি চল্লিশ হাজার হাদীস থেকে নির্বাচন করে লিখেছেন।"

−(মানাকেবুল ইমাম আ'যম, সদরুল আইম্মা মক্কী ১/৯৫)

সদরুল আইম্মা (র.) এ কথাটি আবূ বকর ইবনে মুহাম্মাদ যারানজারী (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন।

অনুরূপ হাফেয আবূ নুয়াইম ইস্পাহানী (র.) তাঁর 'মুসনাদে আবূ হানীফা'তেও ইয়াহইয়া ইবনে নাসর মারওয়াযী (র.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে অনুরূপ কথা উল্লেখ করেছেন। ইয়াহইয়া ইবনে নাসর মারওয়াযী (র.) বলেন, আমি আবূ হানীফার এখানে তাঁর এমন এক ঘরে প্রবেশ করলাম যা কিতাবে ঠাসা ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এগুলো কী? তিনি বললেন, এসব হচ্ছে হাদীস। এর মধ্য থেকে আমি কিছুমাত্র হাদীসই বর্ণনা করেছি। −(উকূদুল জাওয়াহিরিল মুনীফা ১/২৩ বরাতে, ইমামে আযম ৪৪০)

হাদীস বিষয়ে আবূ হানীফা (র.)-এর আরো একাধিক সংকলনের উল্লেখ থাকলেও একমাত্র কিতাব যাতে শুধুমাত্র আবূ হানীফা (র.)-এর হাদীসই রয়েছে, পরবর্তী বর্ণনাকারীরা অন্য কারো হাদীস সংযোজন করেনি− এমন শুধুমাত্র একটি কিতাবই রয়েছে। আর তা হচ্ছে 'কিতাবুল আসার'। এ প্রসঙ্গে হাফেয ইবনে হাজার (র.) বলেন−

وَالْمَوْجُوْدُ مِنْ حَدِيْثِ اَبِىْ حَنِيْفَةَ مُفْرَدًا اِنَّمَا هُوَ كِتَابُ الْاٰثَارِ الَّتِىْ رَوَاهَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْهُ (تَعْجِيْلُ الْمَنْفَعَةِ بِرِجَالِ الْأَئِمَّةِ الْاَرْبَعَةِ ٤/١)

"আবূ হানীফার একক হাদীসগ্রন্থ যা এখনো মজুদ আছে তা হচ্ছে তাঁর 'কিতাবুল আসার'; যা মুহাম্মদ ইবনুল হাসান (র.) তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন।"

−(তা'জীলুল মানফাআহ১/৪)

সর্বপ্রথম সহীহ হাদীসের কিতাব

আবূ হানীফা (র.)-এর 'কিতাবুল আসার' সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার পর আল্লামা আব্দুর রশীদ নো'মানী (র.) বলেন–

وَعَلَى هٰذَا فَكِتَابُ الْآثَارِ هُوَ أَوَّلُ مُصَنَّفٍ فِي الصَّحِيْحِ جَمَعَ فِيْهِ الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ صِحَاحَ السُّنَنِ وَمَزَجَهُ بِأَقْوَالِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ وَهُوَ أَوَّلُ كِتَابٍ دُوِّنَتْ فِيْهِ الْأَحَادِيْثُ عَلَى التَّرْتِيْبِ الْفِقْهِيِّ الْمَعْرُوْفِ، وَقَدْ تَبِعَهُ الْإِمَامُ مَالِكٌ فِيْ مُوَطَّئِهِ وَالْإِمَامُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ فِيْ جَامِعِهِ، وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِمَا بَنٰى كُلُّ مَنْ جَاءَ بَعْدَهُمْ وَأَرَادَ أَنْ يتوخى الصَّحِيْحَ أَوْ يَجْمَعَ فِي السُّنَنِ. (مَا تَمَسُّ إِلَيْهِ الْحَاجَةُ لِمَنْ يُطَالِعُ سُنَنَ ابْنِ مَاجَه ص : ١٢)

"সুতরাং 'কিতাবুল আসার' এটি সর্বপ্রথম সংকলিত সহীহ কিতাব, যে কিতাবে ইমাম আ'যম (র.) সহীহ হাদীসগুলো উল্লেখ করেছেন। এর সঙ্গে সাহাবা ও তাবেয়ীনের ফাতাওয়া সংযোজন করেছেন। এটিই প্রথম কিতাব যাতে প্রচলিত ফিকহের বিন্যাস হিসেবে হাদীস সংকলন করা হয়েছে। ইমাম মালেক তাঁর 'মুয়াত্তা' সংকলনের ক্ষেত্রে এবং ইমাম সুফয়ান সাওরী (র.) তাঁর 'জামে' কিতাবটি সংকলনের ক্ষেত্রে তার অনুসরণ করেছেন। পরবর্তীতে যারা সহীহ হাদীস সংকলন করার ইচ্ছা করেছে বা আমলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হাদীস সংকলন করতে চেয়েছে– আবূ হানীফা (র.) এবং অপর দুজনের কিতাবের উপর ভিত্তি রেখেছে।" –(মা-তামাসসু পৃ. ১২)

আবূ হানীফা (র.) কর্তৃক সংকলিত এ 'কিতাবুল আসার' তাঁর শাগরেদগণের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। যথেষ্ট প্রসিদ্ধি ও সমাদৃতি লাভ করেছে এ কিতাবটি । কিছু বৈশিষ্ট্যের গুণেই এর সমাদৃতি বেড়েছে। এ সম্পর্কে আমরা একটু পরে বলব। এর আগে 'কিতাবুল আসারে'র বর্ণনাকারীদের সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করা যেতে পারে। আবূ হানীফা (র.)-এর নিয়মিত শাগরেদদের প্রায়ই তাঁর কাছ থেকে অন্যান্য হাদীস বর্ণনার পাশাপাশি এ কিতাবও বর্ণনা করেছেন। কেউ কেউ অন্যদের মাধ্যমে লিখিয়ে নিয়েছেন। এর মধ্য থেকে যে কয়েকটি বর্ণনা বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে এবং মুহাদ্দিস ওলামায়ে কেরামের হাতে হাতে রয়েছে, সে রকম বর্ণনা হচ্ছে চারটি। যথা–

১. মুহাম্মদ ইবনুল হাসান কর্তৃক বর্ণিত 'কিতাবুল আসার'

'কিতাবুল আসারে'র এ বর্ণনাটি সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। এর প্রসিদ্ধি এতদূর পর্যন্ত পৌঁছে গেছে যে, অনেকে এ কিতাবটিকে ইমাম মুহাম্মাদ (র.)-এর নিজস্ব সংকলন মনে করে বসেছে। অথচ এ ধারণাটি সম্পূর্ণ ভুল। হাফেয ইবনে হাজার (র.) এ কিতাবের বর্ণনাকারীদের নিয়ে ভিন্ন একটি কিতাব লিখেছেন যার

নাম হচ্ছে–الإيثار بمعرفة رواة الآثار। বর্তমান বাজারে ইমাম মুহাম্মাদ কর্তৃক বর্ণিত 'কিতাবুল আসারে'র যে কপিটি পাওয়া যায় সেটি আবূ হাফস কাবীর ও আবূ সুলায়মান জাওযেজানী রহিমাহুমাল্লাহ কর্তৃক বর্ণিত কপি।

২. আবূ ইউসুফ (র.) কর্তৃক বর্ণিত 'কিতাবুল আসার'

কিতাবুল আসারের এ কপিটি সচরাচর রয়েছে। আবূ ইউসুফ (র.) থেকে তাঁর ছেলে ইউসুফ (র.) এ কিতাবটি বর্ণনা করেন। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র.) আবূ ইউসুফের মাধ্যমে এসব হাদীস নিয়েছেন। ইমাম ইবনুল জাওযী (র.) তাঁর নিজস্ব সনদে বর্ণনা করেন–

اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يَقُوْلُ : اَوَّلُ مَنْ كَتَبْتُ عِنْدَهُ الْحَدِيْثَ اَبُوْ يُوْسُفَ، (مَنَاقِبُ ابْنِ الْجَوْزِيِّ ص : ٢٢)

"আহমাদ ইবনে হাম্বল (র.) বলেন, আমি সর্বপ্রথম যার কাছ থেকে হাদীস লিখেছি তিনি হচ্ছেন আবূ ইউসুফ (র.)।"

–(মানাকিব ইবনুল জাওযী পৃ. ২২ বরাতে, ইমামে আ'যম পৃ. ৪৩০)

এরই মাধ্যমে আহমাদ ইবনে হাম্বল (র.) আবূ হানীফা (র.)-এর হাদীসগুলো লিখে নেন এবং বহু পরিমাণে লিখেন। এ প্রসঙ্গে শাফেয়ী মতাবলম্বী হাফেয আবুল ফাতহ ইবনে সাইয়েদুন নাস আলইয়ামুরী (র.) লিখেন–

قَالَ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللهِ بْنِ اَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ : كَتَبَ اَبِيْ عَنْ اَبِيْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٍ ثَلَاثَةَ قَمَاطِرَ، قُلْتُ لَهُ : كَانَ يَنْظُرُ فِيْهَا؟ قَالَ كَانَ رُبَّمَا نَظَرَ فِيْهَا. (عُيُوْنُ الْأَثر ٢٠/١)

"ইবরাহীম ইবনে জাফর (র.) বর্ণনা করেছেন, আব্দুল্লাহ ইবনে আহমাদ ইবনে হাম্বল (র.) বলেছেন, আমার আব্বা আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ থেকে তিন বাক্স/বান্ডিল কিতাব লিখে নিয়েছেন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কি সেগুলো দেখতেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, কখনো কখনো দেখতেন।" –(উয়ূনুল আসার ১/২০ বরাতে, প্রাগুক্ত)

শায়খ আবূ যাহরা মিসরী (র.) বলেন–

وَكِتَابُ الْآثَارِ رَوَاهُ يُوْسُفُ بْنُ اَبِيْ يُوْسُفَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ حَنِيْفَةَ. (اَبُوْ حَنِيْفَةَ لِاَبِيْ زَهْرَةَ ص : ١٧٦)

"এবং 'কিতাবুল আসার' গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসগুলো বর্ণনা করেন ইউসুফ (র.) তাঁর পিতা আবূ ইউসুফ (র.) থেকে, তিনি আবূ হানীফা (র.) থেকে।" –(আবূ হানীফা পৃ. ১৭৬)

৩. যুফার ইবনে হুযাইল (র.) কর্তৃক বর্ণিত 'কিতাবুল আসার'

ইনি আবূ হানীফা (র.)-এর অনেক পুরাতন শাগরেদ এবং বয়সেও অন্যান্যদের চেয়ে বড়। ইনিও আবূ হানীফা (র.)-এর কিতাবটি বর্ণনা করেছেন। যুফার (র.) থেকে তাঁর তিন শাগরেদ আবূ ওয়াহাব মুহাম্মদ ইবনে মুযাহিম, শাদ্দাদ ইবনে হাকীম ও হাকীম ইবনে আইয়ূব (র.) 'কিতাবুল আসার' বর্ণনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে হাকিম আবূ আব্দুল্লাহ নিশাপুরী (র.) বলেন–

نُسْخَةٌ لِزُفَرَ بْنِ الْهُذَيْلِ الْجُعْفِيِّ تَفَرَّدَ بِهَا عَنْهُ شَدَّادُ بْنُ حَكِيْمٍ الْبَلْخِيِّ، وَنُسْخَةٌ اَيْضًا لِزُفَرَ بْنِ الْهُذَيْلِ الْجُعْفِيِّ تَفَرَّدَ بِهَا اَبُوْ وَهْبٍ مُحَمَّدُ بْنِ مُزَاحِمٍ الْمَرْوَزِيُّ عَنْهُ. (مَعْرِفَةُ عُلُوْمِ الْحَدِيْثِ ص : ١٦٤)

"যুফার ইবনে হুযাইল (র.) কর্তৃক বর্ণিত 'কিতাবুল আসারে'র কপিটি তাঁর কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন শাদ্দাদ ইবনে হাকীম আলবলখী; আর তার এ নুসখা তাঁর কাছ থেকে আবূ ওয়াহাব মুহাম্মদ ইবনে মুযাহিম মারওয়াযী বর্ণনা (র.) করেছেন।" –(মারিফাতু উলূমিল হাদীস পৃ. ১৬৪)

হাফেয সামআনী (র.)-ও অনুরূপ কথা বলেছেন। তিনি আহমদ ইবনে বকর ইবনে ইউসুফ (র.) সম্পর্কে বলেন-

يَرْوِىْ عَنْ اَبِىْ وَهْبٍ مُحَمَّدِ بْنِ مُزَاحِمٍ الْمَرْوَزِيِّ عَنْ زُفَرَ عَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ كِتَابَ الْاٰثَارِ. (اَلْجَوَاهِرُ الْمُضِيَّةُ ١/١٥٢)

"ইনি আবূ ওয়াহাব মুহাম্মদ ইবনে মুযাহিম মারওয়াযী (র.) থেকে যুফারের মাধ্যমে আবূ হানীফা (র.) থেকে 'কিতাবুল আসার' বর্ণনা করেন।"

–(আলযাওয়াহিরুল মুযীয়াহ ১/১৫২)

এ ধরনের আরো বিভিন্ন বর্ণনায় ইমাম যুফার (র.) কর্তৃক বর্ণিত আবূ হানীফা (র.)-এর 'কিতাবুল আসার'-এর উল্লেখ পাওয়া যায়।

৪. হাসান ইবনে যিয়াদ (র.) কর্তৃক বর্ণিত 'কিতাবুল আসার'

'কিতাবুল আসারে'র একটি নুসখা বর্ণনা করেন হাসান ইবনে যিয়াদ লু'লুয়ী (র.)। অনেকের ধারণা মতে, তাঁর বর্ণনায় সর্বাধিক হাদীস স্থান পেয়েছে। হাফেয ইবনে হাজার (র.) এ নুসখাটির উল্লেখ এভাবে করেছেন–

مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حُبَيْشُ الْبَغَوِيُّ رَوٰى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُجَاعٍ الثَّلْجِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ كِتَابَ الْاٰثَارِ (لِسَانُ الْمِيْزَانِ تَرْجَمَةُ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ الْحُبَيْشِ الْمَذْكُوْرِ مُكَرَّرًا ٤٨٧/٦ رَقْمُ التَّرْجَمَةِ ٥٩ بعد ٦٣٥٣ نُسْخَةُ الشَّيْخِ عَبْدِ الْفَتَّاحِ)

"মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম হুবাইশ বাগাভী (র.) মুহাম্মদ ইবনে শুজা (র.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি হাসান ইবনে যিয়াদ (র.) থেকে, আর তিনি আবূ হানীফা (র.) থেকে 'কিতাবুল আসার' বর্ণনা করেন।" –(লিসানুল মীযান ৬/৪৮৭)

হাসান ইবনে যিয়াদের নুসখায় সর্বাধিক পরিমাণ হাদীস রয়েছে। এ অভিমতটি সৃষ্টি হয়েছে তাঁর একটি বক্তব্য থেকে। তিনি এক প্রসঙ্গে বলেছেন-

كَانَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ يَرْوِىْ اَرْبَعَةَ الاَفِ حَدِيْثٍ اَلْفَيْنِ لِحَمَّادٍ وَاَلْفَيْنِ لِسَائِرِ المشيخة. (مَنَاقِبُ الموفق المكى ٩٦/١)

"আবূ হানীফা (র.) চার হাজার হাদীস বর্ণনা করতেন, তন্মধ্যে দুই হাজার ছিল হাম্মাদ থেকে নেওয়া, আর বাকি দুই হাজার অন্য সকল শায়খ থেকে নেওয়া।" –(মানাকিবে মুয়াফফাক মক্কী ১/৯৬)

ইবনে যিয়াদ (র.)-এর এ বক্তব্যের আলোকে ধারণা করা হচ্ছে, তাঁর কিতাবে যে পরিমাণ হাদীসের উল্লেখ রয়েছে, সে পরিমাণ 'কিতাবুল আসারে'র অন্যান্য নুসখায় নেই।

কিন্তু এ দাবিটি এ কারণে মানা যায় না যে, আবূ হানীফা (র.) যেসব হাদীস বর্ণনা করেছেন তার সব 'কিতাবুল আসারে' থাকার কথা নয়। কারণ 'কিতাবুল আসার' হচ্ছে হাদীসের একটি নির্বাচিত অংশের সমষ্টি। তা ছাড়া আসারের যে নুসখাটি বর্তমানে আমাদের সামনে রয়েছে, তার হাদীস সংখ্যা হিসেবেও উক্ত দাবিটিকে সহীহ বলে মেনে নেওয়া যায় না। কারণ এর হাদীস সংখ্যা সর্বোচ্চ হাজার বারশত।

যাহোক, আবূ হানীফা (র.)-এর 'কিতাবুল আসার' যাদের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে, তাদের প্রসিদ্ধ কয়েকজন সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

'কিতাবুল আসারে'র বৈশিষ্ট্যসমূহ

'কিতাবুল আসার' হাদীস সংকলনের ময়দানে একটি নতুন সংযোজন– এ বৈশিষ্ট্য তো আছেই। এর সাথে এর আরো কিছু গুণাগুণও রয়েছে, যা এ কিতাবকে তৎকালে মুহাদ্দিস ফকীহ ওলামায়ে কেরামের কাছে সমাদৃত করে তুলেছে। আবূ ইউসুফ (র.) কর্তৃক বর্ণনাকৃত 'কিতাবুল আসারে'র নুসখা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে শায়খ আবূ যাহরা (র.) এর কিছু বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন–

وَكِتَابُ الْآثَارِ رَوَاهُ يُوْسُفُ بْنُ اَبِىْ يُوْسُفَ، عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ، ثُمَّ بَعْدَ ذٰلِكَ يَتَّصِلُ السَّنَدُ اِلَى الرَّسُوْلِ، اَوِ الصَّحَابِىِّ اَوِ التَّابِعِىِّ الَّذِىْ ارْتَضَاهُ اَبُوْ حَنِيْفَةَ. وَعَلٰى

ذٰلِكَ يَكُوْنُ هٰذَا الْكِتَابُ مُسْنَدًا لِأَبِيْ حَنِيْفَةَ مَجْمُوْعَةً مِنَ الْفَتَاوٰى الَّتِيْ اِخْتَارَهَا مِنْ اَقْوَالِ فُقَهَاءِ الْكُوْفَةِ رَأْيًا لَهُ، اَوْ خَالَفَهَا مُبَيِّنًا سَنَدَ الْمُخَالَفَةِ. وَالْكِتَابُ مَوْضُوْعٌ بِعَنَاوِيْنَ فِقْهِيَّةٍ مُرَتَّبَةٍ.

وَلِهٰذَا الْكِتَابِ قِيْمَةٌ عِلْمِيَّةٌ مِنْ ثَلَاثِ نَوَاحٍ :

اَوَّلُهَا : اَنَّهُ مُسْنَدٌ لِأَبِيْ حَنِيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُطْلِعُنَا عَلٰى طَائِفَةٍ مِنْ رِوَايَاتِهِ وَيُرِيْنَا نَوْعًا مِنَ الْاَحَادِيْثِ الَّتِيْ اِعْتَمَدَ عَلَيْهَا فِيْ بَعْضِ مَا اسْتَنْبَطَهُ مِنْ اَحْكَامٍ وَفَتَاوٰى.

ثَانِيَتُهَا : اَنَّهُ يُبَيِّنُ لَنَا كَيْفَ كَانَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ يَأْخُذُ بِفَتَاوَى الصَّحَابَةِ، وَكَيْفَ كَانَ يَأْخُذُ بِالْمُرْسَلِ مِنَ الْحَدِيْثِ، وَلَا يَشْتَرِطُ الرَّفْعَ، وَبِعِبَارَةٍ عَامَّةٍ يُرِيْنَا مَا يَشْتَرِطُ اَبُوْ حَنِيْفَةَ فِي الرِّوَايَاتِ الْمُعْتَمَدَةِ.

ثَالِثَتُهَا : اَنَّ فِي الْكِتَابِ جَمْعًا لِطَائِفَةٍ اخْتَارَهَا مِنْ فَتَاوَى التَّابِعِيْنَ مِنْ فُقَهَاءِ الْكُوْفَةِ خَاصَّةً وَفُقَهَاءِ الْعِرَاقِ عَامَّةً، فَهُوَ عَلٰى هٰذَا يَضَعُ اَيْدِيَنَا عَلٰى طَائِفَةٍ مِنَ الْمَجْمُوْعَةِ الْفِقْهِيَّةِ الَّتِيْ كَانَتْ مَعْرُوْفَةً لَدٰى فُقَهَاءِ الْعِرَاقِ يَتَدَارَسُوْنَهَا، وَيَبْنُوْنَ عَلَيْهَا وَيَشِيْدُوْنَ فَوْقَهَا، وَيَسْتَنْبِطُوْنَ فِيْمَا وَرَاءَهَا، وَبِدِرَاسَتِهَا مَعَ مَا رُوِيَ لِأَبِيْ حَنِيْفَةَ مِنْ فِقْهِ غَيْرِهَا، نَعْرِفُ الدَّوْرَ الَّذِيْ قَامَ بِهِ اَبُوْ حَنِيْفَةَ فِيْ اسْتِنْبَاطِهِ وَمَكَانِهِ فِي الْمُجْتَهِدِيْنَ بِشَكْلٍ عَامٍ. (اَبُوْ حَنِيْفَةَ ص : ١٧٦-١٧٧)

"আর 'কিতাবুল আসার' বর্ণনা করেছেন ইউসুফ ইবনে আবূ ইউসুফ (র.) তাঁর পিতা থেকে, তিনি আবূ হানীফা (র.) থেকে। এর বর্ণনা সূত্র গিয়ে সংযুক্ত হয়েছে হয়তো রাসূলের সঙ্গে, নয়তো সাহাবীর সঙ্গে অথবা তাবেয়ীর সঙ্গে, যাকে আবূ হানীফা (র.) গ্রহণ করেছেন। এ হিসেবে এ কিতাবটি আবূ হানীফা (র.)-এর মুসনাদ, কূফার ফুকাহায়ে কেরামের কিছু ফাতাওয়াসমগ্র যা তিনি নিজের অভিমত হিসেবে গ্রহণ করেছেন, অথবা তার বিরোধিতা করেছেন বিরোধিতার কারণ দর্শানোসহ। কিতাবটি সংকলন করা হয়েছে কিছু সুবিন্যস্ত ফিকহী শিরোনামে।

তিনটি দিক বিবেচনায় এ কিতাবটির ইলমি মূল্যায়ন রয়েছে :

এক. এটি আবূ হানীফা (রা.)-এর একটি মুসনাদ, যা তাঁর বর্ণনাকৃত হাদীসসমূহের একটি অংশ সম্পর্কে আমাদেরকে অবগত করায়। আমাদেরকে হাদীসের এমন একটি প্রকার সম্পর্কে জানায়, হুকুম আহকাম ও ফাতাওয়া উৎসারণের ক্ষেত্রে আবূ হানীফা যে প্রকারের হাদীসের উপর নির্ভর করেছিলেন।

দুই. এ কিতাবটি আমাদের সামনে স্পষ্ট করে দেয় যে, আবূ হানীফা (র.) কীভাবে সাহাবায়ে কেরামের ফাতাওয়া গ্রহণ করতেন আর কীভাবে رفع তথা রাসূল পর্যন্ত পৌঁছার শর্ত না দিয়ে মুরসাল হাদীস গ্রহণ করতেন। আরো ব্যাপক করে বলা যায় যে, নির্ভরযোগ্য বর্ণনাগুলোর ক্ষেত্রে তিনি কী কী শর্ত আরোপ করেন।

তিন. এ কিতাবের মাঝে বিশেষভাবে কূফার আর ব্যাপকার্থে ইরাকের ফকীহ তাবেয়ীগণের ফাতাওয়াসমূহের একটি অংশ রয়েছে, যা তিনি গ্রহণ করেছেন। এতে করে তিনি আমাদের হাতকে এমন কিছু ফিকহ ও ফাতাওয়াসমগ্রের উপর রেখে দিয়েছেন, যা ইরাকের ফকীহগণের মাঝে প্রসিদ্ধ ছিল, যেগুলো নিয়ে তাঁরা পঠন-পাঠন করতেন, তার উপর ভিত্তি করে অন্য মাসআলা বলতেন, তার উপর রং চড়াতেন, এর বাইরে আরো মাসআলা উৎসারণ করতেন। সেগুলো পড়ে এবং তার সঙ্গে আরো অন্যান্য ফিকহ পড়ে আমরা ঐ পর্বটি চিনতে পারি, অনুধাবন করতে পারি, যে পর্বটি আবূ হানীফা (র.) মাসআলা উৎসারণের ক্ষেত্রে সম্পাদন করেছেন। এছাড়া মুজতাহিদগণের মাঝে তাঁর যে মকাম ও মর্যাদা রয়েছে তাও আমরা জানতে পারি।" –(আবূ হানীফা : আবূ যাহরা পৃ. ১৭৬-১৭৭)

শায়খ আবূ যাহরা (র.)-এর এ বক্তব্য 'কিতাবুল আসারে'র এমন কিছু বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, যা গবেষণাধর্মী মানসিকতার জন্য অত্যন্ত জরুরি। একটি কিতাবের তেলাওয়াত ও তার অর্থ বোঝাই শেষ কথা নয়; বরং তার থেকে নেওয়ার অনেক কিছু থাকে। একটি কিতাব শুধুমাত্র এক ব্যক্তির মুখপত্র হয় না, বরং তা একটি যুগ, একটি গোষ্ঠী ও একটি চিন্তাধারার মুখপত্র হয়, যদি তার রচয়িতা একজন সচেতন ব্যক্তি হয়ে থাকেন।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মূল্যায়ন

এ দৃষ্টিকোণ থেকেই ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছেন–

مَنْ لَمْ يَنْظُرْ فِىْ كُتُبِ اَبِىْ حَنِيْفَةَ لَمْ يَتَبَحَّرْ فِى الْفِقْهِ (اَخْبَارُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَاَصْحَابِهٖ ٨٧/١ ذِكْرُ مَا رُوِىَ عَنْ اَعْلَامِ الْمُسْلِمِيْنَ وَأَئِمَّتِهِمْ فِىْ فَضْلِ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ وَعَنْهُمْ)

"যে আবূ হানীফা (র.)-এর কিতাব দেখবে না সে ফিকহের ময়দানে দক্ষতা অর্জন করতে পারবে না।" –(আখবারু আবী হানীফা ওয়া আসহাবিহী ১/৮৭)

হাদীসের সঙ্গে মানুষের দৈনন্দিন চলমান জীবনের সম্পর্ক। হাদীস একটি সদা জাগ্রত জীবন্ত বস্তু। মানুষের জীবনের সঙ্গে এর সেতুবন্ধন তৈরি না হলে যেমনিভাবে জীবন স্থবির হয়ে যাবে, তেমনিভাবে হাদীসকেও অর্থহীন বলে মনে হবে। 'কিতাবুল আসারে'র মাধ্যমে আবূ হানীফা (র.) মূলত সেই বৈপ্লবিক কাজটিই করেছেন। একই কারণে আবূ হানীফা (র.)-এর এ কাজকে সমকালীন মুহাদ্দিস ফকীহ ওলামায়ে কেরাম প্রত্যাখ্যান করেননি, কেউ আপত্তি তোলেননি; বরং গ্রহণ করে নিয়েছেন, অনুসরণ করার চেষ্টা করেছেন।

ইবনুল মুবারক (র.)-এর মূল্যায়ন

একই কারণে সচেতন ওলামায়ে কেরাম আবূ হানীফা (র.)-এর কিতাব পড়েছেন, অন্যদেরকে পড়তে বলেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (র.) নিজের লোকদেরকে বলেছেন-

عَلَيْكُمْ بِالْأَثَرِ، وَلَابُدَّ لِلْأَثَرِ مِنْ اَبِيْ حَنِيْفَةَ، فَيُعْرَفُ بِهِ تَأْوِيْلُ الْحَدِيْثِ وَمَعْنَاهُ.

"তোমরা হাদীসের অনুসরণ কর। আর হাদীসের অনুসরণের জন্য আবূ হানীফা (র.)-এর বিকল্প নেই। আবূ হানীফা (র.)-এর শরণাপন্ন হওয়ার দ্বারা হাদীসের ব্যাখ্যা ও মর্ম বুঝা যাবে।" –(মানাকিবু আবী হানীফা, মুয়াফফাক মক্কী ২/৫৩)

আবূ হানীফা (র.)-এর কিতাব পড়ার সঙ্গে হাদীসের ব্যাখ্যা বুঝার যে যোগসূত্রের দিকে উল্লিখিত উদ্ধৃতিগুলো ইঙ্গিত করছে তা আরো স্পষ্ট করার জন্য আরো কিছু উদ্ধৃতি তুলে ধরছি। যার দ্বারা এ কথা সামনে এসে যাবে যে, হাদীস বোঝা এবং আমলের সঙ্গে সম্পর্কিত হাদীসের ব্যাপারে আবূ হানীফা (র.)-এর কিছু বিশেষত্ব ছিল যা তাঁর রচনায়ও প্রকাশ পেয়েছে। যার দরুন সমকালীন ওলামায়ে কেরাম তাঁর কিতাবের প্রতি এভাবে ঝুঁকে পড়েছেন।

সুফয়ান সাওরী (র.)-এর মূল্যায়ন

এ পর্যায়ে প্রথমত সুফয়ান সাওরী (র.)-এর একটি বক্তব্যের অংশবিশেষ তুলে ধরছি :

وَلَا يَسْتَحِلُّ اَنْ يَأْخُذَ اِلَّا مَا صَحَّ مِنْ آثَارِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، شَدِيْدُ الْمَعْرِفَةِ بِنَاسِخِ الْحَدِيْثِ وَمَنْسُوْخِهِ، وَكَانَ يَطْلُبُ اَحَادِيْثَ الثِّقَاتِ وَالْآخِرِ مِنْ فِعْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ (عُقُوْدُ الْجُمَانِ ص ١٩١)

"তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস থেকে সহীহ হাদীস ব্যতীত অন্য হাদীস গ্রহণ করাকে বৈধ মনে করতেন না। হাদীসের মাঝে নাসেখ-মানসূখ খুব চিনতে পারতেন। নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের হাদীস খুঁজে বেড়াতেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বশেষ আমলটি অনুসন্ধান করতেন।–(উকূদুল জুমান : সালেহী পৃ. ১৯১)

ইয়াযীদ ইবনে হারূন (র.)-এর মূল্যায়ন

হাফেয সাজ্জাদাহ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

دَخَلْتُ اَنَا وَاَبُوْ مُسْلِمٍ الْمُسْتَمْلِيْ عَلٰى يَزِيْدَ بْنِ هَارُوْنَ، فَقَالَ لَهٗ اَبُوْ مُسْلِمٍ : مَا تَقُوْلُ يَا اَبَا خَالِدٍ فِيْ اَبِيْ حَنِيْفَةَ وَالنَّظْرِ فِيْ كُتُبِهٖ؟ فَقَالَ : اُنْظُرُوْا فِيْهَا اِنْ كُنْتُمْ تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَفَقَّهُوْا فَاِنِّيْ مَا رَأَيْتُ اَحَدًا مِنَ الْفُقَهَاءِ يَكْرَهُ النَّظْرَ فِيْ قَوْلِهٖ وَلَقَدْ احْتَالَ الثَّوْرِيُّ فِيْ كِتَابِ الرَّهْنِ حَتّٰى نَسَخَهٗ (عُقُوْدُ الْجُمَانِ ص : ١٩٤)

“আমি ও আবূ মুসলিম আলমুসতামলী ইয়াযীদ ইবনে হারূনের ঘরে গেলাম। আবূ মুসলিম জিজ্ঞেস করলেন, হে আবূ খালেদ! আবূ হানীফা (র.) ও তাঁর কিতাব অধ্যয়ন করার ব্যাপারে আপনার কী অভিমত? তিনি বললেন, তোমরা যদি ফকীহ হতে চাও তাহলে তার কিতাব পড়। আমি কোন ফকীহকে দেখিনি যে, সে আবূ হানীফা (র.)-এর মতামত দেখতে অপছন্দ করে। –(উকূদুল জুমান পৃ. ১৯৪)

অন্যান্য ওলামায়ে কেরামের মূল্যায়ন

একই সূত্র ধরে ইসরাঈল ইবনে ইউনুস (র.) বলেন–

نِعْمَ الرَّجُلُ نُعْمَانُ! مَا كَانَ أَحْفَظَ لِكُلِّ حَدِيْثٍ فِيْهِ فِقْهٌ، وَأَشَدَّ فَحْصِه عَنْهُ، وَأَعْلَمَهُ بِمَا فِيْهِ مِنَ الْفِقْهِ (عُقُوْدُ الْجُمَانِ ص : ٣٢١)

“কতইনা দারুন এক মানুষ নো'মান। যেসব হাদীসে ফিকহ রয়েছে সেগুলো তিনি কত দারুণভাবে মুখস্থ রেখেছেন। সেগুলোকে তিনি কত গুরুত্বের সাথে খুঁজে বের করেন এবং সেগুলোতে যে ফিকহ রয়েছে সেগুলো যে তিনি কত বেশি জানেন! –(উকূদুল জুমান পৃ. ৩২১)

অনুরূপ কথা বলেছেন তাঁর একান্ত শাগরেদ আবূ ইউসুফ (র.)। তিনি বলেন–

مَا رَأَيْتُ اَحَدًا اَعْلَمَ بِتَفْسِيْرِ الْحَدِيْثِ وَمَوَاضِعِ النُّكْتَةِ الَّتِيْ فِيْهِ الْفِقْهُ مِنْ أَبِيْ حَنِيْفَةَ. (عُقُوْدُ الْجُمَانِ ص : ٣٢١)

“হাদীসের তাফসীর এবং গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলো– যেগুলোতে ফিকহ রয়েছে, সেগুলোর ব্যাপারে আবূ হানীফা (র.)-এর চেয়ে দক্ষ আর কাউকে আমি দেখিনি।” –(উকূদুল জুমান ৩২১)

এ ধরনের অসংখ্য অগণিত বর্ণনা, বক্তব্য ও মন্তব্য বিভিন্ন কিতাবের পাতায় পাতায় রয়েছে। যেগুলোর অভিন্ন বক্তব্য হচ্ছে– এক. আবূ হানীফা (র.) নাসেখ মানসূখ সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান রাখতেন। দুই. রাসূলে পাক ﷺ থেকে কোনো আমল দু'ভাবে পাওয়া গেলে তাঁর শেষ আমল কোনটি? এ বিষয়টি তিনি বিশেষভাবে মুখস্থ রেখেছেন। তিন. যে হাদীসগুলো আমলী জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত সেগুলো তাঁর বিশেষভাবে জানা ছিল। চার. নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের মাধ্যমে বর্ণিত সহীহ হাদীস ব্যতীত অন্য হাদীস তিনি গ্রহণ করতেন না। পাঁচ. সর্বশেষ এ কথাও রয়েছে যে, তাঁর এ বৈশিষ্ট্যগুলো তাঁর সংকলিত কিতাবটিতেও পরিলক্ষিত হয়েছে।

সুতরাং একজন সত্যসন্ধানী শিক্ষার্থীর জন্য আবূ হানীফা (র.) কর্তৃক সংকলিত কিতাবটি হচ্ছে ضَالَّةُ الْحَكِيْمِ অথবা বলা যায়, ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ যাকে তালাশ করে বের করা একজন তালিবে ইলমের একান্ত দায়িত্ব।

সে কারণেই একবার আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (র.)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল– একজন ব্যক্তি কখন ফতোয়া দেওয়ার উপযুক্ত হবে? তিনি উত্তরে বলেছেন–

إِذَا كَانَ بَصِيْرًا بِالْأَثَرِ، بَصِيْرًا بِرَأْيِ أَبِيْ حَنِيْفَةَ.

"যখন সে হাদীস সম্পর্কে দক্ষ হবে এবং আবূ হানীফা (র.)-এর ফিকহ সম্পর্কে দক্ষ হবে।" (আলফিকহ ওয়াল ফুকাহা ১৪৮)

অন্য আরেক প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন-

لَا تَقُوْلُوْا رَأْيُ أَبِيْ حَنِيْفَةَ، وَلٰكِنْ قُوْلُوْا تَفْسِيْرُ الْحَدِيْثِ.

"তোমরা আবূ হানীফা (র.)-এর মতামতকে তাঁর নিছক অভিমত বলো না; বরং তাকে 'হাদীসের তাফসীর' বল।"

মোটকথা হাদীসকে হাদীস হিসেবে সংরক্ষণ এবং হাদীসের মূল লক্ষ্য মানুষের আমলী জীবনের সঙ্গে তাকে খাপ খাইয়ে দেওয়া -এ দু'টি বিষয়ের সমন্বয় সাধন হয়েছে আবূ হানীফা (র.)-এর 'কিতাবুল আসারে'। তাই এর অবদান চির অম্লান। পরবর্তী যুগে হাদীস রচনা ও সংকলনের ক্ষেত্রে যত উৎকর্ষ সাধনই হোক না কেন, যত মুখরোচক শিরোনামই তৈরি হোক না কেন, তা কখনো এ প্রথম অবদানকে টপকে যেতে পারবে না।

এ তো গেল 'কিতাবুল আসারে'র বিষয়বস্তু ও বিন্যাসগত বিষয়ের উল্লেখ। এবার এর বর্ণনাগত মান সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে।

'কিতাবুল আসারে'র বর্ণনাগত মান

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর বিভিন্ন বক্তব্য এবং হাদীসের অন্যান্য ইমামগণের বিভিন্ন বক্তব্যের আলোকে সহজেই নির্ণয় করা যায় যে, বর্ণনাগত দিক থেকে এবং বর্ণনাকারীদের বিবেচনায় এ কিতাবটির অবস্থান কেমন ছিল।

বিশেষত যেহেতু এ কিতাবের বর্ণনাকারীদের নিয়ে ভিন্নভাবে রচনা তৈরি হয়েছে, সুতরাং সে কিতাবের আলোকে এবং সনদের মান নির্ণয়ের আরো যেসব মূলনীতি রয়েছে, সেগুলোর আলোকেও এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে।

কিতাবুল আসারের বর্ণনাগত দিক নিয়ে আলোচনা করতে গেলে দুটি অংশই এখানে আসবে। একটি হচ্ছে ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে উপরের দিকে সনদের শেষ মাথা পর্যন্ত। আরেকটি অংশ হচ্ছে আবূ হানীফা (র.) থেকে নিচের দিকে আমাদের সময় পর্যন্ত। মুদ্রণের যুগ পর্যন্ত। কিতাবুল আসারের বর্ণনাকারীদের অবস্থার তফসীল বর্ণনা করার আগে সংক্ষিপ্তাকারে মৌলিক কয়েকটি কথা বলা যায়–

কিতাবটি সত্য যুগের সংকলন

১. আবূ হানীফা (র.) থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত যে সময়টি, সে সময়টিতে বাতিল ফেরকাগুলো মাথাচাড়া দিয়ে উঠলেও এবং ইসলামের নামে রাসূলের নামে মিথ্যা রটানোর দুয়েকটি ঘটনা ঘটলেও তা ব্যাপক রূপ ধারণ করেনি। আর দু'চারজন দুষ্ট লোক যারা ছিল তারাও প্রায় চিহ্নিত ছিল। আর তাদের স্মরণশক্তিও ততটা অধপতনে যায়নি যতটা অধঃপতনে পরবর্তীতে নেমেছে।

২. আবূ হানীফা (র.) ও সাহাবীর মাঝে সাধারণভাবে এক বা দু'জন বর্ণনাকারী, যাঁরা ছিলেন সাহাবীর সান্নিধ্যে ধন্য পবিত্র তাবেয়ীয় জামাত। একজন হওয়ার ক্ষেত্রে সেই বর্ণনাকারী একদিকে আবূ হানীফা (র.)-এর উস্তায, অপর দিকে তিনি সাহাবীর শাগরেদ। এর মধ্যে মিথ্যার অনুপ্রবেশ সহজ নয়। আর দু'জন বর্ণনাকারী হওয়ার ক্ষেত্রে একজন আবূ হানীফা (র.)-এর উস্তাদ আর অপরজন সাহাবীর শাগরেদ। এক্ষেত্রেও অসত্যের অনুপ্রবেশ সহজ নয়।

কারণ, পাঠকদের হয়তো মনে আছে, সহীহ বুখারীকে সহীহ মুসলিমের উপর প্রাধান্য দেওয়ার যে কারণগুলো হাফেয ইবনে হাজার (র.) বর্ণনা করেছেন, তার একটি ছিল সহীহ বুখারীর আপত্তিকর বর্ণনাকারীদের বেশিরভাগ ইমাম বুখারী (র.)-এর উস্তাদ, আর সহীহ মুসলিমের আপত্তিকর বর্ণনাকারীদের বেশির ভাগ ইমাম মুসলিম (র.)-এর সরাসরি উস্তাদ নন; বরং তাঁর উস্তাদের উস্তাদ বা আরো উপরের।

এ কারণটি উল্লেখ করে ইবনে হাজার (র.) বুঝাতে চেয়েছেন যে, সহীহ বুখারীর কিছু বর্ণনাকারী আপত্তিকর থাকলেও তাঁরা যেহেতু ইমাম বুখারীর সরাসরি শায়খ, সেহেতু তাঁদের কোন হাদীসগুলো গ্রহণ করার মতো আর কোন হাদীসগুলো গ্রহণ করার মতো নয়? তা তিনি ভালোই জানতেন। সুতরাং তিনি সেসব দুর্বল বর্ণনাকারীদের সহীহ হাদীসগুলোই তাঁর কিতাবে এনেছেন- এ ধারণা করা যায়।

এ সূত্র ধরেই ওলামায়ে কেরাম মনে করেন, 'কিতাবুল আসারে' নিতান্ত দুয়েকজন আপত্তিকর বর্ণনাকারী থাকলেও তাঁরা ছিলেন আবূ হানীফা (র.)-এর সরাসরি উস্তাদ। আর আবূ হানীফা (র.) তাঁর জমানার জারহ ও তা'দীলের একজন ইমাম ছিলেন; যা আমরা পরে ব্যাখ্যা করব। সুতরাং বিশ্বাস করা যেতেই পারে যে, তিনি তাঁর উস্তাদের সহীহ হাদীসগুলোই গ্রহণ করেছেন। যে বিশ্বাসটি একশত বছর পর ইমাম বুখারী (র.)-এর ব্যাপারে শত হাদীসের বেলায় করা গেছে, সে বিশ্বাসটি একশত বছর আগে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর ব্যাপারে দুচারটি হাদীসের বেলায় করার ক্ষেত্রে কারো আপত্তি থাকার কথা নয়।

উল্লেখ্য, সহীহ মুসলিমের উপর সহীহ বুখারীর প্রাধান্যের এ দিকটি নিজে ইমাম বুখারী ব্যাখ্যা করে যাননি, তা আমরাই বের করেছি। আর কিতাবুল আসারের এ বিষয়টিও আবূ হানীফা নিজে বলে যাননি। তা আমরাই বের করেছি।

কিতাবটির সংকলক একজন নাকেদে হাদীস

৩. ইমাম আবূ হানীফা (র.) যেমনিভাবে একজন মুহাদ্দিস ফকীহ, তেমনিভাবে তিনি একজন 'নাকেদ' তথা বর্ণনাকারীর তথ্য যাচাইকারীও। ইমাম মালেক (র.)-এর 'মুয়াত্তা' কিতাবটি 'সহীহ হাদীসসমগ্র' হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার একটি কারণ ছিল "كَانَ لَا يَرْوِيْ اِلَّا عَنِ الثِّقَاتِ" (তিনি নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি ব্যতীত অন্যদের কাছ থেকে বর্ণনা করতেন না।) একই কারণে ইমাম মালেক (র.) যাদের কাছ থেকে বর্ণনা করতেন তাদেরকে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য মনে করা হতো।

এ পর্যন্ত উল্লিখিত বিভিন্ন উদ্ধৃতির আলোকে এ কথা সুস্পষ্টভাবেই প্রমাণিত হয়েছে যে, اَبُوْ حَنِيْفَةَ لَا يَرْوِيْ اِلَّا عَنْ ثِقَةٍ "আবূ হানীফা নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি ব্যতীত হাদীস বর্ণনা করেন না।" সুতরাং 'কিতাবুল আসারে'র বর্ণনাকারীগণ কমপক্ষে তাঁর দৃষ্টিতে অবশ্যই নির্ভরযোগ্য। হ্যাঁ! এতটুকু হতেই পারে যে, একজন বর্ণনাকারী আবূ হানীফা (র.)-এর দৃষ্টিতে নির্ভরযোগ্য; কিন্তু অন্যদের দৃষ্টিতে নির্ভরযোগ্য নয়। এমনটি সচরাচর সবার ক্ষেত্রেই পরিলক্ষিত হয়। যেমন ইসমাঈল ইবনে আবী উয়াইস (র.) ইমাম বুখারী (র.)-এর দৃষ্টিতে একজন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী। তিনি তাঁর সহীহ বুখারীতে এ বর্ণনাকারী থেকে হাদীস নিয়েছেন। অথচ ইমাম শাফেয়ী (র.) তাঁর উপর মিথ্যা হাদীস বানানোর অপবাদ দিয়েছেন।

অনুরূপভাবে হাম্মাদ ইবনে সালামা ইবনে দীনার (র.) অনেক বড় ইমাম ছিলেন। ইমাম মুসলিম (র.) তাঁর সহীহ মুসলিমে তাঁর কাছ থেকে বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু কোনো কোনো বিষয়ে তাঁর উপর আপত্তি থাকার কারণে ইমাম বুখারী (র.) তাঁর কাছ থেকে মুসনাদ কোনো হাদীস বর্ণনা করেননি।

এ রকম ব্যাপার বর্ণনাকারীদের বেলায় ঘটতেই পারে। একজন হাদীসের ছাত্র বিষয়টি সহজেই বোঝার কথা। একই বর্ণনাকারীকে একজন বলেছেন, ইনি হাদীসের রাজা, পক্ষান্তরে অপরজন বলেছেন, ইনি মিথ্যার রাজা।

সহীহ বুখারীতে 'মাগাজী' সংক্রান্ত আলোচনায় ইবনে ইসহাক (র.)-এর নাম বার বার আসে। তাঁকে 'ইমামুল মাগাজী' হিসেবে খেতাব দেওয়া হয়েছে। এ 'ইমামুল মাগাযী'র ব্যাপারে যখন ইমাম শো'বা ইবনুল হাজ্জায (র.)-এর মন্তব্য হচ্ছে– هُوَ أَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي الْحَدِيْثِ (তিনি হাদীসের বিষয়ে মু'মিনদের রাজা।) –তখন তাঁর ব্যাপারে ইমাম মালেক (র.)-এর বক্তব্য হচ্ছে– هُوَ كَذَّابٌ دَجَّالٌ (সে হচ্ছে একজন চরম মিথ্যবাদী দাজ্জাল।) ইমাম মালেক (র.) আরো

বলেছেন- "আমি কা'বা ও হাতীমে কা'বার মাঝে দাঁড়িয়ে বলতে পারব, ইবনে ইসহাক মিথ্যাবাদী।"

হাদীস তথা জারহ ও তা'দীলের ময়দানে এটি একটি طَوِيْلُ الذَّيْلِ তথা দীর্ঘ আলোচনার বিষয়। এ গ্রন্থ এ বিষয়ে আলোচনার উপযুক্ত ক্ষেত্র নয়। প্রসঙ্গক্রমে দু'য়েকটি উদাহরণ উল্লেখ করেছি মাত্র।

সুতরাং 'কিতাবুল আসারে'র কোনো বর্ণনাকারীর ব্যাপারে যদি কারো কোনো মন্তব্য বা আপত্তি পাওয়া যায় তাহলে সাথে সাথে কান খাড়া হয়ে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। অন্যদের যেমন একটি মত আছে, সেখানে আবূ হানীফা (র.)-এরও একটি মত থাকতে পারে। সহীহ হাদীস চেনা এবং নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি চেনা ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র.)-এর জমানায় শুরু হয়নি; বরং সহীহ হাদীস ও নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী বাছাই করার প্রক্রিয়াটি অনেক পুরাতন।

কিতাবটির সংকলক ইলালুল হাদীসের ইমাম

৪. হাদীসের জগতে 'ই'লাল' একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। হাদীসের তালেবে ইলমদের জানা থাকার কথা, একটি হাদীসের সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য হওয়ার পরও 'ইল্লত' নামক একটি উপসর্গ কখনো কখনো হাদীসের সঙ্গে এসে যুক্ত হয়। এ ইল্লতটি খুব সূক্ষ্ম ও অস্পষ্ট হয়। হাদীসের ইলম যাঁরা রাখেন তাঁদের মধ্যে হাতেগোনা কিছু মুহাদ্দিসই এমন আছেন, যাঁরা এ ইল্লত উদঘাটন করতে পারেন। ইমাম আবূ হানীফা (র.) তাঁদের একজন ছিলেন। ইমাম সালেহী (র.) বলেন-

وَكَانَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالٰى بَصِيْرًا بِعِلَلِ الْأَحَادِيْثِ وَبِالتَّعْدِيْلِ وَالتَّجْرِيْحِ وَمَقْبُوْلِ الْقَوْلِ فِيْ ذٰلِكَ. (عُقُوْدُ الْجُمَانِ ص : ١٦٧)

"আবূ হানীফা (র.) হাদীসের ইল্লত এবং জারহ ও তা'দীল বিষয়ে অত্যন্ত বিচক্ষণ ছিলেন, এ ক্ষেত্রে তাঁর কথা গ্রহণযোগ্য ছিল।" -(উকূদুল জুমান পৃ. ১৬৭)

একজন ই'লালের ইমাম যখন একটি হাদীসের কিতাব লিখেন এবং আমলের যোগ্য তথা আমল সংশ্লিষ্ট হাদীসগুলো একটি বড় ভাণ্ডার থেকে নির্বাচন করে লিখেছেন বলে যদি তিনি দাবি করেন- তাহলে এমন ব্যক্তির একটি সংকলনের ক্ষেত্রে অন্যদের কলম ধরার মতো কি সুযোগ থাকতে পারে। এর পরও অন্যদের বিবেচনাকে অবমূল্যায়ন করার কোনো প্রয়োজন নেই। তাই সেই বিষয়টি নিয়েই আমরা এখন আলোচনা করব।

কিতাবুল আসারের হাদীস সংখ্যা নুসখাভেদে কোনোটিতে এক হাজার কোনোটিতে তার চেয়ে বেশি আবার কোনোটিতে কমও আছে এবং বর্ণনাকারীর সংখ্যা হচ্ছে প্রায় সাড়ে তিনশত।

একটি ভুল সংশোধন

সাধারণভাবে 'কিতাবুল আসার'কে ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান (র.)-এর সংকলিত কিতাব মনে করা হয়। এ ধারণাটি ভুল। এটি মূলত আবূ হানীফা (র.)-এর সংকলিত কিতাব। এ মর্মে অনেকগুলো উদ্ধৃতি উল্লেখ করা হয়েছে। মনে করা হয় এটি মুহাম্মদের কিতাবে যে কিতাবে তিনি আবূ হানীফা (র.) থেকে প্রচুর পরিমাণে হাদীস নিয়েছেন। বিষয়টি এমন নয়। বস্তুত এটি ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এরই সংকলন।

বিষয়টি বুঝার এবং বিশ্বাস করার সহজ উপায় হচ্ছে, এ কিতাবটির নাম হচ্ছে 'কিতাবুল আসার'। এ একই নামের কিতাব মুহাম্মদ (র.)-এর কাছে রয়েছে, আবূ ইউসুফ (র.)-এর কাছেও রয়েছে, যুফার (র.)-এর কাছেও রয়েছে, হাসান ইবনে যিয়াদ (র.)-এর কাছেও রয়েছে, ইবনে মুবারক (র.)-এর কাছেও রয়েছে এবং আবূ হানীফা (র.)-এর অন্যান্য শাগরেদদের কাছেও রয়েছে।

বর্ণনাগত ব্যবধানের কারণে কিছু কমবেশ হওয়া এবং কিছু ইখতেলাফ ব্যতীত আর সবই অভিন্ন। উপরন্তু, 'কিতাবুল আসার' নামে আবূ হানীফা (র.)-এর সংকলন ও রচনাবলির তালিকায় এর উল্লেখ রয়েছে। এসব কিছু সামনে রাখলে এ কথা খুব সহজেই বুঝা যায় যে, এ কিতাবটি ইমাম আবূ হানীফা (র.) কর্তৃক সংকলিত; যা তাঁর শাগরেদগণ বর্ণনা করেছেন।

সনদের মাধ্যমে কিতাবের বর্ণনা এবং সেই সনদ গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করা সেই জমানায় একটি নিত্য-নৈমিত্তিক বিষয় ছিল। এ ক্ষেত্রে এসে পূর্বকালের হাদীসগ্রন্থগুলোর সঙ্গে যাদের তেমন পরিচয় নেই, তাদের ভুল বুঝাবুঝির একটি কারণও রয়েছে। তবে এ ভুলটি একান্তই সাধারণ তালেবে ইলমরা করে থাকে। আইম্মায়ে কেরামের মধ্য থেকে যাঁরা 'কিতাবুল আসার'কে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর সংকলন বলেছেন, তাঁরা এ ভুল বুঝাবুঝির কারণে বলেননি। এ বিষয়ে তাঁদের ভিন্ন কোনো বিশ্লেষণ থাকতে পারে। সাধারণ কারণটি হচ্ছে এই–

এ কিতাবে বর্ণিত হাদীসগুলোর শুরুতে সাধারণত এভাবে আছে حَدَّثَنَا اَبُوْ حَنِيْفَةَ قَالَ اَخْبَرَنَا حَمَّادٌ অথবা... اَخْبَرَنَا اَبُوْ حَنِيْفَةَ قَالَ এভাবে আছে। এ ক্ষেত্রে সাধারণ তালেবে ইলমদের প্রশ্ন হচ্ছে, কিতাবটি যদি, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর সংকলন, হয়, তাহলে তিনি কেন বলবেন– حَدَّثَنَا اَبُوْ حَنِيْفَةَ। তিনি তো তাঁর শায়খ থেকে হাদীস বর্ণনা শুরু করবেন। যেমন ইমাম বুখারী (র.) সহীহ বুখারীতে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ বলেননি; বরং বলেছেন– حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ... قَالَ তাহলে বুঝা যায়, এ কিতাবটি আবূ হানীফা (র.)-এর কোনো শাগরেদের, যিনি ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে হাদীস গ্রহণ করে করে এ কিতাবটি সংকলন করেছেন।

মুসনাদে আহমদে حَدَّثَنَا اَحْمَدُ প্রসঙ্গ

একটি কিতাবের যিনি লেখক বা সংকলক তাঁর নামটিও এভাবে আসতে পারে, এ কথা বুঝার জন্য একটি উদাহরণ দিচ্ছি। 'মুসনাদে আহমদ' নামে আমরা হাদীসের যে কিতাবটি চিনি, সেটি ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র.) সংকলন করেছেন– এ কথা সবারই জানা আছে। কিন্তু এ কিতাবের প্রায় সমস্ত হাদীসের শুরুতে এভাবে আছে– حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ। এমনকি কোনো কোনো হাদীসের শুরুতে এভাবেও আছে– حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلَ قَالَ حَدَّثَنَا। তাই স্বভাবতই প্রশ্ন আসতে পারে, কিতাবটি সংকলন করেছেন আহমদ ইবনে হাম্বল (র.), অথচ এখানে তাঁকে শুধুমাত্র একজন বর্ণনাকারী হিসেবে দেখা যাচ্ছে। তাহলে প্রথম حَدَّثَنَا কে বলেছেন? যিনি প্রথম حَدَّثَنَا বলেছেন, তিনিই কি 'মুসনাদে আহমদ' সংকলন করেছেন? নাকি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-ই তা সংকলন করেছেন।

'মুয়াত্তা মালেকে' حَدَّثَنَا مَالِكٌ প্রসঙ্গ

অনুরূপ ঘটনা ঘটেছে ইমাম মালেক (র.)-এর 'মুয়াত্তা মালেকে'র ক্ষেত্রে। 'মুয়াত্তা মালেক' ইমাম মালেক (র.) সংকলন করেছেন– এটাই সবার জানা। অথচ 'মুয়াত্তা মালেকের' প্রায় হাদীসের শুরুতে রয়েছে حَدَّثَنَا مَالِكٌ قَالَ حَدَّثَنَا ... نَافِعٌ আবার কোথাও কোথাও আছে ... حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ مَالِكٌ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ এখানেও একই প্রশ্ন। প্রথম حَدَّثَنَا যদি মালেক (র.) বলে থাকেন, তাহলে বর্ণনা সূত্রের মাঝে উল্লিখিত এ মালেক কে? আর যদি এ মালেক 'মুয়াত্তার' সংকলক হয়ে থাকেন তাহলে প্রথম حَدَّثَنَا কে বলেছেন? আর যিনি কিতাবের সংকলক তার নাম সনদের মাঝখানে কেন? এসব প্রশ্ন সৃষ্টি হতে পারে।

এসব প্রশ্নের সহজ উত্তর হচ্ছে, 'মুসনাদে আহমদ' মূলত আহমদ ইবনে হাম্বলেরই। কিন্তু তাঁর ছেলে আব্দুল্লাহ যখন স্বীয় পিতার কিতাবটির অনুলিপী তৈরি করেছেন, তখন তিনি তার কপিতে حَدَّثَنَا اَحْمَدُ বলে হাদীসগুলো লিখেছেন, কারণ তিনি তাঁর পিতার কাছ থেকে কিতাবের সবগুলো হাদীস শুনেছেন। এ জন্য লিখেছেন, "আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন।"

অনুরূপভাবে আব্দুল্লাহর শাগরেদ যখন আব্দুল্লাহর কাছ থেকে হাদীসগুলো শুনে এর অনুলিপী তৈরি করেছেন, তখন লিখেছেন– حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ অর্থাৎ যিনিই অনুলিপী করেছেন তিনিই নিজের উস্তাদ থেকে সনদ উল্লেখ করেছেন। ঐ কপি থেকেই যখন এ কিতাব মুদ্রিত হয় তখন সেভাবেই সনদ ছাপা হয়ে গেছে। এতে সমস্যার কিছু নেই। বিষয়টি বুঝে নিলেই হয়।

'মুয়াত্তা মালেকে'র ক্ষেত্রে ব্যাপারটি এরকমই ঘটেছে। তদ্রূপ ব্যাপার ঘটেছে 'কিতাবুল আসার'-এর ক্ষেত্রে। সুতরাং কিতাবের শুরুতে حَدَّثَنَا اَبُوْ حَنِيْفَةَ বা حَدَّثَنَا مَالِكٌ থাকা দ্বারা এ কথা যেন আমরা না বুঝি যে, ইমাম মালেক ও আবূ হানীফা (র.) হাদীসের একজন বর্ণনাকারী মাত্র, কিতাব সংকলন করেছেন অন্য কেউ।

তবে একটি বিষয় এ ক্ষেত্রে অনস্বীকার্য যে, সেকালে কোনো শাগরেদ তাঁর উস্তাদের কিতাব বর্ণনা করতে গিয়ে উস্তাদের কিতাবের মাঝে অন্য শায়খ থেকে নেওয়া দুয়েকটি হাদীসও সংযোজন করে দিতেন। এ সংযোজনের কারণেও অনেকে সন্দেহ করে বসে যে, কিতাবটি কার সংকলন? সংকলন একজনেরই, তাতে অন্য উস্তাদের কিছু হাদীস সংযোজন করা হয়েছে মাত্র।

এ ক্ষেত্রে সংযোজিত অংশ যদি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হয়ে যায়, তখন সেগুলোকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করে দেওয়া হয়। কখনো ভিন্ন নামেও চিহ্নিত করা হয়। যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে আহমাদ ইবনে হাম্বল স্বীয় পিতার মুসনাদের সঙ্গে অন্য শায়েখদের থেকে যেসব হাদীস বর্ণনা করেছেন, সেগুলোকে زِيَادَاتُ عَبْدِ اللهِ শিরোনামে চিহ্নিত করেছেন।

একটি মুদ্রিত কিতাবের দুটি কপি আর হাতে তৈরি করা দুটি কপির পরস্পরে ব্যবধান এক রকম হয় না। মুদ্রিত দুটি কপি হুবহু এক রকম হয়। আর মুদ্রণ ভিন্ন হলে সামান্য তফাৎ হয়। এরই বিপরীত দুই হাতে দু'টি কপি তৈরি হলে সে দু'টির পরস্পরে তফাৎ অনেক বেশি হয়। আবার এসব কিতাব শাগরেদরা তাঁদের উস্তাদের কাছ থেকে সরাসরি শুনে কপি করতেন। উস্তাদ বর্ণনা করার ক্ষেত্রে কখনো কখনো কম-বেশি করতেন। এ কারণেও বিভিন্ন কপির মাঝে পার্থক্য হয়ে থাকে।

এ ধরনের পার্থক্যের কারণে এ কথা ধারণা করা যাবে না যে, দুটি নুসখা একই সংকলকের নয়, বা বর্ণনাকারী শাগরেদকে কিতাবের সংকলক বলা যাবে না।

কপিতে কপিতে এ পার্থক্যের কারণে, অথবা বর্ণনাকারীর মাধ্যমে কিতাবটি প্রসিদ্ধি লাভ করার কারণে ঐ কিতাবটি বর্ণনাকারীর নামেই পরিচিত হয়। সেক্ষেত্রে অবশ্যই উদ্দেশ্য থাকে, অমুক কিতাবটির অমুক কর্তৃক বর্ণিত কপিটি আমার কাছে আছে। যেমন 'মুয়াত্তা মালেক' যদিও ইমাম মালেক (র.)-এর কিতাব, কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (র.) এ কিতাবের একজন গুরুত্বপূর্ণ বর্ণনাকারী হওয়ার কারণে তাঁর বর্ণিত 'মুয়াত্তা মালেক' কিতাবটি 'মুয়াত্তা মুহাম্মদ' নামে প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে। অপর দিকে ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া আন্দালূসী (র.) 'মুয়াত্তা মালেকে'র যে কপিটি বর্ণনা করছেন, সেটি 'মুয়াত্তা ইয়াহইয়া' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

এ রকমভাবে আব্দুর রহমান ইবনুল কাসেম (র.) ‘মুয়াত্তা’র যে কপিটি বর্ণনা করেছেন সেটি ‘মুয়াত্তা ইবনুল কাসেম’ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এরকমভাবে আব্দুল্লাহ ইবনে ওয়াহাব (র.) মুয়াত্তার যে কপিটি বর্ণনা করেছেন, সেটি ‘মুয়াত্তা ইবনে ওয়াহাব’ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। অনুরূপ মুয়াত্তার আরো বহু নুসখা রয়েছে, যার কিছু ছাপানো হয়েছে, কিছু হয়নি। এগুলো বর্ণনাকারীদের নামে ছাপানো হয়েছে। কিন্তু এর অর্থ কখনো এ নয় যে, এ কিতাবগুলো এসব বর্ণনাকারীগণ সংকলন করেছেন, এগুলো তাদের কিতাব।

‘কিতাবুল আসারে’র বিষয়টি এর চেয়ে একটুও ব্যতিক্রম নয়। এর বহু নুসখা রয়েছে। তন্মধ্যে كِتَابُ الْآثَارِ لِأَبِيْ يُوْسُفَ ও كِتَابُ الْآثَارِ لِمُحَمَّدٍ বেশি প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। অন্যান্যগুলোও কিতাবের বাজারে রয়েছে। সে সম্পর্কে আমরা কিছু জানি, আর কিছু জানি না।

কোনো প্রকাশক যদি ‘কিতাবুল আসার’ বা ‘মুয়াত্তা’ ছাপাতে গিয়ে তার কভারে এভাবে লিখেন– اَلْمُوَطَّأُ لِيَحْيَى بْنِ يَحْيَى الْأَنْدَلُسِيِّ বা كِتَابُ الْآثَارِ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الشَّيْبَانِيِّ। তাহলে এতে কোনোভাবেই ধোঁকা খাওয়া যাবে না যে, প্রথম কিতাবটি ইয়াহইয়া আন্দালুসী (র.)-এর, আর দ্বিতীয় কিতাবটি মুহাম্মদ ইবনুল হাসান শায়বানী (র.)-এর। অনুরূপভাবে اَلْمُوَطَّأُ لِمُحَمَّدٍ এভাবে ছাপা হলে মনে করা যাবে না যে, এ মুয়াত্তাটি মালেকের নয়; বরং এটি ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর। প্রত্যেক হকদারকে তার হক পৌঁছে দেওয়া আমাদের সবারই দায়িত্ব।

‘কিতাবুল আসার’ কেন্দ্রিক বিভিন্ন ইলমি খেদমত

আবূ হানীফা (র.)-এর কিতাবুল আসারের উপর বিভিন্নধর্মী কাজ হয়েছে। এর ভাষ্যগ্রন্থ লেখা হয়েছে। এর বর্ণনাকারীদের জীবনী লেখা হয়েছে। এমনিভাবে আবূ হানীফা (র.)-এর বিভিন্ন শাগরেদগণের মাধ্যমে বর্ণিত কিতাবুল আসারের বিভিন্ন কপি তাহকীক-তা‘লীকের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে।

কিতাবুল আসারের যেসব কপি বাজারে সচরাচর দেখা যায়, তার মধ্যে রয়েছে– ১. ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আশশায়বানী (র.) কর্তৃক বর্ণিত কিতাবুল আছার। ২. ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) কর্তৃক বর্ণিত কিতাবুল আসার। ৩. ইমাম যুফার (র.) কর্তৃক কিতাবুল আসার। ৪. ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদ (র.) কর্তৃক বর্ণিত কিতাবুল আসার।

কিতাবুল আসারের বর্ণনাকারীগণকে নিয়ে মুহাদ্দিসীনে কেরাম কিতাব লিখেছেন। সেসব রচনাবলির একটি হচ্ছে– হাফেয ইবনে হাজার (র.) কর্তৃক রচিত اَلْإِيْثَارُ بِمَعْرِفَةِ رُوَاةِ الْآثَارِ কিতাবটি। এ কিতাবে তিনি (২৭০) দুইশত

সত্তরজন বর্ণনাকারীর জীবনী উল্লেখ করেছেন। তিনি কিতাবটিকে আসমাউর রিজালের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী আরবি বর্ণমালা অনুসারে বিন্যস্ত করেছেন। প্রথমত أ থেকে ي পর্যন্ত হরফগুলো দিয়ে সরাসরি নামে প্রসিদ্ধ পুরুষ বর্ণনাকারীদের নাম ও পরিচয় উল্লেখ করেছেন, যাঁদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে (১৮৬) একশত ছিয়াশি। এরপর কুনিয়াত তথা উপনামে প্রসিদ্ধ পুরুষ বর্ণনাকারীদের নাম ও পরিচয় উল্লেখ করেছেন, যাঁদের সংখ্যা (৬৪) চৌষট্টি। এরপর যেসকল বর্ণনাকারী স্বীয় পিতার নামে পরিচিত, অর্থাৎ হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে নাম উল্লেখ না করে তাঁদেরকে ইবনে ফুলান (অমুকের ছেলে) বলে উল্লেখ করা হয় তাদেরকে উল্লেখ করেছেন। এঁদের সংখ্যা (৭) সাতজন । এরপর মহিলা বর্ণনাকারীগণের নাম ও পরিচয় উল্লেখ করেছেন। প্রথমত নিজ নামে প্রসিদ্ধ মহিলা বর্ণনাকারীগণকে উল্লেখ করেছেন, যাঁদের সংখ্যা (৬) ছয়জন।

এরপর মহিলা বর্ণনাকারীগণের মধ্যে যাঁরা উপনাম তথা উম্মে ফুলান-অমুকের মা নামে প্রসিদ্ধ তাঁদের নাম উল্লেখ করেছেন, যাঁদের সংখ্যা (৫) পাঁচজন।

তবে ইবনে হাজার (র.) কিতাবুল আসারের বর্ণনাকারী নির্বাচন করার ক্ষেত্রে ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আশশায়বানী (র.)-এর বর্ণনাটিকে গ্রহণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন-

فَإِنَّ بَعْضَ الْإِخْوَانِ اِلْتَمَسَ مِنِّي الْكَلَامَ عَلٰى رُوَاةِ كِتَابِ الْآثَارِ لِلْإِمَامِ أَبِيْ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الشَّيْبَانِيِّ، اَلَّتِيْ رَوَاهَا عَنِ الْإِمَامِ أَبِيْ حَنِيْفَةَ فَأَجَبْتُهُ إِلٰى طَلَبِهِ مُسَارِعًا، وَوَقَفْتُ عِنْدَ مَا اقْتَرَحَ طَائِعًا، وَرَتَّبْتُهُ عَلٰى حُرُوْفِ الْمُعْجَمِ فِي الْأَسْمَاءِ وَالْكُنٰى، ثُمَّ الْمُبْهَمُ مِنْهَا مَعَ بَيَانِ مَا أَمْكَنَ الْوُصُوْلُ إِلٰى مَعْرِفَتِهِ، فَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ مُتَرْجَمًا فِيْ تَهْذِيْبِ الْكَمَالِ لَمْ أُعَرِّفْهُ مِنْ حَالِهِ بِأَكْثَرَ مِنْ أَنْ أَقُوْلَ : فِي التَّهْذِيْبِ، وَرُبَّمَا عَرَّفْتُ بِبَعْضِ حَالِهِ لِأَمْرٍ يَقْتَضِيْهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ رِجَالِ التَّهْذِيْبِ ذَكَرْتُ مِنْ تَرْجَمَتِهِ مَا تَيَسَّرَ الْوُقُوْفُ عَلَيْهِ مُتَعَرِّضًا لِمَا فِيْهِ مِنْ مَدْحٍ أَوْ قَدْحٍ عَلٰى سَبِيْلِ الْإِيْجَازِ وَالْاخْتِصَارِ. (مُقَدِّمَةُ كِتَابِ الْإِيْثَارِ بِمَعْرِفَةِ رُوَاةِ الْآثَارِ ص: ٢٠ طَبْعُ دَارِ الْعَاصِمَةِ لِلنَّشْرِ وَالتَّوْزِيْعِ، اَلْمَمْلَكَةُ الْعَرَبِيَّةُ السَّعُوْدِيَّةُ، اَلرِّيَاضْ).

"বন্ধুদের কেউ কেউ আবদার করেছেন, আমি যেন ইমাম আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আশশায়বানী (র.)-এর কিতাবুল আসারের বর্ণনাকারীদের নিয়ে আলোচনা করি যা তিনি ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন। আমি তাদের এ আবেদনে দ্রুত সাড়া দিলাম এবং তাদের এ

প্রস্তাবকে সানন্দে গ্রহণ করলাম। কিতাবটিকে আমি নাম ও উপনামের ক্ষেত্রে বর্ণমালার ক্রমানুসারে সাজিয়েছি। এরপর অস্পষ্ট নামগুলো উল্লেখ করেছি। বর্ণনাকারীদের ব্যাপারে যতটুকু জানা সম্ভব হয়েছে ততটুকু বর্ণনা করেছি। কোনো বর্ণনাকারীর নাম যদি 'তাহযীবুল কামাল' কিতাবে থেকে থাকে, তাহলে তার ব্যাপারে শুধু বলেছি فِي التَّهْذِيْبِ (তাহযীবে আছে)।

তবে কখনো কখনো কোনো বিশেষ প্রয়োজনের তাগিদে তাঁর কিছু অবস্থা তুলেও ধরেছি। আর যারা তাহযীবের অন্তর্ভুক্ত বর্ণনাকারী নন, তাদের জীবন সম্পর্কে যতটুকু জানা সম্ভব হয়েছে তা উল্লেখ করেছি। সে ক্ষেত্রে তার পক্ষে বিপক্ষে যা বলা হয়েছে, তা সংক্ষেপে উল্লেখ করেছি।

এ ক্ষেত্রে এ কিতাবে যাদের বর্ণনা রয়েছে, শুধুমাত্র তাদেরকেই উল্লেখ করিনি; বরং এর মাঝে যাদেরই নাম এসেছে বা বিনা নামে যাদের উল্লেখ এসেছে তাদের সবাইকে উল্লেখ করেছি। উদ্দেশ্য হচ্ছে, এর উপকারিতাকে বাড়ানো. এবং অনুরোধকারীদের অনুরোধও এমনই ছিল। আর আমি এর নাম দিয়েছি 'আলঈসার বিমা'রিফাতি রুয়াতিল আসার'। -(আলঈসার বিমা'রিফাতি রুয়াতিল আসার -এর ভূমিকা পৃঃ ২০ দারুল আসেমা, সৌদি আরব, প্রথম মুদ্রণ ১৪১৭ হিজরি।)

১. মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আশশায়বানী (র.) কর্তৃক বর্ণিত কিতাবুল আসারের একটি নুসখা ছেপেছে দারুস সালাম কায়রো মিসর থেকে। এর প্রথম মুদ্রণ হয়েছে ১৪২৭ হিজরি মোতাবেক ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে। কপিটি তাহকীক তা'লীক করেছেন 'হাদীস ও উলূমুস সুন্নাহ বিভাগ', আলআযহার বিশ্বদিবদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং 'লাজনাতু মুরাজা'আতিল মাসাহিফ বিমাজমাইল বুহুসিল ইসলামিয়া'-এর প্রধান ড. আহমাদ ঈসা আলমুয়াসরাবী। কিতাবুল আছারের এ নুসখাটি দুই খণ্ডে ছেপেছে। দুই খণ্ড মিলে এর পৃষ্ঠা সংখ্যা হচ্ছে ৯৩২।

২. এর আরেকটি কপি ছেপেছে 'দারুন নাওয়াদের দামেশক' থেকে। এর প্রথম মুদ্রণ হয়েছে ১৪২৯ হিজরি মোতাবেক ২০০৮ খ্রিস্টাব্দে। কপিটির তাহকীক তা'লীক করেছেন খালেদ আলআওয়াদ। এটিও মোট দুই খণ্ডে ছেপেছে, দুই খণ্ড মিলে এর মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা হচ্ছে ৮৪৯।

৩. কিতাবুল আসারের প্রসিদ্ধ বর্ণনাগুলোর মাঝে আরেকটি হচ্ছে ইমাম আবূ ইউসুফ রাহিমাহুল্লাহ কর্তৃক বর্ণিত নুসখাটি। আবূ ইউসুফ (র.) কর্তৃক বর্ণিত কিতাবুল আছারের হাদীস সংখ্যা মুহাম্মাদ (র.) কর্তৃক বর্ণিত নুসখার হাদীস সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশি। এর হাদীস সংখ্যা প্রায় ১০৬৮। এ হিসেবে এর বর্ণনাকারীর সংখ্যাও অনেক বেশি।

এর একটি নুসখা ছেপেছে 'দারুল কুতুবিল ইলমিয়া বৈরুত', লেবানন থেকে। এর তাহকীক তা'লীক করেছেন আবুল ওফা আফগানী (র.)। নুসখাটি এক খণ্ডে ছেপেছে। এর মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা হচ্ছে ২৬৮। নুসখাটি সাম্প্রতিককালে 'মাকতাবাতুত তুল্লাব' ফরিদাবাদ, ঢাকা থেকেও ছেপেছে। এ মুদ্রণের ভূমিকা লিখেছেন এবং এর তত্ত্বাবধান করেছেন ঢাকাস্থ ফরিদাবাদ মাদরাসার মুহাদ্দিস, মুহাক্কিক আলেম মাওলানা যিকরুল্লাহ খান সাহেব। নুসখাটি ৩৭৬ পৃষ্ঠায় ছেপেছে, আর ফিহরিস্তসহ পৃষ্ঠা সংখ্যা হচ্ছে ৪৮০। এটি বাংলাদেশের সর্বত্র পাওয়া যাচ্ছে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর সংগৃহীত হাদীস সংখ্যা

আমরা যে ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে এ পর্যন্ত আলোচনা করে আসছি এবং বিভিন্ন বর্ণনা ও উদ্ধৃতির মাধ্যমে আবূ হানীফা (র.)-এর যে মকাম ও মর্যাদা চিত্রিত হয়েছে, হাদীসের জগতে তাঁর যে অবস্থান আমরা অবলোকন করে আসছি– এমন এক ব্যক্তির সংগৃহীত হাদীস সংখ্যা কত? এটা কোনো আলোচ্য বিষয় হতে পারে না।

হাদীসের সংখ্যার বিবেচনায় সেসব মুহাদ্দিসের মান নির্ণয় করতে হয়, যাঁদের জন্য উল্লেখ্য করার মতো আর কিছু থাকে না। আবূ হানীফা (র.)-এর যে জীবনবৃত্তান্ত আমরা এ পর্যন্ত অধ্যয়ন করেছি, তা আমাদের এ অনুমতি দেয় না যে, আমরা আবূ হানীফা (র.)-এর সংগৃহীত হাদীস সংখ্যা নিয়ে আলোচনায় সময় ব্যয় করি এবং মেধা খরচ করি।

কিন্তু আমরা আগেও বলেছি, যামানাটা এখন এমন; যখন সূরা ফাতেহা কুরআনের অংশ কিনা? তা দলিলসহ প্রকাশ করতে হয়। তাই আবূ হানীফা– হোক না একজন ইমাম, হোক না জমানার শ্রেষ্ঠ আলেম ও মুহাদ্দিস, হোক না তিনি হাদীস সংকলনের অগ্রপথিক– মোটকথা তিনি যা-ই হোন তাঁর হাদীসের সংখ্যা কত? তা হিসেব করে বের করতেই হবে। নচেৎ আমরা মানি না। হারিকেন হোক, চেরাগ হোক যা হাতে আছে তা দিয়েই দেখার চেষ্টা করতে হবে সূর্য উঠেছে কিনা, দিবসটা শুরু হলো কিনা? চলমান পৃথিবীর সামনে আমরা অসহায়। তাই এ বিষয়ক কিছু উদ্ধৃতিও পাঠকের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে–

শাগরেদদের অর্জন

প্রথমত খণ্ড খণ্ড কিছু চিত্র তুলে ধরা হচ্ছে। একজন ইমামের শাগরেদদের মাধ্যমেই মূলত তাঁর ইলমের একটি বড় অংশ বিকাশ লাভ করে। শাগরেদদের বিষয়ে একটু বিস্তারিত আলোচনা পরবর্তীতে করা হবে। সেখানে আবূ হানীফা (র.) কর্তৃক সংগৃহীত হাদীস সংখ্যার বিষয়টি আরো স্পষ্ট হবে। খণ্ড চিত্রগুলো নিম্নরূপ–

ইমাম বুখারী (র.)-এর উস্তাদ হুমাইদ (র.) বলেন–

سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْمُبَارَكِ يَقُوْلُ : كَتَبْتُ عَنْ اَبِيْ حَنِيْفَةَ اَرْبَعَ مِاَةِ حَدِيْثٍ. (تَارِيْخُ بَغْدَادَ لِلْخَطِيْبِ ١٣/٤٤٢)

"আমি আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (র.) থেকে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আমি আবূ হানীফা (র.) থেকে চারশত হাদীস লিখেছি।" –(তারীখে বাগদাদ ১৩/৪৪২)

হাফেযে হাদীস ইমাম হারেসী (র.) বর্ণনা করেন, ইমাম হাফস ইবনে গিয়াস (র.) (মৃ. ১৯৪ হি.) বলেছেন– سَمِعْتُ مِنْ اَبِيْ حَنِيْفَةَ حَدِيْثًا كَثِيْرًا

"আমি আবূ হানীফা থেকে বহু হাদীস শুনেছি।" –(মানাকিবে মুয়াফফাক ১/৪০)

আল্লামা কারদারী (র.) বিশিষ্ট মুহাদ্দিস আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ আলমুকরী (র.) (মৃ.২১৩ হি.) সম্পর্কে বলেন– سَمِعَ مِنَ الْاِمَامِ تِسْعَ مِاَةِ حَدِيْثٍ

"তিনি ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে নয়শত হাদীস শুনেছেন।"

–(মানাকিবে কারদারী ২/২৩১)

হাদীসের ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন (র.) বলেন-

مَا رَأَيْتُ اَحَدًا اُقَدِّمُهُ عَلٰى وَكِيْعٍ، وَكَانَ يُفْتِيْ بِرَأْيِ اَبِيْ حَنِيْفَةَ وَكَانَ يَحْفَظُ حَدِيْثَهُ كُلَّهُ، وَكَانَ قَدْ سَمِعَ مِنْ اَبِيْ حَنِيْفَةَ حَدِيْثًا كَثِيْرًا . (جَامِعُ بَيَانِ الْعِلْمِ وَفَضْلِهِ : ١٤٩/٢)

"ওকীর চেয়ে অগ্রগণ্য করার মতো কাউকে আমি পাইনি। তিনি আবূ হানীফা (র.)-এর মতামতের ভিত্তিতে ফতোয়া দিতেন। আবূ হানীফা (র.) বর্ণিত সমস্ত হাদীস তাঁর কাছে সংরক্ষিত ছিল। আর তিনি আবূ হানীফা (র.) থেকে বহু হাদীস শুনেছেন।"

–(জামিউ বায়ানিল ইলম ওয়া ফাযলিহী : ইবনে আব্দিল বার (র.) ২/১৪৯)

ইবনে আব্দিল বার (র.) তাঁর অন্য একটি গ্রন্থে বলেছেন–

رَوٰى حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَبِيْ حَنِيْفَةَ حَدِيْثًا كَثِيْرًا.

"হাম্মাদ ইবনে যায়েদ (র.) আবূ হানীফা (র.) থেকে প্রচুর পরিমাণে হাদীস বর্ণনা করেছেন।" –(আলইনতিকা পৃ. ১৩০ বরাতে, প্রাগুক্ত)

হাফেজ ইবনে আব্দিল বার (র.) আরেকটি উদ্ধৃতিও উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন– رَوٰى عَنْهُ الْوَاسِطِيُّ اَحَادِيْثَ كَثِيْرَةً

"আবূ হানীফা (র.) থেকে খালেদ ওয়াসেতী (র.) বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন।"

–(আলইনতেকা পৃ. ১৩০)

ইমাম আ'মাশ (র.)-এর অনভূতি

ইমাম আ'মাশ (র.) আবূ হানীফা (র.)-এর এক মজলিসে হাদীস বর্ণনা করার উপর মন্তব্য করে তাঁকে বলেছেন–

حَسْبُكَ : مَا حَدَّثْتُكَ بِهٖ فِيْ مِأَةِ يَوْمٍ تُحَدِّثُنِيْ بِهٖ فِيْ سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ، مَا عَلِمْتُ اَنَّكَ تَعْمَلُ بِهٰذِهِ الْاَحَادِيْثِ! يَا مَعْشَرَ الْفُقَهَاءِ اَنْتُمُ الْاَطِبَّاءُ وَنَحْنُ الصَّيَادِلَةُ، وَاَنْتَ اَيُّهَا الرَّجُلُ اَخَذْتَ بِكِلَا الطَّرَفَيْنِ. (عُقُوْدُ الْجُمَانِ ص : ٣٢٢)

“থাম! থাম!! যথেষ্ট হয়েছে। একশ দিনে আমি যে হাদীস তোমার কাছে বর্ণনা করেছি, তুমি সেসব এক মুহূর্তে আমাকে শুনিয়ে দিচ্ছ। আমি জানতাম না যে, তুমি এসব হাদীসের উপর আমল কর। হে ফকীহ সম্প্রদায়! তোমরাই হচ্ছ মূলত চিকিৎসক, আর আমরা হচ্ছি ওষুধ বিক্রেতা। আর তুমি তো দেখছি, দুদিকই ধরেছ।”–(উকূদুল জুমান ৩২২)

এ উদ্ধৃতিটি আরো বিস্তারিতভাবে ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

উপরিউক্ত উদ্ধৃতিগুলোতে দেখা গেছে, যুগের শ্রেষ্ঠতম মুহাদ্দিসগণ অবলীলায় স্বীকার করছেন যে, তাঁরা বহু পরিমাণে হাদীস আবূ হানীফা (র.)-এর কাছ থেকে নিয়েছেন। এ মুহাদ্দিসগণের প্রত্যেকের হাদীসের যে ভাণ্ডার মজুদ আছে বলে আমরা জানি সে হিসেবে তাঁরা যদি বলেন, আমরা আবূ হানীফা (র.) থেকে প্রচুর পরিমাণে হাদীস নিয়েছি তাহলে সেই প্রচুর পরিমাণের পরিধি কতটুকু বিস্তৃত হতে পারে তা বুঝা দরকার। কেউ সাতশত হাদীস নিয়েছেন, কেউ নয়শত হাদীস নিয়েছেন। কেউ আরো বেশি; কেউ বা এর কাছাকাছি।

মোটকথা, মুহাদ্দিসগণ অনেক বেশি পরিমাণ হাদীস তাঁর থেকে গ্রহণ করেছেন। যার কিছু উদাহরণ এখানে দেখানো হয়েছে। আবূ হানীফা (র.) কর্তৃক সংগৃহীত হাদীস সংখ্যা কত? তা অনুমান করার জন্য এটি একটি অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র।

আবূ হানীফা (র.)-এর কুতুবখানা

আরেকটি ক্ষেত্র হচ্ছে, যেসব উদ্ধৃতি আগে উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলোর কিছু কিছুতে আবূ হানীফা (র.)-এর যে ব্যক্তিগত কুতুবখানা ছিল তা চিত্রিত করা হয়েছে। আবূ হানীফা (র.) নিজের সংগৃহীত ‘হাদীসসমগ্র’ সম্পর্কে বলেছেন–

عِنْدِىْ صَنَادِيْقُ مِنَ الْحَدِيْثِ مَا اَخْرَجْتُ مِنْهَا اِلَّا الْيَسِيْرَ الَّذِىْ يُنْتَفَعُ بِهٖ.

“আমার কাছে অনেক সিন্দুক ভর্তি হাদীস আছে। তা থেকে কিছুমাত্র আমি বর্ণনা করি যা দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়।” –(মানাকিবু ইমাম আযম : মক্কী ১/৯৫)

صناديق শব্দটি বহুবচনের শব্দ। কতটি সিন্দুক ছিল আমরা জানি না; কিন্তু তিনটির কম হওয়ার তো কোনো সুযোগ নেই। প্রতিটি সিন্দুকে কী পরিমাণ

হাদীস থাকতে পারে? বিশেষত তাঁর হাদীসের বর্ণনাসূত্র যেহেতু অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। প্রতিটি সিন্দুকে যদি দশটি বিশটি করে খাতা থাকে তাহলে প্রতি সিন্দুকে কত হাজার করে হাদীস থাকতে পারে? আমরা একথা শুধু ধারণা করতে পারি; কোনো হিসাব বের করতে পারব না।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র.)-এর কিতাবে যা কিছু আছে তার অর্ধেক হয়তো হাদীস আর বাকি অর্ধেক বা অর্ধেকের বেশি হচ্ছে হাদীসের সনদ। সুতরাং আবূ হানীফা (র.)-এর সিন্দুক ভর্তি হাদীসের সংখ্যা অস্বাভাবিক কিছুই হওয়ার কথা। ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র.)-এর যুগে সনদের ভিন্নতার কারণে একই হাদীসকে বার বার উল্লেখ করার যে প্রবণতা খুব প্রচলিত ছিল, আবূ হানীফা ও মালেক (র.)-এর যুগে তা সে হারে ছিল না। তাকরার বা পুনরুক্তির প্রচলন ইমাম বুখারী মুসলিম (র.)-এর কিতাবে এত বেশি ছিল যে, মোট হিসাব থেকে তাকরার বাদ দিলে হাদীসের সংখ্যা অর্ধেকে নেমে চলে আসে। এ দৃষ্টিকোণ থেকেও আবূ হানীফা (র.)-এর সিন্দুক ভর্তি হাদীসের পরিমাণ অনুমান করা যায়।

ইয়াহইয়া ইবনে আদম (র.)-এর বক্তব্য

আবূ হানীফা (র.)-এর বর্ণিত 'হাদীসসমগ্র'কে ইয়াহইয়া ইবনে আদম (র.)-এর ভাষ্যে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছিল- كَانَ نُعْمَانُ قَدْ جَمَعَ حَدِيْثَ بَلَدِهٖ كُلَّهٗ "নো'মান তার এলাকার সব হাদীস আয়ত্ত করেছিল।"

ইয়াহইয়া ইবনে আদম (র.)-এর এ কথাটিই বিস্তারিত চিত্রায়ন করেছিলেন আবূ ইউসুফ (র.)। যা এর আগেও উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি বলেছেন-

"আমরা আবূ হানীফা (র.)-এর সঙ্গে ইলমি কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনা করতাম। তিনি যখন কোনো মতামত পেশ করতেন এবং আমরা সবাই এর উপর একমত হয়ে যেতাম, তখন আমি কূফার মুহাদ্দিসগণের দ্বারে দ্বারে ঘুরতাম এবং আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমতের পক্ষে কোনো হাদীস পাই কিনা তালাশ করতাম। কখনো দুচারটি হাদীস পেতাম। সেগুলো নিয়ে তাঁর কাছে আসতাম। সেগুলো থেকে তিনি কিছু গ্রহণ করতেন আর কিছু প্রত্যাখ্যান করতেন। বলতেন, এটি সহীহ নয়, এটি প্রসিদ্ধ নয়। বাস্তবও তা-ই হতো, যা তিনি বলতেন। তখন আমি তাঁকে বলতাম, এগুলোর ব্যাপারে আপনি কীভাবে জানেন? তিনি বলতেন, আমি কূফার ইলম সম্পর্কে অবগত।" -(উকূদুল জুমান ৩২১)

কূফার ইলম সম্পর্কে আবূ হানীফা (র.)-এর অবগতি- এ বিষয়টি ইয়াহইয়া ইবনে আদম, আবূ ইউসুফ এবং স্বয়ং আবূ হানীফা (র.)-এর মুখেও বিবৃত হয়েছে। কূফার ইলম সম্পর্কে অবগতি এটি সাধারণ কোনো কথা নয়। পূর্বে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, মুসলিম বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ওলামায়ে কেরামের

এলাকাভিত্তিক যে তালিকা হাকীম নিশাপুরী (র.) তাঁর 'মারিফাতু উলূমিল হাদীস' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে কূফার ওলামায়ে কেরামের তালিকা হচ্ছে সবচেয়ে দীর্ঘ। এ কূফা হচ্ছে শো'বা-সুফয়ান (র.)-এর এলাকা। আ'মাশ-ওকী ইবনুল জাররাহ (র.)-এর এলাকা।

সুতরাং এ এলাকার ওলামায়ে কেরামের কাছে হাদীসের যে ভাণ্ডার রয়েছে, তার সমষ্টি সম্পর্কে অনুমান করা কঠিন হলেও অসম্ভব নয়। বস্তুত আবূ হানীফা (র.) সেই পরিমাণ হাদীসেরই অধিকারী ছিলেন বলে সমকালীন লোকেরা সাক্ষ্য দিয়েছেন এবং বাস্তব ক্ষেত্রে তা প্রমাণিতও হয়েছে। অতএব, আবূ হানীফা (র.)-এর সংগৃহীত হাদীস সংখ্যার একটা ধারণা এখান থেকেও আমরা নিতে পারি।

যদি মনে করা হয়, এ দাবির মাঝে অতিরঞ্জন হয়েছে। তাহলে এ বিষয়ে তর্কে না জড়িয়ে বলা যেতে পারে, অতিরঞ্জনের অংশটুকু বাদ দিলেও অবশিষ্ট যা থাকবে, সে পরিমাণ হাদীস সংগ্রহে থাকলে একজন মুহাদ্দিস খুব সহজে হাদীসের স্বীকৃত ইমাম হয়ে যেতে পারেন। সুতরাং আবূ হানীফা (র.) কর্তৃক সংগৃহীত হাদীস-সংখ্যা নিয়ে সংশয়বোধ করার কোনো প্রয়োজন নেই।

জামিউল মাসানীদের হাদীস-সংখ্যা

ইতোপূর্বে আবূ হানীফা (র.)-এর মাসানীদের উল্লেখ করা হয়েছে। যেখানে দেখানো হয়েছে, আবূ হানীফা (র.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসসমূহ প্রায় বিশ/বাইশটি মুসনাদে সংকলিত হয়েছে এবং সে সংকলনগুলো যুগের শ্রেষ্ঠতম মুহাদ্দিস ফকীহগণের হাতে তৈরি হয়েছে। সেসব মুসনাদের কোনো কোনোটিতে এক হাজার বা তার চেয়ে বেশি হাদীসেরও উল্লেখ এসেছে। সুতরাং এসব মুসনাদের সামষ্টিক হিসাব থেকেও আবূ হানীফা (র.)-এর হাদীস-সংখ্যার একটা অনুমান করা যায়।

একথা অনস্বীকার্য যে, এ মুসনাদগুলোতে যেসব হাদীস বর্ণিত হয়েছে সেগুলোতে পরস্পর পুনরুক্তি রয়েছে। একই হাদীস একাধিক মুসনাদে রয়েছে। যেহেতু পরবর্তী যুগের ওলামায়ে কেরাম এ সংকলন তৈরি করেছেন এবং প্রত্যেকের কাছে সঞ্চিত আবূ হানীফা (র.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসগুলোকেই তিনি সংকলন করেছেন। সুতরাং তিনি যে হাদীসগুলো নিয়েছেন হুবহু সে হাদীস অন্যের কাছে থাকা খুবই স্বাভাবিক। তাই পুনরুক্তি হয়েছে এটা নিশ্চিত।

এ সবের মধ্য থেকে পুনরুক্তি বাদ দিয়ে মুসনাদগুলোর একটি সমগ্র তৈরি করেছেন আল্লামা খুয়ারিযমী (র.)। তাঁর সমগ্রের নাম হচ্ছে 'জামিউল মাসানীদ' বা 'জামিউ মাসানীদে আবী হানীফা'। এ 'জামিউল মাসানীদ' হাদীস গ্রন্থটি অধ্যয়ন করলেই আবূ হানীফা (র.)-এর হাদীস সংখ্যার একটি সঠিক হিসাব পাওয়া যেতে পারে।

'জামিউল মাসানীদ' গ্রন্থের উপর অনেক ইলমি খেদমত হয়েছে। এক দিকে হাদীসগুলো ছিল আবূ হানীফা (র.) কর্তৃক বর্ণিত, অপর দিকে মুসনাদগুলো তৈরি হয়েছে যুগের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসগণের হাতে। এসব কারণে পরবর্তী যুগের ওলামায়ে কেরামের কাছে এবং ইলমি পরিবেশে কিতাবটি ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে। এর বহুমুখী উপকারিতাকে বিস্তৃত করার জন্য এর বিভিন্ন ভাষ্যগ্রন্থ ও সহায়ক গ্রন্থ তৈরি হয়েছে।

যেমন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও হাফেয হাদীস যাইনুদ দ্বীন কাসেম (র.) (মৃ. ৮৭৯ হি.) এর একটি বড় ধরনের ভাষ্যগ্রন্থ লিখেছেন। জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.) 'আততালীকাতুল মুনীফাহ' নামে একটি ভাষ্যগ্রন্থ লিখেছেন। আবার অনেকে 'জামিউল মাসানীদ'-এর মুখতাসার (সার-সংক্ষেপ)-ও লিখেছেন। অর্থাৎ তাঁরা স্বীয় কিতাবে দীর্ঘ সনদের উল্লেখ না করে শুধু হাদীসগুলো উল্লেখ করেছেন। যেমন ইমাম শরফুদ্দীন ইসমাঈল ইবনে ঈসা ইবনে দাউলা মক্কী (র.)

اِخْتِيَارُ اِعْتِمَادِ الْمَسَانِيْدِ فِيْ اخْتِصَارِ اَسْمَاءِ بَعْضِ رِجَالِ الْأَسَانِيْدِ

নামে 'জামেউল মাসানীদে'র একটি মুখতাসার লিখেছেন। অনুরূপভাবে ইমাম আবুল বাকা আহমাদ ইবনে আবুয যিয়া মুহাম্মাদ আলকুরাশী (র.) اَلْمُسْتَنَدُ فِيْ مُخْتَصَرِ الْمُسْنَدِ নামে একটি মুখতাসার লিখেছেন। এরকমভাবে শায়খ আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল (র.)-ও এর একটি মুখতাসার লিখেছেন। ইমাম আবূ হাফস যাইনুদ্দীন ওমর ইবনে আহমাদ আশশুজা (র.) اِخْتِصَارُ لَقْطِ الْمَرْجَانِ مِنْ مُسْنَدِ اَبِيْ حَنِيْفَةَ النُّعْمَانِ নামে একটি গ্রন্থ সংকলন করেছেন। এছাড়া আল্লামা হাফেযুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনুল কারদারী (র.) زَوَائِدُ مُسْنَدِ اَبِيْ حَنِيْفَةَ নামে একটি কিতাব লিখেছেন, যার বিষয়বস্তু হচ্ছে, হাদীসের প্রসিদ্ধ ছয় কিতাবের বাইরে যেসব হাদীস 'মুসনাদে আবূ হানীফা'য় রয়েছে, সেগুলোকে আলাদা করে উল্লেখ করা।

প্রসিদ্ধ অভিধানগ্রন্থ 'তাজুল আরূস'-এর রচয়িতা আল্লামা সাইয়েদ মুরতাযা যাবীদী (র.) عُقُوْدُ الْجَوَاهِرِ الْمُنِيْفَةِ فِيْ اَدِلَّةِ مَذْهَبِ الْاِمَامِ اَبِيْ حَنِيْفَةِ নামে একটি কিতাব রচনা করেছেন। এ কিতাবে তিনি 'জামিউল মাসানীদ' থেকে আহকাম সংশ্লিষ্ট ঐ হাদীসগুলো উল্লেখ করেছেন, যেগুলো হাদীসের প্রসিদ্ধ ছয় কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। এ কিতাবটি তিনি ফিকহী কিতাবের আঙ্গিকে সাজিয়েছেন।

–(ইমামে আ'যম পৃ. ৪৬৯)

কথাগুলো 'জামিউল মাসানীদের' আলোচনা প্রসঙ্গে এসে গেছে। আমাদের মূল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে আবূ হানীফা (র.) বর্ণিত হাদীস সংখ্যা, যা নির্ণয় করার জন্য এ 'জামিউল মাসানীদ' গ্রন্থটি একটি গুরুত্ব পূর্ণ ক্ষেত্র। এ কিতাবের হাদীসগুলো আবূ হানীফা (র.)-এর ভাণ্ডারে মজুদ ছিল বলেই তিনি সেগুলো বর্ণনা করেছেন।

চল্লিশ হাজার হাদীস

আবূ হানীফা (র.)-এর 'কিতাবুল আসার' নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটি উল্লেখ করা হয়েছিল–

قَالَ صَدْرُ الْأَئِمَّةِ الْمَكِّيُّ : انْتَخَبَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى الْأٰثَارَ مِنْ اَرْبَعِيْنَ اَلْفَ حَدِيْثٍ . (مَنَاقِبُ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ لِصَدْرِ الْأَئِمَّةِ الْمَكِّيِّ ١/٩٥).

"সদরুল আইম্মা মক্কী (র.) বলেছেন, আবূ হানীফা রহিমাহুল্লাহ চল্লিশ হাজার হাদীস থেকে নির্বাচন করে 'কিতাবুল আসার' লিখেছেন।"

–(মানাকিবে ইমামে আ'যম ১/৯৫)

মক্কী (র.)-এর এ বক্তব্য মেনে নিলে বলা যায় 'কিতাবুল আসার' সংকলনের সময় আবূ হানীফা (র.)-এর হাদীসের সংগ্রহ কমপক্ষে চল্লিশ হাজার ছিল। এর আগে আবূ হানীফা (র.)-এর ভাষ্য এবং তাঁর সমকালীন ওলামায়ে কেরামের বক্তব্যের আলোকেও আবূ হানীফা (র.)-এর বর্ণিত হাদীসের এ সংখ্যাটি খুবই স্বাভাবিক। তবে মোট সংগ্রহ এর চেয়ে বেশিও হতে পারে, কারণ 'কিতাবুল আসার' সংকলনের পরও তিনি হাদীস সংগ্রহ চালিয়ে গেছেন।

এছাড়া 'কিতাবুল আসার' যে বিষয়কে সামনে রেখে সংকলন করেছেন সে বিষয়ের বাইরে অন্যান্য বিষয়ের হাদীসও তাঁর কাছে ছিল, যা এ হিসাবে আসেনি। সুতরাং বলা যায়, চল্লিশ হাজারের বেশি পরিমাণ হাদীস আবূ হানীফা (র.)-এর সংগ্রহে ছিল।

এ উদ্ধৃতির মাধ্যমে যেমনিভাবে 'কিতাবুল আসার' একটি নির্বাচিত সহীহ হাদীসের সংগ্রহ বলে প্রমাণিত হয় তেমনিভাবে আবূ হানীফা (র.) কর্তৃক বর্ণিত 'হাদীসসমগ্র' সম্পর্কেও একটি ধারণা পাওয়া যায়। **দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথমার্ধে কোনো মুহাদ্দিসের অর্ধলক্ষ হাদীস সংগ্রহ কোনো সহজ কথা নয়।** আবূ হানীফা (র.)-এর সমকালে অন্য কোনো মুহাদ্দিসের ক্ষেত্রে এমন সংখ্যক হাদীসের উল্লেখ পাওয়া যায় না। হয়তো ইলমের একটি কেন্দ্রীয় স্থানে তাঁর উপস্থিতির কারণেই তা সম্ভব হয়েছে।

যেমনিভাবে প্রতিবছর তিনি হজের সফরে মক্কায় গমন করেছেন এবং মুসলিম বিশ্বের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আগত ওলামায়ে কেরাম থেকে অধ্যাবসায়ের সঙ্গে হাদীস গ্রহণ করেছেন, তেমনিভাবে কূফানগরীও ছিল এমন এক জায়গায় অবস্থিত, যেখানে মুহাদ্দিস ও ফকীহগণের আনাগোনা ছিল খুব বেশি। এ উভয় আকর্ষণের ফলে ইমাম আবূ হানীফা (র.) হাদীসের এ বিশাল ভাণ্ডার তৈরি করেছিলেন।

হাদীসের সংখ্যাতত্ত্ব

একটু আগে একটি কথা বলা হয়েছে যে, "দ্বিতীয় শতাব্দীর শুরুতে কোনো মুহাদ্দিসের অর্ধলক্ষ হাদীস সংগ্রহ কোনো সহজ কথা নয়।" সময়ের সঙ্গে হাদীসের সংখ্যার কী সম্পর্ক- এ বিষয়টি একটু ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন বোধ করছি।

আমাদের অনেকের মনেই এ প্রশ্ন জাগে যে, সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যিনি সর্বোচ্চ সংখ্যক হাদীস সংরক্ষণ করেছেন ও বর্ণনা করেছেন তিনি হচ্ছেন আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু। আর তাঁর বর্ণিত সর্বমোট হাদীসের সংখ্যা হচ্ছে পাঁচ হাজার বা তার চেয়ে কিছু কম-বেশি।

অনুরূপভাবে ইমাম আবূ জাফর মুহাম্মদ ইবনুল হুসাইন বাগদাদী (র.) 'কিতাবুল তাসয়ীয' -এ বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম সুফয়ান সাওরী, ইমাম শো'বা ইবনুল হাজ্জাজ, ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আলকাত্তান, ইমাম আব্দুর রহমান ইবনে মাহদী ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহিমাহুমুল্লাহু প্রমুখ মুহাদ্দিস ওলামায়ে কেরামের মতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত সহীহ হাদীসের সংখ্যা পুনরুক্তিকে বাদ দিলে চার হাজার চারশ'র মতো। 'তাওযীহুল আফকার' গ্রন্থে বলা হয়েছে-

إِنَّ جُمْلَةَ الْأَحَادِيْثِ الْمُسْنَدَةِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَعْنِيْ الصَّحِيْحَةَ بِلَا تَكْرِيْرٍ أَرْبَعَةُ آلَافٍ وَأَرْبَعُ مِأَةِ حَدِيْثٍ. (٦٢/١)

অপরদিকে আমরা জানি, ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.), লক্ষ লক্ষ হাদীস থেকে নির্বাচন করে কিছু হাদীস তাঁদের কিতাবে সন্নিবেশিত করেছেন। কারো পাঁচ লক্ষ হাদীস মুখস্থ ছিল, আবার কারো ছয় লক্ষ, কারো আবার সাত লক্ষ হাদীস মুখস্থ ছিল।

একদিকে রাসূলের সর্বমোট হাদীসের সংখ্যা এত সীমিত, অপর দিকে মুহাদ্দিসীনে কেরামের মুখস্থ লক্ষ লক্ষ হাদীস- এ বিষয়টি কারো কারো মনে খটকা লাগতেই পারে। এমন কি আমরা দেখতে পাই, শুধুমাত্র 'মুসনাদে আহমদে' ত্রিশ হাজারের মত হাদীস রয়েছে, এভাবে 'মু'জামে কাবীর' ও 'মুসনাদে বাকী ইবনে মাখলাদে' হাজার হাজার হাদীস রয়েছে, যা সদ্যোল্লিখিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মোট হাদীস সংখ্যা থেকে অনেক অনেক গুণ বেশি। বস্তুত এর হেতুটা কী? সেটাই আমরা ব্যাখ্যা করতে চাচ্ছি।

সনদ অর্থে হাদীসের ব্যবহার

এ ক্ষেত্রে **প্রথম কথা হচ্ছে,** রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস এবং আবূ হুরায়রা (রা.)-এর হাদীস বলতে শুধুমাত্র রাসূলে পাক ﷺ থেকে যা

বর্ণিত হয়েছে তাকেই বুঝানো হয়েছে। পক্ষান্তরে মুহাদ্দিসীনে কেরাম শুধুমাত্র রাসূল থেকে বর্ণিত হাদীসকেই হাদীস বলেননি; বরং তাঁরা সাহাবা, তাবেয়ীন ও তাবে তাবেয়ীনের ফতোয়াসমূহকেও হাদীস নামে আখ্যায়িত করে থাকেন। আল্লামা জাযায়েরী (র.) বলেন–

إِنَّ كَثِيْرًا مِنَ الْمُتَقَدِّمِيْنَ كَانُوْا يُطْلِقُوْنَ اِسْمَ الْحَدِيْثِ عَلٰى مَا يَشْتَمِلُ اٰثَارَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ وَتَابِعِيْهِمْ وَفَتَاوِيْهِمْ. (تَوْجِيْهُ النَّظَرِ ص : ٢٣٠/١)

"পূর্ববর্তী ওলামায়ে কেরামের অনেকেই সাহাবা, তাবেয়ীন ও তাবে তাবেয়ীনের 'আসার' ও ফতোয়ার ক্ষেত্রে হাদীস শব্দটি ব্যবহার করতেন।"–(তাওজীহুন নযর ১/২৩০)

এ হিসেবে যেহেতু সাহাবা, তাবেয়ীন ও তাবে তাবেয়ীনের সংখ্যা অগণিত সেহেতু তাঁদের 'আসার' ও ফতোয়ার সংখ্যা লক্ষ ছাড়িয়ে যাওয়া বিচিত্র কোনো বিষয় নয়। মুহাদ্দিসীনে কেরামের লক্ষ লক্ষ হাদীস দ্বারা যদি সাহাবা তাবেয়ীনের সেসব ফতোয়া উদ্দেশ্য হয়, তাহলে হতে পারে। বিষয়টি অনেকটা যৌক্তিকও বটে।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, দ্বিতীয় তৃতীয় শতাব্দীতে মুহাদ্দিস ওলামায়ে কেরাম হাদীসের একেকটি সনদকে একেকটি হাদীস বলে আখ্যা দিতেন। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি বাণী বা আমল যদি দু'টি বর্ণনাসূত্রে বর্ণিত হয়ে আসে তাহলে সেক্ষেত্রে দু'টি সনদকে দু'টি ভিন্ন হাদীস বলে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। যদিও উভয় সনদের বক্তব্য একই হয়। আল্লামা তাহের আলজাযায়েরী (র.) বলেন–

وَيَعُدُّوْنَ الْحَدِيْثَ الْمَرْوِيَّ بِإِسْنَادَيْنِ حَدِيْثَيْنِ

"তারা অর্থাৎ মুহাদ্দিসীনে কেরাম দু'টি সনদে বর্ণিত কোনো হাদীসকে দু'টি হাদীস বলে আখ্যা দিয়ে থাকেন।" –(প্রাগুক্ত)

অনুরূপ কথাই বলেছেন আল্লামা ইবনুল জাওযী (র.)। তিনি স্পষ্ট করেই বলেছেন–

اَلْمُرَادُ مِنْ هٰذَا الْعَدَدِ اَلطُّرُقُ لَا الْمُتُوْن. (تَلْقِيْحُ فُهُوْمِ اَهْلِ الْاَثَرِ)

"হাদীসের এ সংখ্যা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে সনদসমূহ, মতন বা মূল বক্তব্য নয়।"
–(তালকীহু ফুহুমি আহলিল আসার : বাবু আছহাবিল মিঈন ১/২৬৩)

বিষয়টি হচ্ছে এ রকম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি কোনো বিষয়ে কোনো বাণী দিয়ে থাকেন বা কোনো আমল করে থাকেন, আর দু'জন সাহাবী রাসূলের সেই বাণী বা আমল বর্ণনা করেন, দু'জন সাহাবী থেকে দু'জন বা তিনজন করে তাবেয়ী হাদীসটি বর্ণনা করেন, তাহলে তাবে তাবেয়ীর যুগে এসে সে হাদীসের পাঁচ/ছয় সনদ হয়ে যাবে। তবে তাবেয়ীনের যুগে তাঁরা যখন ঐ হাদীসটি প্রত্যেক তাবেয়ী থেকে বর্ণনা করবেন, তখন এর সনদ সংখ্যা বেড়ে আরো কয়েক গুণ হয়ে যাবে।

বিশেষত হাদীস যখন 'মাশহূর' বা 'মুতাওয়াতির' পর্যায়ে পৌঁছে যায় তখন তার বর্ণনাসূত্র অসংখ্য হয়ে যায়। হাদীসের মূল বক্তব্য যদিও একই, তবু পরবর্তীতে হাদীস সংকলকগণ যখন তাঁদের কিতাবে হাদীস সংকলন করেন, তখন অসংখ্য সূত্রে হাদীসটি তাঁর জানা থাকলেও তিনি শুধুমাত্র একটি বা দু'টি সনদেই হাদীসটি তাঁর কিতাবে লিখেন। তখন বলা হয় তিনি দশটি বা বিশটি বর্ণনাসূত্র থেকে এ দু'টি সূত্রকে নির্বাচন করেছেন। আর কখনো বলা হয় তিনি দশ/বিশটি হাদীস থেকে এ হাদীসটিকে নির্বাচন করেছেন।

আর বাস্তব ক্ষেত্রে কোনো কোনো হাদীসের সাতশ আটশ সনদ পর্যন্ত আছে বা এর চেয়ে বেশিও আছে। এ সবগুলো বর্ণনাসূত্র যদি কোনো মুহাদ্দিসের জানা থাকে, আর তা থেকে তিনি শুধুমাত্র এক দু'টি সনদে হাদীসটি উল্লেখ করেন তাহলে ছয় লক্ষ/সাত লক্ষ হাদীস থেকে সাত হাজার হাদীস নির্বাচন করা অস্বাভাবিক কোনো বিষয়ই নয়। এরকমভাবে যে হাদীসের সংখ্যা রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে চার/পাঁচ হাজার ছিল তা দ্বিতীয়/তৃতীয় শতাব্দীতে এসে ছয় লক্ষ/সাত লক্ষ বা তার চেয়েও বেশি হয়ে যাওয়া কোনোই বিচিত্র বিষয় নয়।

হাদীসের মূল বক্তব্য বা মতন এক হয়ে সনদের ভিন্নতার কারণে ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যেকটি সনদকে ভিন্ন হাদীস হিসেবে গণনার বিষয়টি আরো স্পষ্ট করার জন্য একটি উদাহারণ দেওয়া যেতে পারে।

ইমাম তিরমিযী (র.)-এর বক্তব্য

ইমাম তিরমিযী (র.) তাঁর 'সুনান' কিতাবে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি হচ্ছে–

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَتٰى سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ عَلَيْهَا قَائِمًا فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوْءٍ فَذَهَبْتُ لِأَتَأَخَّرَ عَنْهُ فَدَعَانِيْ حَتّٰى كُنْتُ عِنْدَ عَقِبَيْهِ، فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلٰى خُفَّيْهِ. (سُنَنُ التِّرْمِذِيِّ ٩/١)

ইমাম তিরমিযী (র.) হাদীসটি প্রথমত নিম্নোক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন–

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ...

এরপর তিনি আরেকটি সনদের উল্লেখ করেছেন–

وَرَوٰى حَمَّادُ بْنُ اَبِيْ سُلَيْمَانَ وَعَاصِمُ بْنُ بَهْدَلَةَ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

আলোচ্য হাদীসের উল্লিখিত এ দু'টি সনদ উল্লেখ করার পর ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন– وَحَدِيْثُ اَبِيْ وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ اَصَحُّ "হুযায়ফা সূত্রে আবূ ওয়ায়েলের হাদীসটি বেশি সহীহ।"

আশা করি আমরা লক্ষ্য করেছি যে, আবূ ওয়ায়েল (র.) একসূত্র হিসেবে হুযায়ফা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। আর অন্যসূত্র হিসেবে মুগীরা ইবনে শো'বা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন।

বলাবাহুল্য, উভয় মাধ্যমে ঐ হাদীসটিই বর্ণিত হয়েছে যা আমরা উল্লেখ করেছি। সুতরাং তিরমিযী (র.) যে হুযায়ফা (রা.)-এর মাধ্যমে বর্ণিত হাদীসটিকে বেশি সহীহ বলে আখ্যা দিলেন– এর দ্বারা মূল মতন কখনো উদ্দেশ্য নয়। কারণ মূল মতনতো এখানে একটিই। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে, ইমাম তিরমিযী (র.) বলতে চান, যে সূত্রের মাঝে আবূ ওয়ায়েলের পর হুযায়ফা (রা.) রয়েছেন, সেই সূত্রটি বেশি সহীহ ঐ সূত্রের তুলনায়, যে সূত্রে ওয়ায়েলের পর মুগীরা ইবনে শো'বার উল্লেখ রয়েছে। আর এ বর্ণনাসূত্রকে তিনি حَدِيْثُ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ বলে ব্যক্ত করেছেন।

এটি একটিমাত্র উদাহরণ। এ ধরনের হাজারো উদাহরণ রয়েছে। ইলমে হাদীসের দৃষ্টিকোণ থেকে সনদের ভিন্নতার এ বিষয়টি অনেক শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট একটি বিষয়, যা অনেক বিস্তৃত। আমাদের প্রয়োজন মাফিক একটিমাত্র উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। আশা করি বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে গেছে।

সনদের সংখ্যা বেড়েছে মূল হাদীস বাড়েনি

এরই মাধ্যমে একথাও পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, সনদের ভিন্নতার কারণে যেহেতু হাদীসকে ভিন্নভাবে গণনা করা হয় সেহেতু নবী পাকের হাদীসের সংখ্যা কম হয়ে সনদের আধিক্যের কারণে পরবর্তী যুগে এসে এর সংখ্যা বেড়ে যাওয়া খুবই যুক্তিযুক্ত।

হাদীসের সংখ্যাতত্ত্বের এ বিশ্লেষণের পর এখন মূল আলোচনায় ফিরে আসা যায়। তা হচ্ছে ইমাম আবূ হানীফা (র.) প্রায় অর্ধলক্ষ হাদীস সংগ্রহ করেছিলেন। আর দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথমার্ধে কোনো মুহাদ্দিসের অর্ধলক্ষ হাদীস সংগ্রহ কোনো সহজ কথা নয়।

কারণ যেভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, রাসূলে পাকের যুগের পাঁচ/ছয় হাজার হাদীসই সনদের আধিক্য ও বিস্তৃতির ফলে তাবেয়ীনের যুগে পনের/বিশ হাজারে বা তার চেয়েও বেশি সংখ্যায় উন্নীত হয়েছে। পরবর্তী যুগে সনদের আরো বিস্তৃতির ফলে তাবে তারেযীনের যুগে সনদের গণনা হিসেবে হাদীসের সংখ্যা পঞ্চাশ ষাট থেকে এক লক্ষ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। আর তৃতীয় শতাব্দীতে এসে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম রহিমাহুমুল্লাহর যুগে এসে সে হাদীসগুলোই লক্ষ লক্ষ হাদীসে রূপান্তিরিত হয়েছে।

আর এ কারণেই আবূ হুরায়রা (রা.)-এর পাঁচ হাজার হাদীস সংগ্রহ করে রঈসুল মুহাদ্দিসীন বা মুহাদ্দিসগণের সর্দার খেতাব লাভ করেছিলেন। পক্ষান্তরে তৃতীয় শতাব্দীতে যাঁরা আটদশ হাজার হাদীস সংগ্রহ করেছেন তাঁরা মুহাদ্দিসীনের তালিকায় বিশেষ কোনো স্থান দখল করতে পারেননি।

একই কারণে ইমাম বুখারী (র.)-এর সংগৃহীত হাদীসের সংখ্যা যত উল্লেখ করা হয় তাঁর উস্তাদ কা'নাবী (র.)-এর সংগৃহীত হাদীসের সংখ্যা ততটা উল্লেখ করা হয় না। আবার কা'নাবী (র.)-এর সংগৃহীত হাদীসের সংখ্যা যত উল্লেখ করা হয় তাঁর উস্তাদ মালেক (র.)-এর সংগৃহীত হাদীসের সংখ্যা ততটা উল্লেখ করা হয় না। আবার মালেক (র.)-এর সংগৃহীত হাদীসের সংখ্যা যত উল্লেখ করা হয়, তাঁর উস্তাদ নাফে'র সংগৃহীত হাদীসের সংখ্যা ততটা উল্লেখ করা হয় না। আর নাফের সংগৃহীত হাদীসের সংখ্যা যত উল্লেখ করা হয়, তাঁর উস্তাদ আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর সংগৃহীত হাদীস তত উল্লেখ করা হয় না। আর ইবনে ওমর (রা.)-এর পিতা ইসলামের দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি খলিফাতুল মুসলিমীন ওমর (রা.)-এর হাদীসের সংগ্রহ তো আরো কম।

দ্বিতীয় শতাব্দীর চেয়ে তৃতীয় শতাব্দীর হাদীস বেশি নয়

বলাই বাহুল্য যে, ইমাম বুখারী (র.)-এর সংগৃহীত হাদীসের যে সংখ্যা তা উপরের দিকে যেতে যেতে ধীরে ধীরে কমে এসেছে এবং ইবনে ওমর (রা.) পর্যন্ত গিয়ে তা এক/দুই হাজারের কোটায় আবদ্ধ হয়ে গেছে। অথচ কেউ এ দাবি করতে পারবে না যে, হাদীসের সংখ্যার বিবেচনায় ইবনে ওমরের চেয়ে নাফে' (র.) বড় মুহাদ্দিস ছিলেন, নাফে' (র.) থেকে মালেক (র.) বড় মুহাদ্দিস ছিলেন বা মালেক থেকে ইমাম বুখারী (র.) আরো বড় মুহাদ্দিস ছিলেন। একথা কেউ বলতে পারবে না; বরং প্রত্যেকেই স্বীয় জমানার শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ছিলেন।

সুতরাং একথা এখন আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে, রাসূল ও সাহাবায়ে কেরামের জমানার হাদীসগুলোই বর্ণনাসূত্রের গণনায় প্রত্যেক যুগে বাড়তে বাড়তে তৃতীয় শতাব্দীতে এসে লক্ষ লক্ষ হাদীসে পরিণত হয়েছে। হাদীসের মূল বক্তব্য বৃদ্ধি পায়নি। আর দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথমার্ধে তা লাখের নিচেই ছিল। হাদীস সংগ্রহ ত্রিশ/চল্লিশ/পঞ্চাশ হাজারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

অতএব, আবূ হানীফা (র.)-এর সংগৃহীত প্রায় অর্ধলক্ষ হাদীসকে সেই হিসেবেই বিবেচনা করতে হবে। তাঁর সমকালে অপরাপর মুহাদ্দিসগণের হাদীস সংগ্রহের পরিমাণ কত ছিল সে হিসেবেই আবূ হানীফা (র.) বর্ণিত 'হাদীসসমগ্রে'র

মূল্যায়ন করতে হবে। অত্যন্ত অজ্ঞতার পরিচয় দেওয়া হবে যদি কেউ এ দাবি করে যে, ইমাম বুখারী (র.) ছয়/ সাত লাখ হাদীস জানতেন, পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (র.) জানতেন মাত্র চল্লিশ/পঞ্চাশ হাজার হাদীস। অতএব, হাদীসের ক্ষেত্রে ইমাম বুখারী (র.)-এর সিদ্ধান্তেরই ধর্তব্য হবে। কারণ তিনি বেশি হাদীস জানতেন, সেই তুলনায় ইমাম আবূ হানীফা (র.) সামান্য হাদীসই জানতেন। অতএব, তাঁর কথার কোনো ধর্তব্য হবে না।

এরকমভাবে এ ধরনের দাবি করাও অত্যন্ত দুঃখজনক হবে যে, আবূ হানীফা (র.) মাত্র চল্লিশ হাজার হাদীস থেকে 'কিতাবুল আসার'-এর হাদীসগুলো নির্বাচন করেছেন, আর বুখারী (র.) ছয় লক্ষ হাদীস থেকে তাঁর সহীহ বুখারীর হাদীসগুলো নির্বাচন করেছেন। অতএব, সহীহ বুখারীর সঙ্গে 'কিতাবুল আসারে'র কোনো তুলনাই হতে পারে না। এ ধরনের মন-মানসিকতাও অনাকাঙ্ক্ষিত।

আবূ হানীফা ও মালেক (র.)-এর চেয়ে আহমদ ও বুখারী (র.)-এর হাদীসের সংগ্রহ বেশি নয়

আবূ হানীফার জমানার পঞ্চাশ হাজার হাদীস সনদের বিস্তৃতির মাধ্যমে তৃতীয় শতাব্দীতে এসে ছয় লক্ষ সাত লক্ষে উপনীত হয়েছে। সুতরাং আনুপাতিক হারে হাদীসের সংখ্যা বিচার করলে আবূ হানীফা-মালেকের কিতাবকে বুখারী মুসলিমের কিতাবের তুলনায় খাটো নজরে দেখা কোনোভাবেই যুক্তিযুক্ত নয়।

সারকথা এ দাঁড়াল যে, দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথমার্ধে অর্থাৎ আবূ হানীফা (র.)-এর জমানায় একজন শীর্ষস্থানীয় মুহাদ্দিসের সংগ্রহে যে পরিমাণ হাদীস থাকার কথা, আবূ হানীফা (র.)-এর কাছে সে পরিমাণ বা তার চেয়ে বেশি হাদীসই মজুদ ছিল। যা তাঁর নিজস্ব বক্তব্য, সমকালীন ওলামায়ে কেরামের বক্তব্য, পরবর্তী কালের মুহাদ্দিসীনে কেরামের বক্তব্য ও ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর রেখে যাওয়া হাদীসের সংকলন ও হাদীসের বর্ণনা থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়।

তাই এ বিষয়টি নিয়ে এক পক্ষের সংশয় এবং অপর পক্ষের সন্দেহ থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকা উচিত। আমরা এ আলোচনার শুরুতেই বলে এসেছি, একজন ইমাম এবং যিনি উম্মতের মাঝে 'ইমাম আ'যম' হিসেবে খেতাব পেয়েছেন তাঁকে কিছু হাদীসের সংখ্যা দিয়ে মূল্যায়ন করা স্বাভাবিক রীতির পরিপন্থি। এরপরও সময় যখন সে রকম একটি নাজুক পরিস্থিতির উপর দিয়েই অতিক্রম করে যাচ্ছে তখন অবস্থার দাবিতে আমাদেরকে কিছু কথা বলতেই হয়েছে।

সচেতনতার দাবিতে সচেতন হতে হবে

ইলমের ইতিহাসের পাতায় যে বিষয়গুলো অত্যন্ত উজ্জ্বল সে বিষয়গুলোকে ইলমের ময়দান মন্থন না করে অলিতে-গলিতে তালাশ করে হতাশ, নিরাশ বা সন্দিহান হওয়া কোনো যুক্তিগ্রাহ্য কথা নয়। ইলমি বিষয়কে ইলমিভাবেই সমাধান করতে হবে। বাস্তবকে অস্বীকার করে দ্বীনের মুহাব্বত দেখানো, ইলমের মুহাব্বত দেখানো সঠিক পথাবলম্বী কোনো ব্যক্তির কাজ হতে পারে না। বাস্তবের দিকে না তাকিয়ে কেউ কারো ব্যাপারে একটি বিরূপ মন্তব্য করেছে, আর অমনি সেই কথাটিকে লুফে নেওয়া হয়েছে, সচেতন ব্যক্তিদের আচরণ এমন হয় না। চিলে কান নিয়ে গেছে শোনার পর সচেতন ব্যক্তিরা প্রথমত দেখেন কানটা স্বস্থানে আছে নাকি নেই? এরপর প্রয়োজনবোধ করলে দৌড় দেন।

অবাক কাণ্ড হচ্ছে, আজকের এ পৃথিবীতেও ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর ভক্ত ও শত্রুদের মাঝে এমন কিছু লোক পাওয়া যায় যারা এখনো এ কথা বিশ্বাস করে যে, আবূ হানীফা (র.) মাত্র সতেরটি হাদীস জানতেন। আবূ হানীফা কর্তৃক সংকলিত হাদীসের পূর্ণাঙ্গ একটি কিতাব সবার হাতে হাতে মজুদ থাকা সত্ত্বেও একপক্ষ এ বলে কেঁদে বুক ভাসান– "হায়রে আবূ হানীফা (র.) মাত্র সতেরটি হাদীস দিয়ে এত বড় মাযহাবের গোড়াপত্তন করেছেন।" আরেক পক্ষ হাতে তালি বাজিয়ে বলছেন– "সতেরটি হাদীস দিয়ে আর কতদূর চলা যায়? তাই আবূ হানীফা শেষ পর্যন্ত কেয়াসের আশ্রয় নিয়েই মাযহাবটি বানিয়েছেন।"

এ অন্ধত্ব আর কতদিন চলবে? স্বচক্ষে অধ্যয়ন করে বাস্তব উপলব্ধি করার মানসিকতা আমাদের কবে তৈরি হবে? বাস্তবকে অস্বীকার করার মানসিকতা কবে দূর হবে?

হাদীস যাচাইয়ে আবূ হানীফা (র.)-এর মূলনীতি

উসূলে হাদীসের কিতাবাদিতে হাদীস যাচাইয়ের যেসব মূলনীতি দেওয়া আছে এবং যেসব মূলনীতির আলোকে হাদীসের মান নির্ণয় করা হয় সেগুলো কম-বেশি হাদীসের প্রায় সকল ছাত্রেরই জানা আছে। একটি হাদীস গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য মুহাদ্দিসীনে কেরাম সেই হাদীসের বর্ণনাকারীর মাঝে যেসব গুণাবলি বিদ্যমান থাকাকে শর্ত হিসেবে উল্লেখ করে থাকেন, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-ও একজন বর্ণনাকারীর মাঝে সেসব গুণের উপস্থিতিকে শর্ত হিসেবে দাবি করেন। যে শর্তগুলো মুহাদ্দিসীনে কেরামও আরোপ করেন এবং আবূ হানীফা (র.)-ও আরোপ করেন সেগুলো বিস্তারিত উল্লেখ করার বিশেষ প্রয়োজন নেই। মুহাদ্দিসগণের আরোপিত শর্তের বাইরে আবূ হানীফা (র.) আরো যেসব শর্ত এ ক্ষেত্রে দিয়ে থাকেন সেগুলো সম্পর্কে কিঞ্চিত বিস্তারিত আলোচনা করা যেতে পারে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর বক্তব্য

তবে এর আগে হাদীস গ্রহণ ও বর্জনের ব্যাপারে যেসব সাধারণ রীতিনীতি রয়েছে সেগুলো সম্পর্কেও আবূ হানীফা (র.)-এর বক্তব্য সংক্ষেপে উল্লেখ করা যায়। এ ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র.) কোন ধরনের হাদীস গ্রহণ করেন? তার একটি মাপকাঠি তিনি নিজেই তুলে ধরেছেন। তিনি মাসআলা উদ্ভাবনের উৎস সম্পর্কে বলেন–

اِنِّيْ اٰخُذُ بِكِتَابِ اللهِ اِذَا وَجَدْتُهٗ فَمَا لَمْ اَجِدْهُ فِيْهِ اَخَذْتُ بِسُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ وَالْاٰثَارِ الصِّحَاحِ عَنْهُ الَّتِيْ فَشَتْ فِيْ اَيْدِى الثِّقَاتِ عَنِ الثِّقَاتِ .. الخ (اَلْاِنْتِقَاءُ لِاِبْنِ عَبْدِ الْبَرِّ الْاَنْدَلُسِيِّ ص : ٢٦٤)

"আমি আল্লাহর কিতাব অর্থাৎ কুরআনে পেলে তা-ই গ্রহণ করি। আর যদি কুরআনে না পাই, তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত ও সহীহ হাদীসসমূহ গ্রহণ করি, যেসব হাদীস নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের হাতে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে ...।" –(আলইনতেকা : ইবনে আব্দিল বার পৃ. ২৬৪)

আবূ হানীফা (র.)-এর উল্লিখিত বক্তব্যে হাদীস গ্রহণযোগ্য হওয়ার দু'টি শর্ত বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য হওয়া। বলাবাহুল্য, নির্ভরযোগ্য হওয়ার জন্য স্মরণশক্তি ও আমানতদারির যে মাত্রাটা অত্যাবশ্যকীয়, তার পুরোটাই এখানে উদ্দেশ্য, যা আবূ হানীফা (র.)-এর অন্যান্য বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হয়। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, হাদীসটি প্রসিদ্ধ হওয়া। অর্থাৎ বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য হলেও হাদীসটি শায (شَاذ) বা গরীব (غَرِيْب) যেন না হয়; বরং যেন তা প্রসিদ্ধ ও সর্বজনবিদিত তথা সচরাচর সবার জানা আছে– এমন হয়। তবেই তা আমলের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্যতা পাবে।

সুফয়ান সাওরী (র.)-এর বক্তব্য

আবূ হানীফা (র.) সমসাময়িক প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইমাম সুফয়ান সাওরী (র.)-ও আবূ হানীফা (র.)-এর বর্ণিত হাদীস গ্রহণ সম্পর্কে অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন –

يَأْخُذُ بِمَا صَحَّ عِنْدَهٗ مِنَ الْاَحَادِيْثِ الَّتِيْ كَانَ يَحْمِلُهَا الثِّقَاتُ وَبِالْاٰخِرِ مِنْ فِعْلِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ . (مَنَاقِبُ اَبِيْ حَنِيْفَةَ لِلذَّهَبِيِّ ص : ٢٠)

"হাদীসসমূহ থেকে যেসব হাদীস তার কাছে সহীহ সাব্যস্ত হয় এবং যেগুলো নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীগণ বর্ণনা করেন, তিনি সেসব হাদীস গ্রহণ করেন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বশেষ আমলকে তিনি গ্রহণ করেন।" –(মানাকিবু আবী হানীফা : যাহাবী পৃ. ২০ বরাতে, ইমামে আ'জম পৃ. ৬০৬)

এক্ষেত্রে আবূ হানীফা (র.)-এর আরেকটি নিজস্ব ভাষ্যও উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেন–

إِذَا جَاءَ الْحَدِيْثُ الصَّحِيْحُ الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَخَذْنَا بِهِ وَلَمْ نَعْدُهُ ... الخ

(الْاِنْتِقَاءُ لِابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ الْأَنْدَلُسِيِّ ص : ٢٦٧)

"যদি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সহীহ সনদে হাদীস আসে তাহলে আমরা তাই গ্রহণ করি। তাকে উপেক্ষা করে যাই না।" –(আলইনতেকা পৃ.-২৬৭)

ইমাম শা'রানী (র.)-এর বক্তব্য

এ প্রসঙ্গে ইমাম আবূ হানীফা (র.) সম্পর্কে ইমাম আব্দুল ওয়াহহাব শা'রানী (র.) বলেন–

قَدْ كَانَ الْإِمَامُ أَبُوْ حَنِيْفَةَ يَشْتَرِطُ فِي الْحَدِيْثِ الْمَنْقُوْلِ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَبْلَ الْعَمَلِ بِهِ أَنْ يَرْوِيَهُ عَنْ ذٰلِكَ الصَّحَابِيِّ جَمْعُ أَتْقِيَاءٍ عَنْ مِثْلِهِمْ وَهٰكَذَا ... الخ .

(اَلْمِيْزَانُ الْكُبْرٰى لِلشَّعْرَانِيِّ ٦٢/١)

"ইমাম আবূ হানীফা (র.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হাদীসের উপর আমল করার আগে সে হাদীসটি সাহাবী থেকে একদল মুত্তাকী বর্ণনাকারীর মাধ্যমে বর্ণিত হওয়ার শর্ত দিতেন এবং তা প্রতিটি স্তরে জরুরি ছিল। –(আলমীযানুল কুবরা : শা'রানী ১/৬২ বরাতে, ইমামে আ'যম পৃ. ৬০৪)

আবূ হানীফা (র.)-এর উপরিউক্ত বক্তব্য এবং আবূ হানীফা (র.)-এর ব্যাপারে অন্যদের বক্তব্য থেকে হাদীস গ্রহণ ও বর্জনের ক্ষেত্রে আবূ হানীফা (র.) যেসব শর্ত আরোপ করে থাকেন তার কয়েকটি এখানে ফুটে উঠেছে। সেসব শর্তের মধ্যে একটি হচ্ছে– বর্ণনাকারী স্মরণশক্তি ও আমানতদারির দিক থেকে নির্ভরযোগ্য হতে হবে। এ বিষয়টিকে ثِقَةٌ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে– বর্ণনাকারীগণ মুত্তাকী হতে হবে। আরেকটি শর্ত হচ্ছে হাদীসটি একাধিক সূত্রে বর্ণিত হতে হবে এবং প্রসিদ্ধ হতে হবে। অর্থাৎ শায (شَاذٌ) বা গরীব (غَرِيْب) না হতে হবে।

বলাবাহুল্য, পরবর্তী জমানার মুহাদ্দিস ওলামায়ে কেরাম হাদীস যাচাইয়ের ক্ষেত্রে শর্তের যে তালিকা দিয়ে থাকেন সেসব শর্তের সারমর্ম এ কথাগুলোই, যা ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেছেন এবং তাঁর সম্পর্কে অন্যরা বলেছেন। এসব শর্তের বিশদ বিশ্লেষণ উসূলে হাদীস ও مُصْطَلَحُ الْحَدِيْثِ এর কিতাবাদিতে বিস্তর রয়েছে। এখানে সেগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার কোনো প্রয়োজন নেই।

হাদীস যাচাইয়ের ক্ষেত্রে উপরিউক্ত শর্তাবলির বাইরে ইমাম আবূ হানীফা (র.) আরো কিছু শর্তারোপ করে থাকেন। যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারো কারো দৃষ্টিতে সে শর্তগুলো একটু কঠিন মনে হলেও রাসূলের হাদীসের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বনকারী একজন সচেতন মুহাদ্দিস ফকীহকে দ্বীনের স্বার্থে তা করতেই হয়। সে শর্তসমূহ হচ্ছে :

এক. লেখার পাশাপাশি হাদীসটি মুখস্থও থাকতে হবে

কোনো বর্ণনাকারী শুধুমাত্র তার লেখার উপর নির্ভর করে হাদীস বর্ণনা করলে তা গ্রহণযোগ্য নয়; বরং লেখার পাশাপাশি হাদীসটি তার মুখস্থও থাকতে হবে।

এ প্রসঙ্গে ইমাম ত্বাহাবী (র.) নিজস্ব সনদে ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন–

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ حَدَّثَنَا اَبِيْ، قَالَ اَمْلٰى عَلَيْنَا اَبُوْ يُوْسُفَ قَالَ : قَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ : لَا يَنْبَغِيْ لِلرَّجُلِ اَنْ يُحَدِّثَ مِنَ الْحَدِيْثِ اِلَّا بِمَا حَفِظَهُ مِنْ يَوْمِ سَمِعَهُ اِلٰى يَوْمِ يُحَدِّثُ بِهٖ. (اَلْجَوَاهِرُ الْمُضِيَّةُ فِيْ طَبَقَاتِ الْحَنَفِيَّةِ ٦١/١ طَبْعُ مُؤَسَّسَةِ الرِّسَالَةِ) ص : ١/٣٠، ٣١، ٣٢ وَعُقُوْدُ الْجُمَانِ لِلصَّالِحِيِّ ص : ٣٢٠

"আবূ হানীফা (র.) বলেন, কোনো ব্যক্তির জন্য কোনো হাদীস বর্ণনা করা জায়েজ নেই, তবে ঐ হাদীস যা সে যেদিন শুনেছে, সেদিন থেকে বর্ণনা করার দিন পর্যন্ত মুখস্থ রেখেছে।" –(আলজাওয়াহিরুল মুযিয়্যাহ ১/১৬১, উকূদুল জুমান ৩২০)

অর্থাৎ, হাদীসটি শুনার পর থেকে কখনো সে তা ভুলে যায়নি, এরকম ধারাবাহিভাবে মুখস্থ থাকলেই সে অপরের কাছে হাদীসটি বর্ণনা করতে অনুমতি পাবে, নচেৎ নয়।

ইবনে সালাহ (র.)-এর বক্তব্য

ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর এ মতটিকে ইমাম ইবনে সালাহ (র.) এভাবে উল্লেখ করেছেন–

مِنْ مَذَاهِبِ التَّشْدِيْدِ مَذْهَبُ مَنْ قَالَ : لَا حُجَّةَ اِلَّا فِيْمَا رَوَاهُ الرَّاوِيْ مِنْ حِفْظِهٖ وَتَذَكُّرِهٖ، وَذٰلِكَ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ وَاَبِيْ حَنِيْفَةَ . (مُقَدَّمَةُ ابْنِ الصَّلَاحِ ص : ٨٣)

"কঠোরতার মাযহাবসমূহ থেকে একটি হচ্ছে সেসব ওলামায়ে কেরামের মাযহাব, যাঁরা বলেন, বর্ণনাকারী তার হিফয ও মুখস্থ থেকে যা বর্ণনা করবে, তা ব্যতীত অন্য বর্ণনা দলিলের যোগ্য নয়। এ মাযহাবটি বর্ণিত আছে ইমাম মালেক ও আবূ হানীফা (র.) থেকে।" –(মুকাদ্দামা ইবনে সালাহ পৃ. ২০৬)

ইবনে সালাহ (র.) হাদীস যাচাইয়ের ক্ষেত্রে আবূ হানীফা ও মালেক (র.)-এর এ মাযহাবটি উদ্ধৃত করার সাথে সাথে এটিকে কঠোরতা বলে উল্লেখ করেছেন, আর বাস্তবেও এটি একটি কঠিন শর্ত। তাঁরা নিজেদের বেলায় এ শর্তটি মেনে চলেছেন এবং তা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস যথাযথ সংরক্ষণের মানসেই করেছেন।

ইমাম নববী (র.)-এর বক্তব্য

ইমাম মালেক ও আবূ হানীফা (র.)-এর এ মাযহাবের ব্যাপারে অনুরূপ মন্তব্য করেছেন ইমাম নববী (র.)। এ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন–

فَمِنَ الْمُشَدِّدِيْنَ مَنْ قَالَ لَا حُجَّةَ اِلَّا فِيْمَا رَوَاهُ مِنْ حِفْظِهٖ وَتَذَكُّرِهٖ، رُوِىَ عَنْ مَالِكٍ وَاَبِىْ حَنِيْفَةَ. (اَلتَّقْرِيْبُ وَالتَّيْسِيْرُ لِلنَّوَوِىِّ مَعَ التَّدْرِيْبِ ص : ٩٣)

"কঠোরতা প্রদর্শনকারীদের মধ্যে তারা রয়েছেন, যারা বলেন, হিফজ ও স্মরণ থেকে বর্ণনাকৃত হাদীস ব্যতীত অন্যগুলো দলিলের যোগ্য নয়। এ কথা বর্ণিত আছে মালেক ও আবূ হানীফা (র.) থেকে।

–(আততাকরীব ওয়াত তাইসীর মা'আত্তাদরীব ২/৯৩)

ইমাম যাহাবী (র.)-এর বক্তব্য

ইমাম যাহাবী (র.) আবূ হানীফার এ মাযহাবটি নিম্নোক্ত ইবারতে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন–

قَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ : قَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ : لَا يَنْبَغِىْ لِرَجُلٍ اَنْ يُحَدِّثَ اِلَّا بِمَا يَحْفَظُ مِنْ وَقْتِ مَا سَمِعَ . (سِيَرُ اَعْلَامِ النُّبَلَاءِ لِلذَّهَبِىِّ ٦/٥٣٦)

"আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, আবূ হানীফা (র.) বলেছেন, কোনো ব্যক্তির জন্য হাদীস বর্ণনা করা উচিত নয়, তবে যা সে শোনার সময় থেকে মুখস্থ রাখতে পেরেছে।"–(সিয়ারু আলামিন নুবালা ৬/৫৩৬)

হাকেম (র.)-এর বক্তব্য

হাকেম আবূ আব্দুল্লাহ নিশাপুরী (র.) বলেন–

قَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ، لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ اَنْ يَرْوِىَ الْحَدِيْثَ اِلَّا اِذَا سَمِعَهٗ مِنْ فَمِ الْمُحَدِّثِ فَيَحْفَظُهٗ ثُمَّ يُحَدِّثُ بِهٖ. (اَلْمَدْخَلُ فِىْ اُصُوْلِ الْحَدِيْثِ ص : ١٧)

"আবূ হানীফা (র.) বলেছেন, কোনো ব্যক্তির জন্য হাদীস বর্ণনা করা কেবল তখন জায়েজ হবে যখন সে ঐ হাদীসটি মুহাদ্দিসের মুখ থেকে শুনবে, অতঃপর তা মুখস্থ করবে এবং মুখস্থ থেকে বর্ণনা করবে।"

–(আলমাদখাল ফী উসূলিল হাদীস পৃ. ১৭)

খতিব বাগদাদী (র.)-এর বক্তব্য

এ বিষয়টি নিয়েই ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন (র.)-কে (মৃ. ২৩৩ হি.) জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তখন জবাবে তিনি আবূ হানীফা (র.)-এর উক্ত মতামত তুলে ধরেছিলেন। খতীব বাগদাদী (র.) বর্ণনা করেন–

سُئِلَ اَبُوْ زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الْحَدِيْثَ بِخَطٍّ لَا يَحْفَظُهُ، فَقَالَ اَبُوْ زَكَرِيَّا : كَانَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ يَقُوْلُ : لَا يُحَدِّثُ اِلَّا بِمَا يَعْرِفُ وَيَحْفَظُ. (اَلْكِفَايَةُ فِيْ عِلْمِ الرِّوَايَةِ لِلْخَطِيْبِ الْبَغْدَادِيِّ ص : ٢٦٦)

"আবূ যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন (র.)-কে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছে, যে লিখিত কোনো হাদীস পেল; কিন্তু তা তার মুখস্থ নেই। তখন আবূ যাকারিয়া (র.) উত্তরে বলেছেন, আবূ হানীফা (র.) বলতেন, কোনো ব্যক্তি শুধুমাত্র ঐ হাদীসই বর্ণনা করবে, যা সে জানে ও মুখস্থ রেখেছে।" –(আলকেফায়া প ২৬৬)

এসব বর্ণনার অভিন্ন বক্তব্য হচ্ছে, আবূ হানীফা (র.) কোনো হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সে হাদীসটি বর্ণনাকারীর মুখস্থ থাকতে হবে- এ শর্তটি আরোপ করেন, শুধু লেখার উপর নির্ভর করে হাদীস বর্ণনাকে তিনি বৈধ মনে করতেন না।

ইবনে মাঈন (র.)-এর বক্তব্য

ইমাম আবূ হানীফা (র.) তাঁর জীবনে হাদীসের ইলম আদান প্রদান করার ক্ষেত্রে এ নীতির উপরই চলেছেন এবং এ ধারারই অনুসরণ করে গেছেন। ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন (র.) আবূ হানীফা (র.)-এর এ কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে উল্লেখ করে বলেন–

كَانَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ ثِقَةٌ لَا يُحَدِّثُ بِالْحَدِيْثِ اِلَّا بِمَا لَا يَحْفَظُ وَلَا يُحَدِّثُ بِمَا يَحْفَظُ (تَهْذِيْبُ الْكَمَالِ لِاَبِى الْحَجَّاجِ الْمِزِّيِّ ١٠٥/١٩)

"আবূ হানীফা (র.) (হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে) নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। তিনি কেবল ঐ হাদীসই বর্ণনা করতেন যা তাঁর মুখস্থ থাকত, আর যা মুখস্থ থাকত না তা তিনি বর্ণনা করতেন না।" –(তাহযীবুল কামাল ১৯/১০৫)

ওকী ইবনুল জাররাহ (র.)-এর বক্তব্য

এ একই কারণে ইমাম ওকী ইবনুল জাররাহ (র.) আবূ হানীফা (র.) সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন–

لَقَدْ وُجِدَ الْوَرَعُ فِيْ اَبِيْ حَنِيْفَةَ فِى الْحَدِيْثِ مَا لَمْ يُوْجَدْ عَنْ غَيْرِهِ. (مَنَاقِبُ الْمُوفق ١٩٧/١)

"হাদীসের বিষয়ে আবূ হানীফা (র.)-এর মাঝে এত সতর্কতা পাওয়া গেছে, যা অন্যদের মাঝে পাওয়া যায়নি।" –(মানাকিবুল মুয়াফ্ফাক ১/১৯৭)

স্মরণ রাখতে হবে যে, এ কঠিন শর্তারোপ এবং এরূপ সতর্কতা অবলম্বন করেই ইমাম আবূ হানীফা (র.) হাদীসের এ বিশাল ভাণ্ডার তৈরি করেছেন, এরপর রচনা ও সংকলন করেছেন।

শর্তটির বিষয়ে ইমাম সুয়ূতী (র.)-এর বক্তব্য

জুমহুর মুহাদ্দিস ওলামায়ে কেরাম এ বিষয়টি নিয়ে ইমাম আবূ হানীফা ও মালেক (র.)-এর সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেন। তাঁরা বলেন, হাদীস হেফাজত বা সংরক্ষণের দুটি পদ্ধতি, একটি হচ্ছে ضَبْطٌ بِالصَّدْرِ অর্থাৎ মুখস্থ করে রাখা, আরেকটি হচ্ছে ضَبْطٌ بِالْكِتَابَةِ অর্থাৎ লিখে সংরক্ষণ করে রাখা। এ দুটির যে কোনো এক পদ্ধতিতে যথাযথ শর্তসাপেক্ষে হাদীস সংরক্ষণ করা হলে বর্ণনা করার বৈধতার জন্য তা যথেষ্ট।

ইমাম সুয়ূতী (র.) ইমাম আবূ হানীফা ও মালেক রহিমাহুমাল্লাহর মাযহাবটি উল্লেখ করে বলেন–

هٰذَا مَذْهَبٌ شَدِيْدٌ وَقَدْ اسْتَقَرَّ الْعَمَلُ عَلٰى خِلَافِهٖ، فَلَعَلَّ الرُّوَاةَ فِي الصَّحِيْحَيْنِ مَنْ لَمْ يُوْصَفْ بِالْحِفْظِ لَا يَبْلُغُوْنَ النِّصْفَ. (تَدْرِيْبُ الرَّاوِيْ ص : ٣٧٧)

"এটি একটি কঠিন মাযহাব, মুহাদ্দিস ওলামায়ে কেরাম এর বিপরীত আমল করেছেন। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের বর্ণনাকারীদের মাঝে যারা এ পর্যায়ের স্মরণশক্তির অধিকারী তাদের সংখ্যা হয়তো অর্ধেকও হবে না।"

–(তাদরীবুর রাবী পৃ. ৩৭৭, اَلنَّوْعُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُوْنَ)

অধিকাংশ মুহাদ্দিসীন, পরবর্তী যুগের ওলামায়ে কেরাম এমনকি হানাফী ওলামায়ে কেরাম বরং আবূ হানীফা (র.)-এর শাগরেদগণও হাদীস গ্রহণ করার ক্ষেত্রে এ কঠোরতা করেননি। বরং তাঁরা সবাই লিখিত হাদীস যথাযথ পদ্ধতিতে সংরক্ষিত হলে শুধুমাত্র সেই লেখার উপর ভিত্তি করে হাদীস বর্ণনা করাকে জায়েজ বলেছেন। বর্তমানেও ইলমে হাদীসের জগতে জুমহুরে মুহাদ্দিসীনের মতানুসারে লেখানির্ভর হাদীসকে সহীহ হিসেবে গ্রহণ করা হয় এবং এ বিষয়ে সম্ভবত কারো কোনো দ্বিমতও নেই।

তবে ইমাম আবূ হানীফা ও মালেক রহিমাহুমাল্লাহু হাদীস আদানপ্রদানের ক্ষেত্রে এইযে কঠোরতা করেছেন, এর পেছনে কিছু যুক্তিও আছে। প্রথম কথা হচ্ছে, আবূ হানীফা ও মালেক (র.) মুহাদ্দিস হওয়ার পাশাপাশি তাঁরা ছিলেন ফকীহ ও মুফতি। মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনের শরিয়ত সংশ্লিষ্ট সমস্যাগুলোর সমাধান

তাঁদের মতো লোকদের উপর ন্যস্ত ছিল। কোনো একটি হাদীসের উপর ভিত্তি করে হারাম হালালের ফাতাওয়া তাঁদেরকেই দিতে হতো, সঠিক সিদ্ধান্তের সুফল যেমন তাঁদের পাওনা, ভুল সিদ্ধান্তের দায়দায়িত্বও তাঁদেরই উপর বর্তায়।

ফলে শরিয়তের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও বিস্তৃত উৎস হাদীসের ব্যাপারে তাঁদের অধিক সতর্কতার কোনো বিকল্প ছিল না। এ অতিরিক্ত শর্তটি তাঁরা মূলত এ মানসিকতার ভিত্তিতেই দিয়েছেন যে, যাতে মুখস্থ না থাকার ফাঁকে এমন কিছু বিষয় হাদীসের অন্তর্ভুক্ত হয়ে না যায়; যা বাস্তবে হাদীস নয়। তাঁদের এ কঠোরতা তাঁদের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত ছিল।

এ শর্ত আরোপের কারণ

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, কোনো হাদীস যদি খাতায় লিখে রাখা হয় আর বর্ণনাকারী সেই হাদীসের কথা বেমালুম ভুলে যায়, তাহলে এমন হয়ে যেতে পারে যে কোনো يد خائن বা অসাধু হাত হাদীসের ঐ খাতার মধ্যে নিজের পক্ষ থেকে কোনো একটি কথাকে রাসূলের হাদীস হিসেবে সংযোজন করে দিয়েছে, কিন্তু বর্ণনাকারী শুধু খাতা ও লেখানির্ভর হওয়ার কারণে খাতার মধ্যে যত হাদীস ছিল তার সবগুলোই বর্ণনা করে দিয়েছে, অথচ এর মধ্যে ঐ হাদীসও আছে, যা তার সংগৃহীত হাদীসের অন্তর্ভুক্ত ছিল না; কিন্তু মুখস্থ না থাকার কারণে সে তা বুঝতে পারেনি।

হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে এমন ঘটনা বহু ঘটেছে। এসব কারণে বহু বর্ণনাকারী সমালোচকদের দৃষ্টিতে খানিকটা সমালোচিতও হয়েছেন। উলূমে হাদীসের কিতাবাদিতে এ ধরনের বহু ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। হাদীসের ছাত্রদের কাছে এটি কোনো নতুন বিষয় নয়। এ ধরনের কিছু আশঙ্কার কারণেই ইমাম আবূ হানীফা ও মালেক (র.) এ কঠিন শর্তটি দিয়েছেন।

অবশ্য, একথা বলে রাখা দরকর যে, জুমহুর মুহাদ্দিস ওলামায়ে কেরামও এ আশঙ্কা বোধ করছেন, এ বিষয়ে তাঁরা বেখবর নন। যার ফলে তাঁরা যদিও শুধুমাত্র লেখার উপর নির্ভর করে হাদীস বর্ণনাকে বৈধ বলেছেন, মুখস্থ থাকার শর্ত দেননি; কিন্তু যে লেখার উপর ভিত্তি করে হাদীস বর্ণনা করা হচ্ছে তাঁরা সে লেখা নির্ভরযোগ্য হওয়ার জন্য অনেক শর্ত জুড়ে দিয়েছেন। যেসব কারণে আবূ হানীফা ও মালেক (র.) লেখা নির্ভর বর্ণনাকে নাজায়েজ বলেছেন, সেসব কারণ যেন না ঘটতে পারে সে ব্যবস্থা নিয়েই হাদীসবিশারদগণ লেখাভিত্তিক হাদীস বর্ণনাকে বৈধ বলেছেন। অতএব, এ বিষয়ে কারো অযথা সন্দেহের কোনো প্রয়োজন নেই।

শর্তটির আরেকটি ব্যাখ্যা

আবূ হানীফা ও মালেক (র.) কর্তৃক আরোপিত এ শর্ত সম্পর্কে আরেকটি কথা আছে; যা এখানে ব্যাখ্যা করা দরকার। এ শর্ত সম্পর্কে স্বয়ং ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর সাথে সাথে অন্যান্যদের যেসব বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে তা থেকে এ কথাই স্পষ্ট যে, একজন বর্ণনাকারী তার উস্তাদের কাছ থেকে সরাসরি হাদীস গ্রহণ করার পর থেকে তার শাগরেদদের কাছে তা বর্ণনা করা পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে হাদীসটি তার মুখস্থ থাকতে হবে। আবূ হানীফা (র.) এবং অন্যান্যদের বক্তব্যের আলোকে উলূমে হাদীসের সংকলকগণ শর্তটিকে এভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন এবং এটিকে অত্যন্ত কঠিন একটি শর্ত হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। কিন্তু কোনো কোনো হাদীস বিশারদ এ শর্তের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে ভিন্নমত পোষণ করেছেন। তাঁরা এ শর্তটিকে আরেকভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। সে ব্যাখ্যাকে সামনে রাখলে এ শর্তটি কঠিন বলে বিবেচিত হলেও অনেক কঠিন বা অসম্ভব কিছু মনে হয় না। তাঁরা বলতে চান–

হাদীস শোনার পর থেকে বর্ণনা করা পর্যন্ত পুরো হাদীসটি সনদসহ এ পরিমাণ মুখস্থ থাকা উদ্দেশ্য নয়, যে পরিমাণ মুখস্থ থাকলে লেখা না দেখেই বর্ণনা করে দেওয়া যায়; বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্ণনাকারী হাদীসটি গ্রহণ করার পর এবং লিখে নেওয়ার পর যখনই সে তা লেখা দেখে বর্ণনা করতে যাবে তখনই যেন তার মনে এ কথা স্মরণ থাকে যে, এ হাদীসটি তার সংগৃহীত, এ হাদীসটি সে অমুক উস্তাদের কাছ থেকে অমুক সময় অমুক জায়গায় নিয়েছিল। খাতা দেখে বর্ণনা করলেও হাদীসটি কখনো তার কাছে অপরিচিত মনে হবে না। এমন যদি হয় তাহলে সে লেখা দেখে হাদীস বর্ণনা করতে পারবে।

পক্ষান্তরে যদি হাদীস দেখার পরও তার কিছুই মনে না আসে, এ হাদীসটি আদৌ তার সংগৃহীত কিনা? তাও তার ধারণার বাইরে থাকে, এমতাবস্থায় শুধুমাত্র লেখার উপর নির্ভর করে একটি হাদীস বর্ণনা করে দেওয়া নিরাপদ নয়। এ কারণেই ইমাম আবূ হানীফা ও মালেক রহিমাহুমাল্লাহু বলেছেন, বর্ণনাকারী তার উস্তাদের কাছ থেকে নেয়ার পর থেকে শাগরেদের কাছে বর্ণনা করা পর্যন্ত হাদীসটি তার স্মরণে থাকতে হবে, নচেৎ নয়।

এভাবে ব্যাখ্যা করা হলে হাদীস লেখার একটা ফায়দা প্রকাশ পায়, নচেৎ সম্পূর্ণ স্মরণশক্তির উপরই যদি হাদীস বর্ণনা নির্ভরশীল হয়, তাহলে ضَبْطٌ بِالْكِتَابَةِ বা লিখে হাদীস সংরক্ষণের বিশেষ কোনো অর্থ দাঁড়ায় না। অথচ লেখার যে গুরুত্ব রয়েছে তা আবূ হানীফা মালেকের কাছেও একটি স্বীকৃত বিষয়। তাঁরা নিজেরাও হাদীস লিখে সংরক্ষণ করেছেন এবং তা থেকে বর্ণনা করেছেন।

মোটকথা মুখস্থ রাখা ও লেখা উভয়টি যেন একটি অপরটির পরিপূরক হয়, শুধুমাত্র একটির উপরই যেন নির্ভরশীল না হতে হয়, এটাই হচ্ছে হাদীস সংরক্ষণের সবচেয়ে নিরাপদ পদ্ধতি।

এ শর্তারোপের আরেকটি কারণ

আবূ হানীফা (র.)-এর পক্ষ থেকে এ শর্তটি অরোপ করার পেছনে আরেকটি কারণ এও হতে পারে যে, পরবর্তী যুগে হাদীসের লেনদেন যতটা লেখা নির্ভর হয়ে পড়েছে, আবূ হানীফা (র.)-এর জমানায় তা সেভাবে লেখানির্ভর ছিল না; বরং মুখস্থ করে রাখার বিষয়টিকেই তিনি গুরুত্বের সঙ্গে দেখেছেন এবং সেটাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

যাহোক, হাদীস যেন যথাযথভাবে সংরক্ষিত হয়ে যায় সে জন্যই এ শর্তারোপ, যদিও অনেকের জন্য তা কঠিন। যেমন ইমাম বুখরী (র.) عَنْعَنَة সূত্রে বর্ণিত হাদীসের ক্ষেত্রে হাদীসটি মুত্তাসিল প্রমাণিত হওয়ার জন্য শাগরেদ ও ওস্তাদের মাঝে কমপক্ষে একবার হলেও সাক্ষৎ হওয়া প্রমাণিত হতে হবে বলে শর্তারোপ করেছেন। এ শর্তটি অন্যদের পক্ষে যদিও কঠিন হয়ে গেছে এবং ইমাম মুসলিম (র.) কঠিন ভাষায় এ মতের প্রতিবাদও করেছেন, এরপরও বলতে হবে ইমাম বুখারী (র.) হাদীসকে যথাযথ সংরক্ষণের সুমহান লক্ষ্যেই অধিকাংশ মুহাদ্দিসের বিপরীতে তাঁর উক্ত মতটি উপস্থাপন করেছেন।

দুই. সরাসরি উস্তাদ থেকে শোনা

হাফেজ আবূ আব্দুল্লাহ নিশাপুরী (র.) কর্তৃক উদ্ধৃত আবূ হানীফা (র.)-এর একটি বক্তব্য থেকে বুঝা যায়, তিনি কোনো একটি হাদীস বর্ণনা করার জন্য তা সরাসরি উস্তাদের মুখে শুনে গ্রহণ করাকে জরুরি মনে করেন, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর সেই বক্তব্যটি বক্ষ্যমাণ গ্রন্থেই কয়েক পৃষ্ঠা আগে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি বলেছেন–

لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ اَنْ يَرْوِىَ الْحَدِيْثَ اِلَّا اِذَا سَمِعَهُ مِنْ فَمِ الْمُحَدِّثِ فَيَحْفَظُهُ ثُمَّ يُحَدِّثُ بِه. (اَلْمَدْخَلُ فِيْ اُصُوْلِ الْحَدِيْثِ ص : ١٧)

তাঁর এ বক্তব্যে বলা হয়েছে, মুহাদ্দিসের মুখ থেকে সরাসরি শুনলে তবেই হাদীস বর্ণনা করা বৈধ হবে। এ কথাটির দু'টি ব্যাখ্যা হতে পারে। এক হচ্ছে, শাগরেদ তার উস্তাদের কাছ থেকে হাদীসটি সরাসরি নিতে হবে, হাদীস গ্রহণের আরো যেসব মাধ্যম আছে যেমন চিঠির মাধ্যমে বা ইজাযতের মাধ্যমে হাদীস গ্রহণ করলে সে হাদীস বর্ণনা করা যাবে না।

আরেক ব্যাখ্যা হতে পারে تَحَمُّلُ حَدِيْثٍ বা হাদীস গ্রহণ করার ক্ষেত্রে ছাত্র উস্তাদের সামনে পড়বে নাকি উস্তাদ ছাত্রের সামনে পড়বেন? এ ক্ষেত্রে আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত হচ্ছে, বর্ণনা বৈধতার জন্য উস্তাদের মুখে হাদীস শোনা জরুরি। –এখানে এ ব্যাখ্যাও হতে পারে। তাঁর বক্তব্যের বাহ্যিক শব্দের দাবি এরকমই। তবে এখানে প্রথম ব্যাখ্যাটি أَقْرَبُ اِلَى الصَّوَابِ তথা অধিক যুক্তিযুক্ত। এ শর্তের ব্যাপারে মুহাদ্দিসীনে কেরামের স্পষ্ট কোনো ব্যাখ্যা আমরা পাইনি। দ্বিতীয়

ব্যাখ্যাটিকে শব্দ সমর্থন করলেও এটি গ্রহণ করা যাচ্ছে না। কারণ হাদীস গ্রহণের পদ্ধতি সম্পর্কে আবূ হানীফা (র.)-এর ভিন্ন বক্তব্য রয়েছে, যা এর বিপরীত দাবি করে। পরবর্তী শিরোনামে এ বিষয়টি নিয়েও আরো কিঞ্চিত বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

তিন. উক্ত হাদীসটি 'মুতাওয়াতির'-'মাশহূরে'র সাথে সাংঘর্ষিক না হওয়া

হাদীস যাচাইয়ের ক্ষেত্রে কোনো হাদীস গ্রহণ ও বর্জনের মাপকাঠি হিসেবে আবূ হানীফা (র.) পূর্বোক্ত শর্তাবলির সঙ্গে আরেকটি শর্তও আরোপ করেছেন। সে শর্তটি হচ্ছে- কোনো হাদীসের বিষয়বস্তু কুরআনের কোনো আয়াতের বিষয়বস্তুর পরিপন্থি না হতে হবে, এমনিভাবে সর্বজনগ্রাহ্য কোনো 'মুতাওয়াতির' বা 'মাশহূর' হাদীসের পরিপন্থি না হতে হবে।

এ প্রসঙ্গে ইমাম আবূ ওমর ইউসুফ ইবেন আব্দিল বার আননামারী আলকুরতুবী (র.) বলেন-

كَثِيْرٌ مِنْ اَهْلِ الْحَدِيْثِ اسْتَجَازُوْا الطَّعْنَ عَلٰى اَبِيْ حَنِيْفَةَ لِرَدِّهٖ كَثِيْرًا مِنْ اَخْبَارِ الْاٰحَادِ الْعُدُوْلِ لِاَنَّهٗ كَانَ يَذْهَبُ فِيْ ذٰلِكَ اِلٰى عَرْضِهَا عَلٰى مَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ مِنَ الْاَحَادِيْثِ وَمَعَانِى الْقُرْآنِ، فَمَا شَذَّ عَنْ ذٰلِكَ رَدَّهٗ وَسَمَّاهُ شَاذًّا. (اَلْاِنْتِقَاءُ ص : ١٤٢)

"হাদীসবিদদের অনেকে আবূ হানীফা (র.)-এর উপর এ কারণে অভিযোগ উত্থাপন করতে চেয়েছেন যে, তিনি নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের মাধ্যমে বর্ণিত বহু 'খবরে ওয়াহেদ'কে প্রত্যাখ্যান করেছেন। আর তিনি তা এ কারণে করেছেন যে, তাঁর মাযহাব ছিল 'খবরে ওয়াহেদ'কে তিনি সর্বজন স্বীকৃত হাদীসের বিষয়বস্তুর সঙ্গে তুলনা করতেন এবং কুরআনের বিষয়বস্তুর সঙ্গে তুলনা করতেন, যে হাদীস সর্বজনস্বীকৃত হাদীস বা কুরআনের আয়াতের অর্থের পরিপন্থি হতো, সেই হাদীসকে তিনি প্রত্যাখ্যান করতেন এবং সেই হাদীসকে তিনি শায (شاذ) বলে আখ্যা দিতেন।"-(আলইনতেকা : ইবনে আবিদল বার (র.) পৃ. ১৪২ বরাতে, মা-তামাসসু ইলাইহিল হাজাহ পৃ ১১)

অর্থাৎ হাদীসের বর্ণনাগত সবদিক পরিপূর্ণভাবে পাওয়া যাওয়ার পর বিষয়বস্তুর দিক থেকে সেই হাদীসটি একটি স্বীকৃত হাদীস বা কুরআনের আয়াতের বিপরীত কিনা? আবূ হানীফা (র.) তা খতিয়ে দেখতেন। বিপরীত হলে তিনি সে হাদীসকে 'শায' আখ্যা দিতেন এবং হাদীসটিকে প্রত্যাখ্যান করতেন। কিন্তু সনদের দৃষ্টিকোণ থেকে হাদীসটি নির্ভেজাল হওয়া সত্ত্বেও সেটিকে প্রত্যাখ্যান করার কারণে মুহাদ্দিসীনে কেরাম আবূ হানীফা (র.)-এর সমালোচনা করেছেন। হাদীস বিশারদগণের পরিভাষায়ও (شاذ) শব্দটির ব্যবহার রয়েছে। তবে এ 'শায' এবং ঐ 'শায' এর মাঝে কিছুটা তফাৎ আছে। বিষয়টির প্রতি সংক্ষেপে ইঙ্গিত দেওয়া যেতে পারে।

মুহাদ্দিসের شاذ ও মুজতাহিদের شاذ : পরিভাষাগত পার্থক্য

মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় (شاذ) এর বিভিন্ন সংজ্ঞা ও পরিচয়ের মধ্য থেকে সর্বাধিক পরিচিত সংজ্ঞা হচ্ছে, কোনো একটি হাদীস বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হওয়ার পর যদি কোনো একটি নির্দিষ্ট বর্ণনা ঐ হাদীসের অন্যসব বর্ণনার বিপরীত হয় এবং অন্যসব বর্ণনা শক্তিশালী হয় তাহলে এ নির্দিষ্ট বর্ণনাটিকে 'শায' (شاذ) বলা হয়। এ شذوذ শুধুমাত্র বর্ণনাগত বৈপরীত্যের কারণে হয়ে থাকে।

পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (র.) কর্তৃক আখ্যায়িত 'শায' (شاذ) হচ্ছে– কোনো একটি হাদীস বর্ণনাগত সার্বিক দিক বিবেচনায় উসূলে হাদীসের বিচারে সহীহ সাব্যস্ত হওয়ার পরও যদি সে হাদীসের মূল বক্তব্য কোনো আয়াতের বা 'মুতাওয়াতির'-'মাশহূর' হাদীসের বিপরীত হয় তাহলে তা 'শায', সে হাদীসকে 'শায' বলে প্রত্যাখ্যান করা হবে।

কুরআনের আয়াত ও 'মুতাওয়াতির-মাশহূর' হাদীসকে 'খবরে ওয়াহেদে'র উপর প্রধান্য দিতে গিয়েই তিনি এ শর্তটি আরোপ করেছেন। যার গূঢ় রহস্য হচ্ছে, এ হাদীসের বিষয়বস্তু যেহেতু আয়াত বা 'মুতাওয়াতির' হাদীসের পরিপন্থি সুতরাং এর বর্ণনাগত কোনো ত্রুটি ধরা না পড়লেও মনে করতে হবে –এর মাঝে অদৃশ্য কোনো ভুল রয়েছে যা আমাদের চোখে ধরা পড়ছে না। নচেৎ তা অন্যান্য অকাট্য দলিলের পরিপন্থি হবে কেন?

এ শর্তটি স্বীকৃত

হাদীস যাচাইয়ের এ পদ্ধতিটি আবূ হানীফা (র.) কর্তৃক উদ্ভাবিত নতুন কোনো পদ্ধতি নয়। সাহাবা-তাবেয়ীনের যুগে যখন সনদগুলো সম্পূর্ণ নিষ্কলুষ ছিল; বরং যখন সনদ বলতে শুধুমাত্র একজন সাহাবীই ছিলেন তখনও হাদীসকে এভাবে যাচাই করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ দুয়েকটি উদ্ধৃতি এখানে দেওয়া যেতে পারে। আয়শা সিদ্দীকা, ইবনে আব্বাস ও ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-সহ অন্যান্যদের থেকে হাদীস যাচাইয়ের এ পদ্ধতিটি বর্ণিত আছে।

একটি উদাহরণ

তিন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর খরচা ও বাসস্থানের বিষয়ে ফাতেমা বিনতে কায়েস ও ওমর (রা.)-এর ঘটনাটি হাদীসের ছাত্রদের মনে থাকার কথা। ফাতেমা বিনতে কায়েস (রা.) বর্ণনা করেন–

طَلَّقَنِيْ زَوْجِيْ ثَلَاثًا عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : لَا سُكْنٰى لَكِ وَلَا نَفَقَةَ. (سُنَنُ التِّرْمِذِيِّ ١/٢٢٣)

"আমার স্বামী আমাকে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জমানায় তিন তালাক দিয়েছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন, তুমি বাসস্থান পাবে না, ভরণপোষণের খরচও পাবে না।"

–(সুনানে তিরমিযী ১/২২৩)

এ হাদীসটি এমন যা একজন মহিলা সাহাবী সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন এবং ঘটনাটি তাঁর নিজের সম্পর্কে। সনদের দৃষ্টিকোণ থেকে এ হাদীসের উপর কোনো প্রকার আপত্তি করার সুযোগ নেই। কিন্তু ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) ফাতেমা বিনতে কায়সের এ হাদীসকে কুরআন ও স্বীকৃত হাদীসের বক্তব্যের পরিপন্থি হওয়ার কারণে প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছেন। উক্ত হাদীসের এক বর্ণনাকারী মুগীরা (র.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে ইমাম তিরমিযী (র.) ওমর (রা.)-এর সে প্রত্যাখ্যানের বিষয়টির বর্ণনা করেছেন এভাবে–

قَالَ مُغِيْرَةُ : فَذَكَرْتُهُ لِإِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ : قَالَ عُمَرُ : لَا نَدَعُ كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا ﷺ بِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَا نَدْرِيْ أَحَفِظَتْ اَمْ نَسِيَتْ : فَكَانَ عُمَرُ يَجْعَلُ لَهَا السُّكْنٰى وَالنَّفَقَةَ. (اَلْمَصْدَرُ السَّابِقُ)

"মুগীরা (র.) বলেন, হাদীসটি আমি ইবরাহীম নখায়ী (র.)-কে শুনালাম, তখন তিনি বললেন, ওমর (রা.) বলেছেন, "আমরা আল্লাহর কিতাব ও আমাদের নবীর সুন্নতকে এমন একটি মহিলার কথার উপর ভিত্তি করে ছেড়ে দিতে পারি না, যার ব্যাপারে আমরা জানি না (হাদীসের প্রকৃত বক্তব্যটি) সে মনে রাখতে পেরেছে নাকি ভুলে গেছে? ওমর (রা.) তিন তালাকপ্রাপ্তা মহিলাকে বাসস্থান ও ভরণপোষণ (প্রদানের বিধান) প্রদান করতেন।" –(সুনানে তিরমিযী ১/২২৩)

এটাই হচ্ছে কোনো একটি 'খবরে ওয়াহেদ'কে কুরআনের আয়াত বা 'মুতাওয়াতির'-'মাশহূর' হাদীসের সঙ্গে তুলনা করা। আবূ হানীফা (র.) হাদীস যাচাইয়ের ক্ষেত্রে এ শর্তই আরোপ করেছেন এবং একটি হাদীস গ্রহণযোগ্য ও সহীহ হওয়ার জন্য এ ধরনের সাংঘর্ষিক না হওয়াকে জরুরি বলেছেন।

আরেকটি উদাহরণ

হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা বিচার করার এ পদ্ধতিটি ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর জীবনেও পাওয়া যায়, আবূ হুরায়রা (রা.) যখন ইবনে আব্বাস (রা.)-এর সামনে নিম্নোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করলেন–

اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : تَوَضَّؤُوْا مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ. (سُنَنُ ابْنُ مَاجَه ص : ٣٧)

"নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আগুনে পাকানো বস্তু স্পর্শ করার পর তোমরা অজু কর?" –(সুনানে ইবনে মাজাহ পৃ. ৩৭)

ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হাদীসটি শুনে বললেন– أَتَوَضَّأُ مِنَ الْحَمِيمِ "গরম পানি স্পর্শ করলেও কি অজু করব?" –(প্রাগুক্ত)

অর্থাৎ ইবনে আব্বাস (রা.) বলতে চেয়েছেন, আবূ হুরায়রা (রা.) যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, তাকে যদি ব্যাপকার্থে নেওয়া হয় এবং অজু দ্বারা সুনির্দিষ্ট পদ্ধতির অজু উদ্দেশ্য নেওয়া হয় তাহলে গরম পানি স্পর্শ করার পরও আবার ঠাণ্ডা পানি দিয়ে অজু করতে হবে। অথচ গরম পানি দিয়ে অজু শুদ্ধ হওয়ার বিষয়টি সর্বজন স্বীকৃত।

সনদের বিবেচনায় কোনো প্রকার অপত্তির সুযোগ না থাকলেও যেহেতু বাহ্যিকভাবে হাদীসের মূল বক্তব্যটি অন্যান্য স্বীকৃত হাদীসের বক্তব্যের পরিপন্থি সে কারণে সেসব হাদীসের সঙ্গে তুলনা করে ইবনে আব্বাস (রা.) এ আপত্তিটি উত্থাপন করেছেন।

এ ধরনের উদাহরণ আরো আছে, আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বহু হাদীসের উপর শুধুমাত্র এ দৃষ্টিকোণ থেকে আপত্তি করেছেন। নচেৎ আবূ হুরায়রা (রা.)-এর মতো একজন সাহাবীর উপর সনদের দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো প্রকার আপত্তি আসার কোনো যুক্তিই নেই। এ কথা ঠিক যে, আয়েশা (রা.) যতটি ক্ষেত্রে আবূ হুরায়রা (রা.)-এর উপর আপত্তি করেছেন তার সর্বক্ষেত্রে যে আয়েশা (রা.)-এর কথাই ঠিক ছিল এমন নয়, এরপরও এর মধ্য থেকে আমরা যে বিষয়টি উদ্ধার করতে চাই তা হচ্ছে, সনদের বিবেচনার বাইরে হাদীসের মূল বক্তব্যের আলোকেও গ্রহণযোগ্যতা বিচারের বিষয়টি একটি স্বীকৃত বিষয়, যা ইমাম আবূ হানীফা (র.) গ্রহণ করেছেন।

চার. হাদীসটি 'আমলে মুতাওয়াররাসে'র মোতাবেক হওয়া

হাদীস সহীহ সাব্যস্ত হওয়ার জন্য আরেকটি শর্ত হচ্ছে তা 'আমলে মুতাওয়ারাসে'র মোতাবেক হওয়া। অর্থাৎ কোনো একটি হাদীসের প্রতিপাদ্য বিষয় যদি এমন কিছু হয় যার অনুরূপ আমল সাহাবা তাবেয়ীন কারো মধ্যে পাওয়া না যায়, তাহলে সে হাদীসটিও গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। আরেকভাবে বলা যায়, সাহাবায়ে কেরামের সম্মিলিত আমল এবং তৎপরবর্তী তাবেয়ীনের আমল যদি কোনো হাদীসের বিপরীত হয় তাহলে সে হাদীস গ্রহণযোগ্য হিসেবে প্রমাণিত হবে না।

এ ক্ষেত্রে হানাফী উসূলবিদ ওলামায়ে কেরাম বলেন, হাদীস সহীহ হওয়ার জন্য আবূ হানীফা (র.) এ শর্তটি আরোপ করেছেন। কেউ এভাবে বলেছেন, যদি বাহ্যিক বৈপরীত্যপূর্ণ দু'টি হাদীস বর্ণিত হয় আর সাহাবা-তাবেয়ীনের আমল তন্মধ্যে একটির অনুরূপ হয় তাহলে সে হাদীসটিই গ্রহণযোগ্য হবে। বিশিষ্ট মুজতাহিদ উসূলবিদ ইমাম আবূ বকর আহমাদ ইবনে আলী আলজাসসাস (র.) বলেন–

مَتٰى رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ خَبَرَانِ مُتَضَادَّانِ وَظَهَرَ عَمَلُ السَّلَفِ بِأَحَدِهِمَا، كَانَ الَّذِيْ ظَهَرَ عَمَلُ السَّلَفِ بِهٖ أَوْلٰى بِالْإِثْبَاتِ . (أَحْكَامُ الْقُرْاٰنِ ١/١٧)

"যখন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে দু'টি বৈপরীত্যপূর্ণ হাদীস বর্ণিত হবে এবং দু'টির একটির উপর সলফ তথা পূর্বসূরীদের আমল পাওয়া যাবে, তখন যে হাদীসটির উপর সলফের আমল পাওয়া যাবে, সেটি প্রমাণিত ও সাব্যস্ত হওয়ার বেশি উপযুক্ত হবে।" –(আহকামুল কুরআন ১/১৭ বরাতে, মা-তামাস্‌সু ১৮)

আল্লামা ইবনুল হুমাম (র.) বলেন– وَمِمَّا يُصَحِّحُ الْحَدِيْثُ أَيْضًا عَمَلُ الْعُلَمَاءِ عَلٰى وَفْقِهِ.(فَتْحُ الْقَدِيْرِ قبيل باب ايقاع الطلاق)

"আরো যেসব বিষয়ের ভিত্তিতে হাদীসকে সহীহ সাব্যস্ত করা হয়, তার মধ্যে রয়েছে সেই হাদীসের মোতাবেক ওলামায়ে কেরামের আমল।"

–(ফাতহুল কাদীর বরাতে, মা-তামাস্‌সু ইলাইহিল হাজাহ পৃ. ১৮)

শাহ ওয়ালী উল্লাহ (র.)-এর বক্তব্য

শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) বলেন–

إِنَّ اتِّفَاقَ السَّلَفِ وَتَوَارُثَهُمْ أَصْلٌ عَظِيْمٌ فِي الْفِقْهِ، (إِزَالَةُ الْخَفَاءِ عَنْ خِلَافَةِ الْخُلَفَاءِ ٢/٨٥)

"সলফের সম্মিলিত অভিমত তথা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এবং তাদের পারস্পরিক আমল ফিকহের একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি।"–(ইযালাতুল খাফা ২/৮৫ বরাতে, প্রাগুক্ত পৃ. ১৭)

এ উদ্ধৃতিগুলোর অভিন্ন বক্তব্য এটাই যে, হাদীস গ্রহণ ও বর্জনের ক্ষেত্রে 'আমলে মুতাওয়ারাসে'র বিষয়টি ধর্তব্য। কারণ হানাফী উসূলবিদগণের মতে আবূ হানীফা (র.) এ 'আমলে মুতাওয়ারাসে'র ভিত্তিতে কোনো হাদীস সহীহ কি সহীহ নয়? এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিতেন।

ইমাম আবূ দাউদ (র.)-এর বক্তব্য

হাদীস সহীহ হওয়ার জন্য এ শর্তটি শুধুমাত্র আবূ হানীফা (র.)-ই আরোপ করেননি, বরং ফুকাহা-মুহাদ্দিসীনের একটি বড় জামাত এ শর্তটি আরোপ করেছেন। ইমাম আবূ দাউদ (র.) বলেন–

إِذَا تَنَازَعَ الْخَبَرَانِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يُنْظَرُ بِمَا أَخَذَ بِهٖ أَصْحَابُهٗ. (سُنَنُ أَبِيْ دَاوُدَ ١/٢٥٦)

"যখন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বাহ্যিকভাবে বিরোধপূর্ণ দু'টি হাদীস বর্ণিত হয় তখন সাহাবায়ে কেরাম যে দিককে গ্রহণ করেছেন (আমলের মাধ্যমে) সে দিকেরই ধর্তব্য করা হবে।" –(সুনানে আবূ দাউদ ১/২৫৬)

ইমাম মালেক (র.)-এর বক্তব্য

'আমলে মুতাওয়ারাস' তথা সাহাবায়ে কেরামের আমলের ভিত্তিতে কোনো একটি হাদীসকে গ্রহণ ও বর্জনের বিষয়টিকে ইমাম মালেক (র.) আরো স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আশশায়বানী (র.) ইমাম মালেক (র.) থেকে বর্ণনা করেন, মালেক (র.) বলেছেন–

إِذَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيْثَانِ مُخْتَلِفَانِ وَبَلَغَنَا اَنَّ اَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ عَمِلَا بِاَحَدِ الْحَدِيْثَيْنِ وَتَرَكَا الْآخَرَ كَانَ ذٰلِكَ دَلِيْلًا عَلٰى اَنَّ الْحَقَّ فِيْ مَا عَمِلَا بِهٖ. (اَلْاِسْتِذْكَارُ لِابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ)

"যখন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে দু'টি বিরোধপূর্ণ হাদীস বর্ণিত হয়, আর আমরা জানতে পারি যে, আবূ বকর (রা.) ও ওমর (রা.) সে দু'টির কোনো একটির উপর আমল করেছেন এবং অপরটির উপর আমল করেননি, তাহলে তাঁদের এ আমল এ কথার উপর দলিল হয়ে যায় যে, তাঁরা (উক্ত হাদীসদ্বয়ের মধ্য থেকে যে হাদীসটির উপর আমল করেছেন (আমলের জন্যে) সেটিই সহীহ ও সঠিক।"

–(আলইসতিযকার ইবনে আব্দিল বার বরাতে, মা তামাসসু পৃ. ১৭)

একই বিষয়ে খতীব বাগদাদী (র.) ইমাম মালেক (র.)-এর আরেকটি বক্তব্যও বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন–

لَوْ كَانَ هٰذَا الْحَدِيْثُ هُوَ الْمَعْمُوْلُ بِهٖ لَعَمِلَتْ بِهِ الْأَئِمَّةُ اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ بَعْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ اَنْ يُصَلِّ الْاِمَامُ قَاعِدًا وَمَنْ خَلْفَه قُعُوْدًا. (تَارِيْخُ بَغْدَادَ ٢٤٧/٦)

"এ হাদীসটি যদি আমলের যোগ্যই হতো, তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর ইমাম আবূ বকর, ওমর ও ওসমান (রা.)-ই এর উপর আমল করতেন, ইমাম বসে নামাজ পড়তেন আর মুসল্লিরা তার পেছনে বসে বসে নামাজ পড়তো।" –(তারীখে বাগদাদ ৬/২৪৭ বরাত, মা-তামাসসু পৃ. ১৭)

ইমাম মালেক (র.) তাঁর এ বক্তব্যে বিষয়টিকে একেবারে খোলাসা করে দিয়েছেন। একটি হাদীস সনদের বিবেচনায় সবধরনের ত্রুটিমুক্ত হওয়ার পরও খোলাফায়ে রাশেদীনের আমল তার বিপরীত হওয়ার কারণে সে হাদীসটি আমলের যোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি। তাহলে বোঝা যায় সলফের আমল এতটাই শক্তিশালী যে, একটি হাদীসকে সহীহ বা দুর্বল বলার ক্ষেত্রে তার অনুরূপ বা বিপরীত সলফের আমলকে বিবেচনায় না আনার কোনো সুযোগ নেই।

একটি অযাচিত সংশয়

এখানে উদ্ভূত একটি সংশয় দূর হয়ে যাওয়া দরকার। সংশয়টি হচ্ছে, রাসূলের মুখের কথা বড় নাকি সাহাবায়ে কেরামের আমল বড়?! সাহাবী আর রাসূলের মাঝে বিরোধ হলে সে ক্ষেত্রে রাসূল অনুসরণীয় নাকি সাহাবী অনুসরণীয়? বলাবাহুল্য, রাসূলই অনুসরণীয়। তাহলে রাসূলের হাদীস এবং সাহাবায় কেরামের আমল দু'রকম হয়ে যাওয়ার পর আমরা রাসূলের হাদীস গ্রহণ না করে সাহবীর আমলকে কেন গুরুত্ব দিচ্ছি? রাসূলের হাদীসকে কেন প্রত্যাখ্যান করছি? ইমাম মালেক (র.) এ ধারাটি কেন গ্রহণ করেছেন?

এ সংশয়ের জবাব হচ্ছে, এখানে ইমাম মালেক (র.) রাসূলের হাদীসের বিপরীতে খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলকে প্রাধান্য দেননি; বরং তিনি বলতে চেয়েছেন, খোলাফায়ে রাশেদীনের সামনে এ হাদীস থাকা সত্ত্বেও যেহেতু তাঁরা এর উপর আমল করেননি, বোঝা গেছে এ হাদীসটি আমলের যোগ্য নয়। কেন যোগ্য নয় তার বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে।

এ সিদ্ধান্তে পৌঁছার কারণ হচ্ছে, হাদীসের অনুসরণের আগ্রহ আমাদের চেয়ে খোলাফায়ে রাশেদীনের মাঝে তা অনেক বেশি প্রবল। আর যখন এ কথা প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, হাদীসটি তাঁদের সামনে ছিল এর পরও তাঁরা এর উপর আমল করেননি, তখন আমাদেরকে এ কথাই মেনে নিতে হবে যে, নিশ্চয় হাদীসটির উপর আমল না করার মতো কোনো কারণ এখানে ঘটেছে। আর সে কারণেই খোলাফায়ে রাশেদীন এর উপর আমল করেননি। তখন এর অনিবার্য ফল এ দাঁড়াবে যে, হাদীসটি আমলের যোগ্য নয়। আর সে কারণে ইমাম আবূ হানীফা ও মালেক (র.) প্রমুখ হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা বিবেচনার ক্ষেত্রে 'আমলে মুতাওয়ারাস'কে একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হিসেবে দাঁড় করিয়েছেন।

দারিমী (র.)-এর বক্তব্য

এ প্রসঙ্গে ইমাম বায়হাকী (র.) ইমাম উসমান দারিমী (র.)-এর নিম্নোক্ত বক্তব্যটি বর্ণনা করেছেন, দারিমী (র.) বলেন–

لَمَّا اُخْتَلَفَتْ اَحَادِيْثُ الْبَابِ وَلَمْ يَتَبَيَّنْ الرَّاجِحُ مِنْهَا نَظَرْنَا اِلٰى مَا عَمِلَ بِهِ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُوْنَ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ ، فَرَجَّحْنَا بِهِ اَحَدَ الْجَانِبَيْنِ. (فَتْحُ الْبَارِىْ، بَابُ مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ مِنْ لَحْمِ الشَّاةِ ١/٣١١)

"কোন মাসআলার ক্ষেত্রে যদি হাদীস দু'রকম হয়ে যায় এবং কোনটি প্রাধান্য পাবে? তা স্পষ্ট না হয়, তখন আমরা দেখি যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর খোলাফায়ে রাশেদীন কী আমল করেছেন, অতঃপর তাঁদের আমলের ভিত্তিতে দু'টির যে কোনো একটিকে প্রাধান্য দেই।" –(ফাতহুল বারী : ইবনে হাজার (র.) ১/৩১১)

ইবনে রজব হাম্বলী (র.)-এর বক্তব্য

হাফেয ইবনে রজব হাম্বলী (রহ.) এ শর্তটির সুন্দর উপস্থাপন করেছেন, তিনি বলেন–

فَأَمَّا الْأَئِمَّةُ وَفُقَهَاءُ أَهْلِ الْحَدِيْثِ فَإِنَّهُمْ يَتَّبِعُوْنَ الْحَدِيْثَ الصَّحِيْحَ حَيْثُ كَانَ إِذَا كَانَ مَعْمُوْلًا بِهِ عِنْدَ الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ أَوْ عِنْدَ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ، فَمَا اتَّفَقَ عَلَى تَرْكِهِ فَلَا يَجُوْزُ الْعَمَلُ بِهِ، لِأَنَّهُمْ مَا تَرَكُوْهُ إِلَّا عَلَى عِلْمٍ أَنَّهُ لَا يُعْمَلُ بِهِ. (فَضْلُ عِلْمِ السَّلَفِ عَلَى الْخَلَفِ)

“আইম্মায়ে কেরাম এবং হাদীসবিদদের মধ্যে যাঁরা ফকীহ তাঁরা সর্বক্ষেত্রেই সহীহ হাদীসের অনুসরণ করেন যদি সাহাবায়ে কেরাম এবং তাঁদের পরবর্তীরা। অথবা তাঁদের একটি অংশ সে হাদীসের উপর আমল করে থাকে। আর যে হাদীসকে তাঁরা সম্মিলিতভাবে বর্জন করেছেন, সে হাদীসের উপর আমল করা জায়েজ নেই। কেননা তাঁরা সে হাদীসটির উপর আমল এ কারণেই ছেড়েছেন যে, তাঁরা জানতে পেরেছেন ঐ হাদীসটি আমলের যোগ্য নয়।”

–(ফযলু ইলমিস সালাফ আলাল খালাফ বরাতে, ইমামে আ'যম পৃ. ৬৯২)

তাহলে একথা বলতে কোনো আপত্তি নেই যে, আমলে মুতাওয়ারাসের ভিত্তিতে কোনো একটি হাদীস সহীহ হওয়া বা দুর্বল হওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে। আর সেই কারণে ইমাম আবূ হানীফা (র.) কোনো হাদীস সহীহ হওয়ার জন্য সে হাদীসের প্রতিপাদ্য বিষয় 'আমলে মুতাওয়ারাসে'র মোতাবেক হওয়াকে শর্ত হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

মুহাদ্দিস ও মুজতাহিদের দায়িত্বের ব্যবধান

একজন মুহাদ্দিসের দায়িত্ব আর একজন ফকীহের দায়িত্ব আলাদাভাবে বিবেচনা করলে একজন ফকীহের পক্ষ থেকে আরোপিত এ অতিরিক্ত শর্তাবলিকে মোটেই অপ্রয়োজনীয় কঠোরতা বলে মনে হবে না। সনদের সার্বিক বিবেচনায় একটি হাদীসকে সহীহ বা দুর্বল বলার পর একজন মুহাদ্দিসের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়। কিন্তু একজন ফকীহ যখন মাসআলা দিতে গিয়ে একই বিষয়ে দু'রকমের দু'টি হাদীসের মুখোমুখি হন, আর দু'টি হাদীসই বর্ণনাসূত্রের বিবেচনায় সহীহের মানদে- যথাযথভাবে উত্তীর্ণ হয়, তখন তিনি এ দু'টি হাদীসকে শুধুমাত্র সহীহ বলে সামনে চলে যেতে পারেন না, যা একজন মুহাদ্দিস পারেন। এক্ষেত্রে একজন ফকীহকে এ সিদ্ধান্ত দিতে হয় যে, এ দু'টির কোনটি গ্রহণযোগ্য আর কোনটি গ্রহণযোগ্য নয়।

তখন তিনি আশ্রয় নেন 'আমলে মুতাওয়ারাসে'র। ধারাপরম্পরায় যে হাদীসটি সাহাবা তাবেয়ীনের আমলে স্থান পেয়েছে, বুঝতে হবে সেটিই মূলত সহীহ।

আর ধারাপরম্পরায় সাহাবা-তাবেয়ীনের আমলে যে হাদীসটি স্থান পায়নি বুঝতে হবে সেটি সহীহ নয়। এভাবেই একজন ফকীহ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাঁর দায়িত্ব থেকে মুক্তি লাভ করেন।

হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে, তা বর্ণনার ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর এ কঠোরতা তাঁর হাদীস সংগ্রহের লাগামকে কিছুটা টেনে ধরেছিল, নচেৎ সে পরিধি আরো বিস্তৃত হতে পারত; কিন্তু তিনি তা চাননি।

বর্ণনাকারী যাচাইয়ে আবূ হানীফা (র.)

আবূ হানীফা (র.) 'জারহ ও তা'দীল'-এর একজন ইমাম ছিলেন। হাদীস বর্ণনাকারীদের স্মরণশক্তি ও আমানতদারির দিক থেকে তাদের মানগত অবস্থান নির্ণয়ে আবূ হানীফা (র.)-এর মন্তব্য গ্রহণযোগ্য ছিল।

ইমাম যাহাবী (র.)-এর বক্তব্য

ইমাম যাহাবী (র.) ذِكْرُ مَنْ يُعْتَمَدُ قَوْلُهُ فِي الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيْلِ 'জারহ ও তা'দীলের' ক্ষেত্রে যাঁদের মন্তব্যের উপর নির্ভর করা যায়, তাঁদের আলোচনা' নামক কিতাবে হাদীস বর্ণনাকারীদের স্বভাব-চরিত্রের পর্যালোচনাকারী সমীক্ষক তথা জা'রহ ও তা'দীলের ইমামগণের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরেছেন। অর্থাৎ জারহ-তা'দীল কবে থেকে শুরু হয়েছে? কে কে সর্বপ্রথম জারহ-তা'দীল করেছেন? কাকে করেছেন এবং কত পরিমাণ লোকের ব্যাপারে জারহ-তা'দীল করেছেন? সে ক্ষেত্রে তিনি আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, সাহাবায়ে কেরামের যুগ পেরিয়ে যাওয়ার পর তাবেয়ীনের জমানায় সর্বপ্রথম জারহ-তা'দীল করেন ইমাম শা'বী (র.) ও ইমাম ইবনে সীরীন (র.)-সহ আরো অনেকে। তাঁরা কিছু লোকের তা'দীল করেছেন, আবার কিছু লোকের জারহ করেছেন। তবে সমালোচিত ব্যক্তিদের সংখ্যা ছিল সেকালে খুব কম। কারণ দুর্বল বর্ণনাকারী তখন কম ছিল। যাহাবী (র.) বলেন, 'এরপর যখন তাবেয়ীনের জমানা শেষ হলো, জমানাটা হচ্ছে একশত পঞ্চাশ (১৫০) হিজরির মধ্যে তখন দক্ষ পর্যবেক্ষকদের একটি দল জারহ-তা'দীল করলেন। যাঁদের মধ্যে রয়েছেন ইমাম আবূ হানীফা, আ'মাশ, শো'বা ও মালেক (র.)। ইমাম যাহবী (র.)-এর বক্তব্যটি নিম্নরূপ-

فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ انْقِرَاضِ عَامَّةِ التَّابِعِيْنَ فِيْ حُدُوْدِ الْخَمْسِيْنَ وَمِأَةٍ تَكَلَّمَ طَائِفَةٌ مِنَ الْجَهَابِذَةِ فِي التَّوْثِيْقِ وَالتَّضْعِيْفِ.

٣- فَقَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ : مَا رَأَيْتُ اَكْذَبَ مِنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ .

٤- وَضَعَّفَ الْأَعْمَشُ جَمَاعَةً، وَوَثَّقَ آخَرِيْنَ .

٥- اِنْتَقَدَ الرِّجَالَ شُعْبَةُ.

٦- وَمَالِكٌ (ذِكْرُ مَنْ يُعْتَمَدُ قَوْلُه فِي الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيْلِ الْمَطْبُوْعِ مع قاعدة فى الجرح والتعديل؛ طبع المكتبة العلميه فى لاهور سنة ١٤٠٢ هـ ص : ١٥٩-١٦٢)

উল্লিখিত মুহাদ্দিসগণ তাঁদের জমানায় জারহ-তা'দীলের ইমাম ছিলেন। তবে তাঁদের জমানার বর্ণনাকারীদের মধ্যে দুর্বলতা তুলনামূলক কম থাকায় জারহ-তা'দীলের কিতাবাদিতে তাঁদের বক্তব্য কম এসেছে। এঁদের মধ্যে ইমাম আবূ হানীফা (র.) ছিলেন শীর্ষ পর্যায়ে।

ইমাম সাখাভী (র.)-এর বক্তব্য

হাফেয আবুল খায়ের মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুর রহমান সাখাভী (র.) অনুরূপ কথাই বলেছেন। তিনি বলেন–

فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ اٰخِرِ عَصْرِ التَّابِعِيْنَ وَهُوَ حُدُوْدُ الْخَمْسِيْنَ وَمِاْءَةٍ تَكَلَّمَ فِي التَّوْثِيْقِ وَالتَّضْعِيْفِ طَائِفَةٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ، فَقَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ : مَا رَأَيْتُ أَكْذَبَ مِنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، وَضَعَّفَ الْأَعْمَشُ جَمَاعَةً وَوَثَّقَ اٰخَرِيْنَ، وَنَظَرَ فِي الرِّجَالِ شُعْبَةُ، وَكَانَ مُتَثَبِّتًا لَا يَكَادُ يَرْوِيْ اِلَّا عَنْ ثِقَةٍ، وَكَذٰلِكَ مَالِكٌ. (فَتْحُ الْمُغِيْثِ بِشَرْحِ أَلْفِيَةِ الْحَدِيْثِ بِعُنْوَانِ : اَلْمُتَكَلِّمُوْنَ فِي الرِّجَالِ ص : ٣٥٢/٤-٣٥٣)

"একশত পঞ্চাশ হিজরির দিকে এসে তাবেয়ীনের শেষ জমানায় আইম্মায়ে কেরামের একটি জামাত জারহ-তা'দীল করেছেন। আবূ হানীফা (র.) বলেছেন, আমি জাবের জু'ফীর চেয়ে মিথ্যাবাদী কাউকে দেখিনি। আ'মাশ কিছু লোককে জারহ করেছেন, আর কিছু লোককে তা'দীল করেছেন। শো'বা বর্ণনাকারীদের প্রতি মনোযোগ করেছেন। তিনি এ বিষয়ে খুব কঠোর ছিলেন। নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি ব্যতীত কারো থেকে বর্ণনা করতেই চাইতেন না। এমনিভাবে মালেক (র.)-ও।–(ফাতহুল মুগীস আলমুতাকাল্লিমূনা ফির রিজাল ৪/৩৫২-৩৫৩)

ইমাম সালেহীর বক্তব্য

ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ সালেহী (র.) আবূ হানীফা (র.) জারহ-তা'দীলের একজন স্বীকৃত ইমাম হওয়া প্রসঙ্গে বলেন–

وَكَانَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالٰى بَصِيْرًا بِعِلَلِ الْأَحَادِيْثِ وَبِالتَّعْدِيْلِ وَالتَّجْرِيْحِ، مَقْبُوْلَ الْقَوْلِ فِيْ ذٰلِكَ. (عُقُوْدُ الْجُمَانِ ص : ١٦٧)

"আবূ হানীফা রহিমাহুল্লাহ হাদীসের ইল্লত এবং জারহ-তা'দীল বিষয়ে দক্ষ ব্যক্তি ছিলেন এবং এ ক্ষেত্রে তাঁর মতামত গ্রহণযোগ্য ছিল।" –(উকূদুল জুমান পৃ. ১৬৭)

সালেহী (র.) তাঁর এ সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে আবূ হানীফা (র.)-এর বিশেষ তিনটি গুণের কথা তুলে ধরেছেন, ১. হাদীসের ইল্লত তথা সূক্ষ্ম সমস্যা যা সাধারণ দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না সে বিষয়ে তিনি যথেষ্ট দক্ষ ছিলেন। যে বিষয়ে হাদীসবিদগণের মধ্যে হাতেগোনা কয়েকজনেরই দক্ষতা রয়েছে। ২. বর্ণনাকারী যাচাই তথা জারহ-তা'দীলের ক্ষেত্রেও তাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল। তিনি যে শুধু হাদীস বর্ণনা করতেন তা নয়; বরং বর্ণনাকারীদের মধ্যে কে কেমন? তাও তিনি জানতেন এবং সে বিষয়ে মন্তব্য করতেন। ৩. ইলমে হাদীসের জগতে জারহ-তা'দীলের ক্ষেত্রে তাঁর মন্তব্যগুলো মুহাদ্দিস ওলামায়ে কেরামের মাঝে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। তিনি অপাত্রে মন্তব্য করেননি বলে কখনো তা প্রত্যাখ্যাত হয়নি।

আব্দুল কাদের কুরাশী (র.)-এর বক্তব্য

আল্লামা আব্দুল কাদের কুরাশী রহিমাহুল্লাহ বিষয়টিকে আরো বিশদভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন–

اِعْلَمْ اَنَّ الْاِمَامَ اَبَا حَنِيْفَةَ قَدْ قُبِلَ قَوْلُهٗ فِي الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيْلِ، وَتَلَقَّاهُ عَنْهُ عُلَمَاءُ هٰذَا الْفَنِّ وَعَمِلُوْا بِهٖ، كَتَلَقِّيْهِمْ عَنِ الْاِمَامِ اَحْمَدَ، وَالْبُخَارِيِّ، وَابْنِ مَعِيْنٍ، وَابْنِ الْمَدِيْنِيِّ، وَغَيْرِهِمْ مِنْ شُيُوْخِ الصَّنْعَةِ، وَهٰذَا يَدُلُّكَ عَلٰى عَظْمَةِ شَانِهٖ، وَسَعَةِ عِلْمِهٖ وَسِيَادَتِهٖ، (اَلْجَوَاهِرُ الْمُضِيَّةُ فِيْ طَبَقَاتِ الْحَنَفِيَّةِ ١/٣٠-٣١ طَبْعُ الْهِنْدِ)

"জেনে রাখ! জারহ-তা'দীলের ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হনীফা (র.)-এর মতামতকে গ্রহণ করা হয়েছে। হাদীসবিশারদ ওলামায়ে কেরাম তা গ্রহণ করে নিয়েছেন এবং তার উপর আমল করেছেন, যেমনিভাবে তাঁরা ইমাম আহমদ, বুখারী, ইবনে মাঈন, ইবনুল মাদীনী (র.) এবং এ বিষয়ের অন্যান্য শায়খদের থেকে গ্রহণ করেছেন। এ থেকেই তুমি তাঁর বড়ত্ব, তাঁর ইলমের বিস্তৃতি ও তাঁর শীর্ষত্ব অনুধাবন করতে পার।"

–(আলজাওয়াহেরুল মুযীয়াহ ফী তাবাকাতিল হানাফিয়াহ ১/৩০-৩১)

কয়েকজন মুহাদ্দিস ও ইমামের বক্তব্য থেকে একথাটি সুস্পষ্ট ও সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.) তাঁর জমানায় জারহ-তা'দীল তথা হাদীসের বর্ণনাকারীদের যাচাই বাছাই করার ক্ষেত্রে একজন স্বীকৃত ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর মন্তব্য সবাই গ্রহণ করত এবং তার উপর আমল করত।

এ কথাগুলোর পর এবার বাস্তব ময়দান থেকে বর্ণনাকারীদের ব্যাপারে তাঁর কতিপয় মন্তব্য তথা জারহ-তা'দীলের কিছু নমুনা তুলে ধরা যেতে পারে।

১. ইমাম তিরমিযী (র.)-এর মূল্যায়ন

ইমাম তিরমিযী (র.) 'কিতাবুল ইলাল'-এ বর্ণনা করেন–

حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ عَنْ يَحْيَى الْحِمَّانِيِّ، سَمِعْتُ اَبَا حَنِيْفَةَ يَقُوْلُ : مَا رَأَيْتُ اَكْذَبَ مِنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، وَلَا اَفْضَلَ مِنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِيْ رَبَاحٍ. (كِتَابُ الْعِلَلِ لِلتِّرْمِذِيِّ)

"আবূ ইয়াহইয়া আলহিম্মানী বলেন, আমি আবূ হানীফা (র.)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন– আমি জাবের জু'ফীর মতো মিথ্যাবাদী কাউকে দেখিনি, আর আতা ইবনে আবী রাবাহর চেয়ে উত্তম কাউকেও দেখিনি। –(কিতাবুল ই'লাল, তিরমিযী পৃ. ৮৮৮)

ইবনে হিব্বান (র.)-এর মূল্যায়ন

ইবনে হিব্বান বুসতী (র.) আবূ হানীফা (র.)-এর এ বক্তব্যটিকে আরো বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন–

اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيْدَ الْقَطَّانِ بِالرَّقَّةِ، قَالَ : حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِي الْحَوَارِيِّ، قَالَ : سَمِعْتُ اَبَا يَحْيَى الْحِمَّانِيَّ، قَالَ : سَمِعْتُ اَبَا حَنِيْفَةَ يَقُوْلُ : مَا رَأَيْتُ فِيْمَنْ لَقِيْتُ اَفْضَلَ مِنْ عَطَاءٍ، وَلَا لَقِيْتُ فِيْمَنْ لَقِيْتُ اَكْذَبَ مِنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، مَا أَتَيْتُهُ بِشَيْءٍ قَطُّ مِنْ رَأْيِيْ اِلَّا جَاءَنِيْ فِيْهِ بِحَدِيْثٍ، وَزَعَمَ أَنَّ عِنْدَهُ كَذَا وَكَذَا اَلْفَ حَدِيْثٍ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ لَمْ يَنْطِقْ بِهَا. (اَلْاِحْسَانُ بِتَرْتِيْبِ صَحِيْحِ ابْنِ حِبَّانَ ٢٧٣/٣ رقم ٢١١٠)

"আবূ ইয়াহইয়া আলহিম্মানী বলেন, আমি আবূ হানীফা (র.)-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন, আমি যাদের সাক্ষাৎ পেয়েছি তাঁদের মধ্যে আতার চেয়ে উত্তম কাউকে দেখিনি। আর আমি যাদের দেখা পেয়েছি তাদের মধ্যে জাবের জু'ফীর চেয়ে মিথ্যাবাদী কাউকে দেখিনি। আমি আমার যে কোনো অভিমত নিয়ে তার কাছে এলেই সে উক্ত বক্তব্যের সপক্ষে একটি হাদীস নিয়ে আসত। আর তার ধারণা, সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এতো এতো হাজার হাদীস জানে, যা সে প্রকাশ করে না।" –(সহীহ ইবনে হিব্বান : হাদীস নং-২১১০, ৩/২৭৩)

ইবনে হিব্বান বলেন, আবূ হানীফা জাবের জু'ফীকে জারহ করছেন এবং তাকে মিথ্যাবাদী বলেছেন।

২. ইমাম বায়হাকী (র.)-এর মূল্যায়ন

ইমাম বায়হাকী (র.) 'আলমাদখাল লিমারিফাতি দালাইলিন নুবুয়্যাহ' কিতাবে নিজস্ব সনদে বর্ণনা করেছেন–

عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ الْحِمَّانِيِّ سَمِعْتُ اَبَا سَعِيْدٍ الصَّنْعَانِيِّ : وَقَامَ اِلَى اَبِيْ حَنِيْفَةَ، فَقَالَ : يَا اَبَا حَنِيْفَةَ ! مَا تَقُوْلُ فِي الْاَخْذِ عَنِ الثَّوْرِيِّ؟ قَالَ : اُكْتُبْ عَنْهُ فَاِنَّهُ ثِقَةٌ، مَاخَلَا حَدِيْثَ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ وَحَدِيْثَ جَابِرِ الْجُعْفِيِّ. (اَلْمَدْخَلُ لِمَعْرِفَةِ دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ)

"আব্দুল হামীদ আলহিম্মানী (র.) বলেন, আমি আবূ সাঈদ সাগানী (র.)-কে বলতে শুনেছি তিনি আবূ হানীফা (র.)-এর কাছে উঠে গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করেছেন, হে আবূ হানীফা! সওরী থেকে হাদীস গ্রহণ করার ব্যাপারে আপনার মতামত কী? আবূ হানীফা (র.) বললেন, তাঁর কাছ থেকে হাদীস লিখ! কেননা সে একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি, তবে আবূ ইসহাকের সে সব হাদীস ব্যতীত, যা তিনি হারেস থেকে বর্ণনা করেন, আর জাবের জ'ফীর হাদীস ব্যতীত।"

–(আলমাদখাল পৃ. ৭২)

নকদের ক্ষেত্রে তাঁর সূক্ষ্ম দৃষ্টি

উদ্ধৃত মন্তব্যে সওরী দ্বারা ইমাম সুফয়ান সাওরী (র.) উদ্দেশ্য, যিনি হাদীস-ফিকহ উভয় ক্ষেত্রে সমানভাবে একজন বিশিষ্ট ইমাম ছিলেন। তাঁর ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে, তাঁর কাছ থেকে হাদীস নেওয়া যাবে কিনা।

আবূ হানীফা (র.)-এর এ জবাবটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। উলূমে হাদীসের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন এমন ব্যক্তিরা বুঝতে সহজ হবে যে, একজন মুহাদ্দিস নির্ভরযোগ্য হওয়ার সাথে সাথে তাঁর বিশেষ বিশেষ কিছু হাদীস গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে। আর তা হয়ে থাকে তাঁর কোনো বিশেষ ওস্তাদের কারণে বা বিশেষ শাগরেদের কারণে, সেই মুহাদ্দিসের নিজের কোনো দুর্বলতার কারণে নয়।

সুফয়ান সাওরী (র.)-এর ব্যাপারে আবূ হানীফা (র.)-এর যে মন্তব্য এর তাৎপর্য হচ্ছে, সুফয়ান সাওরী সর্বাঙ্গীনভাবে একজন নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস। কিন্তু তাঁর এক ওস্তাদ আবূ ইসহাক সাবীয়ী (র.) হারেস আওয়ার নামক একজন দুর্বল বর্ণনাকারী থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। সুফয়ান সাওরী (র.)-ও তাঁর উস্তাদ আবূ ইসহাক সাবীয়ী (র.)-এর মাধ্যমে হারেস আওয়ারের সেই হাদীসগুলো বর্ণনা করতেন।

সুফয়ান সাওরী ও তাঁর উস্তাদ আবূ ইসহাক যদিও নির্ভরযোগ্য, কিন্তু হারেস আওয়ারের হাদীস তাঁদের মাধ্যমে বর্ণিত হওয়ার কারণে সুফয়ান সাওরী (র.)-এর বর্ণনাসমগ্রের মাঝে কিছু দুর্বল হাদীসের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। আর সেগুলো হচ্ছে আবূ ইসহাক সাবীয়ীর মাধ্যমে হারেস আওয়ারের যে হাদীসগুলো সুফয়ান সাওরী (র.) বর্ণনা করেছেন।

আবূ হানীফা (র.) সুফয়ান সাওরীর ব্যাপারে উপরিউক্ত মন্তব্যের মধ্যমে সে বিষয়টিই পরিষ্কার করে দিলেন।

অনুরূপভাবে সুফয়ান সাওরী (র.) জাবের জু'ফী থেকে যে হাদীসগুলো বর্ণনা করেন, সেগুলোও নির্দ্বিধায় গ্রহণ করা যাবে না। কারণ জাবের জু'ফী একজন দুর্বল বর্ণনাকারী। আর আবূ হানীফা (র.)-এর মতে জাবের জু'ফী একজন মিথ্যাবাদী। অতএব, সুফয়ান নির্ভরযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও তাঁর বিশেষ বিশেষ উস্তাদ থেকে বর্ণনাকৃত হাদীসগুলো গ্রহণ করা যাবে না।

অন্যান্য ওলামায়ে কেরামের মূল্যায়ন

৩. যায়েদ ইবনে আইয়াশ আবূ আইয়াশ আলমাদানীর ব্যাপারে আবূ হানীফা (র.) মন্তব্য করেছেন– زَيْدُ بْنُ عَيَّاشٍ ضَعِيْفٌ "যায়েদ ইবনে আইয়াশ যয়ীফ-দুর্বল।"–(বরাতে, প্রাগুক্ত ৭২)

৪. ত্বলক ইবনে হাবীব আলআনাযী আলবসরীর ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা (র.) মন্তব্য করে বলেছেন– طَلَقُ بْنُ حَبِيْبٍ كَانَ يَرَى الْقَدْرَ
"ত্বলক ইবনে হাবীব 'কাদরী' সম্প্রদায়ের ধ্যান-ধারণা পোষণ করত।"
–(বরাতে, প্রাগুক্ত পৃ.)

৫. সুয়াইদ ইবনে সাঈদ (র.) সুফয়ান ইবনে উয়াইনা (র.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন–

اَوَّلُ مَنْ اَقْعَدَنِيْ لِلْحَدِيْثِ اَبُوْ حَنِيْفَةَ، قَدِمْتُ الْكُوْفَةَ، فَقَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ، اِنَّ هٰذَا اَعْلَمُ النَّاسِ بِحَدِيْثِ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، فَاجْتَمَعُوْا عَلَيَّ فَحَدَّثْتُهُمْ. (مَكَانَةُ الْاِمَامِ اَبِيْ حَنِيْفَةَ فِي الْحَدِيْثِ ص : ٧٢)

"হাদীস বর্ণনার আসনে সর্বপ্রথম যিনি আমাকে বসিয়েছেন তিনি হচ্ছেন আবূ হানীফা (র.)। আমি কূফা আসলাম, তখন আবূ হানীফা (র.) বললেন, এ ব্যক্তি আমর ইবনে দীনারের হাদীস সবচেয়ে বেশি জানে। তাঁর এ মন্তব্যের পর মানুষ আমার পাশে ভীড় জমিয়ে ফেলল। আর আমি তাদের হাদীস বর্ণনা করলাম।" –(প্রাগুক্ত)

এ বক্তব্যে আবূ হানীফা (র.) একজন নবীন মুহাদ্দিসকে তা'দীল করে তাঁর হাদীস প্রচারের পথকে সুগম করে দিলেন। আর যাঁর শুরু ছিল এভাবে, তিনি তাঁর জীবন সায়াহ্নে একজন খ্যাতিমান মুহাদ্দিস হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন।

৬. আবূ সুলায়মান জুযেজানী (র.) বলেন–

سَمِعْتُ حَمَّادَ بْنَ زَيْدٍ يَقُوْلُ : مَا عَرَفْنَا كُنْيَةَ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ اِلَّا بِاَبِيْ حَنِيْفَةَ، كُنَّا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَاَبُوْ حَنِيْفَةَ مَعَ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، فَقُلْنَا لَهُ : يَا اَبَا حَنِيْفَةَ! كَلِّمْهُ يُحَدِّثْنَا، فَقَالَ : يَا اَبَا مُحَمَّدٍ! حَدِّثْهُمْ، وَلَمْ يَقُلْ : يَا عَمْرُو.

“হাম্মাদ ইবনে যায়েদ (র.) বলেন, আমরা আবূ হানীফা (র.)-এর মাধ্যমে আমর ইবনে দীনারের উপনাম (কুনিয়াত) জানতে পেরেছি। আমরা মসজিদে হারামে ছিলাম, তখন আবূ হানীফা (র.) আমর ইবনে দীনারের সঙ্গে ছিলেন। তখন আমরা তাঁকে বললাম, হে আবূ হানীফা! আপনি তাঁকে বলুন, তিনি যেন আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেন। তখন আবূ হানীফা (র.) বললেন, হে আবূ মুহাম্মাদ! আপনি তাদেরকে হাদীস বর্ণনা করুন, তিনি ‘হে আমর’ বলেননি।”

–(মাকানাতুল ইমাম পৃ. ৭৩)

বর্ণনাকারীদেরকে শুধু নাম দিয়ে চিনা যায় না। জারহ-তা'দীলের যাঁরা ইমাম হন তাঁরা একজন বর্ণনাকারীর ব্যাপারে মন্তব্য করতে গেলে তার নামের সাথে সাথে তার উপনাম-উপাধি সবই জানা থাকতে হয়, যাতে একজনের ব্যাপারে কৃত মন্তব্য অন্যের উপর গিয়ে না পড়ে।

আলোচ্য উদ্ধৃতিতে আবূ হানীফা (র.)-এর এদিকটিও ফুটে উঠেছে যে, বর্ণনাকারীদের উপনাম ও উপাধি সম্পর্কে তাঁর বিশেষ অবগতি ছিল। এর চেয়ে বড় কথা হচ্ছে, এখান থেকে বোঝা যায়, আবূ হানীফা (র.) মুহাদ্দিসীনে কেরামের একেবারেই ঘরের লোক ছিলেন। হাদীসের দরস, হাদীসের উস্তাদ ও হাদীসের ছাত্রদের মাঝে তিনি অত্যন্ত পরিচিত ও গ্রহণযোগ্য একজন মানুষ ছিলেন।

আকীদা বিষয়ক ‘নকদ’

৭. আবূ হানীফা (র.) বলেন–

لَعَنَ اللهُ عَمْرَو بْنَ عُبَيْدٍ، فَإِنَّهُ فَتَحَ لِلنَّاسِ بَابًا إِلَى عِلْمِ الْكَلَامِ.

“আল্লাহ তা'আলা আমর ইবনে উবায়েদের উপর লা'নত করুন, কেননা সে মানুষের জন্য ইলমে কালামের দরজা খুলে দিয়েছে।” –(প্রাগুক্ত পৃ. ৭৩)

ইলমে কালাম ছিল মুসলমানদের জন্য একটি পরীক্ষা, যে পরীক্ষায় অনেকেই ফেল করেছে। দ্বীনের মধ্যে সংশয়-সন্দেহ সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে এ ইলমে কালামের সাহায্য নেয়া হয়েছে। আমর ইবনে উবায়েদও তাদের একজন, এ দিকটির প্রতিই আবূ হানীফা (র.) দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

৮. আবূ হানীফা (র.) বলেন–

قَاتَلَ اللهُ جَهْمَ بْنَ صَفْوَانَ وَمُقَاتِلَ بْنَ سُلَيْمَانَ . هٰذَا أَفْرَطَ فِي النَّفْيِ وَهٰذَا أَفْرَطَ فِي التَّشْبِيْهِ.

“আল্লাহ তা'আলা জাহম ইবনে সাফওয়ান ও মুকাতিল ইবনে সুলায়মানকে ধ্বংস করুন। প্রথমজন (আল্লাহ তা'আলার সিফাতকে) অস্বীকার করার মধ্যে বাড়াবাড়ি করেছে, আর দ্বিতীয়জন (খালেক তথা আল্লাহ তা'আলাকে মাখলুকের সঙ্গে) তুলনা করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করেছে।” –(মাকানাতুল ইমাম পৃ. ৭৩)

উপরিউক্ত দু'টি উদাহরণে আবূ হানীফা (র.) আকীদাগত দিক থেকে জারহ করেছেন, যা জারহ-তা'দীলের ক্ষেত্রে দীর্ঘ আলোচনার একটি বিষয়। এ সম্পর্কে পরে ভিন্নভাবে আলোচনা করার চেষ্টা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

৯. আবুয যিনাদ (র.) সম্পর্কে আবূ হানীফা (র.) বলেন–

رَأَيْتُ رَبِيْعَةَ وَأَبَا الزِّنَادِ، وَأَبُو الزِّنَادِ أَفْقَهُ الرَّجُلَيْنِ. (تَذْكِرَةُ الْحُفَّاظِ ١٣٥/١)

'আমি রাবীয়াহ ও আবুয যিনাদ উভয়কে দেখেছি, দুই ব্যক্তির মধ্যে আবুয যিনাদ হচ্ছেন বড় ফকীহ।' –(তাযকিরাতুল হুফ্ফায : যাহাবী ১৩৫ বরাতে, প্রাগুক্ত পৃ. ৭৯)

১০. ইমাম যাহাবী (র.) তাঁর 'তাযকিরাতুল হুফ্ফায' গ্রন্থে জা'ফর সাদেক (র.) সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন–

وَعَنْ أَبِيْ حَنِيْفَةَ قَالَ : مَا رَأَيْتُ أَفْقَهَ مِنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ. (تَذْكِرَةُ الْحُفَّاظِ ١٦٦/١)

"আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি জা'ফর ইবনে মুহাম্মাদের চেয়ে বড় ফকীহ কাউকে দেখিনি।" –(তাযকিরাতুল হুফ্ফায ১/১৬৬ বরাতে, প্রাগুক্ত)

১১. ইবনে হিব্বান (র.) তাঁর 'সিকাত' গ্রন্থে বর্ণনা করেন–

حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوْسٰى بْنُ مُجَاشِعٍ، حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ السِّنْدِيِّ حَدَّثَنَا الْمُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا حَنِيْفَةَ يَقُوْلُ : يَقُوْلُوْنَ : مَنْ كَانَ طَوِيْلَ اللِّحْيَةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَقْلٌ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَلْقَمَةَ بْنَ مَرْثَدٍ طَوِيْلَ اللِّحْيَةِ وَافِرَ الْعَقْلِ. (كِتَابُ الثِّقَاتِ لِابْنِ حِبَّانَ. ١٦٢/٩)

'মুআম্মাল ইবনে ইসমাঈল বলেন, আমি আবূ হানীফাকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, মানুষ বলে থাকে, যে লম্বা দাড়ি বিশিষ্ট হয় তার আকল থাকে না, অথচ আমি আলকামা ইবনে মারসাদকে দেখেছি, লম্বা দাড়ি বিশিষ্ট এবং পূর্ণ বিবেকের অধিকারী।" –(কিতাবুস সিকাত : ইবনে হিব্বান ৯/১৬২ বরাতে, প্রাগুক্ত পৃ. ৭৬)

শিয়াদের ব্যাপারে কঠিন মন্তব্য

১২. বেদআতপন্থি বর্ণনাকারীদের কাছ থেকে হাদীস গ্রহণ করার ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা (র.) আরো বেশি কঠোর ছিলেন। এ প্রসঙ্গে ইবনুল মুবারক (র.) আবূ হানীফার মতামতের বিবরণ দিয়েছেন এভাবে–

عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ الْمُبَارَكِ يَقُوْلُ : سَأَلَ أَبُوْ عِصْمَةَ أَبَا حَنِيْفَةَ : مِمَّنْ تَأْمُرُنِيْ أَنْ أَسْمَعَ الْآثَارَ؟ قَالَ : مِنْ كُلِّ عَدْلٍ فِيْ هَوَاهُ إِلَّا الشِّيْعَةَ، فَإِنَّ أَصْلَ عَقْدِهِمْ تَضْلِيْلُ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ. (اَلْكِفَايَةُ فِيْ عِلْمِ الرِّوَايَةِ. دَائِرَةُ الْمَعَارِفِ الْعُثْمَانِيَّةِ ١٢٦/١)

"আবূ ইসমা (র.) আবূ হানীফা (র.)-কে জিজ্ঞেস করেছেন, বেদআতপন্থিদের কাছ থেকে হাদীস বর্ণনার ব্যাপারে আপনি আমাকে কী হুকুম দেন? জবাবে তিনি বলেছেন, সমস্ত বেদআতী থেকে তুমি হাদীস গ্রহণ করতে পার তবে শর্ত হচ্ছে- সে আমানতদার হতে হবে। তবে শিয়াদের কাছ থেকে হাদীস গ্রহণ করো না, কেননা তাদের বিশ্বাসের মূল ভিত্তিই হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণকে পথভ্রষ্ট ঘোষণা দেওয়ার উপর।" -(আলকিফায়াহ ফী ইলমির রেওয়ায়াহ : খতীব বাগদাদী (র.) ১/১২৬)

শিয়া ও রাফেযীদের ব্যাপারে আবূ হানীফা (র.) এ কঠোরতার কারণ হচ্ছে, শিয়া ও রাফেযীদের একটি সম্মিলিত সিদ্ধান্ত হচ্ছে, নিজেদের মাযহাবকে প্রমাণিত করার জন্য প্রয়োজন মাফিক মিথ্যা বলা জায়েজ। আরেকটি বিষয় হচ্ছে আবূ হানীফা (র.) উল্লেখ করেছেন যে, শিয়া ও রাফেযীদের মাযহাবের মূল ভিত্তিই হচ্ছে সাহাবায়ে কেরামকে মন্দ বলার উপর। এ ছাড়া 'তাওরিয়া' নামক একটি পর্দার আড়ালে তারা যে কোনো ধরনের মিথ্যারই বৈধতা দিতে পারে। সে কারণে আবূ হানীফা (র.) তাদের হাদীস সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করেছেন।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর এ মতের অনুরূপ মত পোষণ করেন ইমাম মালেক (র.)। তিনি বলেছেন, রাফেযীদের কাছ থেকে হাদীস গ্রহণ করো না। এরকমভাবে প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইয়াযীদ ইবনে হারুন (র.) বলেন, যে কোনো বেদআতী যদি সে তার বেদআতের প্রচারক না হয় তাহলে তার হাদীস গ্রহণ করে নেওয়া হবে, তবে রাফেযীদের কাছ থেকে হাদীস গ্রহণ করা হবে না।

শরীক ইবনে আব্দুল্লাহ (র.)-এর অভিমত হচ্ছে, তিনি বলেন, "তোমরা যার সাক্ষাৎ পাও তার কাছ থেকেই ইলম গ্রহণ কর; কিন্তু রাফেযীদের কাছ থেকে ইলম সংগ্রহ করো না। আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (র.) আমর ইবনে সাবেতের নাম উচ্চারণ করে বলেছেন, "তোমরা এর কাছ থেকে হাদীস গ্রহণ করো না, কারণ সে সলফ তথা সাহাবায়ে কেরামকে গালি দেয়।"

-(তাদরীবুর রাবী সুয়ূতী পৃ. ২১৮ বরাতে, ইমামে আ'যম পৃ. ৬০৯-৬১০)

সারকথা

এভাবে ইমাম আবূ হানীফা (র.) হাদীসের একজন ইমাম হিসেবে এ গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন। একজন সাধারণ বর্ণনাকারী হয়তোবা নিজের যথোপযুক্ত স্মরণশক্তি ও আমানতদারিতা নিয়ে উস্তাদের কাছ থেকে ঠিকভাবে হাদীস শুনে অপরের কাছে বর্ণনা করে দেওয়ার মাধ্যমে নিজের দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেতে পারেন, কিন্তু হাদীসের একজন ইমাম এতটুকু করে নিজের দায়িত্ব থেকে মুক্ত হতে পারেন না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র হাদীস বর্ণনা করার ক্ষেত্রে কে কী করছে? সংরক্ষণ করতে পারছে কিনা? কোনো খেয়ানত হচ্ছে কিনা?- এ সবকিছুর প্রতিই একজন দায়িত্বশীলের লক্ষ্য রাখতে হয়। ইমাম আবূ হানীফা (র.) সেই দায়িত্ব যথাযথ আদায় করেছেন, যার কিছু নমুনা বিগত পৃষ্ঠাগুলোতে দেখানো হয়েছে। এ বিষয়ে আরও জানতে হলে উলূমুল হাদীসের আরো অন্যান্য কিতাবাদি দেখা যেতে পারে।

বর্ণনাকারীদের ব্যাপারে আবূ হানীফা (র.)-এর মন্তব্য মুহাদ্দিস ওলামায়ে কেরামের মাঝে যথেষ্ট গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে একথা আমরা আগেও বলেছি। এ বিষয়টি খুব সহজে বোঝা যায় এ দিকে খেয়াল করলে যে, মুহাদ্দিস ওলামায়ে কেরাম আবূ হানীফার এসব মতামতকে দলিল হিসেবে উদ্ধৃত করেছেন। এছাড়া তিনি যেসব মন্তব্য করেছেন, সাধারণত অন্যরা সেটাই গ্রহণ করেছেন বা অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন।

এ বিষয়টি আসলে ভিন্নভাবে বলার প্রয়োজন হয় না। হাদীসের বর্ণনাকারী ও বর্ণনাকারীদের চারিত্রিক সমীক্ষক ওলামায়ে কেরামের স্তর স্তর হিসেবে উল্লেখ করতে গিয়ে ইমাম যাহাবী (র.) উদাহরণস্বরূপ প্রত্যেক স্তর থেকে দু'চারজন 'নাকেদ' মুহাদ্দিসের নাম উল্লেখ করেছেন। সে দু'চারজনের মধ্যে যেখানে আবূ হানীফা (র.)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে এক্ষেত্রে তাঁর মতামত গ্রহণযোগ্য ছিল কিনা? এ ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে না। কিন্তু যখন সবকিছুই শব্দের মুখাপেক্ষী, তখন এ প্রসঙ্গে কিছু উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে–

ইমাম বায়হাকী (র.) তাঁর, 'কিতাবুল কেরাআত খলফাল ইমাম'-এ বলেন–

وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِيْ جَرْحِ الْجُعْفِيِّ اِلَّا قَوْلَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى لَكَفَاهُ بِهٖ شَرًّا، فَاِنَّهُ رَاٰهُ، وَجَرَّبَهُ، وَسَمِعَ مِنْهُ مَا يُوْجِبُ تَكْذِيْبَهُ فَاَخْبَرَ بِهٖ. (ص : ١٠٨-١٠٩)

"জু'ফীর জারহের ক্ষেত্রে যদি আবূ হানীফা রহিমাহুল্লাহের অভিমত ব্যতীত আর কিছু নাও থাকত তবু সে দুষিত হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট হতো। কেননা আবূ হানীফা (র.) তাকে দেখেছেন, উপলব্ধি করেছেন এবং তার কাছ থেকে এমন কিছু শুনেছেন যা তাকে মিথ্যাবাদী বলতে বাধ্য করে। তাই সেই খবরই তিনি জানিয়েছেন।"–(পৃ.-১০৮-১০৯, দিল্লি থেকে মুদ্রিত ১৯১৫ ইং, বরাতে, মাকানাতুল ইমাম পৃ. ৭৭-৭৮)

এরকমভাবে ইমাম আবূ মুহাম্মাদ আলী ইবনে আহমাদ ইবনে সাঈদ ইবনে হাযম যাহেরী (র.) তাঁর اَلْمُحَلّٰى فِىْ شَرْحِ الْمُجَلّٰى بِالْحُجَجِ وَالْاٰثَارِ ... الخ গ্রন্থে বলেছেন–

جَابِرُ الْجُعْفِيُّ كَذَّابٌ وَاَوَّلُ مَنْ شَهِدَ عَلَيْهِ بِالْكَذِبِ أَبُوْ حَنِيْفَةَ. (ص ٣٧٨/١)

"জাবের জু'ফী একজন মিথ্যাবাদী। আর সে মিথ্যাবাদী হওয়ার উপর সর্বপ্রথম যিনি সাক্ষ্য দিয়েছেন তিনি হচ্ছেন আবূ হানীফা (র.)।" –(১/৩৭৮ বরাতে, প্রাগুক্ত ৭৯) যাহেরী (র.) অন্যত্র বলেছেন– (٢٤٣/٥) مُجَالِدٌ ضَعِيْفٌ وَأَوَّلُ مَنْ ضَعَّفَهُ أَبُوْ حَنِيْفَةَ
"মুজালিদ যয়ীফ-দুর্বল, তাকে সর্বপ্রথম যয়ীফ বলেছেন আবূ হানীফা (র.)।"
–(৫/২৪৩ বরাতে, প্রাগুক্ত)

এরকমভাবে ঐতিহাসিক বিষয়াদির ক্ষেত্রেও আবূ হানীফা (র.)-এর মতামতের গ্রহণযোগ্যতা ছিল। আবূ আব্দুল্লাহ হাকেম নিশাপুরী (র.) তাঁর 'তারীখে নিশাপুর' গ্রন্থে নিজস্ব সূত্রে বর্ণনা করেন–

كَانَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ يَقُوْلُ : أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ الرِّجَالِ أَبُوْ بَكْرٍ، وَمِنَ النِّسَاءِ خَدِيْجَةُ، وَمِنَ الصِّبْيَانِ عَلِيٌّ. (مِنْ فَتْحِ الْمُغِيْثِ بِشَرْحِ أَلْفِيَةِ الْحَدِيْثِ لِلسَّخَاوِيْ ص ٣٨٨)

"আবূ হানীফা বলতেন, প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষদের মধ্যে সর্ব প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছেন আবূ বকর, মহিলাদের মধ্যে খাদিজা, আর বাচ্চাদের মধ্যে আলী।"
–(তারীখে নিশাপুর বরাতে, প্রাগুক্ত পৃ. ৭৯)

হাদীস গ্রহণপদ্ধতি ও আবূ হানীফা (র.)

হাদীস গ্রহণের পদ্ধতি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। হাদীস বিশারদ ওলামায়ে কেরাম এ বিষয়টি নিয়ে বিশদ আলোচনা-পর্যালোচনা করেছেন। অর্থাৎ একজন শাগরেদ তার উস্তাদের কাছ থেকে কোন পদ্ধতিতে হাদীসটি গ্রহণ করেছেন। কোন পদ্ধতিতে গ্রহণ করলে তার শক্তি ও মান বেশি হবে, আর কোন পদ্ধতিতে গ্রহণ করলে শক্তি ও মান দুর্বল হবে, এ বিষয়টি নিয়ে উসূলে হাদীসের কিতাবাদিতে বিস্তর আলোচনা হয়েছে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) মুতাকাদ্দিমীন তথা পূর্ববর্তী হাদীস বিশারদগণের মুখপাত্র হিসেবে এ বিষয়ে কথা বলেছেন। পরবর্তী ওলামায়ে কেরাম তা গ্রহণ করেছেন, বিভিন্ন ক্ষেত্রে উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

যেসব পদ্ধতিতে সাধারণত হাদীস গ্রহণ করা হয় এবং বর্ণনা করা হয় সেগুলোকে ইমাম যাইনুদ্দীন ইরাকী (র.) আট ভাগে ভাগ করেছেন। সে প্রকারগুলো হচ্ছে, যথাক্রমে : سَمَاعٌ، عَرْضٌ ، إِجَازَةٌ، مُنَاوَلَةٌ، مُكَاتَبَةٌ، إِعْلَامٌ، وَصِيَّةٌ، وِجَادَةٌ ; এগুলোর বিস্তারিত পরিচয়, ব্যাখ্যা ও হুকুম উলূমে হাদীসের কিতাবে দেখা যেতে পারে। আমাদের পরবর্তী আলোচনার সুবিধার্থে দু'চার শব্দে যতদূর সম্ভব এগুলোর একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরছি–

১. سَمَاعٌ : শায়খের মুখ থেকে সরাসরি শোনা।
২. عَرْضٌ : শাগরেদ নিজে পড়ে শায়খকে সরাসরি শোনানো।

৩. إِجَازَةٌ : পড়া বা শোনা ছাড়া শায়খ কর্তৃক অনুমতি।
৪. مُنَاوَلَةٌ : শায়খ কর্তৃক শাগরেদকে লিপিবদ্ধ হাদীস সরাসরি প্রদান।
৫. مُكَاتَبَةٌ : শায়খ কর্তৃক শাগরেদের কাছে পত্রের মাধ্যমে হাদীস লিখে পাঠানো।
৬. إِعْلَامٌ : শায়খ কর্তৃক শাগরেদকে শুধু জানিয়ে দেওয়া যে অমুক হাদীসটি আমার বর্ণিত।
৭. وَصِيَّةٌ : শায়খ কর্তৃক শাগরেদের জন্য কোনো কিতাবের ব্যাপারে এভাবে অসিয়ত করে যাওয়া যে, আমার অবর্তমানে তুমি এগুলোর অধিকারী।
৮. وِجَادَةٌ : কোনো মুহাদ্দিসের লিখিত হাদীস পাওয়া।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে عَرْضٌ ও سَمَاعٌ

হাদীস গ্রহণ ও বর্ণনার আলোচ্য আটটি পদ্ধতির মধ্য থেকে শুধুমাত্র প্রথম দু'টি পদ্ধতিতে শোনা বা শোনানোর ব্যাপার রয়েছে। এছাড়া বাকি পদ্ধতিগুলোতে শোনা বা শোনানোর কোনো বিষয় নেই। হাদীস গ্রহণের পদ্ধতিগুলোর পারস্পরিক এ ব্যবধানের সাথে সংশ্লিষ্ট আবূ হানীফা (র.)-এর একটি বক্তব্য অন্য এক প্রসঙ্গে এর আগে উল্লেখ করা হয়েছে, আবূ হানীফা (র.) বলেন–

لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَرْوِيَ الْحَدِيْثَ إِلَّا إِذَا سَمِعَهُ مِنْ فَمِ الْمُحَدِّثِ فَيَحْفَظُهُ ثُمَّ يُحَدِّثُ بِهِ. (اَلْمَدْخَلُ فِيْ أُصُوْلِ الْحَدِيْثِ ص : ١٧)

"কোনো ব্যক্তির জন্য হাদীস বর্ণনা করা কেবল তখনই জায়েজ হবে, যখন সে হাদীসটি মুহাদ্দিসের মুখ থেকে শুনবে, অতঃপর তা মুখস্থ করবে, এরপর তা বর্ণনা করবে।"–(আলমাদখাল ফী উসূলিল হাদীস : হাকেম (র.) পৃ. ১৭)

উদ্ধৃত বক্তব্যের মধ্য থেকে مِنْ فَمِ الْمُحَدِّثِ অংশটি আমাদের এখানকার আলোচ্য বিষয়। এ শব্দ থেকে বোঝা যায়, আবূ হানীফা (র.)-এর মতে হাদীস গ্রহণ করার জন্য তা উস্তাদের মুখ থেকে সরাসরি শোনা জরুরি। তবে একথা থেকে উস্তাদের সামনে শাগরেদের পড়া গ্রহণযোগ্য নয় বোঝা গেলেও তা উদ্দেশ্য নয়। কারণ আবূ হানীফা (র.)-এর অন্যান্য বক্তব্যে একথা প্রমাণিত আছে যে, উস্তাদের সামনে শগরেদের পড়ার পদ্ধতিকে তিনি গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি বলেন। সুতরাং এ বক্তব্যের উদ্দেশ্য হবে, শাগরেদ কর্তৃক উস্তাদের কাছ থেকে হাদীস সরাসরি গ্রহণ করা, চাই তা উস্তাদের মুখে শুনে হোক অথবা নিজে উস্তাদকে শুনিয়ে হোক, সরাসরি হাসিল করতে হবে।

এছাড়া হাদীস গ্রহণের আরো যেসব পদ্ধতি রয়েছে, আবূ হানীফা (র.)-এর মতে সেগুলো গ্রহণযোগ্য নয়। অন্তত তাঁর এ বক্তব্য থেকে একথাই বোঝা যায়। এর সমার্থক আরেকটি উদ্ধৃতিও এর আগে উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম ইবনে মালিক

(র.)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছে, কোনো ব্যক্তি যদি হাদীস লেখা পায় তাহলে সে তা থেকে বর্ণনা করতে পারবে কিনা? তিনি জবাবে বলেছেন, আবূ হানীফা (র.) এমনটি করার অনুমতি দিতেন না। -(আলকেফায়াহ ২৬৬)

এ উদ্ধৃতিগুলো থেকে এ কথা পরিষ্কার যে- تَحَمُّلُ حَدِيْثٍ তথা হাদীস গ্রহণের যেসব পদ্ধতি রয়েছে তার মধ্যে سَمَاعٌ ও عَرْضٌ অর্থাৎ উস্তাদের মুখে সরাসরি শোনা বা উস্তাদকে সরাসরি শোনানো- এ দু'টি পদ্ধতিই আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট গ্রহণযোগ্য। এ ছাড়া অন্যগুলো হাদীস বর্ণনার জন্য যথেষ্ট পদ্ধতি নয়।

তবে এ দু'টি পদ্ধতি অর্থাৎ سَمَاعٌ ও عَرْضٌ এ দুটির মধ্যে কোন পদ্ধতিটি উত্তম? এ নিয়ে দ্বিমত রয়েছে। অধিকাংশ হাদীস বিশারদ ওলামায়ে কেরাম বিশেষত তৃতীয় শতাব্দী ও তৎপরবর্তী ওলামায়ে কেরাম سَمَاعٌ তথা উস্তাদের মুখে শুনাকে সর্বোত্তম পদ্ধতি বলেছেন।

আবূ আসেম আন-নাবীল (র.)-এর বর্ণনা

ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে এ সম্পর্কিত যেসব উদ্ধৃতি পাওয়া যায় তা দুই ধরনের রয়েছে। এক ধরনের উদ্ধৃতির আলোকে বোঝা যায় عَرْضٌ তথা শায়খের সামনে ছাত্রের পড়াকে তিনি শুধুমাত্র বৈধতা দিয়েছেন, উত্তম হওয়ার কোনো ইঙ্গিত নেই। পক্ষান্তরে কিছু বক্তব্য এমন রয়েছে যেগুলোতে عَرْضٌ পদ্ধতিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে বলে বুঝা যায়। প্রথম প্রকারের উদ্ধৃতি- যেমন আবূ আসেম আননাবীল (র.) বর্ণনা করেন-

سَمِعْتُ اَبَا حَنِيْفَةَ يَقُوْلُ : اَلْقِرَاءَةُ جَائِزَةٌ، يَعْنِي عَرْضُ الْكُتُبِ، قَالَ : وَسَمِعْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ يَقُوْلُ : هِيَ جَائِزَةٌ يَعْنِيْ عَرْضُ الْكُتُبِ.

"আমি আবূ হানীফা (র.)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, পড়া জায়েজ, অর্থাৎ কিতাব শুনানো জায়েজ। আবূ আসেম বলেন, আমি ইবনে জুরাইজ (র.)-কেও বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, তা জায়েজ, অর্থাৎ কিতাব শুনানো জায়েজ।" -(মাকানাতুল ইমাম ২৪)

বোঝা গেল, আবূ হানীফা (র.) জুমহুরের মতের অনুরূপ মত পোষণ করেন, অর্থাৎ عَرْضٌ তথা قِرَاءَةٌ عَلَى الشَّيْخِ অর্থাৎ উস্তাদকে পড়ে শুনানোর পদ্ধতিকে তিনি জায়েজ বললেও سَمَاعٌ তথা উস্তাদের মুখে শুনাকেই তিনি পছন্দ করেন। এতো গেল এক ধরনের উদ্ধৃতি।

অপর দিকে আবূ হানীফা (র.) কিছু বক্তব্য এমন রয়েছে যা থাকে عَرْضٌ তথা قِرَاءَةٌ عَلَى الشَّيْخِ -এর দিকটিই তাঁর কাছে প্রাধান্য পায় বলে প্রমাণিত হয়।

ইমাম সুয়ূতী (র.)-এর বক্তব্য

এ সম্পর্কে ইমাম সুয়ূতী (র.) আবূ হানীফার (র.)-এর যে অভিমত উল্লেখ করেছেন তাও জুমহুরের মতের অনুরূপ। সুয়ূতী (র.) বায়হাকী (র.)-এর মাদখালের উদ্ধৃতি দিয়ে মক্কী ইবনে ইবরাহীম (র.)-এর কথা উদ্ধৃত করেছেন। মক্কী ইবনে ইবরাহীম (র.) বলেন–

وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَدْخَلِ عَنْ مَكِّيِّ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ : كَانَ اِبْنُ جُرَيْجٍ وَعُثْمَانُ بْنُ الْاَسْوَدِ، وَحَنْظَلَةُ بْنُ اَبِيْ سُفْيَانَ وَطَلْحَةُ بْنُ عَمْرٍو، وَمَالِكٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَاَبُوْ حَنِيْفَةَ وَهِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ وَابْنُ اَبِيْ ذِئْبٍ وَسَعِيْدُ بْنُ اَبِيْ عَرُوْبَةَ، وَالْمُثَنّٰى بْنُ الصَّبَاحِ يَقُوْلُوْنَ : قِرَاءَتُكَ عَلَى الْعَالِمِ خَيْرٌ مِنْ قِرَاءَةِ الْعَالِمِ عَلَيْكَ، وَاعْتَلُّوْا بِاَنَّ الشَّيْخَ لَوْ غَلَطَ لَمْ يَتَهَيَّاْ لِلطَّالِبِ الرَّدَّ عَلَيْهِ.

"ইবনে জুরাইজ, ওসমান ইবনুল আসওয়াদ, হানযালা ইবনে আবী সুফয়ান, তালহা ইবনে আবী সুফয়ান, তালহা ইবনে আমর, ইমাম মালেক, মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক, সুফয়ান সাওরী, **আবূ হানীফা**, হিশাম ইবনে উরওয়া, ইবনে আবী যি'ব, সাঈদ ইবনে আবী আরুবা ও আলমুসান্না ইবনুস সাব্বাহ রহিমাহুমুল্লাহ– এঁদের সবার বক্তব্য হচ্ছে তোমার উস্তাদ তোমাকে পড়ে শোনানোর চেয়ে তুমি তাকে পড়ে শুনানো উত্তম। তাঁরা এর কারণ ব্যাখ্যা করে বলেছেন, শায়খ যদি পড়তে ভুল করেন তাহলে ছাত্র তা শুধরে দিতে প্রস্তুত হবে না।" –(তাদরীবুর রাবী পৃ. ৩১০)

খতীব বাগদাদী (র.) তার সুপ্রসিদ্ধ 'আলকেফায়াহ ফী ইলমির রিওয়ায়াহ' গ্রন্থে বর্ণনা করেন–

মক্কী ইবনে ইবরাহীম ও হাসান ইবনে যিয়াদ (র.)-এর বর্ণনা

মক্কী ইবনে ইবরাহীম (র.) বলেন, আবূ হানীফা (র.) বলতেন, আমি যদি উস্তাদের সামনা সামনি বসে পড়ি তাহলে এটাই আমার বেশি পছন্দ, এর চেয়ে যে, উস্তাদ পড়বে আর আমি শুনব। –(আলকেফায়াহ পৃ. ২৭৬ বরাতে, প্রাগুক্ত)

আবূ হানীফা (র.)-এর অনুরূপ মনোভাব বর্ণনা করেছেন তাঁর বিশিষ্ট শাগরেদ হাসান ইবনে যিয়াদ (র.)। তিনি বলেন–

আবূ হানীফা (র.) বলতেন, তোমরা মুহাদ্দিসের সামনা সামনি বসে নিজেরা হাদীস পড়া মুহাদ্দিসের কাছ থেকে হাদীস শুনার চেয়ে উত্তম ও শক্তিশালী। কেননা উস্তাদ যখন তোমাদের সামনে হাদীস পড়েন, তিনি তখন শুধুমাত্র কিতাব থেকেই পড়বেন, আর যখন তোমরা হাদীস পড়বে, তখন উস্তাদ বলবেন, তোমরা আমার পক্ষ থেকে ঐ হাদীস বর্ণনা কর যা তোমরা পড়েছ। এ কারণে এ পদ্ধতি বেশি শক্তিশালী হবে। –(ইখতেসারু উলূমিল হাদীস পৃ. ১১০ বরাতে, প্রাগুক্ত)

এ কয়েকটি উদ্ধৃতি থেকে একথা একেবারেই পরিষ্কার যে, আবূ হানীফা (র.) عَرْضٌ তথা قِرَاءَةٌ عَلَى الشَّيْخِ পদ্ধতিকেই প্রাধান্য দিতেন। অবশ্য আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত দু'টি মতের মধ্য থেকে দ্বিতীয় মতের পক্ষে তাঁর বক্তব্য বেশি স্পষ্ট। উসূলে হাদীসের কিতাবাদিতে আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত হিসেবে এ দ্বিতীয় মতটিই বেশি প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। সুতরাং ধরে নেওয়া যায় আবূ হানীফা (র.) শেষ পর্যন্ত এ মাযহাবের উপরই ছিলেন। যদিও হাদীস বিশারদ ওলামায়ে কেরামের মতানুসারে এটি জুমহুরের মতের বিপরীত।

ইবনে কাসীর (র.)-এর বর্ণনা

অবশ্য এ মতটি আবূ হানীফা (র.)-এর একার নয়। ইমাম মালেক (র.) ও ইমাম ইবনে আবী যি'ব (র.)-সহ আরো অনেক মুহাদ্দিসও আবূ হানীফা (র.)-এর মতের অনুরূপ মত পোষণ করে থাকেন। আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) এ বর্ণনা পদ্ধতি সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন–

عَنْ مَالِكٍ وَأَبِيْ حَنِيْفَةَ وَابْنِ أَبِيْ ذِئْبٍ أَنَّهَا أَقْوٰى.

"মালেক, আবূ হানীফা ও ইবনে আবী যি'ব থেকে বর্ণিত আছে, তাঁরা বলেছেন, এটি বেশি শক্তিশালী।" –(ইখতেসারু উলূমিল হাদীস বরাতে, প্রাগুক্ত)

ইমাম নববী (র.)-এর বক্তব্য

ইমাম আবূ যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবনে শরফ নববী (র.) বর্ণনা পদ্ধতির এ মাযহাব সম্পর্কে আলাচনা করে বলেন–

وَهُوَ الثَّابِتُ عَنْ أَبِيْ حَنِيْفَةَ وَابْنِ أَبِيْ ذِئْبٍ وَهُوَ فِيْ رِوَايَةٍ عَنْ مَالِكٍ. (اَلتَّقْرِيْبُ وَالتَّيْسِيْرُ ص : ٢٤٤)

"আবূ হানীফা ও ইবনে আবী যি'ব থেকে এটা প্রমাণিত, আর এক বর্ণনা মাতে এটাই মালেকের মাযহাব।" –(আততাকরীব ওয়াত তাইসীর পৃ. ২৪৪ বরাতে, প্রাগুক্ত)

ইমাম ইবনে সালাহ (র.)-এর বক্তব্য

ইমাম ইবনে সালাহ (র.) তার 'মুকাদ্দামা ইবনে সালাহ' গ্রন্থে স্পষ্ট করে লিখেছেন–

فَنُقِلَ عَنْ أَبِيْ حَنِيْفَةَ وَابْنِ أَبِيْ ذِئْبٍ وَغَيْرِهِمَا تَرْجِيْحُ الْقِرَاءَةِ عَلَى الشَّيْخِ عَلَى السَّمَاعِ مِنْ لَفْظِهِ. (مُقَدِّمَةُ ابْنِ الصَّلَاحِ ص : ٥٢)

"আবূ হানীফা, ইবনে আবী যি'ব ও আরো অন্যান্যদের থেকে শায়খের শব্দে শোনার উপর শায়খকে পড়ে শোনানোর পদ্ধতিকে প্রাধান্য দেওয়া বর্ণিত আছে।" –(মুকাদ্দামা ইবনে সালাহ পৃ. ৫২ বরাতে, প্রাগুক্ত ৬২৯)

ইরাকী (র.)-এর বক্তব্য

হাফেয যাইনুদ্দীন ইরাকী (র.) ইমাম আবূ হানীফা ও ইবনে আবী যি'বের উল্লেখ করে লিখেন–

قَدْ رَجَّحَا الْعَرْضَ وَعَكْسُهُ أَصَحُّ، وَجُلُّ أَهْلِ الْمَشْرِقِ نَحْوَهُ جَنَحَ (الفية العراق ص: ٦٢)

"আবূ হানীফা ও ইবনে আবী যি'ব عرض তথা قِرَاءَةٌ عَلَى الشَّيْخِ পদ্ধতিকে প্রাধান্য দিয়েছেন, কিন্তু এর বিপরীত মাযহাব বেশি সহীহ, প্রাচ্যের অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম সেদিকেই ঝুঁকেছেন।"

–(আলফিয়াতুল ইরাকী পৃ. ৬২ বরাতে, প্রাগুক্ত)

এ হলো تَحَمُّلُ حَدِيْثٍ তথা হাদীস গ্রহণের সর্বজন গ্রাহ্য দু'টি পদ্ধতি سماع ও عرض এ দুটির মধ্যে কোনটি উত্তম? এ সম্পর্কিত আলোচনা এবং ইমাম আবূ হানীফা (র.) কোনটির প্রাধান্য দিয়েছেন? সে সম্পর্কিত উদ্ধৃতিসমূহ।

বিভিন্ন উদ্ধৃতির আলোকে এটাই প্রমাণিত হয়েছে যে, আবূ হানীফা (র.) سَمَاعٌ مِنْ لَفْظِ الشَّيْخِ এর তুলনায় قِرَاءَةٌ عَلَى الشَّيْخِ পদ্ধতিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

عرض পদ্ধতিতে বর্ণনার শব্দ : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত

এ পর্যায়ের দ্বিতীয় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে عرض তথা قِرَاءَةٌ عَلَى الشَّيْخِ পদ্ধতিতে গৃহীত হাদীস বর্ণনার শব্দ কী হবে? হাদীস বিশারদ ব্যক্তিবর্গের কাছে এটি একটি মৌলিক আলোচনার বিষয়। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর পক্ষ থেকে এ বিষয়েও স্পষ্ট সিদ্ধান্ত দেওয়া রয়েছে।

সাধারণ হিসেব হলো, কেউ যদি তার উস্তাদের মুখে শুনে হাদীস গ্রহণ করে, তাহলে বর্ণনা করার সময় সে حَدَّثَنِيْ বা سَمِعْتُ বলে বর্ণনা করবে। আর যদি عرض তথা নিজে উস্তাদকে পড়ে শুনায় তাহলে বর্ণনা করার সময় সে قَرَأْتُ عَلَيْهِ "আমি তাকে পড়ে শুনিয়েছি" অথবা قُرِئَ عَلَيْهِ وَاَنَا اَسْمَعُ "তাঁর সামনে পড়া হয়েছে তখন আমি শুনছিলাম" –এ ধরনের শব্দ ব্যবহার করবে। এটাই হচ্ছে সাধারণ নিয়ম।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে দ্বিতীয় পদ্ধতি অর্থাৎ عرض তথা قِرَاءَةٌ عَلَى الشَّيْخِ পদ্ধতিতে হাদীস গ্রহণ করে বর্ণনা করার সময় তা حَدَّثَنَا বা اخبرنا বলে বর্ণনা করতে পারবে কিনা? এ প্রশ্নটি উদ্রেকের কারণ হচ্ছে, حَدَّثَنَا বা اَخْبَرَنَا শব্দের স্বাভাবিক অর্থ হচ্ছে "তিনি আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন"। অথচ عرض-এর পদ্ধতিতে মুহাদ্দিস হাদীস বর্ণনা করেননি; বরং ছাত্র হাদীসটি পড়ে মুহাদ্দিসকে শুনিয়েছে। তাহলে এক্ষেত্রে حَدَّثَنَا বা اَخْبَرَنَا বলা ঠিক হবে কিনা?

এ ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র.) এমনটি করার ব্যাপারে স্পষ্ট অনুমতি দিয়েছেন। ইমাম ত্বাহাবী (র.) আবূ কুতান আমর ইবনে হাইসাম ইবনে কুতান (র.) (মৃ. ২০০ হি.)-এর বক্তব্য বর্ণনা করেছেন–

قَالَ اَبُوْ قُطَن : قَالَ لِيْ اَبُوْ حَنِيْفَةَ، اِقْرَأْ عَلَيَّ وَقُلْ : حَدَّثَنِيْ

"আবূ কুতান (র.) বলেন, আবূ হানীফা (র.) আমাকে বলেছেন, তুমি আমাকে পড়ে শুনাও, এরপর حَدَّثَنِيْ বলে বর্ণনা কর।" –(মাকানাতুল ইমাম পৃ. ৭৪)

খতীব বাগদাদী (র.) ও আবূ হানীফা (র.)-এর অনুরূপ বক্তব্য বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেন–

আবূ ইউসুফ (র.) বলেছেন, আমি আবূ হানীফা (র.)-কে জিজ্ঞেস করেছি, কোনো ব্যক্তি যদি তার উস্তাদকে শুনিয়ে হাদীস হাসিল করে তাহলে সে কি حَدَّثَنَا বলতে পারবে? তিনি বলেছেন, হ্যাঁ, তার জন্য এ সুযোগ আছে যে, সে حَدَّثَنِيْ فُلَان বা سَمِعْتُ فُلَان বলবে। আর তার এটা বলা এমনই যেমন কারো সামনে স্বীকারোক্তিপত্র পড়া হলো, এরপর সে বলে দেবে, "সে আমার সামনে কাগজে উল্লিখিত সবকিছুকে স্বীকার করেছে।" –(আলকেফায়া খতীব বাগদাদী পৃ. ৩০৭)

অন্যান্য ওলামায়ে কেরামের অভিমত

এ দু'টি উদ্ধৃতি থেকে এ বিষয়ে আবূ হানীফা (র.)-এর মাযহাব স্পষ্টরূপে প্রমাণিত, এছাড়া আরো বর্ণনাও রয়েছে। আর আবূ হানীফা (র.) তাঁর এ মতামতের ক্ষেত্রে একাকী নন। তাঁর সমকালীন আরো বহু হাদীস বিশারদ ওলামায়ে কেরাম এই মত পোষণ করেছেন। ইমাম আবূ আসেম আননাবীল (র.) বলেন–

وَسَمِعْتُ مَالِكَ بْنِ اَنَسٍ وَسُفْيَانَ، وَسَأَلْتُ اَبَا حَنِيْفَةَ عَنِ الرَّجُلِ يَقْرَأُ عَلَيْهِ الْحَدِيْثَ يَقُوْلُ : اَخْبَرَنَا اَوْ كَلَامًا هٰذَا مَعْنَاهُ، فَقَالُوْا : لَا بَأْسَ .

"মালেক ইবনে আনাস ও সুফয়ান (র.)-কে আমি বলতে শুনেছি, আর আবূ হানীফা (র.)-কে আমি জিজ্ঞেস করেছি, যদি কেউ মুহাদ্দিসের সামনে হাদীস পড়ে শুনায় তাহলে বর্ণনা করার সময় সে اخبرنا বা এর সমার্থবোধক কোনো শব্দ ব্যবহার করতে পারবে কিনা? তারা সবাই বলেছেন, কোনো সমস্যা নেই।" –(মাকানাতুল ইমাম পৃ. ২৪)

আবূ আসেম আননাবীলের আরেকটি বর্ণনা নিম্নরূপ–

وَعَنْ اَبِيْ عَاصِمٍ النَّبِيْلِ اَخْبَرَنِيْ اِبْنُ جُرَيْجٍ، وَابْنُ اَبِيْ ذِئْبٍ، وَاَبُوْ حَنِيْفَةَ وَمَالِكُ بْنُ اَنَسٍ وَالْاَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ كُلُّهُمْ يَقُوْلُوْنَ : لَا بَأْسَ اِذَا قَرَأْتَ عَلَى الْعَالِمِ اَنْ تَقُوْلَ، اَخْبَرَنَا .

"আবূ আসেম আননাবীল (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবনে জুরাইজ, ইবনে আবী যি'ব, আবূ হানীফা, মালেক ইবনে আনাস, আওযায়ী, ও সাওরী (র.) এঁরা সবাই আমাকে বলেছেন, তুমি যখন কোনো আলেমকে পড়ে শুনাবে, তখন সে ক্ষেত্রে তুমি اخبرنا বলতে কোনো সমস্যা নেই। -(মাকানাতুল ইমাম পৃ. ৭৭)

ইমাম ত্বাহাবী (র.)-এর বর্ণনা

ইমাম ত্বাহাবী (র.) সংশ্লিষ্ট মাসআলা সম্পর্কে ইবনে বুকায়েরের ঘটনা সবিস্তারে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন–

حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ، انا ابْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ : لَمَّا فَرَغْنَا مِنْ قِرَاءَةِ "الْمُوَطَّا" عَلٰى مَالِكٍ قَامَ اِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا اَبَا عَبْدِ اللهِ : كَيْفَ نَقُوْلُ فِيْ هٰذَا؟ فَقَالَ اِنْ شِئْتَ فَقُلْ : حَدَّثَنِيْ، وَاِنْ شِئْتَ فَقُلْ : اَخْبَرَنِيْ، وَاِنْ شِئْتَ فَقُلْ : اَخْبَرَنَا قَالَ: وَاُرَاهُ قَدْ قَالَ : وَاِنْ شِئْتَ فَقُلْ : سَمِعْتُ.

قَالَ الطَّحَاوِيُّ : وَمِمَّنْ قَالَ بِهٰذَا اَبُوْ حَنِيْفَةَ وَاَبُوْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ .

"রাওহ ইবনুল ফারাজ (র.) ইবনে বুকায়ের (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন, ইবনে বুকায়ের (র.) বলেন, আমরা যখন ইমাম মালেকের কাছে মুয়াত্তা শুনিয়ে শেষ করলাম, তখন একজন দাঁড়িয়ে মালেক (র.)-কে জিজ্ঞেস করল, হে আবূ আব্দুল্লাহ! এ ক্ষেত্রে আমরা কীভাবে বলব? অর্থাৎ আমরাতো আপনাকে পড়ে শুনিয়েছি, এখন বর্ণনা করার ক্ষেত্রে কি শব্দ ব্যবহার করব। তিনি বলেছেন, তুমি যদি চাও حَدَّثَنِيْ বল, যদি চাও اَخْبَرَنِيْ বল, আর যদি চাও তাহলে اَخْبَرَنَا বল। ইবনে বুকায়ের (র.) বলেন, মনে হয় তিনি এও বলেছেন যে, যদি চাও سَمِعْتُ বল।

ত্বহাবী (র.) বলেন, এ মতে আরো যারা রয়েছেন তাদের মধ্যে আছেন, আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ রহিমাহুমুল্লাহ।" -(প্রাগুক্ত ৭৪-৭৫)

সারকথা হচ্ছে عرض পদ্ধতিতে হাদীস গ্রহণ করলে সে হাদীস اَخْبَرَنَا ,حَدَّثَنَا শব্দ দ্বারা বর্ণনা করা যাবে। আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত এটাই। এছাড়া আরো ইমামগণেরও অনুরূপ মত রয়েছে যা ইতোপূর্বে বিবৃত হয়েছে।

এর আগে বলা হয়েছে, আবূ হানীফা (র.)-এর বিভিন্ন বক্তব্যের আলোকে প্রমাণিত হয় যে, تَحَمُّلُ حَدِيْثٍ তথা হাদীস হাসিল করার ক্ষেত্রে সরাসরি উস্তাদের মুখে শুনে বা উস্তাদকে শুনিয়ে গ্রহণ করার পদ্ধতিই আবূ হানীফা (র.)-এর কাছে গ্রহণযোগ্য। এ ছাড়া অন্যান্য পদ্ধতি গ্রহণযোগ্য নয়। এ সম্পর্কে দু'য়েকটি উদ্ধৃতি তুলে ধরেই এ বিষয়ক আলোচনার সমাপ্তি টানব।

إجازة পদ্ধতি

হাদীস গ্রহণের একটি পদ্ধতি বলা হয়েছে, إجازة বা অনুমতি। এ পদ্ধতিটি মুহাদ্দিস ওলামায়ে কেরামের মাঝে ব্যাপক প্রচলিত একটি পদ্ধতি। উস্তাদ ও শাগরেদের মাঝে কোনো প্রকার পাঠন-পঠন ছাড়াই উস্তাদ শাগরেদদেরকে তাঁর কোনো হাদীস তার পক্ষ থেকে বর্ণনা করার অনুমতি দিয়ে দেন।

অধিকাংশ হাদীসবিদগণের দৃষ্টিতে কিছু শর্তসাপেক্ষে হাদীস গ্রহণের এ পদ্ধতিটিও একটি গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি। ইমাম নববী (র.) বলেন–

وَالصَّحِيْحُ الَّذِىْ قَالَهُ الْجُمْهُوْرُ مِنَ الطَّوَائِفِ وَاسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الْعَمَلُ جَوَازُ الرِّوَايَةِ وَالْعَمَلُ بِهَا. (التقريب والتيسير ص : ٢٤٥)

"সে মতটিই সহীহ যা বিভিন্ন দলের অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম বলেছেন এবং যার উপর আমল চলেছে, আর তা হচ্ছে ইজাযতের ভিত্তিতে বর্ণনা করা ও আমল করা জায়েজ হওয়া।" –(আততাকরীব ওয়াততাইসীর পৃ. ৫৮)

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত

কিন্তু আবূ হানীফা (র.) বলেন, শুধুমাত্র ইজাযতের মধ্যমে পাওয়া হাদীস বর্ণনা করা জায়েজ নেই। সাইফুদ্দীন আমেদী (র.) (মৃ. ৬৩১ হি.) তার 'ইহকামুল আহকাম' গ্রন্থে লিখেন–

قَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ وَاَبُوْ يُوْسُفَ : لَا تَجُوْزُ الرِّوَايَةُ بِالْاِجَازَةِ مُطْلَقًا.

"আবূ হানীফা ও আবূ ইউসুফ (র.) বলেছেন, ইজাযতের ভিত্তিতে কোনো অবস্থাতেই বর্ণনা করা জায়েজ হবে না।" –(ইহকামুল আহকাম ২/১২১)

ইজাযতের ব্যাপারে এ ধরনের কঠোরতা ইমাম শোবা ইবনুল হাজ্জাজ ও ইমাম মালেক রহিমাহুমুল্লাহও করেছেন বলে বর্ণিত আছে।

مُنَاوَلَةٌ পদ্ধতি : আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত

ইজাযতের মতো আরেকটি পদ্ধতি হচ্ছে مُنَاوَلَةٌ ; এ পদ্ধতির ব্যাপারে আবূ হানীফা (র.)-এর বক্তব্য রয়েছে। ইমাম ইবনুস সালাহ (র.) مُنَاوَلَةٌ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে এক পর্যায়ে বলেন–

وَالصَّحِيْحُ اَنَّهَا مُنْحَطَّةٌ عَنِ السَّمَاعِ وَالْقِرَاءَةِ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَالْاَوْزَاعِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَاَبِىْ حَنِيْفَةَ (مُقَدَّمَةُ ابْنِ الصلاح)

"সহীহ মত এটাই যে, مناولة পদ্ধতিটি শুনা ও পড়ার চেয়ে নিচু মানের। সাওরী, আওযায়ী, ইবনে মুবারক ও আবূ হানীফা (র.) এ মত পোষণ করেন।"

–(মুকাদ্দামা ইবনুস সালাহ পৃ. বরাতে, প্রাগুক্ত পৃ. ৬৩২)

এ প্রসঙ্গে হাকেম আবূ আব্দুল্লাহ (র.) বলেন–

أَمَّا فُقَهَاءُ الْإِسْلَامِ الَّذِيْنَ أَفْتَوْا فِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ فَإِنَّهُمْ لَمْ يَرَوْهُ سَمَاعًا، مِنْهُمْ الشَّافِعِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَأَبُوْ حَنِيْفَةَ وَالثَّوْرِيُّ وَابْنُ حَنْبَلٍ وَابْنُ الْمُبَارَكِ. (مَعْرِفَةُ عُلُوْمِ الْحَدِيْثِ ص : ٢٠٦)

"আর ইসলামের ফকীহগণ যারা হালাল-হারাম বিষয়ে ফতোয়া দিয়ে থাকেন তাঁরা এ পদ্ধতিকে হাদীস শোনার অন্তর্ভুক্ত মনে করেন না। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ইমাম শাফেয়ী, আওযায়ী, **আবূ হানীফা**, ছাওরী, ইবনে হাম্বল ও ইবনুল মুবারক (র.)।"–(মুকাদ্দামা ইবনুস সালাহ : ১৭৬)

হাকেম (র.)-এর উদ্ধৃত বক্তব্যে দু'টি কথা রয়েছে। একটি হচ্ছে مُنَاوَلَةٌ পদ্ধতিকে গ্রহণ না করার পক্ষে আবূ হানীফা একা নন। আরেকটি কথা হচ্ছে যারা এসব পদ্ধতিকে গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি মনে করেন না, তারা কেন করেন না। তিনি বলেছেন, যারা ইসলামের ফকীহ হিসেবে স্বীকৃত, যাদেরকে হালাল-হারাম সম্পর্কে ফতোয়া দিতে হয় তারা এসব পদ্ধতিকে গ্রহণযোগ্য মনে করেন না।

আবূ হানীফা (র.)-এর মতের যুক্তি বিশ্লেষণ

এর আগেও অন্য প্রসঙ্গে একটি কথা বলা হয়েছে যে, একজন মুহাদ্দিস ও একজন ফকীহের দায়িত্ব বরাবর নয়। একজন ফকীহ বা মুফতির ইলমের সম্পর্ক যেহেতু দৈনন্দিন বাস্তব জীবনের সাথে, সেজন্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাঁকে এমন কঠোরতা করতে হয় যা একজন মুহাদ্দিসকে করতে হয় না। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে একজন মুহাদ্দিস সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে না পারলে متوقف فيه 'মুলতবি' বলে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারেন; কিন্তু একজন ফকীহ তা পারেন না। হালাল বা হারাম বৈধ বা অবৈধ একটা কিছু তাঁকে বলতেই হবে। কারণ তাঁর সিদ্ধান্ত আমলের সঙ্গে সম্পর্কিত। আর আমল সর্বদা অব্যাহত থাকে।

তাই বলা হয়েছে, একজন শুধুমাত্র মুহাদ্দিসের বিবেচনা এবং একজন মুহাদ্দিস ফকীহের বিবেচনা এক গতিতে চলা সম্ভব নয়। বিশেষত ইমাম আবূ হানীফা (র.) যিনি তাবেয়ীন-তাবে তাবেয়ীনের যুগের মানুষ– যে যুগে হাদীস ও ফিকহ দুটি আলাদা শরীরে বিভক্ত হয়ে সারেনি, সে যুগের একজন মুহাদ্দিসের চিন্তা-চেতনা ঐ যুগের কোনো মুহাদ্দিসের চিন্তা-চেতনার সঙ্গে পুরোপুরি খাপ খাওয়া সম্ভব নয়, যে যুগে হাদীস ও ফিকহ দু'টি আলাদা শরীরে বিভক্ত হয়ে গেছে।

একজন হাদীসের ছাত্র যার যাবতীয় পড়াশুনা ও সার্বিক গবেষণার কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে বর্ণনা সূত্রের বিবেচনায়, শুধুমাত্র বর্ণনাসূত্রের বিবেচনায় একটি হাদীসের মান নির্ণয় করা। তার জন্য হাদীসের কয়েকটি সনদ এবং কয়েকটি সনদের দশ

বিশজন বর্ণনাকারীর অবস্থা যাচাই করা যথেষ্ট; কিন্তু একজন ফকীহ ও মুফতির জন্য শুধু এতটুকু যথেষ্ট নয়। নববী জীবনের তেইশ বছরের জীবনেতিহাস অধ্যয়ন তার জন্য যেমন জরুরি, সাহাবা তাবেয়ীনের একশত বছরের জীবনেতিহাস অধ্যয়নও তার জন্য জরুরি। তাই প্রত্যেককে তার নিজস্ব পাল্লায় মাপতে হবে। প্রত্যেকের দায়িত্ব কর্তব্যের পরিধি বুঝতে হবে। প্রত্যেকের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের গভীরতা উপলব্ধি করতে হবে।

হাদীসের সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম ও ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে আবূ হানীফা (র.) কথা বলেছেন। হাদীসের সঙ্গে তাঁর ওতপ্রোত সম্পর্কের সুবাদেই তিনি এমনটি করেছেন। হাদীসের অনুসরণের তাগিদেই করেছেন। হাদীসের সাথে গভীর সম্পর্কের কারণেই করেছেন। যা কখনো অস্বীকার করা যাবে না।

হাদীসের প্রতি তাঁর অনুরাগ

কুরআন হাদীসকে নিয়েই আবূ হানীফা (র.)-এর জীবন। যখন থেকে ইলমের সঙ্গে তাঁর পরিচয়সূত্র অঙ্কিত হয়েছে তখন থেকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সে সূত্র জীবনের কোনো পর্বেই ছিন্ন হয়নি। জীবনের মূল ব্যস্ততা ছিল কুরআন শেখা, হাজার হাজার হাদীস আহরণ করা, হাদীস সংকলন করা, পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তা পৌঁছানো এবং কুরআন ও হাদীসের বিশাল ভাণ্ডার থেকে হাজার হাজার মাসআলা উদ্ভাবন করা সর্বোপরি এরই মাধ্যমে সর্বস্তরের মুসলমানকে হাদীসমুখী করা।

হাদীসের প্রতি তাঁর অনুরাগ ও অকৃত্রিম ভালবাসার সর্বপ্রথম সাক্ষী হচ্ছে তাঁর কর্মময় জীবন– যা কুরআন ও হাদীসেই ঘেরা। আর দ্বিতীয় সাক্ষী হচ্ছে প্রসঙ্গক্রমে তিনি ও তাঁর সমকালীন আলেমগণ এ সম্পর্কে যেসব কথা বলেছেন, সেসব উক্তি। তাঁর পুরো জীবন না হলেও কিছু অংশ বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে আমরা দেখে আসছি। উক্তিগুলো সংক্ষেপে এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যা দ্বারা হাদীসের প্রতি তাঁর অনুরাগ প্রতিনিয়ত প্রতিভাত হয়।

ইমাম নযর ইবনে মুহাম্মদ মারওয়াযী (র.)-এর মূল্যায়ন

ইমাম নযর ইবনে মুহাম্মাদ মারওয়াযী (র.) (মৃ. ১৮৩ হি.) আবূ হানীফা (র.)-এর হাদীসপ্রীতি সম্পর্কে বলেন–

وَلَمْ اَرَ رَجُلًا اَلْزَمَ لِلْاَثَرِ مِنْ اَبِيْ حَنِيْفَةَ، وَقَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْاَنْصَارِيُّ، وَهِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، وَسَعِيْدُ بْنُ اَبِيْ عَرُوْبَةَ، فَقَالَ لَنَا اَبُوْ حَنِيْفَةَ : اُنْظُرُوْا اَتَجِدُوْنَ عِنْدَ هٰؤُلَاءِ شَيْئًا نَسْمَعُهُ؟ (الجواهر المضيه ٥٥٦/٣ رقم. ٢٧٥٧)

"আবূ হানীফা (র.)-এর চেয়ে হাদীসের বেশি অনুসারী আমি আর কাউকে দেখিনি। আমাদের এখানে ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল আনসারী, হিশাম ইবনে উরওয়া ও সাঈদ ইবনে আবী আরুবা (র.) এসেছেন, তখন আবূ হানীফা (র.) আমাদেরকে বললেন, তোমরা দেখ, তাঁদের কাছে এমন কিছু হাদীস পাও কিনা, যা আমরা শুনতে পারি।" –(আলজাওয়াহিরুল মুযীয়াহ ৩/৫৫৬)

উল্লেখ্য, নযর ইবনে মুহাম্মাদ মারওয়াযী (র.) যখনকার ঘটনা বর্ণনা করছেন, তখন আবূ হানীফা (র.) হাদীসের উস্তাদ। তার চারপাশে ওলামায়ে কেরামের ভীড়। কিন্তু হাদীসের পিপাসা বলে কথা! যদি এমন হয় যে, তাদের কাছে এমন কোনো হাদীস আছে, যা আমাদের কাছে নেই, তাই তিনি বললেন, দেখ! নতুন কোনো হাদীস পেলেই তা আহরণ কর।

আব্দুল আযীয ইবনে আবী রিযমা (র.)-এর বর্ণনা

উক্ত ঘটনাকে আরো স্পষ্ট করে দিয়েছে আরো একটি বর্ণনা। আব্দুল আযীয ইবনে আবী রিযমা (র.) (মৃ. ২০৬ হি.) বলেন–

قَدِمَ الْكُوْفَةَ مُحَدِّثٌ، فَقَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ لِاَصْحَابِهٖ : اُنْظُرُوْا هَلْ عِنْدَهٗ شَيْءٌ مِنَ الْحَدِيْثِ لَيْسَ عِنْدَنَا، قَالَ : وَقَدِمَ عَلَيْنَا مُحَدِّثٌ آخَرُ فَقَالَ لِاَصْحَابِهٖ مِثْلَ ذٰلِكَ. (مَنَاقِبُ اَبِيْ حَنِيْفَةَ لموفق المكى ١/٨٣)

"কূফায় এক মুহাদ্দিস এলে আবূ হানীফা তার শাগরেদদেরকে বললেন, দেখ তাঁর কাছে এমন কোনো হাদীস আছে কিনা যা আমাদের কাছে নেই। আব্দুল আযীয (র.) বলেন, আমাদের এখানে আরেকজন মুহাদ্দিসও এসেছেন, তখনও আবূ হানীফা তাঁর শাগরেদদেরকে একই কথা বলেছেন।" –(মানাকেবু আবী হানীফা, মুয়াফ্‌ফাক মক্কী ১/৮৩)

অর্থাৎ হাদীসের ভাণ্ডারের খালি জায়গাগুলোকে পূরণ করে নেওয়ার জন্য সদা প্রস্তুত ছিলেন, যেন কোনো হাদীস ছুটে না যায়। আর এভাবেই তিনি শ্রেষ্ঠত্বের আসনের অধিকারী হয়েছেন।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর বক্তব্য

এক্ষেত্রে আবূ হানীফা (র.)-এর একাধিক বক্তব্য রয়েছে, এক প্রসঙ্গে তিনি অত্যন্ত আবেগপূর্ণ ভাষায় বলেন–

مَا جَاءَنَا عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَبِلْنَاهُ عَلَى الرَّأْسِ وَالْعَيْنَيْنِ، وَمَا جَاءَنَا عَنْ اَصْحَابِهٖ رَحِمَهُ اللهُ اخْتَرْنَا مِنْهُ وَلَمْ نَخْرُجْ عَنْ قَوْلِهِمْ، وَمَا جَاءَنَا عَنِ التَّابِعِيْنَ فَهُمْ رِجَالٌ وَنَحْنُ رِجَالٌ. (اَلْاِنْتِقَاءُ لِاِبْنِ عَبْدِ الْبَرِّ ص : ٢٦٦)

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আমাদের কাছে যেসব হাদীস পৌছে তা আমরা মাথা পেতে গ্রহণ করি, চোখ বুঝে গ্রহণ করি, আর সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুম থেকে যা বর্ণিত হয়, তা থেকে কোনো একটিকে আমরা প্রাধান্য দেই; কিন্তু তাদের সবার কথার বাইরে যাই না। আর তাবেয়ীদের থেকে কোনো কিছু বর্ণিত হলে আমরা মনে করি– তারা যেমন মানুষ আমরাও তেমনি মানুষ।" –(আলইনতেকা পৃ. ২৬৬)

রাসূলের হাদীসকে মাথা পেতে নিতে আবূ হানীফার কখনো কোনো আপত্তি ছিল না; বরং হাদীসের অনুসরণই ছিল তাঁর গর্ব, গর্বভরেই তিনি তা প্রকাশ করতেন।

হেলাল ইবনে আব্দিল কারীম (র.)-এর বক্তব্য

হেলাল ইবনে আব্দুল কারীম (র.) বলেন–

سَمِعْتُ اَبَا حَنِيْفَةَ يَقُوْلُ : اِذَا وَجَدْتُ الْاَمْرَ فِيْ كِتَابِ اللهِ تَعَالٰى اَوْ فِيْ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ اَخَذْتُ بِهٖ وَلَمْ اَصْرِفْ عَنْهُ، وَاِذَا اخْتَلَفَ الصَّحَابَةُ اخْتَرْتُ مِنْ قَوْلِهِمْ، وَاِذَا جَاءَ مِنْ بَعْدِهِمْ اَخَذْتُ (مَنَاقِبُ اَبِيْ حَنِيْفَةَ لموفق المكى ٨٠/١)

"আমি আবূ হানীফা (র.)-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, আমি কোনো মাসআলা যদি আল্লাহর কিতাব বা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে পেয়ে যাই তাহলে তাই গ্রহণ করি এবং তা ছেড়ে অন্য দিকে যাই না। আর কোনো বিষয়ে যদি সাহাবায়ে কেরামের মাঝে মতপার্থক্য থাকে তাহলে তাদের মতসমূহ থেকে কোনো একটিকে প্রাধান্য দেই। আর এর পরবর্তীদের কাছ থেকে যদি কোনো মাসআলা বর্ণিত হয় তাহলে কখনো গ্রহণ করি কখনো গ্রহণ করি না।" –(মানাকিবে মুয়াফফাক ১/৮০)

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মনোভাব

হাদীসের প্রতি আবূ হানীফা (র.)-এর এ অনুরাগ ও প্রীতিকে ইমাম ইবনে আব্দিল বার (র.) (মৃ. ৪৬৩ হি.) অপর এক বর্ণনার আরো বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছেন। ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন–

اِنِّيْ آخُذُ بِكِتَابِ اللهِ اِذَا وَجَدْتُهٗ، فَمَا لَمْ اَجِدْهُ فِيْهِ أَخَذْتُ بِسُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَالْآثَارِ الصِّحَاحِ عَنْهُ الَّتِيْ فَشَتْ فِيْ اَيْدِى الثِّقَاتِ عَنِ الثِّقَاتِ، فَاِذَا لَمْ اَجِدْ فِيْ كِتَابِ اللهِ وَلَا سُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ اَخَذْتُ بِقَوْلِ اَصْحَابِهٖ مَنْ شِئْتُ وَاَدَعُ قَوْلَ مَنْ شِئْتُ، ثُمَّ لَا اَخْرُجُ عَنْ قَوْلِهِمْ اِلٰى قَوْلِ غَيْرِهِمْ.

فَاِذَا انْتَهٰى اِلٰى اِبْرَاهِيْمَ، وَالشَّعْبِيِّ، وَالْحَسَنِ، وَعَطَاءٍ، وَابْنِ سِيْرِيْنَ، وَسَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَعَدَّدَ رِجَالًا فَقَوْمٌ قَدْ اجْتَهَدُوْا وَلِيْ اَنْ اَجْتَهِدَ كَمَا اجْتَهَدُوْا.

(اَلْاِنْتِقَاءُ لِاِبْنِ عَبْدِ الْبَرِّ الْاَنْدُلُسِيِّ ص : ٢٦٤)

"আমি মাসআলা আল্লাহর কিতাবে পেলে তাই গ্রহণ করি, সেখানে যদি না পাই তাহলে রাসূলুল্লাহর সুন্নাতকে গ্রহণ করি এবং রাসূলের সেসব হাদীসকে গ্রহণ করি যা নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের মাধ্যমে ধারা পরম্পরায় প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। যদি কোনো বিষয় কিতাবুল্লাহতেও না পাই এবং রাসূলের হাদীসেও না পাই তাহলে রাসূলে পাকের সাহাবীদের মধ্য থেকে যাঁর অভিমত পছন্দ করি তাঁরটা গ্রহণ করি আর যাঁর অভিমত চাই বর্জন করি। কিন্তু তাদের সবার মতামত উপেক্ষা করে অন্যদের মত গ্রহণ করি না।

আর যখন বিষয়টি ইবরাহিম নখায়ী, শা'বী, হাসান বসরী, আতা, ইবনে সীরীন ও সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব (র.) পর্যন্ত গড়ায়, তখন আমারও ইজতেহাদ করার অধিকার রয়েছে যেমন তাঁরা ইজতেহাদ করেছেন, কারণ তাঁরা তো এমন লোকই যাঁরা ইজতেহাদ করে মাসআলা বর্ণনা করেন।" –(আলইনতেকা পৃ. ২৬৪-২৬৫)

আবূ হানীফা (র.) তাঁর এ বক্তব্যে হাদীসের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও অনুরাগকে খুব স্পষ্ট করে ব্যক্ত করেছেন। আর কেয়াস-ইজতেহাদের আশ্রয় কখন নেন, কোন পরিস্থিতিতে নেন? তাও এখানে স্পষ্ট হয়েছে। কেয়াস-ইজতেহাদ যে শখের কোনো বিষয় নয়, কুরআন-হাদীসে না পেলে এমনকি সাহাবায়ে কেরামের কোনো বক্তব্যেও যখন না পাওয়া যায় তখনই তারা ইজতেহাদ করে থাকেন- এ বিষয়টিও এর দ্বারা পরিষ্কার হয়ে গেছে।

খতীব বাগদাদী (র.)-এর বর্ণনা

খতীব বাগদাদী (র.) ও আবূ আব্দুল্লাহ ইবনে খাসরু (র.) ফুযায়েল ইবনে ইয়ায (র.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন–

كَانَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ اِذَا وَرَدَتْ عَلَيْهِ مَسْأَلَة فِيْهَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ اتَّبَعَهُ، وَاِنْ كَانَ عَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ فَكَذَالِكَ، وَاِلَّا قَاسَ فَاَحْسَنَ الْقِيَاسَ. (عُقُوْدُ الْجُمَانِ لِلصَّالِحِيِّ ص: ١٧٢)

"আবূ হানীফা (র.)-এর সামনে যদি এমন কোনো মাসআলা আসত যে মাসআলার সমাধানে সহীহ হাদীস আছে, তাহলে তিনি সে সহীহ হাদীসের অনুসরণ করতেন, যদি সাহাবা তাবেয়ীন থেকে কোনো কিছু বর্ণিত পেতেন, তাহলে অনুরূপভাবে তার অনুসরণ করতেন। যদি তাও না থাকত তাহলে তিনি কেয়াস করতেন এবং তাঁর কেয়াস অনেক সুন্দর হতো।"

–(উকূদুল জুমান : সালেহী (রহ.) পৃ. ১৭২)

ফুযায়েল ইবনে ইয়ায (র.)-এর এ বক্তব্যে বুঝা যায়, আবূ হানীফা (র.) সাহাবা ও তাবেয়ীনের ফতোয়াকে সমানভাবে অনুসরণ করতেন। যেমনিভাবে সাহাবায়ে কেরামের ফতোয়া পেলে তিনি আর কেয়াস-ইজতেহাদ করতেন না, তেমনিভাবে তাবেয়ীনের ফতোয়া পেলেও তিনি আর কেয়াস ইজতেহাদ করতেন না।

কিন্তু আমরা এর আগে আবূ হানীফা (র.)-এর নিজের মুখের যে বক্তব্যগুলো উদ্ধৃত করে এসেছি সেগুলোতে ইমাম আবূ হানীফা স্পষ্ট বলে দিয়েছেন যে, বিষয়টি যখন তাবেয়ীন পর্যন্ত গড়ায়, তখন আমরা নিজেরাই ইজতেহাদ করি যেমনটি তাঁরা করেন, সে ক্ষেত্রে তিনি ইবরাহীম নাখায়ী, ইবনে সীরীন (র.) এসব তাবেয়ীর নামও উল্লেখ করেছেন।

আবূ হানীফা (র.)-এর ভাষ্য এবং অন্যান্য আরো অধিকাংশ বর্ণনা একথাকেই প্রাধান্য দেয় যে, আবূ হানীফা (র.) নির্দ্বিধায় তাবেয়ীনের অনুসরণ করতেন না; বরং যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে তা গ্রহণ বা বর্জন করতেন।

আবূ হামযা আসসুককারী (র.)-এর বক্তব্য

খতীব বাগদাদী (র.)-এর নিম্নোক্ত বর্ণনা থেকেও একথাই প্রমাণিত হয়। আবূ হামযা আসসুককারী (র.) বলেন–

سَمِعْتُ الْإِمَامَ اَبَا حَنِيْفَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ فَيَقُوْلُ : اِذَا جَاءَ الْحَدِيْثُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ لَمْ اَعدلْ عَنْهُ اِلٰى غَيْرِه، وَآخُذُ بِه، وَاِذَا جَاءَ عَنْ اَصْحَابِه تَخَيَّرْنَا، وَاِذَا جَاءَ عَنِ التَّابِعِيْنِ زَاحَمْنَاهُمْ.

"আমি আবূ হানীফাকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীস আসে তখন আমি তা উপেক্ষা করে অন্য দিকে যাই না; বরং হাদীসই গ্রহণ করি। যখন তাঁর সাহাবীদের থেকে কোনো কিছু বর্ণিত হয়ে আসে তখন তাদের কোনো একজনের মতকে প্রাধান্য দেই। আর যখন তাবেয়ীনের থেকে কোনো মতামত আসে তখন আমরা তাদের সঙ্গে কেয়াস ব্যবহার করি।"–(উকূদুল জুমান পৃ. ১৭২-১৭৩)

ইবনুল মুবারক (র.)-এর বর্ণনা

ইমাম ইবনুল মুবারক (র.)-ও আবূ হানীফা (র.) থেকে অনুরূপ বক্তব্য বর্ণনা করেছেন। সালেহী (র.) বলেন–

وَرُوِىَ اَيْضًا عَنِ الْاِمَامِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ : قَالَ الْاِمَامُ اَبُوْ حَنِيْفَةَ : اِذَا جَاءَ الْحَدِيْثُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَعَلَى الرَّأْسِ وَالْعَيْنِ، وَاِذَا جَاءَ عَنِ الصَّحَابَةِ اخْتَرْنَا وَلَمْ نَخْرُجْ مِنْ قَوْلِهِمْ، وَاِذَا جَاءَ عَنِ التَّابِعِيْنَ زَاحَمْنَاهُمْ. (اَلْمَصْدَرُ السَّابِقُ)

এসব বর্ণনার বক্তব্য অভিন্ন। তা হচ্ছে তাবেয়ীনের ফতোয়া ইজতেহাদের ভিত্তিতে আবূ হানীফা (র.) গ্রহণ বা বর্জন করতেন। নির্দ্বিধায় গ্রহণ করতেন না।

নুয়াঈম ইবনে ওমর (র.)-এর বর্ণনা

আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে সুফয়ান গুনজার (র.) তাঁর 'তারীখ' গ্রন্থে নুয়াঈম ইবনে ওমর থেকে বর্ণনা করেন–

قَالَ : سَمِعْتُ الْإِمَامَ اَبَا حَنِيْفَةَ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ يَقُوْلُ : عَجَبًا لِلنَّاسِ يَقُوْلُوْنَ : أُفْتِيْ بِالرَّأْيِ! مَا أُفْتِيْ إِلَّا بِالْأَثَرِ. (عُقُوْدُ الْجُمَانِ ص : ١٧٤)

"তিনি বলেন, আমি ইমাম আবূ হানীফা (র.)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, মানুষের ব্যাপারে বড় আশ্চর্যবোধ হয়। তারা বলে, আমি নাকি যুক্তির ভিত্তিতে ফতোয়া দেই! অথচ আমি হাদীস ব্যতীত ফতোয়া দেই না।" –(প্রাগুক্ত ১৭৪)

আবূ হানীফা (র.)-এর পরামর্শ

আবূ হানীফা (র.) রীতিমতো মানুষকে অন্যান্য অনর্থক বিষয়াদি ছেড়ে হাদীসমুখী হওয়ার জন্য নসিহত করতেন, নিজের আমলের মধ্যমে উদ্বুদ্ধ করার সাথে সাথে মৌখিকভাবেও বলতেন। নূহ আলজামে (র.) এ প্রসঙ্গে বলেন–

قُلْتُ لِلْإِمَامِ اَبِيْ حَنِيْفَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ : مَا تَقُوْلُ فِيْمَا اَحْدَثَ النَّاسُ مِنَ الْكَلَامِ فِي الْأَعْرَاضِ وَالْأَجْسَامِ؟ فَقَالَ : مَقَالَاتُ الْفَلَاسِفَةِ، عَلَيْكَ بِالْأَثَرِ وَطَرِيْقَةِ السَّلَفِ، وَاِيَّاكَ وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ فَاِنَّهَا بِدْعَةٌ. (عُقُوْدُ الْجُمَانِ ص : ١٧٤)

"আমি আবূ হানীফা (র.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, মানুষ যে 'জিসম ও আরয' তথা 'শরীরী-অশরীরী' বিভিন্ন নতুন কথার অবতরণা করেছে এ ব্যাপারে আপনার মতামত কী? তিনি বলেছেন, এগুলো হচ্ছে ফালাসফীদের বাক-বিতণ্ডা, তুমি হাদীসকে আঁকড়ে ধর এবং সলফের পথকে ধরে রাখ। সব ধরনের নতুন আবিষ্কার থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখ। কেননা এগুলো হচ্ছে বিদআত।"

–(উকূদুল জুমান পৃ. ১৭৪)

হাসান ইবনে যিয়াদ (র.)-এর বর্ণনা

হাদীসের অনুসরণ এবং হাদীসের বিপক্ষে রায় তথা কেয়াস-বর্জনের বিষয়ে আবূ হানীফা (র.)-এর আরেকটি বক্তব্য রয়েছে। মুয়াফ্ফাক ইবনে আহমাদ (র.) আবূ হানীফা (র.)-এর বিশিষ্ট শাগরেদ হাসান ইবনে যিয়াদ (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন–

قَالَ الْإِمَامُ اَبُوْ حَنِيْفَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ : لَيْسَ لِاَحَدٍ اَنْ يَقُوْلَ بِرَأْيِهٖ مَعَ كِتَابِ اللهِ تَعَالٰى، وَلَا مَعَ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، وَلَا مَا اَجْمَعَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ. وَاَمَّا مَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ فَنَتَخَيَّرُ مِنْ اَقْوَالِهِمْ اَقْرَبَهٗ اِلٰى كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالسُّنَّةِ وَنَجْتَهِدُ، وَمَا جَاوَزَ ذٰلِكَ فَالْاِجْتِهَادُ بِالرَّأْيِ يُوَسِّعُ الْفُقَهَاءَ مَنْ عَرَفَ الْاِخْتِلَافَ وَقَاسَ وَعَلٰى هٰذَا كَانُوْا.

"ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, কারো জন্য এ অনুমতি নেই যে, সে আল্লাহর কিতাবে ফয়সালা থাকা সত্ত্বেও কেয়াসের ভিত্তিতে কথা বলবে। এরকমভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহে ফয়সালা থাকা অবস্থায়ও নয়, অনুরূপভাবে যে সব বিষয়ে সাহাবায়ে কেরামের ইজমা তথা ঐকমত্য রয়েছে সেসব ক্ষেত্রেও না।

আর যেসব বিষয় নিয়ে সাহাবায়ে কেরাম ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন, সেসব ক্ষেত্রে যাঁর মতটি আল্লাহর কিতাব কুরআনের ও সুন্নাহের বেশি কাছাকাছি হয় সেটিকে আমরা গ্রহণ করি এবং এক্ষেত্রেও আমরা ইজতেহাদ করে থাকি। আর যেসব মাসআলা এ স্তরও অতিক্রম করে যায় সে ক্ষেত্রে রায়ের ব্যবহার সেসব ফকীহকে সুযোগ করে দেয় যাঁরা ইখতিলাফ সম্পর্কে জানেন এবং তারা কেয়াস করেন। ওলামায়ে কেরাম এ পদ্ধতির উপরই ছিলেন।" –(উকূদুল জুমান পৃ. ১৭৫)

আবূ হানীফা (র.) তাঁর এ বক্তব্যে তিনটি কথা স্পষ্ট করেই বলেছেন, প্রথমত কুরআন ও হাদীসের অনুসরণের ক্ষেত্রে সবার রীতি-নীতি কেমন হওয়া উচিত? সেই দৃষ্টিকোণ থেকে কথা বলেছেন। দ্বিতীয়ত তিনি সেই রীতির উপর সর্বদা চলেছেন, সে কথাও বললেন। তৃতীয়ত মুহাদ্দিস ফকীহ ওলামায়ে কেরাম এ নীতির উপরই চলে এসেছেন সে কথাও তিনি বলেছেন। কথাগুলোতে কোনো অস্পষ্টতা নেই। তাই উপলব্ধি করতে ভুল করারও কোনো সুযোগ নেই।

হাদীস অনুসরণের অনুপম পদ্ধতি

আবুল মুআইয়াদ আলখুয়ারিযমী (র.) ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (র.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন–

مَا تَكَلَّمَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ بِشَيْءٍ اِلَّا بِحُجَّةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ، اَوْ سُنَّةِ نَبِيِّهٖ ﷺ. (عُقُوْدُ الْجُمَانِ ص : ١٧)

"আবূ হানীফা (র.) আল্লাহর কিতাবের দলিল বা তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের দলিল ব্যতীত কোনো বিষয়ে কথা বলেননি।"

–(উকূদুল জুমান পৃ. ১৭৫)

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বর্ণনা করে বলেন–

كَانَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ اِذَا وَرَدَتْ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةُ قَالَ : مَا عِنْدَكُمْ فِيْهَا مِنَ الْآثَارِ؟ فَاِذَا رَوَيْنَا الْآثَارَ وَذَكَرْنَا وَذَكَرَ هُوَ مَا عِنْدَهٗ نَظَرَ، فَاِنْ كَانَتِ الْآثَارُ فِيْ اَحَدِ الْقَوْلَيْنِ اَكْثَرَ اَخَذَ بِاَكْثَرَ، فَاِذَا تَقَارَبَتْ وَتَكَافَأَتْ نَظَرَ فَاخْتَارَ. (فَضَائِلُ اَبِيْ حَنِيْفَةَ لِابْنِ اَبِي الْعَوَّامِ ص : ٢٢)

"আবূ হানীফা (র.)-এর সামনে যখন কোনো মাসআলা আসত তখন বলতেন, তোমাদের কাছে এ বিষয়ে কী কী হাদীস আছে? অতঃপর আমরা যখন বিভিন্ন হাদীস বর্ণনা করতাম, আমাদের কাছে যা আছে আমরা তা উপস্থাপন করতাম, তাঁর কাছে যা আছে তিনি তা পেশ করতেন; তখন তিনি গবেষণা করতেন এবং দুই মতের মধ্যে যে মতের পক্ষে হাদীস বেশি বা হাদীসের সমর্থন বেশি সেটিকে গ্রহণ করতেন। আর যদি উভয় মতের পক্ষে হাদীসের সমর্থন কাছাকাছি বা বরাবর হয় তাহলে ভেবে-চিন্তে যে কোনো একটি দিককে প্রাধান্য দিয়ে নিতেন।"–(ফাযায়েলু আবী হানীফা, ইবনে আবীল আওয়াম পৃ. ২২)

হাদীসের অনুসরণের ব্যাপারে আবূ হানীফা (র.)-এর বক্তব্যে ও আচরণে যে রীতির বিবরণ দেখা যাচ্ছে মুসলিম বিশ্বের দ্বীনের কর্ণধার ফকীহ মুহাদ্দিস ওলামায়ে কেরাম কি এর ব্যতিক্রম কোন পদ্ধতি গ্রহণ করেন? আর তা করা কি উচিত হবে?

ইমাম আ'মাশ (র.)-এর অনুভূতি

আবূ কামেল (র.) ও সুলায়মান আ'মাশ (র.)-এর একটি ঘটনাও এক্ষেত্রে উল্লেখ করতে হয়–

وَاِسْمَاعِيْلُ بْنُ حَمَّادِ بْنِ اَبِيْ حَنِيْفَةَ عَنْ اَبِيْ كَامِلٍ قَالَ : قَالَ لِيْ اَلْأَعْمَشُ : لِمَ تَرَكَ صَاحِبُكُمْ يَعْنِيْ اَبَا حَنِيْفَةَ قَوْلَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ بَيْعُ الْاَمَةِ طَلَاقُهَا؟ قَالَ : قُلْتُ لَهٗ : لَمَّا حَدَّثْتَهٗ اَنْتَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا ابْتَاعَتْ بَرِيْرَةَ فَاَعْتَقَهَا وَلَهَا زَوْجٌ، فَخَيَّرَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، قَالَ : وَلَا يَكُوْنُ التَّخْيِيْرُ اِلَّا وَالنِّكَاحُ قَائِمٌ. فَقَالَ لِيْ اَلْاَعْمَشُ : لَقَدْ اَلْطَفَ. (فَضَائِلُ اَبِيْ حَنِيْفَةَ ص : ٢٢)

"ইসমাঈল ইবনে হাম্মাদ ইবনে আবী হানীফা (র.) আবূ কামেল (র.) থেকে বর্ণনা করেন, আবূ কামেল (র.) বলেন, একদিন আ'মাশ আমাকে বললেন, তোমাদের উস্তাদ অর্থাৎ আবূ হানীফা (র.) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের এ ফতোয়াটি কেন বর্জন করেছেন যে, "দাসীকে বিক্রি করলেই তালাক হয়ে যায়"? আবূ কামেল (র.) বলেন, আমি তাঁকে বললাম, আপনি ইবরাহীম, আসওয়াদ সূত্রে আয়েশা (রা.) থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বারীরা (রা.)-কে কিনেছেন এরপর তাকে আজাদ করে দিয়েছেন, তখন তার স্বামী ছিল, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারিরা (রা.)-কে এখতিয়ার দিয়েছিলেন– অর্থাৎ সে চাইলে নিজেকে আজাদ করে নিতে পারে। বারিরা তখন নিজেকে আজাদ করে নিয়েছিলেন।

আবূ কামেল (র.) বলেন, আর এখতিয়ার তখনই সাব্যস্ত হবে, যখন বিয়ে বহাল থাকবে। এ কথা শুনে আ'মাশ (র.) আমাকে বললেন, আবূ হানীফা (র.) সূক্ষ্মভাবে বিষয়টি বিবেচনা করেছেন।"

–(ফাযায়েলু আবী হানীফা : ইবনে আবীল আওয়াম পৃ. ২২)

সালেহী (র.) খতীব বাগদাদী (র.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে এ ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। সেই বর্ণনায় আবূ কামেলের পরিবর্তে আবূ ইউসুফের নাম রয়েছে এবং বর্ণনার শেষে রয়েছে– আ'মাশ (র.) বলেছেন, নিশ্চয় আবূ হানীফা (র.) একজন বিবেচনাসম্পন্ন মানুষ। আবূ হানীফা (র.) হাদীসের আলোকে যে মত গ্রহণ করেছেন তার উপর আ'মাশ খুব খুশি হয়েছেন। –(উকূদুল জুমান পৃ. ১৯৯)

এতো হচ্ছে আবূ হানীফা (র.) ও তাঁর সমকালীন ওলামায়ে কেরামের কিছু বক্তব্য যা তাঁরা প্রসঙ্গক্রমে বিভিন্নক্ষেত্রে বলেছেন। এরই মাধ্যমে হাদীসের প্রতি তাঁর অগাধ ভালোবাসা এবং হাদীসের অনুসরণের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ চিত্রিত হয়েছে। আর এটাই ছিল তাঁর বাস্তব জীবন। উক্তির মাধ্যমে যদিও কথাগুলো বেশি স্পষ্ট; কিন্তু হাদীসের প্রতি হাদীসের অনুসরণের প্রতি তার অনুরাগের আসল দলিল হচ্ছে তাঁর আমলি ক্ষেত্র।

আবূ হানীফা (র.)-এর সামনে কোনো মাসআলা উত্থাপিত হলে নিজে এককভাবে দ্রুত সিদ্ধান্ত দিয়ে ফেলতেন না। অথচ দ্রুত জবাব দিতে পারা ছিল তাঁর একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য। কিন্তু শরিয়তের বিধিবিধানের ব্যাপারে তিনি সদা সতর্ক ছিলেন। কোনো মাসআলা আসলে তাঁর ইলমি মজলিসের সদস্যদের নিয়ে সেই বিষয়ে আলোচনা পর্যালোচনা করতেন। যেভাবে পূর্বোল্লিখিত উদ্ধৃতিগুলোতে বিবৃত হয়েছে যে, মাসআলা আসলে মাসআলার অনুকূলে যার কাছে যে হাদীস আছে সে তা উত্থাপন করত। কিছু উদ্ধৃতিতে একথাও বিবৃত হয়েছে যে, ইলমি মজলিসের সদস্যরা সেই মাসআলা সংশ্লিষ্ট হাদীসগুলো শহরময় খুঁজে বেড়াতেন। এরপর সেগুলো নিয়ে বসতেন। তাঁর এসব আয়োজনই ছিল হাদীসের অনুসরণের স্বার্থে।

ইমাম আ'মাশ (র.)-এর পরামর্শ

আবূ হানীফা (র.)-এর ইলমি মজলিস আমাদের আপাতত আলোচ্য বিষয় নয়। তাই এর বিস্তারিত রূপরেখা এখানে তুলে ধরা সম্ভব নয়। তবু সত্যকে পাওয়ার জন্য, সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছার জন্য আবূ হানীফা (র.) যে এত কিছু করেছেন, তার একটি মাত্র বর্ণনা এখানে তুলে ধরা হচ্ছে। ইমাম সুলায়মান আ'মাশ (র.) (মৃ. ১৪৭ হি.) বলেন–

رُوِىَ عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ : سَمِعْتُ الْأَعْمَشَ اَنَّهُ قَالَ : وَجَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَقَالَ : عَلَيْكَ بِاَهْلِ تِلْكَ الْحَلْقَةِ يَعْنِىْ حَلْقَةَ الْاِمَامِ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ فَاِنَّهُمْ اِذَا وَقَعَتْ لَهُمْ مَسْأَلَةٌ لَايَزَالُوْنَ يُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَهُمْ حَتّٰى يُصِيْبُوْنَهَا. (عُقُوْدُ الْجُمَانِ لِلصَّالِحِىِّ ص : ١٨٢)

“জারীর (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আ'মাশকে বলতে শুনেছি, এক ব্যক্তি তাঁকে একটি মাসআলা জিজ্ঞেস করলে তিনি তাকে বলেছেন, তুমি এ মজলিসের লোকদের কাছে যাও! তাঁর উদ্দেশ্য ছিল আবূ হানীফা (র.)-এর মজলিস। কেননা এদের সামনে যখন কোনো মাসআলা উত্থাপিত হয়, তখন তারা পরস্পর ঐ মাসাআলা নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনা করতে থাকে, যতক্ষণ না সে ব্যাপারে কোনো সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছে।” –(উকূদুল জুমান পৃ. ১৮২)

বলাবাহুল্য, এ দীর্ঘ সময় ধরে একটি মাসআলা নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনা হাদীসের আলোকেই হতো, যেভাবে অন্য বর্ণনায় তা স্পষ্টভাবে এসেছে। প্রথমত কুরআনের আয়াত দিয়ে মাসআলার সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করতেন, না পারলে সহীহ হাদীস দ্বারা তার সমাধান দিতেন, সহীহ হাদীসও যদি না পেতেন তখন ইজমা কেয়াসের দ্বারস্থ হতেন। এভাবেই হাদীসকে সর্বোচ্চ মর্যাদা প্রদানপূর্বক তার অনুসরণকে মাথা পেতে মেনে নিয়েছেন।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) : সাদা মনের পরিচয় দিলেন

হাদীসের অনুসরণের জন্য দীর্ঘ দিনের সম্মিলিত প্রচেষ্টার পর ইমাম আবূ হানীফা (র.) যে ফলাফলে পৌছেছেন, সেই ফলাফল হাতে নিয়েই দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন–

رَأْيُنَا هٰذَا اَحْسَنَ مَا قَدَّرْنَا عَلَيْهِ . فَمَنْ جَاءَ بِاَحْسَنَ مِنْ قَوْلِنَا فَهُوَ اَوْلٰى بِالصَّوَابِ مِنَّا. (عُقُوْدُ الْجُمَانِ لِلصَّالِحِىِّ ص : ١٧٤)

“সর্বোত্তম যে সিদ্ধান্তে আমরা পৌছাতে পেরেছি, আমাদের এ মতামত সেটাই। এরপর যে আমাদের এ মতের চেয়ে উত্তম সিদ্ধান্ত প্রদান করবে, সেটিই হবে আমাদের মতের তুলনায় সর্বাধিক সঠিক।” –(উকূদুল জুমান পৃ. ১৭৪)

বিনয় ও উদারতার এ তাজমহল পৃথিবীতে কে কোথায় দেখেছে? ইলম আছে, ইলমের গর্ব নেই; প্রচেষ্টা আছে, কিন্তু খোটা নেই। আমাদের ইলমের দুর্ভিক্ষের এ যুগে এক দু'টি হাদীসের বাংলা অনুবাদ শিখে যেভাবে শত মুখে তা প্রচার করা হয়, ইজতেহাদের শীর্ষ চূড়ায় আরোহণের জন্য লম্প ঝম্প দেওয়া হয়, এ পাগলামী যদি সে যুগে থাকত, তাহলে মুসলিম বিশ্বের অর্ধেকের বেশি পাগলা গারদে পরিণত হতো। আবূ হানীফা (র.)-এর এ উদারতা বিষয়ক আরেকটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করা যেতে পারে–

وَرُوِيَ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ حَمَّادِ بْنِ الْإِمَامِ أَبِيْ حَنِيْفَةَ قَالَ، قَالَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ : هٰذَا الَّذِيْ نَحْنُ فِيْهِ رَأْيٌ لَا نُجْبِرُ عَلَيْهِ أَحَدًا، وَلَا نَقُوْلُ يَجِبُ عَلٰى أَحَدٍ قُبُوْلُهُ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ أَحْسَنُ مِنْهُ فَلْيَأْتِنَا بِهِ نَقْبَلُهُ. (عُقُوْدُ الْجُمَانِ ص : ١٧٧)

"ইসমাঈল ইবনে হাম্মাদ ইবনে ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আবূ হানীফা (র.) বলেছেন, আমরা এই যে, একটি মতের উপর আছি, এটি একটি অভিমত, যা মানতে আমরা কাউকে বাধ্য করি না। একথাও বলি না যে, কারো উপর এ মত গ্রহণ করা ওয়াজিব। অতএব, যদি কারো কাছে এর চেয়ে উত্তম সিদ্ধান্ত থাকে তবে সে যেন তা আমাদের কাছে নিয়ে আসে। আমরা তা গ্রহণ করব।"–(উকূদুল জুমান : সালেহী পৃ. ১৭৭)

বস্তুত হাদীসের অনুসরণ ও আবূ হানীফা (র.)-এর মাঝে কোনো পর্দা বা প্রতিবন্ধকতা নেই। উপরিউক্ত আলোচনায় সেই বিষয়টিই প্রতিভাত হয়েছে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর শাগরেদবৃন্দ

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর শাগরেদবৃন্দ ছিলেন বিশ্বজোড়া অসংখ্য-অগণিত। ইমাম সালেহী (র.) বলেন–

وَاسْتِيْعَابُ الْآخِذِيْنَ عَنِ الْإِمَامِ أَبِيْ حَنِيْفَةَ مُتَعَذَّرٌ لَا يُمْكِنُ حَصْرُهُ.

"ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে যাঁরা ইলম হাসেল করেছেন তাঁদের সবার উল্লেখ কঠিন এবং সংখ্যা গণনা অসম্ভব।" –(উকূদুল জামান পৃ. ৮৯)

যেসব প্রসিদ্ধ নগরীর ইলম পিপাসুরা আবূ হানীফা (র.) থেকে ইলম গ্রহণ করেছেন সেসব শহরের সংখ্যা প্রায় ৪৪ (চুয়াল্লিশ)। এসব এলাকায় শত সহস্র তালেবে ইলম ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে হাদীস, ফিকহ, তাফসীর ও কেরাতসহ বহুমুখী ইলম অর্জন করেছেন। আবূ হানীফা (র.) যেমন ইলমের জন্য ওলামায়ে কেরামের দ্বারে দ্বারে ঘুরেছেন, তার প্রতিদান হিসেবে শত-সহস্র তালেবে ইলম তার দ্বারস্থ হয়েছে।

যেসব এলাকার তালেবে ইলমরা আবূ হানীফা (র.) থেকে ইলম গ্রহণ করছে সেসব এলাকার একটি মোটামুটি তালিকা ইমাম সালেহী (র.) উল্লেখ করেছেন। সেসব এলাকার নামগুলো এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে–

মক্কা, মদীনা, দামেশক, বসরা, ওয়াসেত, মাওসেল, আলজাযীরা, রাক্কা, নাসীবাইন, রামলা, মিসর, ইয়ামান, ইয়ামামাহ, বাহরাইন, বাগদাদ, আলআহওয়াম, কিরমান, ইস্পাহান, হুলওয়ান, ইসতিরাবায, হামাযান, নহাওয়ান্দ, রাই, কূমিস, আদদামেগান, তাবারস্তান, জুরজান, নিশাপুর, সারাখস, নাসা, মারও, বুখারা, সমরকন্দ, কিসসার, সাগানিয়ান, তিরমিয, হারাত, কুহেস্তান, আযযাম্মা, খুয়ারিযম, সিজিস্তান, আলমাদায়েন, আলমিসসীসাহ ও হিমস প্রভৃতি।

এছাড়া আরো বিভিন্ন শহরের বাসিন্দারাও ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে ইলম হাসিল করেছেন, সেসব এলাকার নাম এখানে উল্লেখ করা সম্ভব হয়নি।

ইমাম হাকেম আবূ মুহাম্মাদ আলহারেসী (র.) হাদীসের একদল মুহাদ্দিসের নাম উল্লেখ করে বলেছেন, এসব ওলামায়ে কেরামের যে পরিমাণ শাগরেদ ছিল ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর শাগরেদ সংখ্যা তার চেয়ে বেশি ছিল। হারেসী (র.) এসব মুহাদ্দিসের শাগরেদবৃন্দ এবং আবূ হানীফা (র.)-এর শাগরেদগণের পরস্পর তুলনা করার পরই এ দাবি করেছেন। হারেসী (র.) এক্ষেত্রে যেসব মুহাদ্দিসের নাম উল্লেখ করেছেন তাঁরা হচ্ছেন: হাকাম ইবনে উতাইবা (র.), ইবনে আবী লায়লা (র.), ইবনে শুবরুমা (র.), সুফয়ান সাওরী (র.), শারীক (র.), হাসান ইবনে সালেহ (র.), ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ (র.), রাবীয়াহ ইবনে আবী আব্দির রহমান (র.), মালেক ইবনে আনাস (র.), হিশাম ইবনে উরওয়া (র.), ইবনে জুরাইজ (র.), আওযায়ী (র.), আইয়ূব আসসাখাতিয়ানী (র.), ইবনে আওন (র.), সুলায়মান আততাইমী (র.), হিশাম আদদাসতুয়ায়ী (র.), সাঈদ ইবনে আবী আরুবাহ (র.), মা'মার ইবনে রাশেদ (র.), শাফেয়ী (র.), আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) ও ইসহাক ইবনে রাহুয়াহ (র.) প্রমুখ। –(উকূদুল জুমান পৃ. ৮৯-৯০)

হারেসী (র.)-এর দাবি হচ্ছে, উল্লিখিত প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ওলামায়ে কেরামের যত পরিমাণ শাগরেদে ছিল, সে হিসেবে আবূ হানীফা (র.)-এর শাগরেদ আরো বেশি ছিল। তিনি আরো বলেন, আবূ হানীফা (র.) ও তাঁর শাগরেদগণের মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বের মানুষ যেভাবে উপকৃত হয়েছে সেভাবে আর কারো দ্বারা উপকৃত হয়নি।

হারেসী (র.)-এর এ দাবির যথার্থতা বুঝতে পারব তাঁর শাগরেদগণের তালিকা দেখেই, যা একটু পরেই উল্লেখ করা হবে।

আসলে একজন মুহাদ্দিস, ফকীহ, ইমাম তাঁর শাগরেদগণের মাধ্যমেই পরবর্তীদের কাছে পরিচিতি লাভ করে থাকে। এক্ষেত্রে শাগরেদের সংখ্যার আধিক্য যেমন কার্যকর, তেমনি তাদের মানগত অবস্থানও খুব কার্যকর। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর ক্ষেত্রে দু'টি ব্যাপারই সমানভাবে ঘটেছে। ফলে আবূ হানীফা (র.)-এর গ্রহণযোগ্যতাকে কেউ বাধাগ্রস্থ কিংবা রুখতে পারেনি।

'তাহযীবুল কামাল' গ্রন্থের বিবরণ

ইমাম আবুল হাজ্জাজ মিযযী (র.) (মৃ. ৭৪২ হি.) রিজাল শাস্ত্র বিষয়ক তাঁর সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'তাহযীবুল কামালে' আবূ হানীফা (র.)-এর শাগরেদগণের একটি বিশাল তালিকা দিয়েছেন। প্রথমত সে তালিকাটি হুবহু উল্লেখ করা হচ্ছে। তবে এটি পূর্ণ তালিকা নয়। মিযযী (র.) বলেন–

روى عنه: ابراهيم بن طهمان، والأبيض بن الأعز بن الصباح المنقرى، واسباط بن محمد القرشى، واسحاق بن يوسف الأزرق، واسد بن عمرو البجلى القاضى، واسماعيل بن يحيى الصيرفى، وأيوب بن هانى الجعفى، والجارود بن يزيد النيسابورى، وجعفر بن عون، والحارث بن نبهان، وحبان بن على العنزى، والحسن بن زياد اللؤلؤى، والحسن بن فرات القزاز، والحسين بن الحسن بن عطيه العوفى، وحفص بن عبد الرحمن البلخى القاضى، وحكام بن سلم الرازى، وابو مطيع الحكم بن عبد الله البلخى، وابنه حماد بن ابى حنيفة، وحمزة بن حبيب الزيات، وخارجة بن مصعب السرخسى، وداود بن نصير الطائى، وابو الهذيل زفر بن الهذيل التميمى، وزيد بن الحباب العكلى، و سابق الرقى، وسعد بن الصلت قاضى شيراز، وسعيد بن ابى الجهم القابوسى، وسعيد بن سلام بن ابى الهيفا العطار البصرى، وسلم بن سالم البلخى، وسليمان بن عمرو النخعى، وسهل بن مزاحم، وشعيب بن اسحاق الدمشقى، والصباح بن محارب، و الصلت بن الحجاج الكوفى، وابو عاصم الضحاك بن مخلد، وعامر بن الفرات النسوى، وعائذ بن حبيب، وعباد بن العوام، وعبد الله بن المبارك، وعبد الله بن يزيد المقرئ، وابو يحيى عبد الحميد بن عبد الرحمن الحمانى (ت)، وعبد الرزاق بن همام، وعبد العزيز بن خالد الترمذى، وعبد الكريم بن محمد الجرجانى، وعبد المجيد بن عبد العزيز بن ابى رواد، وعبد الوارث بن سعيد، وعبيد الله بن الزبير القرشى، وعبيد الله بن عمرو الرقى، وعبيد الله بن موسى، وعتاب بن محمد بن شوذب، وعلى بن ظبيا الكوفى القاضى، وعلى بن عاصم الواسطى، وعلى بن مسهر، وعمرو بن محمد العنقزى، وابو قطن عمرو بن الهيثم القطعى، (وعيسى بن يونس (س))، وابو نعيم الفضل بن دكين، والفضل بن موسى السينانى، والقاسم بن الحكم العرنى، والقاسم بن معن المسعودى، وقيس بن الربيع، ومحمد بن أبان العنبرى الكوفى، محمد بن بشر العبدى، ومحمد بن الحسن بن اتش الصنعانى،

ومحمد بن الحسن الشيباني، ومحمدبن خالد الوهبي، ومحمد بن عبد الله الا نصاري، محمدبن الفضل بن عطية، ومحمد بن القاسم الأسدي، ومحمد بن مسروق الكوفي، ومحمد بن يزيد الواسطي، ومروان بن سالم، ومصعب بن المقدام، والمعافى بن عمران الموصلي، ومكى بن ابراهيم البلخي، وابو سهل نصر بن عبد الكريم البلخي المعروف بالصيقل، و نصر بن عبد الملك العتكي، وابو غالب النضربن عبد الله الأزدي، والنضر بن محمد المروزي، والنعمان بن عبد السلام الأصبهاني، ونوح بن دراج القاضي، وابو عصمة نوح بن ابي مريم، وهشيم بن بشير، وهوذة بن خليفة، والهياج بن بسطام البرجمي، ووكيع بن الجراح، ويحيي بن ايوب المصري، ويحيي بن نصر بن حاجب، ويحيي بن يمان، ويزيد بن زريع، ويزيد بن هارون، ويونس بن بكير الشيباني، وابو اسحاق الفزاري، وابو حمزة السكري، وابو سعد الصاغاني، وابو شهاب الحناط، وابو مقاتل السمر قندي، والقاضي ابو يوسف.(تهذيب الكمال لجمال الدين ابي الحجاج يوسف المزى المولود سنة ٦٥٤ هالمتوفى سنة : ٧٤٢ ه)

ইমাম মিযযী (র.) আবূ হানীফা (র.)-এর জীবনী সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে এ তালিকাটি দিয়েছেন। এর মাধ্যমে আবূ হানীফা (র.)-এর শাগরেদগণের নাম মোটামুটি এসেছে। আবূ হানীফা (র.)-এর শাগরেদগণের সর্বাধিক উল্লেখ এসেছে সালেহী (র.)-এর 'উকূদুল জুমান' গ্রন্থে।

আবূ হানীফা (র.)-এর শাগরেদগণের উল্লেখ ভিন্ন ভিন্নভাবে বিভিন্ন কিতাবে রয়েছে। সালেহী (র.) মূলত সেসবগুলোকে এক জায়গায় একত্র করে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

আবূ হানীফা (র.)-এর শাগরেদগণ সম্পর্কে ইমাম সালেহী (র.)-এর বক্তব্য

সালেহী (র.) প্রদত্ত তালিকাটি ব্যাপক ও বিস্তৃত হওয়ার কারণে সেটি হুবহু তুলে দেওয়া হচ্ছে। সালেহী (র.) এ দীর্ঘ তালিকাটি তুলে ধরার আগে এ সম্পর্কে বলেন-

قلت : وانا مورد جماعة من الاعيان الآخذين عن الامام ابي حنيفة رضي الله عنه نحو الثمان مأة مما ذكره الحافظ ابو محمد الحارثي والقاضي ابو القاسم بن ابي العوام والخطيب وابو المؤيد الخوارزمي والامام محمد بن محمد الكردري، وشيخ الحفاظ ابو الحجاج المزى بكسر الميم و بالزاى بعدها تحتية والقاضي ابو

محمد العلامة العينى، والعلامة المفيد الشيخ قاسم الحنفى، وعند كل ما ليس عند الآخر، ولم يضبط احد منهم المشكل، فكثر التصحيف فى كتبهم، واوردوهم على البلدان فجمعت ما ذكروه، ورتبته على حروف المعجم، وضبطت ما يشكل ويخشى تحريفه، ولا يوجد ذلك مجموعًا محررًا هكذا فى غير هذا الكتاب، وبدأت بمن اسمه محمد تبركا با سم النبى صلى الله عليه و سلم والمستعان هو الله.
(عقود الجمان ص : ٩٠-٩١)

“আবূ হানীফা (র.) থেকে যাঁরা ইলম গ্রহণ করেছেন, তাঁদের উল্লেখযোগ্য একটি জামাতের উল্লেখ আমি এখানে করব। যাঁদের সংখ্যা প্রায় আটশত (৮০০)। যাঁদের নাম উল্লেখ করেছেন হাফেয আবূ মুহাম্মাদ আলহারেসী, কাযী আবুল কাসেম ইবনু আবীল আওয়াম, আবুলমুআয়্যাদ আলখুয়ারিযমী, ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ আলকারদারী, শায়খুল হুফফায আবুলহাজ্জাজ আলমিযযী, কাযী আবূ মুহাম্মাদ, আল্লামা আইনী ও আল্লামা মুফীদ শায়খ কাসেম হানাফী রহিমাহুমুল্লাহ। তাঁদের প্রত্যেকের কাছে এমন কিছু নাম আছে যা অপরজনের কাছে নেই। এছাড়া তাঁরা কেউ নামগুলোর উচ্চারণ লেখেননি। ফলে তাঁদের কিতাবে নামগুলো খুব ভুল-ত্রুটির শিকার হয়েছে। তাঁরা নামগুলো এলাকাভিত্তিক উল্লেখ করেছেন। তাঁরা প্রত্যেকে যা উল্লেখ করেছেন, আমি সেগুলোকে এখানে একত্র করেছি এবং অক্ষরের বিন্যাস অনুযায়ী সাজিয়েছি। যেসব নামের উচ্চারণ অস্পষ্ট এবং পরিবর্তিত হয়ে যাওয়ার আশংকা আছে সেগুলোর উচ্চারণ আমি স্পষ্ট করে দিয়েছি।
নামগুলো এভাবে একত্রে ও বিন্যস্তভাবে এ কিতাব ব্যতীত অন্য কোনো কিতাবে পাওয়া যাবে না। এক্ষেত্রে যাঁদের নাম 'মুহাম্মাদ' তাঁদের নাম আগে উল্লেখ করেছি, নবী করীম ﷺ -এর নামের বরকত নেওয়ার জন্য। আর সাহায্য প্রার্থনার ক্ষেত্র একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই।” –(উকূদুল জুমান ৯০-৯১)

আরবি হরফের ক্রমানুসারে শাগরেদগণের তালিকা

ইমাম সালেহী (র.)-এর বক্তব্য অনুসারে তিনি আবূ হানীফা (র.)-এর শাগরেদগণের যে নামগুলো উচ্চারণ কঠিন বা অস্পষ্ট এবং যেগুলোর ক্ষেত্রে ভুলভ্রান্তি হয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক সেগুলোকে তিনি ضبط بالحروف তথা অক্ষরে অক্ষরে তার উচ্চারণ ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। এছাড়া নামগুলো আরবিতে যতটা স্পষ্ট বাংলাতে সে পর্যায়ে স্পষ্ট নয়। তাই প্রথমত সালেহী (র.) কর্তৃক লিখিত নামগুলো তাঁর বিন্যাস অনুযায়ী হুবহু তুলে দেওয়া হচ্ছে–

محمد بن أبان بن صالح القرشى الأموى الكوفى. محمد بن أبان الغنوى بالغين المعجمة والنون والواو وقيل العنبرى بالعين المهملة والنون والموحدة والراء . محمد بن أبى شيبة إبراهيم بن عثمان العبسى بالموحدة مولاهم الكوفى، والد الحافظين أبى بكر وعثمان ابنى أبى شيبة. محمد ابن إبراهيم بن أبى عدى، وقد ينسب إلى جده، وقيل هو إبراهيم أبو عمرو البصري. محمد بن أتش بالمثناة الفوقية والشين المعجمة

يأتى فى محمد بن الحسن بن أتش. محمد بن إسحاق بن يسار بالتحتية والمهملة أبوبكر، المطلبى بضم أوله وفتح الطاء المهملة المشددة، مولاهم، نزيل العراق، إمام أهل المغازى.محمد بن اسماعيل بن بكير بن عتيق التيمى الكوفى محمد ابن اسماعيل الفارسى . محمد بن إسماعيل القناد بالقاف والنون الكوفى، محمد بن إسماعيل بن مسلم بن إبى فديك بالفاء والدال المهملة والتحتية والكاف مصغر الديلى بكسر الدال المهملة، مولاهم، أبو إسماعيل المدنى. محمد بن الأشعث الأسدى الشامى. محمد بن بشر العبدى بفتح العين وسكون الموحدة والدال المهملتين. الكوفى. محمد بن بشر بالموحدة المسكورة وسكون الشين المعجمة ابن بشير بفتح أوله، الأسلمى الكوفى. محمد بن بكير بالموحدة قاضى دامغان. محمد بن جابر بن سيار بسين مهملة فتحتية ابن طارق الحنفى اليمامى بالميم أبو عبد الله، كوفى الأصل. محمد بن الحجاج اللخمى بالفتح وسكون المعجمة الكوفى. محمد بن حجر بن عبد الجبار بن وائل بن حجر بضم الحاء المهملة وسكون الجيم من الأول والثانى الكوفى. محمد بن حسان البصرى، أبو الصباح بالمهملة وتشديد الموحدة البصرى، نزيل الكوفة. محمد بن الحسن بن زبالة بفتح الزاى وتخفيف الموحدة المخزومى، أبو الحسن المدنى. محمد بن الحسن بن أتش بفتح الهمزة والفوقية بعدها شين معجمة. اليمانى الصنعانى، وقد ينسب لجده. محمد بن الحسن بن على بن الحسين ابن على بن أبى طالب القرشى الهاشمى، رضى الله عنهم. محمد بن الحسن ابن فرقد، القاضى الامام أبو عبد الله الشيبانى، دمشقى الاصل. محمد بن الحسن بن عمران الواسطى، القاضى، شامى الاصل. محمد بن الحسن، أبو جعفر الرؤاسى براء مهملة مضمومة فهمزة يجوز فيها واو وبالسين المهملة أبو جعفر النحوى. محمد بن الحسن بن أبى يزيد الهمدانى بسكون الميم وبالدال المهملة . الكوفى. محمد بن الحسن المزنى الواسطى. محمد بن حفص، أبو هاشم. محمد بن أبى الحكم بن المختار بن أبى عبيد الثقفى. محمد بن

خازم بمعجمتين الحافظ أبو معاوية الضرير الكوفى، وعمى وهو صغير. محمد بن خالد بن محمد الوهبى بالواو المفتوحة وبالموحدة الحمصى. محمد بن خطاب السدوسى بفتح السين وضم الدال المهملتين. محمد ربيعة الكلابى بكسر الكاف أبو عمر أو أبو عبد الله (ابن عم) وكيع الكوفى. محمد بن زائدة بن هشام التيمى الكوفى. محمد بن الزبرقان بكسر الزاى وسكون الموحدة وكسر الراء وقاف أبو همام الأهوازى. محمد بن زبيد بن مذحج الدمشقى . محمد بن أبى زكريا. فى محمد بن ميسر. محمد بن زياد بن علاقة بكسر العين المهملة وبالقاف الثعلبى بالمثلثة والمهملة، الكوفى : محمد بن زياد بن عمرو الجعفى الكوفى. محمد بن زياد الكوفى، غير الذى قبله. محمد بن زياد العنزى بفتح العين المهملة والنون وبالزاى. محمد بن زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب رضى الله عنهم. محمد بن زيد بن مذحج الزبيدى محمد بن السابق التيمى، أبو جعفر أو أبو سعيد البزار الكوفى، نزيل بغداد. محمد بن سالم بن الأفلح أنصارى الكوفى. محمد بن سعيد. محمد بن سلمة بن عبد الله الباهلى بالموحدة وكسر الهاء مولاهم الحرانى. محمد بن سلام بن الفرج بالجيم، السلمى بالضم، مولاهم البيكندى بكسر الموحدة وسكون التحتية وفتح الكاف وسكون النون أبو جعفر، مختلف فى لام أبيه والراجح التخفيف. محمد بن سليمان. محمد بن سوار بتشديد الواو ابن مصعب الكوفى. محمد بن سوار الكلبى. محمد بن سويد الطائى الكوفى. محمد بن سويد الكلبى. محمد بن شجاع بن نبهان بفتح النون وسكون الموحدة النبهانى المروزى، نزيل المدائن. محمد بن صبيح بفتح أوله وكسر الموحدة ابن السماك، إمام واعظ زمانه. محمد بن الصلت بن الحجاج الأسدى مولاهم، أبو جعفر الكوفى، الأصم. محمد بن الطفيل بن مالك النخعى.أبو جعفر الكوفى، نزيل فيد بفاء فتحتية فدال مهملة . محمد بن أبى طالب السدوسى الكوفى. محمد بن طلحة بن مصرف.

مشدد بلفظ اسم الفاعل اليامى بالتحتية وبعد الألف ميم، الكوفى. محمد بن عباد الهنائى بضم الهاء وتخفيف النون أبو عباد البصرى. محمد بن عبد الله بن خارجة بن نافع الأنصارى الصيرفى الكوفى. محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمر بن درهم الأسدى، أبو أحمد الزبيرى مولاهم الكوفى. محمد بن عبد الرحمن بن خالد بن ميسرة القرشى المخزومى، أبو عمر الكوفى الملائى بضم الميم والد أسباط، وقد ينسب إلى جد أبيه ميسرة. محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى

الأنصارى الكوفى، أبو عبد الرحمن القاضى. محمد بن عبد الرحمن القشيرى الكوفى. نزيل بيت المقدس. محمد بن عبد الله بن أبى سليمان العزرمى بفتح العين المهملة وسكون الزاى وفتح الراء وبالميم الكوفى. محمد بن عبيد بالتصغير وبلا إضافة ابن أبى أمية. الطنافسى بفتحتين وكسر الفاء ومهملة الكوفى الأحدب. محمد بن أبى عدى، هو ابن إبراهيم، تقدم. محمد بن عذافر بعين مهملة فذال معجمة فألف ففاء فراء الصيرفى الكوفى. محمد بن على بن الربيع السلمى الكوفى. محمد بن عمارة بن القعقاع بن شبرمة بضم المعجمة وسكون الموحدة وبالراء الضى الكوفى. محمد بن عمر بن واقد الواقدى المدنى القاضى، نزيل بغداد. محمد بن عمير بن أبى الغريف كذا بخط الشيخ قاسم بالغين المعجمة والفاء ولم أرله ترجمة.

محمد بن عياش الأسدى الكوفى، أبو بكر، ويقال اسمه شعبة، ويقال عبد الرحيم، ويقال اسمه كنيته. محمد بن أبى فديك، هو ابن إسماعيل، تقدم. محمد بن القرات الكوفى. محمد بن الفضل بن عطية بن عمر العبدى مولاهم الكوفى، نزيل بخارى. محمد بن فضيل بالتصغير ابن غزوان بفتح المعجمة وسكون الزاى الضبى مولاهم، أبو عبد الرحمن الكوفى. محمد بن قاسم الأسدى البخارى، نزيل الكوفة. محمد بن قاسم الثقفى الكوفى. محمد بن المختار المروزى. محمد بن مرو ان بن عبد الله بن إسماعيل السدى بضم المهملة والتشديد وهو الأصغر. محمد بن مزاحم بالزاى والحاء المهملة العامرى. مولا هم، أبو وهب المروزى. محمد بن مزاحم بن مجاهد المروزى، فالله أعلم أيهم الاخذ عن الامام أبى حنيفة. محمد بن مسروق الكندى الكوفى، قاضى مصر. محمد بن منذر بضم أوله وبالنون والذال المعجمة المكسورة أبو جعفر اليربوعى مولاهم البصرى. محمد بن ميسر بتحتانية ومهملة وزن محمد الجعفى، أبو سعد الصاغانى بصاد مهملة وغين معجمة، البلخى، الضرير، نزيل بغداد، ويقال له: ابن أبى زكريا. محمد بن ميمون، أبو حمزة السكرى. محمد بن ميمون الزعفرانى، أبو القاسم الكوفى. محمد بن الهيثم النخعى الكوفى. محمد بن واصل التميمى الكوفى . محمد بن يزيد الأنصارى. محمد بن يزيد الكلاعى بفتح الكاف مولى خولان، أبو سعيد أو يزيد أو إسحاق الواسطى، أصله شامى. محمد بن يعلى السلمى، أبو ليلى الكوفى، لقبه ((زنبور)) بضم الزاى والموحدة بينهما نون ساكن واخره راء.

حرف الهمزة مع ما بعدها.

أبان بن أرقم العنزى بالعين المهملة والنون المفتوحتين وبالزاى الكوفى. أبان بن تغلب بفتح الفوقية وسكون المعجمة وكسر اللام أبو سعد الكوفى. أبان بن صالح بن عمير بن عبيد القرشى مولاهم . أبان بن عبد الله بن أبى حازم بالحاء المهملة والزاى ابن العيلة بفتح المهملة، البجلى بفتح الموحدة والجيم، الأحمسى بالحاء والسين المهملتين، الكوفى. أبان بن عثمان بن يحيى بن زكريا اللؤلؤى البجلى مولاهم، أبو عبد الله البصرى ثم الكوفى. أبان بن أبى عياش بالتحتية المشددة والشين المعجمة فيروز. أبو إسماعيل العبدى البصرى. ابراهيم بن ادهم بن منصور العجلى بكسر العين وسكون الجيم وقيل التميمى، أبو إسحاق البلخى، الزاهد القدوة. إبراهيم بن أيوب الطبرى. إبراهيم بن بكر بن خنيس بالخاء والنون واخره سين مهملة مصغر الكوفى. إبراهيم بن الجراح بن صبيح، مولى بنى تميم ثم بنى مازن، المروزى بفتح الميم والواو الأولى وضم الراء الثانية المشددة واخره معجمة نزل الكوفة، وولى قضاء مصر. إبراهيم بن حسان، وقيل: صوابه حسان بن إبراهيم. إبراهيم بن الزبرقان وتقدم ضبطه فى محمد بن الزبرقان التميمى الكوفى. إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى، أبو إسحاق المدنى، نزيل بغداد . إبراهيم بن سعيد. إبراهيم بن سماعة الضبى، وفى بعض النسخ: البجلى، الكوفى. إبراهيم بن طهمان بفتح المهملة الخراسانى، أبو سعيد، نزيل نيسابور ثم مكة . إبراهيم بن عبد الرحمن الخوارزمى. إبراهيم بن عكرمة المكى، نزيل الكوفة. إبراهيم بن محمد بن الحارث بن إسماعيل بن خارجة بالخاء المعجمة والجيم ابن حصين بالتصغير، ابن حذيفة، الفزارى بفتح الفاء والزاى، الامام أبو إسحاق. إبراهيم بن محمد بن مالك الهمدانى بسكون الميم وبالدال المهملة نزيل الكوفة. إبراهيم بن محمد الثقفى الكوفى . إبراهيم بن المختار التميمى، أبو إسماعيل الرازى، من أهل الخار بالخاء المعجمة موضع بالرى لقاضى. إبراهيم بن المغيرة المروزى. إبراهيم بن ميمون الصائغ المروزى. إبراهيم بن ميمون الكوفى. إبراهيم بن نعيم الكتانى الكوفى. إبراهيم البصرى، نزيل واسط، أبو عمر. أبيض بن الأزهر بن الصباح التميمى المنقرى بكسر الميم وسكون النون وفتح القاف. أبيض ابن الأغر التيمى المقرى الكوفى. أبيض بن عروة بن المغيرة بن شعبة. أحمد بن أسد بن عمر البجلى

بفتح الموحدة والجيم الكوفى. أحمد بن بشر، روى عنه العباس بن يزيد. أحمد بن بشير بوزن عظيم القرشى العمرى الكوفى. أحمد بن أبي طيبة بلفظ المدينة الشريفة عيسى بن سليمان بن دينار الدارى الجرجانى. أحمد بن نصر العتكى. بفتح العين المهملة والفوقية وبالكاف. أحوص. بن حكيم بن عمير العنسى بالنون الهمدانى بسكون الميم وبالدال المهملة الحمصى، وهو من أقرانه. أخضر ابن حكيم. إدريس بن الصباح. أزرق الحنظلى الرازى. أزهر بن سعيد الضبى بالضاد المعجمة البصرى. أزهر بن كيسان المروزى. أزهر الأشعرى. أسباط بن محمد بن عبد الرحمن بن خالد بن ميسرة القرشى مولاهم، أبو محمد. إسحاق بن إبراهيم الحنظلى، قاضى سمرقند. إسحاق بن بشر ابن محمد بن عبد الله بن سالم البجلى، نزيل بخارى، أبو حذيفة. إسحاق بن أبي الجعد. إسحاق بن حاجب بن ثابت. إسحاق بن خالد مولى حريث. إسحاق ابن دينار. إسحاق بن سليمان، أبو يحي الرازى، كوفى الأصل. اسحاق ابن سليمان بن فيروز الكوفى. إسحاق بن سليمان الخراسانى. إسحاق بن سليمان بن عبد الله العبدى الكوفى. إسحاق بن مالك الحضرمى الشامى. إسحاق بن مالك الهمدانى بسكون الميم وبالمهملة الكوفى . إسحاق بن مجاهد الحنظلى البخارى. إسحاق بن يوسف. بن مرداس المخزومى الواسطى، المعروف بالأزرق. أسد بن سعيد النخعى الكوفى. أسد بن عمرو بن عامر البجلى بفتحتين أبو المنذر القاضى. إسرائيل ابن زياد الترمذى. أسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعى بسين مهملة مفتوحة وموحدة مكسورة فتحتية فعين مهملة الهمدانى بسكون الميم وبالدال المهملة، أبو يوسف الكوفى. إسماعيل بن أبان الوراق الأزدى،أبوإسحاق أو أبو إبراهيم الكوفى. إسماعيل بن إبراهيم بن ميمون المروزى. إسماعيل بن حماد بن أبي سليمان الأشعرى مولاهم الكوفى. إسماعيل بن خالد. إسماعيل بن أبي خالد، وهو أكبر منه. إسماعيل بن زياد أو ابن أبي زياد الكوفى، قاضى الموصل. إسماعيل بن زياد الترمذى. إسماعيل بن شعيب السمان الكوفى. إسماعيل بن عبد الكريم بن معقل بن منبه. بالموحدة أبو همام الصغانى. إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصفير بالصاد المهملة والفاء مصغر. اسماعيل بن عمر الواسطى، أبو المنذر، نزيل بغداد. إسماعيل ابن عياش بالتحتية والشين المعجمة ابن سليم العنسى بالنون، أبو عتبة بضم العين وسكون الفوقية بعدها موحدة الحمصى. إسماعيل بن ملحان. اسماعيل بن مجيد. بن سعيد. إسماعيل بن مجالد الكوفى. إسماعيل

بن مسلم بن يسار بالتحتية والمهملة السكونى بسين مهملة مفتوحة، ويقال اليشكرى بفتح التحتية وسكون الشين المعجمة بن أبى زياد الشامى. إسماعيل بن موسى الفزارى بفتحتين أبو محمد أو أبو إسحاق الكوفى، نسيب السدى أو ابن ابنته أو ابن أخته. إسماعيل بن موسى بن ملحان. إسماعيل بن نصير الكوفى. إسماعيل بن يحيي الحجازى. إسماعيل بن يحيي الصيرفى. إسماعيل بن يحيي بن عبد الله القرشى المدنى. إسماعيل بن يحيي بن عبد الله بن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق. إسماعيل ابن يحيي بن عبد الله المقرئ. إسماعيل بن يحيي المحاربى. إسماعيل بن يوسف ابن محمد الأزرق، أبو محمد الواسطى. إسماعيل بن يوسف الأشجعى الكوفى

إسماعيل القسائى. إسماعيل، بياع السابرى. أسود بن عمر الكلابى، الجعفرى، الكوفى. أسيد بن أسيد بن شبرمة الحارثى الكوفى. أسيد أو أبو أسيد الكوفى، ولم ينسب. أشعث بن إسحاق الرازى. أصرم ابن حوشب، أبو هشام، قاضى همذان بفتح الميم وبالذال المعجمة. أكثم بالمثلثة ابن محمد بن قطن المروزى، والد القاضى يحيي بن أكثم . إياس بالسين المهملة ابن عبد الله السجستانى، وذكر أبو محمد العينى بالزاى، وفيما وقفت عليه من نسخ مناقب أبى المؤيد والكردرى بالسين.أيوب بن إبراهيم. أيوب بن جابر بن سنار بفتح أوله وبالنون والراء السحيمى بمهملتين مصغر أبو سليمان اليمامى بميمين، الكوفى. أيوب ابن سويد الرملى، أبو مسعود الحميرى السيبانى بمهملة مفتوحة فتحتانية ساكنة فموحدة.أيوب بن شعيب القزاز الكوفى. أيوب بن عبد الله، القصاب الكوفى. أيوب بن أبى تميمة كيسان السختيانى بفتح المهملة بعدها معجمة فمثناة فتحتية وبعد الألف نون أبو بكر البصرى. أيوب بن النعمان الأنصارى الكوفى، ابن عم أبى يوسف القاضى. أيوب بن هانى. بن أيوب الجعفى الكوفى.

الباء الموحدة

بديل بالتصغير ابن ورقاء الايامى بكسر الهمزة وبالتحتية. بحر بفتح أوله وسكون المهملة ابن سعيد الأهوازى، نزيل فارس. بحر بن كنيز بنون وزاى وزن أمير السقاء، أبو الفضل البصرى. بسام بن عبد الله الصيرفى الأسدى الكوفى. بشار، مولى أبى جعفر المنصور. بشار بن دارع بالدال المهملة والراء الكوفى. بشار بن قير اط، أبو نعيم النيسابورى. بشر بن ابى الازهر النيسابورى، اختلف

فى سماعه منه بشر بن الحسن ابن علوان الكلبى . بشر بن الحكم بن حبيب بن مهران العبدى النيسابورى أبو عبد الرحمن. بشر أو بشار بن دارع. بشر بن مسلم بن المسيب البجلى بفتح الموحدة والجيم أبو الحسن. بشر بن المفضل بن لا حق الرقاشى بفتح الراء وتخفيف القاف وبشين معجمة. أبو إسماعيل البصرى. بشر ابن يزيد السكرى الكوفى. بشر بن يزيد بن الأزهر النيسابورى. بشر بن يسار بالتحتية والمهملة الأحمرى بالراء، الكوفى. بشير بفتح أوله ابن زياد الخراسانى، قاضى جندى سابور بضم الجيم وسكون النون وفتح الدال المهملة وسكون التحتية وبالسين المهملة والموحدة المضمومة. بقية بن الوليد بن صائد بن كعب الكلاعى بفتح الكاف أبو يحمد بضم التحتية وسكون المهملة وكسر الميم. بكار بن قيراط بكر بن حنيس بمعجمة ونون وتحتية وسين مهملة الكوفى، نزيل بغداد. بكير بن جعفر الجرجانى. بكير بن خفص الجرجانى بكير بن معروف القومسى بلال بن أبى بلال مرادس الفزارى بفتحتين وهو من شيوخه بيان بن حمران بالراء المدائنى، اصله من تفلس

التاء المثناة

تليد بفتح أوله وكسر اللام بعدها تحتية ساكنة فدال مهملة ابن سليمان، أبو إدريس أو أبو سليمان المحاربى الكوفى. تمتام، لقب يحي بن القاسم. توبة بن خليل، الخياط الكوفى. توبة بن سعد المروزى.

الثاء المثلثة

ثعلبة بن سهيل الطهوى بضم الطاء وفتح الهاء أبو مالك، الكوفى، نزيل الرى.

الجيم

جابر بن نوح الحمانى بكسر المهملة وتشديد الميم أبو بشر الكوفى . جارود بن يزيد العامرى النيسابورى، أبو على أو أبو الضحاك. الجراح ابن سعيد التميمى القهستانى بضم القاف والهاء وسكون المهلة ففوقية

جريج بن معاوية الكوفى. جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله الأزدى، أبو النضر بالنون والمعجمة البصرى. جرير بن عبد الحميد بن قرط بضم القاف وسكون الراء بعدها طاء الضبى الكوفى، قاضى الرى. جعفر ابن زياد الأحمر الكوفى. جعفر بن سليمان الضبعى بضم الضاد وفتح الموحدة أبو سليمان البصرى.

جعفر بن عون بن جعفر بن عمرو بن حريث المخزومى، أبو عون. جعفر بن محمد بن بشير وزن أسير ابن جرير بن عبد الله البجلى بفتحتين الكوفى. جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب الهاشمى، أبو عبد الله، المعروف (بالصادق) رضى الله عنهم. جناب بفتح أوله وبالنون ابن نسطاس بالنون والمهملات، الجنبى بفتح الجيم وسكون النون و بالموحدة العزرى بفتح العين المهملة وسكون الزاى وفتح الراء وبالميم. جنادة بضم أوله فنون ابن سلم بسكون اللام، ابن خالد بن سمرة، السوائى بضم المهملة وتخفيف الواو بالهمزة بعد الألف أبو الحكم الكوفى. جندل بالنون واللام ابن والق بالقاف، التغلبى بمثناة فوقية ومعجمة، أبو على الكوفى.

الحاء المهملة

حاتم بن إسماعيل الكوفى، نزيل المدينة، أبو إسماعيل. حاتم بن سهل. الحارث بن عبد الرحمن الغنوى بفتح الغين المعجمة والنون بعدها واو. الحارث بن عمير، أبو عمير البصرى، نزيل مكة. الحارث بن مسلم الرازى. الحارث بن منصور الواسطى. الحارث بن نهبان الجرى بفتح الجيم أبو محمد البصرى. حامد بن اسحاق العابد. حبان بكسر أوله وبالموحدة ابن إبراهيم الكرمانى. حبان بن سويد بن حليم الصيرفى. حبان بن على العنزى بفتح العين المهملة والنون فزاى أبو على الكوفى. حجر بضم الحاء المهملة وسكون الجيم ابن عبد الجبار بن وائل الحضرى بالحاء المهملة وبالضاد المعجمة حجر بن يزيد حديج بضم اوله وفتح الدال المهملة وسكون التحتية وبالجيم ابن معاوية بن حديج. حذيفة بن إسحاق، ذكره العينى. ولعله انقلب عليه إسحاق بن بشر أبو حذيفة، فلم يذكر ذلك أحد غيره. حسان بن إبراهيم الكرمانى. حسن بن إسماعيل بن رشيد. الحسن بن ثابت الثعلبى بالمثلثة والعين المهملة أبو على الكوفى. الحسن بن الحسن بن الحكم بفتحتين النخعى أو الجعفى. أبو محمد الكوفى. الحسن بن الحسن بن عطية العوفى. الحسن بن أبى الحسن البصرى، حكى عنه حكاية. الحسن بن الحسين ابن زيد بن على الهاشمى المدنى. الحسن بن رشيد، هو ابن إسماعيل نسب إلى جده. الحسن بن زياد اللؤلؤى الكوفى. الحسن بن زيد بن الحسن بن على، أبو محمد المدنى الهاشمى. الحسن بن سليمان البلخى. الحسن بن شراحيل، أبو الحارث. الحسن بن صالح بن حى الهمدانى بسكون الميم وبالدال

المهلة الكوفى. الحسن بن علوان بن قدامة. أبو على الكلبى الكوفى نزيل بغداد.
الحسن بن عمارة البجلى بفتحتين مولاهم، أبو محمد الكوفى. قاضى بغداد.
الحسن بن عياش بالتحتية والشين المعجمة ابن سالم الأسدى، أبو محمد
الكوفى، أخو أبى بكر المقرئ. الحسن بن الفرات بن عبد الرحمن التميمى القزاز.
الحسن بن محمد الليثى، أبو حمد البلخى. الحسن بن المسيب. الحسن بن واقد
المروزى. الحسن بن يزيد بن على الهاشمى الخوارزمى. الحسن بن يوسف . الحسين
بالتصغير ابن حسن بن عطية العوفى الكوفى. الحسين بن رشيد المروزى. الحسين
بن سليمان البلخى. حسين بن على الجعفى الكوفى . حسين بن واقد المروزى، أبو
عبد الله القاضى. الحسين بن الوليد القرشى النسابورى، أبو على أو أبو عبد الله،
لقبه كميل مصغر. قلت : روى الخليلى فى الارشاد عن أبى العباس ابن عقدة أن
الحسين بن الوليد لم يلق أبا حنيفة . الحسين بالتصغير ابن مخارق بن عبد
الرحمن بن ورقاء بن حبشى بضم الحاء المهملة وسكون الموحدة فشين معجمة
فتحتية ابن جنادة بضم الجيم وبالنون، السلولى بفتح المهملة وبلامين أبو
جنادة الكوفى حفص بن حمزة حفص بن سلم الفزارى. أبو مقاتل السمرقندى.
حفص بن سليمان الرازى. حفص بن عبد الرحمن البلخى، قاضى نيسابور.
حفص بن عيسى الكوفى. حفص بن غياث بمعجمة مكسورة وتحتية ومثلثة
ابن طلق بن معاوية النخعى، أبو عمر الكوفى القاضى. حفص بن ميسرة
الصنعانى. حكام بفتح أوله وتشديد الكاف ابن سلم بسكون اللام أبو عبد
الرحمن الرازى. الحكم بفتحتين ابن ظهير بضم أوله مصغرا الفزارى
بفتحتين، أبو محمد الكوفى. الحكم بن عبد الله البلخى، أبو مطيع. الحكم بن
القاسم الكوفى. الحكم بن هشام الثقفى الكوفى. نزيل الشام. حكيم بن زيد،
قاضى آمل بالمد واللام المروزى، وفى خط العينى تبعا لنسخة من مناقب أبى
المؤيد وفى نسخة من مناقب الكددرى: زبيد. حكيم بن قاسم الكوفى. حكيم بن
منصور الواسطى. حماد بن أسامة الكوفى. أبو أسامة. حماد بن الإمام أبى حنيفة.
حماد بن جابر الخياط الكوفى. حماد بن خالد الخياط القرشى، أبو عبد الله
البصرى، نزيل بغداد. حمادبن دليل بدال مهملة ولا مين.

مصغر المداينى، أبو زيد، قاضى المداين. حماد بن زيد بن درهم الأزدى الجهنى،
أبو إسماعيل البصرى. حماد بن أبى سليمان، وهو من شيوخه. حماد بن سلمة بن
دينار البصرى، ابو سلمة، حماد بن شعيب الكوفى. حماد بن عمرو البصرى، أبو

اسماعيل. حماد بن عمرو البصيبي. حمادبن عيسى الجهنى البصرى. حماد بن قيراط النيسابورى، نزيل الشام. حماد بن مسعدة التميمى، أبو سعيد البصرى. حماد بن الوليد الأزدى الكوفى, نزيل بغداد. حماد بن يحيي الأبح بالموحدة المفتوحة بعدها مهملة أبو بكر السلمى البصرى. حمزة بن الحارث بن عمير العدوى. مولا هم،

أبو عمارة البصرى، نزيل مكة. حمزة بن حبيب الزيات القارى، أبو عمارة الكوفى التيمى مولاهم. حمزة بن ربيعة الرملى. حميد بن عبد الرحمن، ابن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسى بضم الراء بعدها همزة أبو عوف الكوفى. حنان بفتح أوله وبالنون ابن سدير بفتح السين وكسر الدال المهملتين فتحتية وبالراء، الصيرفى،حنظلة بن ابى سفيان بن عبد الرحمن ابن صفوان ابن امية الجمحى المكى وهو من أقرانه. حيان بفتح أوله وتشديد الياء التحتية ابن سليمان.

الخاء المعجمة

خارجة بن عبد الله بن سعد بن أبي وقاص. خارجة بن مصعب بن خارجة، أبو الحجاج الضبى بالضاد المعجمة المضمومة وفتح الموحدة الخراسانى السرخسى. خازم بمعجمتين ابن إسحاق بن مجاهد الحنظلى النحوى. خازم بن عبد الله بن خزيمة، وربما نسب إلى جده، السدوسى، أبو خازم البخارى. خاقان بن الحجاج الكوفى، أبو الحجاج. خالد بن خداش بكسر الخاء المعجمة وتخفيف الدال المهملة وأخره معجمة أبو الهيثم المهلبى بضم الميم وفتح الهاء وتشديد اللام مولاهم البصرى. خالد بن سليمان البلخى. خالد بن سليمان الانصارى. خالد بن صبيح بالفتح الفقيه المروزى. خالد بن عامر بن عداس الأسدى الكوفى . خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد الواسطى الطحان، مولى مزينة. خالد بن عبد الرحمن بن بكير السلمى، أبو أمية البصرى. خداش بكسر أوله وتخفيف المهملة واخره معجمة ابن حوشب الكوفى. خلف بن أيوب العامرى، أبو سعيد البلخى البجلى، الفقية. خلف بن خليفة بن صاعد الأشجعى مولاهم، أبو أحمد الكوفى، نزيل واسط فبغداد. خلف بن ياسين ابن معاذ الزيات الكوفى. خلاد بن يحيي المقرئ، أبو يحيي الكوفى . خلاد بن يحيي بن صفوان السلمى، أبو محمد الكوفى، نزيل مكة. خلاد بن يزيد، أبو جويرية الكوفى. خويل بن عبد الله الصفار، أبو عبد الله، ويقال خويلد، أبو مسلم الكوفى، خليد مصغر بن حسان البخارى.

الدال المهملة

داود بن بهرام. داود بن الجراح. داود بن راشد الواسطى. داود بن رشيد بالتصغير الهاشمى مولاهم، الخوارزمى نزيل بغداد. داود بن الزبرقان بكسر الزاى وسكون الموحدة وكسر الراء وبالقاف الرقاشى بفتح الراء والقاف المخففة وبالشين المعجمة، البصرى. داود بن عبد الرحمن العطار، أبو سليمان المكى. داود بن المحبر بمهملة وموحدة مشددة مفتوحة ابن قحذم بفتح القاف وسكون الحاء المهملة وفتح المعجمة، الثقفى البكراوى، أبو سليمان البصرى، نزيل بغداد. داود بن نصير بضم النون أبو سليمان الطائى الكوفى، الفقية الزاهد. داود بن يحي بن عبد الرحمن.

الذال المعجمة

ذواد بفتح أوله وتشديد الواو وبالموحدة ابن علبة بضم المهملة وسكون اللام بعدها موحدة. الحارثى، أبو المنذر الكوفى.

الراء

راهب الكيشى. رباح بالموحدة ابن يزيد القرشى مولاهم الصنعانى. ربيع ابن عاصم الفزارى الكوفى. ربيع بن يونس، أبو الفضل، حاجب المنصور. ربيعة بن أبى عبد الرحمن المدنى، وهو من شيوخه، سمع منه فى المناظرة. رزين الجرجانى. رشيد بالتصغير الهاشمى. مولاهم، والد داود . رقبة بقاف فموحدة مفتوحتين ابن مصقلة بالصاد المهملة والقاف، العبدى الكوفى،

أبو عبد الله. ركين بالتصغير ابن ربيع بن عميلة بفتح العين المهملة، الفزارى، أبو الربيع الكوفى. رواد بتشديد الواو ابن الجراح . روح بن عبادة بضم العين المهملة وبالموحدة ابن العلاء ابن حسان القيسى، أبو محمد البصرى.

الزاى

زافر بالفاء ابن سليمان الأيادى، أبو سليمان القهستانى بضم القاف والهاء وسكون المهملة، نزيل الرى فبغداد، وولى قضاء سجستان . زائدة بن قدامة الثقفى، أبو الصلت الكوفى. الزبير بن سعيد بن داود . الزبير بن سعيد بن سليمان بن سعيد بن نوفل ابن الحارث بن عبد المطلب الهاشمى المدنى، نزيل

المدائن. زفر بضم أوله وفتح الفاء ابن الهذيل العنبرى، أحد الفقهاء الزهاد. زكريا بن أبي زائدة خالد، ويقال هبيرة ابن ميمون بن فيروز الهمدانى بسكون الميم وبالدال المهملة الوادعى، أبو يحيى الكوفى. زكريا بن أبى العتيك الكوفى. زكريا بن عدى بن الصلت التيمى مولاهم، أبو يحيى الكوفى، نزيل بغداد. زكريا بن يحيى الكوفى. زهير بن معاوية بن حديج بضم الحاء وفتح الدال المهملتين وقبل الجيم تحتية أبو خيثمة الجعفى الكوفى، نزيل الجزيرة. زهير بن أبى هند. زياد بن الحسن بن الفرات القزاز التميمى الكوفى. زياد بن عبد الله بن الطفيل العامرى البكائى بفتح الموحدة وتشديد الكاف أبو محمد الكوفى. زيد بن الحباب بضم الحاء وموحدتين أبو الحسين العكلى بضم المهملة وسكون الكاف خراسانى الأصل، الكوفى. زيد بن الحسن القرشى، أبو الحسين، صاحب الأنماط، الكوفى.

السين المهملة

سابق البربرى الزاهد. سابق بن عبد الله الرقى، أبو المهاجر. سالم كما فى نسختين من مناقب الكردرى، وفى نسخة من مناقب أبى المؤيد الخوارزمى: سلم بن محمد اليامى بالتحتية واخره ميم . سالم بن نوح بن أبى العطاء البصرى، أبو سعيد العطار. سباع بكسر أوله فموحدة ابن العلاء بن عبد الله السعدى الكوفى. سعدان بن سعيد الحكمى البخلى. سعدان ابن يحيى اللخمى، فى سعيد بن يحيى. سعد بن سعيد الجرجانى. سعيد ابن الصلت، قاضى شيراز. سعيد بن أوس بن أيوب الأنصارى . سعيد بن أبى الجهم اللخمى الكوفى. سعيد بن الحكم بن أبى نمر المصرى، أبو محمد الجمحى. سعيد بن الحكيم، أبو زيد العبسى بالموحدة الكوفى.

سعيد بن خشيم بمعجمة ومثلثة مصغر ابن رشد بفتح الراء والمعجمة الهلالى، أبو معمر الكوفى. سعيد بن خميس التميمى . سعيد بن سالم القداح، أبو عثمان المكى الفقيه، أصله من خراسان أو الكوفة. سعيد بن سنان البرجمى بضم الموحدة والجيم بينهما راء ساكنة أبو سنان الشيبانى الأصغر، الكوفى، نزيل الرى. سعيد بن سويد الكوفى. سعيد بن سلام العطار، أبو الحسن. سعيد بن الصلت البجلى، قاضى فارس. سعيد بن عامر الضبعى بضم المعجمة وفتح الموحدة أبو محمد البصرى . سعيد بن عبد العزيز التنوخى الدمشقى، الامام. سواه الامام أحمد بالاوزاعى سعيد بن عمران السكونى الكوفى. سعيد بن عامر

الضبي البصرى. سعيد بن عمرو بن أبي نصر السكوني الكوفي . سعيد بن محمد الثقفي. سعيد بن مسروق الكندى الكوفي. سعيد بن مسلمة بن هشام بن عبد الملك بن مروان الرقي. سعيد بن أبي عروبة مهران اليشكرى مولاهم، أبو النضر بمعجمتين البصرى. سعيد بن موسى ابن وردان. سعيد بن همام الأهوازى. سعيد بن يحيي بن صالح اللخمى، أبو يحيي الكوفي، نزيل دمشق، لقبه سعدان. سعيد بن يحيي الحميرى الواسطى. سعيد بن يزيد البغدادى. سعير اخره راء مصغر ابن الخمس بكسر الخاء المعجمة وسكون الميم بعدها مهملة التميمى. أبو مالك أو أبو الأحوص الكوفي. سفيان بن زياد البغدادى الرصافي المخرمى بضم الميم وفتح الخاء المعجمة وكسر الراء المشددة. سفيان بن سعيد بن مسروق، أبو عبد الله الكوفي، سمع من الامام أبي حنيفة وسمع الامام أبو حنيفة منه. سفيان بن عمرو بن زكرياء الحضرمى. سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون، أبو محمد الكوفي ثم المكي. سفينا بن يزيد البغدادى. سلمة بن سنان الأنصارى. سلمة بن صالح، أبو سفيان الواسطى. سلم بن سالم الزاهد البلخى. سلم بن محمد الباهلى. سلام بتشديد اللام بن سلم أو سليم، أبو سليمان، ويقال له ... المداينى. سلام بتشديد اللام.ابن سليم الحنفي مولاهم، أبو الأحوص الكوفي.

سلام بن ب... ،أبو سعيد الخزاعى مولاهم البصرى. سلام، أبو المنذر البصرى. سليمان بن حيان بفتـ... التحـ... أبو خالد الأحمر الكوفي. سليمان بن أبي شيخ الواسطى. سليمان بن طرخان التيمى. ...ر المعتمر البصرى. نزل فى التيم فنسب إليهم، وهو من أقرانه. سليمان بن عمير بن نجيح الجزرى المقرئ. سليمان بن عمرو بن الأحوص الجشمى بضم الجيم وفتح المعجمة الكوفي. سليمان بن عمرو ابن عبد الله، أبو داود النخعى. سليمان بن فيروز، أبو أسحاق الكوفي. سليمان بن أبي كريمة الشامى. سليمان بن مسلم بن نافع الخشاب المكي، نزيل الكوفة. سليمان الأحمر اليشكرى، أبو خالد الكوفي. سليم بن عيسى المقرئ الكوفي. سليم بفتح أوله وقيل بضمه المكى الخشاب، الكاتب، أبو مسلم. سنان بن هارون البرجمى بضم الموحدة وفتح الجيم وسكون الراء بينهما، سهل بن مزاحم المرازى. سهيل البصرى. سوار بتشديد الواو واخره راء ابن عبد الله بن قدامة التميمى العنبرى، القاضى البصرى. سوار بن مصعب

الهمدانى الضريرالكوفى. سويد بن عبد العزيز بن نمير السلمى مولاهم الدمشقى. أو الحمصى. سيف بن أسلم الكوفى.سيف بن جابر، قاضى واسط، ابو الموفق. سيف بن الحارث الكوفى سيف بن عمر التيمى، كذا ذكره الخوارزمى والكردرى والعينى، وصوابه التميمى بميمين بعد كل تحتية ويقال الضبى، ويقال غير ذلك، وهوصاحب كتاب الردة. سيف بن عميرة النخعى الكوفى . سيف بن محمد الثورى، ابن أخت سفيان.

الشين المعجمة

شبابة بموحدتين والتخفيف ابن سوار بتشديد الواو وأخره راء، المدائنى، أصله من خراسان، يقال كان اسمه مروان، مولى فزارة بفتح أوله وثانيه . شبة بن عقال، أو عقال بن شبة، الكوفى. شجاع بن الوليد بن قيس السكونى، أبو بدر الكوفى. شداد بن حكيم البلخى، أبو عثمان. شريك بن عبد الله النخعى الكوفى، القاضى، أبو عبد الله. شعبة بن الحجاج بن الورد العتكى بفتح العين المهملة والفوقية وبالكاف مولاهم، أبو بسطام الواسطى ثم البصرى. شعيب بن إسحاق بن عبد الرحمن الأموى مولاهم البصرى ثم الدمشقى. شعيب بن أيوب بن زريق الصريفينى بفتح الصاد المهملة وكسر الراء وسكون التحتية ففاء فتحتانية فنون فتحتية القاضى، واسطى الأصل. شعيب بن حرب المدائنى، أبو صالح، نزيل مكة. شعيب بن عبد العزيز. شقيق بن إبراهيم البلخى الزاهد، أبو على. شيبان بن عبد الرحمن التميمى مولاهم، أبو معاوية النحوى البصرى، نزيل الكوفة، يقال إنه منسوب إلى نحو بطن من الأزد لا إلى علم النحو. شيبة بن عبد الرحمن بن إسحاق القرشى الكوفى.

الصاد المهملة

صالح بن بيان الساحلى، قاضى سيراف. صالح بن عمر الواسطى صباح بتشديد الموحدة بن محارب التميمى الكوفى، نزيل الرى. صباح بن يحيى المزنى الكوفى. صفية امر أة حفص بن عبد الرحمن. صلت بفتح أوله وأخره مثناة ابن بهرام التيمى، وهو من أقرانه، الكوفى، أبو هاشم . الصلت بن الحجاج الاسدى الكوفى.الصلت ابن العلاء.

الضاد المعجمة

ضحاك بن حمزة، الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم الشيباني ابو عاصم النبيل البصري، الضحاك بن مسافر، ضمرة بن حبيب بن صهيت الزبيدى، ضمرة بن ربيعة الرملي.

الطاء المهملة

طريف بن عيسى الجزرى۞ طريف بن ناضح بالضاد المعجمة وقيل بالمهملة الكوفى ۞ طلحة بن إياس البغدادى ۞ طلحة بن زيد الرقى ۞ طلحة بن سنان بن الحارث بن مصرف اليامى بالتحتية والميم اخره ۞ طلق بسكون اللام ابن غنام بمعجمة ونون ابن طلق بن معاوية النخعى الكوفى، أبو محمد ۞ طلاب بن حو شب، أبو رويم الشيبانى الكوفى.

العين المهملة

۞ عاصم بن عبد الله الأسدى ۞ عاصم بن مرزوق الواسطى ۞ عاصم بن أبي النجود بنون حكى فتحها وضمها فجيم واسم أبي النجود بهدلة بفتح الموحدة وسكون الهاء، الأسدى مولاهم الكوفى. أبو بكر المقرئ، وهو من شيوخه ۞ عافية بفاء وتحتانية ابن يزيد بن قيس، القاضى الازدى الكوفى ۞ عامر بن الفرات النسائى ۞ عائذ بتحتانية ومعجمة من غير إضافة ابن حبيب بن الملاح بفتح الميم وتشديد اللام وبمهملة، أبو أحمد الكوفى، أو أبو هشام، بياع الهروى ۞ عباد بفتح أوله وتشديد الموحدة

ابن صهيب البصرى ۞ عباد بفتح أوله ابن عباد بن حبيب بن المهلب بن أبي صفرة الأزدى، أبو معاوية البصرى ۞ عباد بن العوام بفتح المهملة وتشديد الواو ابن عمر الكلابى مولاهم، أبو سهل الواسطى ۞ عباد بن كثير الثقفى البصرى ۞ عبثر بفتح أوله وسكون الموحدة وفتح المثلثة. أبو القاسم الزبيدى بضم الزاى، أبو زيد كذلك، الكوفى ۞ العباس بن سالم الطائى اليمنى ۞ عبد الله بن الأجلح الكوفى ۞ عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودى بسكون الواو وبالدال المهملة أبو محمد الكوفى ۞ عبد الله بن أسيد الاخنسى

بفتح أوله وسكون المعجمة وفتح النون و بالسين المهملة عبد الله بن بزيغ بالزاى والغين المعجمة الاهوازى عبد الله بن بكر بفتح الموحدة وسكون الكاف ابن حبيب السهمى ۞ عبد الله بن بكير النخعى الكوفى ۞ عبد الله بن داود بن ثمامة الهمدانى.

بسكون الميم وبالدال المهملة أبو عبد الرحمن الخريبي بمعجمة فراء فتحتية فموحدة مصغر، البصرى، كوفى الأصل ۞ عبد الله بن رجاء البصرى، أبو عمران، نزيل مكة ۞ عبد الله بن زيد بن أسلم العدوى مولى آل عمر، أبو محمد المدنى عبد الله بن زياد الكوفى عبد الله بن السجزى عبد الله بن بن سليمان البغدادى ۞ عبد الله بن سوار بتشديد الواو ابن عبد الله بن قدامة العنبرى، أبو السوار البصرى، القاضى ۞ عبد الله ابن شبرمة بضم المعجمة وسكون الموحدة وضم الراء ابن الطفيل بن حسان الضى، أبو شبرمة الكوفى، القاضى ۞ عبد الله بن شداد عبد الله ابن صالح بن مسلم ابو المنذر الوارق عبد الله بن عامر بن زرارة الحضرمى مولاهم، أبو محمد الكوفى ۞ عبد الله بن عبد الله بن الأسود الحارثى، أبو عبد الرحمن الكوفى ۞ عبد الله بن عثمان بن خثيم بالمعجمة والمثلثة مصغر القارئ المكى، أبو عثمان ۞ عبد الله بن على بن مهران الكوفى ۞ عبد الله بن عمر بن حفص بن عمر بن عاصم بن عمربن الخطاب، أبو عبد الرحمن العمرى ۞ عبد الله بن عون بن أرطبان بفتح الهمزة وسكون الراء وفتح الطاء المهملة وبالموحدة أبو عون البصرى ۞ عبد الله بن المبارك المروزى، مولى بنى حنظلة، الكوفى، الامام ۞ عبد الله ابن المغيرة البغدادى ۞ عبد الله بن موسى بن باذام العبسى. بالموحدة الكوفى، أبو محمد ۞ عبد الله بن منجوف بميم مفتوحة فنون ساكنة فجيم فواو ففاء الطهوى بضم الطاء وبتح الهاء وقد تسكن؛ وقد بفتح الطاء مع السكون ثلاث لغات ۞ عبد الله بن ميمون الرقى، أبو عبد الرحيم الكوفى ۞ عبد الله ابن النعمان السحيمى بمهملتين مصغر اليمامى، وهو من أقرانه ۞ عبد الله بن نمير بنون مصغر الهمدانى، أبو هشام الكوفى ۞ عبد الله ابن واقد الحرانى، أبو قتادة، أصله من خراسان ۞ عبد الله بن واقد،

أبو رجاء الهروى بفتحتين ۞ عبد الله بن الوليد بن ميمون، أبو محمد المكى، المعروف بالعدنى ۞ عبد الله بن وهب الحضرمى الكوفى ۞ عبد الله بن يزيد المكى، أبو عبد الرحمن المقرئ،أصله من البصرة أو الاهواز، سمع من الامام أبى حنيفه تسعمائة حديث ۞ عبد الله بن يزيد الهذلى بضم الهاء وفتح الذال المعجمة البصرى، نزيل واسط، ابو زيد ۞ عبد الله بن يوسف الخوارزمى ۞ عبد الاعلى بن عبد الاعلى البصرى السامى بالمهملة أبو محمد البصرى ۞ عبد الحكم بن ميسرة، أبو يحيي المروزى ۞ عبد الحكيم ابن منصور الخزاعى بضم المعجمة وبالزاى أبو سهل أو أبو سفيان الواسطى ۞ عبد الحميد بن عبد الرحمن الحمانى بكسر المهملة وتشديد الميم أبو يحيي، لقبه (بشمين) بموحدة مفتوحة فشين معجمة ساكنة فميم مكسورة فتحتية ساكنة فنون.

۞ عبد ربه بن نافع الكنانى بنونين' الحناط بمهملة ونون نزيل المدائن، أبو شهاب الأصغر ۞ عبد الرحمن بن الأصبغ بالغين المعجمة الحضرى الكوفى ۞ عبد الرحمن بن الحسن الزجاج الموصلى ۞ عبد الرحمن بن خالد بن زياد بن جرو بكسر الجيم وسكون الراء وبالواو البلخى' أصله من ترمذ ۞ عبد الرحمن بن الدوسى. أبو زهير الرازى ۞ عبد الرحمن بن طلحة ابن مصرف بضم الميم وفتح المهملة وكسر الراء المشددة وبالفاء ابن عمرو بن كعب اليامى بالتحتية والميم اخره ياء الكوفى عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد ربه اليشكرى النسائى القاضى ۞ عبد الرحمن بن عبد الملك ابن سعيد بن حيان بمهملة وتحتية ابن أبجر بموحدة وجيم وزن أحمد، الكوفى ۞ عبد الرحمن بن مالك بن مغول بكسر أوله وسكون المعجمة وفتح الواو الكوفى ۞ عبد الرحمن بن محمد بن زياد المحاربى، أبو محمد الكوفى ۞ عبد الرحمن بن مهدى بن حسان العنبرى مولا هم، أبو سعيد البصرى

۞ عبد الرحمن بن هانى الثقفى، أبو نعيم ۞ عبد الرحمن بن هانى النخعى الكوفى ۞ عبد الرحيم بن سليمان السكنانى أو الطائى، أبو على الأشل المروزى، نزيل الكوفة ۞ عبد الرزاق بن سعيد ۞ عبد الرزاق بن همام ابن نافع الحميرى مولا هم، أبو بكر الصنعانى ۞ عبد السلام بن حرب بن سلمة النهدى بالنون، الملائى بضم الميم وتخفيف اللام أبو بكر الكوفى أصله بصرى ۞ عبد العزيز بن أبان بن محمد بن عبد الله بن سعيد بن العاص الأموى السعيدى ابو خالد الكوفى. نزيل بغداد. عبد العزيز أبو خالد بن زياد الترمذى ۞ عبد العزيز بن

أبي حازم سلمة بن دينار المدنى۞ عبد العزيز ابن أبى رزمة بكسر الراء وسكون الزاى اليشكرى مولاهم، أبو محمد المروزى ۞ عبد العزيز بن أبى رواد بفتح الراء وتشديد الواو ۞ عبد العزيز ابن ابى سلمة الماجشون بكسر الجيم وبالشين المعجمة، ومعناه المورد بضم الميم وتشديد الراء المفتوحة والدال المهملة ۞ عبد العزيز بن محمد المدنى.

۞ عبد العزيز بن أبو مسلم الواسطى ۞ عبد العزيز النهاوندى، والد نصر ۞ عبد القدوس بن بكر بن خنيس بمعجمة ونون مصغر الكوفى، أبو الجهم ۞ عبد الكريم بن عبيد الله الجرجانى ۞ عبد الكريم بن محمد الجرجانى ۞ عبد الكريم بن مالك الجزرى، ابو سعيد، مولى بنى أمية، وهو الخضرى بالخاء والضاد المعجمتين نسبة الى قرية باليمامة عبد الكريم بن هلال الجعفى الكوفى ۞ عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبى رواد ۞ عبد الملك بن زريق ۞ عبد الملك بن أبى سليما ن الكوفى.

۞ عبد الملك بن عبد الرحمن بن عبدالله الأصبهانى ثم الكوفى ۞ عبد الملك ابن عبد العزيز بن جريج بضم الجيم وفتح الراء وسكون التحتية الأموى مولاهم، أبو الوليد أو أبو خالد ۞ عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبى سلمة الماجشون، أبو مروان المدنى ۞ عبد الملك بن واقد الحرانى ۞ عبد الواحد بن زياد، أبو بشر العبدى مولاهم البصرى ۞ عبد الواحد ابن زيد البصرى الزاهد ۞ عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان العنبرى مولاهم، أبو عبيدة التنورى بفتح المثناة الفوقية وتشديد النون البصرى ۞ عبد الوهاب بن إبراهيم الخراسانى ۞ عبد الوهاب بن عبد ربه البلخى ۞ عبد الوهاب بن نجدة بفتح النون وسكون الجيم الحوطى بفتح المهملة بعدها واو ساكنة، أبو محمد ۞ عبد الوهاب، لم أقف على اسم أبيه، الكوفى' والد محمد القناد بالقاف والنون ويقال له السكرى أيضا ۞ عبد ة بن سليمان الكلابى، أبو محمد الكوفى، يقال اسمه عبد الرحمن ۞ عبيد الله بن أسير كأمير الأخنسى الكوفى ۞ عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن الحميرى البصرى.

۞ عبيد الله بن زياد الكوفى ۞ عبيد الله بن الزبير القويسى مولى عبد الله بن مسعود ۞ عبيد الله بن سعيد بن مسلم الجعفى، أبو مسلم الكوفى ۞ عبيد الله بن عبد الرحمن المروزى ۞ عبيد الله ابن عبد الرحمن الأشجعى الكوفى ۞ عبيد الله بن عمر العمرى ۞ عبيد الله بن عمرو الجزرى الرقى ۞ عبيد الله بن محمد

بن عائشة، اسم جده حفص بن عمر بن موسى بن عبيد الله بن معمر التيمى وقيل له ابن عائشة، و (العائشى) و (العيشى) نسبة إلى عائشة بنت طلحة لأنه من ذريتها ۞ عبيد الله بن موسى بن باذام بالموحدة والذال المعجمة العبسى بالموحدة الكوفى، أبو محمد ۞ عبيد الله بن الوليد الوصافى بالواو وتشديد الصاد المهملة وبالفاء أخت القاف الكوفى ۞ عبيد الله الخوارزمى ۞ عبيدة بضم أوله وبالهاء وبلا إضافة ابن سعيد بن أبا ن بن سعيد ابن العاص القرشى الأموى ۞ عبيدة بفتح أوله ابن حمد الكوفى،

أبو عبد الرحمن، المعروف بالحذاء، التيمى أو الليثى أو الضبى ۞ عبيدة بن إسحاق العطار الكوفى ۞ عتاب بن بشير الحرانى عثمان بن ابراهيم القرشى الكوفى.عثمان بن حميد البخارى، المعروف بابى حنيفة. ۞ عثمان دينار الكوفى ۞ عثمان بن زائدة الرازى، أبو محمد المقرئ العابد ۞ عثمان بن سابق الرق ۞ عثمان بن عبد الله الكوفى ۞ عثمان بن على ۞ عثمان بن مقسم الكندى البصرى ۞ عدى بن الفضل البصرى ۞ عصام بكسر أوله وتخفيف المهملة ابن يزيد بن عجلان، مولى مرة الطبيب الكوفى نزيل أصبهان، يلقب (جبر) ۞ عصام بن يوسف البلخى ۞ عصمة بكسر أوله وسكون المهملة ابن الجراح الفارسى ۞ عصمة بن سالم الأسدى.

۞ عصمة بن عبد الله بن سالم الأسدى الكوفى ۞ عطار بن جبلة الكرمانى ۞ عفيف بن سالم الموصلى البجلى بفتح الموحدة والجيم مولاهم، أبو عمرو ۞ عفان بتشديد الفاء، ابن سيار بمهملة فتحتية ثقيلة الباهلى، أبو سعيد الجرجانى ۞ عفان بن مسلم، أبو عثمان الصفار البصرى ۞ علقمة بن مرثد بفتح الميم والمثلثة وسكون الراء بينهما الحضرمى، أبو الحارث الكوفى، وهو من أقرانه ۞ على بن إبراهيم ۞ على بن الجعد بن عبيد الجوهرى البغدادى ۞ على بن الحسن الجعفى الكوفى ۞ على بن حمزة الكسائى ۞ على الحضرمى الكوفى ۞ على بن سليمان الشامى ۞ على بن صالح بن صالح بن حى الهمدانى، أبو محمد الكوفى ۞ على بن ظبيان بمعجمة مشالة مفتوحة فساكنة ابن هلال الكوفى العبسى بالموحدة، قاضى بغداد ۞ على بن عاصم بن صهيب الواسطى التيمى مولاهم ۞ على بن عاصم بن مرزوق ۞ على بن عباس بن محمد بن حجر

الكوفى ۞ على بن على الحميرى ۞ على بن عياش بتحتانية ومعجمة الألهانى بفتح الهمزة وسكون اللام وبالنون، الحمصى ۞ على بن غراب باسم الطائر الفزارى بفتح الفاء مولاهم الكوفى القاضى، و (غراب) لقب واسمه عبد العزيز ۞ على بن قادم الخزاعى بضم الخاء الكوفى ۞ على بن مجاهد بن مسلم الكابلى بضم الموحدة وتخفيف اللام ۞ على بن محمد البلخى ۞ على بن مسهر بضم الميم وسكون المهملة وكسر الهاء القرشى الكوفى، قاضى الموصل ۞ على بن هاشم بن بريد بفتح الموحدة وبعد الراء تحتية الكوفى، أبو على الخزاز بالمعجمات ۞ على بن يزيد بن سليم الصدائى بضم الصاد وتخفيف الدال المهملتين وبالمد الأكفانى الكوفى ۞ على ابن يونس البلخى ۞ العلاء بن حصين الرازى، أبو حصين ۞ العلاء بن محمد بن الحسان الطائى ۞ العلاء بن منهال الغنوى بالغين المعجمة وبالواو الكوفى ۞ العلاء بن هارون الرملى ۞ العلاء بن هارون الواسطى أخو يزيد۞ عمار بالفتح وتشديد ابن بزيغ ۞ عمار بن حبيب بن حسان بن أبى الاشرس الكوفى ۞ عمار بن رزيق بتقديم الراء مصغر

الضبى بالمعجمة فالموحدة التميمى، أبو الأحوص الكوفى ۞ عمار بن سيف الضبى بالمعجمة فالموحدة أبو عبد الرحمن الكوفى ۞ عمار بن عبد الملك، أبو اليقظان الكوفى ۞ عمار بن محمد الكوفى ۞ عمار بن نوح الأهوازى ۞ عمارة بضم العين وبالتخفيف ابن محمد الكوفى ۞ عمارة السرخسى قاضيها ۞ عمران بن إبراهيم ۞عمران بن عبد الله الجرجانى ۞ عمران بن عبيد المكى ۞ عمران بن عبيد الجرجانى ۞ عمر بن أبى الأحوص ۞ عمر بن أيوب الموصلى، ابو حفص ۞ عمر بن حبيب بن محمد العدوى القاضى البصرى ۞ عمر بن ذر بن عبد الله بن أبى زرارة الهمدانى بسكون الميم وبالذال المعجمة المرهبى بضم الميم وسكون الراء وكسر الهاء وبالموحدة، أبو ذر الكوفى ۞ عمر بن رباح بكسر أوله وتحتية العبدى البصرى، قاضى بلخ ۞ عمر بن الرماح البلخى ۞ عمر بن سعد بن سعيد بن عبيد، أبو داود الحفرى بضم الحاء المهملة والفاء نسبة إلى موضع بالكوفة ۞ عمر بن شبيب الكوفى ۞ عمر الضرير البصرى ۞ عمر بن عبيد الكوفى ۞ عمر بن عثمان ۞ عمر بن على بن عطاء بن مقدم وزن محمد البصرى،

أصله واسطى ۞ عمر بن عون بن مقدم ۞ عمر بن عيسى بن سويد، أبو نعامة العدوى البصرى ۞ عمر بن القاسم التمار ۞ عمر بن قيس المكى، المعروف بسندل بفتح المهملة وسكون النون وآخرلام ۞ عمر بن محمد الكوفى ۞ عمر بن هارون بن يزيد الثقفى مولاهم البلخى ۞ عمرو بفتح أوله ابن أيوب الموصلى ۞ عمرو بن جميع الكوفى ۞ عمرو بن حماد بن طلحة القناد بالقاف والنون ابو محمد الكوفى عمرو بن حبيب ۞ عمرو بن حماد ۞ عمرو بن داود الكندى، أبو حفص المروزى ۞ عمرو بن دينار المكى،

أبو محمد الأثرم الجمحى بضم الجيم وفتح الميم مولاهم ۞ عمرو بن سعيد ۞ عمروبن سليمان العطار الكوفى ۞ عمرو بن شبيب الكوفى ۞ عمروبن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص ۞ عمرو بن عبيد بن باب بموحدتين التميمى مولاهم، أبو عثمان البصرى ۞ عمرو بن عيسى ۞ عمرو بن عنبسه ۞ عمرو بن مجمع السكونى بفتح السين وضم الكاف وبالنون أبو المنذر الكوفى ۞ عمرو بن مجمع الكندى الكوفى ۞ عمرو بن محمد، أبو سعد القرشى مولاهم الكوفى العنقزى بفتح المهملة وسكون النون وفتح القاف فزاى ۞ عمرو بن الهيثم بن قطن بفتح القاف والمهملة القطعى بضم القاف وفتح المهملة أبو قطن البصرى ۞ عنان كذا فى خط العينى بالنون وصوابه عتاب بالمثناة الفوقية المشددة وبالموحدة ابن بشير الحرانى.

۞ عبسه بفتح أوله فالباء ساكنة فموحدة فسين مهملة مفتوحتين ابن الأزهر الشيبانى، أبو يحي الكوفى، قاضى جرجان ۞ عنتر بن القاسم ۞ عون بن جعفر المكتب، أبو محمد العبسى بالموحدة الكوفى ۞ عون بن العلاء بن عبد الكريم الهمدانى بسكون الميم وبالدال المهملة الكوفى ۞ عيسى بن أيوب ۞ عيسى بن خالد الرازى الأصم ۞ عيسى بن سليمان بن دينار الدارمى الجرجانى، أبو طيبة ۞ عيسى بن عثمان المروزى ۞ عيسى بن لقمان القرشى الكوفى ۞ عيسى بن ماهان، أبو جعفر الرازى ۞ عيسى بن موسى، أبو أحمد التيمى البخارى الأزرق، يلقب (غنجار) بضم المعجمة وسكون النون بعده جيم ۞ عيسى بن موسى الليثى، من اهل البحرين ۞ عيسى بن يونس أخو إسرائيل ابن أبى إسحاق، أبو عمرو السبيعى بفتح السين المهملة وكسر الموحدة الكوفى نزيل الشام.

الغين المعجمة

۞ غسان بن غيلان الأسدى الكوفى ۞ غوث بن المبارك العبدى الكوفى
۞ غورك بضم أوله ابن الخضرم بالخاء والضاد المعمتين، أبو كثير السعدى
۞ غياث بن إبراهيم النخعى القاضى ۞ غياث بن إبراهيم التميمى الكوفى
۞ غيلان، عير منسوب، قال أبو محمد الحارثى: والظاهر أنه غيلان ابن جامع بن أشعث المحاربى البخارى قاضى الكوفة.

الفاء

۞ فرج بن بيان ۞ فرج بن حسان بن موسى بن بهلول ۞ فرج بن فضالة بفتح الفاء ابن النعمان التنوخى الشامى ۞ فروخ بن عبادة ۞ فضالة بن إبراهيم التيمى، أبو إبراهيم وأبو أحمد المروزى ثم النسائى ۞ الفضل بن دكين بالمهملة والكاف مصغر واسمه عمرو بن حماد بن زهير أبو نعيم التيمى مولا هم الأحول، أبو نعيم الملائى بضم الميم مشهور بكنيته ۞ الفضل بن سويد المروزى ۞ الفضل بن عطية المروزى، وهو من أقرانه ۞ الفضل بن عنبسة الخزاز بمعجمات الواسطى ۞ الفضل السجزى بكسر المهملة وسكون الجيم وبالزاى ۞ الفضل بن موسى السينانى بمهملة مكسورة فتحتية ونو نين أبو عبد الله المروزى ۞ الفضل بن موفق المكى الكوفى.
۞ الفضيل بضم الفاء مصغر ابن زبير الأسدى الكوفى ۞ فضيل بن سليمان النميرى بالنون مصغر أبو سليمان البصرى ۞ الفضيل بن عياض بكسر العين المهملة وبالتحتية والضاد المعجمة ابن مسعود التميمى، أبو على الزاهد، خراسانى الأصل نزيل مكة ۞ الفضيل بن غزوان المعجمة وسكون الزاى ابن جرير الضبى بفتح المعجمة وكسر الموحدة مولاهم، أبو الفضل الكوفى ۞ فياض (ابن محمد) الرقى ۞ فيروز بن كعب المروزى ۞ فيض بن محمد الرقى.

القاف

۞ قاسم بن الحكم بن كثير العرنى بضم المهملة وفتح الراء بعدها نون أبو أحمد الكوفى، قاضى همدان ۞ قاسم بن الربيع، أبو محمد، الأسود الكوفى
۞ قاسم بن غصن الدمشقى ۞ قاسم بن عنام ۞ قاسم بن مالك المزنى الكوفى

۞ قاسم بن محمد العدنى بفتح العين وبالدال المهملة ۞ قاسم ابن معن بفتح الميم وسكون العين المهملة ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود المسعودى الكوفى، أبو عبد الله القاضى ۞ قاسم بن يزيد الجرمى بفتح الجيم وسكون الراء المهملة الكوفى ۞ قبيصة بفتح أوله وكسر الموحدة ابن عقبة بن محمد بن سفيان السوائى بضم المهملة وتخفيف الواو وبالمد، أبو عامر الكوفى ۞ قتادة بن دعامة، وهو من شيوخه ۞ قران بضم القاف وتشديد الراء وبعد الألف نون ابن تمام الأسدى الكوفى ۞ قرة بن موسى بن طارق الزبيدى ۞ قريش الهمدانى ۞ قزعة بزاى وفتحات ابن سويد بن حجير بالحاء المهملة فالجيم والتصغير، الباهلى بالموحدة أبو محمد البصر ۞ قطبة بالموحدة ابن عبد العزيز ابن سياه بكسر السين المهملة بعدها تحتية خفيفة الأسدى الكوفى ۞ قيس ابن الربيع الأسدى، أبو محمد الكوفى.

الكاف

۞ كادح بن رحمة الزاهد، أبو رحمة الكوفى ۞ كامل بن العلاء التميمى الكوفى ۞ كثير بن إسماعيل أو ابن نافع الكوفى النواء بالنون وتشديد الواو أبو إسماعيل التميمى الكوفى ۞ كثير بن محمد بن عبد الله العجلى ۞ كثير ابن هشام الكلا بى الرق، أبو سهل، نزيل بغداد ۞ كنانة بكسر الكاف ابن جبلة بالجيم والموحدة الهروى.

اللام

۞ لبيب بالموحدة فتحتية فموحدة ابن عبد الرحمن الهمدانى الكوفى ۞ ليث بالتحتية والثاء المثلثة ابن أبى سليم بضم السين، ابن زنيم بالزاى والنون مصغر، واسم أبيه أيمن، وقيل أنس، وقيل غير ذلك ۞ الليث
ابن سعد بن عبد الرحمن الفهمى بفتح الفاء أبو الحارث المصرى، الامام المشهور، قال أبو محمد الحارثى: روى الليث بن سعد عن أبى حنيفة وعن أبى يوسف عن ابى حنيفة، ور وى عنه أبو حنيفة ۞ الليث ابن نصر.

الميم

۞ مالك بن أبان البجلى الكوفى ۞ مالك بن إسماعيل، أبو غسان النهدى بفتح النون الكوفى ۞ مالك بن أنس بن ابى عامر، أبو عبد الله الأصبحى، إما م دار الهجرة، ذكر أبو المؤيد الخوارزمى أنه روى عن الإمام أبى حنيفة وروى الإمام أبو حنيفة عنه) مالك بن سليمان الهروى ۞ مالك بن سعير بضم أوله وبالراء ابن الخمس بكسر الخاء المعجمة وسكون الميم بعدها مهملة ۞ مالك بن الفديك بضم الفاء وفتح الدال المهملة وسكون التحتية وبالكاف الكوفى،مالك بن المغول بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الواو الكوفى أبو عبد الله البجلى بفتح الموحدة والجيم ۞ (ماهان) الرازى ۞ مبارك بن سعيد الثورى الكوفى ۞ المتوكل ابن شداد البلخى.

۞ متوكل بن عمران كذا فى نسختين من مناقب الكرد رى، وفى مناقب أبى المؤيد وخط العينى : حمران وهو الصواب البلخى ۞ مجالد بالجيم ابن سعيد، وهو من شيو خه ۞ مجاهد بن عمرو، القاضى بما وراء النهر ۞ محاضر بحاء مهملة وضاد معجمة ابن المورع بضم الميم وفتح الواو وتشديد الراء المكسورة بعدها مهملة الكوفى ۞ مخلد بفتح أوله وثالثه وسكون ثانيه الخاء المعجمة ابن الحسين الأزدى المهلبى، أبو محمد البصرى، نزيل المصيصة ۞ مخلد بن عمرو البخارى القاضى ۞ مخلد بن يزيد الحرانى ۞ مراجم براء وجيم ابن العوام بن مراجم كذلك ۞ مرزبان بن مسروق الكوفى ۞ مروان بن سالم الغفارى، أبو عبد الله الجزرى ۞ مروان بن شجاع بن عمرو،أبو عبد الله الأموى مولا هم الجزرى ۞ مروان بن معاوية ۞ مروان بن عمران الموصلى الأنصارى ۞ مزاحم بن العوام البصرى ۞ مساور بن وردان الوراق الكوفى ۞ مسروح بن عبد الرحمن، أبو شهاب ۞ مسعدة بن يسع الباهلى.

۞ مسعر بكسر أوله وسكون ثانيه وفتح المهملة وبالراء ابن كدام بكسر الكاف وتخفيف الدال المهملة ابن ظهير الهلالى، أبو سلمة الكوفى ۞ مسكين بن بكير الحرانى ۞ مسلمة بن جعفر البجلى الكوفى ۞ مسهر بضم أوله وسكون السين المهملة وكسر الهاء ابن عبد الملك بن سلع الهمد انى الكوفى، أبو زيد ۞ مسلم بن خالد بن عبد الملك بن سلع الهمدانى بسكون الميم وبالدال

المهملة الكوفى ۞ مسيب بن شريك التميمى الكوفى، أبو سعيد ۞ مشمعل بميم مضمومة فشين معجمة ساكنة فميم مفتوحة فعين مهملة مكسورة فلام مشددة ابن ملحان الطائى الكوفى، نزيل بغداد ۞ مصعب بن راشد ۞ مصعب بن سلام بتشديد اللام التميمى الكوفى نزيل بغداد ۞ مصعب بن المقدام الخثعمى مولاهم، أبو عبد الله الكوفى ۞ مصعب بن وردان الأودى ۞ مطرف بضم أوله وفتح ثانيه وتشديد الراء المكسورة ابن طريف الكوفى، أبو بكر أوأبو عبد الرحمن الكوفى وهو من أقرانه ۞ مطرف بن مازن الصغان قاضيها ۞ مطلب بضم أوله وفتح الطاء المشددة وكسر اللام ابن زياد بن أبى زهير الثقفى مولاهم الكوفى.

۞ معاذ بن عمران ۞ معاذبن مسلم القرظى بالظاء المشالة المعجمة الوفى ۞ معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان العنبرى، أبو المثنى البصرى القاضى ۞ معاذ، أبو الجارود ۞ المعانى بن عمران الأزدى الفهمى، أبو مسعود الموصلى ۞ المعافى بن المختار الكوفى ۞ معاوية بن عبيد الله بن ميسرة،أبو خنس الصائدى بصاد مهملة وبعد الألف تحتية فدال مهملة ۞ معاوية بن عمار البجلى بفتح الموحدة والجيم الكوفى ۞ معاوية بن هشام القصار، أبو الحسن الكوفى، مولى بنى أسد، ويقال له معاوية بن أبى العباس.

۞ معتمر بن سليمان التيمى، أبو محمد البصرى، يلقب (الطفيل) ۞ معروف بن حسان المروزى ۞ معلى بضم أوله وفتح ثانيه وتشديد اللام المفتوحة ابن منصور الرازى، أبو يعلى، نزيل بغداد ۞ معمر بفتح أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه مخففا ابن خاقان البصرى ۞ معمر بن راشد الأزدى مولاهم، أبو عروة البصرى نزيل اليمن ۞ معمر بن الحسين الهروى ۞ مغضب بغين فضاد معجمتين ابن سلام التميمى الكوفى ۞ مغيرة بن أحمد البجلى الكوفى ۞ مغيرة بن حمزة ابن المغيرة الكوفى ۞ مغيرة بن عبد الله ۞ مغيرة بن مقسم بكسر الميم الضبى بفتح المعجمة وكسر الموحد المشدودة مولاهم، أبو هشام الكوفى الضرير ۞ مغيرة بن موسى البصرى، نزيل خوارزم ۞ المفضل بن صالح، أبو على الاسدى النخاس بالنون والخاء المعمة الكوفى ۞ المفضل ابن صدقة، أبو حماد الكوفى.

۞ مقاتل بن حيان بفتح الحاء المهملة وبالتحتية النبطى بالنون والموحدة، أبو بسطام البلخى، الخزاز بمعجمة وزايين منقوطتين ۞ مقاتل بن الفضل البلخى ۞ مكى بن براهيم بن بشير وزن أمير التميمى البلخى، أبو السكن ۞ مندل بن على العنزى الكوفى ۞ منصور بن ابى الاسود، يقال ان اسم ابيه حازم، الليثى الكوفى منصور بن حازم الكوفى ۞ منصور بن الحكم ۞ منصور بن عبد الله الثقفى ۞ منصور بن عبد الحميد المروزى ۞ منصور بن المعتمر بن عبد الله السلمى، أبوعتاب بمثناة فوقية ثقيلة فموحدة الكوفى ۞ منصور الواسطى كوفى الأصل، أبو شيخ، والد سليمان ۞ منصور بن وردان الأزدى الكوفى ۞ منير آخره راء ابن عبد الله الكوفى المهاجر البغدادى.

۞ مهران بكسر أوله ابن أبى عمر العطار، أبو عبد الله الرازى ۞ موسى بن سعيد، أبو بكر ۞ موسى بن سليمان ۞ موسى بن طارق اليماى بالميم أبو قرة بضم القاف، الربيدى بفتح الزاى، القاضى ۞ موسى بن يزيد الكندى الكوفى ۞ ميمون بن سياه.

النون

۞ نافع بن عبد الرحمن بن أبى نعيم القارئ المدنى، مولى بنى ليث، أصله من أصبهان، وقد ينسب لجده ۞ نصر بن باب بموحدتين أبو سهل المروزى ۞ نصر بن حاجب القرشى المروزى ۞ نصر بن طريف. أبو جزى بكسر الجيم وسكون الزاى ويقال بفتح الجيم وكسر الزاى القصاب ۞ نصر بن عبد الله الازدى، ابو غالب.نصر بن عبد السلام، ابو المنذر الأصبهانى نصر بن عبد الكريم، أبو سهل البلخى، الصيقل ۞ نصر بن عبد الملك او ابن أبى عبد الملك العتكى بفتح العين المهملة والفوقية وبالكاف السمر قندى ۞ النضر بالضاد المعجمة ابن اسماعيل أبو المغيرة البجلى الكوفى ۞ النضر بن شميل المازنى، أبو الحسن النحوى البصرى نزيل مرو ۞ النضر بن عبد الله، أبو غالب الأزدى الكوفى، نزيل أصبهان ۞ النضر بن محمد المروزى، مولى بنى عامر قريش، أبو محمد أو أبو عبد الله ۞ النعمان بن عبد السلام الكوفى، أبو هانى، قاضى أصبهان.

۞ النعمان بن عبد السلام، أبو المنذر التيمى الانصارى ۞ نعيم بن عمرو المدنى وقيل المروزى ۞ نعيم بن يحيي الكوفى ۞ نوح بن دراج بدال مهملة فراء مشددة فألف فجيم النخعى مولاهم، أبو محمدالكوفى القاضى ۞ نوح بن أبى مريم، أبو عصمة المروزى القرشى مولاهم، مشهور بكنيته، ويعرف ب (الجامع) لجمعه العلوم.

الهاء

۞ هارون بن عمران الأنصارى الموصل ۞ هارون بن المغيرة بن حكيم، أبو حمزة البجلى بفتح الموحدة والجيم المروزى ۞ هاشم بن القاسم بن مسلم الليثى مولاهم البغدادى، أبو النضر. مشهور بكنيته، يلقب ((قيصر)) ۞ هريم بالراء والتصغير ابن سفيان البجلى بفتح الموحدة والجيم. أبو محمد.
۞ هشام بن كليب المرادى الكوفى ۞ هشام بن محمد بن السائب الكلبى، أبو المنذر، الأخبارى النسابة ۞ هشام بن مهران بكسر وله وسكون ثانيه ۞ هشام بن يوسف الصنعانى، أبو عبد الرحمن القاضى ۞ هشيم بالتصغير ابن بشير بوزن عظيم، ابن القاسم بن دينار السلمى، أبو معاوية بن أبى خازم بمعجمتين الواسطى ۞ هشيم بن هلال الشيبانى الكوفى ۞ همام بن مسلم الزاهد ۞ هو ذة بفتح الهاء وزيادة هاء فى اخره ابن خليفة ابن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى بكرة الثقفى البكراوى، أبو الأشهب البصرى، الأصم، نزيل بغداد ۞ هياج بفتح أوله والتحتية المشددة فجيم ابن بسطام التميمى البرجمى بضم الموحدة والجيم بينهما راء ساكنة، أبو خالد الهروى ۞ الهيثم بن عدى الطائى، أبو عبد الرحمن المنبجى بفتح الميم وسكون النون وكسر الموحدة وبالجيم ثم الكوفى.

الواو

۞ واصل بن الربيع الكوفى ۞ واصل بن عبد الاعلى بن هلال الاسدى، أبو القاسم أو أبو محمد الكوفى ۞ ورقاء الايامى الكوفى ۞ ورقاء بن عمرو بن كليب البصرى ۞ وزير بن عبد الله الخولانى الدمشقى ۞ وسيم بن جميل بن طريف بن عبد الله، أبو محمد، مولى الحجاج بن يوسف ۞ وضاح بتشديد

الضاد المعجمة وبالحاء المهملة اليشكرى بتحتية فشين معجمة الواسطى، البزارأبو عوانة ۞ رضاح بن بديل التميمى الكوفى ۞ وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسى بضم الراء فهمزة مخففة يجوز قلبها واوا أبو سفيان الكوفى ۞ الوليد بن أبان الكوفى ۞ الوليد بن حماد ۞ ألوليد بن عروة بن المغيرة بن شعبة الكوفى.

۞ الوليد بن القاسم بن الوليد الهمدانى بسكون الميم وبالدال المهملة الكوفى ۞ الوليد بن مسلم القرشى مولاهم الدمشقى، أبو العباس ۞ الوليد بن يزيد الثقفى الكوفى ۞ الوليد الحلوانى ۞ وهب بن جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله الأزدى البصرى ۞ وهيب بالتصغير ابن خالد بن عجلان الباهلى مولاهم، أبو بكر البصرى. هيب بن الورد بفتح الواو وسكون الراء القرشى مولاهم المكى، أبو عثمان أو ابو أمية، ويقال اسمه عبد الوهاب.

الياء

۞ ياسين بن معاذ الزيات الكوفى، أبو خلف، أصله يما ى، وهو من أقرانه ۞ يحي بن ادم بن سليمان الكوفى، أبو زكريا، مولى بنى أمية ۞ يحي بن إسحاق الواسطى ۞ يحي بن أيوب الغافقى بغين معجمة وفاء وقاف أبو العباس المصرى ۞ يحي بن بكير، كذا فى خط العينى وصوابه: ابن أبى بكير نسر بفتح النون وسكون المهملة الكرمانى الكوفى، نزيل بغداد ۞ يحي بن خالد ۞ يحي بن زكريا بن أبى زائدة الهمدانى بسكون الميم وبالدال المهملة أبو سعيد الكوفى ۞ يحي بن سعيد بن فروخ بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومة وسكون الواو فمعجمة التميمى القطان البصرى، الامام الحافظ القدوة ۞ يحي بن سعيد الاموى ۞ يحي بن سليمان.يحي ابن سليم الطائفى الخراز، نزيل مكة يحي بن طهمان يحي بن عبد الملك ابن حميد بن أبى غنية بفتح الغين المعجمة وكسر النون وتشديد التحتية الخزاعى الكوفى، أصله من أصبهان ۞ يحي بن عمرو، وفى خط العينى اسقاط الواو ۞ يحي بن عنبسة القرشى البغدادى، بصرى الأصل ۞ يحي ابن عيسى التميمى النهشلى الفاخورى بالفاء والخاء

المعجمة الجرار بالجيم ورائين الكوفى، نزيل الرملة ۞ يحي بن القاسم التمتام ۞ يحي ابن كثير بن درهم العنبرى مولا هم البصرى، أبو غسان ۞ يحي بن مهاجر العبدى.
۞ يحي بن نصر بن حاجب القرشى المروزى ۞ يحي بن نوح العسقلانى ۞ يحي بن هاشم بن كثير بن قيس الغسانى ۞ يحي بن همام ۞ يحي بن يعقوب، أبو طالب القاص، خال أبو يوسف القاضى ۞ يحي ابن يمان بفتح التحتية العجلى الكوفى العابد ۞ يزيد بن زريع بتقديم الزاى مصغر البصرى، أبو معاوية ۞ يزيد بن سليمان ۞ يزيد بن كميت ابن أبى الجعد ۞ يزيد بن مهران الكوفى، أبو خالد الخباز بخاء وزاى معجمتين ۞ يزيد بن هارون، أبو خالد السلمى الواسطى بصرى الأصل ۞ يسار بن يسار وفى نسخة يسير الأحمرى ۞ اليسع بن طلحة المكى ۞ يعقوب بن إبراهيم، الإمام ابويوسف القاضى. يعقوب يوسف يعقوب بن أبى المتئد بضم الميم فقو قية فتحتية مهموزة الثقفى الكوفى.
خال سفيان بن عيينة ۞ يعلى بن الحارث بن حرب المحاربى الكوفى ۞ يليد بتحتانيتين بينهما لام وآخره دال مهملة كذا وجدته فى نسخة صحيحة من مناقب الخوارزى ابن سليمان الكوفى ۞ يوسف بن أسباط ابن واصل الشيبانى، أبو محمد ۞ يوسف بن مندار ۞ يوسف بن خالد بن عمير السمتى بفتح المهملة وسكون الميم بعدها تحتية أبو خالد، مولى بنى ليث ۞ يوسف بن زابن ۞ يوسف بن ميمون، أبو خزيمة الصباغ.
۞ أبو بردة التميمى، ويقال الكندى الكوفى ۞ يوسف بن يعقوب اليمامى بالميم قاضى صنعاء ۞ يونس بن أبى إسحاق السبيعى، أبو إسرائيل الكوفى ۞ يونس بن بكير بن واصل الشيبانى، أبو بكر الحمال بكسر الحاء المهملة الكوفى ۞ يونس بن صبيح السمرقندى ۞ يونس بن نافع المروزى، أبو غانم ۞ يونس بن يزيد الأيلى بفتح الهمزة وسكون التحتية بعد ها لام أبو يزيد.

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর উস্তাদ ও শাগরেদগণ সম্পর্কে কয়েকটি কাব্য-পংক্তি

وَأَنْشَدَ أَبُو الْمُؤَيَّدِ رَحِمَهُ اللهُ لِنَفْسِهِ فِيْ شُيُوْخِ الْإِمَامِ أَبِيْ حَنِيْفَةَ وَالْآخِذِيْنَ عَنْهُ فَقَالَ :

شُيُوْخُ سِرَاجِ الْعِلْمِ نُعْمَان كُلُّهُمْ ◈ مَصَابِيْحُ فِيْ أُفُقِ الْعُلٰى وَرُوَاتُهٗ

وَمَا حَشَرَ الْإِسْلَامُ جَمْعًا مُبَجَّلًا ◈ إِلٰى مُعْجِزٍ إِلَّا وَهُمْ سَرَوَاتُهٗ

وَمَنْ يَرٰى قَصْرًا لِلشَّرِيْعَةِ عَامِرًا ◈ فَهُمْ بِرِوَايَاتِ الثِّقَاتِ بُنَاتُهٗ

وَمَا الشَّرْعُ إِلَّا كَالْحِمٰى حَوْلَهُ الْعِدٰى ◈ وَهُمْ بِأَسَانِيْدِ الْهُدَاةِ حُمَاتُهٗ

أَوِ الشَّرْعُ نَخْلُ بَاسِقُ الْفَرْعِ ذُوْجَنٰى ◈ وَهُمْ لِجِنَاهُ كُلَّ حِيْنٍ جُنَاتُهٗ

سَقَوْا رَوْضَ عِلْمِ الْفِقْهِ مَاءَ اجْتِهَادِهِمْ ◈ فَطَمَّتْ خَيَاشِيْمَ الْوَرٰى نَفَحَاتُهٗ

نَبَاتُ سِرَاجِ الْعِلْمِ فِيْ حُسْنِ فِقْهِهٖ ◈ كَمَا اَنَّ اَطْوَادَ الْعُلُوْمِ ثُبَاتُهٗ

উপরিউক্ত তালিকা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আবূ হানীফা (র.)-এর শাগরেদবৃন্দ সংখ্যাধিক্যের দিক থেকে যেমন অস্বাভাবিক, তেমনিভাবে কোয়ালিটি বা মানগত দিক থেকেও অসাধারণ।

শাগরেদগণ সম্পর্কে অন্যান্য ওলামায়ে কেরামের বক্তব্য

রিজালশাস্ত্রের উপর আরো যাঁরা কিতাব রচনা করেছেন তাঁদের প্রায় প্রত্যেকেই ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে তাঁর শাগরেদগণের নাম উল্লেখ করেছেন। তবে তাঁরা প্রখ্যাত শাগরেদদের উল্লেখের উপরই ক্ষান্ত করেছেন। ইমাম যাহাবী (র.) তাঁর 'তাযকিরাতুল হুফফায' ও 'সিয়ারু আলামিন নুবালা' গ্রন্থে এবং হাফেয ইবনে আব্দিল হাদী (র.) তাঁর 'আলমুখতাসার মিন তাবাকাতি ওলামাইল হাদীস' গ্রন্থে এবং হাফেয ইবনে নাসেরুদ্দীন (র.) তাঁর 'আততিবয়ান লিবাদীইল বায়ান' গ্রন্থে এবং জামাল ইবনুল মিবরাদ হাম্বলী (রহ.) তাঁর 'তাবাকাতুল হুফফায' গ্রন্থে প্রখ্যাত সাগরেদগণের উল্লেখ করেছেন। অনুরূপভাবে ইমাম সুয়ূতী (র.) তাঁর 'তাবাকাতুল হুফফায' গ্রন্থে এবং শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে রুস্তুম ইবনে কোব্বাদ আলহারেসী আলবাদাখশী (র.) তাঁর 'তারাজিমুল হুফফায' গ্রন্থে আবূ হানীফা (র.)-এর জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে তাঁর বিশিষ্ট শাগরেদগণের উল্লেখ করেছেন।

এসব কিতাবে উল্লিখিত আবূ হানীফা (র.)-এর শাগরেদবৃন্দ হচ্ছেন তাঁরা, যাঁরা বিশেষভাবে পরিচিত। যাদেরকে নমুনা হিসেবে রচয়িতাগণ উল্লেখ করেছেন। আর সালেহী (র.) বিভিন্ন জায়গা থেকে চয়ন করে এ বিশাল তালিকা তৈরি করেছেন যা একটু আগে উল্লেখ করা হয়েছে।

আবূ হানীফা (র.)-এর শাগরেদগণ সংখ্যাধিক্যের দিক থেকে অস্বাভাবিক হওয়ার পাশাপাশি মানগত দিক থেকেও অসাধারণ হওয়ার যে কথাটি ইতিপূর্বে বলা হয়েছে, কয়েকটি উদ্ধৃতির মধ্যমে সে বিষয়টিও এখানে তুলে ধরা যেতে পারে।

ইমাম তাহাবী (র.)-এর বর্ণনা

ইমাম ত্বহাবী (র.) বর্ণনা করেন, ইমাম মুগীরা ইবনে হামযা (র.) বলেছেন–

كَانَ اَصْحَابُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ الَّذِيْنَ دَوَّنُوْا مَعَهُ الْكُتُبَ اَرْبَعِيْنَ رَجُلًا كُبَرَاءَ كُبَرَاءَ.
(فَضَائِلُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ لِاِبْنِ اَبِى الْعَوَامِ ص : ١٥٥)

"আবূ হানীফা (র.)-এর শাগরেদদের মধ্যে যাঁরা তাঁর সঙ্গে কিতাব সংকলন করতেন, সংখ্যায় তাঁরা ছিলেন চল্লিশ ব্যক্তি, যাঁরা অনেক বড় ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন।"–(ফাযায়েলু আবী হানীফা : ইবনে আবীল আওয়াম পৃ. ১১৫)

শাগরেদগণের মানগত মূল্যায়ন : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর বক্তব্য

এ বিষয়ে খোদ আবূ হানীফা (র.)-এর নিজস্ব বক্তব্যও রয়েছে। আবূ হানীফা (র.) তাঁর এক সময়ের কিছু শাগরেদের মানগত অবস্থান ব্যাখ্যা করতে গিয়ে একদিন বলেন–

اَصْحَابُنَا هٰؤُلَاءِ سِتَّةٌ وَثَلَاثُوْنَ رَجُلًا، مِنْهُمْ ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُوْنَ يَصْلُحُوْنَ لِلْقَضَاءِ، وَمِنْهُمْ سِتَّةٌ يَصْلُحُوْنَ لِلْفَتْوٰى، وَاثْنَانِ يَصْلُحَانِ يُؤَدِّبَانِ الْقُضَاةَ وَاَصْحَابَ الْفَتْوٰى، وَاَشَارَ اِلٰى اَبِىْ يُوْسُفَ وَزُفَرَ. (تَارِيْخُ بَغْدَادَ ١٤/٢٤٧-٢٤٨)

"আমাদের এ সাথিবৃন্দ -অর্থাৎ শাগরেদ- ছত্রিশজন। এদের মধ্য থেকে আটাশজন (২৮) এমন যারা বিচারপতি হওয়ার উপযুক্ত। ছয়জন আছে এমন যারা ফতোয়া দিতে পারে। আর দুজন আছে এমন যারা বিচারপতি ও মুফতিদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে শিখাতে পারে। একথা বলে তিনি আবূ ইউসুফ ও যুফারের দিকে ইঙ্গিত করেছেন।" –(তারীখে বাগদাদ : খতীব বাগদাদী (র.) ১৪/২৪৭-২৪৮)

দুটি উদ্ধৃতি থেকে আমরা বুঝতে পারি, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর কাছ থেকে যাঁরা ইলম আহরণ করেছেন, যাঁরা সর্বদা তাঁর দরবারে ভীড় করেছেন, তাঁরা নামে মাত্র শাগরেদ নন; বরং ইলমি যোগ্যতায় তাঁরা ছিলেন অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী।

ইমাম যুফার (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর ইন্তেকালের পর কিছুকাল মাত্র বেঁচেছিলেন। সেই স্বল্প সময়ে তিনি বসরা এলাকার বিচারপতি হিসেবে নিযুক্তিও পেয়েছিলেন। আর ইমাম আবূ ইউসুফের ক্ষেত্রে আবূ হানীফা (র.)-এর দেওয়া সেই সনদ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হয়েছে। আব্বাসী খলীফা হারুনুর

রশীদের জমানায় সমগ্র মুসলিম বিশ্বের প্রধান বিচারপতি হিসেবে তিনি দায়িত্ব পেয়েছিলেন, যে মুসলিম বিশ্ব ছিল পৃথিবীর অর্ধেক। সে সুবাদে কত শত সহস্র বিচারপতি তাঁর হাতে প্রশিক্ষণ নিয়ে সফলভাবে বিচার কার্য পরিচালনা করেছেন।

শাগরেদগণের মানগত মূল্যায়ন : ওকী ইবনুল জাররাহ (র.)-এর বক্তব্য

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর শাগরেদগণের মানগত অবস্থান এমনই ছিল। এ সম্পর্কে ইমাম ওকী ইবনুল জাররাহ (র.)-এর একটি বক্তব্যও উল্লেখ করা যায়। তিনি এক আলোচনা প্রসঙ্গে এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি তথ্য দিয়েছিলেন। খতীব বাগদাদী (র.) বর্ণনা করেন—

قَالَ اِبْنُ كَرَامَةَ : كُنَّا عِنْدَ وَكِيْعٍ يَوْمًا فَقَالَ رَجُلٌ : اَخْطَأَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ، فَقَالَ وَكِيْعٌ : كَيْفَ يَقْدِرُ اَبُوْ حَنِيْفَةَ يُخْطِئُ وَمَعَهُ مِثْلُ اَبِيْ يُوْسُفَ وَزُفَرَ فِيْ قِيَاسِهِمَا، وَمِثْلُ يَحْيَى بْنِ اَبِيْ زَائِدَةَ، وَحَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، وَحِبَّانٍ وَمِنْدَلٍ فِيْ حِفْظِهِمُ الْحَدِيْثَ، وَالْقَاسِمِ بْنِ مَعَنٍ فِيْ مَعْرِفَتِهٖ بِاللُّغَةِ وَالْعَرَبِيَّةِ، وَدَاوُدَ الطَّائِيِّ، وَفُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ فِيْ زُهْدِهِمَا وَوَرَعِهِمَا؟ مَنْ كَانَ هٰؤُلَاءِ جُلَسَائُهُ لَمْ يَكَدْ يُخْطِئُ، لِاَنَّهُ اِنْ اَخْطَأَ رَدُّوْهُ. (تَارِيْخُ بَغْدَادَ لِلْخَطِيْبِ ٢٤٧/١٤)

"ইবনে কারামা (র.) বলেন, আমরা একদিন ওকী (র.)-এর কাছে ছিলাম, সে সময় এক ব্যক্তি বলে উঠল, আবূ হানীফা (র.) ভুল করেছে। তখন ওকী (র.) বললেন, আবূ হানীফা কীভাবে ভুল করতে পারেন? অথচ তাঁর সঙ্গে রয়েছেন আবূ ইউসুফ ও যুফারের মত কেয়াসবিদ; ইয়াহইয়া ইবনে আবী যায়েদাহ, হাফস ইবনে গিয়াস, হিব্বান ও মিনদালের মতো হাদীস বিশেষজ্ঞ, আলকাসেম ইবনে মা'নের মত ভাষাবিদ ও আরবি বিশেষজ্ঞ, দাউদ আততায়ী ও ফুযাইল ইবনে ইয়াযের মতো দুনিয়াবিমুখ মুত্তাকী ব্যক্তিবর্গ। এ ধরনের ব্যক্তিরা যার সভাসদ হয়, সে ভুল করতে পারে না। কেননা তিনি যদি ভুল করেন তাহলে অন্যরা তা শুধরে দেয়।" –(তারীখে বাগদাদ ১৪/২৪৭)

বলাবাহুল্য, ওকী (র.) তাঁর এ বক্তব্যে যাঁদের নাম উল্লেখ করেছেন, এরা সবাই আবূ হানীফা (র.)-এর শাগরেদ এবং আবূ হানীফা (র.)-এর ইলমি মজলিসের নিয়মিত সদস্য। ওকী (র.)-এর ভাষ্যমতে এদের প্রত্যেকজন একেকটি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। যার ফলে আবূ হানীফার যে কোনো ধরনের ভুল হওয়ার ক্ষেত্রে তা শুধরে দেওয়ার মতো লোক সামনে রয়েছে, যার দরুন ভুলের স্থায়িত্ব সম্ভব নয়। এ কারণে ঐ ব্যক্তির কথা তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন, যে বলেছে আবূ হানীফা (র.) ভুল করেছে।

উপযুক্ত উস্তাদের উপযুক্ত শাগরেদ

যে কোনো মহান ব্যক্তি যেসব মাধ্যমে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে অমর হয়ে থাকেন, তন্মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে তাঁর উপযুক্ত শাগরেদ ও তাঁর রচনা-সংকলন। আল্লাহ তা'আলা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-কে দু'টি বিষয় যথাযথভাবে দান করেছেন। তিনি এমন জমানায় রচনা– সংকলনে হাত দিয়েছেন যখন রচনা– সংকলনের সঙ্গে মানুষ পরিচিত ছিল না। ফলে ইলমের ময়দানে তাঁর এ নতুন পদক্ষেপটি সবার মনে দারুণভাবে স্থান করে নিয়েছে।

আর আল্লাহ্ তা'আলা আবূ হানীফা (র.)-এর জন্য এমন শাগরেদ যুগিয়েছেন, যাঁরা নিজে একজন মুজতাহিদে মুতলাক হওয়া সত্ত্বেও, হাদীস কুরআন থেকে নিজস্ব যোগ্যতায় মাসআলা উদ্ভাবন করেও সে মাসআলাকে আবূ হানীফা (র.)-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দিতেন। নিজেদেরকে আবূ হানীফা (র.)-এর একজন অনুসারী ও অনুগামী হিসেবে পরিচয় দিতেন।

সংকলিত ফিকহের যখন ব্যাপক প্রচার শুরু হয়, অর্থাৎ আবূ হানীফা (র.) কর্তৃক ফিকহ সংকলন করার পর দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীতে আরো বহু মুহাদ্দিস ফকীহ ওলামায়ে কেরাম ফিকহ সংকলন করেন। তখন বহুদিন যাবত তাঁদের এসব সংকলিত ফিকহের অনুসরণও করা হয়। ইমাম যাহাবী (র.) তাঁর 'সিয়ারু আলামিন নুবালা' গ্রন্থে সেসব সংকলকের জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে প্রসঙ্গক্রমে তাঁদের ফিকহের কথাও আলোচনা করেছেন। কোন ফিকহের কত বছর যাবত অনুসরণ করা হয়েছে তিনি তা-ও লিখেছেন।

সে ক্ষেত্রে দেখা গেছে চারটি সংকলিত ফিকহই তার যথার্থতা নিয়ে শেষ পর্যন্ত টিকে আছে। আবার এর মধ্যে ফিকহে হানাফী বা হানাফী মাযহাব প্রায় অর্ধ পৃথিবীর মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে মিশে আছে। ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, এর অন্যতম গূঢ় রহস্য হচ্ছে, আবূ হানীফা (র.)-এর উপযুক্ত শাগরেদগণ। যেমন তাঁদের সংখ্যাধিক্য, তেমন তাদের উপযুক্ততা। এর পাশাপাশি তাঁদের ছিল অনুসরণের মানসিকতা। এসব মিলিয়েই আবূ হানীফা (র.) অমর হয়ে আছেন।

আর আবূ হানীফা (র.)-এর বহুমুখী প্রতিভার কারণেও তাঁর দরসগাহে তালেবে ইলমদের বেশী বেশি ভিড় জমেছে। এছাড়া ছাত্রদের প্রতি উদারতা, সহযোগিতা ও আন্তরিকতাও তাঁর গ্রহণযোগ্যতাকে অনেক গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।

আবূ হানীফা (র.)-এর অন্যান্য সংকলন

আমাদের আলোচ্য বইয়ের মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে আবূ হানীফা (র.)-এর হাদীসী মকাম, অর্থাৎ হাদীসের ময়দানে আবূ হানীফার অবস্থান ব্যাখ্যা করা। সেই সুবাদে তাঁর হাদীস বিষয়ক সংকলন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু হাদীস বিষয়ক রচনার বাইরে অন্যান্য বিষয়েও আবূ হানীফা (র.) প্রচুর লিখেছেন। ইবনে নাদীম (র.)-এর ভাষ্যে যেসব রচনার প্রতি এর আগে ইঙ্গিত করা হয়েছে, এখানে সেসব রচনা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হচ্ছে। হাদীস সংকলনের বাইরে ইমাম আবূ হানীফা (র.) আরো যেসব রচনা করেছেন সেগুলোর অধিকাংশ ফিকহ ও আকীদা সম্পর্কে। তবে ফিকহ সম্পর্কে তাঁর যে সুবিশাল সংকলনের উল্লেখ পাওয়া যায়, কিতাবাকারে তা পাওয়া যায় না। কিতাবাকারে তাঁর যেসব ফিকহী সংকলন পাওয়া যায় তা সীমিত পরিসরের। কারো কারো মতে ইমাম আবূ হানীফা (র.) ষাট হাজার (৬০০০০) মাসআলা সম্বলিত একটি ফিকহী সংকলন তৈরি করেছিলেন; কিন্তু সংকলনটি বাস্তবে না পাওয়া যাওয়ার কারণে সেই ব্যাপারে নিশ্চিত করে কিছু বলা যাচ্ছে না।

(ইমামে আ'যম আবূ হানীফা : সিরাজুল ইসলাম পৃ. ২৬১)

তবে ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় আবূ হানীফা (র.)-এর শাগরেদগণ তাঁর মাসআলাগুলোকে শ্রুতিলিপি বা বক্তব্যলিপির মাধ্যমে সংরক্ষণ করেছেন। এ হিসেবে বলা যায়, আবূ হানীফা (র.)-এর সংকলিত ফিকহসমগ্র তাঁর শাগরেদ আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মাদসহ অন্যান্যদের সংকলনের মাঝে সংরক্ষিত হয়েছে। তাঁর 'সংকলনসমগ্র' থেকে যে কয়েকটি কিতাব তাঁর নামে সংরক্ষিত রয়েছে তা নিম্নরূপ :

১. 'কিতাবুস সিয়ার'

كِتَابُ السِّيَرِ 'কিতাবুস সিয়ার'। আবূ হানীফা (র.) তাঁর এ কিতাবটি তাঁর শাগরেদগণের মধ্য থেকে হাসান ইবনে যিয়াদ, আবূ ইউসুফ, যুফার, আসাদ ইবনে আমর, হাফস ইবনে গিয়াস ও আফিয়া ইবনে ইয়াযীদ প্রমুখকে লিখিয়ে দিয়েছেন। আবূ হানীফা (র.)-এর এ কিতাবটি তৎকালীন সিরিয়ার প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইমাম আব্দুর রহমান আওযায়ী (র.)-এর হাতে পৌছার পর তিনি এর জবাব লিখেছেন। তাঁর কিতাবের নাম ছিল سِيَرُ الْأَوْزَاعِيِّ 'সিয়ারুল আওযায়ী'। পরবর্তী যুগে আওযায়ী (র.)-এর এ কিতাবটি যখন ইমাম আবূ ইউসুফের হাতে পৌছেছে তখন তিনি اَلرَّدُّ عَلٰى سِيَرِ الْأَوْزَاعِيِّ 'আররাদ্দু আলা সিয়ারিল আওযায়ী' নামে এর জবাব লিখেছেন। ইমাম শাফেয়ী (র.) ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে এ কিতাবটি বর্ণনা করেছেন। -(কিতাবুল ইমাম বরাতে, ইমামে আযম পৃ. ৪৯৭)

২. 'কিতাবুর রাহন'

كِتَابُ الرَّهْنِ 'কিতাবুর রাহন'। ইমাম সালেহী (র.) কর্তৃক উদ্ধৃত যায়েদাহ (র.) এর এক বর্ণনায় আবূ হানীফা (র)-এর এ কিতাবের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইমাম সালেহী (র.) বলেন–

وَرُوِىَ عَنْ زَائِدَةَ قَالَ : رَأَيْتُ تَحْتَ رَأْسِ سُفْيَانَ كِتَابًا يَنْظُرُ فِيْهِ، فَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي النَّظْرِ فِيْهِ، فَرَفَعَهُ اِلَىَّ فَاِذًا "كِتَابُ الرَّهْنِ" لِاَبِىْ حَنِيْفَةَ، فَقُلْتُ لَهُ : تَنْظُرُ فِىْ كُتُبِهِ؟! قَالَ: وَدِدْتُ اَنَّهَا كُلَّهَا عِنْدِىْ مُجْتَمِعَةٌ اَنْظُرُ فِيْهَا، مَا بَقِىَ فِىْ شَرْحِ الْعِلْمِ غَايَةٌ وَلٰكِنَّا لَا نُنْصِفُهُ. (عُقُوْدُ الْجُمَانِ ص : ١٩٠-١٩١)

"যায়েদা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি সুফইয়ানের মাথার পাশে একটি কিতাব দেখতে পেলাম, যা তিনি অধ্যয়ন করেন। তখন আমি তাঁর কাছে কিতাবটি দেখার অনুমতি চাইলাম। তিনি কিতাবটি আমার হাতে তুলে দিলেন। হাতে তুলে নিয়ে দেখি এটি আবূ হানীফা (র.)-এর 'কিতাবুর রাহন'। দেখে আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি আবূ হানীফা (র.)-এর কিতাবাদি পড়েন? তিনি বললেন, আমার তো মনে চায়– যদি তাঁর সবগুলো কিতাব আমার সংগ্রহে থাকত তাহলে আমি সবগুলো পড়তাম। ইলমের ব্যাখ্যার মধ্যে অবশিষ্ট আর কিছু রয়নি। কিন্তু আমরা তাঁর সঙ্গে ইনসাফের আচরণ করি না।"

–(উকূদুল জুমান পৃ. ১৯১)

كِتَابُ الرَّهْنِ নামক কিতাবটি ফিকহ বিষয়কই হওয়ার কথা। শিরোনাম থেকে তাই বোঝা যায়। তবে সেকালের রচনা পদ্ধতি হিসেবে ফিকহের কথাগুলো হাদীসের উল্লেখসহ হবে –এটাই স্বাভাবিক।

৩. 'ইখতিলাফুস সাহাবা'

اِخْتِلَافُ الصَّحَابَةِ 'ইখতেলাফুস সাহাবা' নামে আবূ হানীফা (র.)-এর একটি কিতাবের উল্লেখ পাওয়া যায়। ওলামায়ে কেরামের ভাষ্যমতে এটিও ফিকহ বিষয়ক একটি কিতাব, যাতে কোনো মাসআলা সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরামের মতপার্থক্য থাকলে সে মতগুলো উল্লেখ করেছেন। এ হিসেবে এটি ফিকহেরই একটি কিতাব। এর পরিধি সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি। –(ইমাম আ'যম পৃ. ৪৯৭)

এত হচ্ছে ফিকহ বিষয়ে আবূ হানীফা (র.)-এর যেসব রচনার উল্লেখ পাওয়া যায় সেগুলো। এছাড়া আকীদা বিষয়ে আবূ হানীফার গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি রচনার উল্লেখ পাওয়া যায়। যার কিছু কিছু মুদ্রিত রয়েছে। আবূ হানীফা (র.)-এর

যৌবনের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ বাতিল আকীদাপন্থীদের সঙ্গে লড়াই করে কেটেছে। সেই সুবাদে এ বিষয়টির প্রতি তাঁর বিশেষ আগ্রহও ছিল। তাঁর কয়েকটি রচনাই এ বিষয়ে প্রসিদ্ধ। সদরুল ইসলাম আবূ ইউসুফ বযদবী (র.) নিজের কিতাবে আবূ হানীফা (র.)-এর আকীদা সম্পর্কীয় রচনা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন–

قَدْ صَنَّفَ فِيْهَا كُتُبًا وَقَعَ بَعْضُهَا اِلَيْنَا. (اُصُوْلُ الْبَزْدَوِيْ ص : ٤)

"তিনি এ বিষয়ে কয়েকটি কিতাব লিখেছেন যার কিছু কিছু আমাদের কাছে পৌঁছেছে।" –(উসূলে বযদবী পৃ. ৪ বরাতে, ইমামে আ'যম পৃ. ২৩১)

ইমাম আব্দুল কাহের বাগদাদী শাফেয়ী (র.)-ও আবূ হানীফা (র.)-এর এ বিষয়ক রচনার ব্যাপারে একই কথা বলেছেন। তবে সঙ্গে সঙ্গে তিনি এ দাবিও করেছেন, তাঁর রচনাই এ বিষয়ে প্রথম রচনা। তিনি বলেন–

اَوَّلُ مُتَكَلِّمِيْهِمْ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَاَرْبَابِ الْمَذَاهِبِ اَبُوْ حَنِيْفَةَ وَالشَّافِعِيُّ فَاِنَّ اَبَا حَنِيْفَةَ لَهُ كِتَابٌ فِي الرَّدِّ عَلَى الْقَدْرِيَّةِ سَمَّاهُ "اَلْفِقْهَ الْاَكْبَرَ"، وَلَهُ رِسَالَةٌ اَمْلَاهَا فِيْ نُصْرَةِ قَوْلِ اَهْلِ السُّنَّةِ اِنَّ الْاِسْتِطَاعَةَ مَعَ الْفِعْلِ. (اُصُوْلُ الدِّيْنِ لِعَبْدِ الْقَاهِرِ الْبَغْدَادِيِّ ص : ٣٠٨)

"ফকীহ ও মাযহাবের স্থপতি ওলামায়ে কেরামের মধ্যে আক্বীদা বিষয়ে সর্বপ্রথম কথা বলেছেন আবূ হানীফা ও শাফেয়ী (র.)। কেননা আবূ হানীফা (র.) কদরীয়াদের জবাবে একটি কিতাব রচনা করেছেন যার নাম দিয়েছেন 'আলফিকহুল আকবার'। তাঁর আরেকটি কিতাব রয়েছে যা তিনি আহলে সুন্নাতের পক্ষে اِسْتِطَاعَةٌ مَعَ الْفِعْلِ সম্পর্কে ছাত্রদেরকে লিখিয়ে দিয়েছেন।"

–(উসূলুল বযদবী পৃ. ৩০৮)

৪. 'আলফিকহুল আকবার'

এর আগের আলোচনায় ইমাম বযদবী (র.)-এর বক্তব্যে আবূ হানীফা (র.)-এর এ কিতাবটির উল্লেখ পাওয়া গেছে। এ কিতাবটি মোল্লা আলী কারী (র.)-এর ব্যাখ্যাসহ বর্তমান বাজারে পাওয়া যায়। কেউ কেউ দাবি করেছেন, বর্তমান বাজারে ফিকহে আকবরের যে কপিটি পাওয়া যায় সেটি আবূ হানীফা (র.) কর্তৃক রচিত সে 'ফিকহে আকবর' নয়।

আবার কেউ কেউ ভুলবশত এ কিতাবটিকে আবূ হানীফা (র.)-এর ফিকহ ও ফতোয়া বিষয়ক কিতাব মনে করে থাকেন। এ ধারণা ভুল, এটি মূলত আকীদা সংশ্লিষ্ট একটি কিতাব।

৫. 'আলইস্তিতাআতু মা'আল ফে'লে'

اَلْاِسْتِطَاعَةُ مَعَ الْفِعْلِ এ শিরোনামের উপরও আবূ হানীফা (র.)-এর একটি রচনা রয়েছে। এ কিতাবে তিনি বান্দাকে আমলের যোগ্যতা দেওয়া হয়েছে কিনা? এ বিষয়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ধ্যানধারণা তুলে ধরেছেন এবং এর পক্ষে কথা বলেছেন। বযদবী (র.)-এর উদ্ধৃতিতে এ কিতাবটিরও উল্লেখ পাওয়া গেছে।

৬. 'আর-রিসালাহ'

'আররিসালাহ', আবূ হানীফা (র.) আকীদা বিষয়ে এ কিতাবটি রচনা করেছেন, আল্লামা বায়াযী (র.) এ কিতাবটির উল্লেখ করেছেন। –(ইশারাতুল মারাম পৃ. ২২)

আল্লামা কাউসারী (র.) উল্লেখ করেছেন, আবূ হানীফা (র.) থেকে এ কিতাবটি বর্ণনা করেছেন আবূ ইউসুফ (র.), তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ ইবনে সামা'আহ (র.), তাঁর কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন নুসাইর ইবনে ইয়াহয়া (র.)।

–(মুকাদ্দিমাতু ইশারাতিল মারাম পৃ. ৫ বরাতে, ইমামে আ'যম পৃ. ২৩২)

৭. আলফিকহুল আবসাত

اَلْفِقْهُ الْاَبْسَطُ 'আল ফিকহুল আবসাত' নামের এ কিতাবটি আবূ হানীফা (র.) আক্বীদা বিষয়ে রচনা করেছেন। আল্লামা বায়াযী (র.) এ কিতাবটির উল্লেখ করেছেন। –(ইশারতুল মারাম পৃ. ২২)

ইমাম যাহেদ কাউসারী (র.) এ কিতাবের বর্ণনা সম্পর্কে বলেন, আবূ হানীফা (র.) থেকে এটি বর্ণনা করেছেন নুসাইর ইবনে ইয়াহয়া (র.), তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন আবূ যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবনে মুতাররিফ (র.)।

–(মুকাদ্দিমাতু ইশারাতিল মরাম পৃ. ৫ বরাতে, ইমামে আ'যম ২৩২)

৮. 'আলআলিমু ওয়ালমুতাআল্লিমু'

اَلْعَالِمُ وَالْمُتَعَلِّمُ 'আলআলিম ওয়ালমুতাআল্লিম' কিতাবটি আবূ হানীফা (র.) আকীদা সম্পর্কে রচনা করেছেন। আল্লামা বায়াযী (র.) এ কিতাবটিরও উল্লেখ করেছেন। –(ইশারাতুল মারাম পৃ. ২২)

আল্লামা কাউসারী (র.) 'আলআলিম ওয়ালমুতাআল্লিম' কিতাবটির বর্ণনাসূত্র এভাবে উল্লেখ করেছেন : আবূ হানীফা (র.) থেকে মুকাতিল (র.), তাঁর থেকে হাসান ইবনে সালেহ (র.), তাঁর থেকে আলফাতহ ইবনে আবী উলওয়ান (র.) ও মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযীদ (র.), তাঁদের থেকে বর্ণনা করেছেন হাফেয আহমাদ ইবনে আলী হাতেম ইবনে আকীল (র.)। –(মুকাদ্দিমাতুল ইশারাত পৃ. ৫ বরাতে, ইমামে আ'যম পৃ. ২৩২)

৯. 'কিতাবুল ওসিয়্যাহ'

كِتَابُ الْوَصِيَّةِ 'কিতাবুল ওসিয়্যাহ' আবূ হানীফা (র.)-এর একটি অনন্য রচনা। আল্লামা বায়াযী (র.) কর্তৃক উল্লেখকৃত আবূ হানীফার রচনাবলির মধ্যে এ কিতাবটিও রয়েছে। আবূ হানীফা (র.)-এর 'আররিসালাহ' কিতাবটি যে সূত্রে বর্ণিত হয়েছে সে সূত্রেই 'কিতাবুল ওসিয়্যাহ' বর্ণিত হয়েছে। -(প্রাগুক্ত)

এছাড়া বিভিন্ন প্রসঙ্গক্রমে অন্যান্য বিষয়েও আবূ হানীফা (র.) লিখেছেন। যার উল্লেখ তাঁর জীবনীগ্রন্থগুলোতে পাওয়া যায়। যেমন এর মধ্যে রয়েছে 'রিসালাতু আবী হানীফা ইলা উসমান আলবাত্তী' প্রভৃতি।

মোটকথা ফিকহ ও আকাইদ সম্পর্কে আবূ হানীফা (র.) অনেক লিখেছেন যার কিছুর উল্লেখ আমরা পেয়েছি, আর কিছুর পাইনি। তবে জমানা হারে আবূ হানীফা (র.)-এর যেসব রচনা-গ্রন্থনার উল্লেখ পাওয়া যায় তা অস্বাভাবিক। আবূ হানীফা (র.)-এর উদ্ভাবনী মানসিকতার দরুন তাঁর পক্ষে এমনটি সম্ভব হয়েছে। রচনা-গ্রন্থনার ক্ষেত্রে যদি তিনি সরাসরি মনোনিবেশ করতেন তাহলে তাঁর রচনার তালিকা আরো অনেক দীর্ঘ হতো। তিনি তা না করে তাঁর শাগরেদগণের জন্য সে দরজা খুলে দিয়েছেন এবং দিক নির্দেশনা দিয়েছেন, এমনকি লিখিয়েও দিয়েছেন। যার ফলে তাঁর শাগরেদগণের রচনার তালিকা অনেক দীর্ঘ ও বিস্তৃত। তাঁদের জীবদ্দশায় এ উম্মত তাঁদের দ্বারা যতটা উপকৃত হয়েছে তাঁদের মৃত্যুর পরর সেই ধারাবাহিকতা কোনোভাবেই বাধাগ্রস্ত হয়নি। আল্লাহ তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দিন।

একাধিক শাস্ত্রে তাঁর পাণ্ডিত্য

সর্বকালে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে যাঁরা ইমাম ছিলেন, অর্থাৎ মুসলিম জাতির কর্ণধার ও দিকপাল ছিলেন, তাঁরা অবশ্যই একাধিক ইলমের অধিকারী ছিলেন, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-ও তাঁদের মতো একাধিক শাস্ত্রের অধিকারী ছিলেন। তবে এ ক্ষেত্রে আবূ হানীফা (র.)-এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তিনি শুধুমাত্র একাধিক ইলম জানতেন তা নয়; বরং তিনি সেসব ইলমের প্রত্যেকটিতে ইমাম ও অগ্রপথিক ছিলেন। সাঈদ ইবনে আবী আরূবা (র.)।

ইমাম সালেহী (র.) বলেন, যাঁরা আবূ হানীফা (র.)-এর জীবনী রচনা করেছেন তাদের অনেকেই বলেছেন-

كَانَ الْإِمَامُ أَبُوْ حَنِيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اٰخِذًا مِنَ الْعُلُوْمِ بِأَوْفَرِ نَصِيْبٍ.

ইমাম আবূ হানীফা (র.) বিভিন্ন শাস্ত্র পরিপূর্ণভাবে আয়ত্ত করেছিলেন।

-(উকূদুল জুমান পৃ. ১৬৫)

আবুল মুআইয়াদ খুয়ারিযমী (র.) আবৃত্তি করে বলেন–

نُعْمَانُ قَدْ سَبَرَ الْعُلُوْمَ بِأَسْرِهَا ۞ حَتّٰى عَلَا مِنْهَا ذَرَى الْأَطْوَادَ

"নোমান-আবূ হানীফা (র.) বহু শাস্ত্র পরিপূর্ণভাবে আত্মস্থ করেছেন, যার ফলে তিনি সুউঁচ্চ পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ করেছেন।" –(উকূদুল জামান পৃ. ১৬৭)

উপরিউক্ত দু'টি উদ্ধৃতি একাধিক শাস্ত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর পাণ্ডিত্যকে স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে। যেসব শাস্ত্রে তিনি বিশেষ বুৎপত্তি অর্জন করেছেন তার দু'চারটি সম্পর্কে এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে–

১. ইলমুল কালাম : ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে ইসলামি আকীদা-বিশ্বাসের বিভিন্ন অংশে যখন সন্দেহের বীজ ছড়িয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা চালানো হয়েছিল তখন ওলামায়ে কেরাম কঠিন হাতে তা প্রতিহত করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা (র.) ছিলেন তাঁদের অন্যতম।

ইলমে কালাম সম্পর্কে তাঁর পাণ্ডিত্যের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে ইমাম সালেহী (র.) বলেন–

اَمَّا عِلْمُ الْكَلَامِ فَقَدْ تَقَدَّمَ اَنَّهٗ بَلَغَ فِيْهِ مَبْلَغًا يُشَارُ اِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ، وَنَاهِيْكَ بِهٖ اَنَّهٗ سُلِّمَ اِلَيْهِ عِلْمُ النَّظَرِ وَالْقِيَاسِ وَاِصَابَةِ الرَّأْيِ حَتّٰى قَالُوْا فِيْهِ : اَبُوْ حَنِيْفَةَ اِمَامُ اَهْلِ الرَّأْيِ. (عُقُوْدُ الْجُمَانِ ص : ١٦٥)

"আর ইলমে কালামের ব্যাপারে এর আগে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ ক্ষেত্রে তিনি এমন পর্যায়ে উপনীত হয়েছিলেন যে, তাঁর দিকে আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করা হতো। আর তাঁর জন্য এটাই যথেষ্ট যে, কেয়াস ও ইজতেহাদের বিষয়গুলোকে তার উপর ন্যস্ত করে দেওয়া হয়েছে এবং তাঁর ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম বলেছেন যে, তিনি যুক্তিবাদীদের ইমাম। –(উকূদুল জুমান পৃ. ১৬৫)

তাঁর এ যুক্তিভিত্তিক দলিল দেওয়ার যোগ্যতার কারণেই তিনি অল্প বয়সে ইলমে কালামে একজন বিশেষ ব্যক্তি হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছেন। তাঁর বিশ বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার আগেই তিনি আকীদাগত এসব বিষয় নিয়ে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের পক্ষ হয়ে সংশয়বাদীদের বিরুদ্ধে বিতর্ক করেছেন, সেই উদ্দেশ্যে বসরা এলাকায় বার বার সফর করেছেন।

এ বিষয়ে বাতিলপন্থিদের সঙ্গে তাঁর মোনাযারা ও বাহাছের বিভিন্ন চমকপ্রদ ঘটনাও বর্ণিত আছে, যা হকপন্থিদের জন্য পথপ্রদর্শক মশাল। তবে আবূ হানীফা (র.) এ বিষয়ে অসাধারণ যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও এ বিষয়টিকে নিজের ইলমি জীবনের মূল লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেননি। এ প্রসঙ্গে কাবীসা (র.) বলেন–

كَانَ الْإِمَامُ اَبُوْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللهُ فِيْ اَوَّلِ اَمْرِهِ يُجَادِلُ اَهْلَ الْاَهْوَاءِ حَتّٰى صَارَ رَأْسًا فِيْ ذٰلِكَ مَنْظُوْرًا اِلَيْهِ، ثُمَّ تَرَكَ الْجَدَلَ وَرَجَعَ اِلَى الْفِقْهِ وَالسُّنَّةِ وَصَارَ اِمَامًا. (عُقُوْدُ الْجُمَانِ ص : ١٦١)

"আবূ হানীফা (র.) প্রথম প্রথম বাতিলপন্থিদের সঙ্গে বিতর্ক করতেন। এক পর্যায়ে তিনি এ বিষয়ে অগ্রগণ্য ব্যক্তি হয়ে গেলেন এবং তিনি সবার দৃষ্টিতে পড়ে গেলেন। এরপর তিনি এসব বিতর্ক ছেড়ে দিয়েছেন এবং ফিকহ ও হাদীসের প্রতি ধাবিত হয়েছেন এবং সে ক্ষেত্রে ইমাম হয়ে গেছেন।" –(উকূদুল জুমান : সালেহী (রহ.) পৃ. ১৬১)

এ বিষয়ে স্বয়ং আবূ হানীফা (র.)-এর নিজস্ব বক্তব্যও রয়েছে, যেদিকে ইতিপূর্বে ইঙ্গিত করা হয়েছে। তিনি বলেন–

كُنْتُ اَنْظُرُ فِي الْكَلَامِ حَتّٰى بَلَغْتُ فِيْهِ مَبْلَغًا يُشَارُ اِلَيَّ فِيْهِ بِالْاَصَابِعِ وَكُنْتُ رَجُلًا اُعْطِيْتُ جَدَلًا فَمَضٰى لِيْ دَهْرٌ فِيْهِ اَتَرَدَّدُ وَبِهٖ اُخَاصِمُ وَعَنْهُ اُنَاضِلُ : وَكَانَ اَصْحَابُ الْخُصُوْمَاتِ وَالْجَدَلِ اَكْثَرُهَا بِالْبَصْرَةِ، فَدَخَلْتُ بَصْرَةَ نَيِّفًا وَعِشْرِيْنَ مَرَّةً، مِنْهَا مَا اُقِيْمُ سَنَةً وَاَقَلَّ وَاَكْثَرَ، اُنَازِعُ طَبَقَاتِ الْخَوَارِجِ مِنَ الْاِبَاضِيَّةِ وَالصَّفَرِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ وَطَبَقَاتِ الْحَشْوِيَّةِ ...الخ (اَلْمَصْدَرُ السَّابِقُ)

"আমি কালাম বিষয়ে মনোনিবেশ করতাম যার ফলে আমি এতদূর পৌছে গেছি যে, আমার প্রতি আঙ্গুল নির্দেশ করা হতো। আর আমি ছিলাম তর্কে পটু এক ব্যক্তি, ফলে আমার এক জমানা এভাবে কেটে গেল যে, আমি এ বিষয় নিয়েই ঘোরাফেরা করতাম, তা নিয়ে বিতর্ক করতাম এবং তার পক্ষে লড়তাম।

এসব বিতর্কবাদীদের অধিকাংশ ছিল বসরা এলাকায়, ফলে আমি প্রায় বিশ বারের বেশি বসরায় গিয়েছি। সেখানে কখনো এক বছর থাকতাম, আর কখনো তার চেয়ে কম বেশি থাকতাম। আমি খারেজীদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর সঙ্গে বিতর্ক করতাম যেমন : ইব্বাযিয়া, সাফারিয়া ইত্যাদি, এরকমভাবে হাশবিয়াদের বিভিন্ন দলের সঙ্গেও বিতর্ক করতাম।" –(উকূদুল জুমান পৃ. ১৬১-১৬২)

ইলমে কালামে আবূ হানীফা (র.)-এর অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন এবং পরবর্তীতে তা থেকে ফিরে আসা সম্পর্কে আবূ হাফস কাবীর (র.) বলেন–

وُلِدَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ بِالْكُوْفَةِ فَلَمْ يَزَلْ يَلْتَمِسُ الْكَلَامَ وَيُخَاصِمُ النَّاسَ حَتّٰى مَهَرَ فِي الْكَلَامِ، ثُمَّ ذُكِرُوْا عِنْدَهُ يَوْمًا "اَلْاِيْلَاءَ". فَقَالَ لِصَاحِبٍ لَهُ : اَيُّ شَيْءٍ اَلْاِيْلَاءُ؟ فَقَالَ : لَا أَدْرِيْ! فَقَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ لِنَفْسِهٖ : وَيْحَكَ تَلْتَمِسُ الْكَلَامَ وَهٰذَا مِنَ الْوَاجِبِ

الَّذِىْ يَجِبُ عَلَيْكَ مَعْرِفَتُهُ!! فَاخْتَلَفَ اِلٰى حَمَّادِ بْنِ اَبِىْ سُلَيْمَانَ فَبَلَغَ فِى الْفِقْهِ غَايَةً لَمْ يَبْلُغْهَا غَيْرُهُ ... (عُقُوْدُ الْجُمَانِ ص : ١٦٣)

"আবূ হানীফা (র.) কূফায় জন্মগ্রহণ করেছেন। অতঃপর অনবরত ইলমে কালাম অন্বেষণ এবং এ নিয়ে মানুষের সঙ্গে বিতর্কে লেগে থেকেছেন। এক পর্যায়ে তিনি এ বিষয়ে অভিজ্ঞ হয়ে গেছেন। এরপর একদিনের ঘটনা, তাঁর সামনে 'ঈলা' সম্পর্কে কথা হচ্ছিল। তিনি তাঁর এক সাথিকে জিজ্ঞেস করলেন 'ঈলা' কী? সে বলল, জানি না,তখন আবূ হানীফা (র.) মনে মনে বললেন, তোমার মাথা খাও! তুমি ইলমে কালামের পিছনে ঘুরে বেড়াচ্ছ, অথচ এ বিষয়গুলো জানা তোমার জন্য অত্যাবশ্যকীয়! এরপর তিনি হাম্মাদ ইবনে আবী সুলায়মান (র.)-এর কাছে চলে গেলেন এবং ফিকহের ময়দানে এমন স্তরে পৌঁছে গেলেন যেখানে অন্যরা পৌঁছতে পারেনি।" –(উকূদুল জুমান : সালেহী (র.) পৃ. ১৬৩)

এভাবেই আবূ হানীফা (র.) ইলমে কালামের ময়দানে অনন্য অবদান রেখে গেছেন, এরপর তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি তিনি গ্রহণ করছেন।

২. ইলমুল আদব ও নাহব : আরবি ভাষা ও সাহিত্য এবং ইলমে নাহুর কায়েদা কানূন বিষয়ে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ফিকহী মাসআলা মাসায়েল বর্ণনা করার ক্ষেত্রে আরবি বাক্যের বিভিন্নরূপের পরিবর্তনের সাথে সাথে তার বিধান পরিবর্তনের যে রূপরেখা আবূ হানীফা (র.) দেখিয়ে দিয়েছেন তা তাঁর আরবি ভাষাজ্ঞানের পরিচয় বহন করে।

একটি বাক্যে 'হরফে শর্ত' শুরুতে আসলে এর এক অর্থ এবং পরে আসলে অন্য অর্থ, –এ ধরনের আরো যেসব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ তিনি করছেন তা আরবি ভাষায় অগাধ পাণ্ডিত্য না থাকলে সম্ভব নয়। এ বিষয়ে আবূ হানীফা (র.)-এর পাণ্ডিত্যের কথা তুলে ধরে ইমাম সালেহী (র.) বলেন–

وَاَمَّا عِلْمُ الْاَدَبِ وَالنَّحْوِ فَبَلَغَ فِيْهِ الْغَايَةَ. (عُقُوْدُ الْجُمَانِ ص : ١٦٥)

"আর ইলমে আদব ও নাহুর ক্ষেত্রে তিনি শীর্ষ পর্যায়ে পৌঁছে গেছেন।"

–(উকূদুল জুমান পৃ. ১৬৫)

আলমালিকুল মুয়াযযাম ঈসা ইবনে আইয়ূব (র.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে সালেহী (র.) বলেন–

فَقَدْ ذَكَرَ الْمَلِكُ الْمُعَظَّمُ عِيْسٰى بْنُ اَيُّوْبَ فِى الرَّدِّ عَلٰى بَعْضِ الْاَعْدَاءِ مِنَ الْمَسَائِلِ الْفِقْهِيَّةِ الَّتِىْ بَنٰى اَبُوْ حَنِيْفَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَقْوَالَهُ فِيْهَا عَلٰى عِلْمِ الْعَرَبِيَّةِ مَا اِنْ وَقَفْتَ عَلَيْهِ لَرَأَيْتَ الْعَجَبَ الْعُجَابَ مِنْ تَمَكُّنِهٖ فِىْ هٰذَا الْعِلْمِ وَحُسْنِ اسْتِنْبَاطِهٖ. (اَلْمَصْدَرُ السَّابِقُ)

"আলমালিকুল মায়াযযাম ঈসা ইবনে আইয়ুব (র.) আবূ হানীফা (র.)-এর শত্রুদের জবাব দিতে গিয়ে তার ঐ ফিকহী মাসআলাগুলো উল্লেখ করেছেন যেগুলোতে তিনি আরবি ভাষার উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। সে মাসআলাগুলো এমন যে, তুমি যদি সেগুলো দেখ তাহলে এক অত্যাশ্চর্য বিষয় দেখতে পাবে যে, এ শাস্ত্রে তাঁর দৃঢ়তা কতটুকু এবং তাঁর উদ্ভাবন কত সুন্দর!" -(প্রাগুক্ত)

এছাড়া কুরআনে কারীমের বিভিন্ন আয়াতের ব্যাখ্যা, হাদীসের ব্যাখ্যা এবং তাঁর উদ্ভাবিত উসূলে ফিকহের বিভিন্ন মূলনীতি অধ্যয়ন করলেও ইলমে আদব ও নাহব শাস্ত্রে তাঁর পাণ্ডিত্য ধরা পড়ে।

৩. কাব্য রচনা : পদ্য রচনার ক্ষেত্রেও আবূ হানীফা (র.)-এর বিশেষ যোগ্যতা ছিল। তাঁর থেকে বহু হেকমত ও প্রজ্ঞাপূর্ণ আরবি পদ্যমালা বর্ণিত আছে। ইমাম সালেহী (র.) বলেন- وَأَمَّا الشِّعْرُ فَقَدْ رَوَوْا عَنْهُ مِنْ نَظْمِهِ أَشْيَاءَ عَظِيْمَةَ النَّفْعِ . "আর কবিতার ক্ষেত্রে ওলামায়ে কেরাম তাঁর বহু পদ্যমালা বর্ণনা করেছেন, যা অত্যন্ত উপকারী।" -(উকূদুল জুমান পৃ. ১৬৫)

আরবি পদ্য সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিল তা এমনিতেই বোঝা যায়। তিনি বিভিন্ন প্রসঙ্গে কবিতা আবৃত্তি করতেন, উদ্ধৃতি দিতেন এবং উদাহরণ পেশ করতেন।

নিজের রচিত কবিতাও রয়েছে অনেক। দু'য়েকটি উদাহরণ এখানে তুলে ধরা যেতে পারে। আবূ ইউসুফ (র.) বর্ণনা করেন, আবূ হানীফা (র.) একদিন এক প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত কবিতাটি বলেছেন-

عَدِمْنَا ثِقَالَ النَّاسِ فِيْ كُلِّ بَلْدَةٍ ◈ فَيَا رَبِّ لَا تَغْفِرْ لِكُلِّ ثَقِيْلٍ

মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আশশায়বানী (র.) বলেন, আবূ হানীফা (র.) একদিন কূফার গভর্নর ঈসা ইবনে মুসাকে নিম্নোক্ত কাব্য-পংক্তি লিখে পাঠিয়েছিলেন :

كِسْرَةُ خُبْزٍ وَقَعْبُ مَاءٍ ◈ وَ فَرْدُ ثَوْبٍ مَعَ السَّلَامَةِ

لَا خَيْرَ فِي الْعَيْشِ فِيْ نَعِيْمٍ ◈ تَكُوْنُ مِنْ بَعْدِهِ نَدَامَةٌ

-(উকূদুল জুমান পৃ. ৩০৬)

জাফর ইবনে আহমার থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেন, আমি আবূ হানীফা (র.)-কে একটি মাসআলা জিজ্ঞেস করলে তিনি তার জবাব দিলেন। তখন আমি বললাম, আল্লাহ যতদিন আপনাকে বাঁচিয়ে রাখবেন, ততদিন এ শহর মঙ্গলময় থাকবে। তখন আবূ হানীফা (র.) নিম্নোক্ত কাব্য-পংক্তিটি আবৃত্তি করেছেন-

خَلَتِ الدِّيَارُ فَسُدْتُ غَيْرَ مُوَدٍ ◈ وَمِنَ الْعَنَاءِ تَفَرُّدِيْ بِالسُّوْدِ.

-(উকূদুল জুমান পৃ. ৩০৭)

এভাবে আরো বিভিন্ন প্রসঙ্গে আবূ হানীফা (র.)-এর রচিত আরো বহু কবিতা বর্ণিত হয়েছে, যা এ বিষয়ে তাঁর পাণ্ডিত্যকে প্রমাণ করে।

৪. ইলমুল কেরাত : ইলমুল কেরাতে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর বিশেষ দখল ছিল। তাঁর কেরাত বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিতও হয়েছে। তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর শাগরেদগণের কাছ থেকে কেরাত শিখেছেন। তাঁর কেরাতের শায়খ ছিলেন আসেম ইবনে বাহদালাহ আলআসাদী আলকূফী (মৃ. ১২৮ হি.) যিনি ইবনে আবিন নাজুদ নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইনি কেরাতের প্রসিদ্ধ সাত ইমামের একজনও বটে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর কেরাত প্রসিদ্ধ কেরাতগুলোরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাঁর নামে যে শাজ বা অগ্রহণযোগ্য কেরাতগুলো বিভিন্ন কিতাবে পাওয়া যায় সেগুলো মূলত জাল। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর সঙ্গে সেসব কেরাতের কোনো সম্পর্ক নেই। আবুল কাসেম যমখশারী (র.)-ও আবূ হানীফা (র.)-এর কেরাতের উপর কিতাব লিখেছেন।

আবুল মুআইয়াদ আলমুয়াফফাক ইবনে আহমাদ (র.) আবূ হানীফা (র.)-এর কেরাতের দক্ষতা ও প্রসিদ্ধি সম্পর্কে নিম্নোক্ত কাব্য-পংক্তিগুলো আবৃত্তি করেছেন–

لِاَبِىْ حَنِيْفَةَ ذِى الْفَخَارِ قِرَاءَةٌ ◇ مَشْهُوْرَةٌ مَنْخُوْلَةٌ غَرَّاءُ

عُرِضَتْ عَلَى الْقُرَّاءِ فِىْ اَيَّامِهِ ◇ فَتَعَجَّبَ مِنْ حُسْنِهَا الْقُرَّاءُ

لِلّٰهِ دَرُّ اَبِىْ حَنِيْفَةَ اَنَّهُ ◇ خَضَعَتْ لَهُ الْقُرَّاءُ وَالْفُقَهَاءُ

–(উকূদুল জুমান পৃ. ১৬৬)

৫. ইলমুল ফিকহ : এটি আবূ হানীফা (র.)-এর ঘরের বিষয়। এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন, শুধুমাত্র ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর একটি কথা এখানে উল্লেখ করে দেওয়াই যথেষ্ট হবে। তিনি বলেন– اَلنَّاسُ عِيَالٌ عَلٰى فِقْهِ اَبِىْ حَنِيْفَةَ "সকল মানুষ আবূ হানীফার ফিকহের উপর নির্ভরশীল।" বিষয়টি সুস্পষ্ট। আলোচনার অপেক্ষা রাখে না।

৬. ইলমুল হাদীস : এ বিষয়ে আবূ হানীফা (র.) ছিলেন তাঁর জমানার এক অনন্য ব্যক্তিত্ব। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে সে বিষয়টি বিস্তারিত তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। হাদীস সংক্রান্ত ইলমের বাইরে আবূ হানীফা (র.)-এর যে আরো বৈশিষ্ট্য ছিল সে বিষয়টি ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) তুলে ধরছেন, তিনি বলেন–

مَا رَأَيْتُ اَحَدًا اَعْلَمَ بِتَفْسِيْرِ الْحَدِيْثِ مِنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ.

"হাদীসের ব্যাখ্যার ব্যাপারে আবূ হানীফা (র.)-এর চেয়ে বড় বিজ্ঞ আমি আর কাউকে দেখিনি।" –(প্রাগুক্ত)

এ ছাড়া ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অন্যান্য ইলমের সঙ্গেও সরাসরি সম্পর্ক ছিল। মিসআর ইবনে কিদাম (র.) আবূ হানীফা (র.)-এর বহুমুখী প্রতিভা সম্পর্কে সংক্ষেপে মন্তব্য করে বলেন–

طَلَبْتُ مَعَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ الْحَدِيْثَ فَغَلَبَنَا، وَاَخَذْنَا فِي الزُّهْدِ فَبَرَعَ عَلَيْنَا، وَطَلَبْنَا مَعَهُ الْفِقْهَ فَجَاءَ مِنْهُ مَا تَرَوْنَ. (مَنَاقِبُ اَبِيْ حَنِيْفَةَ لِلذَّهَبِيِّ، مِنْ مَا تَمَسُّ اِلَيْهِ الْحَاجَةُ لِلنُّعْمَانِيِّ ص : ١٠)

"আমি আবূ হানীফা (র.)-এর সঙ্গে হাদীসের অন্বেষণে নেমেছি তো তিনি আমাদের থেকে এগিয়ে গেলেন। তাঁর সঙ্গে যুহদ-তাকওয়ায় পাল্লা দিয়েছি তো তিনি আমাদের উপর প্রাধান্য নিয়ে গেছেন। তাঁর সঙ্গে ফিকহের ইলম অন্বেষণ করেছি তো তিনি যা করেছেন তা তোমরা দেখতেই পাচ্ছ।" -(মা তামাসসু পৃ. ১০)

এ বিষয়ক উদ্ধৃতি উল্লেখ করে এখানে আর আলোচনা দীর্ঘ করার প্রয়োজন নেই।

আবূ হানীফা (র.)-এর ব্যক্তি চরিত্র

ইমাম আবূ হানীফা (র.) তাঁর সমকালীন ওলামায়ে কেরাম, তাঁর শাগরেদবৃন্দ ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে যে আখলাক দেখিয়েছেন তা খুবই বিরল। শত্রুর সঙ্গেও তিনি আচরণের যে আদর্শ শিখিয়েছেন তা বন্ধুর সঙ্গেও মানুষ কল্পনা করতে পারে না। এমন হাজারো ঘটনা তাঁর জীবনের রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ দু'চারটি এখানে তুলে ধরা হচ্ছে-

সমসাময়িক ব্যক্তিবর্গের ব্যাপারে প্রতিহিংসার প্রভাবমুক্ত আবূ হানীফা (র.)

আবূ মুহাম্মদ হারেসী (র.) বর্ণনা করেন, আবূ মুয়ায (র.) আবূ হানীফা (র.) সম্পর্কে বলেছেন-

كَانَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ يَعْرِفُ اخْتِلَافِيْ اِلَى سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَكَانَ بَيْنَهُمَا مَا يَكُوْنُ بَيْنَ الْاَقْرَانِ، وَلَا يَمْنَعُهُ ذٰلِكَ مِنْ تَقَرُّبِيْ وَقَضَاءِ حَوَائِجِيْ، وَكَانَ حَلِيْمًا وَرِعًا وَقُوْرًا، قَدْ جَمَعَ اللهُ تَعَالٰى فِيْهِ خِصَالًا شَرِيْفَةً.

"আমি যে সুফয়ান সাওরী (র.)-এর দরবারে আসা যাওয়া করতাম তা আবূ হানীফা (র.) জানতেন। আর সমকালীন দুজনের মাঝে সাধারণত যে দূরত্ব থাকে তা তাঁদের দুজনের মাঝেও ছিল। কিন্তু এতদসত্ত্বেও এ বিষয়টি তাঁর নৈকট্য অর্জন করা এবং আমার বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণ করার ক্ষেত্রে কোনো প্রকার বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। আর তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধৈর্যশীল, পরহেজগার ও ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ ব্যক্তি। আল্লাহ তা'আলা তাঁর মাঝে অনেকগুলো উত্তম গুণের সমাহার ঘটিয়েছেন।" -(উকূদুল জুমান পৃ. ২৯১)

অসদাচরণের জবাবে ভদ্রতা

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর এক বিশিষ্ট শাগরেদ 'মুসান্নাফ' কিতাবের রচয়িতা প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইমাম আব্দুর রায্‌যাক ইবনে হাম্মাম (র.) (মৃ. ২১১ হি.) তাঁর উস্তাদ আবূ হানীফা (র.)-এর একদিনের একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন যা পৃথিবীর মানুষদের জন্য উত্তম চরিত্রের একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। আব্দুর রায্‌যাক (র.) বলেন–

مَا رَأَيْتُ اَحَدًا اَحْلَمَ مِنْ اَبِيْ حَنِيْفَةَ، كُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَهُ فِيْ مَسْجِدِ الْخَيْفِ، وَالنَّاسُ حَوْلَهُ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الْبَصْرَةِ عَنْ مَسْأَلَةٍ، فَاَجَابَهُ فِيْهَا، فَقَالَ السَّائِلُ: فَاِنَّ الْحَسَنَ قَالَ فِيْهَا كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ: اَخْطَأَ الْحَسَنُ : فَقَامَ رَجُلٌ مُغَطَّى الْوَجْهِ فَقَالَ لِاَبِيْ حَنِيْفَةَ: يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ وَفِيْ لَفْظٍ : يَا اِبْنَ الْفَاعِلَةِ، اَنْتَ تَقُوْلُ اَخْطَأَ الْحَسَنُ، فَمَاجَ النَّاسُ وَفِيْ لَفْظٍ : فَهَمَّ النَّاسُ بِهِ فَسَكَّتَهُمْ اَبُوْ حَنِيْفَةَ، وَاَطْرَقَ سَاعَةً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ : نَعَمْ، اَخْطَأَ الْحَسَنُ وَاَصَابَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ فِيْمَا رَوَاهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ. (عُقُوْدُ الْجُمَانِ ص : ٢٨٧)

"আমি আবূ হানীফার মতো ধৈর্যশীল আর কাউকে দেখিনি। আমরা একদিন মসজিদে খায়ফে তাঁর সঙ্গে ছিলাম। মানুষ তাঁকে ঘিরে বসেছিল, তখন বসরা এলাকার এক লোক তাঁকে একটি মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। আবূ হানীফা (র.) তার প্রশ্নের জবাব দিলেন। তখন লোকটি বলল, হাসান বসরী (র.)-তো এভাবে বলেন। অর্থাৎ আরেক রকম। তখন আবূ হানীফা (র.) বললেন, হাসান বসরী (র.) ভুল করেছেন।

তখন চেহারা ঢাকা এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আবূ হানীফাকে লক্ষ্য করে বলল, এই হারামযাদা! তুমি বলছ হাসান ভুল করেছেন? এ গালি শুনে মানুষ তার উপর ক্ষেপে উঠল। কোনো বর্ণনায় আছে মানুষ তাকে মারতে চাইল। তখন আবূ হানীফা (র.) তাদেরকে থামালেন এবং কিছুক্ষণ মাথা ঝুঁকিয়ে চুপ করে রইলেন। এরপর মাথা তুলে বললেন, হ্যাঁ, হাসান ভুলই করেছেন, আর ইবনে মাসউদ (রা.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যে বর্ণনা করেছেন সে ক্ষেত্রে তিনি ঠিক করেছেন।"–(উকূদুল জুমান পৃ. ২৮৭)

শরিয়তের কোনো মাসআলা দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনো মুজতাহিদ ইমামের ব্যক্তি স্বার্থ কখনো জড়িত থাকতে পারে না। আবূ হানীফা (র.) প্রশ্নকারীর প্রশ্নের জবাব দলিলের ভিত্তিতেই দিয়েছিলেন এবং সে দলিল ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি হাদীস যা ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেছেন। আর তাঁর দৃষ্টিতে হাসান (র.) এর অভিমত হাদীসের বিপরীত হওয়ার কারণে তা ভুল ছিল, সে কথাই তিনি বলেছেন।

কিন্তু হাদীসের পক্ষে বলতে গিয়ে তিনি এত কঠিন অপমানজনক সম্বোধন পাওয়ার পরও তাঁর প্রতিক্রিয়া ছিল অত্যন্ত সংযত। যার উপমা পাওয়া কঠিন। তিনি প্রতিশোধ নিতে যাননি। যারা প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল তিনি তাদেরকে থামিয়ে দিয়েছেন। এটাই ছিল তাঁর চরিত্রমাধুরী, এটাই হচ্ছে তাঁর উদারতার জ্বলন্ত প্রমাণ।

অনুরূপ আরেকটি ঘটনা ঘটেছে ইয়াযীদ ইবনুল কুমাইতের সামনে। তিনি বলেন–

شَهِدْتُ اَبَا حَنِيْفَةَ وَشَتَمَهُ رَجُلٌ وَاسْتَطَالَ عَلَيْهِ وَقَالَ لَهُ : يَا زِنْدِيْقُ، فَقَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ : غَفَرَ اللهُ لَكَ، هُوَ يَعْلَمُ مِنِّيْ خِلَافَ مَا تَقُوْلُ. (اَلْمَصْدَرُ السَّابِقُ)

"আমি আবূ হানীফা (র.)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। একলোক তাকে খুব গালমন্দ করল এবং খুব বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে বলল, হে যিন্দিক! তখন আবূ হানীফা বললেন, আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন। তুমি আমার ব্যাপারে যে মন্তব্য করেছ আল্লাহ তা'আলা আমার ব্যাপারে এর বিপরীতটা জানেন।" –(প্রাগুক্ত)

শাগরেদগণের প্রতি স্নেহ-মমতা

ওলীদ ইবনুল কাসেম (র.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন–

كَانَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ حَسَنَ التَّفَقُّدِ لِأَصْحَابِه، يَسْأَلُ عَنْ اَحْوَالِهِمْ، فَمَنْ عَرَفَ بِه حَاجَةً وَاسَاهُ، وَمَنْ مَرِضَ مِنْهُمْ اَوْ قَرِيْبٌ لَهُ عَادَهُ، وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ اَوْ قَرِيْبٌ لَهُ شَيَّعَ جَنَازَتَهُ، وَمَنْ نَابَتْهُ مِنْهُمْ نَائِبَةٌ اَوْ صَدِيْقٌ لَهُ سَعٰى فِيْ حَوَائِجِهِمْ، وَكَانَ كَرِيْمَ الطَّبْعِ.

(اَلْمَصْدَرُ السَّابِقُ ص : ٢٩١)

"আবূ হানীফা (র.) তাঁর শাগরেদদের খুব খোঁজ-খবর রাখতেন, তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন, কারো কোনো প্রয়োজন সম্পর্কে জনতে পারলে তাকে সাহায্য করতেন। তাদের কেউ অথবা নিকটাত্মীয় কেউ অসুস্থ হলে তাকে দেখতে যেতেন। শাগরেদদের কেউ অথবা নিকটাত্মীয়দের কেউ মারা গেলে তার জানাযায় শরিক হতেন। তাদের কেউ অথবা বন্ধুদের কেউ কোনো সমস্যায় পড়লে তার সমস্যা দূর করতে চেষ্টা করতেন। সর্বোপরি তিনি একজন মহানুভব ব্যক্তি ছিলেন।"–(উকূদুল জুমান পৃ.-২৯১)

যাবতীয় ঈমানী গুণের অধিকারী আবূ হানীফা (র.)

আবুল মুআইয়াদ খুয়ারিযমী (র.) বর্ণনা করেন, মুয়াফী ইবেন ইমরান আলমাওসিলী (র.) বলেছেন–

كَانَ فِيْ اَبِيْ حَنِيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَشْرُ خِصَالٍ مَا كَانَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهَا فِيْ اَحَدٍ اِلَّا صَارَ رَئِيْسًا فِيْ قَوْمِه وَسَادَ قَبِيْلَتَهُ، اَلْوَرَعُ، وَالصِّدْقُ، وَالْفِقْهُ، وَمُدَارَاةُ النَّاسِ،

وَالرُّؤْيَةُ الصَّادِقَةُ، وَالْإِقْبَالُ عَلٰى مَا يَنْفَعُ، وَطُوْلُ الصَّمْتِ وَالْإِصَابَةُ بِالْقَوْلِ، وَمَعُوْنَةُ اللَّهْفَانِ عَدُوًّا كَانَ أَوْ وَلِيًّا. (عُقُوْدُ الْجُمَانِ ص : ٢٩٥)

"আবূ হানীফা (র.)-এর মাঝে এমন দশটি গুণ ছিল যার কোনো একটি কারো মধ্যে থাকলে সে তার গোষ্ঠীর সর্দার হয়ে যেতে পারবে, সেগুলো হচ্ছে : পরহেজগারী, সত্যবাদিতা, ফিকহ, মানুষের সঙ্গে সদাচরণ, সত্যদৃষ্টি, উপকারী বিষয়ের প্রতি ঝোঁক, দীর্ঘ নীরবতা, সঠিক সিদ্ধান্ত এবং অন্যকে সাহায্য করা– চাই সে শত্রু হোক বা মিত্র হোক।" –(উকূদুল জুমান পৃ. ২৯৫)

মানুষের বিপদে ব্যাকুলতা

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর সদাচরণ ও উত্তম চরিত্রের এ ফিরিস্তি অনেক দীর্ঘ যে সদাচরণ তিনি সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে দেখিয়েছেন, মানুষের প্রতি তার সৌজন্যমূলক আচরণ ও সবার সঙ্গে সমবেদনা প্রকাশ করার বিষয়টি সর্বজন স্বীকৃত ছিল। এ প্রসঙ্গে আর একটি মাত্র ঘটনার উল্লেখ করে এ আলোচনা শেষ করা হচ্ছে। আসেম ইবনে ইউসুফ আলইয়ারবুয়ী (র.) (মৃ. ২২০ হি.) আবূ হানীফা (র.)-এর এ চরিত্রের সারনির্যাস তুলে ধরেছেন। ইমাম সালেহী (র.) বর্ণনা করেন–

عَنْ عَاصِمِ بْنِ يُوْسُفَ قَالَ : لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ عَلٰى أَحَدٍ مِنَ الْحَقِّ كَمَا لِأَبِيْ حَنِيْفَةَ عَلٰى أَصْحَابِهِ. وَإِنَّ الذُّبَابَ إِذَا وَقَعَ عَلٰى أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ يُرٰى مَشَقَّةُ ذٰلِكَ عَلَيْهِ مِنْ عَظِيْمِ حُرْمَتِهِمْ عِنْدَهُ، وَبَلَغَ مِنْ عَظِيْمِ حَقِّهِمْ عَلَيْهِ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ عَلَيْهِ مُتَغَيِّرَ اللَّوْنِ، فَقَالَ : مَا لَكَ؟ قَالَ : إِنَّ فُلَانًا وَسَمَّاهُ سَقَطَ مِنْ سَطْحِ دَارِهِ، فَسَمِعَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ ذٰلِكَ فَصَاحَ صَيْحَةً حَتّٰى سَمِعَ مَنْ فِي الْمَسْجِدِ، وَقَامَ فَزِعًا إِلَيْهِ حَافِيًا، وَقَالَ : لَوْ أَمْكَنَنِيْ أَنْ أَحْمِلَ هٰذِهِ الْعِلَّةَ وَأَضَعَهَا عَلٰى نَفْسِيْ لَفَعَلْتُ، وَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ بَاكِيًا، وَكَانَ يَأْتِيْهِ صَبَاحًا وَمَسَاءً حَتّٰى بَرِئَ الرَّجُلُ. (عُقُوْدُ الْجُمَانِ ص : ٢٩٦)

"আসেম ইবনে ইউসুফ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ হানীফার লোকদের উপর তাঁর যে অধিকার আছে এমন অধিকার কারো উপর কারো ছিল না। তাঁর সঙ্গী ও শাগরেদদের কারো গায়ে মাছি বসলে তাঁর কষ্ট অনুভব হতো। আর তার কারণ ছিল তাঁরা ছিলেন তাঁর দৃষ্টিতে অত্যন্ত সম্মানিত। তাঁর উপর তাদের এতটুকু অধিকার সাব্যস্ত হয়ে গিয়েছিল যে, একবার এক ব্যক্তি হন্তদন্ত হয়ে বিবর্ণ চেহারা নিয়ে তাঁর ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। আবূ হানীফা (র.) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কী হয়েছে? সে এক ব্যক্তির নাম নিয়ে বলল, অমুক ব্যক্তি তার ঘরের ছাদ থেকে পড়ে গেছে। আবূ হানীফা (র.) একথা শোনা মাত্রই এমন চিৎকার করে উঠলেন যে, মসজিদ থেকে লোকেরা তাঁর চিৎকার শুনতে পেল।

এরপর তিনি হন্তদন্ত হয়ে খালি পায়ে তার কাছে ছুটে গেলেন এবং বললেন, যদি এ লোকটির কষ্ট তুলে নিয়ে নিজের উপর রাখতে পারতাম, তাহলে আমি তাই করতাম! এরপর কাঁদতে কাঁদতে তাঁর ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন এবং তখন থেকে লোকটি সুস্থ হওয়া পর্যন্ত সকাল-সন্ধ্যা তার কাছে আসা যাওয়া করতে থাকলেন।”–(উকূদুল জুমান পৃ. ২৯৬)

এভাবে ইমাম আবূ হানীফা (র.) উত্তম আচরণের এক অনুপম আদর্শ সৃষ্টি করে গেছেন, যার অনুকরণ করে মানুষ তার জীবনকে সুন্দর করতে পারে। হয়তো তা কঠিন, কিন্তু এর ফলাফল অতি মিষ্টি ও সুন্দর।

আবুল খাত্তাব জুরজানী (র.) বলেন, একবার আমি আবূ হানীফার মজলিসে ছিলাম, ইত্যবসরে এক যুবক এসে তাঁকে একটি মাসআলা জিজ্ঞেস করল। জবাব শুনে সে আবূ হানীফা (র.)-কে সম্বোধন করে বলল, হে আবূ হানীফা! তুমি ভুল করেছ। তখন সেই যুবককে কেউ কিছু বলল না। আমি উপস্থিতদের জিজ্ঞেস করলাম, এ ছেলেটা এভাবে কথা বলে গেল! আর তোমরা কেউ কিছু বললে না? তোমরা কি এ শায়খকে সম্মান কর না? তখন আবূ হানীফা (র.) আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, এদেরকে রাখ, আমি এদেরকে এভাবে কথা বলতে অভ্যস্ত করে ফেলেছি।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) তার যোগ্যতার মতোই মহান ছিলেন। আত্মিকভাবে অত্যন্ত উদার ছিলেন। তাঁর তুলনা হয় না। তিনি নিজেই নিজের উদাহরণ ছিলেন।

অন্যান্য মাযহাবের ইমামগণের দৃষ্টিতে আবূ হানীফা (র.)

প্রসিদ্ধ মাযহাবগুলোর ইমামগণের পরস্পরে সর্বদাই শ্রদ্ধা ও সৌহার্দ্যমূলক আচরণ ছিল। কিন্তু একটি স্বার্থান্বেষী মহল সর্বদাই তাঁদেরকে পরস্পর শত্রুরূপে রূপায়িত করার চেষ্টা করেছে। মাযহাবগুলোর মধ্যে সর্বপ্রাচীন মযহাব হচ্ছে হানাফী মাযহাব, আর ইমামগণের মধ্যে সবার চেয়ে প্রবীণ হচ্ছেন ইমাম আবূ হানীফা (র.)।

পরবর্তী মাযহাবগুলোর ইমামগণ সব সময়ই আবূ হানীফা (র.)-কে সম্মানের সঙ্গে স্মরণ করেছেন। এখানে প্রসিদ্ধ ইমামগণের দু'চারটি উক্তি উল্লেখ করা হচ্ছে।

ইমাম আওযায়ী ও আবূ হানীফা (র.)

মাযহাবের ইমামগণের মধ্যে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর পর সব চেয়ে প্রবীণ হচ্ছেন ইমাম আওযায়ী (র.) (মৃ. ১৫৭ হি.)। ইনি একটি সংকলিত মাযহাবের স্থপতি ছিলেন। আল্লামা হাজাবী (র.) বলেন–

هُوَ اَیْ اَلْاَوْزَاعِیْ مِنْ أَئِمَّةِ الْمَذَاهِبِ الْمُدَوَّنَةِ، وَعَلٰى مَذْهَبِه كَانَ اَهْلُ الْاَنْدَلُسِ اَوَّلًا لِكَثْرَةِ الدَّاخِلِيْنَ اِلَيْهَا مِنَ الشَّامِ. (اَلْفِكْرُ السَّامِیْ ٢/٤٣٧)

"আওযায়ী (র.), সংকলিত মাযহাবসমূহের ইমামগণের একজন ছিলেন। আন্দালুসবাসীরা প্রথম প্রথম তাঁর মাযহাবের অনুসারী ছিল। এর কারণ ছিল সিরিয়াবাসীদের বেশি বেশি আন্দালুসে যাতায়াত।" –(আল ফিকরুস সামী ২/৪৩৭)

তবে আওযাযী (রহ.) এর মাযহাব বেশিদিন স্থায়িত্ব পায়নি। ইমাম যাহাবী (র.) বলেন–

وَكَذٰلِكَ اِشْتَهَرَ مَذْهَبُ الْاَوْزَاعِيِّ مُدَّةً، وَتَلَاشٰى اَصْحَابُهُ وَتَفَنُّوْا (سِيَرُ اَعْلَامِ النُّبَلَاءِ ٧/٤١٠)

"তেমনিভাবে আওযায়ী (র.)-এর ফিকহী মাযহাবও কিছুকাল যাবত প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল; কিন্তু তার পতাকাবাহীগণ শেষ হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছেন।" –(সিয়ার ৭/৪১০)

সারকথা হচ্ছে– ইমাম আওযায়ী (র.) একটি অনুসৃত মাযহাবের ইমাম ছিলেন। তিনি ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর ইলমি যোগ্যতা সম্পর্কে অত্যন্ত মূল্যবান বক্তব্য পেশ করেছেন। খতীব বাগদাদী (র.) বর্ণনা করেছেন, ইমাম আওযায়ী (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.) সম্পর্কে এক প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন–

غَبَطْتُ الرَّجُلَ بِكَثْرَةِ عِلْمِهٖ وَ وفُوْرِ عَقْلِهٖ، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ، لَقَدْ كُنْتُ فِيْ غَلَطٍ ظَاهِرٍ، اِلْزَمِ الرَّجُلَ فَاِنَّهٗ بِخِلَافِ مَا بَلَغَنِيْ عَنْهُ.

"লোকটির ইলম ও মেধা দেখে আমি ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়েছি। আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই। তাঁর ব্যাপারে তো আমি স্পষ্ট ভুলের মধ্যে ছিলাম। তুমি এ লোকের সান্নিধ্য গ্রহণ কর। কারণ তার ব্যাপারে আমরা যা শুনেছি বাস্তবতা তার বিপরীত।"–(তারীখে বগদাদ বরাতে, উকূদুল জুমান পৃ. ১৯২)

উল্লেখ্য, ইমাম আওযায়ী (র.) একথাগুলো ইমাম ইবনে মুবারক (র.)-কে লক্ষ্য করে বলেছিলেন। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর সঙ্গে ইলমি লেনদেনের পরই তিনি তাঁর ব্যাপারে এ মন্তব্য করেছিলেন। তাঁর এ বক্তব্যের শেষাংশে যে কথাটি রয়েছে তা মূলত আবূ হানীফা (র.)-এর প্রতি তাঁর অতীত ভুল ধারণার প্রতি ইঙ্গিত। এর পেছনে একটি সুন্দর ঘটনাও রয়েছে, যা এখানে উল্লেখ করা সঙ্গত হবে। ঘটনাটি খতীব বগদাদী (র.) তাঁর প্রসিদ্ধ 'তারীখে বাগদাদ' গ্রন্থে এভাবে উল্লেখ করেছেন–

عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ : قَدِمْتُ الشَّامَ عَلَى الْاَوْزَاعِيِّ، فَرَأَيْتُهٗ بِبَيْرُوْتَ فَقَالَ لِيْ : يَا خُرَاسَانِيُّ! مَنْ هٰذَا الْمُبْتَدِعُ الَّذِيْ خَرَجَ بِالْكُوْفَةِ يُكْنٰى اَبَا حَنِيْفَةَ؟ فَرَجَعْتُ اِلٰى بَيْتِيْ فَاَقْبَلْتُ عَلٰى كُتُبِ اَبِيْ حَنِيْفَةَ فَاَخْرَجْتُ مِنْهَا مَسَائِلَ مِنْ جِيَادِ الْمَسَائِلِ، وَبَقِيْتُ فِيْ ذٰلِكَ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ، فَجِئْتُهٗ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ، وَهُوَ مُؤَذِّنُ مَسْجِدِهِمْ وَاِمَامُهُمْ، وَالْكِتَابُ فِيْ يَدِيْ.

فَقَالَ : اَيُّ شَيْءٍ هٰذَا الْكِتَابُ؟ فَنَاوَلْتُهُ، فَنَظَرَ فِيْ مَسْأَلَةٍ مِنْهَا وَقَّعْتُ عَلَيْهَا، "قَالَ النُّعْمَانُ بْنُ ثَابِتٍ" فَمَا زَالَ قَائِمًا بَعْدَ اَنْ أَذَّنَ حَتّٰى قَرَأَ صَدْرَ الْكِتَابِ، ثُمَّ وَضَعَ الْكِتَابَ فِيْ كُمِّهِ، ثُمَّ اَقَامَ وَصَلّٰى.

ثُمَّ اَخْرَجَ الْكِتَابَ حَتّٰى اَتٰى عَلَيْهَا، فَقَالَ لِيْ : يَا خُرَاسَانِيُّ ! مَنِ النُّعْمَانُ بْنُ ثَابِتٍ هٰذَا؟ قُلْتُ : شَيْخٌ لَقِيْتُهُ بِالْعِرَاقِ، فَقَالَ : هٰذَا نَبِيْلٌ مِنَ الْمَشَايِخِ، اِذْهَبْ فَاسْتَكْثِرْ مِنْهُ، قُلْتُ : هٰذَا اَبُوْ حَنِيْفَةَ الَّذِيْ نَهَيْتَ عَنْهُ.

"ইবনুল মুবারক থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি সিরিয়ায় আওযায়ীর কাছে এলাম। বৈরুতে তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হলে তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে খোরাসানী! কূফায় যে, আবূ হানীফা উপনামধারী এক বিদআতীর আবির্ভাব ঘটেছে, এ লোকটা কে? তাঁর একথা শোনার পর আমি আমার ঘরে ফিরে গেলাম এবং আবূ হানীফা (র.)-এর কিতাবগুলো নিয়ে বসলাম। সেখান থেকে কিছু ভালো ভালো মাসআলা বের করলাম এবং তিনদিন পর্যন্ত আমি এ কাজেই ব্যস্ত থাকলাম। তৃতীয় দিন আমি তাঁর কাছে আসলাম। তিনি তখন তাঁদের মসজিদের মুয়াযযিন ও ইমাম হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। কিতাবটি আমার হাতেই ছিল।

তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, এটা কী কিতাব? আমি তাঁকে কিতাবটি দিলাম। তিনি সেসব মাসআলা থেকে একটি মাসআলার প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য করলেন, যার পাশে আমি লিখে রেখেছি, 'নোমান ইবনে সাবেত বলেছেন'। তিনি আযানের পর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিতাবের প্রথম অংশ পড়ে ফেললেন। এরপর কিতাবটি তাঁর আস্তিনের মধ্যে রাখলেন, অতঃপর ইকামত দিলেন এবং নামাজ পড়লেন।

নামাজের পর কিতাবটি আবার বের করলেন এবং ঐ মাসআলার কাছে পৌছে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, এ নোমান ইবনে সাবেত লোকটা কে? আমি বললাম, এক শায়খ যার সঙ্গে আমি ইরাকে সাক্ষাৎ করেছি। তখন আওযায়ী (র.) বললেন, ইনি মাশায়েখদের মধ্যে একজন যোগ্য ব্যক্তি। তুমি যাও এবং তাঁর কাছ থেকে খুব বেশি করে ইলম হাসিল কর। আমি বললাম, ইনিই আবূ হানীফা (র.) যাঁর কাছে যাওয়ার ব্যাপারে আপনি আমাকে নিষেধ করেছিলেন।"

–(তারীখে বাগদাদ বরাতে, উকূদুল জুমান পৃ. ১৯২)

এ ঘটনার প্রেক্ষিতে ইমাম আওযায়ী (র.) আবূ হানীফা (র.)-এর ব্যাপারে পূর্বোক্ত কথাটি বলেছিলেন। এ ঘটনার অপর এক বর্ণনার শেষাংশে রয়েছে, ইবনে মুবারক (র.) বলেছেন–

ثُمَّ الْتَقٰى اَبُوْ حَنِيْفَةَ وَالْاَوْزَاعِيُّ بِمَكَّةَ وَكَانَ بَيْنَهُمَا اِجْتِمَاعٌ، فَرَأَيْتُهُ يُجَارِيْ اَبَا حَنِيْفَةَ فِي الْمَسَائِلِ الَّتِيْ كَانَتْ فِي الرُّقْعَةِ، فَرَأَيْتُ اَبَا حَنِيْفَةَ يَكْشِفُ لَهٗ تِلْكَ الْمَسَائِلَ بِاَكْثَرَ مِمَّا كَتَبْتُ عَنْهُ، فَلَمَّا افْتَرَقَا لَقِيْتُ الْاَوْزَاعِيَّ بَعْدَ ذٰلِكَ، فَقَالَ غَبَطْتُ الرَّجُلَ ... الخ (اَلْمَصْدَرُ السَّابِقُ)

"এরপর আবূ হানীফা ও আওযায়ী (র.)-এর মাঝে পরস্পরে মক্কায় সাক্ষাৎ হয়েছে এবং তাদের বৈঠকও হয়েছে। আমি আওযায়ী (র.)-কে দেখেছি তিনি চিরকুটে লেখা সে মাসআলাগুলো নিয়ে আবূ হানীফা (র.)-এর সঙ্গে আলোচনা করছেন এবং আমি আরো দেখেছি মাসআলাগুলো আমি তাঁর কাছ থেকে যেভাবে লিখেছি তিনি তার চেয়ে আরো বেশি খুলে খুলে আওযায়ী (র.)-কে বলছেন। তারা দু'জন আলাদা হয়ে যাওয়ার পর আমি আওযায়ী (র.)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। তখন তিনি বলেছেন– غَبَطْتُ الرَّجُلَ مِن ... الخ."

ইবনে মোবারক (র.) কর্তৃক বর্ণনাকৃত মক্কার এ সাক্ষাৎই ছিল আওযায়ী (র.)-এর সঙ্গে আবূ হানীফা (র.)-এর প্রথম সাক্ষাৎ। এর আগে তিনি লোকমুখে শুনে শুনেই আবূ হানীফা (র.)-এর প্রতি একটি ভুল ধারণা পোষণ করতেন। কিন্তু যখন তিনি আবূ হানীফার তাহকীক ও গবেষণা অধ্যয়ন করেছেন, এরপর তাঁর সঙ্গে সারাসরি সাক্ষাৎ করে ইলমের আদান প্রদান করেছেন তখন তিনি আবূ হানীফার ইলমি গভীরতা, সততা ও সত্যবাদিতাকে স্বীকার করে নিয়েছেন এবং উপরিউক্ত মন্তব্যটি করেছেন। পূর্ব ভুল ধারণার উপর তিনি অনুতপ্ত হয়েছেন এবং আবূ হানীফা (র.)-এর সান্নিধ্য গ্রহণ করার জন্য ইবনে মোবারককে হুকুম করেছেন।

সুফয়ান সাওরী ও আবূ হানীফা (র.)

সুফয়ান ইবনে সাঈদ (র.) (মৃ. ১৬১ হি.) কর্তৃক সংকলিত ফিকহ অনেক বছর যাবত একটি অনুসৃত মাযহাব হিসেবে প্রচলিত ছিল। এ সুফয়ান সাওরী (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর ব্যাপারে অনেক উচু ধারণা রাখতেন। এ সংক্রান্ত অনেকগুলো উদ্ধৃতি এর আগে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে এখানেও দুয়েকটি উল্লেখ করা যেতে পারে। এ বিষয়ে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর একটি সংক্ষিপ্ত মন্তব্য ছিল এরকম, তিনি বলেন–

سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ اَكْثَرُ مُتَابَعَةً لِاَبِيْ حَنِيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِنِّيْ.

"সুফয়ান সাওরী (র.) আবূ হানীফা (র.)-কে আমার চেয়ে বেশি অনুসরণ করতেন।" –(উকূদুল জুমান পৃ. ১৯১)

উল্লেখ্য, আবূ ইউসুফ (র.) ছিলেন ইমাম আবূ হানীফা (র.) একজন বিশিষ্ট অনুসারী। তিনি মন্তব্য করেছেন, সুফয়ান সাওরী আবূ হানীফা (র.)-কে তাঁর চেয়েও বেশি অনুসরণ করতেন। আর সুফয়ান সাওরী (র.) যে তাঁর বালিশের নিচে আবূ হানীফা (র.)-এর কিতাব রেখে দিতেন এবং প্রয়োজনে সেগুলো অধ্যয়ন করতেন সে সম্পর্কীয় উদ্ধৃতিও এর আগে উল্লেখ করা হয়েছে।

আবূ হানীফা (র.)-এর সঙ্গে সুফয়ান সাওরী (র.)-এর আচরণের বিবরণ দিতে গিয়ে বাশশার ইবনে ক্বীরাত (র.) বলেন–

حَجَجْتُ مَعَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ وَسُفْيَانَ، فَكَانَا اِذَا نَزَلَا مَنْزِلًا اَوْ بَلْدَةً اِجْتَمَعَ عَلَيْهِمَا النَّاسُ وَقَالُوْا : فَقِيْهَا الْعِرَاقِ ! فَكَانَ سُفْيَانُ يُقَدِّمُ اَبَا حَنِيْفَةَ وَيَمْشِيْ خَلْفَهُ، وَاِذَا سُئِلَ عَنْ مَسْأَلَةٍ وَاَبُوْ حَنِيْفَةَ حَاضِرٌ لَمْ يُجِبْ حَتّٰى يَكُوْنَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ هُوَ الَّذِيْ يُجِيْبُ. (عُقُوْدُ الْجُمَانِ ص:١٩٠)

"আমি আবূ হানীফা ও সুফয়ান (র.)-এর সঙ্গে হজ করেছি। তাঁরা দুজন যখন কোনো মনজিলে অবস্থান করতেন অথবা কোনো শহরে ঢুকতেন, তখন তাঁদের পাশে মানুষের সমাগম হয়ে যেত। সবাই বলে উঠত, "ইরাকের দুই ফকীহ এসে গেছেন।" তখন সুফয়ান আবূ হানীফা (র.)-কে সামনে বাড়িয়ে দিতেন এবং নিজে তাঁর পেছনে পেছনে চলতেন। আর যদি তাঁদেরকে কোনো মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হতো এবং আবূ হানীফা সেখানে উপস্থিত থাকতেন, তাহলে আবূ হানীফা (র.) মাসআলার উত্তর দেওয়ার আগে সুফয়ান (র.) কখনো তার উত্তর দিতেন না।" –(উকূদুল জুমান পৃ. ১৯০)

খতীব বাগদাদী (র.) বর্ণনা করেন–

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ قَالَ : كُنْتُ اَخْتَلِفُ اِلٰى اَبِيْ حَنِيْفَةَ وَاِلٰى سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، فَاٰتِيْ اَبَا حَنِيْفَةَ فَيَقُوْلُ لِيْ : مِنْ اَيْنَ جِئْتَ؟ فَاَقُوْلُ : مِنْ عِنْدِ سُفْيَانَ! فَيَقُوْلُ : لَقَدْ جِئْتَ مِنْ عِنْدَ رَجُلٍ لَوْ اَنَّ عَلْقَمَةَ وَالْاَسْوَدَ حَضَرَا لَاحْتَاجَا اِلٰى مِثْلِهِ، فَاٰتِيْ سُفْيَانَ فَيَقُوْلُ لِيْ : مِنْ اَيْنَ جِئْتَ؟ فَاَقُوْلُ : مِنْ عِنْدِ اَبِيْ حَنِيْفَةَ، فَيَقُوْلُ : لَقَدْ جِئْتَ مِنْ عِنْدِ اَفْقَهِ اَهْلِ الْاَرْضِ. (اَلْمَصْدَرُ السَّابِقُ)

"মুহাম্মাদ ইবনে বিশর থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আবূ হানীফা ও সুফয়ান সাওরী (র.)-এর কাছে যাওয়া আসা করতাম। আবূ হানীফা (র.)-এর কাছে আসলে তিনি জিজ্ঞেস করতেন, কোত্থেকে আসলে? আমি বলতাম সুফয়ান (র.)-এর কাছ থেকে। তখন তিনি বলতেন, তুমি এমন এক লোকের কাছ থেকে এসেছ, যদি আলকামা ও আসওয়াদ আজ বেঁচে থাকতেন তাহলে [illegible]

লোকের মুখাপেক্ষী হতেন। এরপর আমি সুফয়ান (র.)-এর কাছে যেতাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করতেন, কোত্থেকে এলে? আমি বলতাম, আবূ হানীফা (র.)-এর কাছ থেকে। তখন তিনি বলতেন, তুমি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ফকীহের কাছ থেকে এসেছ।" –(উকূদুল জুমান পৃ. ১৯০)

এভাবে দুটি মাযহাবের দুজন ইমাম একে অপরকে মূল্যায়ন করেছেন। দু'জনের সমকালীন প্রতিযোগী মানসিকতা তাঁদেরকে এ সত্য প্রকাশে বাধা দেয়নি। একে অপরের যোগ্যতার স্বীকৃতি দিয়েছেন। সত্য প্রকাশের জ্বলন্ত প্রমাণ রয়েছে ইবনে মুবারক (র.) এর অপর একটি বর্ণনায়। এ বর্ণনাটি উল্লেখ করে 'আবূ হানীফা ও সুফয়ান সাওরী' প্রসঙ্গটির ইতি টানা যেতে পারে। সালেহী (র.) ইবনে কা'সের বর্ণনায় উল্লেখ করেন–

عَنْ اِبْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ : قُلْتُ لِسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ : مَا تَقُوْلُ فِي الدَّعْوَةِ قَبْلَ الْحَرْبِ؟ قَالَ : اِنَّ الْقَوْمَ الْيَوْمَ قَدْ عَلِمُوْا مَا يُقَاتِلُوْنَ عَلَيْهِ! فَقُلْتُ : اِنَّ اَبَا حَنِيْفَةَ يَقُوْلُ فِيْهَا مَا قَدْ بَلَغَكَ! فَنَكَسَ رَأْسَهُ ثُمَّ رَفَعَهُ، فَاَبْصَرَ يَمِيْنًا وَشِمَالًا فَلَمْ يَرَ اَحَدًا، فَقَالَ : اِنْ كَانَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ لَيُرْكَبُ مِنَ الْعِلْمِ اَحَدَّ مِنْ سِنَانِ الرُّمْحِ، كَانَ وَاللّٰهِ شَدِيْدَ الْاَخْذِ لِلْعِلْمِ، ذَابًّا عَنِ الْمَحَارِمِ، مُتَّبِعًا لِاَهْلِ بَلَدِهٖ .

يَسْتَحِيْلُ أَنْ يَأْخُذَ اِلَّا مَا صَحَّ مِنْ آثَارِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، شَدِيْدَ الْمَعْرِفَةِ بِنَاسِخِ الْحَدِيْثِ وَمَنْسُوْخِهٖ، وَكَانَ يَطْلُبُ اَحَادِيْثَ الثِّقَاتِ وَالْآخِرِ مِنْ فِعْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، وَمَا اَدْرَكَ عَلَيْهِ عُلَمَاءَ اَهْلِ الْكُوْفَةِ فِيْ اتِّبَاعِ الْحَقِّ اَخَذَ بِهٖ وَجَعَلَهُ دِيْنَهُ، قَدْ شَنَّعَ عَلَيْهِ قَوْمٌ فَسَكَتْنَا عَنْهُمْ بِمَا نَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ تَعَالٰى مِنْهُ. (عُقُوْدُ الْجُمَانِ ص : ١٩١)

"ইবনে মোবারক (র.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি সুফয়ান সাওরী (র.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, যুদ্ধের আগে দাওয়াত দেওয়ার ব্যাপারে আপনার কী মতামত? তিনি বললেন, আজকাল সবাই একথা জানে যে, তারা কেন যুদ্ধ করছে! আমি বললাম, এ বিষয়ে আবূ হানীফা (র.) যে মত পোষণ করতেন তাতো আপনি জনেন! আমি একথা বলার পর তিনি মাথা নিচু করে ফেললেন, এরপর মাথা তুলে ডানে বামে তাকিয়ে দেখলেন, কেউ নেই। তখন তিনি বললেন, দেখ, আবূ হানীফা (র.) তীরের ফলার চেয়েও তেজস্বী ইলমের বাহনে আরোহী। তিনি ইলমকে মজবুতভাবে আকড়ে ধরেছেন। আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমারেখার একজন সংরক্ষণকারী ছিলেন। নিজের এলাকার ওলামায়ে কেরামের অনুসরণ করতেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসসমূহ থেকে সহীহ হাদীস ব্যতীত অন্য হাদীস গ্রহণ করা তাঁর জন্য অসম্ভব ছিল। নাসেখ-মানসূখ হাদীস সম্পর্কে তিনি বিশেষ দক্ষতা রাখতেন। তিনি সব সময় নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের হাদীস এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বশেষ আমল খুঁজে বেড়াতেন। হকের ইত্তেবা করার ক্ষেত্রে কূফার ওলামায়ে কেরামকে যে আমলের উপর পেয়েছেন তা গ্রহণ করতেন, সেটাকেই তিনি দ্বীন হিসেবে মেনে নিতেন। এরপর কিছু লোক তাঁর বিরুদ্ধে অপবাদ ছড়িয়েছে, আমরা তাদের ব্যাপারে চুপ থেকেছি। সে কারণে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাচ্ছি।"

–(উকূদুল জুমান পৃ. ১৯১)

এ সত্য ভাষণে আবূ হানীফা (র.)-এর প্রতি ইমাম সুফয়ান সাওরী (র.)-এর ভক্তি-শ্রদ্ধা যেমনিভাবে প্রতিভাত হয়, তেমনিভাবে আবূ হানীফার মকাম ও মর্যাদাও প্রমাণিত হয়।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মাকাম ও মর্যাদা সম্পর্কে সুফয়ান সাওরী (র.)-এর নিম্নোক্ত উক্তিটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তিনি বলেন–

إِنَّ الَّذِيْ يُخَالِفُ اَبَا حَنِيْفَةَ يَحْتَاجُ اَنْ يَكُوْنَ اَعْلٰى مِنْهُ قَدْرًا وَاَوْفَرَ عِلْمًا، وَبَعِيْدٌ مَا يُوْجَدُ ذٰلِكَ. (عُقُوْدُ الْجُمَانِ ص : ١٩٠)

"যে ব্যক্তি আবূ হানীফা (র.)-এর বিরোধিতা করবে সে তাঁর চেয়ে উচু মাকামের এবং বেশি ইলমের অধিকারী হতে হবে। আর তা পাওয়া যাওয়া সুদূর পরাহত।" –(প্রাগুক্ত পৃ. ১৯০)

ইমাম মালেক ও আবূ হানীফা (র.)

মাযহাবের ইমামগণের মধ্য থেকে ইমাম মালেক (র.)-এর সঙ্গে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর সর্বাধিক সময় কেটেছে। তাঁদের পরস্পরে ইলমি লেনদেনও বহু হয়েছে। উভয়ের প্রতি উভয়ের শ্রদ্ধা-ভক্তি ও সুধারণা ছিল উল্লেখ করার মতো।

এক ঘটনার উল্লেখ করে ইমাম লায়স ইবনে সা'দ (র.) (মৃ. ১৭৫ হি.) বলেন–

لَقِيْتُ مَالِكًا فِي الْمَدِيْنَةِ فَقُلْتُ لَهٗ : اِنِّيْ اَرَاكَ تَمْسَحُ الْعَرَقَ عَنْ جَبِيْنِكَ، قَالَ : عَرِقْتُ مَعَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ، اَنَّهٗ لَفَقِيْهٌ يَا مِصْرِيُّ! ثُمَّ لَقِيْتُ اَبَا حَنِيْفَةَ وَقُلْتُ لَهٗ : مَا اَحْسَنَ قَوْلَ ذٰلِكَ الرَّجُلِ فِيْكَ، فَقَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ : مَا رَأَيْتُ اَسْرَعَ مِنْهُ بِجَوَابٍ صَادِقٍ وَنَقْدٍ تَامٍّ. (تَرْتِيْبُ الْمَدَارِكِ)

"মদীনায় মালেক (র.)-এর সঙ্গে আমার দেখা হলো, আমি তাকে বললাম, দেখতে পাচ্ছি আপনি আপনার কপাল থেকে ঘাম মুছছেন! তিনি বললেন, হ্যাঁ, এতক্ষণ আবূ হানীফা (র.)-এর সঙ্গে থেকে আমি ঘর্মাক্ত হয়ে গেছি। আরে মিসরী! তিনি তো একজন ফকীহ!

এরপর আমি আবূ হানীফার দেখা পেলাম, তখন তাঁকে বললাম, আপনার ব্যাপারে এ লোকটার (মালেকের) ধারণা কত সুন্দর! একথা শুনে আবূ হানীফা (র.) বললেন, এত দ্রুত সঠিক উত্তর দিতে এবং যথাযথভাবে যাচাই করতে তাঁর মতো আর কাউকে আমি দেখিনি।" –(তারতীবুল মাদারিক : কাজী ইয়ায ১/১৫২ বরাতে, হাশিয়াতুল ইনতিকা পৃ. ৪৩)

এসব উদ্ধৃতিতে যেমনিভাবে আবূ হানীফা (র.)-এর ব্যাপারে ইমাম মালেক (র.)-এর সুন্দর মনোভাবের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠে, তেমনিভাবে তাঁদের পরস্পরের নিষ্কলুষ ভাব আদান-প্রদানের বিষয়টিও ফুটে উঠে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর ব্যাপারে ইমাম মালেক (র.)-এর এ মনোভাব আরো একাধিক ক্ষেত্রেও প্রকাশ পেয়েছে। ইমাম ইবনে মুবারক (র.)-এর উদ্ধৃতিতে এখানে আরেকটি ঘটনা উল্লেখ করা হচ্ছে। ইবনে মোবারক (র.) বলেন–

كُنْتُ عِنْدَ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَرَفَعَهُ، فَلَمَّا خَرَجَ قَالَ : اَتَدْرُوْنَ مَنْ هٰذَا؟ قَالُوْا : لَا، قَالَ: هٰذَا اَبُوْ حَنِيْفَةَ الْعِرَاقِيُّ، لَوْ قَالَ : هٰذِهِ الْأُسْطُوَانَةُ مِنْ ذَهَبٍ لَخَرَجَتْ كَمَا قَالَ، لَقَدْ وُفِّقَ لَهُ الْفِقْهُ حَتّٰى مَا عَلَيْهِ كَبِيْرُ مُؤْنَةٍ. (عُقُوْدُ الْجُمَانِ ص : ١٨٧)

"আমি মালেক ইবনে আনাস (র.)-এর মজলিসে ছিলাম। তখন সেখানে এক লোক প্রবেশ করল। ইমাম মালেক (র.) তাকে উপরে তুলে নিলেন। এরপর যখন লোকটি বের হয়ে গেল তখন মালেক (র.) বললেন, তোমরা কি জান এ লোকটি কে? সবাই বলল, না। মালেক (র.) বললেন, ইনি হচ্ছেন আবূ হানীফা আলইরাকী, ইনি যদি বলেন, এ খুটিটি সোনার তাহলে তিনি যা বলেছেন এটি তাই প্রমাণিত হবে। ফিকহ বিষয়ে তিনি তাওফীকপ্রাপ্ত হয়েছেন, ফলে এ বিষয়ে তাঁর বিশেষ কোনো মেহনত করতে হয় না।" –(উকূদুল জুমান পৃ. ১৮৭)

ইমাম আবূ হানীফা-(র.)-এর সঙ্গে ইমাম মালেকের ইলমি লেনদেনের আরো ঘটনাও রয়েছে। কাজী আবুল কাসেম ইবনে কা'স (র.) বর্ণনা করেন, দারাওয়ারদী (র.) বলেছেন–

كَتَبَ مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ اِلٰى خَالِدِ بْنِ مَخْلَدٍ اَلْقَطْوَانِيِّ يَسْأَلُهُ اَنْ يَحْمِلَ اِلَيْهِ شَيْئًا مِنْ كُتُبِ اَبِيْ حَنِيْفَةَ، فَفَعَلَ. (عُقُوْدُ الْجُمَانِ ص : ١٨٦)

"মালেক ইবনে আনাস (র.) খালেদ ইবনে মাখলাদ আলকাতাওয়ানীর কাছে এ মর্মে চিঠি লিখলেন যে, তিনি যেন আবূ হানীফা (র.)-এর কিছু কিতাব তাঁর বরাবর পাঠিয়ে দেন। তখন তিনি তা করলেন।" −(উকূদুল জুমান পৃ. ১৮৬)

খতীব বাগদাদী (র.) ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছেন−

قِيْلَ لِلْإِمَامِ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ : هَلْ رَأَيْتُ اَبَا حَنِيْفَةَ ؟ قَالَ : نَعَمْ، رَأَيْتُ رَجُلًا لَوْ كَلَّمَكَ فِيْ هٰذِهِ السَّارِيَةِ اَنْ يَجْعَلَهَا ذَهَبًا لَقَامَ بِحُجَّتِهِ.

"ইমাম মালেক ইবনে আনাস (র.)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছে, আপনি কি আবূ হানীফা (র.)-কে দেখেছেন? তিনি বলেছেন, হ্যাঁ, আমি এমন এক ব্যক্তিকে দেখেছি, সে যদি তোমার সঙ্গে এ খুটিটি সম্পর্কে কথা বলে একে স্বর্ণের বলে দাবি করে, তাহলে সে তার দলিল দিয়ে তা প্রমাণ করে দিতে পারবে।" −(উকূদুল জুমান পৃ. ১৮৬)

মোটকথা আবূ হানীফা (র.)-এর তীক্ষ্ণ মেধার স্বীকৃতি সবার মুখে মুখে ছিল। ইমাম মালেক (র.)-ও তা স্পষ্ট করে বললেন। এ মহান ব্যক্তি সম্পর্কে ইমাম মালেক (র.)-এর এ উক্তিগুলো আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করে। এধরনের আরো প্রশংসাসূচক কথাও রয়েছে। আপাতত এতটুকুই উল্লেখ করা হলো।

আবূ হানীফা ও ইমাম শাফেয়ী (র.)

অনুসৃত মাযহাবগুলোর মধ্যে অন্যতম মাযহাব হচ্ছে ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস শাফেয়ী (র.) কর্তৃক সংকলিত ফিকহ। একজন অসাধারণ ফকীহ হিসেবে তিনি ব্যাপক প্রসিদ্ধি ও স্বীকৃতি লাভ করেছেন। যে শাস্ত্রে তাঁর প্রসিদ্ধি সে শাস্ত্র সম্পর্কেই তাঁর মন্তব্য হচ্ছে, ফিকহের যাবতীয় ইলমের মূল কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছেন ইমাম আবূ হানীফা (র.)। আবূ হানীফা (র.)-এর পর যারাই ফিকহের ময়দানে পদার্পণ করবে, সেই আবূ হানীফা (র.)-এর মুখাপেক্ষী হবে। খতীব বাগদাদী (র.) বর্ণনা করেন−

عَنِ الرَّبِيْعِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ : سَمِعْتُ الْإِمَامَ الشَّافِعِيَّ يَقُوْلُ : اَلنَّاسُ عِيَالٌ عَلٰى اَبِيْ حَنِيْفَةَ فِي الْفِقْهِ. (تَارِيْخُ بَغْدَادَ)

"রবী ইবনে সুলায়মান (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি ইমাম শাফেয়ী (র.)-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, ফিকহের ক্ষেত্রে সকল মানুষ আবূ হানীফা (র.)-এর উপর নির্ভরশীল।" −(তারীখে বাগদাদ বরাতে, উকূদুল জুমান পৃ. ১৮৭)

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছেন–

مَا رَأَيْتُ اَحَدًا أَفْقَهَ مِنْ اَبِيْ حَنِيْفَةَ. قَالَ الْخَطِيْبُ : اَرَادَ بِقَوْلِهِ : مَا رَأَيْتُ "مَا عَلِمْتُ" فَاِنَّهٗ لَمْ يُدْرِكْهُ، (تَارِيْخُ بَغْدَادَ)

"আমি আবূ হানীফা (র.)-এর চেয়ে বড় ফকীহ কাউকে দেখিনি। খতীব বাগদাদী (র.) বলেন, ইমাম শাফেয়ীর 'দেখিনি' দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে 'জানিনি'। কেননা ইমাম শাফেয়ী (র.) আবূ হানীফার সাক্ষাৎ পাননি।" –(তারীখে বাগদাদ বরাতে, প্রাগুক্ত ১৮৭)

অর্থাৎ ইমাম শাফেয়ী (রহ.) নিজে একজন স্বীকৃত ফকীহ। এছাড়াও তাঁর পূর্বাপর ও সমকালীন যত ফকীহ সম্পর্কে জেনেছেন তন্মধ্যে আবূ হানীফা (র.)-ই ছিলেন তাঁর দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ।"

ইমাম শাফেয়ী (র.) আরো বলেছেন, এটি আবূ হানীফা (র.)-এর আল্লাহপ্রদত্ত একটি প্রতিভা। খতীব বাগদাদী (র.) বর্ণনা করেন–

عَنْ حَرْمَلَةَ بْنِ يَحْيٰى قَالَ : سَمِعْتُ الْاِمَامَ الشَّافِعِيَّ يَقُوْلُ : مَنْ اَرَادَ اَنْ يَتَبَحَّرَ فِي الْفِقْهِ فَهُوَ عِيَالٌ عَلٰى اَبِيْ حَنِيْفَةَ، وَكَانَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِمَّنْ وُفِّقَ لَهٗ فِي الْفِقْهِ. (تَارِيْخُ بَغْدَادَ)

"হারমালা ইবনে ইয়াহইয়া থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইমাম শাফেয়ী (র.)-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, যে ব্যক্তি ফিকহ শাস্ত্রে দক্ষতা অর্জন করতে চায় সে আবূ হানীফা (র.) উপর নির্ভরশীল। আর আবূ হানীফা (র.) ছিলেন এমন যিনি ফিকহ বিষয়ে বিশেষ তাওফীক প্রাপ্ত হয়েছেন।" –(তারীখে বাগদাদ, উকূদুল জুমান পৃ. ১৮৭)

হারমালা ইবনে ইয়াহইয়া (র.) আরো বলেন–

سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُوْلُ : كَانَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ وَقَوْلُهٗ فِي الْفِقْهِ مُسَلَّمًا لَهٗ فِيْهِ.

"শাফেয়ী (র.)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আবূ হানীফা (র.) এবং ফিকহ বিষয়ে তাঁর মতামত সর্বজন স্বীকৃত।" –(প্রাগুক্ত)

ইমাম শাফেয়ী (র.) আরো অগ্রসর হয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন–

مَنْ لَمْ يَنْظُرْ فِيْ كُتُبِ اَبِيْ حَنِيْفَةَ لَمْ يَتَبَحَّرْ فِي الْعِلْمِ وَلَا يَتَفَقَّه.

"যে ব্যক্তি আবূ হানীফা (র.)-এর কিতাবাদি অধ্যয়ন করবে না, সে ইলমের মাঝে দক্ষতা অর্জন করতে পারবে না এবং সে ফকীহ হতে পারবে না।" –(প্রাগুক্ত)

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর এ মন্তব্যটি অত্যন্ত উচু মানের। একজন কত বড় আলেম ও কত বড় দক্ষ ব্যক্তি হলে পরে তাঁর রচিত কিতাবাদি অন্যের জন্য পথপ্রদর্শক হতে পারে! আর শুধুমাত্র পথপ্রদর্শকই নয়, বরং ইমাম শাফেয়ী (র.) বিষয়টিকে আবূ হানীফা (র.)-এর কিতাব অধ্যয়নের সঙ্গে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন। তার উক্তি মতে, আবূ হানীফা (র.)-এর কিতাব না পড়লে কেউ যথাযথ অর্থে ফকীহ হতেই পারবে না।

আবূ হানীফা ও আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকীহ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.) সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন–

سُبْحَانَ اللهِ هُوَ اَىْ اَبُوْ حَنِيْفَةَ مِنَ الْعِلْمِ وَالْوَرَعِ وَالزُّهْدِ وَاِيْثَارِ الدَّارِ الْآخِرَةِ بَمَحَلٍّ لَا يُدْرِكُهُ فِيْهِ اَحَدٌ، وَلَقَدْ ضُرِبَ بِالسِّيَاطِ عَلٰى اَنْ يَلِيَ الْقَضَاءَ لِاَبِيْ جَعْفَرٍ فَلَمْ يَفْعَلْ. (مَنَاقِبُ اَبِيْ حَنِيْفَةَ لِلذَّهَبِيِّ، عُقُوْدُ الْجُمَانِ لِلصَّالِحِيِّ ص : ١٩٣)

"সুবহানাল্লা! আবূ হানীফা (র.) ইলম, তাকওয়ায়, দুনিয়াবিমুখতা ও পরকালকে প্রাধান্য দেওয়ার ক্ষেত্রে এমন অবস্থানে রয়েছেন, যেখানে কেউ পৌছতে পারবে না। খলিফা আবূ জাফরের বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত হওয়া জন্য তাঁকে চাবুক মারা হয়েছে, তবু তিনি সম্মত হননি।"

–(মানাকিবু আবী হানীফা : যাহাবী, উকূদুল জুমান পৃ. ১৯৩)

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) তাঁর উপরিউক্ত মন্তব্যে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অনেকগুলো মৌলিক গুণের উল্লেখ করেছেন এবং তিনি বলতে চেয়েছেন, এসব গুণে আবূ হানীফা (র.)-এর সমকক্ষ কেউ ছিল না, যেমন ইলম, তেমনি তাকওয়া ও দুনিয়াবিমুখতা।

আবূ হানীফা (র.) ও তাঁর উস্তাদবৃন্দ

সর্বস্তরের ওলামায়ে কেরামের মতো আবূ হানীফার ওস্তাদগণও তাঁর ইলম, আখলাক ও তাকওয়ার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। বলাবাহুল্য, তাঁর উস্তাদগণের আসলে তিনি অনেক ছোট ছিলেন, বয়সে তো অবশ্যই। কিন্তু তাঁর প্রখর প্রতিভা ও মেধা দেখে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ঝলক তখনি তাঁরা দেখতে পেয়েছেন। তাঁদের মূল্যবান উক্তিগুলোর দু'চারটিও উদাহরণ স্বরূপ এখানে তুলে ধরছি।

ইমাম বাকের (র.)

আবূ জাফর মুহাম্মাদ বাকের ইবনে আলী ইবনে হোসাইন ইবনে আলী আবূ জাফর (র.) (মৃ. ১১০ হিজরির পর) ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর উস্তাদগণের মধ্যে বিশিষ্ট একজন। আবূ হানীফা (র.) একদিন তাঁর দরবারে গিয়ে দুয়েকটি মাসআলা জিজ্ঞেস করে বেরিয়ে আসার পর বাকের (র.) যে মন্তব্য করেছিলেন সেটি এখানে উদ্ধৃত করছি–

عَنْ اَبِيْ حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ اَبِيْ جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ اَبُوْ حَنِيْفَةَ، فَسَأَلَهُ عَنْ مَسَائِلَ، فَاَجَابَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، ثُمَّ خَرَجَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ، فَقَالَ لَنَا اَبُوْ جَعْفَرٍ : مَا اَحْسَنَ هَدْيَهُ وَسَمْتَهُ، وَمَا اَكْثَرَ فِقْهَهُ. (اَلْانْتِقَاءُ لِابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ الْاَنْدَلُسِيِّ الْمُتَوَفّٰى سنة ٤٦٣ هـ ص : ١٩٣)

"আবূ হামযা সুমালী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা আবূ জাফর মুহাম্মদ ইবনে আলী বাকেরের মজলিসে ছিলাম, তখন সে মজলিসে আবূ হানীফা (র.) প্রবেশ করলেন এবং তাঁকে কিছু মাসআলা জিজ্ঞেস করলেন, মুহাম্মাদ ইবনে আলী (র.) সেসব মাসআলার জবাব দিলেন। এরপর আবূ হানীফা (র.) বের হয়ে গেলেন। আবূ জাফর (র.) আমাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, কত সুন্দর তাঁর চরিত্র ও আচরণ! আর তাঁর বুঝশক্তি-ফিকহ কত বেশি!" –(আলইনতেকা পৃ. ১৯৩)

আবূ হানীফা (র.)-এর চরিত্র মাধুরীর জাদুময়তা এবং তাঁর মেধাশক্তির দীপ্তি এতটাই প্রখর ও প্রকাশ্য ছিল যে তা পদে পদে ঝরে পড়ত। যেকোনো ব্যক্তি তা অনুভব করতে পারত এবং তা স্বীকার করত।

আইয়ূব সাখতিয়ানী (র.)

আইয়ূব ইবনে আবী তামীমাহ আসসাখতিয়ানী আবূ বকর আলবসরী (র.) (মৃ. ১৩১ হি.) যিনি আবূ হানীফা (র.)-এর উস্তাদ এবং একজন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ফকীহ ছিলেন, তিনিও ইমাম আবূ হানীফা (র.) সম্পর্কে অনেক উচু ধারণা রাখতেন। আইয়ূব সাখতিয়ানী (র.)-এর এক বিশিষ্ট শাগরেদ ইমাম হাম্মাদ ইবনে যায়েদ (র.) (মৃ. ১৭৯ হি.) বর্ণনা করেন–

اَرَدْتُ الْحَجَّ فَأَتَيْتُ اَيُّوْبَ اَىْ اَلسَّخْتِيَانِيَّ اُوَدِّعُهُ، فَقَالَ : بَلَغَنِيْ اَنَّ اَفْقَهَ اَهْلِ الْكُوْفَةِ اَبَا حَنِيْفَةَ يُرِيْدُ الْحَجَّ، فَاِذَا لَقِيْتَهُ فَاقْرَأْهُ مِنِّيَ السَّلَامَ. (تَارِيْخُ بَغْدَادَ ٣٤١/١٣، اَلْانْتِقَاءُ ص : ١٩٥)

"আমি হজ্জের ইচ্ছা করলাম, তখন আইয়ূব আসসাখতিয়ানী (র.) থেকে বিদায় নিতে এলে তিনি আমাকে বললেন, খবর পেলাম, কূফার শ্রেষ্ঠ ফকীহ আবূ হানীফা (র.) হজে আসছেন। তোমার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হলে তাঁকে আমার সালাম বলবে।"–(তারীখে বাগদাদ ১৩/৩৪১, আলইনতেকা পৃ. ১৯৫)

কোনো শাগরেদের ব্যাপারে উপযুক্ত উস্তাদের এমন মন্তব্য কজনের ভাগ্যে জুটে। আল্লাহপ্রদত্ত প্রতিভার নিয়ামতে তিনি এতদূর পৌঁছেছেন। এ উস্তাদ শাগরেদের পরিচয় জানা না থাকলে কেউ বিশ্বাস করতে পারবে না যে, কোনো উস্তাদ তাঁর শাগরেদের ব্যাপারে এমন মন্তব্য করতে পারেন।

হাম্মাদ ইবনে আবী সুলায়মান (র.)

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দীর্ঘ জীবনের উস্তাদ এবং তাঁর ইলমি জীবনের স্থপতি ইমাম হাম্মাদ ইবনে আবী সুলায়মান (র.) (মৃ. ১২০ হি.) তাঁর প্রিয় শাগরেদ আবূ হানীফা (র.)-এর ইলমি প্রতিভা ও যোগ্যতা সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিলেন। তিনি একবার আবূ হানীফা সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন–

هٰذَا مَعَ فِقْهِهٖ يُحْيِي اللَّيْلَ وَيَقُوْمُهٗ

"এ আবূ হানীফা (র.) তাঁর ফিকহী যোগ্যতার পাশাপাশি রাত্রি জাগরণ ও রাতে নামাজও পড়ে।" –(আলইনতিকা পৃ. ১৯৪)

ইমাম আবূ হানীফা (র.) তাঁর এ উস্তাদের কৃপাদৃষ্টির আরেকটি চিত্রও তুলে ধরেছেন। ইলমে কালাম থেকে বিমুখ হয়ে ফিকহমুখী হওয়ার ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে পরে তিনি বলেন–

وَاَخَذْتُ نَعْلِيْ فَجَلَسْتُ اِلٰى حَمَّادٍ، فَكُنْتُ اَسْمَعُ مَسَائِلَهٗ فَاَحْفَظُهٗ، ثُمَّ يُعِيْدُهَا مِنَ الْغَدِ فَاَحْفَظُهَا وَيُخْطِئُ اَصْحَابُهٗ، فَقَالَ : لَا يَجْلِسُ صَدْرَ الْحَلْقَةِ بِحِذَائِيْ غَيْرُ اَبِيْ حَنِيْفَةَ، فَصَحِبْتُهٗ عَشْرَ سِنِيْنَ. (تَارِيْخُ بَغْدَادَ، مِنْ تَبْيِيْضِ الصَّحِيْفَةِ لِلسُّيُوْطِيِّ ص : ۱۱۲)

এরপর আমি জুতা নিয়ে এসে হাম্মাদের কাছে গিয়ে বসলাম। সেখানে আমি তাঁর মাসআলাগুলো শুনতাম এবং মুখস্থ করতাম। এর পরের দিন তিনি সে মাসআলাগুলো পুনরোল্লেখ করতেন। তখন মাসআলাগুলো আমার মুখস্থ থাকত, আর তার শাগরেদরা সেগুলোতে ভুল করত। তখন তিনি বললেন, মজলিসের সামনে আমার বরাবরে আবূ হানীফা ব্যতীত আর কেউ যেন না বসে। এরপর থেকে দশ বছর যাবত আমি তাঁর সংশ্রব গ্রহণ করেছি। –(তারীখে বাগদাদ বরাতে, তাবয়ীযুস সাহীফাহ সুয়ূতী পৃ. ১১২-১১৩)

উস্তাদ হাম্মাদ (র.) তাঁর এ বক্তব্যের মাধ্যমে আবূ হানীফা (র.)-এর মেধার মূল্যায়ন করলেন। যা অনন্তকাল পর্যন্ত উদ্ভাসিত থাকবে।

ইবনে সীরীন (র.) কর্তৃক আবূ হানীফা (র.)-এর একটি স্বপ্নের ব্যাখ্যা ও মন্তব্য

ইমাম আবূ হানীফা (র.) একটি 'রুয়া সাদেকা' তথা সত্য স্বপ্নের মাধ্যমেও তাঁর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ইঙ্গিত পেয়েছিলেন। একটি অস্বাভাবিক স্বপ্ন দেখে ইমাম আবূ হানীফা (র.) ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লে তিনি স্বপ্নের ব্যাখ্যার প্রখ্যাত ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (র.)-এর দরবারে একজন লোক পাঠান। তখন স্বপ্ন শুনে ইবনে সীরীন (র.) স্বপ্নের ব্যাখ্যা করেছেন এবং মন্তব্য করে বলেছেন, স্বপ্নদ্রষ্টা ভবিষ্যতে বড় ব্যক্তিত্বের অধিকারী হবে। কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে, এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা ইবনে সীরীনের এক বিশিষ্ট শাগরেদ করেছেন।

ঘটনার বিবরণে রয়েছে, খতীব বাদাদী (র.) তারীখে বাগদাদে বর্ণনা করেন–

عَنْ هِشَامِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ : كَانَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مُنْقَبِضًا لَا يُجِيْبُ فِي الْمَسَائِلِ حَتّٰى رَأَى كَأَنَّهُ نَبَشَ قَبْرَ النَّبِيِّ ﷺ وَجَمَعَ عِظَامَهُ فَوَضَعَهَا عَلٰى صَدْرِهِ. فَسُئِلَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيْرِيْنَ عَنْ ذٰلِكَ، فَاَوَّلَهَا : اِنَّ صَاحِبَ هٰذِهِ الرُّؤْيَا يَفْتَحُ لِلنَّاسِ عَنْ سُنَنِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَتَأْوِيْلِهَا مَا لَمْ يَسْبِقْهُ اِلَيْهِ اَحَدٌ! فَانْبَسَطَ عِنْدَ ذٰلِكَ فِي الْمَسَائِلِ وَ جَاءَ بِمَا تَرَوْنَ.

"হিশাম ইবনে মেহরান থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আবূ হানীফা (র.) নিজেকে খুব সংকুচিত করে রাখতেন, কোনো মাসআলার বিষয়ে জবাব দিতেন না। একদিন তিনি স্বপ্নে দেখলেন, তিনি যেন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর খোদাই করেছেন এবং তাঁর সবগুলো হাড্ডি একত্র করে নিজের বুকের উপর রেখেছেন।

এ স্বপ্নের ব্যাপারে ইবনে সীরীন (র.)-কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি এর ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন যে, এ স্বপ্ন যে দেখেছে সে মানুষের সামনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস ও তার ব্যাখ্যাকে এমনভাবে খুলে খুলে উপস্থাপন করবে যে, তার আগে এমন কাজ আর কেউ করেনি। এরপর থেকে আবূ হানীফা (র.) মানসিকভাবে হালকা বোধ করলেন এবং তিনি যে অবদান রেখেছেন তোমরা তা দেখতেই পারছ।"–(তারীখে বাগদাদ বরাতে, উকূদুল জুমান পৃ. ১৭০)

এ ঘটনাটি বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে। এর বিস্তারিত একটি বিবরণ এসেছে হারেসী (র.)-এর বর্ণনায়–

عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : سَمِعْتُ الْاِمَامَ اَبَا حَنِيْفَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ : كُنْتُ فِيْ اَوَّلِ الْاَمْرِ لَا اَدْخُلُ فِيْ هٰذَا الْعِلْمِ هٰذَا الدُّخُوْلَ، حَتّٰى رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنِّيْ اَنْبُشُ قَبْرَ النَّبِيِّ ﷺ وَاَسْتَخْرِجُ عِظَامَهُ وَاُؤَلِّفُ بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ، فَانْتَبَهْتُ

مِنَ النَّوْمِ وَبِيْ مِنَ الْغَمِّ وَالْبُكَاءِ مَا اللهُ بِهِ عَلِيْمٌ، وَقُلْتُ : أَنْبُشُ الْقُبُوْرَ وَقَدْ جَاءَ فِيْهِ مَا جَاءَ، ثُمَّ مِنْ بَيْنِ الْقُبُوْرِ قَبْرَ النَّبِيِّ ﷺ! فَأَمْسَكْتُ عَنِ الْجُلُوْسِ وَلَزِمْتُ الْبَيْتَ.

وَتَبَيَّنَ ذٰلِكَ فِيَّ حَتّٰى عَادَنِيْ اِخْوَانِيْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِيْ : قَدْ نَرٰى عُرُوْقَكَ سَالِمَةً، وَلَا نَرٰى فِيْكَ اَثَرَ الْمَرَضِ فَكَيْفَ هٰذَا؟ فَاَخْبَرْتُهٗ بِرُؤْيَايَ، فَقَالَ : يَكُوْنُ خَيْرًا اِنْ شَاءَ اللهُ! فَقَالَ : هٰهُنَا صَاحِبٌ لِابْنِ سِيْرِيْنَ عَالِمٌ بِالرُّؤْيَا نَدْعُوْهُ لَكَ؟ فَقُلْتُ : لَا، أَنَا اٰتِيْهِ! فَاَتَيْتُهٗ، فَقَالَ : هٰذِهِ الرُّؤْيَا لَكَ؟ فَقُلْتُ : اَنَا رَأَيْتُهَا ! فَقَالَ : اِنْ كَانَ مَا تَقُوْلُ حَقًّا لَتَعْمَلَنَّ فِيْ اِقَامَةِ السُّنَّةِ عَمَلًا لَمْ يَسْبِقْكَ بِهِ اَحَدٌ، وَلَتَدْخُلَنَّ فِي الْعِلْمِ مُدْخَلًا بَعِيْدًا! فَلَمَّا سَمِعْتُ ذٰلِكَ مِنْهُ اجْتَهَدْتُ فِيْ هٰذَا الْعِلْمِ هٰذَا الْاِجْتِهَادَ، اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ آخِرَتَهٗ اِلٰى خَيْرٍ. (عُقُوْدُ الْجُمَانِ ص : ١٧١)

"আব্দুল আযীয ইবনে খালেদ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি ইমাম আবূ হানীফা (র.)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আমি প্রথম প্রথম এ বিষয়ের সঙ্গে এভাবে জড়িয়ে ছিলাম না। একদিন আমি স্বপ্নে দেখতে পেলাম, আমি যেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর খুড়ছি এবং তাঁর হাড্ডিগুলো বের করে একটির সঙ্গে অপরটি জোড়া দিচ্ছি। এ স্বপ্ন দেখে আমি ঘুম থেকে জেগে উঠলাম, আর তখন আমার যে কেমন দুশ্চিন্তা ও কান্না পাচ্ছিল তা একমাত্র আল্লাহ পাকই জানেন।

আমি ভাবলাম, আমি কবর খুড়ছি, অথচ এ বিষয়ে কত কঠিন ধমক এসেছে, তাও আবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর। এরপর থেকে আমি ফতোয়ার মজলিসে বসা বন্ধ করে দিলাম এবং ঘরেই সময় কাটাতে লাগলাম। আমার মনের অবস্থাটা আমার চেহারা ও শরীরেরও প্রকাশ পেল। তখন আমার বন্ধু-বান্ধবরা আমাকে দেখতে এলো। তাদের কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করল, তোমার রক্ত চলাচল স্বাভাবিক দেখতে পাচ্ছি এবং তোমার মাঝে অসুস্থতার কোনো প্রভাবই দেখছি না, তাহলে তোমার এ অবস্থা কেন?

আমি তাকে আমার স্বপ্নের কথা বললাম। সে শুনে বলল, ইনশাআল্লাহ এতে ভালো কিছুর ইঙ্গিতই হবে। এখানে মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (র.)-এর এক শাগরেদ আছেন, যিনি স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পর্কে খুব ভালো জানেন। তাঁকে কি তোমার কাছে ডেকে নিয়ে আসব? আমি বললাম, না, আমিই তাঁর কাছে যাব। এরপর আমি তাঁর কাছে গেলাম।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এ স্বপ্ন কি তোমার? আমি বললাম, জী, আমিই এ স্বপ্ন দেখেছি। তিনি বললেন, তুমি যা বলছ তা যদি সত্য হয় তাহলে সুন্নত প্রতিষ্ঠায় তুমি এমন অবদান রাখবে যা তোমার আগে আর কেউ করেনি। আর তুমি

ইলমের ময়দানে অনেক দূর অতিক্রম করে যাবে। তাঁর কাছ থেকে একথা শুনে আমি এ শাস্ত্রে এভাবে মেহনত করছি। হে আল্লাহ! তুমি এর পরিণাম মঙ্গলজনক কর।"–(উকূদুল জুমান পৃ. ১৭১)

উল্লেখ্য, ইবনে সীরীন (র.) ১১০ হিরীতে ইন্তেকাল করেছেন। তখন আবূ হানীফা (র.)-এর বয়স কমপক্ষে ত্রিশ বছর। আর তাঁর বাড়ি ছিল বসরা এলাকায়, যেখানে আবূ হানীফা (র.)-এর অহরহ যাতায়াত ছিল। এ হিসেবে তাঁর স্বপ্নের ব্যাখ্যা সরাসরি ইবনে সীরীন (র.) করেছেন, এমনটি অসম্ভব নয়। তবে কোনো কোনো বর্ণনায় যেহেতু ইবনে সীরীনের পরিবর্তে তাঁর কোনো এক শাগরেদের উল্লেখ এসছে তাই এ ব্যাপারে নিশ্চিত করে কিছু বলা যাচ্ছে না। কিন্তু এতটুকু বিষয় তো অবশ্যই স্বীকার্য যে, আবূ হানীফা (র.)-এর উস্তাদ পর্যায়ের একজনই স্বপ্নের ভিত্তিতে তাঁর উজ্জ্বল একটি ভবিষ্যতের সম্ভাবনার কথা বলে গেছেন।

খতীব বগদাদী (র.)-এর অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, আবূ হানীফা (র.) ইবনে সীরীন (র.)-এর দরবারে একজন লোক পাঠিয়েছিলেন। সে লোকটি স্বপ্নের ব্যাখ্যা (শুনে এসে তা আবূ হানীফা (র.)-কে শুনিয়েছেন।

এভাবে আরো বহু আসাতেযায়ে কেরামের ও তৎকালীন প্রসিদ্ধ ইলমি ব্যক্তিবর্গের বিভিন্ন মন্তব্যে আবূ হানীফা (র.)-এর ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠেছে। ইমাম শা'বী (র.)-ও তাঁর মাঝে ইলমের সে দীপ্তি লক্ষ্য করেই অন্যান্য ব্যস্ততা ছেড়ে একমাত্র ইলমকে নিয়ে লেগে পড়ার জন্য তাঁকে উপদেশ দিয়েছিলেন। আলহামদুলিল্লাহ! তার উস্তাদগণের আশা আকাঙ্ক্ষা বাস্তবে প্রতিফলিত হয়েছে। আর সমগ্র উম্মত তাঁর ইলম দ্বারা উপকৃত হয়েছে।

আবূ হানীফা (র.) সম্পর্কে তাঁর উস্তাদ ইমাম হাম্মাদ ইবনে আবী সুলায়মান (র.)-এর আরেকটি মন্তব্যও প্রণিধানযোগ্য। বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ইমাম শো'বা ইবনে হাজ্জাজ (র.) (মৃ. ১৬০ হি.) বলেন–

سَمِعْتُ حَمَّادَ بْنَ اَبِىْ سُلَيْمَانَ يَقُوْلُ : كَانَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ يُجَالِسُنَا بِالسَّمْتِ وَالْوَقَارِ وَالْوَرَعِ، وَكُنَّا نَغْدُوْهُ بِالْعِلْمِ حَتّٰى وُفِّقَ الْعِلْمَ، قَالَ شُعْبَةُ : فَخِفْتُ عَلَيْهِ مِنْ ذٰلِكَ.
(عُقُوْدُ الْجُمَانِ ص : ٢٠٢)

হাম্মাদ ইবনে আবী সুলায়মান (র.)-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, আবূ হানীফা আমাদের সঙ্গে শান্তভাবে গাম্ভীর্যতা নিয়ে সতর্কতার সাথে বসত, আমরা তাকে ইলমের খোরাক দান করতাম, যার ফলে সে এক পর্যায়ে ইলমের ব্যাপারে তাওফীকপ্রাপ্ত হয়েছে– যোগ্য হয়েছে। শো'বা বলেন, তাঁর একথা শুনে আমি তাঁর ব্যাপারে আশঙ্কাবোধ করলাম, অর্থাৎ হয়তো তাঁর হায়াত শেষ।"

–(উকূদুল জুমান পৃ. ২০১-২০২)

আমর ইবনে দীনার ও আবূ হানীফা (র.)

কাজী আবুল কাসেম ইবনে কাস (র.) ইমাম হাম্মাদ ইবনে যায়েদ (র.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন–

كُنَّا نَأْتِيْ عَمْرَو بْنَ دِيْنَارٍ، فَإِذَا جَاءَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ أَقْبَلَ عَلَيْهِ وَتَرَكَنَا، وَكُنَّا نَسْأَلُ أَبَا حَنِيْفَةَ فَيَسْأَلُهُ فَيُحَدِّثُنَا. (عُقُوْدُ الْجُمَانِ ص : ٢٠٣)

"আমরা আমর ইবনে দীনারের দরবারে আসতাম, যখন সেখানে আবূ হানীফা (র.) আসতেন তখন আমর ইবনে দীনার (র.) আমাদেরকে ছেড়ে তাঁর দিকে ফিরে বসতেন। আমরা তখন আবূ হানীফা (র.)-কে জিজ্ঞেস করতাম, তিনি আমরকে জিজ্ঞেস করতেন; এরপর আমর আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করতেন।" –(প্রাগুক্ত পৃ. ২০৩)

উল্লেখ্য, আমর ইবনে দীনার (র.) ১২৬ হিজরিতে ইন্তেকাল করেছেন।

ইবনে কা'স (র.) আরেকটি বর্ণনা এভাবে উল্লেখ করেছেন–

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ : دَخَلْنَا عَلٰى خُصَيْفِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مَعَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ، فَنَهَضَ إِلَيْهِ وَاسْتَقْبَلَهُ وَأَقْبَلَ عَلَيْهِ وَعَظَّمَهُ، فَسَأَلَهُ أَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَدِيْثِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ فِيْ بَيْضِ النَّعَامِ، فَقَالَ خُصَيْفٌ : أَخْبَرَنِيْ أَبُوْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِيْ بَيْضَةِ النَّعَامِ يُصِيْبُهَا الْمُحْرِمُ أَنَّ فِيْهِ قِيْمَةً.

"মুহাম্মদ ইবনে ফুযায়েল (র.) বলেন, আমরা আবূ হানীফা (র.)-এর সঙ্গে খুসাইফ ইবনে আব্দির রহমানের দরবারে প্রবেশ করলে পরে তিনি দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে এগিয়ে গেলেন, তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন, তাঁর দিকে ফিরে বসলেন এবং তাঁকে খুব ইজ্জত করলেন। এরপর আবূ হানীফা তাঁকে উট পাখির ডিম বিষয়ে ইবনে মাসউদের হাদীসটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। খুসাইফ বললেন, আবূ উবাইদা আব্দুল্লা ইবনে মাসউদ থেকে উট পাখির ডিম সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, কোনো মুহরিম ব্যক্তি তা পেলে তার মূল্য দিতে হবে।" –(প্রাগুক্ত পৃ. ২০৩)

খুসাইফ ইবনে আব্দির রহমান ১৩৭ হিজরিতে ইন্তেকাল করেছেন। বলাবাহুল্য, আবূ হানীফা (র.) প্রতি তাঁর এ সম্মান প্রদর্শন তাঁর ইলমের কারণেই যা আবূ হানীফা (র.) উস্তাদগণের সামনে স্পষ্ট ছিল।

এরকমভাবে আতা ইবনে আবী রাবাহসহ অন্যান্য উস্তাদগণের দরবারেও আবূ হানীফার বিশেষ গুরুত্ব ও মূল্যায়ন ছিল যার কিঞ্চিত বিবরণ ইতিপূর্বে বিভিন্ন প্রসঙ্গে বিবৃত হয়েছে।

জারাহ-তাদীলের ইমামগণের দৃষ্টিতে আবূ হানীফা (র.)

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর যোগ্যতা, প্রতিভা, আমানতাদারিতা, সর্বোপরি দ্বীনের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসার বিষয়টি যুগে যুগে ওলামায়ে কেরামও সর্বস্তরের জ্ঞানী গুণীজন খোলামেলা স্বীকার করে আসছেন। বিভিন্নভাবে সে বিষয়গুলো তাঁরা তুলে ধরেছেন। তন্মধ্যে নববী হাদীসের জগতে তার যে খেদমত ও অবদান রয়েছে সেগুলো এ গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। এ পর্যায়ে ইমাম আবূ হানীফা (র.) সম্পর্কে যাঁরা বস্তুনিষ্ঠ মন্তব্য করেছেন তাঁদেরকে কয়েকটি স্তরে ভাগ করা যায়। ১. হাদীসের ইমাম গণের দৃষ্টিতে আবূ হানীফা (র.) ২. ইসলামের মহান ব্যক্তিবর্গের দৃষ্টিতে আবূ হানীফা (র.) ৩. জারাহ-তাদীলের ইমামগণের দৃষ্টিতে আবূ হানীফা (র.) ৪. অন্যান্য মাযহাবের ইমামগণের দৃষ্টিতে আবূ হানীফা (র.) ৫. আবূ হানীফা (র.)-এর উস্তাদগণের দৃষ্টিতে আবূ হানীফা (র.)।

উপরিউক্ত কয়েকটি স্তরের মধ্য থেকে তৃতীয় স্তর অর্থাৎ জারাহ-তাদীলের ইমামগণের মন্তব্য এক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) হাদীসের একজন খালেস বর্ণনাকারী হিসেবে যেমন ছিলেন- সে বিষয়টি এ স্তরের মন্তব্যের মাধ্যমে সামনে আসবে। তাই প্রথমত অন্যান্য দিক বিবেচনায় না এনে শুধুমাত্র এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন (র.)-এর বক্তব্য

জারহ-তাদীলের বিশিষ্ট ইমাম ইয়াহয়া ইবনে মাঈন (র.) হাদীসের ময়দানে ইমাম আবূ হানীফা (র.) গ্রহণযোগ্যতাকে বিভিন্নভাবে তুলে ধরেছেন। তাঁর সে বক্তব্যগুলো ধারাবাহিকভাবে এখানে তুলে ধরা হচ্ছে–

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ الْعَوْفِيُّ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِيْنٍ يَقُوْلُ: وَكَانَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ ثِقَةً لَا يُحَدِّثُ بِحَدِيْثٍ اِلَّا بِمَا يَحْفَظُهُ، وَلَا يُحَدِّثُ بِمَا لَا يَحْفَظُهُ. (تَهْذِيْبُ الْكَمَالِ لِلْمِزِّى)

"মুহাম্মাদ ইবনে সা'দ আলআওফী বলেন, আমি ইয়াহ্ইয়া ইবনে মাঈনকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আবূ হানীফা (র.) ছিলেন একজন (সিকাহ) নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি, তিনি একমাত্র ঐ হাদীসই বর্ণনা করতেন যা তিনি মুখস্থ রাখতেন। আর যে হাদীস মুখস্থ জানতেন না সেটি বর্ণনা করতেন না।" –(তাহযীবুল কামাল বরাতে, মাকানাতুল ইমাম পৃ. ৮৮)

وَقَالَ صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْاَسَدِيُّ الْحَافِظُ، سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِيْنٍ يَقُوْلُ: كَانَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ ثِقَةً فِى الْحَدِيْثِ. (تَهْذِيْبُ الْكَمَالِ)

"সালেহ ইবনে মুহাম্মদ আলআসাদী আলহাফেয (র.) বলেন, আমি ইয়াহইয়া ইবনে মাঈনকে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন, আবূ হানীফা (র.) হাদীসের ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য ছিলেন।" –(প্রাগুক্ত)

قَالَ اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحْرِزٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِيْنٍ : كَانَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ لَا بَأْسَ بِهٖ، وَقَالَ مَرَّةً : كَانَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ عِنْدَنَا مِنْ اَهْلِ الصِّدْقِ وَلَمْ يُتَّهَمْ بِالْكَذِبِ. (تَهْذِيْبُ الْكَمَالِ لِلْمِزِّىْ)

"আহমদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে কাসেম ইবনে মুহরিয (র.) ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন (র) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আবূ হানীফাতে কোনো সমস্যা নেই। কখনো বলেছেন, আবূ হানীফা (র.) আমাদের মতে সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত, তাঁকে কখনো মিথ্যার অপবাদ দেওয়া হয়নি।" –(প্রাগুক্ত)

আবূ ইয়াকুব ইউসুফ ইবনে আহমদ মক্কী (র.) বর্ণনা করেন–

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَحْمَدَ ابْنِ اِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيِّ، قَالَ : سُئِلَ يَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ وَاَنَا اَسْمَعُ عَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ، فَقَالَ : ثِقَةٌ، مَا سَمِعْتُ اَحَدًا ضَعَّفَهٗ، هٰذَا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ يَكْتُبُ لَهٗ أَنْ يُحَدِّثَ وَيَأْمُرُهٗ، وَشُعْبَةُ شُعْبَةُ.

"আব্দুল্লাহ ইবনে আহমাদ ইবনে ইবরাহীম আদদাওরাকী (র.) বলেন, ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন (র.)-কে আবূ হানীফা (র.) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছে, তখন আমি শুনতে পাচ্ছিলাম তিনি বলেছেন, তিনি (সিকাহ) নির্ভরযোগ্য। কেউ তাঁকে দুর্বল বলেছেন এমনটি আমি শুনিনি। শো'বা ইবনুল হাজ্জাজ পর্যন্ত হাদীস বর্ণনা করার জন্য তাঁর কাছে লিখে পাঠিয়েছেন এবং তাঁকে হাদীস বর্ণনা করতে বলেছেন, আর শো'বা তো শো'বা-ই।"–(উকূদুল জুমান পৃ. ২০২)

আলোচ্য উদ্ধৃতিতে ইবনে মাঈন (র.)-এর দু'টিকথা বিশেষভাবে লক্ষণীয়– ১. তিনি আবূ হানীফাকে নির্ভরযোগ্য বলার পাশাপাশি এ কথা বলেছেন যে, কেউ আবূ হানীফাকে যয়ীফ বা দুর্বল বলেছেন বলেও তাঁর জানা নেই। উল্লেখ্য, ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন (র.) ২৩৩ হিজরিতে ইন্তেকাল করেছেন। আবূ হানীফার ইন্তেকালের ৮/১০ বছর পরই তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন। এ দীর্ঘ সময়ে কেউ আবূ হানীফা (র.)-কে দুর্বল বলে আখ্যা দিয়েছে এমন কথা তিনি কখনো শুনেননি। অথচ ইবনে মাঈনের জীবনে ইলমি গবেষণার মূল বিষয়ই ছিল বর্ণনাকারীদের যাচাই বাছাই করা।

২. দ্বিতীয় তিনি বলেছেন, শো'বা ইবনুল হাজ্জাজের মতো মুহাদ্দিস আবূ হানীফা (র.)-এর কাছে লোক পাঠিয়েছেন হাদীস গ্রহণ করার জন্য এবং এ মর্মে তাঁর

কাছে চিঠিও লিখেছেন। এর দ্বারা তিনি প্রমাণিত করতে চান, আবূ হানীফা (র.)-এর ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা তাঁর জমানার মুহাদ্দিসগণের সামনে স্বীকৃত ছিল।

বিশেষভাবে وَشُعْبَةُ شُعْبَةُ বলে তিনি এদিকে ইঙ্গিত করতে চেয়েছেন যে, শো'বার মতো কঠোর মানুষ, যিনি কাউকে সহজে স্বীকৃতি দিতে চান না, তিনিও আবূ হানীফা (র.)-কে এভাবে গ্রহণ করেছেন।

হাদীসের ছাত্রদের এ বিষয়টি জানা থাকার কথা যে, প্রত্যেক যুগে বর্ণনাকারীদের ব্যাপারে যারা কথা বলেছেন, তাঁদের যাচাই বাছাই করেছেন তাঁরা দু'ধরনের ছিলেন। ১. مُتَشَدِّدِيْنَ বা কঠোর মনোভাবের অধিকারী দল, যাঁরা সহজে কোনো বর্ণনাকারীর গ্রহণযোগ্যতার স্বীকৃতি দিতেন না। সাধারণ ত্রুটির কারণেও তাদেরকে গণনার বাইরে রাখতেন। ২. مُعْتَدِلِيْنَ বা স্বাভাবিক মানসিকতার অধিকারী, যাঁরা প্রথম পক্ষের মতো এতটা কঠোর ছিলেন না। আবার تساهل বা ঢিলেমীও তাঁদের মধ্যে ছিল না।

উপরিউক্ত দু'টি ধারার মধ্যে مُتَشَدِّدِيْنَ তথা কঠোর মনোভাবের অধিকারীদের যে তালিকা ইমাম যাহাবী (র.)-সহ আরো অনেকে তৈরি করেছেন, সেই তালিকায় শো'বা ও ইবনে মাঈন (র.)-কে অগ্রভাগে উল্লেখ করা হয়েছে। শো'বা- সুফইয়ানের যুগে শো'বা ছিলেন কঠোর। ইবনে মাঈন, আহমদ ইবনে হাম্বল ও আলী ইবনুল মদীনী (র.)-এর যুগে ইয়াহ্ইয়া ইবনে মাঈন ছিলেন কঠোর মনোভাবের অধিকারী।

সে কঠোর মনোভাবের দুজন সমালোচকই আবূ হানীফা (র.)-এর যোগ্যতা ও নির্ভযোগ্যতার স্বীকৃতি দিয়েছেন। শাবাবাহ ইবনে সাওয়ার (র.) আবূ হানীফা (র.)-এর ব্যাপারে শো'বার মনোভাবের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন–

كَانَ شُعْبَةُ حَسَنَ الرَّأْيِ فِيْ اَبِيْ حَنِيْفَةَ، كَثِيْرَ التَّرَحُّمِ عَلَيْهِ.

"শো'বা আবূ হানীফা (র.)-এর ব্যাপারে সুধারণা রাখতেন এবং তাঁর জন্য খুব রহমতের দোয়া করতেন।" –(উকূদুল জুমান পৃ. ২০২)

ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আলকাত্তান (র.)-এর মন্তব্য

জারাহ-তাদীলের ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আলকাত্তান (র.) (মৃ. ১৯৮ হি.) ইমাম আবূ হানীফা (র.) সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন–

اَنَّهٗ وَاللهِ لَأَعْلَمُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ بِمَا جَاءَ عَنِ اللهِ وَرَسُوْلِه. ذَكَرَهُ الْإِمَامُ مَسْعُوْدُ بْنُ شَيْبَةَ السِّنْدِيُّ فِيْ مُقَدِّمَةِ كِتَابِ التَّعْلِيْمِ نَقْلًا عَنْ كِتَابِ الْإِمَامِ الطَّحَاوِيِّ الَّذِيْ جَمَعَ فِيْهِ اَخْبَارَ اَصْحَابِنَا الْحَنَفِيَّةِ.

"আল্লাহর কসম! তিনি– (আবূ হানীফা) আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল থেকে যা এসেছে, সেসব বিষয়ে তিনি এ উম্মতের মাঝে সর্বাধিক জ্ঞানী ব্যক্তি।

–(মা তামাসসু ইলাইহিল হাজাহ পৃ. ১০)

উল্লেখ্য, ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আলকাত্তান (র.) কঠোর সমালোচকদের একজন। তিনি আবূ হানীফা (র.)-কে হাদীসের ময়দানে শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি দিয়েছেন।

প্রসঙ্গক্রমে আবূ হানীফা (র.) সম্পর্কে ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আলকাত্তানের আরেকটি মন্তব্যও এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। খতীব বাগদাদী (র.) বর্ণনা করেন–

عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِيْنٍ قَالَ : سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيْدٍ اَلْقَطَّانِ يَقُوْلُ : لَا نَكْذِبُ اللهَ تَعَالٰى، مَا سَمِعْنَا اَحْسَنَ مِنْ رَأى اَبِيْ حَنِيْفَةَ، وَلَقَدْ اَخَذْنَا بِاَكْثَرِ اَقْوَالِهِ. وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ: وَكَانَ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ يَذْهَبُ فِي الْفَتْوٰى اِلٰى قَوْلِ الْكُوْفِيِّيْنَ وَيَخْتَارُ قَوْلَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ مِنْ اَقْوَالِهِمْ، وَيَتَّبِعُ رَأْيَهُ مِنْ بَيْنِ اَصْحَابِهِ. (تَارِيْخُ بَغْدَادَ، عُقُوْدُ الْجُمَانِ ص : ١٩٥)

"ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন (র.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আলকাত্তানকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, আমরা আল্লাহকে সামনে রেখে মিথ্যা বলব না। আবূ হানীফা (র.)-এর সিদ্ধান্তের চেয়ে উত্তম সিদ্ধান্ত কারো থেকে আমরা শুনিনি। আমরা তাঁর অধিকাংশ মতামতই গ্রহণ করেছি। ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন (র.) বলেন ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ ফতোয়ার ক্ষেত্রে কূফীদের মতামত পছন্দ করতেন। তাঁদের মধ্য থেকে আবূ হানীফা (র.)-এর মতকে গ্রহণ করতেন। তাঁর লোকদের মধ্য থেকে তিনি আবূ হানীফা (র.) মতেরই অনুসরণ করতেন। –(তারীখে বাগদাদ, উকূদুল জুমান পৃ. ১৯৫)

এ উদ্ধৃতির মাধ্যমে যে বিষয়টি সামনে এসেছে তা হচ্ছে, ইমাম আবূ হানীফা (র.) সম্পর্কে ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আলকাত্তান কোনো ভাসা ভাসা ধারণা পোষণ করতেন না; বরং আবূ হানীফা-এর পূর্ণাঙ্গ ইলমি জীবন এবং তার প্রতিটি শাখা প্রশাখা তাঁর সামনে স্পষ্ট ছিল। একজন দায়িত্বশীল নিরীক্ষক মুহাদ্দিস হিসেবে তিনি আবূ হানীফাকে এবং হাদীসের ক্ষেত্রে তাঁর মকাম ও মর্যাদাকে সেভাবে মূল্যায়ন করেছেন।

ইয়াহইয়া আলকাত্তান (র.) একবার তাঁর সম্পর্কে বলেছেন–

كَمْ مِنْ شَيْءٍ حَسَنٍ قَدْ قَالَهُ اَبُوْ حَنِيْفَةَ. (عُقُوْدُ الْجُمَانِ صف : ١٩٦)

এমন বহু ভালো কথা রয়েছে যা আবূ হানীফা (র.) বলেছেন।" –(উকূদুল জামান পৃ. ১৯৬)

ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন থেকে এ প্রসঙ্গে আরেকটি বর্ণনাও বর্ণিত হয়েছে–

وَرُوِىَ عَنْهُ اَىْ ابْنِ مَعِيْنٍ اَنَّهٗ سُئِلَ : هَلْ حَدَّثَ سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ؟ قَالَ : نَعَمْ، كَانَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ ثِقَةً صَدُوْقًا فِى الْحَدِيْثِ وَالْفِقْهِ، مَامُوْنًا عَلٰى دِيْنِ اللهِ تَعَالٰى. (عُقُوْدُ الْجُمَانِ ص : ٢٠٠)

"ইবনে মাঈন (র.)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছে, সুফয়ান কি আবূ হানীফা (র.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন? তিনি বলেছেন, হ্যাঁ। আবূ হানীফা (র.) ছিলেন হাদীস ও ফিকহের ক্ষেত্রে একজন সিকাহ-নির্ভরযোগ্য ও সত্যবাদী ব্যক্তি। আল্লাহ তা'আলার দ্বীনের ব্যাপারে সংশয়মুক্ত।" –(উকূদুল জামান পৃ. ২০০)

আবূ আব্দির রহমান আলমুকরি (র.)-এর বক্তব্য

সর্বজন স্বীকৃত মুহাদ্দিস ইমাম মালেক (র.)-এর বিশিষ্ট শায়খ আবূ আব্দির রহমান আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াজীদ আলমুকরী (র.) (মৃ. ১৪৮ হি.) ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর হাদীস ও ফিকহ উভয় বিষয় সম্পর্কে অনেক উচু ধারণা পোষণ করতেন। খতীব বাগদাদী (র.) বর্ণনা করেন–

عَنْ بِشْرِ بْنِ مُوْسٰى قَالَ : كَانَ أَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمُقْرِئُ اِذَا حَدَّثَنَا عَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا شَاهَانْ شَاه، وَفِىْ نُسْخَةٍ : حَدَّثَنَا الْحَافِظُ شَاهَانْ شَاه. (تَارِيْخُ بَغْدَادَ، عُقُوْدُ الْجُمَانِ ص : ١٩٩)

"বিশর ইবনে মূসা বলেন, আবূ আব্দির রহমান আলমুকরি (র.) যখন আমাদের কাছে আবূ হানীফা (র.) থেকে কোনো হাদীস বর্ণনা করতেন তখন বলতেন, আমাদের কাছে শাহেনশাহ হাদীস বর্ণনা করেছেন, কোনো কপিতে আছে 'হাফেযে হাদীস শাহেন শাহ।" –(তারিখে বাগদাদ, উকূদুল জুমান পৃ. ১১৯)

'শাহেনশাহ' শব্দটি মুহাদ্দিসগণ তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ ও বিশিষ্ট শায়েখদের ব্যাপারে ব্যবহার করে থাকেন। তাদীলের শব্দাবলির মধ্যে এটি অত্যন্ত উচুমানের একটি শব্দ, এ মানের অন্যান্য শব্দাবলির মধ্যে রয়েছে– اَمِيْرُالْمُؤْمِنِيْنَ فِى الْحَدِيْثِ 'হাদীস বিষয়ে আমীরুল মুমিনীন' এ মানের একটি শব্দ বা উপাধীতে ভূষিত করে আবূ আব্দুর রহমান আলমুকরী (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে হাদীস বর্ণনা করতেন।

কোনো কোনো কপিতে এর সঙ্গে 'হাফেয' শব্দটিও রয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে হিফযে হাদীসের ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র.) ছিলেন শাহেনশাহ, আর এটি হচ্ছে, একজন মুহাদ্দিসের 'মুহাদ্দিস' হিসেবে শ্রেষ্ঠত্বের চূড়ান্ত স্বীকৃতি।

এ আবূ আব্দুর রহমান আলমুকরি (র.) অন্য এক প্রসঙ্গে ইমাম আবূ হানীফা (র.) সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেছেন– مَا رَأَيْتُ أَسْوَدَ رَأْسٍ أَفْقَهَ مِنْ أَبِيْ حَنِيْفَةَ. "আমি কাল চুল বিশিষ্ট মাথাওয়ালাদের মধ্যে আবূ হানীফা (র.)-এর চেয়ে বড় ফকীহ কাউকে দেখিনি।" –(তারীখে বাগদাদ বরাতে, উকূদুল জুমান পৃ. ১৯৯) অর্থাৎ অল্প বয়সে এত বড় ফকীহ তিনি আর কাউকে দেখেননি। আবূ হানীফা (র.) ছিলেন এর অভূতপূর্ব এক দৃষ্টান্ত।

মক্কী ইবনে ইবরাহীম (র.)-এর বক্তব্য

খতীব বাগদাদী (র.) বর্ণনা করেন–

عَنِ الْحَافِظِ مَكِّيِّ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ : كَانَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ أَعْلَمَ أَهْلِ زمنه.

"হাফেযে হাদীস মক্কী ইবনে ইবরাহীম (র.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেন, আবূ হানীফা (র,) ছিলেন তাঁর যামানার সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি।"

–(তারীখে বাগদাদ বরাতে, উকূদুল জুমান পৃ. ১৯৫)

উল্লেখ্য, মক্কী ইবনে ইবরাহীম আততামীমী আলবলখী (র.) (মৃ. ২১৫ হি.) ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর বিশিষ্ট শাগরেদ ছিলেন। তিনি একজন প্রখ্যাত মুহাদ্দিস। হাদীসের প্রায় সকল কিতাবেই তাঁর বর্ণনা রয়েছে। তিনি ছিলেন ইমাম বুখারী (র.)-এর বিশেষ উস্তাদ, যাঁর মাধ্যমে তিনি সর্বাধিক সংক্ষিপ্ত সনদে হাদীস বর্ণনা করে থাকেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (র.)-এর বক্তব্য

বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ফকীহ নাকেদে হাদীস ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (র.) আবূ হানীফা (র.) সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন– كَانَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ آيَةً. (تَارِيْخُ بَغْدَادَ) "আবূ হানীফা (র.) ছিলেন একটি নিদর্শন।"

–(তারীখে বাগদাদ বরাতে, উকূদুল জুমান পৃ. ১৮৮)

আবূ মুহাম্মদ আলহারেসী (র.) বর্ণনা করেছেন–

عَنْ حِبَّانِ بْنِ مُوْسٰى قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ يَوْمًا جَالِسًا يُحَدِّثُ النَّاسَ، فَقَالَ : حَدَّثَنِي النُّعْمَانُ بْنُ ثَابِتٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ : مَنْ يَعْنِي أَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ؟ فَقَالَ : أَعْنِيْ أَبَا حَنِيْفَةَ مُخَّ الْعِلْمِ. (عُقُوْدُ الْجُمَانِ ص : ١٨٩)

"হিব্বান ইবনে মূসা (র.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (র.) একদিন বসে বসে মানুষদেরকে হাদীস বর্ণনা করছিলেন। এ সময় তিনি বলেছেন, নোমান ইবনে সাবেত (র.) আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

উপস্থিতদের কেউ কেউ জিজ্ঞেস করল, আবূ আব্দির রহমান 'ইবনে মুবারক' কার কথা বলছেন? তখন তিনি বললেন, **ইলমের মগজ আবূ হানীফা (র.)-এর** কথা বলছি।" –(প্রাগুক্ত পৃ. ১৮৯)

হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে কোন মুহাদ্দিসকে مخ العلم বা 'ইলমের মগজ' বলে আখ্যা দেওয়ার অর্থ হচ্ছে তাদীলের ক্ষেত্রে তাঁকে সর্বোচ্চ মানে ভূষিত করা। ইবনে মুবারক (র.) সেই উপাধিটিই তাঁর উস্তাদের জন্য নির্বাচন করেছেন।

তিনি ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর হাদীসী মকাম ও মর্যাদার বিবরণ দিতে গিয়ে আরো বলেন– (اَلْمَصْدَرُ السَّابِقُ) .كَانَ إِمَامًا تَقِيًّا وَرِعًا عَالِمًا فَقِيْهًا

"আবূ হানীফা (র.) ছিলেন ইমাম, মুত্তাকী, পূতঃপবিত্র, পরহেজগার, আলেম ও ফকীহ।"–(প্রাগুক্ত)

যতগুলো গুণের সমাবেশ ঘটলে একজন হাদীস বর্ণনাকারী মুহাদ্দিস সবার কাছে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করতে পারেন ইবনে মুবারক (র.) আবূ হানীফা (র.)-কে সেসব গুণে গুণান্বিত করেছেন এবং একটি বাস্তবতা তুলে ধরেছেন।

ইবনে জুরায়েজ (র.)-এর মন্তব্য

আব্দুল মালেক ইবনে আব্দিল আযীয ইবনে জুরায়েজ (র.) (মৃ. ১৫০ হি.) যিনি সে কালের একজন বড় মাপের মুহাদ্দিস, নাকেদে হাদীস ও ফকীহ ছিলেন, তিনি ইমাম আবূ হানীফা (র.) সম্পর্কে নিম্নোক্ত মন্তব্য করেছেন–

بَلَغَنِيْ عَنِ النُّعْمَانِ فَقِيْهِ الْكُوْفَةِ اَنَّهُ شَدِيْدُ الْوَرَعِ، صَائِنٌ لِدِيْنِهِ وَلِعِلْمِهِ، لَا يُؤْثِرُ اَهْلَ الدُّنْيَا عَلَى اَهْلِ الْاٰخِرَةِ، وَاَحْسَبُهُ سَيَكُوْنُ لَهُ بِالْعِلْمِ شَأْنٌ عَجِيْبٌ.

"কূফার ফকীহ নোমান সম্পর্কে আমি জানতে পেরেছি তিনি অত্যন্ত পরহেজগার, দ্বীন ও ইলমের ব্যাপারে খুব সতর্ক। আখেরাত-প্রেমীদের উপর দুনিয়াদারকে তিনি প্রাধান্য দেন না। আমার মনে হচ্ছে ইলমের জগতে তিনি অসাধারণ প্রতিভার স্বাক্ষর রাখবেন।" (প্রাগুক্ত পৃ. ১৯৩)

شَدِيْدُ الْوَرَعِ শব্দটি হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে একজন রাবী-বর্ণনাকারীর সতর্কতাকে বুঝায়। হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে কোনো ভুল হয়ে গেল কি না, একটির ভেতর অন্যটি ঢুকে গেল কিনা– এসব বিষয়ে তিনি অত্যন্ত সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। ইবনে জুরায়েজের পরবর্তী কথা صَائِنٌ لِدِيْنِهِ وَلِعِلْمِهِ এটি একই বিষয়কে ব্যাখ্যা করছে। হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে আবূ হানীফা (র.)-এর খুব বেশি সতর্কতার বিষয়টি আরো অনেকের বক্তব্যেও প্রকাশ পেয়েছে, যার কিঞ্চিত বিভিন্ন প্রসঙ্গে এর আগেও উদ্ধৃত হয়েছে।

আবূ হানীফা (র.)-এর ইলমের প্রতি ইবনে জুরায়জের (র.) আস্থার বিষয়টি নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিতেও প্রকাশ পেয়েছে–

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ سَالِمِ الْقَدَّاحِ قَالَ : كَثِيْرًا مَا كُنَّا نُدِيْرُ مَسَائِلَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ بَيْنَ يَدَىْ ابْنِ جُرَيْجٍ فَكَانَ يَسْتَحْسِنُهَا وَكَانَ مُحِبًّا لِأَبِيْ حَنِيْفَةَ كَثِيْرَ الذِّكْرِ لَهُ.

"সাঈদ ইবনে সালেম আলকাদ্দাহ (র.) বলেন, আমরা প্রায়ই ইবনে জুরায়জের সামনে আবূ হানীফা (র.)-এর মাসআলা মাসায়েল নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনা করতাম। তিনি সেসব মাসআলাকে পছন্দ করতেন। তিনি আবূ হানীফা (র.)-কে মহব্বত করতেন, তাঁর কথা খুব আলোচনা করতেন।" -(উকূদুল জুমান পৃ. ১৯৩)

সর্বোপরি এ বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ইমাম আবূ হানীফাকে একজন গ্রহণযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

মিসআর ইবনে কিদাম (র.)-এর বক্তব্য

মিসআর ইবনে কিদাম ইবনে যহীর আলহেলালী (র.) (মৃ. ১৫৩/১৫৫ হি.) ইমাম আবূ হানীফা (র.) সম্পর্কে বলেছেন- طَلَبْتُ مَعَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ الْحَدِيْثَ فَغَلَبَنَا "আমি আবূ হানীফা (র.)-এর সঙ্গে হাদীস তালাশ করেছি সে ক্ষেত্রে তিনি আমার চেয়ে অগ্রগামী হয়ে গেছেন।" -(মানাকিবু আবী হানীফা : যাহাবী পৃ. ৪৩)

এ উদ্ধৃতিটি অন্য প্রসঙ্গে এর আগেও উল্লেখ করা হয়েছে। মিসআর ইবনে কিদাম (র.) বলছেন, আবূ হানীফা (র.) হাদীস অর্জনের ক্ষেত্রে তাঁকে অতিক্রম করে গেছেন। মিসআর ইবনে কিদাম (র.) হচ্ছেন সর্বজন স্বীকৃত একজন মুহাদ্দিস। হাদীসের ক্ষেত্রে তাঁর পর্যায় বুঝাতে গিয়ে ইবনে হাজার আসকালানী (র.) তাঁকে সংক্ষেপে এভাবে গুণান্বিত করেছেন- ثقة ثبت فاضل ; হাদীসের ছাত্র মাত্রই এর মাত্রা বুঝতে পারবে। আর আবূ হানীফা (র.)-এর চেয়েও অগ্রগণ্য ছিলেন।

মিসআর ইবনে কিদাম (র.)-এর এ মন্তব্য ছিল তাঁর নিজের জীবন ও আবূ হনীফা (র.)-এর পূর্ণাঙ্গ জীবন অধ্যয়ন করার পর।

ইমাম আবূ দাউদ (র.)-এর বক্তব্য

সুনানে আবী দাউদের মুসান্নিফ সুলায়মান ইবনে আশআস সিজিস্তানী (র.) বলেছেন-

رَحِمَ اللهُ مَالِكًا كَانَ إِمَامًا، رَحِمَ اللهُ الشَّافِعِيَّ كَانَ إِمَامًا، رَحِمَ اللهُ أَبَا حَنِيْفَةَ كَانَ إِمَامًا. (جَامِعُ بَيَانِ الْعِلْمِ لِابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ ٢/١٦٣)

"আল্লাহ তা'আলা মালেকের প্রতি রহম করুন, তিনি ছিলেন একজন ইমাম। আল্লাহ শাফেয়ীর প্রতি রহম করুন, তিনি ছিলেন একজন ইমাম। আল্লাহ আবূ হানীফার প্রতি রহম করুন, তিনি ছিলেন একজন ইমাম।" -(জামেউ বায়ানিল ইলম ২/১১১৮)

মালেক ও শাফেয়ী রহিমাহুমাল্লাহ যে অর্থে ইমাম ছিলেন, আবূ হানীফা (র.)-ও সে অর্থেই ইমাম ছিলেন।

এর কাছাকাছি কথা বলেছেন ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)। তিনি বলেন–

مَا رَأَيْتُ اَعْلَمَ مِنْ اَبِيْ حَنِيْفَةَ وَمَالِكٍ، وَابْنِ اَبِيْ لَيْلٰى. (سِيَرُ اَعْلَامِ النُّبَلَاءِ)

"আমি আবূ হানীফা, মালেক ও ইবনে আবী লায়লা (র.)-এর চেয়ে বেশি ইলমের অধিকারী কাউকে দেখিনি।" –(সিয়ারু আলামিন নুবাল ৮/৯৪ বরাতে, মাকানাতুল ইমাম পৃ. ৩৮)

ইবনে জুরায়জ (র.)-এর কাছে আবূ হানীফা (র.)-এর মৃত্যু সংবাদ পৌছলে তিনি ইন্নালিল্লাহ .. পড়লেন খুব শোকার্ত হলেন এবং বললেন اَيُّ عِلْمٍ ذَهَبَ "কেমন ইলম চলে গেল।" –(তাযহীবু তাহযীবিল কামাল যাহাবী বরাতে, মাকানাতুল ইমাম পৃ. ৯২)

শাদ্দাদ ইবনে হাকীম (র.) আবূ হানীফা (র.)-এর ইলম সম্পর্কে নিম্নোক্ত মন্তব্য করেছেন– مَا رَأَيْتُ أَعْلَمَ مِنْ اَبِيْ حَنِيْفَةَ "আমি আবূ হানীফা (র.)-এর চেয়ে বড় আলেম কাউকে দেখিনি।" –(প্রাগুক্ত পৃ. ৯৩)

আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (র.) বলেন–

قَدِمْتُ الْكُوْفَةَ فَسَأَلْتُ عَنْ اَوْرَعِ اَهْلِهَا، فَقَالُوْا اَبُوْ حَنِيْفَةَ.

"আমি কূফায় আসলাম, এসে কূফার সবচেয়ে মুত্তাকী ব্যক্তিটি কে? জিজ্ঞেস করলাম। তারা সবাই বলল, আবূ হানীফা। –(প্রাগুক্ত ৯৫)

মুহাম্মাদ ইবনে আব্দিল মালেক দাকীকী বর্ণনা করেন–

سَمِعْتُ يَزِيْدَ بْنِ هَارُوْنَ يَقُوْلُ : اَدْرَكْتُ النَّاسَ فَمَا رَأَيْتُ اَحَدًا اَعْقَلَ، وَلَا اَوْرَعَ، وَلَا اَفْضَلَ مِنْ اَبِيْ حَنِيْفَةَ.

"আমি ইয়াযীদ ইবনে হারুন (র.)-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, আমি বহু মানুষের সাক্ষাৎ পেয়েছি, তন্মধ্যে আবূ হানীফা (র.)-এর চাইতে বিবেকসম্পন্ন, সতর্ক ও উত্তম আর কাউকে দেখিনি।" –(প্রাগুক্ত ৯৬)

ইমাম আবূ হানীফা (র.) সম্পর্কে ইয়াযীদ ইবনে হারুন (র.) আরেকটি সুন্দর ইনসাফের কথাও বলেছেন–

قَالَ يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ : سَمِعْتُ يَزِيْدَ بْنَ هَارُوْنَ يَقُوْلُ : اَبُوْ حَنِيْفَةَ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ خَطَؤُهُ كَخَطَإِ النَّاسِ، وَصَوَابُهُ كَصَوَابِ النَّاسِ.

"ইয়াযীদ ইবনে হারুন (র.) বলেন, আবূ হানীফা (র.) অন্যান্য মানুষের মতোই একজন মানুষ। তাঁর ভুল অন্যান্য মানুষের ভুলের মতোই ভুল, তাঁর সঠিক সিদ্ধান্ত অন্যান্য মানুষের সঠিক সিদ্ধান্তের মতোই সঠিক।" –(প্রাগুক্ত পৃ. ৯৭)

পার্থক্য বলতে গেলে এতটুকু যা খুরাইবী (র.) বলেছেন। তিনি বলেন–

اَلنَّاسُ فِيْ أَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالٰى حَاسِدٌ وَجَاهِلٌ، أَحْسَنُهُمْ عِنْدِيْ حَالًا الْجَاهِلُ.

"আবূ হানীফা (র.)-এর বিপক্ষে মানুষ দুই ধরনের। যথা– হিংসুক ও অজ্ঞ। আমার দৃষ্টিতে এদের মধ্যে অজ্ঞরা তুলনামূলক ভাল অবস্থায় আছে।" –(প্রাগুক্ত)

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর ব্যক্তিত্বকে কেউ কেউ হিংসার কারণে স্বীকার করতে পারত না, আর কিছু আছে যারা তাঁর ব্যপারে জানে না।

ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন (র.) এক প্রসঙ্গ বলেছেন–

مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أُقَدِّمُهُ عَلٰى وَكِيْعٍ، وَكَانَ يُفْتِيْ بِرَأْيِ أَبِيْ حَنِيْفَةَ، وَكَانَ يَحْفَظُ حَدِيْثَهُ كُلَّهُ، وَكَانَ قَدْ سَمِعَ مِنْ أَبِيْ حَنِيْفَةَ حَدِيْثًا كَثِيْرًا.

"ওকীর উপর প্রাধান্য দেওয়ার মতো কাউকে আমি দেখিনি। তিনি আবূ হানীফা (র.)-এর মতানুসারে ফতোয়া দিতেন, আবূ হানীফা (র.)-এর সব হাদীস তিনি মুখস্থ করতেন, আর তিনি আবূ হানীফা (র.) থেকে বহু হাদীস শুনেছেন।" –(মাকনাতুল ইমাম পৃ. ১৩২)

আলী ইবনুল মাদীনী (র.)-এর বক্তব্য

ইমাম বুখারী (র.)-এর বিশিষ্ট উস্তাদ জারহ-তাদীলের প্রখ্যাত ইমাম আলী ইবনে আব্দিল্লাহ ইবনে জাফর ইবনিল মদীনী (র.) (মৃ. ২৩৪ হি.) ইমাম আবূ হানীফা সম্পর্কে বলেন–

أَبُوْ حَنِيْفَةَ رَوٰى عَنْهُ الثَّوْرِيُّ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ، وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، وَهُشَيْمٌ، وَوَكِيْعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، وَعَبَّادُ بْنُ الْعَوَامِ، وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، وَهُوَ ثِقَةٌ لَا بَأْسَ بِهِ.

"আবূ হানীফা (র.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন সাওরী, ইবনুল মুবারক, হাম্মাদ ইবনে যায়েদ, হুশায়েম, ওকী ইবনুল জাররাহ, আব্বাদ ইবনুল আওয়াম ও জাফর ইবনে আওন (র.)। তিনি সিকাহ-নির্ভরযোগ্য, তাঁর মাঝে কোনো সমস্যা নেই।"–(বরাতে মাকানাতুল ইমাম পৃ. ১৩২)

ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী (র.) তাঁর বক্তব্যে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর বিশিষ্ট কয়েকজন শাগরেদের উল্লেখ করেছেন যারা হাদীসের জগতে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। আবূ হানীফা (র.) কোন পর্যায়ের মুহাদ্দিস ছিলেন? তা বুঝানোর জন্যই তিনি এ কয়েকজন শাগরেদের নাম উল্লেখ করেছেন। এরপর তিনি আবূ হানীফা (র.) হাদীসের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য হওয়ার বিষয়টিকেও সরাসরি স্পষ্ট করে বলে দিলেন।

আলী ইবনুল মাদীনী (র.) সম্পর্কে হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (র.) তাঁর 'তাকরীবুত তাহযীব' গ্রন্থে সংক্ষিপ্ত যে কথাটুকু বলেছেন তা এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে। তিনি বলেন–

عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ نَجِيْحٍ اَلسَّعْدِيُّ مَوْلَاهُمْ، اَبُو الْحَسَنِ بْنِ الْمَدِيْنِيِّ، بَصْرِيٌّ، ثِقَةٌ ثَبْتٌ اِمَامٌ، اَعْلَمُ اَهْلِ عَصْرِهٖ بِالْحَدِيْثِ وَعِلَلِهٖ، حَتّٰى قَالَ الْبُخَارِيُّ : مَا اسْتَصْغَرْتُ نَفْسِيْ اِلَّا عِنْدَ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِيْنِيِّ. وَقَالَ فِيْهِ شَيْخُهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ : كُنْتُ اَتَعَلَّمُ مِنْهُ اَكْثَرَ مِمَّا يَتَعَلَّمُ مِنِّيْ. (تَقْرِيْبُ التَّهْذِيْبِ لِاِبْنِ حَجَرٍ ص : ٤٠٣ : رقم ٤٧٦٠)

"আলী ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর ইবনে নাজীহ আসসা'দী, আবুল হাসান ইবনুল মাদীনী, বসরী একজন নির্ভরযোগ্য, মজবুত ব্যক্তিত্বের অধিকারী ইমাম। হাদীস ও ইলালুল হাদীসের ক্ষেত্রে তিনি তাঁর যামানার সর্বাধিক জ্ঞানী ব্যক্তি। যার ফলে বুখারী (র.) বলেছেন, আমি আলী ইবনুল মাদীনী (র.) ব্যতীত কারো সামনে নিজেকে ছোট মনে করিনি। তাঁর উস্তাদ ইবনে উয়াইনা (র.) তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, সে আমার কাছ থেকে যা শিখতো তার চেয়ে বেশি আমি তার কাছ থেকে শিখতাম।"–(তাকরীবুত তাহযীব : ইবনে হাজার পৃ. ৪০৩, নং-৪৭৬০)

এর আগে অন্য প্রসঙ্গে আবূ হানীফা (র.) সম্পর্কে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর মতামতও উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি আবূ হানীফা (র.)-এর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। এভাবে আবূ হানীফা (র.)-এর সমসাময়িক ও তাঁর পরবর্তী ওলামায়ে কেরামের মধ্য থেকে যাঁরা ناقد বা হাদীস বর্ণনাকারী-নিরীক্ষক জারহ-তাদীলের ইমাম তাঁদের আরো অনেকে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর তাদীল করেছেন। একজন নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস হিসেবে তাঁরা আবূ হানীফা (র.)-কে স্বীকার করে নিয়েছেন।

তাদের সেসব মন্তব্যের কিছু আলোচ্য শিরোনামে উল্লেখ করা হয়েছে। কিছু অন্যান্য প্রসঙ্গে আলোচনায় এসেছে। এর বাইরেও আরো রয়ে গেছে, যা এখানে উল্লেখ করা সম্ভব হয়নি। এছাড়াও যতটুকু উল্লেখ করা হয়েছে একজন মুহাদ্দিসের নির্ভরযোগ্যতা প্রমাণিত হওয়ার জন্য এতটুকু যথেষ্ট।

তবে ইমাম খুরাইবী (র.)-এর বক্তব্য অনুসারে আবূ হানীফা (র.)-এর সঙ্গে হিংসা পোষণকারী কিছু লোক ছিল। আর কিছু লোক তাঁর ব্যাপারে অজ্ঞ ছিল। এ দুই কারণে কেউ কেউ আবূ হানীফা (র.)-এর সমালোচনাও করেছেন। এ বিষয়টি নিয়ে ভিন্নভাবে বিস্তারিত আলোচনা করা যেতে পারে। এখানে ইমাম ইবনে আব্দিল বার মালেকী (র.)-এর এ বিষয়ক একটি সংক্ষিপ্ত মন্তব্য তুলে ধরা যেতে পারে, যার মাধ্যমে তিনি এ বিষয়টির যথার্থ মূল্যায়ন করেছেন। তিনি বলেন–

اَلَّذِيْنَ رَوَوْا عَنْ اَبِيْ حَنِيْفَةَ وَوَثَّقُوْهُ وَاَثْنَوْا عَلَيْهِ، اَكْثَرُ مِنَ الَّذِيْنَ تَكَلَّمُوْا فِيْهِ، وَالَّذِيْنَ تَكَلَّمُوْا فِيْهِ مِنْ اَهْلِ الْحَدِيْثِ اَكْثَرُ مَا عَابُوْا عَلَيْهِ الْاِغْرَاقُ فِي الرَّأْيِ وَالْقِيَاسِ، وَالْاِرْجَاءِ. (جَامِعُ بَيَانِ الْعِلْمِ وَفَضْلِهِ لِاِبْنِ عَبْدِ الْبَرِّ ٢/١٠٨٢، رقم : ٢١١٤)

"যাঁরা আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তাঁকে সিকাহ (নির্ভরযোগ্য) বলেছেন এবং তার প্রশংসা করেছেন; তাঁদের সংখ্যা সমালোচকদের চেয়ে বেশি। আর মুহাদ্দিসগণের মধ্য থেকে যাঁরা তাঁর সমালোচনা করেছেন তাঁদের অধিকাংশের আপত্তি হচ্ছে আবূ হানীফা (র.)-এর কেয়াস ও ইরজা নিয়ে"

–(জামেউ বায়ানিল ইলম ২/১০৮২, নং-২১১২)

অর্থাৎ সামালোচকদের সকল সমালোচনার কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে দু'টি। এক. তাঁর কেয়াসপ্রীতি, যা সকল ইমামই করেছেন এবং করতে বাধ্য। কারণ কেয়াসী মাসআলায় কেয়াসের কোনো বিকল্প নেই। দুই. তাওহীদের স্বীকৃতির পর যে কোনো প্রকারের গুনাহ ক্ষমা হওয়ার তিনি আশা করেন। তাই তাঁর উপর ইরজার অপবাদ দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে 'আবূ হানীফা (র.)-এর আকীদা-বিশ্বাস' শিরোনামে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

ইবনে আব্দিল বার (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর সমালোচকদের সমালোচনার যে দু'টি বিষয় উল্লেখ করেছেন তার কোনোটিই হাদীস গ্রহণ-বর্জনের সংঙ্গে সম্পর্কিত নয়। ইবনে আব্দিল বার (র.) মূলত এ দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন এবং এ ধরনের আপত্তিকে তিনি নিম্নোক্ত আঙ্গিকে ব্যাখ্যা করেছেন এবং এসব আপত্তির অসারতা তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন–

وَكَانَ يُقَالُ : يَسْتَدِلُّ عَلَى نَبَاهَةِ الرَّجُلِ مِنَ الْمَاضِيْنَ بَتَبَايُنِ النَّاسِ فِيْهِ. قَالُوْا : اَلَا تَرَى اِلَى عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّهُ قَدْ هَلَكَ فِيْهِ فَتَيَانِ، مُحِبٌّ مُفْرِطٌ وَمُبْغِضٌ مُفَرِّطٌ. وَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيْثِ : اَنَّهُ يُهْلِكُ فِيْهِ رَجُلَانِ مُحِبٌّ مُطْرٍ وَمُبْغِضٌ مُفْتِرٌ. وَهٰذِهِ صِفَةُ اَهْلِ النَّبَاهَةِ وَمَنْ بَلَغَ فِي الدِّيْنِ وَالْفَضْلِ الْغَايَةِ، وَاللهُ اعلم.

٢/١٠٨٢، رقم ٢١١٤ دار ابن الجوزى قاهرة.

"আর বলা হতো, অতীতকালে কোনো ব্যক্তির প্রতিভা ও যোগ্যতার প্রমাণ হিসেবে মনে করা হতো তার ব্যাপারে মানুষের মতবিরোধকে। তুমি কি দেখতে পাও না আলী ইবনে আবী তালেব রাযিয়াল্লাহ আনহুর ব্যাপারে দুটি দল গোমরাহ ও বরবাদ হয়ে গেছে। একদল হচ্ছে অতি উৎসাহী প্রেমিক, আর অপর দল হচ্ছে অতি বিরুদ্ধাচরণকারী শত্রু। হাদীস শরীফে এসেছে, দুই ধরনের মানুষ তাকে নিয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে। এক হচ্ছে অতিভক্ত প্রেমিক, আরেক হচ্ছে

অপবাদপ্রবণ শত্রু। প্রতিভাবান ব্যক্তিবর্গ এবং যারা দ্বীন ও সম্মানের শীর্ষ পর্যায়ে পৌঁছে গেছেন এটা তাদেরই গুণ।” –(জামেউ বায়ানিল ইলম ২/১০৮৪, নং-২১১৪) ইবনে আব্দিল বার মালেকী (র.) এরপর এ বিষয়টি নিয়ে আরো বিশদ আলোচনা করেছেন। পরবর্তীতে এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা যাবে ইনশাআল্লাহ।

মুহাদ্দিসগণের দৃষ্টিতে আবূ হানীফা (র.)

জারহ-তা'দীলের ইমাগণ ব্যতীত অন্যান্য মুহাদ্দিস ওলামায়ে কেরামও ইমাম আবূ হানীফা (র.) সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ মন্তব্য করেছেন, যা থেকে তাঁর ব্যক্তিত্ব প্রস্ফুটিত হয়। জারহ-তাদীলের মানদণ্ডে বিচার করার পর ব্যক্তি হিসেবে যে তিনি আরো অনেক উর্ধ্বের তা অন্যান্য মুহাদ্দিস ওলামায়ে কেরামের অন্যান্য বক্তব্য থেকে ফুটে উঠবে। তাই সেই মন্তব্যগুলোকে ভিন্ন শিরোনামে উল্লেখ করা হচ্ছে। এ উদ্ধৃতিগুলোর মাধ্যমে ইমাম আবূ হানীফা (র.) দ্বীন ও ইলমের ক্ষেত্রে যে মুকতাদায়ে উম্মত বা উম্মতের অগ্রপথিক ছিলেন সে বিষয়টি সামনে ভেসে উঠবে। আর তখনকার জমানায় হাদীসের ইলমের সংযুক্তি ব্যতীত অন্য কোনো ইলমের কোনো মূল্যায়ন ছিল না। এ বিষয়টি সর্বজন স্বীকৃত।

সুতরাং আবূ হানীফা (র.)-এর দ্বীন ইলম সংশ্লিষ্ট প্রশংসাবাণী যেমনিভাবে তাঁর অন্য সব ইলমের প্রমাণ তেমনিভাবে তাঁর হাদীসের ইলমেরও স্পষ্ট দলিল।

সুফয়ান ইবনে উয়াইনা (র.)

হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দীর বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ইমাম সুফয়ান ইবনে উয়াইনা ইবনে আবী ইমরান (র.) (মৃ. রজব ১৯৮ হি.) ইমাম আবূ হানীফা (র.) সম্পর্কে অতি সংক্ষেপে অতি মূল্যবান একটি মন্তব্য করেছেন। সালেহী (র.) উল্লেখ করেন-

رَوَى الْخَطِيْبُ عَنِ الْاِمَامِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ : مَا مَقَلَتْ عَيْنِيْ مِثْلَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ. (تَارِيْخُ بَغْدَادَ)

“খতীব (র.) বর্ণনা করেন, ইমাম সুফয়ান ইবনে উয়াইনা (র.) বলেছেন– আমার চোখ আবূ হানীফার কোনো উপমা দেখেনি।”

(তারীখে বাগদাদ বরাতে, উকূদুল জুমান পৃ. ১৮৮)

উল্লেখ্য, ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (র.) সুফয়ান ইবনে উয়াইনা (র.)-এর ইলমি পরিচয় দিতে গিয়ে তাঁর বিশেষ পদ্ধতিতে এভাবে দিয়েছেন।

ثِقَةٌ حَافِظٌ فَقِيْهٌ اِمَامٌ حُجَّةٌ. (تَقْرِيْبُ التَّهْذِيْبِ : ٢٤٥)

বলাবাহুল্য, এ শব্দগুলো মুহাদ্দিস ইমামগণের কিছু পরিভাষা যা হাদীসের ছাত্ররা সহজেই বুঝতে পারে যে, এ পাঁচটি গুণবাচক শব্দের যে কোনো একটিই একজন মুহাদ্দিসের শীর্ষ অবস্থান প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট। এ মহান ব্যক্তি আবূ হানীফা (র.)-কে নিয়ে এতটা মুগ্ধ ছিলেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে দাউদ আলখুরাইবী

হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষে ও তৃতীয় শতাব্দীর শুরু ভাগের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও বুজুর্গ ব্যক্তিত্ব ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে দাউদ ইবনে আমের আলহামদানী আবূ আব্দির রহমান আলখুরাইবী (র.) (মৃ. ২১৩ হি.) ইমাম আবূ হানীফা (র.) সম্পর্কে এক আশ্চর্য মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন-

يَجِبُ عَلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ أَنْ يَدْعُوَ اللهَ لِأَبِيْ حَنِيْفَةَ فِيْ صَلَاتِهِمْ، قَالَ : وَذَكَرَ حِفْظَهُ عَلَيْهِمُ السُّنَنَ وَالْفِقْهَ. (تَارِيْخُ بَغْدَادَ)

"মুসলমানদের উপর ওয়াজিব দায়িত্ব হচ্ছে আবূ হানীফা (র.)-এর জন্য প্রত্যেক নামাযে আল্লাহর কাছে দোয়া করা। বর্ণনাকারী বলেন, আবূ হানীফা (র.) যে, মুসলমানদের জন্য হাদীস ও ফিকহকে সংরক্ষণ করেছেন সে বিষয়টি তিনি উল্লেখ করে এ কথা বলেছেন।" -(তারীখে বাগদাদ, উকূদুল জূমান পৃ. ১৯৪)

আবূ হানীফা (র.) হাদীস ও ফিকহকে সংরক্ষণ করে উম্মতের উপর যে অনুগ্রহ করেছেন, সে অনুগ্রহের বদলা বা বিনিময়ের একটি সহজ পদ্ধতি হচ্ছে, প্রত্যেক নামাজে তাঁর জন্যও দোয়া করা। সে পদ্ধতিই খুরাইবী (র.) বাতলে দিয়েছেন।

আবূ ইয়াহইয়া আলহিম্মানী (র.)

প্রসিদ্ধ হাদীসের কিতাবসমূহের বিশিষ্ট হাদীস বর্ণনাকারী আবদুল হামীদ ইবনে আব্দুর রহমান আবূ ইয়াহইয়া আলহিম্মানী (র.) (মৃ. ২০২ হি.) ইমাম আবূ হানীফা (র.) সম্পর্কে বলেন- مَا رَأَيْتُ رَجُلًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَبِيْ حَنِيْفَةَ. (تَارِيْخُ بَغْدَادَ)

"আমি আবূ হানীফা (র.)-এর চেয়ে কোনো ভাল মানুষ কখনো দেখিনি।"

-(তারীখে বাগদাদ বরাতে, প্রাগুক্ত পৃ. ১৯৬)

উল্লেখ্য, সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমসহ অন্যান্য হাদীসের কিতাবে এ বর্ণনাকারী মুহাদ্দিসের বহু হাদীস রয়েছে।

এ মুহাদ্দিসেরই আরেকটি উক্তি উদ্ধৃত করেছেন আবূ মুহাম্মদ আলহারেসি (র.)। আবূ ইয়াহইয়া হিম্মানী (র.) বলেন-

مَا ضَمَمْتُ أَبَا حَنِيْفَةَ إِلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ زَمَانِهِ مِمَّنْ لَقِيْتُهُمْ وَمِمَّنْ لَمْ أَلْقَهُمْ فِيْ كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْخَيْرِ إِلَّا رَأَيْتُ لِأَبِيْ حَنِيْفَةَ الْفَضْلَ عَلَيْهِمْ، وَمَا لَقِيْتُ أَحَدًا قَطُّ أَفْضَلَ مِنْهُ وَلَا أَوْرَعَ مِنْهُ، وَلَا أَفْقَهَ مِنْهُ.

"আবূ হানীফা (র.)-এর সমকালীনদের মধ্য থেকে যাদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে এবং যাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়নি, প্রতিটি ভাল ক্ষেত্রে তাদের যার সঙ্গেই আবূ হানীফা (র.)-কে তুলনা করেছি, দেখেছি– তাদের উপর আবূ হানীফা (র.)-এর অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তাঁর চেয়ে উত্তম, তাঁর চেয়ে বড় পরহেজগার এবং তাঁর চেয়ে বড় ফকীহ কখনো কাউকে পাইনি।" –(উকূদুল জুমান পৃ. ১৯৬)

মিসআর ইবনে কিদাম (র.)

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর কাছাকাছি সময়ের বিশিষ্ট মুহাদ্দিস মিসআর ইবনে কিদাম ইবনে যহীর আলহেলালী (র.) (মৃ.১৫৩ হি.) আবূ হানীফা (র.)-এর ইলম ও দ্বীনের বিভিন্ন দিক নিয়ে বহু মূল্যবান মন্তব্য করেছেন। যার কিছুটা অন্যান্য প্রসঙ্গে এর আগে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানেও তাঁর দুয়েকটি অতি মূল্যবান বক্তব্য উল্লেখ করা হচ্ছে। খতীব বাগদাদী (র.) বর্ণনা করেন-

عَنِ الْحَافِظِ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ قَالَ : مَنْ جَعَلَ اَبَا حَنِيْفَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ تَعَالٰى رَجَوْتُ اَنْ لَا يَخَافَ وَلَا يَكُوْنَ فَرَّطَ فِي الْاِحْتِيَاطِ لِنَفْسِهِ. (تَارِيْخُ بَغْدَادَ)

"হাফেযে হাদীস মিসআর ইবনে কিদাম থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, যে ব্যক্তি তার মাঝে ও আল্লাহর মাঝে আবূ হানীফা (র.)-কে রাখবে তার ব্যাপারে আমার আশা সে ভীতিকর অবস্থার মুখোমুখি হবে না এবং নিজের বিষয়ে সতর্কতার ক্ষেত্রে কোনো ভুলের শিকার হবে না।" -(উকূদুল জুমান পৃ. ১৯৬)

কাযী আবুল কাসেম ইবনে কা'স বর্ণনা করেছেন-

عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَوْنٍ قَالَ : قِيْلَ لِمِسْعَرٍ : لِمَ تَرَكْتَ رَأْيَ اَصْحَابِكَ وَاَخَذْتَ بِرَأْيِ اَبِيْ حَنِيْفَةَ؟ فَقَالَ : اِنَّا فَعَلْتُ ذٰلِكَ لِصِحَّةِ رَأْيِهِ، فَأْتُوْا بِاَصَحَّ مِنْهُ لَاَرْغَبُ عَنْهُ اِلَيْهِ.

"জাফর ইবনে আওন বলেন, মিসআরকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে, আপনি আপনার লোকদের মতামত ছেড়ে আবূ হানীফা (র.)-এর মত গ্রহণ করলেন কেন? তিনি জবাবে বলেছেন, তাঁর মতের বিশুদ্ধতার কারণে আমি তা গ্রহণ করেছি। তোমরা তার চেয়ে বিশুদ্ধতরটি নিয়ে এসো যাতে আমি আবূ হানীফা (র.)-এর মতামত ছেড়ে তোমাদেরটা গ্রহণ করতে পারি।" -(প্রাগুক্ত)

ইবনে মুবারক (র.) বলেন, "আমি মিসআর (র.)-কে আবূ হানীফা (র.)-এর মজলিসে বসে তাকে মাসআলা জিজ্ঞেস করতে এবং তাঁর কাছ থেকে ইলম আহরণ করতে দেখেছি।" -(প্রাগুক্ত ১৯৭)

উল্লেখ্য এ মিসআর ইবনে কিদাম (র.)-কেও ইবনে হাজার আসকালানী (র.) ثقة ثبت فاضل শব্দগুলো দ্বারা ভূষিত করেছেন।

ঈসা ইবনে ইউসুফ (র.)

ঈসা ইবনে ইউসুফ ইবনে আবী ইসহাক আসসাবীয়ী (র.) (মৃ. ১৮৭ হি.) ইমাম আবূ হানীফা (র.) সম্পর্কে একটি মৌলিক কথা বলেছেন-

رَوَى اَبُوْ يَعْقُوْبَ يُوْسُفُ بْنُ اَحْمَدَ عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّاذْكُوْنِيِّ قَالَ : قَالَ لِيْ عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ : لَا تَتَكَلَّمَنَّ فِيْ اَبِيْ حَنِيْفَةَ بِسُوْءٍ، وَلَا تُصَدِّقَنَّ اَحَدًا بِسَيِّءِ الْقَوْلِ فِيْهِ، فَاِنِّيْ وَاللهِ مَا رَأَيْتُ اَفْضَلَ مِنْهُ وَلَا اَفْقَهَ مِنْهُ.

"সুলায়মান আশ-শাযকূনী (র.) বলেন, ঈসা ইবনে ইউনুস আমাকে বলেছেন, তুমি কখনো আবূ হানীফা (র.)-এর ব্যাপারে খারাপ মন্তব্য করবে না এবং যারা আবূ হানীফা (র.)-এর ব্যাপারে খারাপ মন্তব্য করে তাদের কাউকে বিশ্বাস করবে না। আল্লাহর কসম! আমি আবূ হানীফা (র.)-এর চেয়ে উত্তম এবং তাঁর চেয়ে বড় ফকীহ আর কাউকে দেখিনি।" –(উকূদুল জুমান পৃ. ১৯৭)

ইনি একজন স্বীকৃত মুহাদ্দিস। প্রসিদ্ধ ছয় কিতাবসহ প্রায় সকল হাদীসের কিতাবেই তাঁর বর্ণিত হাদীস রয়েছে। তিনি এখানে তাঁর শাগরেদকে একটি মৌলিক নসিহত করে গেছেন যা একজন স্বীকৃত ইমামের বেলায় সবার জন্য সদা পালনীয়।

মা'মার ইবনে রাশেদ (র.)

মা'মার ইবনে রাশেদ আলআযদী (র.) তাঁর জমানার সর্বস্বীকৃত একজন মুহাদ্দিস। প্রসিদ্ধ ছয় কিতাবসহ হাদীসের প্রায় সকল কিতাবে তাঁর বর্ণিত হাদীস রয়েছে। তিনি ১৫৪ হিজরিতে ৫৮ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন। ইমাম ইবনে হাজার (র.) তাঁকে ثقة ثبت فاضل ইত্যাদি শব্দ দ্বারা ভূষিত করেছেন। তিনি আবূ হানীফা (র.) সম্পর্কে অত্যন্ত মূল্যবান মন্তব্য করেছেন এবং যথার্থ মূল্যায়ন করেছেন। খতীব বাগদাদী (র.) বর্ণনা করেন, মা'মার (র.) বলেছেন–

مَا اَعْرِفُ رَجُلًا يُحْسِنُ يَتَكَلَّمُ فِي الْفِقْهِ اَوْ يَسَعُهُ اَنْ يَقِيْسَ وَيَشْرَحَ الْفِقْهِ اَحْسَنَ مَعْرِفَةً مِنْ اَبِيْ حَنِيْفَةَ، وَلَا اَشْفَقَ عَلٰى نَفْسِهٖ مِنْ اَنْ يَدْخُلَ فِيْ دِيْنِ اللهِ شَيْئًا مِنَ الشَّكِّ مِنْ اَبِيْ حَنِيْفَةَ. (تَارِيْخُ بَغْدَادَ)

"ফিকহ বিষয়ে সুন্দরভাবে কথা বলতে, কেয়াস করতে ও ফিকহী বিষয়গুলোকে বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে আবূ হানীফা (র.)-এর চেয়ে বেশি অভিজ্ঞ কোনো মানুষ আমি দেখিনি। এমনিভাবে আল্লাহর দ্বীনের মাঝে কোনো সন্দেহযুক্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে তিনি নিজের উপর যতটা ভীত সন্ত্রস্ত ছিলেন এমন আমি আর কাউকে দেখিনি।" –(তারীখে বাগদাদ বরাতে, উকূদুল জুমান পৃ. ১৯৭-১৯৮)

অর্থাৎ একজন দায়িত্বশীল মুজতাহিদ আলেম হওয়ার কারণে শরয়ী বিভিন্ন বিষয়ে তাঁকে সিদ্ধান্ত দিতেই হতো। কিন্তু সে ক্ষেত্রে সন্দেহযুক্ত অস্পষ্ট কোনো কিছু শরিয়তের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় কিনা? সে বিষয়ে তিনি এত বেশি ভীত সন্ত্রস্ত থাকতেন যে, মা'মার ইবনে রাশেদ (র.) বলেন, এমন ভীত সন্ত্রস্ত হতে আমি আর কাউকে দেখিনি এবং অতীতে কেউ এমন ছিল বলেও আমার জানা নেই।

ফযল ইবনে মূসা আসসীনানী (র.)

হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষার্ধের এক প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ফযল ইবনে মূসা আসসীনানী আবূ আব্দিল্লাহ আলমারওয়াযী (র.) (মৃ. ১৯২ হি.) ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও তাঁর সমালোচকদের ব্যাপারে একটি সুন্দর তথ্য দিয়েছেন। আবূ ইয়াকূব আলমক্কী (র.) বর্ণনা করেন–

عَنْ يَحْيَى بْنِ آدَمَ قَالَ : قُلْتُ لِلْفَضْلِ بْنِ مُوْسَى السِّيْنَانِيِّ : مَا تَقُوْلُ فِيْ هٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ يَقَعُوْنَ فِيْ أَبِيْ حَنِيْفَةَ؟ قَالَ : اِنَّ اَبَا حَنِيْفَةَ جَاءَهُمْ بِمَا يَعْقِلُوْنَ وَمَا لَايَعْقِلُوْنَ مِنَ الْعِلْمِ فَحَسَدُوْهُ.

"ইয়াহইয়া ইবনে আদম (র.) বলেন, আমি ফাযল ইবনে মূসা আস-সীনানী (র.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, যেসব লোকেরা আবূ হানীফা (র.)-এর সমালোচনা করে তাদের ব্যাপারে আপনার কী বক্তব্য? তিনি জবাবে বললেন, আবূ হানীফা (র.) এমন ইলম নিয়ে এসেছেন যার কিছু তারা বুঝতে পারে আর কিছু বুঝতে পারে না। ফলে তারা তাঁর সঙ্গে হিংসা শুরু করেছে।" –(উকূদুল জুমান পৃ. ১৯১)

মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান শায়বানী (র.)

ইমাম আবূ হানীফার (র.) বিশিষ্ট শাগরেদ, ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর কাইয়্যেম উস্তাদ এবং ইলমি বিষয়ে রচনা সংকলনের অগ্রপথিক ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আশশায়বানী (র.) আবূ হানীফা (র.)-এর বহুমুখী গুণাগুণের উল্লেখ করে বলেন-

كَانَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ وَاحِدَ زَمَانِهِ، وَلَوِ انْشَقَّتْ عَنْهُ الْأَرْضُ لَانْشَقَّتْ عَنْ جَبَلٍ مِنَ الْجِبَالِ فِي الْعِلْمِ وَالْكَرَمِ وَالْمُؤَاسَاةِ وَالْوَرَعِ وَالْاِيْثَارِ لِلّٰهِ تَعَالٰى مَعَ الْفِقْهِ وَالْعِلْمِ.

"আবূ হানীফা (র.) ছিলেন তাঁর জমানার অদ্বিতীয় ব্যক্তি। তাঁর জন্য যদি ভূপৃষ্ঠ ফেটে যেত তাহলে পর্বতসমূহ থেকে একটি পর্বতের জন্যই তা ফেটে যেত। যে পর্বতটি ছিল ইলমের, করুণার, সহমর্মিতার, সতর্কতার এবং আল্লাহর সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দেওয়ার, সাথে সাথে রয়েছে তার ফিকহ ও ইলম।" –(উকূদুল জুমান পৃ. ২০০)

কাসেম ইবনে মা'ন (র.)

সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর বংশধর– নাতির ছেলে কাসেম ইবনে মা'ন ইবনে আব্দির রহমান ইবনে আব্দিল্লাহ ইবনে মাসউদ (র.) (মৃ. ১৭৫ হি.) ইমাম আবূ হানীফা (র.) সম্পর্কে অত্যন্ত অর্থবহ মন্তব্য করেছেন। খতীব বাগদাদী (র.) বর্ণনা করেন–

عَنْ حُجْرِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِلْقَاسِمِ بْنِ مَعَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ، تَرْضٰى اَنْ تَكُوْنَ مِنْ غِلْمَانِ اَبِيْ حَنِيْفَةَ؟ فَقَالَ : مَا جَلَسَ

اَحَدٌ اِلَى اَحَدٍ أَنْفَعَ مِنْ مُجَالَسَةِ اَبِيْ حَنِيْفَةَ، وَقَالَ الْقَاسِمُ : تَعَالْ مَعِيْ اِلَيْهِ : فَلَمَّا جَاءَ اِلَيْهِ لَزِمَهُ وَقَالَ : مَا رَأَيْتُ مِثْلَ هٰذَا، وَكَانَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ وَرِعًا سَخِيًّا.

"হুজর ইবনে আব্দিল জব্বার (র.) বলেন, এক ব্যক্তি কাসেম ইবনে মা'ন ইবনে আব্দির রহমান ইবনে আব্দিল্লাহ ইবনে মাসঊদকে জিজ্ঞেস করল, আপনি কি আবূ হানীফার গোলামদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকতে রাজি আছেন? জবাবে তিনি বলেছেন, আবূ হানীফার সঙ্গে উঠাবসা করার মতো উপকারী উঠাবসা কেউ কারো সঙ্গে করেনি। কাসেম (র.) আরো বললেন, তুমি আমার সঙ্গে তাঁর কাছে চল। অতঃপর যখন সে তার কাছে আসল তাঁর সংশ্রবে থেকে গেল এবং বলল, এর মতো মানুষ আমি আর দেখিনি। বর্ণনাকারী বলেন, আবূ হানীফা (র.) ছিলেন, মুত্তাকী ও দানশীল। -(তারীখে বাগদাদ বরাতে, উকূদুল জুমান পৃ. ২০১)

কাসেম ইবনে মা'ন (র.)-এর এ উক্তিতে অন্যান্য কথার সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ এসেছে। আর তা হচ্ছে, তাঁর ইলমের উপকারিতা। অর্থাৎ আবূ হানীফা (র.)-এর ইলম ও তাঁর সংশ্রব দ্বারা মানুষ যেভাবে উপকৃত হয়েছে এমনটি সাধারণত হয় না। এ বিষয়টি আরো অনেকের বক্তব্যেও পাওয়া যায়। এটি আল্লাহ পাকের এমন এক নিয়ামত যা কখনো বাহুবলে অর্জন করা যায় না।

ইমাম শো'বা (র.)

মুহাদ্দিসগণের ইমাম এবং জারহ-তা'দীলে ক্ষেত্রে এক বজ্রসম কঠিন ব্যক্তিত্ব ইমাম শো'বা ইবনুল হাজ্জাজ ইবনুল ওয়ারদ আলআতাকী (র.) (মৃ. ১৬০ হি.) ইমাম আবূ হানীফা (র.) সম্পর্কে বলেন–

كَانَ وَاللهِ حَسَنَ الْفَهْمِ جَيِّدَ الْحِفْظِ حَتّٰى شَنَّعُوْا عَلَيْهِ بِمَا هُوَ وَاللهِ اَعْلَمُ بِهٖ مِنْهُمْ، فَسَيَلْقَوْنَ عِنْدَ اللهِ تَعَالٰى، وَاَنَا اَعْلَمُ اَنَّ الْعِلْمَ جَلِيْسُ النُّعْمَانِ، كَمَا اَعْلَمُ اَنَّ النَّهَارَ لَهٗ ضَوْءٌ يَجْلُوْ ظُلْمَةَ اللَّيْلِ.

"আবূ হানীফা (র.) ছিলেন সুন্দর বুঝশক্তি ও উন্নত স্মরণশক্তির অধিকারী। এরপর তার উপর মানুষ এমন কিছু বিষয়ে অপবাদ দিয়েছে যে সম্পর্কে আল্লাহ তাদের চেয়ে ভালো জানেন। তারা অচিরেই আল্লাহ তা'আলার মুখোমুখি হতে হবে। আর আমি জানি, ইলম ছিল নোমানের সঙ্গী যেভাবে আমি জানি দিনের আলো আছে, যা রাতের অন্ধকারকে দূর করে দেয়।" -(প্রাগুক্ত পৃ. ২০২)

ইমাম আবূ হানীফা (র.) যেমন বুঝশক্তির অধিকারী ছিলেন তেমনই স্মরণশক্তিরও অধিকারী ছিলেন যা একজন মুহাদ্দিস মুজতাহিদের জন্য জরুরি। ইমাম শো'বা (র.) সে কথাই বললেন। আর তার এ প্রতিভা-যোগ্যতা ছিল দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। উল্লেখ্য ইমাম শো'বা (র.) তাঁর সমসাময়িক মুহাদ্দিস সুফয়ান সাওরী (র.)-এর পক্ষ থেকে اَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي الْحَدِيْثِ উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে আওন (র.)

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর সমকালীন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আব্দুল্লাহ ইবেন আওন (র.) (মৃ. ১৫০ হি.) ইমাম আবূ হানীফা (র.) সম্পর্কে একটি সুন্দর মন্তব্য করেছের এবং একটি প্রশ্নের যুক্তিভিত্তিক সুন্দর জবাব দিয়েছেন। কাযী আবুল কাসেম ইবনে কাস (র.) বর্ণনা করেন-

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْنٍ قَالَ : اَبُوْ حَنِيْفَةَ صَاحِبُ لَيْلٍ وَعِبَادَةٍ، فَقِيْلَ لَهٗ : اِنَّهٗ يَقُوْلُ الْقَوْلَ ثُمَّ يَرْجِعُ مِنْهُ فِيْ غَدٍ، فَقَالَ ابْنُ عَوْنٍ : هٰذَا دَلِيْلٌ عَلٰى وَرَعِهٖ، لِاَنَّهٗ يَرْجِعُ مِنْ خَطَأٍ اِلٰى صَوَابٍ، وَلَوْ لَا ذٰلِكَ لَنَصَرَ خَطَأَهٗ وَدَافَعَ عَنْهُ.

"আব্দুল্লাহ ইবনে আওন (র.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেন, আবূ হানীফা (র.) হচ্ছেন রাত জাগরণকারী ও ইবাদতগুজার। তখন তাকে বলা হলে, তিনি একটি মতামত ব্যক্ত করেন এরপরের দিন আবার সে মত থেকে ফিরে যান। এ কথা শুনে ইবনে আওন বললেন, এটা তো তার তাকওয়ার দলিল। কেননা তিনি ভুল থেকে শুদ্ধের দিকে ফিরে আসেন। যদি এমন না হতো তা হলে তিনি নিজের ভুলকেই প্রতিষ্ঠিত করতেন এবং তার পক্ষে সাফাই গাইতেন।"

—(উকূদুল জুমান পৃ. ২০২-২০৩)

যাঁরা সর্বদা হকের তালাশে থাকেন, সত্যের সন্ধান করে বেড়ান তারা নিজের একটি মতকে সর্বশেষ সিদ্ধান্ত হিসেবে দাবি করতে পারেন না। তাঁরা মনে করেন এর বিপরীত কিছু সামনে আসলে এবং হক সে পক্ষে গেলে সেটিকেই গ্রহণ করতে হবে। সকল ইমামেরই এ বৈশিষ্ট্য ছিল। এ কারণেই ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর قول جديد তথা নতুন মত ও قول قديم তথা পুরাতন মত দু'টি ফিকহী পরিভাষায় রূপান্তরিত হয়ে গেছে।

আব্দুল আযীয ইবনে আবী রাওয়াদ (র.)

প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আব্দুল আযীয ইবনে আবী রাওয়াদ (র.) (মৃ. ১৫৯ হি.) আবূ হানীফা (র.) সম্পর্কে একটি মূল্যবান মন্তব্য করেছেন। ইবনে কাস (র.) বর্ণনা করেন-

عَنِ الْحَافِظِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ اَبِيْ رَوَادٍ قَالَ : مَنْ اَحَبَّ اَبَا حَنِيْفَةَ فَهُوَ سُنِّيٌّ، وَمَنْ اَبْغَضَهٗ فَهُوْ بِدْعِيٌّ.

"হাফেযে হাদীস আব্দুল আযীয ইবনে আবী রাওয়াদ (র.) বলেন, যে আবূ হানীফাকে ভালোবাসে সে সুন্নী, আর যে আবূ হানীফা (র.)-এর সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করে সে বেদআতী।"

ইবনে আবী রাওয়াদের উপরিউক্ত কথাটি ইমাম হারেসী (র.) নিম্নোক্ত শব্দে বর্ণনা করেছেন–

بَيْنَنَا وَبَيْنَ النَّاسِ اَبُوْ حَنِيْفَةَ، فَمَنْ اَحَبَّهٗ وَتَوَلَّاهُ عَلِمْنَا اَنَّهٗ مِنْ اَهْلِ السُّنَّةِ، وَمَنْ اَبْغَضَهٗ عَلِمْنَا اَنَّهٗ مِنْ اَهْلِ الْبِدْعَةِ.

"আমাদের মাঝে ও অন্যদের মাঝে ফায়সালাকারী আবূ হানীফা (র.) রয়েছেন। যে তাঁকে ভালোবাসবে এবং তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখবে তার ব্যাপারে আমাদের বিশ্বাস হচ্ছে সে আহলে সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত। আর যে তাঁর সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করবে তাঁর ব্যাপারে আমাদের ধারণা সে বিদআতপন্থিদের অন্তর্ভুক্ত।"

–(উকূদুল জুমান পৃ. ২০৩)

একজন মুহাদ্দিস ইমাম আবূ হানীফা (র.)-কে হক ও বাতিল নির্ণয় করে নাজাতপ্রাপ্ত দল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার মাপকাঠি হিসেবে নির্ধারণ করলেন কী হিসেবে?

মূলত আবূ হানীফা (র.)-এর জীবনের বড় একটি অংশ কেটেছে বিদআতপন্থিদের মোকাবিলা করে। আর তা ছিল বিভিন্ন প্রকারের বিদআতের বিরুদ্ধে। ইমাম আতা ইবনে আবী রাবাহ (র.) এর দরবারে ইমাম আবূ হানীফা (র.) যখন সর্বপ্রথম হাজির হয়েছিলেন তখন আতা তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তুমি কি সে দেশ থেকে এসেছো, যেখানকার মানুষ দ্বীনকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করে ফেলেছে? আবূ হানীফা (র.) বললেন, হ্যাঁ। আতা জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোন দলের? তখন আবূ হানীফা (র.) তাঁর দলের আকীদা বিশ্বাসকে তুলে ধরলেন। যা ছিল আহলে সুন্নাত ওয়ালজামাতের সঠিক সংজ্ঞা। তখন আতা (র.) তাঁকে মজলিসে বসার অনুমতি দিলেন এবং অনেক কাছে টেনে নিলেন। তার এ সঠিক পথ অবলম্বন এবং বিপথগামীদের নিরলস মোকাবিলা করে যাওয়ার কারণে বিদআতপন্থিরা সব সময় তাঁকে বাঁকা চোখে দেখেছে, আর হকপন্থিরা তাঁকে মহব্বত করেছেন। সে বাস্তব উপলব্ধিটিই আব্দুল আযীয ইবনে আবী রাওয়াদ (র.) ব্যক্ত করেছেন।

সাঈদ ইবনে আবী আরূবা (র.)

সাঈদ ইবনে আবী আরূবা মেহরান আলয়াশকুরী (র.) আবূ হানীফার জমানার একজন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস। তিনি ১৫৬ হিজরিতে ইন্তেকাল করেছে। কাতাদাহ (র.) এর শাগরেদগণের মধ্যে ইনি সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (র.) তাঁকে ثِقَةٌ حافظ له تصانيف বলে প্রশংসা করেছেন। হাদীসের প্রসিদ্ধ ছয় কিতাবসহ প্রায় সকল কিতাবেই তাঁর বর্ণনা

রয়েছে। এ স্বীকৃত মুহাদ্দিস ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর ইলমি যোগ্যতা সম্পর্কে অত্যন্ত মূল্যবান মন্তব্য করেছেন। ইবনে কা'স (র.) বর্ণরা করেন–

عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ : اَتَيْنَا سَعِيْدَ بْنَ اَبِيْ عَرُوْبَةَ فَقَالَ : قَدْ اَخْبَرْتُ بِاَمْرِ اَبِيْ حَنِيْفَةَ وَكَثْرَةِ عِلْمِهٖ وَفَوَائِدِهٖ، وَغَزَارَةِ مَا لَدَيْهِ، فَلَوْ اَصَبْتُمْ مِنْهُ.

"সুফয়ান ইবনে উয়াইনা বলেন, আমরা সাঈদ ইবনে আবী আরূবা (র.)-এর কাছে এলাম। তখন তিনি বললেন, আমি আবূ হানীফা (র.) সম্পর্কে জানতে পেরেছি। তাঁর ইলমের আধিক্য, উপকারী বিষয়াবলি এবং তার ইলমের সম্ভার সম্পর্কে জানতে পেরেছি। তোমরা যদি তাঁর কাছ থেকে কিছু নিতে পারতে!" –(প্রাগুক্ত ২০৩)

অন্য এক প্রসঙ্গে সাঈদ ইবনে আবী আরূবা (র.) আবূ হানীফা (র.) সম্পর্কে আরো বিশদভাবে মন্তব্য করেছেন। সুফয়ান ইবনে উয়াইনা (র.) বর্ণনা করেন–

اَتَيْتُ سَعِيْدَ بْنَ اَبِيْ عَرُوْبَةَ فَقَالَ : يَا أَبَا مُحَمَّدٍ! مَا رَأَيْتُ مِثْلَ هٰذَا الْعِلْمِ الَّذِيْ يَأْتِيْنَا مِنْ بِلَادِكَ مِنْ اَبِيْ حَنِيْفَةَ، لَوَدَدْتُ اَنَّ اللهَ تَعَالٰى اَخْرَجَ الْعِلْمَ الَّذِيْ مَعَهُ اِلٰى قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ، فَلَقَدْ فَتَحَ اللهُ لِهٰذَا الرَّجُلِ مِنَ الْفِقْهِ شَيْئًا كَأَنَّهُ خُلِقَ لَهُ.

"আমি সাঈদ ইবনে আবী আরূবা (র.)-এর কাছে এলাম। তিনি আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আবূ মুহাম্মদ! তোমাদের এলাকা থেকে আবূ হানীফার যে ইলম আমাদের কাছে আসে তার কোনো তুলনা আমি দেখিনি। আমার আশা আল্লাহ তা'আলা তাঁর ইলমগুলোকে যদি মুসলমানদের অন্তরে ঢুকিয়ে দিতেন। আল্লাহ তা'আলা ফিকহের ময়দান তাঁর জন্য এমনভাবে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, যেন এজন্যই তাঁকে সৃষ্টি করা হয়েছে।" –(উকূদুল জুমান পৃ. ২০৪)

একজন মহান ব্যক্তি অপর মহান ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে এভাবে অকপটে স্বীকার করে গেছেন। সবকিছুর মাঝে এ বিষয়টিও আমাদের শেখার মতো। কারো যোগ্যতার স্বীকৃতি আমরা সহজে দিতে পারি না।

যুহায়ের ইবনে মুয়াবিয়া (র.)

যুহায়ের ইবনে মুয়াবিয়া ইবনে খুদাইজ (র.) (মৃ. ১৭২ হি.) ইমাম আবূ হানীফা (র.) সম্পর্কে অনেক উচু ধারণা পোষণ করতেন। ইবনে কা'স বর্ণনা করেন–

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ اَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْيَشْكُرِيِّ قَالَ : دَخَلْتُ عَلٰى زُهَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ : مِنْ اَيْنَ اَقْبَلْتَ؟ قُلْتُ : مِنْ عِنْدِ اَبِيْ حَنِيْفَةَ، فَقَالَ : سُبْحَانَ اللهِ ! لَمُجَالَسَتُكَ اِيَّاهُ يَوْمًا وَاحِدًا اَنْفَعُ لَكَ مِنْ مُجَالَسَتِيْ شَهْرًا.

"আব্দুল্লাহ ইবনে আবি আব্দির রহমান আলইয়াশকূরী (র.) বলেন, আমি যুহায়ের ইবনে মুয়াবিয়ার দরবারে প্রবেশ করলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কোন দিক থেকে এলে? আমি বললাম, আবূ হানীফার কাছ থেকে। তখন তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহ! তাঁর সঙ্গে তোমার একদিনের সংশ্রব আমার সঙ্গে একমাসের সংশ্রবের চেয়ে উত্তম।" –(উকূদুল জুমান পৃ. ২০৪)

যুহায়ের ইবনে মুয়াবিয়া সম্পর্কে ইবনে হাজার আসকালানী (র.) ثقة ثبت শব্দ দু'টি ব্যবহার করেছেন যা তাদীলের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চমানের শব্দ। ইনি ছিলেন হাদীসের স্বীকৃত ইমাম। তিনি অকপটে আবূ হানীফা (র.)-এর শ্রেষ্ঠত্বকে নিজের শাগরেদের সামনে প্রকাশ করে গেছেন।

আবূ হামযা আসসুককারী (র.)

মুহাম্মাদ ইবনে মায়মূন আবূ হামযা আস-সুক্কারী (র.) (মৃ. ১৬৭ হি.) ইমাম আবূ হানীফা (র.) সম্পর্কে অত্যন্ত মূল্যবান মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন–

لَمْ يَكُنْ فِيْ زَمَنِ اَبِيْ حَنِيْفَةَ اَعْلَمُ وَلَا اَوْرَعُ وَلَا اَزْهَدُ وَلَا اَعْرَفُ وَلَا اَفْقَهُ مِنْهُ، وَتَاللهِ! مَا سَرَّنِيْ بِسَمَاعِيْ عَنْهُ مِائَةُ اَلْفِ دِيْنَارٍ

"আবূ হানীফা (র.)-এর জমানায় তাঁর চেয়ে বড় আলেম, বড় মুত্তাকী, দুনিয়াত্যাগী, অধিক জ্ঞানী ও বড় ফকীহ্ আর কেউ ছিল না। আল্লাহর কসম! তাঁর কাছ থেকে হাদীস শুনার বিনিময়ে এক লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা গ্রহণ করেও আমি সন্তুষ্ট নই।" –(উকূদুল জুমান পৃ. ২০৪)

উল্লেখ্য আবূ হামযা আসসুককারী (র.) ثقة فاضل পর্যায়ের একজন মুহাদ্দিস। হাদীসের প্রসিদ্ধ ছয় কিতাবসহ প্রায় সকল কিতাবেই তাঁর বর্ণনা রয়েছে।

আবূ মুয়াবিয়া আযযারীর (র.)

মুহাম্মাদ ইবনে খাযেম আবূ মুয়াবিয়া আযযারীর (র.) (মৃ. ১৯৫ হি.) হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দীর একজন প্রখ্যাত মুহাদ্দিস। ছোট বয়সেই তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। ৮২ বছর হায়াত পেয়েছেন। একজন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী এবং ইমাম আ'মাশের শাগরেদদের মধ্য থেকে তাঁকে সবচাইতে শ্রেষ্ঠ হাফেযে হাদীস মনে করা হয়। তিনি আবূ হানীফাকে যেভাবে মূল্যায়ন করেছেন তা এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে। ইবনে কা'স বর্ণনা করেন–

عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ اَبِيْ مُعَاوِيَةَ الضَّرِيْرِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ : مِنْ تَمَامِ السُّنَّةِ حُبُّ اَبِيْ حَنِيْفَةَ. (عُقُوْدُ الْجُمَانِ ص : ٢٠٤)

"ইবরাহীম ইবনে আবী মুয়াবিয়া আযযারীর (র.) তাঁর পিতা আবূ মুয়াবিয়া আযযারীর থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, সুন্নাতের পূর্ণতা হচ্ছে আবূ হানীফা (র.)-কে মহব্বত করা।" –(উকূদুল জুমান পৃ. ২০৪)

অনুরূপ কথা বলেছেন আব্দুল আযীয ইবনে আবী রাওয়াদ (র.) যা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ নাজাতপ্রাপ্ত দলের একটি প্রতীক হিসেবে আবূ হানীফা (র.) নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। যার ফলে অবস্থা এতদূর পর্যন্ত পৌঁছেছে যে, তাঁর প্রতি ভালোবাসা রাখা না রাখা সত্যের মাপকাঠিতে পরিণত হয়েছে। আবূ মুয়াবিয়া আযযারীর (র.) আরো বলেন–

كَانَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ يَصِفُ الْعَدْلَ وَيَقُوْلُ بِهٖ : وَبَيَّنَ لِلنَّاسِ سُبُلَ الْعِلْمِ وَطُرُقَهٗ، وَشَرَحَ لَهُمْ مَعَانِيْهِ، وَاَوْضَحَ لَهُمْ مُشْكِلَاتِهٗ، فَمَنْ بَلَغَ فِى الْعِلْمِ مَبْلَغَهٗ اَوْ مَنْ يَهْتَدِىْ بِهٖ مِثْلَ مَا اهْتَدٰى عَظِمَتْ مِنَّةُ اللهِ عَلَيْهِ وَمِنَّتُهٗ عَلَيْنَا.

"আবূ হানীফা (র.) ইনসাফের পরিচয় দিতেন এবং ইনসাফের সাথে চলতেন। মানুষের জন্য ইলমের পথ-পদ্ধতি বাতলে দিয়েছেন। তার ভাবার্থ তাদেরকে ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। কঠিন বিষয়গুলো স্পষ্ট করে দিয়েছেন। ইলমের ময়দানে কেউ যদি তাঁর পর্যায়ে পৌঁছে যায়, অথবা তিনি যেভাবে হেদায়েতপ্রাপ্ত হয়েছেন সেভাবে হেদায়েতপ্রাপ্ত হয়ে যায়, তাহলে এটা তার উপর আল্লাহ পাকের এক বড় অনুগ্রহ এবং সেটা আমাদের উপরও তার অনেক বড় অনুগ্রহ।" –(উকূদুল জুমান পৃ. ২০৪-২০৫)

আসাদ ইবনে হাকীম (র.)

ইবনে কা'স বর্ণনা করেন, আসাদ ইবনে হাকীম (র.) বলেছেন–

لَا يَقَعُ فِىْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ اِلَّا جَاهِلٌ اَوْ مُبْتَدِعٌ.

"একমাত্র অজ্ঞ ব্যক্তি ও বিদআতপন্থিরা ব্যতীত অন্য কেউ আবূ হানীফা (র.)-এর সমালোচনা করে না।" –(প্রাগুক্ত ২০৫)

অনুরূপ কথা ইতিপূর্বে অন্যান্য ইমামগণ থেকেও বর্ণনা করা হয়েছে।

ইউসুফ ইবনে খালেদ আসসামতী (র.)

ইউসুফ ইবনে খালেদ ইবনে উমায়ের আসসামতী (র.) (মৃ. ১৮৯ হি.) ইমাম আবূ হানীফা (র.) সম্পর্কে বলেন–

كُنَّا نُجَالِسُ عُثْمَانَ الْبَتِّيَّ بِالْبَصْرَةِ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْكُوْفَةَ جَالَسْنَا اَبَا حَنِيْفَةَ، فَاَيْنَ الْبَحْرُ مِنَ السَّوَاقِىْ! فَلَا يَقُوْلُ اَحَدٌ يَذْكُرُهٗ اَنَّهٗ رَأى مِثْلَهٗ، مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْعِلْمِ كُلْفَةٌ، وَكَانَ مَحْسُوْدًا.

"আমরা বসরায় উসমান আলবাত্তীর দরবারে যাওয়া-আসা করতাম। এরপর যখন কূফায় আসলাম তখন আবূ হানীফা (র.)-এর সঙ্গে উঠাবসা করলাম। তখন দেখলাম কোথায় সমুদ্র আর কোথায় পানির নালা। তাঁর সম্পর্কে যারা আলোচনা করে, তাদের কেউ বলতে পারবে না যে, সে তাঁর মতো কাউকে দেখেছে। ইলমি বিষয়ে তাঁর কাছে কোনো জটিলতা ছিল না। কিন্তু তিনি ছিলেন হিংসার পাত্র।" -(প্রাগুক্ত পৃ. ২০৬)

শরীক আলকাযী (র.)

শরীক ইবনে আব্দুল্লাহ আননাখায়ী (র.) (মৃ. ১৭৭ হি.) ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর বহুমুখী অনেকগুলো যোগ্যতার উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন-

كَانَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ طَوِيْلَ الصَّمْتِ، كَثِيْرَ التَّفَكُّرِ، دَقِيْقَ النَّظَرِ فِي الْفِقْهِ، لَطِيْفَ الْاِسْتِخْرَاجِ فِي الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ وَالْبَحْثِ، وَكَانَ يَصْبِرُ عَلٰى مَنْ يُعَلِّمُهُ، وَاِنْ كَانَ الطَّالِبُ فَقِيْرًا اَغْنَاهُ وَاَجْرٰى عَلَيْهِ وَعِيَالَهُ حَتّٰى يَتَعَلَّمَ، فَاِذَا تَعَلَّمَ قَالَ لَهُ : قَدْ وَصَلْتَ اِلَى الْغِنَى الْاَكْبَرِ بِمَعْرِفَةِ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ! وَكَانَ كَثِيْرَ الْعَقْلِ، قَلِيْلَ الْمُجَادَلَةِ لِلنَّاسِ، قَلِيْلَ الْمُحَادَثَةِ لَهُمْ.

"আবূ হানীফা দীর্ঘ সময় চুপ থাকতেন। অনেক ফিকর করতেন। ফিকহী বিষয়ে অত্যন্ত সূক্ষ্ম দৃষ্টি রাখতেন। ইলম, আমল ও গবেষণার ক্ষেত্রে সবকিছু তীক্ষ্ণভাবে উদ্ভাবন করতে পারতেন। ছাত্রদের অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে শিখাতেন। তালেবে ইলম গরিব হলে তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। তার ও তার পরিবারের খরচ চালাতেন। তার শেখা শেষ হওয়া পর্যন্ত তা করতেন। যখন শেখা শেষ হতো তখন তাকে বলতেন, তুমি হালাল-হারাম চিনার মাধ্যমে সবচেয়ে বড় সম্পদের অধিকারী হয়েছ। আবূ হানীফা (র.) ছিলেন অনেক বুদ্ধির অধিকারী। মানুষের সাথে ঝগড়া-বিবাদ কম করতেন, মানুষের সাথে কথা-বার্তাও কম বলতেন।" -(উকূদুল জুমান পৃ. ২০৬)

উল্লেখ্য, শরীক ইবনে আবদুল্লাহ (র.) ছিলেন কূফার তৎকালীন বিচারপতি। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) তাকে নিম্নোক্ত শব্দে গুণান্বিত করেছেন- وَكَانَ عَادِلًا فَاضِلًا عَابِدًا شَدِيْدًا عَلٰى اَهْلِ الْبِدَعِ.

"তিনি ছিলেন ন্যায়পরায়ণ ইবাদতগুজার মহান ব্যক্তি তিনি বিদআতপন্থিদের বিরুদ্ধে ছিলেন কঠোর।" -(তাকরীবুত তাহযীব পৃ. ২৬৫)

খালাফ ইবনে আইয়ূব (র.)

খালাফ ইবনে আইয়ূব আলআমেরী আবূ সাঈদ আলবলখী (র.) (মৃ. ২০৬ হি.) ইমাম আবূ হানীফা (র.) সম্পর্কে এমন বস্তুনিষ্ঠ মন্তব্য করেছেন, যা সোনালী হরফে লিখে রাখার মতো। খতীব বাগদাদী (র.) বর্ণনা করেন-

عَنْ خَلَفِ بْنِ اَيُّوْبَ قَالَ : صَارَ الْعِلْمُ مِنَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى اِلٰى مُحَمَّدٍ ﷺ، ثُمَّ مِنْهُ اِلٰى اَصْحَابِهِ، ثُمَّ صَارَ اِلَى التَّابِعِيْنَ، ثُمَّ صَارَ اِلٰى اَبِيْ حَنِيْفَةَ وَاَصْحَابِهِ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيَرْضَ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَسْخَطْ، (تَارِيْخُ بَغْدَادَ)

"খালাফ ইবনে আইয়ূব (র.) বলেন, ইলম আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা থেকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পৌঁছেছে। এরপর তা তাঁর সাহাবায়ে কেরামের কাছে পৌঁছেছে। সহাবায়ে কেরাম থেকে এ ইলম তাবেয়ীগণের কাছে পৌঁছেছে। এরপর তাবেয়ীগণের থেকে এ ইলম পৌঁছেছে আবূ হানীফা (র.) ও তাঁর শাগরেদগণের কাছে। এখন চাই কেউ এর উপর সন্তুষ্ট হোক বা অসন্তুষ্ট হোক।"-(তারীখে বাগদাদ ১৩/৩৩৬ বরাতে, উকূদুল জুমান পৃ. ২০৬)

উল্লেখ্য, এ খালাফ ইবনে আইয়ূব (র.)-কে ইমাম যাহাবী (র.) তাঁর সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'সিয়ারু আলামিন নুবালা'য় নিম্নোক্ত শব্দাবলি দ্বারা পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বলেন-

خَلَفُ بْنُ اَيُّوْبَ الْاِمَامُ الْمُحَدِّثُ الْفَقِيْهُ، مُفْتِي الْمَشْرِقِ اَبُوْ سَعِيْدٍ اَلْعَامِرِيُّ الْبَلْخِيُّ ... الخ (سِيَرُ اَعْلَامِ النُّبَلَاءِ ٩/ ٥٤١-٥٤٢)

"খালাফ ইবনে আইয়ূব ইমাম মুহাদ্দিস ও ফকীহ, প্রাচ্যের মুফতি, আবূ সাঈদ আলআমেরী আলবলখী।"

(সিয়ারু আলামিন নুবালা ৯/৫৪১-৫৪২ বরাতে, উকূদুল জুমান পৃ. ৩৬)

এ দাবির পিছনে যৌক্তিক কারণ হচ্ছে, আবূ হানীফা (র.) ও আসহাবে আবূ হানীফার ব্যাপক ভিত্তিক ইলমি খেদমত, যা শত সহস্র বছর যাবত মুসলানদের পথ প্রদর্শনের কাজ করে যাচ্ছে। খালাফ ইবনে আইয়ূবের মতো অনুরূপ দাবি করেছেন ইবনে হাযম (র.) ইবনে নসর আলমারওয়াযী (র.) সম্পর্কে। এমনিভাবে ইমাম যাহাবী (র.) ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) সম্পর্কে দাবি করেছিলেন। অতএব, ইলমি খেদমতের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে আবূ হানীফা (র.)-এর ব্যাপারে এ দাবি অস্বাভাবিক কোনো বিষয় নয়।

আবূ খুযাইমা (র.)

আবূ খুযাইমা আমর ইবনে খুযাইমা আল মুযানী (র.) হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দীর একজন মুহাদ্দিস। আবূ মুহাম্মাদ আলহারেসী (র.) বর্ণনা করেন-

عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : سَمِعْتُ اَبَا خُزَيْمَةَ وَذُكِرَ عِنْدَهُ اَبُوْ حَنِيْفَةَ، فَقَالَ : ذَكَرْتُمْ رَجُلًا خَيِّرًا فَاضِلًا.

"ওমর ইবনে মুহাম্মাদ (র.) বলেন, আবূ খুযাইমা (র.)-এর সামনে আবূ হানীফা (র.)-এর আলোচনা আসলে পরে আমি তাকে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন, তোমরা একজন উত্তম ও মহান ব্যক্তির কথা আলোচনা করলে।"

–(উকূদুল জুমান পৃ. ২০৬)

মুগীরা (র.)

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর সমসাময়িক মুহাদ্দিস ইমাম হাম্মাদ ইবনে আবী সুলায়মানের শাগরেদ মুগীরা (র.) (মৃ. ... হি.) তাঁর শাগরেদদেরকে আবূ হানীফা (র.) থেকে ইলম আহরণের জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন। আবূ মুহাম্মাদ আলহারেসী (র.) বর্ণনা করেন–

عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ : كَانَ الْمُغِيْرَةُ يَلُوْمُنِيْ اِذَا لَمْ اَحْضُرْ مَجْلِسَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ، وَيَقُوْلُ لِيْ : اَلْزِمْهُ وَلَا تَغِبْ عَنْ مَجْلِسِهِ، فَاِنَّا كُنَّا نَجْتَمِعُ عِنْدَ حَمَّادٍ فَلَمْ يَكُنْ يَفْتَحُ لَنَا مِنَ الْعِلْمِ مَا كَانَ يَفْتَحُ لَهُ.

"জারীর (র.) বলেন, আমি আবূ হানীফা (র.)-এর মজলিসে হাজির না হলে মুগীরা (র.) আমাকে বকাঝকা করতেন। তিনি আমাকে বলতেন, তাঁর মজলিসকে নিয়মিত ধরে রাখ এবং কখনো অনুপস্থিত থেকো না। কেননা আমরা হাম্মাদ (র.)-এর মজলিসে একত্র হতাম। তখন হাম্মাদ আবূ হানীফার জন্য ইলমি দরজা যতটা উন্মুক্ত করে দিতেন, আমাদের জন্য ততটা করতেন না।" –(উকূদুল জুমান পৃ. ২০৭)

রাকাবা ইবনে মাসকালা (র.)

রাকাবা ইবনে মাসকালা আবূ আব্দিল্লাহ আলআবদী (র.) (মৃ. ২২৯ হি.) হিজরি তৃতীয় শতাব্দীর শুরুভাগের এক প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমসহ হাদীসের অন্যান্য কিতাবে তাঁর বর্ণনা রয়েছে। ইবনে হাজার আসকালানী (র.) তাঁকে ثِقَةٌ مَأْمُوْنٌ বলে ভূষিত করেছেন। আবূ হানীফা (র.)-এর ইলম সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করে বলেন–

خَاضَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ فِي الْعِلْمِ خَوْضًا لَمْ يَسْبِقْهُ اِلَيْهِ اَحَدٌ فَاَدْرَكَ مَا اَرَادَ.

"আবূ হানীফা (র.) ইলমের সমুদ্রে এমনভাবে ডুবেছেন যেভাবে তাঁর আগে কেউ পারেনি। ফলে তিনি যা চেয়েছেন তা পেয়েছেন।" –(প্রাগুক্ত পৃ. ২০৭)

আবূ শায়বা (র.)

আবূ বকর ইবনে আবী শায়বা (র.)-এর পিতা মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে উসমান আলআবসী আবূ শায়াবা (র.) (মৃ. ১৮২ হি.) ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর ইলমি জীবনের একটি বাস্তব চিত্র খুব সংক্ষেপে সুন্দর করে তুলে ধরেছেন। আবূ মুহাম্মাদ আলহারেসী (র.) বর্ণনা করেন–

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ : سَمِعْتُ اَبِيْ يَقُوْلُ : جَلَسَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ هٰهُنَا فِي الْمَسْجِدِ فَتَكَلَّمَ بِمَا تَكَلَّمَ بِهِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : دَعُوْهُ فَمَا نَرٰى اَنَّ كَلَامَهُ يُجَاوِزُ الْجِسْرَ، قَالَ اَبِيْ : فَمَا أَتَتْ عَلَيْهِ الْاَيَّامُ وَاللَّيَالِيْ اِلَّا قَلِيْلًا حَتّٰى ضُرِبَ اِلَيْهِ مِنَ الْاٰفَاقِ.

উসমান ইবনে আবী শায়বা (র.) বলেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন, আবূ হানীফা (র.) মসজিদের এ জায়গাটায় বসেছেন, সেখানে যা বলার কিছু কথাবার্তা বলেছেন। তখন কেউ কেউ বলেছে, রাখ ওর কথা! আমরা মনে করি না যে তার কথা সেতু অতিক্রম করে যাবে। আমার আব্বা বলেন, এরপর বেশিদিন পার হয়নি এরই মধ্যে পৃথিবীর প্রান্ত প্রান্ত থেকে সফর করে মানুষ তাঁর কাছে এসেছে।"–(উকূদুল জুমান পৃ. ২০৭-২০৮)

উল্লেখ্য আবূ শায়বা (র.) ও তাঁর ছেলে উসমান ইবনে আবী শায়বা (র.), যিনি এ উদ্ধৃতির বর্ণনাকারী– তাঁরা দু'জনই প্রসিদ্ধ ও স্বীকৃত মুহাদ্দিস ছিলেন। উসমান ইবনে আবী শায়বা (র.)-কে ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (র.) নিম্নোক্ত শব্দাবলিতে ভূষিত করেছেন : ثقة حافظ شهير 'নির্ভরযোগ্য, প্রখ্যাত হাফেযে হাদীস'। এমনিভাবে আবূ শায়বা (র.)-কেও ثقة 'নির্ভরযোগ্য' বলেছেন। আর আবূ হানীফা (র.)-এর প্রতিভার আলো খুব দ্রুতই ছড়িয়ে পড়েছিল। যার ফলে তাঁর দরসদান শুরু করার অল্প কিছু দিনের মধ্যেই ইলমপ্রেমীরা তাঁর দরবারে দিগ-দিগন্ত থেকে এসে ভিড় জমাতে শুরু করেছে।

সাঈদ ইবনে আব্দিল আযীয (র.)

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর সমসাময়িক মুহাদ্দিস সাঈদ ইবনে আব্দিল আযীয আত-তানূখী আদদিমাশকী (র.) (মৃ. ১৬৭ হি.) আবূ হানীফা (র.)-এর ইলমের বহুমুখিতা তুলে ধরেছেন। ইনি সিরিয়া এলাকায় একজন স্বীকৃত হাদীসের ইমাম ছিলেন। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র.) বলেছেন, "ইনি আওযায়ী (র.)-এর সমকক্ষ একজন মুহাদ্দিস। আর আবূ মুসহির (র.) তাঁকে আওযায়ী (র.)-এর চেয়েও অগ্রগণ্য বলেছেন। ইবনে হাজার (র.) তাঁকে ثقة امام বলে ভূষিত করেছেন।" –(তাকরীবুত তাহযীব পৃ. ২৩৮)

কাযী আব্দুল্লাহ সাইমারী (র.) বর্ণনা করেন–

عَنِ الْإِمَامِ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ إِمَامِ أَهْلِ الشَّامِ قَالَ : أَمَّا إِنِّيْ كُنْتُ مَعَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ بِمَكَّةَ فَرَأَيْتُهُ يَضَعُ لِسَانَهُ حَيْثُ شَاءَ، يَغُوْصُ فِيْ غَوَامِضِ الْعِلْمِ فَيَسْتَخْرِجُ مِنْهُ مَا يُرِيْدُ، وَرَأَيْتُ هٰذَا الْبَابَ سَهْلًا عَلَيْهِ.

"সিরিয়াবাসীদের ইমাম সাঈদ ইবনে আব্দুল আযীয (র.) বলেন, আমি মক্কায় আবূ হানীফা (র.)-এর সাথে ছিলাম। দেখলাম, তিনি যে বিষয়ে ইচ্ছা সে বিষয়েই কথা বলেন। ইলমের সূক্ষ্ম ও জটিল বিষয়গুলো নিয়ে ঘাটাঘাটি করেন এবং যা চান তা উদ্ধার করে নিয়ে আসেন। আমি দেখলাম এ বিষয়টা তাঁর জন্য খুব সহজ।"–(উকূদুল জুমান পৃ. ২০৮)

এ ধরনের আরো বহু প্রশংসাবাণী ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও তাঁর ইলম সম্পর্কে রয়েছে। আল্লামা সালেহী (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর ইলমের বিশাল ফিরিস্তি তুলে ধরার পর শেষে গিয়ে বলেছেন-

وَالْآثَارُ فِي النَّقْلِ عَنِ الْأَئِمَّةِ غَيْرُ مَا ذُكِرَ كَثِيْرَةٌ، وَفِيْمَا ذُكِرَ كِفَايَةٌ وَمُقْنِعٌ لِمَنْ أَنْصَفَ وَعَرَفَ الْحَقَّ، وَسَيَأْتِيْ فِي الْأَبْوَابِ الْآتِيَةِ مِنْ ذٰلِكَ شَيْءٌ كَثِيْرٌ.

"ইমামগণ থেকে বর্ণিত উদ্ধৃতিসমূহ থেকে যা উল্লেখ করা হয়েছে, এর বাইরে আরো বহু উদ্ধৃতি রয়ে গেছে। যতটুকু উল্লেখ করা হয়েছে এতটুকুই যথেষ্ট। যারা ইনসাফ পছন্দ করেন এবং সত্যকে বুঝতে পারেন তাদের জন্য এতটুকুই পরিতৃপ্তিদায়ক হবে। আর পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে আরো অনেক কিছুর উল্লেখ আসবে।" –(প্রাগুক্ত পৃ. ২০৯)

শাকীক আলবলখী (র.)

মুয়াফফাক মক্কী (র.) বর্ণনা করেন-

عَنْ هَدِيَّةَ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ : قَدِمَ عَلَيْنَا شَقِيْقُ الْبَلْخِيُّ بِمَرْوَ، وَكُنَّا نَحْضُرُ مَجْلِسَهُ، وَكَانَ يُكْثِرُ ذِكْرَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ وَيُطْرِيْهِ، فَقُلْنَا لَهُ : إِلٰى كَمْ تطرى أَبَا حَنِيْفَةَ؟ كَلِّمْنَا بِمَا نَنْتَفِعُ بِهِ، قَالَ شَقِيْقٌ : هَيْهَاتَ! وَلَا تَرَوْنَ ذِكْرَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ وَذِكْرَ مَنَاقِبِهِ مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ؟! وَلَوْ رَأَيْتُمُوْهُ وَجَالَسْتُمُوْهُ لَمْ تَقُوْلُوْا هٰكَذَا. (مَنَاقِبُ أَبِيْ حَنِيْفَةَ لِلْمُوفق المكى)

"হাদিয়্যা ইবনে আব্দিল ওয়াহহাব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, শাকীক বলখী (র.) আমাদের এখানে 'মারব' এলাকায় এলেন। আমরা তাঁর মজলিসে উপস্থিত হতাম। তিনি আবূ হানীফা (র.) খুব বেশি আলোচনা করতেন এবং তাঁর খুব

বেশি প্রশংসা করতেন। আমরা একদিন তাকে বললাম, আপনি আবূ হানীফা (র.)-এর প্রশংসা আর কত করবেন? আমাদেরকে এমন কিছু বলুন যা দ্বারা আমরা উপকৃত হতে পারি। শাকীক বললেন, হায় হায়! তোমরা কি আবূ হানীফা (র.) ও তাঁর গুণাগুণের আলোচনাকে সর্বোত্তম ইবাদত মনে করছো না?! যদি তাঁকে দেখতে এবং তাঁর সাথে উঠাবসা করতে তাহলে তো এমন কথা বলতে না।"–(মানাকিবু আবী হানীফা : মুয়াফফাক মক্কী বরাতে, আবূ হানীফা আননো'মান, ওয়াহবী সুলায়মান গাউজী পৃ. ১১৩)

শাকীক বলখী (র.) তাঁর এ বক্তব্যে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর জীবনী আলোচনাকে উত্তম ইবাদত বলেছেন। এ বিষয়টি কারো কাছে একটু খটকা লাগতে পারে। আসলে বিষয়টিকে একটু সহজে চিন্তা করলেই হয়। আর তা হচ্ছে, তালেবে ইলমদের ইলম শিক্ষার পাশাপাশি সে ইলমকে ইলমে নাফে তথা উপকারী ইলমে রূপান্তরিত করার জন্য আরো অনেক উপকরণের প্রয়োজন হয়। তন্মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে সলফে সালেহীনের জীবনী অধ্যয়ন।

ইমাম মালেক (র.) ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র.)-সহ আরো অনেকের জীবনীতে পাওয়া যায়, তাঁরা কোনো কোনো শায়খের দরবারে যেতেন শুধুমাত্র তাঁদের আচার আচরণ দেখার জন্য। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর জীবনও ছিল তালেবে ইলমদের জন্য একটি আদর্শ জীবন। তাই তাঁর জীবনী আলোচনাকে ছাত্রদের জন্য একটি ইবাদতের সঙ্গে তুলনা করা অস্বাভাবিক কোনো বিষয় নয়। আদব আখলাকের জন্য তা অত্যাবশ্যকীয়। সে কারণেই তিনি একথা বলেছেন।

ফুযায়েল ইবনে ইয়ায (র.)

ফুযায়েল ইবনে ইয়ায ইবনে মাসউদ আত-তামীমী (র.) (মৃ. ১৮৭ হি.) হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দীর একজন স্বীকৃত মুহাদ্দিস। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমসহ হাদীসের প্রায় সকল কিতাবে তার বর্ণনা রয়েছে। ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (র.) তাঁকে اَلزَّاهِدُ الْمَشْهُوْرُ ثِقَةٌ عَابِدٌ اِمَامٌ বলে ভূষিত করেছেন। মুয়াফফাক মক্কী (র.) তাঁর তত্ত্বপূর্ণ একটি বক্তব্য বর্ণনা করেছেন। সেটি এখানে উদ্ধৃত করা হচ্ছে–

عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْاَشْعَثِ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ الْفُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ فَجَاءَهٗ رَجُلٌ فَقَالَ : اِنَّ ابْنَ الْمُبَارَكِ قَدِمَ حَاجًّا : فَقَالَ : اَمَا اِنِّيْ لَاَرْجُوْ لِاَهْلِ الْمَوْقِفِ بِهٖ، فَقَالَ الرَّجُلُ : اِنَّهٗ يَخْتَلِفُ اِلٰى اَبِيْ حَنِيْفَةَ، فَقَالَ فُضَيْلٌ : لَوْ لَمْ يَعْلَمْ اَنَّ اَبَا حَنِيْفَةَ اَفْضَلُ مِنْهُ لَمْ يَخْتَلِفْ اِلَيْهِ، وَقَدْ اِخْتَرْتُ لِنَفْسِيْ مَا اخْتَارَ عَبْدُ اللهِ.

فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : إِنَّهُ بَلَغَنِيْ أَنَّكَ تَقَعُ فِيْ أَبِيْ حَنِيْفَةَ، فَقَالَ الْفُضَيْلُ : كَانَ سُفْيَانُ يَقَعُ فِيْهِ، فَلَمَّا جَالَسَهُ نَدِمَ وَاسْتَغْفَرَ اللهَ، لَمْ يَزَلِ الْعُلَمَاءُ فِيْمَا بَيْنَهُمْ هٰكَذَا وَلٰكِنَّ لَمْ يُعْلِنُوْا. (مَنَاقِبُ الْمُوَفَّق ٢/ ١٢، نَقَلَهُ وَهْبِيْ سُلَيْمَان غَاوِجِي فِي كتاب ابو حنيفة النعمان ص : ١١٥-١١٦)

"ইবরাহীম ইবনুল আশআস (র.) বলেন, আমি ফুযায়েল ইবনে ইয়াযের কাছে ছিলাম। ইতিমধ্যে এক লোক এসে বলল, ইবনে মুবারক হজ্জ করতে এসেছেন। তিনি বললেন, আমি মাওকেফে অবস্থানকারীদের জন্য তাঁর আশা করছি। লোকটি বলল, তিনি আবূ হানীফা (র.)-এর কাছে আসা-যাওয়া করেন। ফুযায়েল বললেন, তিনি যদি আবূ হানীফাকে তাঁর চেয়ে বড়– উত্তম মনে না করতেন তাহলে তাঁর কাছে যেতেন না। অতএব, আমি আমার জন্য তাই গ্রহণ করছি যা আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক গ্রহণ করেছেন। একথা শুনে লোকটি বলল, আমি তো জেনেছি আপনি আবূ হানীফার সমালোচনা করেন। ফুযায়েল বললেন, সুফয়ানও তাঁর সমালোচনা করতেন। এরপর যখন তাঁর সঙ্গে উঠাবসা করলেন তখন লজ্জিত হয়েছেন এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়েছেন। এভাবে ওলামায়ে কেরামের মাঝে এ বিষয়টি সবসময়ই ছিল। কিন্তু তাঁরা তা প্রকাশ করেননি।"

–(মানাকেবে মুয়াফফাক ২/১২ বরাতে, আবূ হানীফা আননো'মান পৃ. ১১৫)

আব্দুল্লাহ ইবনে মুয়ায (র.)

আব্দুল্লাহ ইবনে মুয়ায ইবনে নাশীত আসসানআনী (র.) (মৃ.-১৯০ হিজরির আগে) মা'মার ইবনে রাশেদ (র.)-এর বিশিষ্ট শাগরেদ এবং দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস। আবূ হানীফা (র.) সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর নিজের একটি ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন–

أَرَدْتُ الْكُوْفَةَ، فَقُلْتُ لِشُعْبَةَ : اُكْتُبْ لِيْ إِلٰى بَعْضِ إِخْوَانِكَ، فَقَالَ : أَكْتُبُ لِرَجُلٍ وَأَيُّ رَجُلٍ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ، فَأَتَيْتُهُ بِكِتَابِهِ فَعَظَّمَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ كِتَابَ شُعْبَةَ إِلَيْهِ وَكَانَ شُعْبَةُ إِذَا ذَكَرَهُ أَطْنَبَ فِيْ مَدْحِهِ، وَكَانَ يُهْدِيْ إِلَيْهِ فِيْ كُلِّ عَامٍ طُرْفَةً، وَكَانَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ يَعْرِفُ لَهُ ذٰلِكَ.

"আমি কূফায় সফর করতে চাইলাম। তখন শো'বাকে বললাম, আপনি আপনার বন্ধু বান্ধবদের কাছে আমার জন্য একটি চিঠি লিখে দিন। তিনি বললেন, হ্যাঁ এক ব্যক্তির নামে লিখে দেব কত মহান সে ব্যক্তি!! তিনি আবূ হানীফা (র.)-এর নামে চিঠি লিখে দিলেন। আমি সে চিঠি নিয়ে তাঁর কাছে আসলাম। তিনি

শো'বার এ চিঠির খুব কদর করলেন। আর শো'বা যখন আবূ হানীফা সম্পর্কে আলোচনা করতেন তখন তাঁর দীর্ঘ প্রশংসা করতেন। প্রতি বছর তিনি তাঁর জন্য নতুন নতুন হাদিয়া পাঠাতেন, আর আবূ হানীফাও তার যথাযথ বদলা দিতেন।"

–(মানাকিবে মুয়াফফাক বরাত, আবূ হানীফা আন-নো'মান পৃ. ১১২)

এ ধরনের আরো বহু বক্তব্য প্রশংসাবাণী রয়েছে, যেগুলো আইম্মায়ে কেরাম বিভিন্ন প্রসঙ্গে আবূ হানীফা (র.) সম্পর্কে বলেছেন। মানাকিবের কিতাবাদিতে এর কোনো অভাব নেই। একজন মহান ব্যক্তি সম্পর্কে বলার কোনো শেষ হয় না। কিন্তু এ ক্ষুদ্র পরিসরে আর বলা সম্ভব নয়।

সমকালীন ওলামায়ে কেরামের মূল্যায়নের যে চিত্র আমাদের সামনে ফুটে উঠেছে আবূ হানীফা (র.)-এর ব্যাপারে অনুরূপ চিত্র সর্বযুগেই বহাল ছিল। দলমত নির্বিশেষে সর্বস্তরের ওলামায়ে কেরাম আবূ হানীফা (র.)-কে যথাযথ মূল্যায়ন করে গেছেন। এবার আবূ হানীফা (র.)-এর ব্যাপারে পরবর্তী ওলামায়ে কেরামের মনোভাব ও মূল্যায়নের কিছু চিত্র তুলে ধরা যেতে পারে।

পরবর্তী যুগের ইমামগণের দৃষ্টিতে আবূ হানীফা (র.)

পরবর্তী যুগের ওলামায়ে কেরামের মধ্য থেকে যারা হাদীস, ইতিহাস ও রিজাল শাস্ত্র নিয়ে গবেষণা করেছেন, রচনা সংকলন করেছেন তাঁরাও ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর ইলমি যোগ্যতা অকপটে স্বীকার করে গেছেন এবং পরবর্তী প্রজন্মের সামনে তা স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। আইম্মায়ে কেরামের সেসব উক্তি ও মন্তব্যের আংশিক এখানে ধারাবাহিকভাবে উদ্ধৃত করা হচ্ছে–

ইবনুল আসীর (র.)

হিজরি ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীর কিংবদন্তি মুহাদ্দিস মাজদুদ্দীন আবুস সাআদাত আলমুবারক ইবনে মুহাম্মদ আশশায়বানী আলজাযারী ইবনুল আসীর (র.) (মৃ. ৬০৬ হি.)। হাদীসের সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'জামেউল উসূল' তিনি সংকলন করেছেন। এমনিভাবে اَلنِّهَايَةُ فِيْ غَرِيْبِ الْحَدِيْثِ وَالْآثَارِ নামেও তাঁর একটি বিখ্যাত গ্রন্থ রয়েছে। তিনি তাঁর 'জামিউল উসূল' গ্রন্থের শুরুতে ইমাম আবূ হানীফা (র.) সম্পর্কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। তার অংশ বিশেষ এখানে উদ্ধৃত করা হচ্ছে। ইবনুল আসীর (র.) বলেন–

اَلنُّعْمَانُ بْنُ ثَابِتٍ : هُوَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ النُّعْمَانُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ زُوْطٰى بْنِ مَاهْ اَلْاِمَامُ الْفَقِيْهُ الْكُوْفِيُّ مَوْلٰى تَيْمِ اللهِ بْنِ ثَعْلَبَه ... وَلَوْ ذَهَبْنَا اِلٰى شَرْحِ مَنَاقِبِه وَفَضَائِلِه لَأَطَلْنَا الْخُطَبَ، وَلَنْ نَصِلَ اِلَى الْغَرَضِ مِنْهَا، فَاِنَّهٗ كَانَ عَالِمًا وَرِعًا عَامِلًا زَاهِدًا عَابِدًا تَقِيًّا، اِمَامًا فِيْ عُلُوْمِ الشَّرِيْعَةِ مَرْضِيًّا.

وَقَدْ نُسِبَ إِلَيْهِ، وَقِيلَ عَنْهُ مِنَ الْأَقَاوِيلِ الْمُخْتَلِفَةِ الَّتِيْ يَجِلُّ قَدْرُهُ عَنْهَا وَيَتَنَزَّهُ مِنْهَا مِنَ الْقَوْلِ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ، وَالْقَوْلِ بِالْقَدَرِ، وَالْقَوْلِ بِالْإِرْجَاءِ، وَغَيْرِ ذٰلِكَ مِمَّا نُسِبَ إِلَيْهِ، وَلَا حَاجَةَ إِلَى ذِكْرِهَا، وَلَا إِلَى ذِكْرِ قَائِلِيْهَا، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ كَانَ مُنَزَّهًا عَنْهُ.

وَيَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ نَزَاهَتِهِ مِنْهَا مَا نَشَرَ اللّٰهُ تَعَالَى لَهُ مِنَ الذِّكْرِ الْمُنْتَشِرِ فِي الْآفَاقِ. وَالْعِلْمِ الَّذِيْ طَبَّقَ الْأَرْضَ، وَالْأَخْذُ بِمَذْهَبِهِ وَفِقْهِهِ، وَالرُّجُوْعُ إِلَى قَوْلِهِ وَفِعْلِهِ، وَإِنَّ ذٰلِكَ لَوْ لَمْ يَكُنْ لِلّٰهِ فِيْهِ سِرٌّ خَفِيٌّ وَرِضًا إِلٰهِيٌّ وَفَّقَهَا اللّٰهُ لَهُ، لَمَا جَمَعَ شَطْرَ أَهْلِ الْإِسْلَامِ أَوْ مَا يُقَارِبُهُ عَلَى تَقْلِيْدِهِ، وَالْعَمَلِ بِرَأْيِهِ وَمَذْهَبِهِ، حَتّٰى قَدْ عُبِدَ اللّٰهُ وَدِيْنَ بِفِقْهِهِ، وَعُمِلَ بِرَأْيِهِ وَمَذْهَبِهِ وَأُخِذَ بِقَوْلِهِ إِلَى يَوْمِنَا هٰذَا مَا يُقَارِبُ أَرْبَعَ مِائَةٍ وَخَمْسِيْنَ سَنَةً.

وَفِيْ هٰذَا أَدَلُّ دَلِيْلٍ عَلَى صِحَّةِ مَذْهَبِهِ وَعَقِيْدَتِهِ، وَأَنَّ مَا قِيْلَ عَنْهُ هُوَ مُنَزَّهٌ مِنْهُ، وَقَدْ جَمَعَ أَبُوْ جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيُّ، وَهُوَ مِنْ أَكْبَرِ الْآخِذِيْنَ بِمَذْهَبِهِ كِتَابًا سَمَّاهُ "عَقِيْدَةَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ" وَهِيَ عَقِيْدَةُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَلَيْسَ فِيْهَا شَيْءٌ مِمَّا نُسِبَ إِلَيْهِ وَقِيْلَ عَنْهُ، وَأَصْحَابُهُ أَخْبَرُ بِحَالِهِ وَبِقَوْلِهِ مِنْ غَيْرِهِمْ، فَالرُّجُوْعُ إِلَى مَا نَقَلُوْهُ عَنْهُ أَوْلَى مِمَّا نَقَلَهُ غَيْرُهُمْ عَنْهُ.

وَقَدْ ذُكِرَ أَيْضًا سَبَبُ قَوْلِ مَنْ قَالَ عَنْهُ مَا قَالَ، وَالْحَامِلُ لَهُ عَلَى مَا نُسِبَ إِلَيْهِ، وَلَا حَاجَةَ بِنَا إِلَى ذِكْرِ مَا قَالُوْهُ، فَإِنَّ مِثْلَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ وَمَحَلَّهُ فِي الْإِسْلَامِ لَا يَحْتَاجُ إِلَى دَلِيْلٍ يُعْتَذَرُ بِهِ مِمَّا نُسِبَ إِلَيْهِ. وَاللّٰهُ أَعْلَمُ. (جَامِعُ الْأُصُوْلِ لِابْنِ الْأَثِيْرِ ١٢/٩٥٢ مَكْتَبَةُ الْحَلْوَانِيِّ تَحْقِيْقُ : عَبْدِ الْقَادِرِ الْأَرْنَاؤُوْطِ).

"আননো'মান ইবনে সাবেত– তিনি হচ্ছেন আবূ হানীফা আননো'মান ইবনে সাবেত ইবনে যূতা ইবনে মাহ ইমাম, ফকীহ, কূফী। তাইমুল্লাহ ইবনে সা'লাবার মাওলা। .....। যদি আমরা তাঁর মানাকিব ও গুণাগুণের বিবরণ দিতে যাই তাহলে আমাদের আলোচনা অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে এবং আমরা মূল উদ্দেশ্যে পৌছতে পারব না। কেননা তিনি ছিলেন আলেম, নেক আমলকারী যাহেদ, দুনিয়াত্যাগী, আবেদ, মুত্তাকি ও পরহেযগার। শরিয়তের বহুমুখী ইলমের ইমাম ও সর্বস্বীকৃত ব্যক্তি। তাঁর ব্যাপারে কিছু মিথ্যা, বানানো, উদ্ভট কথাবার্তা বলা হয়েছে যা থেকে তাঁর মকাম ও মর্যাদা অনেক উপরে। তিনি কুরআন সৃষ্টির পক্ষে বলেছেন বলে তাঁকে অপবাদ দেওয়া হয়েছে। তাঁকে কদরী বলা হয়েছে। মুরজিয়া ইত্যাদি আরো বহু অপবাদ তাঁকে দেওয়া হয়েছে, যেগুলো এখানে উল্লেখ করার কোনো প্রয়োজন নেই। কারা বলেছেন তাও বলার প্রয়োজন নেই। স্পষ্ট বিষয় এটাই যে, তিনি এসব থেকে পবিত্র ছিলেন।

তিনি যে এসব অপবাদ থেকে বাস্তবেই পবিত্র ও মুক্ত ছিলেন এর প্রমাণ হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা যে দিগদিগন্তে তাঁর প্রসিদ্ধি ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং ঐ ইলম যা সমগ্র পৃথিবীকে ঘিরে ফেলেছে। তাঁর মাযহাব ও ফিকহকে সবাই গ্রহণ করে নিয়েছে। যে কোনো বিষয়ে তাঁর মতামত ও আমলের দিকে রুজু করেছে। এ বিষয়টি এমন যে, যদি এতে আল্লাহর গোপন কোনো রহস্য লুকিয়ে না থাকত, আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি না থাকত যে তাওফীক আল্লাহ তাঁকে দিয়েছেন –তাহলে মুসলমানদের অর্ধেক বা তাঁর কাছাকাছি অংশ আবূ হানীফা (র.)-এর তাকলীদ–অনুসরণের ছায়ায় একত্র হতো না। তাঁর মতামত ও মাযহাবের উপর আমল করত না। যার ফলে আজ আমাদের এ জমানা পর্যন্ত প্রায় চারশত চল্লিশ বছর যাবত তাঁর ফিকহের আলোকে আল্লাহর ইবাদত করা হয়েছে। দ্বীন ধর্ম পালন করা হয়েছে। তাঁর মতামত ও মাযহাবের ভিত্তিতে আমল করা হয়েছে এবং তার বক্তব্যকে গ্রহণযোগ্যতা দেওয়া হয়েছে।

এরই মধ্যে তাঁর আকীদা বিশ্বাসের বিশুদ্ধতার সবচেয়ে বড় দলিল নিহিত রয়েছে যে, তাঁর ব্যাপারে যা অপবাদ দেওয়া হয়েছে তা থেকে তিনি মুক্ত। আবূ জাফর ত্বাহাভী (র.) যিনি আবূ হানীফা (র.)-এর মাযহাবের একজন বলিষ্ঠ অনুসারী, তিনি একটি কিতাব লিখেছেন। যার নাম দিয়েছেন عَقِيْدَةُ أَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللهُ ('আকীদাতু আবী হানীফা রহিমাহুল্লাহ')। সেই কিতাবে বর্ণিত আকীদাগুলো হচ্ছে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতেরই আকীদা।

যেসব গোমরাহ আকীদার সঙ্গে আবূ হানীফা (র.)-কে সম্পৃক্ত করা হয়েছে এবং তাকে অপবাদ দেওয়া হয়েছে সেসবের কিছুই ঐ কিতাবে নেই। আর স্বভাবত, আবূ হানীফা (র.)-এর লোকেরাই অন্যান্যদের তুলনায় তাঁর অবস্থা এবং তাঁর মতামত সম্পর্কে বেশি জানবেন। অতএব, অন্যান্যরা তাঁর নামে যেসব কথা বর্ণনা করেছেন তার বিপরীত আবূ হানীফা (র.)-এর লোকেরা তাঁর ব্যাপারে যা বর্ণনা করেছেন, তা গ্রহণ করাই বেশি উত্তম হবে।

যারা আবূ হানীফা (র.)-এর নামে বিভিন্ন কথা বলেছেন, তারা কেন বলেছেন? তাঁর সঙ্গে যেসব উদ্ভট কথা সম্পৃক্ত করা হয়েছে, তা কেন করেছেন? সেসব কারণেরও উল্লেখ এসেছে, আলোচনা হয়েছে; কিন্তু এ ক্ষেত্রে তারা যা বলেছে তা এখানে উল্লেখ করার কোনো প্রয়োজন নেই। কেননা আবূ হানীফা (র.)-এর মতো ব্যক্তি এবং ইসলামের মাঝে তাঁর অবস্থান ও মর্যাদা এমন কোনো দলিল প্রমাণের মুখাপেক্ষী হয় না যা তার পক্ষ থেকে সাফাই গাওয়ার জন্য ওযর হিসেবে পেশ করতে হবে।" وَاللهُ أَعْلَمُ

–(জামেউল উসূল ১২/৯৫২- মাকতাবাতুল হালওয়ানী, তাহকীক আব্দুল কাদের আল আরনাউত)

ইমাম ইবনুল আসীর (র.) তাঁর দীর্ঘ বক্তব্যের একটি সারকথা বলেছেন সর্বশেষে, তা হচ্ছে আবূ হানীফা (র.) যে সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী এমন স্তরে কেউ উপনীত হলে তাঁর পক্ষে তাঁর অনুসারীরা কোনো ওজর পেশ করতে হয় না। এমন ব্যক্তির উপর কোনো আপত্তি উথাপিত হলে তার জবাব দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। যাঁর ব্যক্তিত্ব ও যোগ্যতা সবার সামনে দিবালোকের মতো স্পষ্ট, তাঁর বিরুদ্ধে দু'চারজনের চেঁচামেচির কারণে সে দিকে ভ্রুক্ষেপ করতে হবে– বিষয়টি এমন নয়।

এ মন্তব্যটি হচ্ছে হিজরি ষষ্ঠ শতাব্দীর একজন সর্বজন স্বীকৃত মুহাদ্দিসের।

ইবনে কাসীর (র.)

'তাফসীর ইবনে কাসীর' ও 'আলবিদায়া ওয়াননিহায়া'-সহ আরো বহু প্রসিদ্ধ গ্রন্থ প্রণেতা বিশিষ্ট মুহাদ্দিস আবুল ফিদা ইমাদুদ্দীন ইসমাঈল ইবনে উমর ইবনে কাসীর আদদিমাশকী আশশাফেয়ী (র.) (মৃ. ৭৭৪ হি.) ইমাম আবূ হানীফা (র.) সম্পর্কে লিখেছেন। তাঁর রচিত ইতিহাসের প্রসিদ্ধ কিতাব 'আলবিদায়া ওয়াননিহায়া'য় তিনি আবূ হানীফার দীর্ঘ আলোচনা করতে গিয়ে নিম্নোক্ত কথাগুলো বলেছেন।

وَفِيهَا تُوُفِّيَ الْإِمَامُ اَبُوْ حَنِيْفَةَ ... وَاسْمُهُ النُّعْمَانُ بْنُ ثَابِتٍ التَّيْمِيُّ مَوْلَاهُمْ، اَلْكُوْفِيُّ، فَقِيْهُ الْعِرَاقِ، وَاحِدُ أَئِمَّةِ الْاِسْلَامِ، وَالسَّادَةِ الْأَعْلَامِ، وَاحِدُ اَرْكَانِ الْعُلَمَاءِ، وَاحِدُ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ اَصْحَابِ الْمَذَاهِبِ الْمَتْبُوْعَةِ، وَهُوَ اَقْدَمُهُمْ وَفَاةً، لِاَنَّهُ اَدْرَكَ عَصْرَ الصَّحَابَةِ، وَرَأَى اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، قِيْلَ : وَغَيْرَهُ، وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ اَنَّهُ رَوَى عَنْ سَبْعَةٍ مِنْهُمْ وَاللهُ اَعْلَمُ. (اَلْبِدَايَةُ وَالنِّهَايَةُ)

"এ বছর ইমাম আবূ হানীফা (র.) ইন্তেকাল করেছেন। তাঁর নাম আন-নোমান ইবনে সাবিত আততাইমী আলকূফী। তিনি ইরাকের ফকীহ, ইসলামের অগ্রপথিকদের একজন, বিশিষ্ট মহান ব্যক্তিদের একজন, ওলামায়ে কেরামের রুকনসমূহের একটি, অনুসৃত মাযহাবসমূহের প্রসিদ্ধ চার ইমামের একজন। তাঁদের মধ্যে তিনি সবার আগে ইন্তেকাল করেছেন। কেননা তিনি সাহাবায়ে কেরামের জমানা পেয়েছেন। আনাস ইবনে মালেক (রা.)-কে দেখেছেন। কেউ বলেছেন, আনাস ব্যতীত অন্যদেরকেও দেখেছেন। কেউ বলেছেন, তিনি সাতজন সাহাবী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।"

–(আলবিদায়া ওয়াননিহায়া বরাতে, মাকানাতুল ইমাম আবূ হানীফা পৃ. ১০৪)

এরপর ইবনে কাসীর (র.) আবূ হানীফা (র.)-এর উস্তাদ শাগরেদদের উল্লেখ করেছেন। আবূ হানীফা (র.)-এর ইলমি মকাম ও মর্যাদা সম্পর্কিত উদ্ধৃতিসমূহ উল্লেখ করেছেন। ইবনে কাসীর (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.)-কে যেসব উপাধীতে ভূষিত করেছেন, সেসব উপাধী কোনো ব্যক্তির শুধুমাত্র একটি যোগ্যতাকে প্রকাশ করে না; বরং একেকটি উপাধী ভূষিত ব্যক্তির বহুবিদ যোগ্যতাকে প্রকাশ করে। যেমন– اَحَدُ اَرْكَانِ الْعُلَمَاءِ এমনিভাবে اَحَدُ اَئِمَّةِ الْإِسْلَامِ– এ শব্দগুলো অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও গুরুত্ববহ। ইলমের কোনো একটি শাখার যোগ্যতা অর্জন করলেই এসব উপাধীর অধিকারী হওয়া যায় না।

খতীব আত-তাবরীযী (র.)

হিজরি অষ্টম শতাব্দীর বিখ্যাত মুহাদ্দিস 'মিশকাতুল মাসাবীহ' হাদীসের কিতাবের সংকলক শায়খ ইমাম আল্লামা ওলিউদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আব্দিল্লাহ আলখতীব আত-তাবরীযী (র.) (মৃ. ৭৪০ হি. এর পর) তাঁর 'আসমাউর রিজাল' নামক গ্রন্থে অত্যন্ত সারগর্ব মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন–

قَالَ شَرِيْكُ النَّخَعِيُّ : كَانَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ طَوِيْلَ الصَّمْتِ، دَائِمَ الْفِكْرِ، قَلِيْلَ الْمُحَادَثَةِ لِلنَّاسِ. اه. وَهٰذَا مِنْ اَوْضَحِ الْاِمَارَاتِ عَلٰى عِلْمِ الْبَاطِنِ، وَالْاِشْتِغَالِ بِمُهِمَّاتِ الدِّيْنِ، فَمَنْ اُوْتِيَ الصَّمْتُ وَالزُّهْدُ فَقَدْ اُوْتِيَ الْعِلْمَ كُلَّهُ. وَلَوْ ذَهَبْنَا اِلٰى شَرْحِ مَنَاقِبِهِ وَفَضَائِلِهِ لَأَطَلْنَا الْخُطَبَ وَلَمْ نَصِلْ اِلَى الْغَرَضِ، فَاِنَّهُ كَانَ عَالِمًا، وَرِعًا زَاهِدًا عَابِدًا، اِمَامًا فِيْ عُلُوْمِ الشَّرِيْعَةِ، وَالْغَرَضُ فِيْ اِيْرَادِ ذِكْرِهِ فِيْ هٰذَا الْكِتَابِ وَاِنْ لَمْ نَرْوِ عَنْهُ حَدِيْثًا فِي (اَلْمِشْكَاةِ) التَّبَرُّكُ بِهِ لِعُلُوِّ مَرْتَبَتِهِ وَوُفُوْرِ عِلْمِهِ. (اَلْاِكْمَالُ فِيْ اَسْمَاءِ الرِّجَالِ ص : ٦٢٥)

"শরীক নাখায়ী (র.) বলেছেন, আবূ হানীফা (র.) দীর্ঘ সময় পর্যন্ত চুপ থাকতেন। সব সময় ফিকির করতেন। মানুষের সঙ্গে কম কথা বলতেন। ওলি উদ্দীন (র.) বলেন, এটা তাঁর আভ্যন্তরীণ ইলমের স্পষ্টতর আলামত এবং দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি নিয়ে ব্যস্ত থাকার নিদর্শন। যিনি চুপ থাকা ও দুনিয়াত্যাগের নিয়ামতপ্রাপ্ত হয়েছেন তিনি ইলমের পুরো অংশেরই অধিকারী হয়েছেন।

আমরা যদি তাঁর মানাকিব ও ফাযায়েলের বিবরণ দিতে যাই তাহলে আলোচনা অনেক দীর্ঘ হবে এবং আমরা আমাদের মূল লক্ষ্যে পৌছতে পারব না। তিনি ছিলেন একজন আলেম ও আমলী ব্যক্তি। মুত্তাকী, পরহেজগার, দুনিয়াত্যাগী ও ইবাদতগুজার। শরিয়তের বিভিন্ন ইলমের ইমাম। মিশকাত কিতাবে আমরা তাঁর কোনো হাদীস উল্লেখ করিনি। এরপরও এ কিতাবে তাঁর নাম উল্লেখ করার দ্বারা

উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁর থেকে বরকত হাসিল করা। কারণ তিনি অনেক উচু মর্যদার লোক এবং পূর্ণ ইলমের অধিকারী। –(আলইকমাল ফী আসমাইর রিজাল পৃ. ৬২৫)

ইমাম ওলীউদ্দীন (র.) আবূ হানীফা (র.)-এর প্রশংসায় আরো অনেক মনীষীর উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে শরীক নাখয়ী (র.)-এর মন্তব্যটিকে তিনি বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। আর আবূ হানীফা (র.)-এর জীবন ছিল এ বিশ্লেষণের বাস্তব রূপ।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র.)

শাইখুল ইসলাম আল্লামা আবুল আব্বাস তকীউদ্দীন আহমাদ ইবনে আব্দুল হালীম ইবনে তাইমিয়া আল হাম্বলী (র.) (মৃ. ৭২৮ হি.) হিজরি অষ্টম শতাব্দীর একজন প্রখ্যাত আলেম। ইমাম আবূ হানীফা (র.) সম্পর্কে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। তাঁর উদ্ধৃতি দিয়ে অনেক ক্ষেত্রে তিনি কথা বলেছেন। সেসবের একটি এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে, যার মাধ্যমে ইবনে তাইমিয়া (র.) আবূ হানীফা (র.)-এর ইলমি যোগ্যতার যথার্থ মূল্যায়ন করেছেন।

প্রসঙ্গটি হচ্ছে, লোকমুখে প্রসিদ্ধ একটি হাদীস– আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর আসরের নামাজ কাজা হয়ে গিয়েছিল। তখন তাঁর জন্য সূর্যকে পুনরায় উদিত করানো হয়েছিল। যা রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি মুজিযার পাশাপাশি আলী (রা.)-এর কারামতও বটে। এ হাদীস সম্পর্কে পর্যলোচনা করতে গিয়ে ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র.) আবূ হানীফা (র.)-এর একটি বক্তব্যকে উদ্ধৃতি হিসেবে তুলে ধরেছেন। তিনি তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'মিনহাজুস সুন্নাহ'য় লিখেন–

قَالَ اَبُو الْعَبَّاسِ بْنِ عُقْدَةَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبَّادٍ، سَمِعْتُ بَشَّارَ بْنَ دَرَّاعٍ قَالَ : لَقِيَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ مُحَمَّدَ بْنَ النُّعْمَانِ فَقَالَ : عَمَّنْ رَوَيْتَ حَدِيْثَ رَدِّ الشَّمْسِ؟ فَقَالَ : عَنْ غَيْرِ الَّذِيْ رَوَيْتَ عَنْهُ: يَا سَارِيَةُ الْجَبَلَ.

"বাশশার ইবনে দাররা বলেন, আবূ হানীফা (র.) মুহাম্মদ ইবনে নোমানের সাক্ষাৎ পেলেন। দেখে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, সূর্য ফিরিয়ে আনার হাদীসটি আপনি কার কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন? মুহাম্মদ ইবনে নোমান (র.) উত্তরে বললেন, আপনি যার কাছ থেকে يا سارية الجبل হাদীসটি বর্ণনা করেছেন সে ব্যতীত অন্যের কাছ থেকে।"–(মিনহাজুস সুন্নাহ ৪/১৯৪ বরাতে, মাকানাতুল ইমাম পৃ. ২৮)

حَدِيْثُ رَدِّ الشَّمْسِ –এর উপর ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর এ আপত্তি এবং হাদীসের বর্ণনাকারী প্রশ্নের সঠিক উত্তর না দিয়ে পাশ কেটে যাওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করার পর এর উপর মন্তব্য করতে গিয়ে ইবনে তাইমিয়া (র.) বলেন–

قُلْتُ : اَلْقَائِلُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ : وَهٰذَا يَدُلُّ عَلَى اَنَّ أَئِمَّةَ اَهْلِ الْعِلْمِ لَمْ يَكُوْنُوْا يُصَدِّقُوْنَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَرْوِهِ اِمَامٌ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ. وَهٰذَا اَبُوْ حَنِيْفَةَ اَحَدُ الْأَئِمَّةِ الْمَشَاهِيْرِ وَهُوَ لَا يُتَّهَمُ عَلَى عَلِيٍّ، فَإِنَّهُ مِنْ اَهْلِ الْكُوْفَةِ دَارِ الشِّيْعَةِ، وَقَدْ لَقِيَ مِنَ الشِّيْعَةِ وَسَمِعَ مِنْ فَضَائِلِ عَلِيٍّ مَا شَاءَ اللهُ، وَهُوَ يُحِبُّهُ وَيَتَوَلَّاهُ، وَمَعَ هٰذَا اَنْكَرَ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ، وَاَبُوْ حَنِيْفَةَ اَعْلَمُ وَاَفْقَهُ مِنَ الطَّحَاوِيِّ وَاَمْثَالِهِ.

(مِنْهَاجُ السُّنَّةِ ٤/١٩٤-١٩٥)

"আমার (ইবনে তাইমিয়া) বক্তব্য হচ্ছে, আবূ হানীফা (র.)-এর আপত্তি একথা প্রমাণ করে যে, ওলামায়ে কেরামের মধ্য থেকে শীর্ষ পর্যায়ের ইমামগণ এ হাদীসটিকে সঠিক বলে স্বীকার করতেন না। কেননা আইম্মায়ে মুসলিমীনের মধ্য থেকে কোনো ইমাম এ হাদীসটি বর্ণনা করেননি।

এই যে আবূ হানীফা (র.), যিনি প্রসিদ্ধ ইমামগণের একজন, তিনি আলী (রা.)-এর প্রতি বিরূপ মনোভাব রাখেন– এমন কোনো অপবাদ তাঁর উপর নেই। কেননা তিনি শিয়া অধ্যুষিত কূফার অধিবাসী। তিনি শিয়া ইমামাদের সাক্ষাৎ পেয়েছেন। আলী (রা.)-এর ফজিলত সম্পর্কে আল্লাহর ইচ্ছামতে অনেক শুনেছেন। তিনি আলী (রা.)-কে মুহাব্বত করেন এবং তাঁর প্রতি বন্ধুত্ব রাখেন। এরপরও তিনি মুহাম্মদ ইবনে নোমানের এ বর্ণনাটিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। আর আবূ হানীফা (র.) ত্বাহাবী ও তাঁর মতো অন্যান্যদের চেয়ে অনেক বড় আলেম ও ফকীহ।"–(মিনহাজুস সুন্নাত ৪/১৯৪-১৯৫ বরাতে, মাকানাতুল ইমাম পৃ. ২৮-২৯)

ইবনে তাইমিয়া (র.) বলতে চান, আবূ হানীফা (র.) আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর মকাম-মর্যাদাকে অস্বীকার করেন না। এরপরও আলী (রা.)-এর ফজিলত ও মর্যাদাকে প্রমাণ করে এমন একটি বর্ণনাকে তিনি বর্ণনাগত বিশ্লেষণের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাঁর এ আচরণ যেমনিভাবে তাঁর ইলমি যোগ্যতা ও বলিষ্ঠতাকে প্রমাণ করে তেমনিভাবে সত্যের পক্ষে আমানতদারিতাকেও প্রমাণ করে।

উল্লেখ্য, ইমাম ত্বাহাভী (র.) সনদের বিবেচনায় হাদীসটিকে ভিত্তিবহুল সাব্যস্ত করার চেষ্টা করেছেন। অবশ্য এটা তাঁর বিবেচনা প্রসূত সিদ্ধান্ত। ইবনে তাইমিয়া (র.) এ ক্ষেত্রে আবূ হানীফা (র.)-এর মতটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন এবং এ বিষয়ে তাঁর যোগ্যতাকে প্রমাণ করে এমন অনেকগুলো উপাধীও তিনি ব্যবহার করেছেন।

ইবনে তাইমিয়া (র.) এ প্রসঙ্গে আরো বলেন—

اَبُوْ حَنِيْفَةَ لَا يُنْكِرُ اَنْ يَكُوْنَ لِعُمَرَ وَعَلِيٍّ وَغَيْرِهِمَا كَرَامَاتٌ، بَلْ اَنْكَرَ هٰذَا الْحَدِيْثَ لِلدَّلَائِلِ الْكَثِيْرَةِ عَلَى كَذِبِهِ ، وَمُخَالَفَتِهِ لِلشَّرْعِ وَالْعَقْلِ، وَاَنَّهُ لَمْ يَرْوِهِ اَحَدٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْمَعْرُوْفِيْنَ بِالْحَدِيْثِ مِنَ التَّابِعِيْنَ وَتَابِعِيْهِمْ، وَهُمُ الَّذِيْنَ يَرْوُوْنَ عَنِ الصَّحَابَةِ، بَلْ لَمْ يَرْوِهِ اِلَّا كَذَّابٌ اَوْ مَجْهُوْلٌ لَا يُعْلَمُ عَدْلُهُ وَضَبْطُهُ.

فَكَيْفَ يُقْبَلُ هٰذَا مِنْ مِثْلِ هٰؤُلَاءِ، وَسَائِرُ الْعُلَمَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ يَوَدُّوْنَ اَنْ يَكُوْنَ مِثْلَ هٰذَا صَحِيْحًا لِمَا فِيْهِ مِنْ مُعْجِزَاتِ النَّبِيِّ ﷺ وَفَضِيْلَةِ عَلِيٍّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَهُ وَيَتَوَلَّوْنَهُ، وَلٰكِنَّهُمْ لَا يَسْتَجِيْزُوْنَ التَّصْدِيْقَ بِالْكَذِبِ فَرَدُّوْهُ دِيَانَةً. (اَلْمَصْدَرُ السَّابِقُ)

"আবূ হানীফা (র.) ওমর (রা.) ও আলী (রা.)-সহ অন্যান্যদের কোনো কারামত থাকার বিষয়টিকে অস্বীকার করেন না। তিনি বরং বিশেষভাবে এ হাদীসটিকে প্রত্যাখ্যান করেন। আর তা করেছেন এ হাদীসটি মিথ্যা হওয়ার উপর অনেকগুলো দলিল থাকার কারণে এবং এটি শরিয়ত ও যুক্তির বিপরীত হওয়ার কারণে। এমনিভাবে তাবেয়ীন ও আতবায়ে তাবেয়ীনের মধ্য থেকে হাদীস বিষয়ে প্রখ্যাত কোনো আলেম তা বর্ণনা না করার কারণে। বরং এ হাদীসটি বর্ণনা করেছে হয়ত কোনো মিথ্যাবাদী বর্ণনাকারী, নয়তো কোনো অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি, যার নির্ভযোগ্যতা ও স্মরণশক্তি সম্পর্কে জানা যায়নি।

তাহলে এমন একটি হাদীস এ ধরনের বর্ণনাকারীদের কাছ থেকে কীভাবে গ্রহণ করা যায়। অথচ সকল ওলামায়ে কেরাম চান যে, এমন একটি বর্ণনা সহীহ হোক। কেননা এর মাঝে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অলৌকিক ঘটনা এবং আলী (রা.)-এর মর্যাদার বহিঃপ্রকাশ রয়েছে; যাকে ওলামায়ে কেরাম ভালোবাসেন এবং যাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেন। কিন্তুতাঁরা মিথ্যাকে সত্য বলে মেনে নেওয়া জায়েজ মনে করেন না, ফলে দিয়ানতদারিতার খাতিরে তাঁরা এটিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।" والله اعلم –(প্রাগুক্ত ৪/১৯৪-১৯৫)

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (র.)-এর এ বক্তব্যটিও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর দাবি হলো, আবূ হানীফা (র.) এবং তাঁর মতো অন্যান্য ওলামায়ে কেরামের সঙ্গে নববী পরিবারের এমন গভীর সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও তাঁরা আমানতদারিতার খাতিরে একটি ভিত্তিহীন বর্ণনাকে ভিত্তিবহুল বলে মেনে নিতে পারেননি। একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তির আচরণ এমনই হওয়া চাই। আর আবূ হানীফা (র.) তাই করেছেন।

ইবনে তাইমিয়া (র.) 'মিনহাজুস সুন্নাহ' গ্রন্থের অন্য এক জায়গায় আবূ হানীফা (র.) ও তাঁর শাগারেদগণ সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন-

اِنَّ اَبَا حَنِيْفَةَ وَاَصْحَابَهٗ مِمَّنْ لَهٗ فِي الْاُمَّةِ لِسَانُ صِدْقٍ مِنْ عُلَمَائِهَا.

"আবূ হানীফা (র.) ও তাঁর শাগরেদগণ উম্মতের সেসব ওলামায়ে কেরামের অন্তর্ভুক্ত উম্মতের মাঝে যারা যশস্বী।" -(মিনহাজুস্ সুন্নাহ ৪/৭ বরাতে, মাকানাতুল ইমাম ৪৯)

একই প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে আবূ হানীফা কর্তৃক رَدُّ الشَّمْسِ-এর বর্ণনাটি প্রত্যাখ্যান করার বিষয়টি বিস্তারিত তুলে ধরে ইমাম ইবনে কাসীর (র.) বলেন-

فَهٰذَا اَبُوْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللهُ وَهُوَ مِنَ الْأَئِمَّةِ الْمُعْتَبَرِيْنَ، وَهُوَ كُوْفِيٌّ لَا يُتَّهَمُ عَلٰى حُبِّ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ وَتَفْضِيْلِهٖ بِمَا فَضَّلَهُ اللهُ بِهٖ وَرَسُوْلُهٗ، وَهُوَ مَعَ هٰذَا يُنْكِرُ عَلٰى رَاوِيْهِ. (اَلْبِدَايَةُ وَالنِّهَايَةُ لِابْنِ كَثِيْرٍ ٦/٨٥-٨٦)

"আর এই যে আবূ হানীফা রাহিমাহুল্লাহ! তিনি তো গ্রহণযোগ্য স্বীকৃত ইমামগণের একজন। তিনি কূফার অধিবাসী। তিনি আলী ইবনে আবী তালেবকে ভালোবাসেন না- এমন কোনো অপবাদ তাঁর বিরুদ্ধে নেই। তিনি সেসব ক্ষেত্রে আলী (রা.)-কে মর্যাদা ও প্রাধান্য দিয়ে থাকেন, যেসব ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আলী (রা.)-কে মর্যাদা দিয়েছেন। এতদসত্ত্বেও তিনি رد الشمس-এর বর্ণনাকারীকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।"

-(আলবিদায় ওয়াননিহায়া ৬/৮৫-৮৬ বরাতে, মাকানাতুল ইমাম পৃ. ৩০)

আবূ হানীফা (র.) যে, رد الشمس সম্পর্কে মুহাম্মদ ইবনে নোমানের বর্ণনাটি প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং সে ক্ষেত্রে আবূ হানীফা (র.)-এর দাবিই যুক্তিসঙ্গত ছিল সে বিষয়ে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ইবনে কাসীর (র.) বলেন-

وَقَوْلُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ لَهٗ لَيْسَ بِجَوَابٍ، بَلْ مُجَرَّدُ مُعَارَضَةٍ بِمَا لَا يُجْدِىْ، اَىْ اَنَا رَوَيْتُ فِيْ فَضْلِ عَلِيٍّ هٰذَا الْحَدِيْثَ، وَهُوَ وَاِنْ كَانَ مُسْتَغْرَبًا، فَهُوَ فِي الْغَرَابَةِ نَظِيْرُ مَا رَوَيْتَهٗ اَنْتَ فِيْ فَضِلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِيْ قَوْلِهٖ : "يَا سَارِيَةَ الْجَبَلَ". وَهٰذَا لَيْسَ بِصَحِيْحٍ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ، فَاِنَّ هٰذَا لَيْسَ كَهٰذَا اِسْنَادًا وَمَتْنًا، وَاَيْنَ مُكَاشَفَةُ امام قَدْ شَهِدَ الشَّارِعُ لَهٗ بِاَنَّهٗ مُحَدَّثٌ بِاَمْرٍ خَيْرٍ مِنْ رَدِّ الشَّمْسِ طَالِعَةً بَعْدَ مَغِيْبِهَا الَّذِىْ هُوَ اَكْبَرُ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ؟

"মুহাম্মদ ইবনে নোমান আবূ হানীফা (র.)-এর প্রশ্নের যে জবাব দিয়েছে, সেটি কোনো জবাব নয়; বরং তা হচ্ছে ফলাফলশূন্য বিতর্ক। অর্থাৎ তার বক্তব্য হচ্ছে, আমি আলী (রা.)-এর ফজিলত সম্পর্কে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছি, এটি যদিও

গ্রহণের অযোগ্য ও গরীব, তবে এটি তো সে বর্ণনার মতোই গরীব, যেটি তুমি ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর ফজিলত সম্পর্কে বর্ণনা করেছ। তিনি বলেছেন يَا سَارِيَةُ الْجَبَلَ, হে সারিয়া! পাহাড়!

ইবনে কাসীর (র.) বলেন– মুহাম্মদ ইবনে নো'মানের এ জবাবটি সঠিক হয়নি। কেননা বর্ণনাসূত্র ও মূল বক্তব্যের বিবেচনায় رَدُّ الشَّمْسِ-এর হাদীস يَا سَارِيَةُ الْجَبَلَ। হাদীসটির মতো নয়। কেননা কোথায় আমীরুল মুমিনীনের কাশফ-অন্তর্দৃষ্টির সাক্ষ্য যার ব্যাপারে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, ভালো বিষয়াদি আল্লাহ তাঁকে দিয়ে বলাবেন, আর কোথায় সূর্য ডুবে যাওয়ার পর আবার বিপরীত দিকে উদিত হওয়া, যা কিনা কেয়ামতের সবচেয়ে বড় আলামত।"–(আলবিদায়া ওয়াননিহায়া ৬/৮৫-৮৬)

ইবনে কাসীর (র.)-এর উপরিউক্ত বিশ্লেষণ থেকেও প্রতিভাত হয় যে, আবূ হানীফা (র.) এ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত আবেগ ও ভালোবাসার উর্ধ্বে উঠে এসে তাত্ত্বিকভাবে প্রমাণের ভিত্তিতে আমানতদারিতার সাথে এ বর্ণনার বিচার করেছেন। ইবনে তাইমিয়া (র.) ও ইবনে কাসীর (র.) আবূ হানীফা (র.)-এর এ গুণটির বিশেষ মূল্যায়ন করেছেন এবং জনসম্মুখে তা তুলে ধরেছেন।

ইবনুল কাইয়িম (র.)

মুহাম্মদ ইবনুল কাইয়িম আলহাম্বলী আদদিমাশকী (র.) (মৃ. ৭৫১ হি.) ছিলেন ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র.)-এর বিশিষ্ট শাগরেদ। তিনি হিজরি অষ্টম শতাব্দীর একজন বিশিষ্ট আলেম, বহু গ্রন্থের রচয়িতা এবং তৎকালীন একজন প্রখ্যাত মুহাদ্দিস। কিছু হাদীসের সমষ্টি সম্পর্কে ইমাম আবূ হানীফা (র.) সহ প্রসিদ্ধ চার ইমামের মন্তব্য উল্লেখ্য করতে গিয়ে বলেন–

وَقَدْ احْتَجَّ الْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ وَالْفُقَهَاءُ قَاطِبَةً بِصَحِيْفَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ، وَلَا يُعْرَفُ فِيْ أَئِمَّةِ الْفَتْوٰى اِلَّا مَنْ احْتَاجَ اِلَيْهَا وَاحْتَجَّ بِهَا، وَاِنَّمَا طَعَنَ فِيْهَا مَنْ لَمْ يَتَحَمَّلْ اَعْبَاءَ الْفِقْهِ وَالْفَتْوٰى كَأَبِيْ حَاتِمِ الْبَسْتِيِّ وَابْنِ حَزْمٍ وَغَيْرِهِمَا.
(إِعْلَامُ الْمُوَقِّعِيْنَ : ٣٥/١١)

"চার ইমাম ও ফকীহগণ নিশ্চিতভাবে সহীফা আমর ইবনে শোয়াইব ... দ্বারা দলিল দিয়েছেন। ফতোয়ার ইমামদের মধ্য থেকে যাঁদের ব্যাপারে জানা গেছে, তাদের প্রত্যেকেই এ সহীফা দ্বারা দলিল দিয়েছেন। এর উপর আপত্তি করেছেন একমাত্র তারাই যারা ফিকহ ও ফতোয়ার দায়িত্ব মাথায় নেননি। যেমন আবূ হাতেম আল বুসতী, ইবনে হাযম (র.) ও তাঁদের মতো অন্যান্যরা।"

–(ই'লামুল মুয়াক্কিয়ীন ১/৩৫ বরাতে, মাকানাতুল ইমাম পৃ. ৩১)

ইবনুল কাইয়িম (র.) অন্য এক প্রসঙ্গে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-কে একজন হাদীসের ইমাম হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং অন্যান্য মুহাদ্দিস ইমামগণের সঙ্গে তাঁর মতামতের ব্যাখ্যা করেছেন। −(প্রাগুক্ত)

সর্বোপরি যেমনিভাবে ইবনে তাইমিয়া (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.)-কে হাদীসের জগতে একজন ইমামুল হাদীস হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তেমনিভাবে ইমাম ইবনুল কাইয়িম (র.)-ও তাঁকে একজন স্বীকৃত মুহাদ্দিস হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

ইমাম যাহাবী (র.)

ইমাম শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে উসমান আয-যাহাবী (র.) (মৃ. ৭৪৮ হি.) হলেন হিজরি অষ্টম শতাব্দীর এক কিংবদন্তী মুহাক্কিক মুহাদ্দিস আলেম যাঁর পরিচয় হচ্ছে−

هُوَ مِنْ اَهْلِ الْاِسْتِقْرَاءِ التَّامِّ فِيْ نَقْدِ الرِّجَالِ.

"বর্ণনাকারীর যাচাই-বাছাইয়ের ক্ষেত্রে তিনি পূর্ণ অভিজ্ঞতার অধিকারী।"

ইবনে হাজার আসকালানী (র.) যমযমের পানি পান করার আগে দোয়া করেছিলেন, আল্লাহ যেন তাঁকে ইমাম যাহাবীর মতো স্মরণশক্তি দান করেন। তিনি হাদীস ও রিজাল শাস্ত্রে বহু গুরুত্বপূর্ণ ও দীর্ঘ কলেবরের কিতাবাদি রচনা করে গেছেন। এ ইমাম যাহাবী (র.) আবূ হানীফা (র.)-এর ইলমি মাকাম ও মর্যাদাকে কীভাবে মূল্যায়ন করেছিলেন তার কিছু উদ্ধৃতি এখানে তুলে ধরা হচ্ছে−

তিনি তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'সিয়ারু আ'লামিন নুবালা' গ্রন্থে আবূ হানীফা (র.) সম্পর্কে বলেন−

اَلْإِمَامُ فَقِيْهُ الْمِلَّةِ، عَالِمُ الْعِرَاقِ، اَبُوْ حَنِيْفَةَ .. وَعَنِى بِطَلَبِ الْآثَارِ، وَارْتَحَلَ فِيْ ذٰلِكَ، وَاَمَّا الْفِقْهُ وَالتَّدْقِيْقُ فِي الرَّأْيِ وَغَوَامِضِه فَإِلَيْهِ الْمُنْتَهٰى، اَلنَّاسُ عَلَيْهِ عِيَالٌ فِيْ ذٰلِكَ. (سِيَرُ اَعْلَامِ النُّبَلَاءِ : ٦/٣٩٠)

"ইমাম ফকীহুল মিল্লাত, ইরাকের আলেম আবূ হানীফা। তিনি হাদীস অন্বেষণের প্রতি মনোযোগ দিয়েছেন এবং সেজন্য সফর করেছেন। আর ফিকহ ও কেয়াসের সূক্ষ্ম অনুধাবনের বিষয়ে তিনিই ছিলেন সর্বশেষ ঠিকানা এবং সকল মানুষ তারই উপর নির্ভরশীল।" −(সিয়ার ৬/৩৯০ বরাতে, প্রাগুক্ত পৃ. ৩৭)

ইমাম যাহাবী (র.) সাহাবায়ে কেরামের জমানা থেকে শুরু করে হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ আলেম ও ফকীহের একটি সনদ বা সূত্র বর্ণনা করেছেন। সেটি এখানে তুলে ধরা হচ্ছে। তিনি বলেন−

فَأَفْقَهُ أَهْلِ الْكُوْفَةِ عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُوْدٍ، وَأَفْقَهُ أَصْحَابِهِمَا عَلْقَمَةُ، وَأَفْقَهُ أَصْحَابِهِ إِبْرَاهِيْمُ النَّخَعِيُّ، وَأَفْقَهُ أَصْحَابِ إِبْرَاهِيْمَ حَمَّادٌ، وَأَفْقَهُ أَصْحَابِ حَمَّادٍ أَبُوْ حَنِيْفَةَ، وَأَفْقَهُ أَصْحَابِهِ أَبُوْ يُوْسُفَ، وَانْتَشَرَ أَصْحَابُ أَبِيْ يُوْسُفَ فِيْ الْأَفَاقِ، وَأَفْقَهُهُمْ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، وَأَفْقَهُ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ الشَّافِعِيّ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى. (سِيَرُ أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ : ٢٣٦/٥)

"কূফাবাসীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ফকীহ হচ্ছেন আলী ও ইবনে মাসউদ (রা.), তাঁদের শাগরেদগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ফকীহ হচ্ছেন আলকামাহ (র.), তাঁর শাগরেদগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ফকীহ হচ্ছেন ইবরাহীম আননাখায়ী (র.), ইবরাহীমের শাগরেদগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ফকীহ হচ্ছেন হাম্মাদ (র.), হাম্মাদের শাগরেদগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ফকীহ হচ্ছেন **আবূ হানীফা** (র.), তাঁর শাগরেদগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ফকীহ হচ্ছেন আবূ ইউসুফ (র.)। আবূ ইউসূফ (র.)-এর শাগরেদগণ দিগদিগন্তে ছড়িয়ে পড়েছেন, যাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ফকীহ হচ্ছেন মুহাম্মদ ইবনুল হাসান (র.), আর মুহাম্মাদ (র.)-এর শাগরেদগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ফকীহ হচ্ছেন **আবূ আব্দুল্লাহ আশশাফেয়ী** রাহিমাহুমুল্লাহু তা'আলা।"

–(সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৫/২৩৬ বরাতে, মাকানাতুল ইমাম পৃ. ৩৭)

এ দুটি বক্তব্যের মধ্যে ইমাম যাহাবী (র.) হাদীস ও ফিকহের ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মাকাম ও মর্যাদাকে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। এরপর ইলম ও ফিকহের একটি সূত্র বা স্বর্ণসিঁড়ি উল্লেখ করেছেন। যার এক মাথায় রয়েছেন আলী ও ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহুমা, আর অপর প্রান্তে রয়েছেন ইমাম শাফেয়ী (র.), এর মাঝে রয়েছেন প্রত্যেক যুগের ইলমি ময়দানের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ। যাঁদের মধ্যে ইমাম আবূ হানীফা (র.) সবিশেষ উল্লেখযোগ্য, আর রয়েছেন ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর সরাসরি উস্তাদ ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আশশায়বানী (র.)।

ইমাম শাফেয়ী (র.) এক প্রসঙ্গে বলেছেন, সমগ্র পৃথিবীর ইলম তিনজন মহান ব্যক্তির মাঝে সীমাবদ্ধ। এ কথার উপর ইমাম যাহাবী (র.) মন্তব্য করে বলেন, তিনজন নয়, বরং সাতজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তাঁরা হচ্ছেন মালেক ইবনে আনাস, লায়স ইবনে সা'দ, ইবনে উয়াইনা, আওযায়ী, সাওরী, মা'মার ইবনে রাশেদ, **আবূ হানীফা**, শো'বা, হাম্মাদ রাহিমাহুমুল্লাহ। –(সিয়ার ৮/৯৪ বরাতে, মাকানাতুল ইমাম ৩৮)

যাহাবী (র.) তাঁর এ বক্তব্যের মাধ্যমে উল্লিখিত ওলামায়ে কেরামকে ইলমের জগতে এমন এক মর্যাদায় আসীন করেছেন যার সমকক্ষতা কঠিন। কারণ এ সীমাবদ্ধতা নির্ধারণ করা হয়েছে সর্বদিক বিবেচনা করেই।

ইমাম যাহাবী (র.) আবূ হানীফা (র.)-এর বিভিন্ন দিকের ফাযায়েল ও মানাকিব বর্ণনা করে এক পর্যায়ে তিনি নিম্নোক্ত কাব্য-পংক্তিটি আবৃত্তি করেছেন–

وَلَيْسَ يَصِحُّ فِي الْأَذْهَانِ شَيْءٌ ◆ إِذَا احْتَاجَ النَّهَارُ إِلَى دَلِيْلٍ

"বিবেক কোনো কিছুকেই সঠিক বলে মেনে নিতে পারবে না যদি দিবালোক প্রমাণিত হওয়ার জন্য দলিলের মুখাপেক্ষী হয়।" –(সিয়ার ৬/৪০৩ বরাতে, প্রাগুক্ত ৩৮)

ইমাম যাহাবী (র.) 'সিয়ার' গ্রন্থের পঞ্চম তাবাকা সম্পর্কে একটি পরিশিষ্টমূলক আলোচনা করেছেন যে তাবাকায় আবূ হানীফা, মালেক ও আওযায়ী (র.) প্রমুখ ইমামগণ ছিলেন। আলোচনায় তিনি বলেন-

وَفِيْ زَمَانِ هٰذِهِ الطَّبَقَةِ كَانَ الْإِسْلَامُ وَأَهْلُهُ فِيْ عِزٍّ تَامٍّ وَعِلْمٍ غَزِيْرٍ ... وَكَانَ فِيْ هٰذَا الْوَقْتِ مِنَ الْفُقَهَاءِ كَأَبِيْ حَنِيْفَةَ وَمَالِكٍ، وَالْأَوْزَاعِيِّ الَّذِيْنَ مَرُّوْا. (سِيَرُ أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ : ١/ ٢٤٤)

"ওলামায়ে কেরামের এ স্তরের জমানায় ইসলাম ও মুসলমানরা পূর্ণ শানশওকতের সঙ্গে এবং ইলমের প্রাচুর্যের মধ্যে ছিল। তখন ফুকাহায়ে কেরামের মধ্যে ছিলেন আবূ হানীফা, মালেক ও আওযায়ী (র.), যাঁরা অতীত হয়ে গেছেন।"–(সিয়ার ১/২৪৪ বরাতে, মাকানাতুল ইমাম পৃ. ৪৬)

এভাবে বিভিন্ন প্রসঙ্গে আরো বহু উদ্ধৃতি রয়েছে, যার সব এখানে উল্লেখ করা সম্ভব নয়। ইমাম যাহাবী (র.) আবূ হানীফা (র.)-এর মানাকিব বিষয়ে একটি ভিন্ন কিতাবও সংকলন করেছেন। প্রয়োজনে তা দেখে নেওয়া যেতে পারে।

প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র.) আবূ হানীফা, ওকী ইবনুল জাররাহ, আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ রাহিমাহুমুল্লাহ-সহ সর্বযুগের দ্বীনের ধারকবাহকদের একটি তালিকা তৈরি করেছেন। সে তালিকাভুক্ত ওলামায়ে কেরামের ব্যাপারে ইবনে তাইমিয়া (র.)-এর মন্তব্য নিম্নরূপ–

وَهٰؤُلَاءِ أَهْلُ الْعِلْمِ الَّذِيْنَ يَبْحَثُوْنَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَنِ الْعِلْمِ، وَلَيْسَ لَهُمْ غَرَضٌ مَعَ أَحَدٍ، بَلْ يُرَجِّحُوْنَ قَوْلَ هٰذَا الصَّحَابِيِّ تَارَةً وَقَوْلَ هٰذَا الصَّحَابِيِّ تَارَةً بِحَسْبِ مَا يَرَوْنَهُ مِنْ أَدِلَّةِ الشَّرْعِ ... (مِنْهَاجُ السُّنَّةِ : ٣/١٤٣)

"এ সকল ওলামায়ে কেরাম যারা রাত দিন ইলম নিয়ে গবেষণা করে। কারো কাছে তাঁদের কোনো গরজ নেই। তাঁরা বরং শরিয়তের দলিল প্রমাণাদির আলোকে কখনো এ সাহাবীর মতকে প্রাধান্য দেন, আবার কখনো ঐ সাহাবীর মতকে প্রাধান্য দেন। যেমন– ...।" –(মিনহাজুস সুন্নাহ ৩/১৪৩ বরাতে, মাকানাতুল ইমাম পৃ. ৪৮)

এসব ইমামকে ইবনে তাইমিয়া (র.) এভাবেও গুণান্বিত করেছেন–

هُمْ اَعْظَمُ النَّاسِ نَظَرًا فِى الْعِلْمِ وَكَشْفًا لِحَقَائِقِهِ، وَيَعْرِفُ كُلُّ اَحَدٍ بِزَكَائِهِمْ وَذَكَاءِهِمْ. (اَلْمَصْدَرُ السَّابِقُ)

"ইলমি গবেষণা ও তার রহস্যভেদ করার ক্ষেত্রে তাঁরা হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। সবাই তাঁদের অন্তরের নিষ্কলুষতা ও মেধার প্রখরতা সম্পর্কে জানে।" –(প্রাগুক্ত)

ইমাম আবূ হানীফা (র.) সম্পর্কে ইমাম যাহাবী (র.)-এর বিভিন্ন ধর্মী মন্তব্য ও পর্যালোচনার উপর গবেষণা করে আল্লামা আব্দুর রশীদ নো'মানী (র.) নিম্নোক্ত বিষয়গুলো উদ্ধার করেছেন। তিনি বলেন–

قُلْتُ : فَقَدْ ثَبَتَ مِمَّا نَقَلْنَاهُ مِنْ تَصْرِيْحَاتِ الْحَافِظِ الذَّهَبِيِّ اُمُوْرٌ :

١- كَانَتْ عُلُوْمُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللهُ الْقُرْاٰنَ، وَالْحَدِيْثَ، وَالْفِقْهَ وَالنَّحْوَ، وَشِبْهَ ذٰلِكَ.

٢- اِنَّ الْاِمَامَ اَبَا حَنِيْفَةَ طَلَبَ الْحَدِيْثَ وَاَكْثَرَ مِنْهُ فِىْ سَنَةِ مِأَةٍ وَبَعْدَهَا، بَلْ لَمْ يَكُنْ اِذْ ذَاكَ لِلْفُقَهَاءِ عِلْمٌ بَعْدَ الْقُرْآنِ سِوَاهُ، وَقَدْ عَنَى الْإِمَامُ بِطَلَبِ الْاٰثَارِ، وَارْتَحَلَ فِىْ ذٰلِكَ.

٣- وَكَانَ اَعْلَمُ بِاَقَاوِيْلِ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُوْدٍ، وَطَائِفَةٍ مِمَّنْ كَانَ بِالْكُوْفَةِ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ.

٤- وَكَانَ مِنَ الْأَئِمَّةِ الْعَشَرَةِ الَّذِيْنَ يَدُوْرُ عَلَيْهِمُ الْعِلْمُ فِىْ ذٰلِكَ الْعَصْرِ، فَهُوَ قَرِيْنُ مَالِكٍ وَالْاَوْزَاعِيِّ وَالثَّوْرِيِّ وَاللَّيْثِ وَابْنِ عُيَيْنَةَ، وَمَعْمَرٍ وَشُعْبَةَ، وَالْحَمَّادَيْنِ فِىْ عِلْمِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.

٥- وَكَانَ مِنْ كِبَارِ أَئِمَّةِ الْاِجْتِهَادِ وَاحِدُ الْأَئِمَّةِ الْاَعْلَامِ، وَاِلَيْهِ الْمُنْتَهٰى فِى الْفِقْهِ، وَالنَّاسُ عِيَالٌ عَلَيْهِ فِىْ ذٰلِكَ.

فَهٰذَا رَأْىُ مُؤَرِّخِ الْاِسْلَامِ الْحَافِظِ النَّاقِدِ الْبَصِيْرِ شَمْسِ الدِّيْنِ الذَّهَبِيِّ، اَلَّذِىْ هُوَ مِنْ اَهْلِ الْاسْتِقْرَاءِ التَّامِّ فِىْ نَقْدِ الرِّجَالِ، فِىْ حَقِّ اِمَامِنَا الْاَعْظَمِ اَبِىْ حَنِيْفَةَ النُّعْمَانِ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ.

"আমি [নোমানী] বলব, হাফেয যাহাবী (র.)-এর স্পষ্ট যে বক্তব্যগুলো আমরা উল্লেখ করেছি, তা থেকে অনেকগুলো বিষয় বেরিয়ে আসে। যথা :

১. আবূ হানীফার অর্জিত ইলমগুলো ছিল কুরআন, হাদীস, ফিকহ ও নাহু এবং এর মত অন্যান্য বিষয়।

২. ইমাম আবূ হানীফা (র.) হাদীস শিখেছেন এবং একশত হিজরি ও তার পরে তিনি হাদীসের অনুসন্ধান খুব বেশি করেছেন; বরং সেকালে ফকীহগণের জন্য কুরআনের পর হাদীস ব্যতীত অন্য কোনো ইলমই ছিল না। আর ইমাম (র.) হাদীস অনুসন্ধানের পেছনে মনোনিবেশ করেছেন এবং সে জন্য তিনি সফরও করেছেন।

৩. হযরত আলী ও ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহুমাসহ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণের যে জামাতটি কূফায় ছিলেন তাদের মতামত ও ফতোয়া সম্পর্কে তিনি সবচেয়ে বেশি জ্ঞাত ছিলেন।

৪. তিনি দশজন ইমামের একজন ছিলেন তৎকালে যাঁদের মাঝে সকল ইলম সীমাবদ্ধ ছিল। তিনি কুরআন ও সুন্নাহর ইলমের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গের সমপর্যায়ের লোক ছিলেন– মালেক, আওযায়ী, সাওরী, লায়স, ইবনে উয়াইনা, মা'মার, শো'বা, হাম্মাদ ইবনে যায়েদ ও হাম্মাদ ইবনে সালামা রহিমাহুমুল্লাহ।

৫. তিনি মুজতাহিদ ইমামগণের বড় একজন ছিলেন এবং স্বীকৃত শ্রেষ্ঠ ইমামদের একজন। ফিকহ বিষয়ে তিনিই ছিলেন সর্বশীর্ষ ব্যক্তি এবং এ বিষয়ে মানুষ তারই উপর নির্ভরশীল।

এ হচ্ছে ইসলামের ইতিহাসবিদ, হাফেযে হাদীস, হাদীসের অভিজ্ঞ পর্যালোচক শামসুদ্দীন যাহাবী (র.) এর অভিমত, যিনি ব্যক্তি যাচাইয়ের ক্ষেত্রে পূর্ণ অভিজ্ঞতাও দক্ষতার অধিকারী। তিনি আমাদের ইমামে আযম আবূ হানীফা আন-নো'মান (র.) সম্পর্কে উপরিউক্ত মন্তব্য করেছেন। –(মাকানাতুল ইমাম আবি হানীফা পৃ. ৪৬-৪৭)

ইমাম যাহাবীর বিভিন্ন বক্তব্য থেকে নো'মানী (র.) একথাগুলো তুলে এনেছেন। আর এটা হচ্ছে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর ইলমি জীবনের একটি যথাযথ বিশ্লেষণ।

আবূ ইসহাক আশ-শীরাযী (র.)

শাফেয়ী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ইমাম মুজতাহিদ শায়খুল ইসলাম আবূ ইসহাক ইবরাহীম আশ-শীরাযী (র.) (মৃ. ৪৭৬ হি.) একজন স্বীকৃত ফকীহ ও মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি তাঁর বিখ্যাত কিতাব اَللُّمَعُ فِيْ أُصُوْلِ الْفِقْهِ ('আললুমা' ফী উসূলিল ফিকহ')-এ জারহ-তা'দীল সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ইমাম মালেক, আবূ হানীফা, শাফেয়ী ও আহমদ (র.)-সহ বহু মুহাদ্দিস ওলামায়ে কেরামের একটি জামাতের উল্লেখ করেছেন, যাঁদের ব্যাপারে তার উসূলভিত্তিক মন্তব্য নিম্নরূপ–

وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الرَّاوِيَ لَا يَخْلُوْ إِمَّا أَنْ يَكُوْنَ مَعْلُوْمَ الْعَدَالَةِ أَوْ مَعْلُوْمَ الْفِسْقِ، أَوْ مَجْهُوْلَ الْحَالِ، فَإِنْ كَانَتْ عَدَالَتُهُ مَعْلُوْمَةً كَالصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، أَوْ أَفَاضِلِ التَّابِعِيْنَ كَالْحَسَنِ، وَعَطَاءٍ، وَالشَّعْبِيِّ، وَالنَّخَعِيِّ، أَوْ أَجِلَّاءِ الْأَئِمَّةِ كَمَالِكٍ، وَسُفْيَانَ، وَأَبِيْ حَنِيْفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ، وَمَنْ يَجْرِيْ مَجْرَاهُمْ : وَجَبَ قُبُوْلُ خَبَرِهِ، وَلَمْ يَجِبِ الْبَحْثُ عَنْ عَدَالَتِهِ.

"সারকথা হচ্ছে, বর্ণনাকারীর আমানতদারিতা ও বিশ্বস্ততা প্রকাশ্য ও স্পষ্ট হবে, অথবা তার ফাসেকী-খেয়ানত ও অযোগ্যতা স্পষ্ট হবে, অথবা তিনি অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি হবেন। যদি তার আমানতদারিতা ও বিশ্বস্ততা জানাশুনা ও প্রকাশ্য হয়, যেমন– সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম, অথবা শীর্ষ পর্যায়ের তাবেয়ীগণ, যেমন– হাসান, আতা, শা'বী ও নাখায়ী (র.), অথবা যদি শীর্ষ পর্যায়ের ইমামগণ, যেমন– মালেক, সুফয়ান, **আবূ হানীফা,** শাফেয়ী, আহমদ, ইসহাক এবং তাঁদের মতো যারা রয়েছেন, তাঁরা হন– তা হলে তাঁদের হাদীস গ্রহণ করা ওয়াজিব এবং তাঁদের আদালত বিশ্লেষণ করার কোনো প্রয়োজন নেই।–(আললুমা ফী উসুলিল ফিকহ পৃ.- ৪১ বরাতে, মাকানাতুল ইমাম পৃ. ৫২)

এর অর্থ হচ্ছে, আবূ হানীফা, মালেক, শাফেয়ীসহ এসব ওলামায়ে কেরাম এমন পর্যায়ের মুহাদ্দিস ও বর্ণনাকারী যাঁদের নির্ভরযোগ্যতা একটি অকাট্য বিষয়, যাঁদের আদালতের ভিন্ন বিশ্লেষণ প্রয়োজন নেই। ইবনে সালাহ (র.) এ পর্যায়ের মুহাদ্দিসগণের ব্যাপারেই বলেছেন–

فَلَا يُسْأَلُ عَنْ عَدَالَةِ هٰؤُلَاءِ وَأَمْثَالِهِمْ، وَإِنَّمَا يُسْأَلُ عَنْ عَدَالَةِ مَنْ خَفِيَ أَمْرُهُ عَلَى الطَّالِبِيْنَ. (مُقَدَّمَةُ ابْنِ الصَّلَاحِ ص: ١١٥)

"এসব লোক এবং তাঁদের সমপর্যায়ের লোকদের আদালত বা নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে না। সেসব বর্ণনাকারীর আদালত-নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা যায়, যাদের অবস্থা তালেবে ইলমদের কাছে অস্পষ্ট।

–(মুকাদ্দামা ইবনে সালাহ পৃ. ১১৫)

ইমাম সারাখসী (র.)

হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ইমাম এবং ফিকহে হানাফীর বলিষ্ঠ লেখক শামসুল আইম্মা ইমাম আবূ বকর মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ ইবনে আবী সাহল আসসারাখসী (র.) (মৃ. ৪৮৩ হি.) ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর হাদীসী যোগ্যতা সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন–

كَانَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ أَعْلَمَ أَهْلِ عَصْرِهِ بِالْحَدِيْثِ، وَلٰكِنْ لِمُرَاعَاةِ شَرْطِ كَمَالِ الضَّبْطِ قَلَّتْ رِوَايَتُهُ. (أُصُوْلُ الْفِقْهِ : ٣٥٠/١، طبعة دار الكتاب العربي سنة ١٣٧٢)

"আবূ হানীফা (র.) তাঁর জমানায় শ্রেষ্ঠ হাদীসবিদ ছিলেন; কিন্তু হাদীস সংরক্ষণের কঠিন শর্ত রক্ষা করতে গিয়ে তাঁর হাদীস সংখ্যা কম হয়ে গেছে।"

–(উসূলুল ফিকহ ১/৩৫০ বরাতে, মাকানাতুল ইমাম পৃ. ৫৭)

এ উদ্ধৃতি দিয়ে এতটুকু দেখান উদ্দেশ্য যে, আবূ হানীফা (র.) তাঁর জমানায় একজন শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ছিলেন। তাঁর হাদীসের সংখ্যা কম ছিল নাকি বেশি ছিল বা কোন হিসেবে তা কম-বেশি? এ বিষয়টি নিয়ে ভিন্নভাবে আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ। এখানে শুধুমাত্র দেখানো হচ্ছে, পরবর্তী যুগের ওলামায়ে কেরাম ইমাম আবূ হানীফা (র.)-কে কীভাবে গ্রহণ করেছেন।

আলাউদ্দীন কাসানী (র.)

প্রখ্যাত ফকীহ ও মুহাদ্দিস ইমাম আলাউদ্দীন আবূ বকর ইবনে মাসউদ আলকাসানী (র.) (মৃ. ৫৮৭ হি.) তার সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'বাদায়েউস সানায়ে ফী তারতীবিশ শারায়ে' –এর মধ্যে ইমাম আবূ হানীফা (র.) সম্পর্কে লিখেন–

إِنَّهُ كَانَ مِنْ صَيَارِفَةِ الْحَدِيْثِ، وَكَانَ مِنْ مَذْهَبِهِ تَقْدِيْمُ الْخَبَرِ وَإِنْ كَانَ فِيْ حَدِّ الْآحَادِ عَلَى الْقِيَاسِ، بَعْدَ أَنْ كَانَ رَاوِيْهِ عَدْلًا ظَاهِرَ الْعَدَالَةِ.

"আবূ হানীফা (র.) ছিলেন অভিজ্ঞ হাদীস যাচাইকারীদের একজন। তাঁর মাযহাব ছিল, হাদীসকে কেয়াসের উপর প্রাধান্য দেওয়া, যদিও তা খবরে ওয়াহেদ। তবে শর্ত হচ্ছে সেই হাদীসের বর্ণনাকারী আদেল তথা প্রকাশ্য-স্পষ্ট বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী হতে হবে।"

–(বাদায়েউস সানায়ে ৫/১৮৮ বরাতে, মাকানাতুল ইমাম পৃ. ৫৭)

ইমাম কাসানী (র.) তাঁর এ বক্তব্যে ইলমি ময়দানে আবূ হানীফা (র.)-এর দু'টি বৈশিষ্ট্যের কথা তুলে ধরেছেন। এক হচ্ছে, হাদীস যাচাই বাছাইয়ের ক্ষেত্রে তিনি একজন সিদ্ধহস্ত ব্যক্তি ছিলেন। দ্বিতীয়ত তিনি কেয়াসের উপর হাদীসকে প্রধান্য দিতেন, যদি তা খবরে ওয়াহেদও হতো, তবে তাঁর শর্ত ছিল হাদীসের বর্ণনাকারী আমানতদারিতার গুণে গুণান্বিত হতে হবে।

আল্লামা আজলুনী (র.)

শাফেয়ী মাযহাবের এক বিশিষ্ট মুহাদ্দিস আল্লামা ইসমাঈল আলআজলূনী ইবনে মুহাম্মদ জাররাহ (র.) (মৃ. ১১৬২ হি.) ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর ইলমি জীবনের উপর অত্যন্ত তাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন। তিনি তাঁর নিজের একটি হাদীসসমগ্র, যেখানে তিনি নিজস্ব সনদে হাদীসসমূহ একত্র করেছেন, তাঁর সে কিতাবে তিনি আবূ হানীফা (র.) এর মুসনাদটিকেও সংযুক্ত করেছেন। তার সে

কিতাবের নাম হচ্ছে– عِقْدُ الْجَوْهَرِ الثَّمِيْنِ فِيْ أَرْبَعِيْنَ حَدِيْثًا مِنْ أَحَادِيْثِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ যা اَلرِّسَالَةُ الْعَجْلُوْنِيَّةُ নামে প্রসিদ্ধ। আবূ হানীফা (র.)-এর মুসনাদকে সংযুক্ত করতে গিয়ে তিনি বলেন–

وَزِدْتُ عَلٰى مَا فِيْهَا مُسْنَدَ الْإِمَامِ أَبِيْ حَنِيْفَةَ النُّعْمَانِ تَنْوِيْهًا بِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ هٰذَا الشَّانِ. (اَلرِّسَالَةُ الْعَجْلُوْنِيَّةُ ص : ٤)

"এর মাঝে যা আছে এর সঙ্গে 'মুসনাদে আবী হানীফা আননো'মান' সংযুক্ত করেছি একথা প্রকাশ করার জন্য যে, তিনি এ শাস্ত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একজন ব্যক্তি।"–(আররিসালাতুল আজলূনিয়্যাহ পৃ. ৪ বরাতে, মাকানাতুল ইমাম পৃ. ৬৬)

আজালুনী (র.) اَلْإِمَامُ أَبُوْ حَنِيْفَةَ النُّعْمَان-এর উপর একটি গুরুত্বপূর্ণ টীকা লিখেছেন, যার মধ্যে তিনি ইমাম আবূ হানীফা (র.) সম্পর্কে অত্যন্ত তথ্যপূর্ণ ও তাত্ত্বিকভাবে বিশদ আলোচনা করেছেন। তার সেই বিস্তারিত আলোচনাটি হুবহু নিম্নরূপ–

هُوَ إِمَامُ الْأَئِمَّةِ، هَادِي الْأُمَّةِ، أَبُوْ حَنِيْفَةَ النُّعْمَانُ بْنُ ثَابِتٍ اَلْكُوْفِيُّ، وُلِدَ سَنَةَ ثَمَانِيْنَ، وَتَوَفَّاهُ اللهُ تَعَالٰى سَنَةَ مِأَةٍ وَخَمْسِيْنَ مِنَ الْهِجْرَةِ. أَحَدُ مَنْ عُدَّ مِنَ التَّابِعِيْنَ، إِمَامُ الْمُجْتَهِدِيْنَ بِلَا نِزَاعٍ، أَوَّلُ مَنْ فَتَحَ بَابَ الْاِجْتِهَادِ بِالْإِجْمَاعِ، لَا يَشُكُّ مَنْ وَقَفَ عَلٰى فِقْهِهٖ وَفُرُوْعِهٖ، فِيْ سَعَةِ عُلُوْمِهٖ وَجَلَالَةِ قَدْرِهٖ، وَأَنَّهُ كَانَ أَعْلَمَ النَّاسِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، لِأَنَّ الشَّرِيْعَةَ إِنَّمَا تُؤْخَذُ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَمَنْ كَانَ قَلِيْلَ الْبِضَاعَةِ مِنَ الْحَدِيْثِ فَيَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ طَلَبُهُ وَتَحَمُّلُهُ، وَالْجِدُّ وَالتَّشْمِيْرُ فِيْ ذٰلِكَ، لِيَأْخُذَ الدِّيْنَ مِنْ أُصُوْلٍ صَحِيْحَةٍ، وَيَتَلَقَّى الْأَحْكَامَ عَنْ صَاحِبِهَا الْمُبَلِّغِ لَهَا.

وَقَدْ أَجْمَعَ النَّاقِلُوْنَ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْأُصُوْلِ وَأَهْلِ الْحَدِيْثِ أَنَّهُ يُقَدِّمُ الْحَدِيْثَ الصَّحِيْحَ عَلَى الْقِيَاسِ الْمُعْتَبَرِ، نعم لَمْ يَكُنْ هُوَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِنَ الْمُكْثِرِيْنَ كَسَائِرِ الْأَئِمَّةِ، وَلَيْسَ مِنْ شُرُوْطِ الْإِمَامَةِ وَالْاِجْتِهَادِ الْإِكْثَارُ فِي الرِّوَايَةِ لِأَنَّ الْاِجْتِهَادَ إِنَّمَا يَتَوَقَّفُ عَلٰى حِفْظِ السُّنَنِ وَتَحَمُّلِهَا، لَا عَلٰى اَدَائِهَا وَتَبْلِيْغِهَا.

فَالصِّدِّيْقُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِمَامُ الصَّحَابَةِ وَأَفْقَهُهُمْ وَأَحْفَظُهُمْ، لَا يَشُكُّ فِيْهِ مُسْلِمٌ : لَمْ يُكْثِرْ، وَإِنَّمَا رَوٰى أَحَادِيْثَ مَعْدُوْدَةً، وَإِمَامُ الْمُحَدِّثِيْنَ بِالْإِجْمَاعِ إِمَامُ الْأَئِمَّةِ وَإِمَامُ دَارِ الْهِجْرَةِ مَالِكٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَمْ يَصِحَّ عِنْدَهُ إِلَّا مَا فِيْ كِتَابِ الْمُوَطَّأِ، فَهَلْ يَقُوْلُ قَائِلٌ فِيْهِ شَيْئًا.

وَنَحْنُ لَا نُنْكِرُ أَنَّ فِي السُّنَنِ سُنَنًا لَمْ تَبْلُغِ الْإِمَامَ أَبَا حَنِيْفَةَ، أَوْ بَلَغَتْهُ وَ لَمْ تَثْبُتْ عِنْدَهُ صِحَّتُهَا، لٰكِنَّ هٰذَا أَمْرٌ لَا يَمَسُّ شَانَ الْمُجْتَهِدِ، وَقَدْ كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ

عَنْهُ يَرَى رَأْيًا ثُمَّ تَبْلُغُهُ السُّنَّةُ فَيَرْجِعُ، مَعَ أَنَّهُ ثَبَتَ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْأَثَرِ أَنَّ عُمَرَ أَفْقَهُ الصَّحَابَةِ بَعْدَ أَبِيْ بَكْرٍ.

ثُمَّ الطَّاعِنُوْنَ فِيْهِ كَانُوْا يُقِرُّوْنَ بِإِمَامَتِهِ وَتَقَدُّمِهِ مِنْ حَيْثُ لَا يَدْرُوْنَ كَانُوْا يَرْمُوْنَهُ بِالرَّأْيِ، وَلَيْسَ الرَّأْيُ فِيْ سَلَفِنَا إِلَّا قُوَّةَ الْاِطِّلَاعِ عَلَى مَعَانِي النُّصُوْصِ الشَّرْعِيَّةِ، وَعَلَى الْحِكَمِ الْمُعْتَبَرَةِ مِنْ عِنْدِ الشَّارِعِ فِيْ شَرْعِهِ الْأَحْكَامَ، وَلَنْ يَتِمَّ اجْتِهَادٌ، بَلْ وَلَا عِلْمَ إِلَّا بِالْحِفْظِ وَفِقْهِ مَعَانِي الْمَحْفُوْظِ.

فَهُوَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَافِظٌ، حُجَّةٌ، فَقِيْهٌ، لَمْ يُكْثِرْ فِي الرِّوَايَةِ، لِمَا شَدَّدَ فِيْ شُرُوْطِ الرِّوَايَةِ، وَالتَّحَمُّلِ، وَشُرُوْطِ الْقُبُوْلِ. (اَلرِّسَالَةَ الْعَجْلُوْنِيَّةُ ص : ٤-٦، من طبعة مصر سنه ١٣٧٧)

“তিনি হচ্ছেন ইমামদের ইমাম, উম্মতের পথপ্রদর্শক আবূ হানীফা নোমান ইবনে সাবিত আলকূফী। তিনি ৮০ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেছেন আর ১৫০ হিজরিতে আল্লাহ তাঁকে মৃত্যু দিয়েছেন।

তিনি তাবেয়ীনের একজন, মুজতাহিদগণের ইমাম। আর এ নিয়ে কারো দ্বিমত নেই। সর্বসম্মতিক্রমে তিনিই সর্বপ্রথম ইজতেহাদের দরজা উন্মুক্ত করেছেন। যে তাঁর ফিকহ ও মাসায়েল সম্পর্কে অবগত হবে সে তাঁর ইলমের বিস্তৃতি ও মর্যাদার সমুচ্চতার ব্যাপারে সন্দেহ করবে না। এমনিভাবে এ বিষয়েও কারো সন্দেহ হবে না যে, তিনি কিতাব ও সুন্নাহ'র ইলমের ক্ষেত্রে মানুষের মাঝে সর্বাভিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। কেননা শরিয়তের বিধিবিধান কুরআন হাদীস থেকেই নেওয়া হয়। যে ব্যক্তি হাদীসের বিষয়ে রিক্তহস্ত, তার জন্য তা শেখা ও অর্জন করা অবধারিত। কোমর বেঁধে তার জন্য চেষ্টায় লেগে যাওয়া জরুরি, যাতে সে দ্বীনকে তার সহীহ উৎস থেকে আহরণ করতে পারে এবং বিধি-বিধানসমূহ তার প্রচারক সত্তার কাছ থেকে গ্রহণ করতে পারে।

উসূলবিদ ও হাদীসবিদগণের মধ্য থেকে যাঁরা আবূ হানীফা থেকে বর্ণনা করেছেন তাঁরা সবাই এ বিষয়ে একমত যে, তিনি শরিয়তের গ্রহণযোগ্য কেয়াসের উপর সহীহ হাদীসকে প্রাধান্য দেন। তবে হ্যাঁ, তিনি অপরাপর হাদীসের ইমামগণের মতো বহু পরিমাণে হাদীস বর্ণনা করেননি; কিন্তু একজন মুজতাহিদ ইমাম হওয়ার জন্য বহু পরিমাণে বর্ণনা করা শর্ত নয়। কেননা ইজতেহাদের বিষয়টি নির্ভর করে হাদীস অর্জন এবং তা সংরক্ষণের উপর, তা বর্ণনা করা ও প্রচার করার উপর নির্ভর করে না।

যেমন– আবূ বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু সাহাবায়ে কেরামের ইমাম, তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফকীহ ও হাফেযে হাদীস, যে বিষয়ে কোনো মুসলমানের সন্দেহ নেই। কিন্তু তিনি অধিক পরিমাণে বর্ণনা করেননি। তিনি হাতেগোনা কিছুমাত্র বর্ণনা করেছেন। এমনিভাবে মুহাদ্দিসগণের সর্বস্বীকৃত ইমাম, ইমামগণেরও ইমাম এবং ইমামু দারিল হিজরা মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে তাঁর 'মুয়াত্তা' কিতাবের হাদীস ব্যতীত এর বাইরে এমন কিছু সহীহ সাব্যস্ত নেই। কিন্তু এ ব্যাপারে কি কেউ কিছু বলবে?

আমরা একথা অস্বীকার করি না যে, হাদীসসমগ্র থেকে কিছু হাদীস আবূ হানীফা (র.)-এর কাছে পৌঁছেনি, অথবা পৌঁছেছে; কিন্তু তাঁর দৃষ্টিতে তা সহীহ হিসেবে প্রমাণিত হয়নি- এমন হতে পারে। কিন্তু এটি এমন এক বিষয় যা মুজতাহিদের মাকামকে স্পর্শ করতে পারে না। ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহুরও এমন হত যে, তিনি কোনো বিষয়ে মত পেশ করতেন, এরপর তাঁর কাছে হাদীস পৌঁছলে তিনি সে মত থেকে ফিরে আসতেন। অথচ আহলে ইলম হাদীসবিদ সম্প্রদায়ের কাছে একথা স্বীকৃত যে, আবূ বকর (রা.)-এর পর সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ফকীহ হচ্ছেন ওমর (রা.)।

এরপর আবূ হানীফা (র.)-এর সমালোচকরা নিজেদের অজান্তেই তাঁকে ইমাম ও অগ্রগণ্য ব্যক্তি হিসেবে স্বীকার করত। তারা তাঁকে 'রায়ে'র অভিযোগে অভিযুক্ত করত। অথচ সলফে সালেহীনের জমানায় 'রায়ে'র অর্থ ছিল শরিয়ত সংশ্লিষ্ট হাদীস ও আয়াতের মর্ম অনুধাবনের শক্তি। এরকমভবে শরিয়ত প্রবর্তনের ক্ষেত্রে শরিয়ত প্রবর্তকের পক্ষ থেকে যেসব গ্রহণযোগ্য রহস্য তার মাঝে লুক্কায়িত আছে তা অনুভব করতে পারার শক্তি হচ্ছে 'রায়'। আর ইজতেহাদ বরং যে কোনো ইলম সংরক্ষণ করা ব্যতীত এবং সংরক্ষিত ইলমের যথাযথ অনুধাবন ব্যতীত পূর্ণতায় পৌঁছতে পারে না।

তাই আবূ হানীফা (র.) ছিলেন হাফেযে হাদীস, হুজ্জাত ও ফকীহ। তিনি বেশি বর্ণনা করেননি, কেননা বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি কঠিন শর্তারোপ করেছেন। এমনিভাবে হাদীস সংগ্রহ ও তা গ্রহণের শর্তের মাঝেও কঠোরতা করেছেন।"

–(আররিসালাতুল আজলুনিয়্যাহ পৃ. ৪-৬ বরাতে, প্রাগুক্ত ৬৪-৬৬)

আবূ হানীফা (র.)-এর ইলমি অবস্থান সম্পর্কে এ হচ্ছে শাফেয়ী মাযহাবের একজন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইমামের মূল্যায়ন, যিনি হাদীসের ও ইলমে হাদীসের বহুমুখী খেদমত করছেন, যিনি হাদীসের সার্বিক বিষয়ে একজন সচেতন ব্যক্তি ছিলেন।

ইমাম সুয়ূতী (র.)

শাফেয়ী মাযহাবের আরেক আলোচিত ব্যক্তিত্ব বহু গ্রন্থ প্রণেতা শায়েখ ইমাম আল্লামা জালালুদ্দীন আবুল ফযল আব্দুর রহমান ইবনে আবূ বকর আসসুয়ূতী (র.) (মৃ. ৯১১ হি.) বিশিষ্ট হাফেযে হাদীস যিনি হাদীসের বহুমুখী খেদমত করেছেন। আবূ হানীফা (র.)-এর মানাকিব সম্পর্কে তিনি একটি কিতাব রচনা করছেন, সে কিতাবের একটি শিরোনাম হচ্ছে– ذِكْرُ تَبْشِيْرِ النَّبِيِّ ﷺ بِهِ -'আবূ হানীফা সম্পর্কে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎ সুসংবাদ'।

এ শিরোনামে ইমাম সুয়ূতী আলোচনা করতে গিয়ে (র.) বলেন–

قَدْ ذَكَرَ الْأَئِمَّةُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَشَّرَ بِالْإِمَامِ مَالِكٍ فِيْ حَدِيْثٍ : يُوْشِكُ اَنْ يَضْرِبَ النَّاسُ اَكْبَادَ الْإِبِلِ يَطْلُبُوْنَ الْعِلْمَ فَلَا يَجِدُوْنَ اَحَدًا اَعْلَمَ مِنْ عَالِمِ الْمَدِيْنَةِ. وَبَشَّرَ بِالْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ فِيْ حَدِيْثٍ : لَا تَسُبُّوْا قُرَيْشًا فَاِنَّ عَالِمَهَا يَمْلَأُ الْاَرْضَ عِلْمًا. اَقُوْلُ : قَدْ بَشَّرَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْإِمَامِ اَبِيْ حَنِيْفَةَ فِي الْحَدِيْثِ الَّذِىْ اَخْرَجَهُ اَبُوْ نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : لَوْ كَانَ الْعِلْمُ بِالثُّرَيَّا لَتَنَاوَلَهُ رِجَالٌ مِنْ اَبْنَاءِ فَارِسَ.

وَاَخْرَجَ الشِّيْرَازِيُّ فِي "الْاَلْقَابِ" عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعَدِ بْنِ عُبَادَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : لَوْ كَانَ الْعِلْمُ مُعَلَّقًا بِالثُّرَيَّا لَتَنَاوَلَهُ قَوْمٌ مِنْ اَبْنَاءِ فَارِسَ.

وَحَدِيْثُ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَصْلُهُ فِيْ صَحِيْحِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ بِلَفْظٍ : لَوْ كَانَ الْاِيْمَانُ عِنْدَ الثُّرَيَّا لَتَنَاوَلَهُ رِجَالٌ مِنْ فَارِسَ.

وَفِيْ لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ : لَوْ كَانَ الْاِيْمَانُ عِنْدَ الثُّرَيَّا لَذَهَبَ بِهِ رَجُلٌ مِنْ اَبْنَاءِ فَارِسَ حَتّٰى يَتَنَاوَلَهُ.

وَحَدِيْثُ قَيْسِ بْنِ سَعَدٍ فِيْ مُعْجَمِ الطَّبَرَانِيِّ الْكَبِيْرِ بِلَفْظٍ : لَوْ كَانَ الْاِيْمَانُ مُعَلَّقًا بِالثُّرَيَّا لَا تَنَالُهُ الْعَرَبُ لَنَالَهُ رِجَالُ فَارِسَ.

وَفِيْ مُعْجَمِ الطَّبَرَانِيِّ اَيْضًا عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : لَوْ كَانَ الدِّيْنُ مُعَلَّقًا بِالثُّرَيَّا لَتَنَاوَلَهُ نَاسٌ مِنْ اَبْنَاءِ فَارِسَ.

فَهٰذَا اَصْلٌ صَحِيْحٌ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ فِي الْبَشَارَةِ وَالْفَضِيْلَةِ، نَظِيْرًا لِحَدِيْثَيْنِ الَّذَيْنِ فِي الْاِمَامَيْنِ، وَيُسْتَغْنَى بِهِ عَنِ الْخَبَرِ الْمَوْضُوْعِ. (تَبْيِيْضُ الصَّحِيْفَةِ ص : ٦٠)

"হাদীসের ইমামগণ বলেছেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্নোক্ত হাদীসে ইমাম মালেক (র.) সম্পর্কে সুসংবাদ দিয়েছেন।

এমন সময় আসবে যখন মানুষ উটের বুকে চাবুক মেরে মেরে ইলমের অন্বেষণে ঘুরে বেড়াবে। তখন তারা মদীনার আলেমদের চেয়ে বড় আলেম কোথাও খুঁজে পাবে না। এরকমভাবে ইমাম শাফেয়ী (র.) সম্পর্কে নিম্নোক্ত হাদীসে সুসংবাদ দিয়েছেন।

"তোমরা কুরাইশদের গালি দিও না, কেননা তাদের আলেম এ জমিনকে ইলমে পূর্ণ করে দেবে।"

আমি [সুয়ূতী] বলি, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্নোক্ত হাদীসে আবূ হানীফা (র.) সম্পর্কে সুসংবাদ দিয়েছেন। আবূ নোয়াইম (র.) তাঁর 'আলহিলয়া' গ্রন্থে আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন–

আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইলম যদি সুরাইয়া তারকার কাছেও থাকে পারসিক সন্তানদের কিছু লোক সেখান থেকেও তা নিয়ে আসবে।

শীরাযী (র.) তাঁর 'আলআলকাব' কিতাবে কায়েস ইবনে সা'দ ইবনে উবাদা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন–

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইলম যদি সুরাইয়া তারকার সঙ্গেও ঝুলানো থাকে, তাহলে পারসিক সন্তানদের একটি দল সেখান থেকেও ইলমকে নিয়ে আসবে।

আবূ হোরায়রার হাদীসের মূল বক্তব্যটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে নিম্নোক্ত শব্দে রয়েছে–

ঈমান যদি সুরাইয়া তারকার কাছেও থাকে তবু পারস্যের কিছু মানুষ তা অর্জন করে নেবে।

সহীহ মুসলিমের ভাষ্য নিম্নরূপ–

ঈমান যদি সুরাইয়া তারকার কাছেও থাকে তবু পারসিক সন্তানদের এক ব্যক্তি সেখানে পৌঁছে যাবে এবং তা অর্জন করে ফেলবে।

কায়েস ইবনে সা'দের হাদীসটি তবরানী (র.)-এর 'আলমু'জামুল কাবীর' গ্রন্থে নিম্নোক্ত শব্দে এসেছে–

ঈমান যদি সুরাইয়া তারকার সঙ্গেও ঝুলানো থাকে তা আরবরা পাবে না, কিন্তু পারস্যের কিছু লোক তা অর্জন করে নেবে।

তাবারানী (র.) এর মু'জামে কাবীরেই ইবনে মাসঊদ (রা.) থেকে নিম্নোক্ত বর্ণনা রয়েছে।

ইবনে মাসউদ (রা.) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দ্বীন যদি সুরাইয়া তারকার সঙ্গেও ঝুলানো থাকে তবে পারসিকদের সন্তানদের কিছু লোক সেখান থেকেও তা উদ্ধার করে নিয়ে আসবে।

সুতরাং এটি এমন একটি সহীহ ও ভিত্তিবহুল হাদীস, সুসংবাদ ও মর্যাদার প্রকাশের ক্ষেত্রে যার উপর নির্ভর করা যায়। যা মালেক ও শাফেয়ী (র.) দুই ইমাম সম্পর্কীয় দুই হাদীসের মতোই। এ হাদীসের পর কোনো জাল হাদীসের আর প্রয়োজন থাকে না।"

–(তাবয়ীযুস সাহীফা পৃ. ৫৮-৬০, মুদ্রণ, দারুল আরকাম, বৈরুত)

ইমাম সুয়ূতী (র.) তাঁর উপরিউক্ত দীর্ঘ আলোচনায় নিশ্চয়তার সাথে বলতে চেয়েছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্ত সুসংবাদের বাস্তব প্রতিফলন হচ্ছে ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) ও তাঁর ইলমি জীবন। আর হাদীসটি যে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে তাও তিনি বিশ্লেষণ করে দেখিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং আবূ হানীফার প্রতি ইমাম সুয়ূতী (র.)-এর আস্থার মাত্রা এখান থেকেই অনুমান করা যায়।

আবূ হানীফা (র.) ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভবিষ্যৎ– সুসংবাদ সম্পর্কে ইমাম সুয়ূতী (র.) যে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন, এর যথার্থতা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ইমাম সুয়ূতী (র.)-এর এক শাগরেদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেছেন। ইমাম ইবনে হাজার আলহাইতামী আলমক্কী আশশাফেয়ী (র.) তাঁর 'আলখায়রাতুল হিসান' গ্রন্থে লিখেন–

قَالَ بَعْضُ تَلَامِذَةِ الْجَلَالِ السُّيُوْطِيِّ : وَمَا يَجْزِمُ بِهِ شَيْخُنَا مِنْ اَنَّ الْاِمَامَ اَبَا حَنِيْفَةَ هُوَ الْمُرَادُ مِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ ظَاهِرٌ لَا شَكَّ فِيْهِ، لِاَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْ اَحَدٌ اَىْ فِىْ زَمَنِهٖ مِنْ اَبْنَاءِ الْفَارِسِ فِي الْعِلْمِ مَبْلَغَهُ وَلَا مَبْلَغَ اَصْحَابِهٖ، وَفِيْهِ مُعْجِزَةٌ ظَاهِرَةٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ حَيْثُ اَخْبَرَ بِمَا يَقَعُ ... (مِنْ حَاشِيَةِ تَبْيِيْضِ الصَّحِيْفَةِ ص ٦١/٦٠)

"জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.)-এর এক শাগরেদ বলেছেন, উপরিউক্ত হাদীস দ্বারা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-ই উদ্দেশ্য– এ বিষয়ে যে আমাদের শায়েখ নিশ্চিত করে দাবি করেছেন এটি খুবই স্পষ্ট এবং এতে কোনো প্রকার সন্দেহ নেই। কেননা পারসিক সন্তানদের মধ্যে কেউই তাঁর জমানায় ইলমের ময়দানে তাঁর সমপর্যায়ে পৌঁছতে পরেনি, এমনকি তাঁর শাগরেদের সমপর্যায়েও পৌঁছতে পারেনি। আর এরই মাঝে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্পষ্ট মু'জিযার বহিঃপ্রকাশ রয়েছে। কেননা তিনি এর মাধ্যমে ভবিষ্যতে ঘটিতব্য বিষয়ে খবর দিয়েছেন।–(টীকা, তাবয়ীযুস সাহিফা পৃ. ৬০-৬১)

সুয়ূতী (র.)-এর এ শাগরেদ সুয়ূতী (র.)-এর আরেকটি কথার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, আর তা হচ্ছে এখানে উল্লিখিত সহীহ হাদীসসমূহের মধ্যে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর যে মাকাম-মর্যাদা সাব্যস্ত হয়েছে, রাসূলে পাকের এমন ভবিষ্যদ্বাণীর মাধ্যমে তাঁর যে ফজিলত প্রমাণিত হয়েছে তা-ই যথেষ্ট। এরপর তাঁর ফজিলত প্রমাণিত করার জন্য জাল ও মাওযূ হাদীসের আশ্রয় নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। যেমন কোনো কোনো অসাধু ব্যক্তি তা করেছে। বস্তুত জাল হাদীস দিয়ে কারো মর্যাদা বড়ানো যায় না; বরং তা আরো কমে যায়। সুয়ূতী (র.) আমানতদারিতার সাথে সংক্ষেপে এ বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। আর তাঁর শাগরেদ উদাহরণসহ বিষয়টিকে বিশ্লেষণ করে দিয়েছেন যা অত্যন্ত জরুরী বিষয়।

ইবনে আল্লান আলআলাবী (র.)

হিজরি একাদশ শতাব্দীর একজন প্রখ্যাত আলেম স্বীকৃত মুহাদ্দিস আল্লামা ইমাম মুহাম্মদ আলী ইবনে মুহাম্মদ আল্লান ইবনে ইবরাহীম আসসিদ্দীকী আলআলাবী আশশাফেয়ী (র.) (মৃ. ১০৫৭ হি.), হেজায এলাকার মুফাসসির ও মুহাদ্দিস হিসেবে অত্যন্ত খ্যতিমান ব্যক্তি। তিনি তাঁর اَلْفُتُوْحَاتُ الرَّبَّانِيَّةُ فِي الْأَذْكَارِ النَّبَوِيَّةِ গ্রন্থে ইমাম আবূ হানীফা (র.) সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি সেখানে ইমাম আযমের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও ইলমি অবস্থান তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন-

اَلْإِمَامُ أَبُوْ حَنِيْفَةَ هُوَ الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ، وَالْعَلَمُ الْمُفْرَدُ الْمُكَرَّمُ، إِمَامُ الْأَئِمَّةِ، اَلْمُتَّفَقُ عَلَى عُلُوِّ مَرْتَبَتِهِ، وَوُفُوْرِ عِلْمِهِ، وَزُهْدِهِ، وَتَمَلِّيْهِ مِنَ الْعُلُوْمِ الْبَاطِنَةِ فَضْلًا عَنِ الظَّاهِرَةِ بِمَا فَاقَ بِهِ أَهْلَ عَصْرِهِ، وَفَاقَ بِحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ وَاِذَاعَةِ ذِكْرِهِ مِنْ اَكَابِرِ التَّابِعِيْنَ : اَلنُّعْمَانُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ زُوْطَى بْنِ مَاهٍ، مَوْلَى تَيْمِ اللهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ.

ইমাম আবূ হানীফা (র.)- তিনি হচ্ছেন ইমামে আ'যম। অদ্বিতীয় সম্মানিত মহাপুরুষ, ইমামগণের ইমাম। তাঁর মকাম-মর্যাদার শীর্ষ অবস্থান, ইলম ও যুহদের পরিপূর্ণতা এবং যাহেরী ও বাতেনী ইলমে তাঁর টইটম্বুর হৃদয়ের বিষয়টি সর্বজন স্বীকৃত। যার দ্বারা তিনি তাঁর জমানার সবার উপরে স্থান পেয়েছেন। এমনিভাবে তাঁর ব্যাপারে বড় বড় তাবেয়ীনে কেরামের সুন্দর সুন্দর প্রশংসা বাণী ও ব্যাপক জনশ্রুতির কারণেও তিনি সবার শীর্ষে পৌছে গেছেন- নো'মান ইবনে সাবেত ইবনে যূত্বা ইবনে মাহ মাওলা তাইমিল্লাহ ইবনে সা'লাবা।"
-(আলফুতুহাতুর রাব্বানিয়্যাহ ২/১৫৫-১৫৬, بَابُ تَكْبِيْرَةِ الْإِحْرَامِ বরাতে মাকানাতুল ইমাম পৃ. ১১১)

ইবনে আল্লান (র.) আবূ হানীফা (র.) সম্পর্কে প্রশংসাসূচক এ শব্দগুলো ব্যবহার করার পর আবূ হানীফা (র.)-এর বংশধারা সম্পর্কে কিঞ্চিত আলোচনা করেছেন। আলোচনা করতে গিয়ে আবূ হানীফা (র.)-এর নাতি ইসমাঈল ইবনে হাম্মাদের একটি কথা উদ্ধৃত করেছেন, তিনি বলেন–

ذَهَبَ زُوْطٰى بِثَابِتٍ ابْنِهِ اِلٰى عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ، وَهُوَ صَغِيْرٌ فَدَعَا بِالْبَرَكَةِ فِيْهِ وَفِيْ ذُرِّيَّتِهِ، وَنَحْنُ نَرْجُو اللهَ اَنْ يَكُوْنَ ذٰلِكَ قَدْ اُسْتُجِيْبَ فِيْنَا.

"যূত্বা তাঁর ছেলে সাবেতকে নিয়ে আলি ইবনে আবী তালেবের দরবারে গিয়েছিলেন, সাবেত তখন ছোট বাচ্চা। তখন আলী (রা.) সাবেত ও সাবেতের বংশধরদের জন্য বরকতের দোয়া করেছিলেন। আমরা আল্লাহর কাছে আশা রাখি যে, আল্লাহ তা'আলা আমাদের ব্যাপারে আলী (রা.)-এর এ দোয়া কবুল করছেন।" –(প্রাগুক্ত)

ইবনে আল্লান (র.) ইসমাঈল ইবনে হাম্মাদের এ উক্তিটি উল্লেখ করার পর লিখেন–

وَهُوَ كَمَا رَجَا اِسْمَاعِيْلُ فَقَدْ بَارَكَ اللهُ فِيْ جَدِّهٖ اَبِيْ حَنِيْفَةَ بَرَكَةً لَا نِهَايَةَ لِاَقْصَاهَا، وَلَا حَدَّ لِمُنْتَهَاهَا، وَبَارَكَ فِيْ اَتْبَاعِهٖ، فَكَثُرُوْا فِيْ سَائِرِ الْاَقْطَارِ، وَظَهَرَ عَلَيْهِمْ مِنْ بَرَكَةِ اِخْلَاصِهٖ وَصِدْقِهٖ مَا اشْتَهَرَ بِهٖ فِيْ سَائِرِ الْاَمْصَارِ.

"ইসমাঈল যে আশা করেছেন তা প্রতিফলিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর দাদা আবূ হানীফা (র.) উপর এমন বরকত ঢেলে দিয়েছেন যার কোনো সীমা পরিসীমা নেই, যার দিগন্তের কোনো ঠিকানা নেই। তাঁর অনুসারীদের মধ্যেও আল্লাহ বরকত দিয়েছেন, ফলে প্রতিটি ভুখণ্ডে তারা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাদের মাঝে আবূ হানীফা (র.)-এর নিষ্ঠা ও সততার বরকত প্রতিফলিত হয়েছে, যার দরুন তিনি প্রতিটি শহরে বন্দরে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। –(প্রাগুক্ত)

ইবনে আল্লান (র.) আলোচনা করতে গিয়ে আরো বলেন–

وَكَانَ حَسَنَ الثِّيَابِ، طِيْبَ الرِّيْحِ، يُعْرَفُ بِرِيْحِ الطِّيْبِ اِذَا اَقْبَلَ، حَسَنَ الْمَجْلِسِ، كَثِيْرَ الْكَرَمِ، حُسْنَ الْمُوَاسَاةِ لِاِخْوَانِهٖ، رُبْعَةً، وَقِيْلَ : كَانَ طِوَالًا، اَحْسَنَ النَّاسِ مَنْطِقًا، وَاَحْلَاهُمْ نَغْمَةً. (اَلْمَصْدَرُ السَّابِقُ)

"তিনি ছিলেন সুন্দর পোষাকধারী, সুগন্ধময়, তিনি যখন আসতেন তখন তাঁর আতরের ঘ্রাণ থেকেই তা বোঝা যেত। বসার আদব খুব সুন্দর ছিল। অত্যন্ত অনুগ্রহশীল ছিলেন। ভাই-বন্ধুর প্রতি সহমর্মিতা ছিল প্রশংসনীয়, মধ্যম গড়নের ছিলেন, কেউ বলেছেন, লম্বা ছিলেন। সবার চেয়ে সুন্দর করে কথা বলতেন, তার সুরও ছিল অত্যন্ত মিষ্ট।" –(প্রাগুক্ত)

ইবনে আল্লান (র.) আরো বহু আইম্মায়ে কেরাম থেকে ইমাম আবূ হানীফা (র.) সম্পর্কে প্রশংসাসূচক মন্তব্যসমূহ উদ্ধৃতি করে পরে বলেছেন– وَفَضَائِلُهٗ كَثِيْرَةٌ "তার মাকাম-মর্যাদা প্রকাশক আরো বহু কিছু রয়েছে।" অর্থাৎ নমুনা স্বরূপ কিছু মাত্র দেখানো হয়েছে, নচেৎ তাঁর যোগ্যতা ও গুণাগুণের ফিরিস্তি অনেক যা বলে শেষ করার মতো নয়।

আব্দুল ওয়াহাব শা'রানী (র.)

শাফেয়ী মাযহাবের বিশিষ্ট ফকীহ মুহাদ্দিস ও বুজুর্গ ব্যক্তিত্ব ইমাম আব্দুল ওয়াহাব শা'রানী (র.) (মৃ. ৯৭৩ হি.)। তিনি মিসরের কায়রোতে জীবনযাপন করেছেন। বহু বড় মাপের গ্রন্থ রচনা করেছেন। মুসলিম বিশ্বের সর্বজন স্বীকৃত ব্যক্তি হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা (র.) সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত তাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন। তাঁর সে দীর্ঘ আলোচনাটি উল্লেখ করার প্রয়োজন রয়েছে। বিষয়টিকে তিনি অনেক উপর থেকে বিশ্লেষণ করছেন, তিনি বলেন–

وَأَمَّا مَا نُقِلَ عَنِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِيْنَ فِيْ ذَمِّ الرَّأْيِ، فَأَوَّلُهُمْ تَبَرِّيًا مِنْ كُلِّ رَأْيٍ يُخَالِفُ ظَاهِرَ الشَّرِيْعَةِ الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ أَبُوْ حَنِيْفَةَ النُّعْمَانُ بْنُ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، خِلَافَ مَا يُضِيْفُهُ إِلَيْهِ بَعْضُ الْمُتَعَصِّبِيْنَ، وَيَا فضيحته يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْإِمَامِ إِذَا وَقَعَ الْوَجْهُ فِي الْوَجْهِ، فَإِنَّ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهٖ نُوْرٌ لَا يَتَجَرَّأُ أَنْ يَذْكُرَ أَحَدًا مِنَ الْأَئِمَّةِ بِسُوْءٍ.

وَأَيْنَ الْمَقَامُ مِنَ الْمَقَامِ؟ إِذِ الْأَئِمَّةُ كَالنُّجُوْمِ فِي السَّمَاءِ، وَغَيْرُهُمْ كَأَهْلِ الْأَرْضِ الَّذِيْنَ لَا يَعْرِفُوْنَ مِنَ النُّجُوْمِ إِلَّا خَيَالَهَا عَلٰى وَجْهِ الْمَاءِ! وَقَدْ رَوَى الشَّيْخُ مُحِيُ الدِّيْنِ فِي الْفُتُوْحَاتِ الْمَكِّيَّةِ "بِسَنَدِهٖ إِلَى الْإِمَامِ أَبِيْ حَنِيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهٗ كَانَ يَقُوْلُ : إِيَّاكُمْ وَالْقَوْلَ فِيْ دِيْنِ اللهِ تَعَالٰى بِالرَّأْيِ وَعَلَيْكُمْ بِاتِّبَاعِ السُّنَّةِ فَمَنْ خَرَجَ عَنْهَا ضَلَّ". (اَلْمِيْزَانُ الْكُبْرٰى : ١/٥٤-٥٥)

"প্রখ্যাত চার ইমাম থেকে রায় ও যুক্তির নিন্দা সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে তন্মধ্যে সর্বপ্রথম ব্যক্তি হচ্ছেন ইমামে আ'যম আবূ হানীফা নো'মান ইবনে সাবিত (র.)। যিনি বাহ্যিক শরিয়তের পরিপন্থি সবধরনের রায় থেকে মুক্ত। কট্টরপন্থিরা তাঁর সম্পর্কে যা বলে থাকে বাস্তবতা তার সম্পূর্ণ বিপরীত। সে ব্যক্তি কেয়ামতের দিন যখন ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মুখোমুখি হবে তখন সে কত বড় লজ্জাজনক অবস্থায়ই-না পতিত হবে। কেননা যার অন্তরে নূর থাকবে সে কখনো কোনো ইমামের সমালোচনা করতে সাহস করবে না।

দুই স্তরের মাঝে কত ব্যবধান! ইমামগণ হচ্ছেন আকাশের তারার মতো, আর অন্যরা হচ্ছে জমিনবাসীর মতো, যারা আকাশের তারাকে পানির উপর স্বপ্ন বোনার মতো মনে করে। শায়খ মুহিউদ্দীন (র.) তাঁর 'আলফুতহাতুল মাক্কিয়্যা' গ্রন্থে নিজস্ব সনদে ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আল্লাহু তা'আলার দ্বীনের বিষয়ে রায় ও যুক্তির ভিত্তিতে কিছু বলা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখ এবং তোমরা সুন্নতের অনুসরণকে শক্তভাবে ধর। কেননা যে সুন্নতের অনুসরণ থেকে বেরিয়ে যাবে সে ভ্রষ্ট হয়ে যাবে।" –(আলমীযানুল কুবরা ১/৫৪-৫৫ বরাতে, মাকানাতুল ইমাম পৃ. ১১৪)

ইমাম শারানী (র.) আবূ হানীফা তথা সকল ইমামের মাকাম-মর্যাদা এবং রায়ের ব্যাপারে তাঁর মনোভাবের প্রতি সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিত করে পরে তাঁদের অবস্থানকে আরো ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেন–

وَالْعُلَمَاءُ أُمَنَاءُ الشَّارِعِ عَلٰى شَرِيْعَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ، فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِمْ فِيْمَا بَيَّنُوْهُ لِلْخَلْقِ، وَاسْتَنْبَطُوْهُ مِنَ الشَّرِيْعَةِ، لَا سِيَّمَا الْاِمَامُ اَبُوْ حَنِيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَلَا يَنْبَغِيْ لِاَحَدٍ الْاِعْتِرَاضِ عَلَيْهِ، لِكَوْنِهِ مِنْ اَجَلِّ الْاَئِمَّةِ وَاَقْدَمِهِمْ تَدْوِيْنًا لِلْمَذْهَبِ، وَاَقْرَبِهِمْ سَنَدًا اِلٰى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، وَمُشَاهِدًا لِفِعْلِ اَكَابِرِ التَّابِعِيْنَ مِنَ الْاَئِمَّةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ اَجْمَعِيْنَ.

وَكَيْفَ يَلِيْقُ بِاَمْثَالِنَا الْاِعْتِرَاضَ عَلٰى اِمَامٍ عَظِيْمٍ، اَجْمَعَ النَّاسُ عَلٰى جَلَالَتِهِ، وَعِلْمِهِ وَوَرَعِهِ، وَزُهْدِهِ، وَعِفَّتِهِ، وَعِبَادَتِهِ، وَكَثْرَةِ مُرَاقَبَتِهِ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَخَوْفِهِ مِنْهُ طُوْلَ عُمُرِهِ، مَا هٰذَا وَاللهِ الْاَعْمٰى فِي الْبَصِيْرَةِ. (اَلْمِيْزَانُ الْكُبْرٰى : ٦٩/١)

"ওলামায়ে কেরাম হচ্ছেন শরিয়ত প্রবর্তকের অনুপস্থিতিতে তাঁর শরিয়তের বিশ্বস্ত প্রতিনিধি। অতএব, মানুষের জন্য তাঁরা যা বিশ্লেষণ করে গেছেন এবং শরীয়তের যে বিষয়গুলো উদ্ঘাটন করে গেছেন সেসব বিষয়ে তাঁদের উপর কোনো প্রকার আপত্তি চলবে না। বিশেষত ইমাম আবূ হানীফা (র.)। তাই তাঁর উপর আপত্তি উত্থাপন করা কারো জন্যই উচিত নয়। কেননা ইমামদের মধ্যে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ এবং মাযহাব সংকলনের দিক থেকে তিনি সবার আগের। আর সনদ তথা হাদীসের বর্ণনা সূত্রের দিক থেকে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে বেশি কাছাকাছি স্থানে অবস্থানকারী। আইম্মায়ে কেরামের মধ্য থেকে তিনি শীর্ষ পর্যায়ের তাবেয়ীগণের আমল দেখেছেন।

আমাদের মতো ব্যক্তিদের জন্য একজন এমন মহান ইমামের উপর আপত্তি করা কীভাবে শোভা পায় যাঁর শ্রেষ্ঠত্ব, ইলম, তাকওয়া, দুনিয়াবিমুখতা, পবিত্রতা,

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ধ্যান ও খেয়াল এবং সারা জীবন আল্লাহকে ভয় করার বিষয়টি সর্বজন স্বীকৃত। আল্লাহর কসম! এ আচরণ অন্ধত্ব ছাড়া আর কিছুই নয়।”–(আলমীযানুল কুবরা ১/৬৯ বরাতে, প্রাগুক্ত ১১৫)

আব্দুল ওয়াহাব শা'রানী (র.) বলেন, আইম্মায়ে কেরাম তথা মুজতাহিদ ইমামগণ শরিয়ত প্রবর্তক ও মানুষের মাঝে দ্বীন ও শরিয়তের বিষয়ে মধ্যস্ততা করে থাকেন। আর সেক্ষেত্রে তাঁরা ছিলেন অত্যন্ত আমানতদার। তাঁরা এমন এক পর্যায়ে অবস্থান করছেন, যেখানে পৌঁছা আমাদের মতো সাধারণ মুসলমানদের দ্বারা সম্ভব নয়। সুতরাং তাঁদের সমালোচনা, তাঁদের উপর আপত্তি করা আমাদের জন্য মোটেই শোভা পায় না।

ইমাম শা'রানী (র.) পরবর্তী প্রজন্মকে সতর্ক করে বলেন–

وَإِيَّاكَ اَنْ تَخُوْضَ مَعَ الْخَائِضِيْنَ فِيْ اَعْرَاضِ الْأَئِمَّةِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَتَخْسَرُ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ، فَاِنَّ الْاِمَامَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ مُتَقَيِّدًا بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مُتَبَرِّئًا مِنَ الرَّأْيِ، كَمَا قَدَّمْنَا لَكَ فِيْ عِدَّةِ مَوَاضِعَ مِنْ هٰذَا الْكِتَابِ.

وَمَنْ فَتَّشَ مَذْهَبَهٗ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَجَدَهٗ مِنْ اَكْثَرِ الْمَذَاهِبِ احْتِيَاطًا فِي الدِّيْنِ، وَمَنْ قَالَ غَيْرَ ذٰلِكَ فَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ الْجَاهِلِيْنَ الْمُتَعَصِّبِيْنَ الْمُنْكِرِيْنَ عَلٰى أَئِمَّةِ الْهُدٰى بِفَهْمِهِ السَّقِيْمِ، وَحَاشَا ذٰلِكَ الْاِمَامُ الْاَعْظَمُ مِنْ مِثْلِ ذٰلِكَ حَاشَاهُ، بَلْ هُوَ اِمَامٌ عَظِيْمٌ مُتَّبَعٌ اِلٰى انْقِرَاضِ الْمَذَاهِبِ كُلِّهَا.

“তুমি না জেনে ইমামগণের ব্যাপারে যারা সামালোচনায় লিপ্ত থাকে তাদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়া থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখ, কারণ এতে তোমার দুনিয়া আখেরাত বরবাদ হয়ে যাবে। কেননা ইমাম আবূ হানীফা (র.) কিতাব ও সুন্নতের উপর অটল ছিলেন, রায় থেকে মুক্ত ছিলেন, যেমন এ কিতাবের বিভিন্ন জায়গায় তোমদের সামনে আমরা বিষয়টি তুলে ধরেছি।

যে ব্যক্তি ইমাম আবূ হানীফার মাযহাব বিশ্লেষণ করবে সে দেখতে পাবে যে, সকল মাযহাবের মধ্যে এ মাযহাবটিই দ্বীনের ব্যাপারে সর্বাধিক সতর্কতার উপর প্রতিষ্ঠিত। কেউ যদি এর বিপরীত দাবি করে তা হলে তারা কট্টরপন্থি মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত, যারা তাদের দুর্বল মেধা ও বুঝ শক্তি দিয়ে হেদায়েতের অগ্রপথিকদের উপর কটাক্ষ করে। ইমাম আযম এসব কিছু থেকে অনেক অনেক দূরে; বরং তিনি হচ্ছেন মহান ইমাম যিনি সকল মাযহাব বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া পর্যন্ত অনুসৃত হয়ে থাকবেন।” –(প্রাগুক্ত)

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অনুসরণ এবং তাঁর মাযহাবের প্রতি মুসলমানদের অধিক পরিমাণের ঝোঁকের বিষয়টি আলোচনা করতে গিয়ে শা'রানী (র.) বলেন–

وَاَتْبَاعُهُ لَنْ يَزَالُوْا فِيْ ازْدِيَادٍ كُلَّمَا تَقَارَبَ الزَّمَانُ، وَفِيْ مَزِيْدِ اعْتِقَادٍ فِيْ اَقْوَالِهِ، وَاَقْوَالِ اَتْبَاعِهِ، وَقَدْ قَدَّمْنَا قَوْلَ إِمَامِنَا الشَّافِعِيِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ : اَلنَّاسُ كُلُّهُمْ عِيَالٌ فِي الْفِقْهِ عَلٰى اَبِيْ حَنِيْفَةَ.

وَقَدْ ضُرِبَ بَعْضُ اَتْبَاعِهِ وَحُبِسَ لِيُقَلِّدَ غَيْرَهُ مِنَ الْاَئِمَّةِ، فَلَمْ يَفْعَلْ، وَمَا ذٰلِكَ وَاللهِ سدى، وَلَا عِبْرَةَ لِكَلَامِ بَعْضِ الْمُتَعَصِّبِيْنَ فِيْ حَقِّ الْاِمَامِ، وَلَا لِقَوْلِهِمْ: اِنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ اَهْلِ الرَّأْيِ، بَلْ كَلَامُ مَنْ يَطْعَنُ فِيْ هٰذَا الْاِمَامِ عِنْدَ الْمُحَقِّقِيْنَ يُشْبِهُ الْهَذَيَانَاتِ.

وَلَوْ اَنَّ هٰذَا الَّذِيْ طَعَنَ فِي الْاِمَامِ، كَانَ لَهُ قَدَمٌ فِيْ مَعْرِفَةِ مَنَازِعِ الْمُجْتَهِدِيْنَ، وَدِقَّةِ اسْتِنْبَاطَاتِهِمْ، لَقَدَّمَ الْاِمَامَ اَبَاحَنِيْفَةَ فِيْ ذٰلِكَ عَلٰى غَالِبِ الْمُجْتَهِدِيْنَ، لِخَفَاءِ مُدْرَكِهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ. (اَلْمَصْدَرُ السَّابِقُ)

"দিন যত গড়িয়ে যাচ্ছে তাঁর অনুসারীর সংখ্যা তত বেড়েই চলছে। তাঁর মতামত এবং তাঁর অনুসারীদের মতামতের প্রতি সবার আকীদত-বিশ্বাস বেড়েই চলছে। এর আগে আমাদের ইমাম শাফেয়ী রাযিয়াল্লাহু আনহুর কথাও আমরা উল্লেখ করে এসেছি, তিনি বলেছেন, সকল মানুষ ফিকহ বিষয়ে আবূ হানীফার উপর নির্ভরশীল।

তাঁর কোনো কোনো অনুসারীকে অন্য ইমামের অনুসরণের জন্য প্রহার করা হয়েছে, বন্দি করা হয়েছে; কিন্তু এর পরও তাঁরা তা করেননি। আল্লাহর কসম! এটা এমনি এমনি নয়। এ ইমামের ব্যাপারে কিছু কট্টরপন্থির কথাবার্তার কোনো ধর্তব্য নেই। তারা যে বলে থাকে, আবূ হানীফা (র.) রায়পন্থিদের একজন– একথার কোনো ভিত্তি নেই; বরং এ ইমামের প্রতি যাঁরা কটাক্ষ করে, বিশ্লেষক আলেমদের মতে তাদের এসব কথা হচ্ছে নিরর্থক বকাবাদ্যের মতো।

এই যে ব্যক্তি ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর উপর কটাক্ষ করেছে, মুজতাহিদীনে কেরামের মাসআলার উৎসসমূহ এবং তাদের মাসআলা উদ্ঘাটনের সূক্ষ্ম পদ্ধতি বুঝার ক্ষেত্রে তার যদি দখল থাকত, তাহলে সে অধিকাংশ মুজতাহিদগণের উপর ইমাম আবূ হানীফা (র.)- কে প্রাধান্য দিত। কেননা তাঁর অনুধাবন ছিল সুপ্ত-সূক্ষ্ম।" –(প্রাগুক্ত)

এ দীর্ঘ আলোচনার শেষে ইমাম শা'রানী (র.) অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে তালেবে ইলমদেরকে লক্ষ্য করে বলেছে–

وَاعْلَمْ يَا اَخِيْ! اِنِّيْ مَا بَسَطْتُ لَكَ الْكَلَامَ عَلٰى مَنَاقِبِ الْاِمَامِ اَبِيْ حَنِيْفَةَ اَكْثَرَ مِنْ غَيْرِهِ، اِلَّا رَحْمَةً بِالْمُتَهَوِّرِيْنَ فِيْ دِيْنِهِمْ مِنْ بَعْضِ طَلَبَةِ الْمَذَاهِبِ الْمُخَالِفَةِ لَهُ، فَاِنَّهُمْ

رُبَمَا وَقَعُوْا فِيْ تَضْعِيْفِ شَيْءٍ مِنْ اَقْوَالِهِ، لِخَفَاءِ مُدْرِكِهِ عَلَيْهِ. بِخِلَافِ غَيْرِهِ مِنَ الْأَئِمَّةِ، فَاِنَّ وُجُوْهَ اِسْتِنْبَاطَاتِهِمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ظَاهِرَةٌ لِغَالِبِ طَلَبَةِ الْعِلْمِ، اَلَّذِيْنَ لَهُمْ قَدَمٌ فِى الْفَهْمِ وَمَعْرِفَةِ الْمَدَارِكِ. (المصدر السابق)

"হে বন্ধু! তুমি জেনে রেখ! আমি অন্যান্য ইমামগণের তুলনায় আবূ হানীফা (র.)-এর মানাকিব সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করেছি। আর তা করেছি একমাত্র দ্বীনের প্রতি উদাসীন লোকদের প্রতি দয়ার মানসিকতা নিয়ে। আর তারা হচ্ছে আবূ হানীফা (র.)-এর মাযহাবের বিপরীত মাযহাবগুলোর কিছু তালেবে ইলম। কেননা এরা কখনো কখনো আবূ হানীফা (র.)-এর মাসআলার উৎসের সূক্ষ্মতার কারণে তার কোনো মতকে দুর্বল সাব্যস্ত করার পেছনে লেগে গেছে। এরই বিপরীত অন্যান্য ইমামগণের অবস্থা। কেননা সেসব ইমামের কিতাব ও সুন্নাহ থেকে মাসআলা উদ্ঘাটনের পদ্ধতি অধিকাংশ তালেবে ইলমের কাছে স্পষ্ট, উৎস সম্পর্কে জানা এবং কোনো বিষয়কে অনুধাবন করার ব্যাপারে তাদের দখল রয়েছে।" −(প্রাগুক্ত)

শা'রানী (র.)-এর এ শেষ কথার ব্যাখ্যা হচ্ছে এই, আবূ হানীফা (র.)-ও কুরআন হাদীস থেকে বিধি বিধান গ্রহণ করেছেন, আর অপরাপর ইমামগণও কুরআন-হাদীস থেকেই বিধিবিধান গ্রহণ করেছেন। এরপর ইলমের সাথে যাদের সম্পৃক্ততা আছে, তারা অন্যান্য ইমামের মাসআলা উদ্ঘাটনের উৎস যেভাবে বুঝতে পারে আবূ হানীফা (র.)-এর মাসআলার উৎসকে সেভাবে বুঝতে পারে না। এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইমাম শা'রানী (র.) বলেন, আবূ হানীফা (র.)-এর মাসআলা উদ্ঘাটনের উৎস ও পদ্ধতিগুলো হচ্ছে সূক্ষ্ম যা বাহ্যিকভাবে ধরা পড়ে না। পক্ষান্তরে অন্যান্য ইমামগণের উৎস ও উদ্ঘাটন পদ্ধতি হচ্ছে স্থূল ও স্পষ্ট। এ ব্যবধানের কারণে সাধারণ মেধার তালেবে ইলমরা আবূ হানীফা (র.)-এর উৎস ও পদ্ধতিকে আঁচ করতে পারে না। ফলে বিভিন্নভাবে কটাক্ষ করে বেড়ায়। এ বিষয়টি ভিন্নভাবে বিস্তারিত আলোচনা করার মতো। এর পক্ষ-বিপক্ষ বিশ্লেষণ করলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। আর এ বিষয়টি শুধুমাত্র আবূ হানীফা (র.)-এর বেলায়ই হয়েছে নাকি অন্যান্য ইমামদের বেলায়ও আছে? তাও খতিয়ে দেখার প্রয়োজন রয়েছে। এ ক্ষুদ্র পরিসরে এ বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভব নয়। তবে এতটুকু ইঙ্গিতও আশা করি উপকারে আসবে।

ইবনে আব্দিল বার (র.)

মালেকী মাযহাবের বিশিষ্ট ইমাম, স্পেন কার্ডোবার তৎকালীন স্বীকৃত মুহাদ্দিস, ফকীহ ও ইতিহাসবিদ শায়খুল ইসলাম ইমাম আবূ ওমর ইউসুফ ইবনে আব্দিল

বার আননমারী আলকুরতুবী (র.) (মৃ. ৪৬৩ হি.) ইমাম আবূ হানীফা (র.) সম্পর্কে তাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন। আবূ হানীফা (র.) সম্পর্কে তাঁর বহুমুখী দীর্ঘ আলোচনার আংশিক এখানে তুলে ধরা হচ্ছে। তিনি তাঁর প্রসিদ্ধ 'জামেউ বায়ানিল ইলম' গ্রন্থে বলেন–

لَيْسَ اَحَدٌ مِنْ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ يُثْبِتُ حَدِيْثًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ يَرُدُّهُ دُوْنَ ادِّعَاءِ نَسْخٍ عَلَيْهِ بِاَثَرٍ مِثْلِه، اَوْ بِاِجْمَاعٍ، اَوْ بِعَمَلٍ يَجِبُ عَلٰى اَصْلِهِ الْانْقِيَادُ اِلَيْهِ، اَوْ طَعْنٍ فِيْ سَنَدِه، وَلَوْ فَعَلَ ذٰلِكَ اَحَدٌ سَقَطَتْ عَدَالَتُهُ، فَضْلًا عَنْ اَنْ يُتَّخَذَ اِمَامًا، وَلَزِمَهُ اِثْمُ الْفِسْقِ.

وَنَقَمُوْا اَيْضًا عَلٰى اَبِيْ حَنِيْفَةَ الْاِرْجَاءَ، وَمِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ مَنْ يُنْسَبُ اِلَى الْاِرْجَاءِ كَثِيْرٌ.

وَلَمْ يُعْنَ اَحَدٌ بِنَقْلِ قُبْحِ مَا قِيْلَ فِيْهِ كَمَا عُنُوْا بِذٰلِكَ فِيْ اَبِيْ حَنِيْفَةَ، لِاِمَامَتِه، وَكَانَ اَيْضًا مَعَ هٰذَا يُحْسَدُ، وَيُنْسَبُ اِلَيْهِ مَا لَيْسَ فِيْهِ وَيُخْتَلَقُ عَلَيْهِ مَا لَا يَلِيْقُ.

وَقَدْ اَثْنٰى عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ، وَفَضَّلُوْهُ، وَلَعَلَّنَا اَنْ وَجَدْنَا نَشْطَةً اَنْ نَجْمَعَ مِنْ فَضَائِلِه، وَفَضَائِلِ مَالِكٍ اَيْضًا، وَالشَّافِعِيِّ، وَالثَّوْرِيِّ، وَالْاَوْزَاعِيِّ كِتَابًا اَمَلْنَا جَمْعَهُ قَدِيْمًا فِيْ اَخْبَارِ أَئِمَّةِ الْاَثَارِ اِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالٰى. (١٤٨/٢)

"উম্মতের ওলামায়ে কেরামের মধ্যে এমন কেউ নেই যিনি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত একটি হাদীসকে সহীহ সাব্যস্ত মনে করেন, অতঃপর তিনি তার অনুসরণ করেন না। অথচ তিনি অনুরূপ কোনো হাদীস দ্বারা বা ইজমা দ্বারা সেটি রহিত হওয়ার দাবি করেন না। অথবা এমন কোনো আমলের দাবি করেন না যার মূলনীতির উপর চলা ওয়াজিব। অথবা বর্ণনাসূত্রের দিক থেকেও সে হাদীসের উপর তিনি কোনো প্রকার আপত্তি করেন না। কেউ যদি এমন করে তা হলে তার বিশ্বাস যোগ্যতাই হারিয়ে যাবে। আর তাঁকে ইমাম হিসেবে গ্রহণ করার তো প্রশ্নই আসে না; বরং সে ফাসেকী গুনাহের শিকার হবে।

তারা আবূ হানীফা (র.)-এর উপর মুরজিয়া হওয়ার অভিযোগ এনেছে। এভাবে বহু ওলামায়ে কেরামকে মুরজিয়া বলে অপবাদ দেওয়া হয়েছে।

যাদের ব্যাপারে মন্দ কিছু বলা হয়েছে, তাদের কারো বিষয়গুলো রটানোর ব্যাপারে এতটা মনোযোগ নিবিষ্ট করা হয়নি, যতটা মনোযোগ নিবিষ্ট করা হয়েছে আবূ হানীফা (র.)-এর বিষয়গুলো নিয়ে। কারণ তিনি ছিলেন ইমাম। এ ছাড়াও তাঁকে হিংসা করা হত। তাঁর মাঝে যে দোষ নেই, তা তাঁর নামে রটানো হতো। যা তাঁর উপযুক্ত নয় সেসব কথা তাঁর নামে বানানো হতো।

ওলামায়ে কেরামের একটি জামাত তাঁর প্রশংসা করেছেন এবং তাঁকে প্রাধান্য দিয়েছেন। আশা করি আমরা যদি সুযোগ পাই তাহলে ইনশাআল্লাহ তা'আলা আবূ হানীফা, মালেক, শাফেয়ী, সাওরী ও আওযায়ী এদের ফাজায়েল সম্পর্কে একটি কিতাব রচনা করব যা সংকলনের আশ্বাস আমি ইতিপূর্বেও দিয়েছি।"

–(জামেউ বায়ানিল ইলম ২/১৪৮-১৫০ বরাতে, মাকানাতুল ইমাম পৃ. ১৩১)

ইমাম আবূ হানীফা (র.) সম্পর্কে ইবনে আব্দিল বার মালেকী (র.)-এর এ মূল্যায়ন অত্যন্ত অর্থপূর্ণ ও পক্ষপাতমুক্ত। অনেকের ব্যাপারে বহু উদ্ভট কথা রটে, কিন্তু দু'টি কারণে আবূ হানীফাকে আলোচনা-সমালোচনার কেন্দ্রবিন্দু বানানো হয়েছে। একটি হচ্ছে, তিনি হচ্ছেন সর্বস্বীকৃত একজন ইমাম, আর পাশাপাশি তিনি ছিলেন সবার হিংসার পাত্র।

নচেৎ বাস্তব সত্য এটাই যে, কোনো ইমাম-মুজতাহিদ প্রত্যাখ্যান করার মত কোনো কারণ ছাড়া নবী পাকের কোনো হাদীসকে উপেক্ষা করতে পারেন না। যদি কোনো হাদীস না মেনে থাকেন, তাহলে সেটি হয়তো অন্য কোনো হাদীস বা ইজমা দ্বারা রহিত হবে, নয়তো সনদ হিসেবে সুসাব্যস্ত হবে না, নয়ত অন্য কিছু হবে। বিনা কারণে হাদীসের অনুসরণ থেকে বিরত থাকার কোনো প্রশ্নই আসে না।

ইবনুল উযীর আলইয়ামানী (র.)

হিজরি নবম শতাব্দীর প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম আল্লামা আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম ইবনিল ওযীর আলইয়ামানী (র.) (মৃ. ৮৪০ হি.) আবূ হানীফা (র.)-এর ইলমি যোগ্যতার বিভিন্ন দিক নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। তিনি মূলত তাঁর আলোচনায় বিভিন্ন সন্দেহ ও প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। তাঁর সে বিস্তারিত বক্তব্যটি হুবহু উল্লেখ করার মতো। তবে সংক্ষিপ্ততার খাতিরে এখানে অতি প্রয়োজনীয় অংশটুকু তুলে দেওয়া হচ্ছে, যার দ্বারা আবূ হানীফা (র.)-এর প্রতি তাঁর বিশ্বাস ও স্বচ্ছ মনোভাবের বিষয়টি ফুটে উঠবে। তিনি বলেন–

إِنَّهُ- اَىْ اَبُوْ حَنِيْفَةَ- ثَبَتَ بِالتَّوَاتُرِ فَضْلُهُ، وَعَدَالَتُهُ، وَتَقْوَاهُ، وَاَمَانَتُهُ، فَلَوْ اَفْتٰى بِغَيْرِ عِلْمٍ، وَتَأَهَّلَ لِذٰلِكَ، وَلَيْسَ لَهُ بِاَهْلٍ، لَكَانَ جَرْحاً فِيْ عَدَالَتِهِ، وَقَدْحًا فِيْ دِيَانَتِهِ وَاَمَانَتِهِ، وَوَصَمًا فِيْ عَقْلِهِ وَمُرُوْءَتِهِ، لِاَنَّ تَعَاطِيَ الْاِنْسَانِ مَا لَا يُحْسِنُهُ وَدَعْوَاهُ لِمَعْرِفَةِ مَا لَا يَعْرِفُهُ مِنْ عَادَاتِ السُّفَهَاءِ، وَمَنْ لَا حَيَاءَ لَهُ وَلَا مُرُوْءَةَ مِنْ اَهْلِ الْخَسَاسَةِ وَالدَّنَاءَةِ، وَوُجُوْهُ مَنَاقِبِهِ مَصُوْنَةٌ عَنْ ابْتِذَالِهَا وَتَسْوِيْدِهَا بِهٰذِهِ الْوَصْمَةِ الْقَبِيْحَةِ، وَالْمَذَمَّةِ الشَّنِيْعَةِ.

আবূ হানীফা (র.)-এর মকাম-মর্যাদা, তাঁর বিশ্বাসযোগ্যতা, তাঁর তাকওয়া ও আমানত মুতাওয়াতির বা অকাট্য পদ্ধতিতে সাব্যস্ত হয়েছে। যদি তিনি না জেনে

এবং এর উপযুক্ততা ব্যতীত ফতোয়া দিতেন, তাহলে এটা তাঁর বিশ্বাসযোগ্যতাকে, তাঁর দীনদারী ও আমানতদারীকে ক্ষতিগ্রস্ত করত। তাঁর বুদ্ধি-বিবেচনা ও ভাবগাম্ভীর্যের উপর একটি দাগ হয়ে যেত। কেননা কোনো মানুষ যে কাজ ভালো পারে না, সে তা করতে যাওয়া এবং সে যে বিষয়ে জানে না তা জানার দাবি করা হচ্ছে বোকাদের অভ্যাস। এরকমভাবে নিম্নস্তরের নিচু মানসিকতার লোকদের অভ্যাস, যাদের লজ্জা নেই ও সম্মানবোধ নেই। কিন্তু আবূ হানীফা (র.)-এর মাকাম ও মর্যাদার দিকগুলো এ নিকৃষ্ট দাগ ও ঘৃণিত নিন্দা দ্বারা মলিন করা থেকে সম্পূর্ণ সংরক্ষিত।"

–(আররাওযুল বাসিম ১/১৫৮ বরাতে, মাকানাতুল ইমাম পৃ. ১৪০)

এরপর তিনি দীর্ঘ আলোচনা মাধ্যমে একথা স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন যে, সর্বযুগের সবাই একমত হয়ে একথা মেনে নিয়েছেন যে, আবূ হানীফা (র.) একজন ইমাম ছিলেন, একজন মুজতাহিদ ছিলেন, একজন মুহাদ্দিস ছিলেন একজন ফকীহ ছিলেন। আর কোনো ব্যক্তির এ পর্যায়টি মেনে নেওয়ার পর তাঁর ব্যাপারে দ্বিতীয় এমন আর কোনো কথা চলে না; যা তাঁর মর্যাদাকে খাটো করে দেয়, সম্মানের হানি করে।

এ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি কয়েকটি কাব্য-পংক্তি আবৃত্তি করেছেন। তার একটি হচ্ছে ইমাম যাহাবী (র.) এ ক্ষেত্রে যে কাব্য-পংক্তিটি আবৃত্তি করেছিলেন, সেটিই–

وَلَيْسَ يَصِحُّ فِي الْأَذْهَانِ شَيْءٌ ◈ إِذْ احْتَاجَ النَّهَارُ إِلَى دَلِيلٍ

"বুদ্ধি বিবেচনায় কোনো কিছুই সঠিক বলে বিবেচিত হবে না, যদি দিনের অস্তিত্বকে প্রমাণ করার জন্য দলিলের প্রয়োজন হয়। –(প্রাগুক্ত)

এরপর নিম্নোক্ত কাব্য-পংক্তিটিও আবৃত্তি করেছেন–

وَهَبْكَ تَقُوْلُ هٰذَا الصُّبْحُ لَيْلٌ ◈ أَيَعْمٰى الْعَالَمُوْنَ عَنِ الضِّيَاءِ

"তোমার মন চেয়েছে তুমি বলছ, এ সকাল হচ্ছে রাত। সমগ্র জগদ্বাসী কি তার আলো থেকে অন্ধ হয়ে আছে।" –(প্রাগুক্ত, বরাতে মাকানাতুল ইমাম পৃ. ১৫৪)

এসব কাব্য-পংক্তির অভিব্যক্তি হচ্ছে, আবূ হানীফা (র.)-এর মতো একটি সূর্যের অস্তিত্বকে চেরাগের আলো দিয়ে প্রমাণিত করার কোনো প্রয়োজন নেই। বিশ্লেষণমূলক দীর্ঘ আলোচনা শেষে তিনি স্বীয় আলোচনার নিম্নোক্ত সারমর্মটি দাঁড় করিয়েছেন। তিনি বলেন–

وَبِهٰذِهِ الْجُمْلَةِ تَمَّ كَشْفُ عَوَارِ هَاتَيْنِ الشُّبْهَتَيْنِ الضَّعِيْفَتَيْنِ، فِيْ عِلْمِ إِمَامٍ مِنْ أَكْبَرِ أَئِمَّةِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ، الَّذِيْ أَجْمَعَ عَلٰى إِمَامَتِهِ الْعُلَمَاءُ الْأَعْلَامُ، وَقَدْ أَحْبَبْتُ التَّقَرُّبَ

إِلَى اللهِ تَعَالَى وَالتَّشَرُّفَ بِخِدْمَةِ مَنَاقِبِهِ الْعَزِيْزَةِ، وَالذب عَنْ مَعَارِفِهِ الْغَزِيْرَةِ، بِذِكْرِ هٰذِهِ الْأَحْرُفِ الْحَقِيْرَةِ الْيَسِيْرَةِ، وَلَمْ أَقْصِدِ التَّعْرِيْفَ بِمَجْهُوْلٍ مِنْ فَضَائِلِهِ، وَلَا الرَّفْعَ لِمَخْفُوْضٍ مِنْ مَنَاقِبِهِ، فَهُوَ مِنْ ذٰلِكَ أَرْفَعُ مَكَانًا وَأَجَلُّ شَانًا.

وَالشَّمْسُ فِيْ صَادِعِ أَنْوَارِهَا ◈ غَنِيَّةٌ عَنْ وَصْفِ الْوَاصِفِ

"এ সব আলোচনা দ্বারা এদু'টি দুর্বল সন্দেহের ভিত্তিহীনতা প্রকাশ পেয়ে গেল, যে সন্দেহ করা হয়েছে মুসলমানদের শীর্ষ পর্যায়ের একজন ইমামের ব্যাপারে যার ইমাম হওয়ার বিষয়টিকে সকল শীর্ষস্থানীয় ওলামায়ে কেরাম এক বাক্যে স্বীকার করেছেন। আমি এ সামান্য দু'কলম লিখে আল্লাহর নৈকট্য ও সন্তুষ্টি অর্জন করতে চেয়েছি। আর তাঁর মহা মূল্যবান মানাকিবের খেদমত করে এবং তার টইটম্বুর জ্ঞানভাণ্ডার থেকে (অপশক্তিকে) প্রতিহত করে সৌভাগ্যবান হতে চেয়েছি। আমি তাঁর অজ্ঞাত কোনো মর্যাদার বিষয়কে পরিচিত করাতে চাইনি এবং অপাংক্তেয় কোনো মানাকিবকে তুলে আনতেও চাইনি। কেননা তাঁর মাকাম ও মর্যাদা এর চেয়ে অনেক উর্ধ্বে।

সূর্য তাঁর কিরণের মধ্যভাগে, কোন পরিচয়দানকারীর পরিচয় দেওয়া থেকে সম্পূর্ণ অমুখাপেক্ষী।" -(প্রাগুক্ত, বরাতে মাকানাতুল ইমাম পৃ. ১৫৪)

আবূ হানীফা (র.) হচ্ছেন এ দিবসের মধ্যভাগের একটি সূর্যসদৃশ, যার অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য কোনো ভাষ্যকারের প্রয়োজন হয় না। যতটুকু আলোচনা করা হয়েছে তা ছাওয়াবের আশায় করা হয়েছে, নিজেকে ধন্য করার মানসে করা হয়েছে। নচেৎ ইমাম আবূ হানীফা (র.) আমাদের এ সব গুণগানের মোহতাজ-মুখাপেক্ষী নন। হিজরি নবম শতাব্দীর এক অনবদ্য মুহাদ্দিস ফকীহ ইবনুল ওযীর আলইয়ামানী (র.) তাঁর দীর্ঘ বক্তব্যে এ কথাগুলোই বলতে চেয়েছেন এবং তাত্ত্বিকভাবে সে বিষয়টিই তুলে ধরেছেন।

মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ সালেহী (র.)

শাফেয়ী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ইমাম বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ মুহাদ্দিস ও ফকীহ ইমাম শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ আসসালেহী আদ-দিমাশকী আশশাফেয়ী (র.) (মৃ. ৯৪২ হি.) ইমাম আবূ হানীফা (র.) সম্পর্কে স্বতন্ত্র একটি কিতাব রচনা করেছেন। তিনি 'আসসীরাতুশ শামিয়্যাহ' ও 'সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ' এর মতো গ্রন্থের সফল রচয়িতা।

আবূ হানীফা (র.)-এর মানাকিব বিষয়ক তাঁর রচনাটি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ইমাম সালেহী (র.) তাঁর এ কিতাবের শুরুতে লিখেন-

وَقَدْ أُشِيْعَ فِيْ هٰذِهِ الْأَيَّامِ وَهِيَ أَوَاخِرُ سَنَةِ ثَمَانٍ وَ ثَلَاثِيْنَ وَ تِسْعِ مِأَةٍ كِتَابٌ لَمْ يَزَلْ خَامِلًا لَمْ يُحْمَدْ مُصَنِّفُهُ عَلَيْهِ، وَلَا انْتَفَعَ بِهِ اَحَدٌ، وَلَا الْتَفَتَ اِلَيْهِ مَا هُوَ غَيْرُ لَائِقٍ فِيْ حَقِّ الْإِمَامِ الْاَعْظَمِ، وَالْمُجْتَهِدِ الْاَقْدَمِ، وَالْحَبْرِ الْمُقَدَّمِ، سِرَاجِ ذَوِى الْاِيْمَانِ، اَبِيْ حَنِيْفَةَ النُّعْمَانِ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ وَاَرْضَاهُ، وَجَعَلَ الْجَنَّةَ مُتَقَلَّبَهُ وَمَثْوَاهُ، وَاَجْزَلَ لَهُ خَيْرَ مَبَرَّاتِهٖ، وَاَعَادَ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِهٖ.

وَقَدْ رَوٰى اَبُوْ بَكْرٍ اَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ الْخَطِيْبُ عَنِ الْاِمَامِ الثِّقَةِ الْعَابِدِ الْجَلِيْلِ اَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ دَاؤُدَ بْنِ عَامِرِ بْنِ الرَّبِيْعِ الْخُرَيْبِيِّ- بِمُعْجَمَةٍ وَمُوَحَّدَةٍ مُصَغَّرٍ- اَلْكُوْفِيِّ قَالَ : مَا يَقَعُ فِيْ اَبِيْ حَنِيْفَةَ اِلَّا جَاهِلٌ اَوْ حَاسِدٌ.

فَاسْتَخَرْتُ اللهَ تَعَالٰى وَ ذَكَرْتُ فِيْ هٰذَا الْكِتَابِ قَطَرَاتٍ مِنْ بِحَارٍ فَضَائِلِ الْاِمَامِ اَبِيْ حَنِيْفَةَ وَحُسْنِ شَمَائِلِهٖ وَاَحْوَالِهٖ، عَمَلًا بِالْاَحَادِيْثِ السَّابِقَةِ، وَرَتَّبْتُهُ عَلٰى مُقَدِّمَةٍ وَاَبْوَابٍ وَخَاتِمَةٍ. (عُقُوْدُ الْجُمَانِ لِلصَّالِحِيِّ ص : ٢)

"ইদানিংকালে অর্থাৎ ৯৩৮ হিজরির শেষের দিকে একটি গুরুত্বহীন কিতাব প্রচার করা হয়েছে। যে কিতাবের কারণে লেখক নন্দিত হননি এবং সে কিতাব দ্বারা কেউ উপকৃতও হয়নি। সে দিকে কেউ ভ্রুক্ষেপও করেনি। সে কিতাবটি ইমাম আযম আবূ হানীফা আননোমান (র.)-এর শানে মোটেই উপযুক্ত নয়। যিনি সর্বপ্রবীণ মুজতাহিদ, অগ্রগণ্য বিজ্ঞ আলেম, ঈমানদারদের পথপ্রদর্শক চেরাগ– আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন এবং তাঁকে সন্তুষ্ট করুন! জান্নাতকে তাঁর প্রত্যাবর্তন ক্ষেত্র ও ঠিকানা হিসেবে দান করুন, তাঁর নেক কাজগুলোর প্রতিদান পূর্ণ করে দিন এবং তাঁর বরকতসমূহ দ্বারা আমাদেরকে বার বার আপ্লুত করুন।

আবূ বকর আহমদ ইবনে সাবেত আলখাতীব (র.) বর্ণনা করেছেন, নির্ভরযোগ্য ইমাম, মহান আবেদ আবূ আব্দির রহমান ইবনে দাউদ ইবনে আমের ইবনে রাবী আলখুরাইবী আলকূফী বলেছেন, আবূ হানীফা (র.)-এর সমালোচনা মূর্খ ও হিংসুক ব্যতীত আর কেউ করে না।

তাই আমি আল্লাহ তা'আলার দরবারে ইস্তেখারা করেছি এবং পূর্বোক্ত হাদীসগুলোর উপর আমল করতে গিয়ে আমি এ কিতাবে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মাকাম ও মর্যাদা এবং তাঁর চরিত্র মাধুরী ও সুন্দর জীবনের সমুদ্র থেকে বিন্দু পরিমাণ উল্লেখ করেছি। আর কিতাবটিকে আমি একটি ভূমিকা কয়েকটি অধ্যায় ও একটি সমাপ্তির মাধ্যমে বিন্যস্ত করেছি। –(উকদূল জুমান পৃ. ২)

আলোচ্য কিতাব লেখার সংক্ষিপ্ত প্রেক্ষাপট তুলে ধরার পর ইমাম সালেহী (র.) এ ভূমিকার শেষে গিয়ে বলেন–

وَالْإِمَامُ اَبُوْ حَنِيْفَةَ اَعْلٰى كَعْبًا وَاَشْرَفُ مَقَامًا مِنْ اَنْ يُتَرْجِمَهُ مِثْلِيْ، وَلٰكِنْ اَرَدْتُ التَّبَرُّكَ بِذٰلِكَ لِمَا رَوَاهُ الْحَافِظُ اَبُو الْفَرَجِ ابْنُ الْجَوْزِيِّ رَحِمَهُ اللهُ فِيْ مُقَدِّمَةِ كِتَابِهِ "صِفَةُ الصَّفْوَةِ" عَنِ الْإِمَامِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ اَنَّهُ قَالَ : عِنْدَ ذِكْرِ الصَّالِحِيْنَ تَنْزِلُ الرَّحْمَةُ. (عُقُوْدُ الْجُمَانِ ص : ٣٥)

"আমার মতো ব্যক্তি ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর জীবনী লেখার তুলনায় তিনি এর চেয়ে অনেক বেশি মর্যাদা এবং অনেক উচু মাকামের অধিকারী। কিন্তু আমি এর দ্বারা বরকত হাসিল করতে চেয়েছি। কেননা হাফেযে হাদীস আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযী (র.) তাঁর "সিফাতুস সাফওয়া' কিতাবের ভূমিকায় ইমাম সুফয়ান ইবনে উয়াইনা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, সৎ ব্যক্তিদের নিয়ে আলোচনার সময় রহমত অবতীর্ণ হয়।" –(উকূদুল জুমান পৃ. ৩৫)

আসলে একজন ইমাম মুজতাহিদের আলোচনা এমন আদবের সঙ্গেই হওয়া উচিত যেমন ইমাম সালেহী (র.)-সহ আরো অনেকে করেছেন। এমন ব্যক্তিদের সম্মান করা বস্তুত ইলমের সম্মান করা। আল্লাহ যাকে যে যোগ্যতা দিয়েছেন, যে সম্মান দিয়েছেন তা স্বীকার করে নেওয়ার মাঝে সংকোচের কিছু নেই, বরং তা অস্বীকার করাটা চরম অন্যায়।

ইমাম সালেহী (র.) বলেন, শায়খ (র.) তার جَمْعُ الْجَوَامِعِ 'জামউল জাওয়ামে' গ্রন্থে ইমাম আবূ হানীফা, মালেক, শাফেয়ী, আহমদ, সুফয়ান সাওরী, সুফয়ান ইবনে উয়াইনা, আওযায়ী ও ইবনে জারীর রাযিয়াল্লাহু আনহুমের উল্লেখ করে বলেছেন–

نَعْتَقِدُ اَنَّ هٰذِهِ الْأَئِمَّةَ وَسَائِرَ اَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ عَلٰى هُدًى مِنَ اللهِ تَعَالٰى، وَلَا الْتِفَاتَ اِلٰى مَنْ تَكَلَّمَ فِيْهِمْ بِمَا هُمْ بَرِيْئُوْنَ مِنْهُ، فَقَدْ كَانُوْا مِنَ الْعُلُوْمِ وَالْمَوَاهِبِ الْاِلٰهِيَّةِ وَالْاِسْتِنْبَاطَاتِ الدَّقِيْقَةِ وَالْمَعَارِفِ الْغَزِيْرَةِ وَالدِّيْنِ وَالْوَرَعِ وَالْعِبَادَةِ وَالزَّهَادَةِ بِالْمَحَلِّ الَّذِيْ لَا يُسَامٰى.

"আমরা মনে করি, এ সকল ইমাম এবং মুসলমানদের সকল ইমাম আল্লাহর পক্ষ থেকে হেদায়েতের উপর রয়েছেন। যারা তাদের উপর এমন কিছু বিষয়ে আপত্তি তুলেছেন যা থেকে তাঁরা মুক্ত তাদের এ সব কথার প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপই করা হবে না। কেননা তাঁরা ইলম, আল্লাহপ্রদত্ত প্রতিভা, সূক্ষ্ম উদ্ভাবন, পরিপূর্ণ জ্ঞান, দ্বীনদারী, তাকওয়া, ইবাদত, দুনিয়াবিমুখতা, ও উচু মর্যাদার দিক

থেকে এমন পর্যায় ছিলেন যার সঙ্গে কোনো প্রকার তুলনা চলে না।" –(উকূদুল জুমান : সালেহী পৃ. ১৮-১৯)

এভাবে অসংখ্য অগণিত হাদীস বিশারদ, ফিকহ বিশারদ ওলামায়ে কেরাম এবং বিভিন্ন গ্রন্থের রচয়িতাগণ ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর ইলমি ও দ্বীনি মকাম ও মর্যাদাকে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করে গেছেন। যার কিছু আমরা জেনেছি, আর অনেক কিছুই জানিনি। এছাড়া যা আমরা দেখেছি ও জেনেছি তারও সবকিছু এ ক্ষুদ্র পরিসরে উল্লেখ করা সম্ভব হয়নি। যাঁরা অধিক জানতে চান তাঁরা উদ্ধৃত কিতাবসমূহের সাহায্য নিতে পারেন।

আবূ হানীফা (র.)-এর সংগৃহীত ثُلَاثِيَّات ثُنَائِيَّات، وُحْدَان ও

হাদীসের একটি প্রকার ثُلَاثِيَّات আমাদের ইলমি পরিবেশে খুব পরিচিত ও প্রসিদ্ধ, সে হিসেবে ثُنَائِيَّات ও وُحْدَان ততটা প্রসিদ্ধ নয়। তাই সাধারণ পাঠকদের জন্য প্রথমত ইলমে হাদীসের এ পরিভাষাগুলোর পরিচয় তুলে ধরা যেতে পারে।

ثُلَاثِيَّات-এর সহজ পরিচয় হচ্ছে, কোনো মুহাদ্দিস শুধুমাত্র তিনটি মাধ্যম তথা তিনজন বর্ণনাকারীর মাধ্যমে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীস বর্ণনা করা। মাধ্যম দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে সিঁড়ি বা স্তর। অর্থাৎ কোনো মুহাদ্দিস যদি তাবে তাবেয়ী-তাবেয়ী-সাহাবী এ তিন স্তরের তিনজন বর্ণনাকারীর মাধ্যমে রাসূলের কোনো হাদীস পান, তাহলে তাঁর সে হাদীসকে حَدِيْثٌ ثُلَاثِيٌّ বলা হয়।

এ ثُلَاثِيٌّ হাদীস একটি আলোচিত বিষয় হওয়ার কারণ হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনটি জমানাকে উত্তম ও মঙ্গলময় বলে ঘোষণা করেছেন। সেগুলো হচ্ছে সাহাবায়ে কেরামের জমানা, তাবেয়ীনের জমানা ও তাবে তাবেয়ীনের জমানা। যেসব মুহাদ্দিস ওলামায়ে কেরাম এ পবিত্র ঘোষিত তিন জমানার পরে এসেছেন যেমন– ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম (র) ও হাদীসের প্রসিদ্ধ ছয় ইমামসহ অন্যান্য ইমামগণ তাঁরা সাধারণত পাঁচ/ছয় সাত সিঁড়ি অতিক্রম করে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করে থাকেন।

এ পর্যায়ের কোনো মুহাদ্দিস যদি একজন তাবে তাবেয়ী থেকে সরাসরি কোনো হাদীস নিতে পারেন, তিনি তাবেয়ী থেকে আর তাবেয়ী সাহাবীর মাধ্যমে রাসূল থেকে সংগ্রহ করতে পারেন, তাহলে হাদীসটি তিনি শুধুমাত্র তিন সিঁড়ি অতিক্রম

করেই পেয়ে গেলেন। রাসূলের সঙ্গে তাঁর দূরত্বটা কমে গেল। হাদীসের প্রসিদ্ধ ছয় কিতাবের রচয়িতাগণের জন্য এটি একটি বড় পাওয়া। তাঁদের জ্ঞান অন্বেষণের দীর্ঘ জীবনে লক্ষ লক্ষ হাদীসের মধ্যে হাতে গোনা কয়েকটি মাত্রই পেয়েছেন। অনেকেতো পানইনি। এ হাদীসগুলোই হচ্ছে সে আলোচিত ثُلَاثِيَّات, সহীহ বুখারীতে এ পর্যায়ের হাদীস রয়েছে বাইশটি। ইমাম বুখারী (র.) অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে সেগুলো উল্লেখ করেছেন। আমাদের মুদ্রিত কিতাবগুলোতে ইমাম বুখারীর সেসব ছুলাছিয়্যাত গাঢ় কালি দিয়ে চিহ্নিতও করা আছে। এ হচ্ছে **ছুলাছিয়্যাত**।

ثُنَائِيَّات : একই ধারাবাহিকতায় সুনাইয়্যাত হচ্ছে, শুধুমাত্র দুটি মাধ্যমে অর্থাৎ সিঁড়ি বেয়ে রাসূলের কোনো হাদীস পাওয় গেলে সেটি হচ্ছে حَدِيث ثُنَائِيٌّ। যেমন কোনো তাবে তাবেয়ী তাঁর তাবেয়ী উস্তাদ থেকে এবং তিনি তাঁর সাহাবী উস্তাদ থেকে রাসূলের একটি হাদীস বর্ণনা করলেন।

وُحْدَان : এই হাদীস হচ্ছে কোনো তাবেয়ী শুধুমাত্র একটি মাধ্যম অর্থাৎ সাহাবীর মাধ্যমে রাসূলের হাদীস বর্ণনা করলেন। তাবেয়ীগণের এসব বর্ণনা وُحْدَان নামে প্রসিদ্ধ।

বলাবাহুল্য, ইমাম আবূ হানীফা (র.) ছিলেন একজন তাবেয়ী। সেই সুবাদে তিনি সাহাবায়ে কেরাম থেকে সরাসরি রাসূলের হাদীস বর্ণনা করার সুযোগ পেয়েছেন। তবে তাঁর অধিকাংশ বর্ণনা হচ্ছে দুই মাধ্যমে। অর্থাৎ তিনি কোনো বড় মাপের তাবেয়ী থেকে নিয়েছেন, আর সে তাবেয়ী কোনো সাহাবী থেকে নিয়েছেন। যা ছুনাইয়্যাতের অন্তর্ভুক্ত।

আর ইমাম বুখারীর জমানায় যে ছুলাছিয়্যাত একটি গর্বের বিষয় ছিল, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর জন্য সেটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য কোনো বিষয় ছিল না। কারণ, তার হাদীস সমগ্রে এর কোনো অভাব নেই। উদাহরণ স্বরূপ এখানে আবূ হানীফা (র.)-এর সংগৃহীত কিছু ছুলাসিয়্যাত, ছুনাইয়্যাত ও উহদান হাদীসের উল্লেখ করা যেতে পারে–

ছুলাছিয়্যাত :

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ مُوْسٰى بْنِ اَبِيْ عَائِشَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ :

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ اَبِيْ نَجِيْحٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ.

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ بَالٍ عَنْ وَهَبٍ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ.

ছুনাইয়্যাত: ইমাম আবূ হানীফা (র.) শুধুমাত্র দুজন বর্ণনাকারীর মাধ্যমে যেসব হাদীস বর্ণনা করেছেন, 'কিতাবুল আসার' থেকে তার কিছু নিম্নে প্রদত্ত হলো–

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبَةَ قَالَ : سَمِعْتُ اَبَا الدَّرْدَاءِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ.

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ شَدَّادٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ مُسْلِمٍ الْاَعْوَرِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ اَبِىْ عَامِرٍ اَنَّهٗ كَانَ يُهْدِى النَّبِيَّ ﷺ.

উহদান : ইমাম আবূ হানীফা (র.) সাহাবায়ে কেরামের সাক্ষাৎ পেয়েছেন। এ বিষয়ে গ্রহণযোগ্য কোনো বিতর্ক নেই। তবে তিনি কোনো সাহাবী থেকে সরাসরি হাদীস বর্ণনা করেছেন কিনা? এ বিষয়ে কারো কারো দ্বিমত রয়েছে। তবে নিম্নবর্ণিত হাদীসগুলো আবূ হানীফা (র.) সাহাবায়ে কেরাম থেকে বর্ণনা করেছেন বলে বিভিন্ন হাদীসের কিতাবে রয়েছে। সে হিসেবে অপর পক্ষ দাবি করেছেন আবূ হানীফা (র.) সাহাবায়ে কেরাম থেকে সরাসরি হাদীস বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাগুলো এই–

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ اَبِىْ اَوْفٰى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْاَسْقَعِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ اُنَيْسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ عَجْرَدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

ইমাম বুখারী (র.) যাঁদের মাধ্যমে ছুলাছিয়্যাত বর্ণনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন ইমাম মক্কী ইবনে ইবরাহীম (র.) ও আবূ আসেম আননাবিল (র.)। ছুলাছিয়্যাতের অধিকাংশই তিনি এ দুজন থেকে বর্ণনা করেছেন। আর এ দুজনই ছিলেন ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর শাগরেদ এবং তারা আবূ হানীফা (র.)-এর ব্যাপারে অত্যন্ত উচু ধারণা পোষণ করতেন। আবূ হানীফা (র.)-এর ব্যাপারে তাঁদের প্রশংসাসূচক বক্তব্য ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

আবূ হানীফা (র.)-এর উস্তাদগণের যে তালিকা উল্লেখ করা হয়েছে তাঁদের দু চারজন ব্যতীত বাকি সবাই হচ্ছেন তাবেয়ী। যার ফলে তিনি কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের বর্ণাকারীগণ তাবেয়ী ও সাবাহাবীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। যদি তাঁর কোনো হাদীসের বর্ণনাকারী দুইয়ের অধিক তিন বা চার হয়ও তবু তাঁরা তাবেয়ীদেরই অন্তর্ভুক্ত। তাঁরা খাইরুল কুরুনেরই মানুষ। আবূ হানীফা (র.) তাঁর সমসাময়িক ব্যক্তিবর্গ এমন কি বয়সে ছোটদের কাছ থেকেও হাদীস শুনেছেন। সে ক্ষেত্রে তিনি সর্বনিম্ন একজন তাবে তাবেয়ীর কাছ থেকেই হাদীস শুনেছেন, যা খাইরুল কুরুনের বাইরে নয়।

সুতরাং যে বৈশিষ্ট্যের কারণে ইমাম বুখারী (র.)-এর ছুলাছিয়্যাতের কদর সে বৈশিষ্ট্য আবূ হানীফা (র.)-এর সকল হাদীসের ক্ষেত্রে বিদ্যমান রয়েছে। আবূ হানীফা যদি অনেক বেশি মাধ্যমে কোনো হাদীস বর্ণনা করেন তবু তা ইমাম বুখারী (র.)-এর ছুলাছিয়্যাত থেকে অনেক উর্ধ্বে। কারণ তিনি নিজেই একজন বিশিষ্ট তাবেয়ী ছিলেন। ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র.)-এর জন্য যা অর্জন কখনো সম্ভব নয়।

রুবাইয়্যাত : বর্ণনা সূত্রের বর্ণনাকারীদের সংখ্যার বিবেচনায় হাদীসের যে প্রকারগুলো রয়েছে, তন্মধ্যে ছুলাছিয়্যাতের পরবর্তী স্তর হচ্ছে রুবাইয়্যাত। ইমাম মুসলিম ও নাসায়ী (র.)-সহ আরো অনেকের হাদীসের সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে রুবাইয়্যাত। তাঁরা তিন মাধ্যমে কোনো হাদীস পাননি। আর এ দৃষ্টিকোণ থেকে আবূ হানীফা (র.)-এর সর্বনিম্ন স্তর হচ্ছে রুবাইয়্যাত। আবূ হানীফা (র.)-এর প্রসিদ্ধ এ সনদটি হচ্ছে–

أَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِيْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ.

এটি হচ্ছে রুবাইয়্যাতের অন্তর্ভুক্ত। আবূ হানীফা (র.)-এর জন্য ছুনাইয়্যাত কোনো দুষ্প্রাপ্য বিষয় ছিল না। কিন্তু তিনি বর্ণনাকারীদের মানগত বিবেচনায় উপরিউক্ত চার স্তর বিশিষ্ট সনদটিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। কারণ ইমাম যাহাবী (র.)-এর ভাষ্যানুসারে এ বর্ণনাসূত্রের প্রত্যেক বর্ণনাকারী তাঁর জমানার শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ ছিলেন। যার দরুন এটি হচ্ছে একটি স্বর্ণসিঁড়ি। এ অনবদ্য বৈশিষ্ট্যের কারণে এটি সর্বনিম্ন রুবাই (رباعی) সনদ হওয়া সত্ত্বেও আবূ হানীফা (র.) একে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতেন। আর আলী (عال) সনদের জন্য ইবনে মাসউদের হাদীস ছাড়ার পক্ষে তিনি কখনই ছিলেন না।

ফিকহুল হাদীসে আবূ হানীফা (র.)-এর মাকাম

আবূ হানীফা (র.) ফকীহ ছিলেন, ফকীহদের গুরু ছিলেন, পথপ্রদর্শক ছিলেন। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর ভাষ্যমতে সকল ফকীহ তাঁর উপর নির্ভরশীল ছিলেন। এ বিষয়টি সর্বজন স্বীকৃত হওয়ার সাথে সাথে এ কথাও সর্বজনবিদিত যে, হাদীস বুঝার ব্যাপারে আবূ হানীফা (র.)-এর অসাধারণ প্রতিভা ছিল।

নবী কারীম সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের সম্ভার তৈরি করা যেমন দ্বীনের একটি মৌলিক কাজ ও দায়িত্ব তেমনিভাবে হাদীসের ভাব ও মর্ম, মূল বক্তব্য ও প্রতিপাদ্য বিষয় উপলব্ধি করাও একটি মৌলিক দায়িত্ব। হাদীস সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, এবং তা বর্ণনা ও লিখন সবকিছু মূলত রাসূলে পাকের মানশা অভীষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করাকে ঘিরেই। প্রতিটি হাদীসের প্রতিপাদ্য মূল বক্তব্যকে যে যতটুকু অনুধাবন করতে পারবে, বলা যায় রাসূলের উদ্দেশ্য বাস্ত বায়নে সে ততদূর অগ্রসর হতে পারবে।

রাসূলে পাকের একটি প্রসিদ্ধ হাদীসের একটি অংশ বিশেষ এমন এসেছে– رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ اِلٰى مَنْ هُوَ اَفْقَهُ مِنْهُ "এমন বহু ফিকহ তথা ফিকহের উৎস হাদীস বহনকারী রয়েছে, যে তার চেয়ে অধিক বুঝমান ব্যক্তির কাছে তা বহন করে নিয়ে যায়।" চলমান জীবনে রাসূলের হাদীসকে যে যথাযথ বাস্তবায়ন করতে পারবে সেই মূলত শ্রেষ্ঠ حَامِلُ الْوَحِيْ বা ওহীর ধারকবাহক।

একজন মুহাদ্দিস সঠিক অর্থে হাদীসের আসনে আসীন হতে হলে ফিকহুল হাদীস তথা হাদীসের মূল বক্তব্য বুঝা এবং বাস্তব জীবনের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য সাধনের কোনো বিকল্প নেই। ইমাম ইবনে সালাহ (র.) তাঁর সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'মুকাদ্দামাতু ইবনিস সালাহ'-এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং একজন মুহাদ্দিসের জন্য তা কত জরুরি তা তুলে ধরেছেন।

আলহামদুলিল্লাহ! আবূ হানীফা (র.)-এর সমকালীন ওলামায়ে কেরাম এবং তাঁর শাগরেদগণের ভাষ্যে একথা প্রতীয়মান হয় যে, তিনি ফিকহুল হাদীসের ক্ষেত্রে এক অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন।

এ বিষয়ে ইতিপূর্বে কিছু উদ্ধৃতি বিভিন্ন প্রসঙ্গে উদ্ধৃত হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ এ শিরোনামে আরো কিছু উল্লেখ করা হচ্ছে। ফিকহুল হাদীসের ক্ষেত্রে তাঁরা আবূ হানীফা (র.)-কে পথপ্রদর্শক হিসেবে মনে করতেন এবং তাঁরা মনে করতেন কেউ যদি ফিকহুল হাদীস তথা হাদীস বুঝার ক্ষেত্রে অগ্রসর হতে চায়, তাহলে আবূ হানীফা (র.)-এর ইলম থেকে তাকে তা শিখে নিতে হবে।

ইমাম ইবনুল মুবারক (র.) তাঁর শাগরেদগণকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন–

عَلَيْكُمْ بِالْأَثَرِ وَلَابُدَّ لِلْأَثَرِ مِنْ اَبِيْ حَنِيْفَةَ فَيُعْرَفُ بِهٖ تَاْوِيْلُ الْحَدِيْثِ وَمَعْنَاهُ.

(مَنَاقِبُ اَبِيْ حَنِيْفَةَ لِلْمُوَفَّقِ الْمَكِّيِّ ٥٣/٢)

"তোমরা হাদীসকে আকড়ে ধর। আর হাদীসের অনুসরণের জন্য আবূ হানীফা (র.)-এর ইলমের কোনো বিকল্প নেই, যার দ্বারা হাদীসের ব্যাখ্যা ও মর্ম বুঝা যাবে।"–(মানাকিবে মুয়াফফাক ২/৫৩)

ইবনুল মোবারকের এ বক্তব্য স্পষ্ট করে ঘোষণা করে যে, হাদীসের মর্ম উপলব্ধির ক্ষেত্রে এবং হাদীসের মর্ম যথাযথ অনুধাবন করার জন্য আবূ হানীফা (র.) হচ্ছেন একটি আলোর মশাল স্বরূপ।

অনুরূপ এক প্রসঙ্গে ইমাম ইবনুল মুবারক (র.) বলেছিলেন, কোনো ব্যক্তি তখনই ফতোয়া দেওয়ার যোগ্য হবে যখন সে হাদীস সম্পর্কে অভিজ্ঞ হবে এবং সে ক্ষেত্রে আবূ হানীফা (র.)-এর মতামত সম্পর্কে অবগত হবে।

অর্থাৎ একটি হাদীসের সঠিক মর্ম কী এবং আমলী ক্ষেত্রে তা বাস্তবায়নের পদ্ধতি কী হবে তা আবূ হানীফা (র.) বা তাঁর মতো একজন বিজ্ঞ ফকীহের শরণাপন্ন হয়েই অর্জন করতে হবে, যাঁরা ফিকহুল হাদীসের ইলম রাখেন।

ইয়াযীদ ইবনে হারুন (র.)

তৎকালীন এক প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইমাম ইয়াযীদ ইবনে হারুন ইবনে যাযান আসসুলামী (র.) (মৃ. ২০৬ হি.) আবূ হানীফা (র.)-এর ফিকহুল হাদীস সম্পর্কে অত্যন্ত মূল্যবান মন্তব্য করেছেন। তিনি তাঁর শাগরেদদের লক্ষ্য করে বলেছিলেন–

وَمَا تَصْنَعُ بِاَحَادِيْثِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، اِذَا لَمْ تَعْلَمْ مَعْنَاهَا وَتَفْسِيْرَهَا! وَلٰكِنَّ هِمَّتَكُمُ السَّمَاعُ وَالْجَمْعُ، لَوْ كَانَ هِمَّتُكُمُ الْعِلْمَ لَطَلَبْتُمْ تَفْسِيْرَ الْحَدِيْثِ وَمَعَانِيْهِ، وَنَظَرْتُمْ فِيْ كُتُبِ اَبِيْ حَنِيْفَةَ وَفِيْ اَقَاوِيْلِهِ فَيُفَسِّرَ لَكُمُ الْحَدِيْثَ. (رَوَاهُ الْاِمَامُ الْحَارِثِيُّ الْمُتَوَفّٰى سَنَةَ ٣٤٠ ه، اَلتَّعْلِيْقُ الْقَوِيْمُ ص : ١٩٦- ١٩٧، وَمَنَاقِبُ الْمُوَفَّقِ : ٤٨/٢)

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এসব হাদীস দিয়ে তুমি কী করবে যদি এর মর্ম ও ব্যাখ্যা না জান? তোমাদের চেষ্টা তো শুধু হাদীস শুনা ও তা সংগ্রহ করার। তোমাদের চেষ্টা যদি প্রকৃত ইলমের জন্য হতো তাহলে তোমরা অবশ্যই এর মর্ম ও ব্যাখ্যা শিখতে এবং আবূ হানীফা (র.)-এর কিতাব ও তাঁর মতামত পড়তে, যা তোমাদের জন্য হাদীসকে ব্যাখ্যা করে দিত।" –(আত্‌তালীকুল কাবীম পৃ. ১৯৭, মানাকিবুল মুয়াফফাক ২/৪৮)

অর্থাৎ হাদীসের ব্যাখ্যা কীভাবে করতে হয়, রাসূলের কোনো বক্তব্য ও আমলের দ্বারা কী উদ্দেশ্য? এ বিষয়গুলো তোমরা আবূ হানীফা (র.)-এর কৃত ব্যাখ্যাগুলো দেখলে বুঝতে পারতে এবং তা থেকে নির্দেশনা পেতে। কারণ ফিকহুল হাদীসের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী।

উল্লেখ্য, ইয়াযীদ ইবনে হারুন (র.) হাদীসের প্রসিদ্ধ ছয় কিতাবসহ প্রায় সব কিতাবের একজন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী। প্রায় নব্বই বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেছেন। হাফেয ইবনে হাজার আস্‌কালানী (র.) তাঁকে ثقة متقن عابد শব্দাবলি দ্বারা গুণান্বিত করেছেন। যা ইলমে হাদীসের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মানকে প্রকাশ করে।

ইমাম সুলায়মান আলআ'মাশ (র.)

হাদীসের প্রসিদ্ধ ইমাম সুলায়মান ইবনে মেহরান আলআ'মাশ (র.) (জন্ম ৬১ হি., মৃ. ১৪৮ হি.)-এর সঙ্গে সংঘটিত একটি ঘটনা থেকে এবং সে প্রেক্ষিতে আ'মাশ (র.)-এর অকপট স্বীকারোক্তি থেকেও ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর ফিকহুল হাদীস বিষয়ক প্রতিভাটি প্রষ্ফুটিত হয়ে উঠে।

ইমাম ইবনে আদী (র.) তাঁর 'আলকামিল' গ্রন্থে এবং ইবনে আবিল আওয়াম (র.) তাঁর 'ফাযায়েলু আবী হানীফা' গ্রন্থে ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করেছেন–

سُئِلَ اَعْمَشُ عَنْ مَسْأَلَةٍ، فَقَالَ لِأَبِيْ حَنِيْفَةَ : اَفْتِهْ يَا نُعْمَانُ! فَاَفْتَاهُ اَبُوْ حَنِيْفَةَ، فَقَالَ الْأَعْمَشُ : مِنْ اَيْنَ قُلْتَ هٰذَا؟ قَالَ : لِحَدِيْثٍ حَدَّثْتَنَاهُ اَنْتَ، ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيْثَ، فَقَالَ الْأَعْمَشُ : يَا مَعْشَرَ الْفُقَهَاءِ، اَنْتُمُ الْاَطِبَّاءُ، وَنَحْنُ الصَّيَادِلَةُ،

(اَلْكَامِلُ فِيْ ضُعَفَاءِ الرِّجَالِ ٢٣٨/٨ فَضَائِلُ اَبِيْ حَنِيْفَةَ ص ٣٢ وَاللَّفْظُ لَهُمَا)

"আ'মাশ (র.)-কে একটি মাসআলা জিজ্ঞেস করা হলে তিনি আবূ হানীফা (র.)-কে লক্ষ্য করে বললেন, হে নো'মান! এর প্রশ্নের জবাব দাও। আবূ হানীফা (র.) তাকে ফতোয়া দিলেন। তখন আ'মাশ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এ মাসআলা কোত্থেকে দিলে? আবূ হানীফা (র.) বললেন, ঐ হাদীসের আলোকে আমি ফতোয়া দিয়েছি, যে হাদীসটি আপনি আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। এরপর আবূ হানীফা (র.) সে হাদীসটি বললেন। যেটি আ'মাশ বর্ণনা করেছিলেন। হাদীসটি শুনে আ'মাশ বলে উঠলেন, হে ফকীহ সম্প্রদায়! তোমরাই হলে ডাক্তার, আর আমরা হচ্ছি ওষুধ বিক্রেতা।"

–(আলকামিল ৮/২৩৮, ফাযায়িলু আবী হানীফা ইবনে আবিল আওয়াম পৃ. ২৩)

এ ঘটনা আবূ হানীফার ফিকহুল হাদীস বিষয়ক দক্ষতারই একটি জ্বলন্ত প্রমাণ। ইমাম আ'মাশ (র.) অকপটে যার স্বীকৃতি দিয়েছেন। হাদীসের ইলম তখনই স্বীয় পূর্ণাঙ্গ রূপে আত্মপ্রকাশ করে যখন প্রতিপাদ্য বিষয় উপলব্ধি করে তার মাঝে নিহিত রহস্যকে উদঘাটন করা যায়। আবূ হানীফা (র.) সেই কাজটিই করতে পেরেছিলেন বলে আ'মাশ (র.) তাঁকে এত মূল্যবান একটি সনদ দিয়েছেন। দ্বীনি বিষয়ে একজন ডাক্তার হিসেবে তাঁকে স্বীকৃতি দিলেন। ফিকহুল হাদীসের ক্ষেত্রে এটাই ছিল তাঁর বাস্তব মকাম।

ইমাম আ'মাশ (র.)-এর সঙ্গে অনুরূপ আরেকটি ঘটনায়ও ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর ফিকহুল হাদীস বিষয়ক অসাধারণ প্রতিভার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। তবে সে ঘটনায় আ'মাশ (র.)-এর কথোপকথন হয়েছে আবূ ইউসুফ (র.)-এর সঙ্গে। খতীব বাগদাদী (র.) বর্ণনা করেন–

عَنْ اَبِيْ عَبَّادِ الْحَنَفِيِّ قَالَ : قَالَ الْاَعْمَشُ لِاَبِيْ يُوْسُفَ : كَيْفَ تَرَكَ صَاحِبُكَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ قَوْلَ عَبْدِ اللهِ يَعْنِيْ ابْنَ مَسْعُوْدٍ عِتْقُ الْاَمَةِ طَلَاقُهَا؟ قَالَ : تَرَكَهُ لِحَدِيْثِكَ الَّذِيْ حَدَّثْتَهُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا، اَنَّ بَرِيْرَةَ حِيْنَ اُعْتِقَتْ خُيِّرَتْ؛ قَالَ الْاَعْمَشُ : اِنَّ اَبَا حَنِيْفَةَ لَفَطِنٌ! وَاَعْجَبَهُ مَا اَخَذَ بِهِ اَبُوْ حَنِيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. (تَارِيْخُ بَغْدَادَ ٣٤٠/١٣)

"আবূ আব্বাদ আল হানাফী বলেন, আ'মাশ (র.) আবূ ইউসুফ (র.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার হুজুর আবূ হানীফা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.)-এর এ মতটি কীভাবে ছেড়ে দিলেন যে, বাঁদিকে আজাদ করে দেওয়াই তার জন্য তালাক? আবূ ইউসুফ (র.) বললেন, ইবরাহীম নাখায়ী (র.) আসওয়াদ (র.) থেকে, তিনি আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে –সূত্রে আপনি আবূ হানীফা (র.)-কে যে হাদীসটি বর্ণনা করেছিলেন যে, বারিরাকে যখন আজাদ করা হয় তখন তাকে এখতিয়ার দেওয়া হয়েছিল। –এ হাদীসের কারণেই তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.)-এর মতকে গ্রহণ করেননি।

এ কথা শুনে আ'মাশ (র.) বললেন, আবূ হানীফা বড় মেধাবী মানুষ। আর আবূ হানীফা (র.) যে হাদীসটিকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন, তা আ'মাশ পছন্দ করেছেন।" –(তারীখে বাগদাদ ১৩/৩৪০ বরাতে, উকূদুল জুমান পৃ. ১৯৯)

অর্থাৎ এ হাদীসের বক্তব্য হচ্ছে, আজাদ করার সাথে সাথেই তালাক হয়ে যাবে না; বরং আজাদ করার পর স্ত্রীকে এখতিয়ার দেওয়া হবে; সে চাইলে আগের স্বামীর কাছে থাকবে, না চাইলে থাকবে না। হাদীসের এ বক্তব্যটি ইবনে মাসঊদের মতের বিপরীত হওয়ার কারণে আবূ হানীফা (র.) ইবনে মাসঊদের মতটি গ্রহণ না করে হাদীসের বক্তব্যকে গ্রহণ করেছেন।

মজার বিষয় হচ্ছে, ইমাম আ'মাশ (র.)-ই আবূ হানীফা (র.)-কে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবার আপত্তিটিও তিনিই করেছেন। কারণ এ হাদীস থেকে যে এ মাসআলাটি এত সহজভাবে উদঘাটিত হয় তা তিনি খেয়াল করতে পারেননি। ইমাম আবূ হানীফা (র.) তাঁর ফিকহুল হাদীসের বিশেষ প্রতিভার বলে তা আঁচ করতে পেরেছেন। আবূ হানীফা (র.)-এর সে যোগ্যতার কথাটিই ইমাম আ'মাশ (র.) অকপটে স্বীকার করলেন এবং হকদারকে তার প্রাপ্য আদায় করে দিলেন। বললেন, তিনি এ বিষয়ে একজন যোগ্য ব্যক্তি।

আবূ হানীফা (র.)-এর সঙ্গে ইমাম আ'মাশ (র.)-এর অনুরূপ ঘটনা আরো ঘটেছে এবং উদ্ধৃত ঘটনাটি আরো বিভিন্ন সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে যা এ বিষয়ক কিতাবাদিতে দেখা যেতে পারে।

ইসরাঈল ইবনে ইউনুস (র.)

হাদীস বুঝা ও তার মর্ম যথাযথ উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে আবূ হানীফার যে বিশেষ যোগ্যতা ছিল সে সম্পর্কে বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ইসরাঈল ইবনে ইউনুস (র.) (মৃ. ১৬০ হি.) সংক্ষেপে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। খতীব বাগদাদী (র.) বলেন–

عَنْ اِسْرَائِيْلَ بْنِ يُوْنُسَ قَالَ : نِعْمَ الرَّجُلُ نُعْمَانُ، مَا كَانَ اَحْفَظَ لِكُلِّ حَدِيْثٍ فِيْهِ فِقْهٌ، وَاَشَدَّ فَحْصِهِ عَنْهُ، وَأَعْلَمَهُ بِمَا فِيْهِ مِنَ الْفِقْهِ.

"ইসরাঈল ইবনে ইউনুস (র.) বলেন, নো'মান কতই না দারুন মানুষ! যেসব হাদীসে ফিকহ রয়েছে, সেগুলোকে তিনি খুব মুখস্থ রাখতেন, সেগুলোকে খুব যাচাই বাছাই করতেন এবং সেসব হাদীসে যে ফিকহ রয়েছে সেসব সম্পর্কে তিনি সর্বাধিক অবগত ছিলেন।" –(তারীখে বাগদাদ বরাতে, উকূদুল জুমান পৃ. ৩২১)

অন্যান্য হাদীসের পাশাপাশি শরিয়তের বিধিবিধান সংশ্লিষ্ট হাদীসগুলোর উপর তাঁর বিশেষ দখল ছিল। সেসব হাদীসের যাচাই বাছাইও তিনি কঠোরভাবে করতেন। কারণ শরিয়তের বিধান বলে কথা। হালাল-হারামের ফয়সালা সহজ কোনো বিষয় নয়। আর আহকাম সংশ্লিষ্ট এসব হাদীস থেকে বাস্তব জীবনের মাসআলাগুলো উদঘাটনের ব্যাপারে আবূ হানীফা (র.)-এর কথাই ইসরাঈল (র.) বললেন, তিনি স্পষ্ট করেই বললেন যে, হাদীস থেকে মাসআলাসমূহ বের করার ব্যাপারে তিনি হচ্ছেন সর্বাধিক অভিজ্ঞ ব্যক্তি। তাঁর সে অভিজ্ঞতাই বাস্তবে প্রতিফলিত হয়েছে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)

আবূ হানীফা (র.)-এর বিশিষ্ট শাগরেদ তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের প্রধান বিচারপতি আবূ ইউসুফ ইয়াকূব ইবনে ইবরাহীম (র.) (মৃ. ১৮২ হি.) ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর ফিকহুল হাদীস সম্পর্কীয় যোগ্যতার কথাটি আরো স্পষ্ট করে বলেছেন। খতীব বাগদাদী (র.) বলেন–

عَنْ اَبِيْ يُوْسُفَ قَالَ : مَا رَأَيْتُ اَحَدًا أَعْلَمَ بِتَفْسِيْرِ الْحَدِيْثِ وَمَوَاضِعِ النُّكَتِ الَّتِيْ فِيْهِ مِنَ الْفِقْهِ مِنْ اَبِيْ حَنِيْفَةَ.

"আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেন, হাদীসের তাফসীর এবং হাদীসের মাঝে ফিকহের সূক্ষ্ম ক্ষেত্রগুলো অনুধাবন করার ব্যাপারে আমি আবূ হানীফা (র.)-এর চেয়ে অভিজ্ঞ ও দক্ষ আর কাউকে দেখিনি।" –(তারীখে বাগদাদ বরাতে, উকূদুল জুমান পৃ. ৩২১)

উল্লেখ্য ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) হচ্ছেন ইমাম আবূ হানীফার দীর্ঘ সংশ্রবপ্রাপ্ত শাগরেদ। পাশাপাশি হাদীসের ইলমের ক্ষেত্রেও তাঁর বিশেষ দখল রয়েছে। আবূ হানীফা (র.)-কে তিনি অনেক কাছে থেকে দেখেছেন, পর্যবেক্ষণ করেছেন। আবূ হানীফা (র.) কোন মাসআলাটি কোন হাদীসের ভিত্তিতে বলেন, আর কোন হাদীস থেকে কত প্রকার মাসআলা বের করেন? এ সবই তাঁর সামনে ছিল। এ সবকিছু দেখেই তিনি আবূ হানীফা (র.)-এর ব্যাপারে এ দ্ব্যর্থহীন মন্তব্যটি করেছেন। কারণ তিনি আবূ হানীফা (র.)-এর একজন যোগ্য শাগরেদ হওয়ার পাশাপাশি তাঁর একজন সহকর্মীও ছিলেন।

'হাদীসের তাফসীর' একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র। আবূ ইউসুফ (র.) বলতে চান, আবূ হানীফা (র.) ছিলেন এ শাস্ত্রের ইমাম। এ বিষয়ে আবূ ইউসুফ (র.) তাঁর অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে বলেন–

مَا خَالَفْتُ اَبَا حَنِيْفَةَ فِيْ شَيْءٍ قَطُّ فَتَدَبَّرْتُهُ اِلَّا رَأَيْتُ مَذْهَبَهُ الَّذِيْ ذَهَبَ اِلَيْهِ اَنْجٰى فِي الْاٰخِرَةِ، وَكُنْتُ رُبَمَا مِلْتُ اِلَى الْحَدِيْثِ وَكَانَ هُوَ اَبْصَرُ بِالْحَدِيْثِ الصَّحِيْحِ مِنِّيْ. (عُقُوْدُ الْجُمَانِ ف ٣٢١)

"আমি যখনই কোনো মাসআলায় আবূ হানীফা (র.)-এর মতের সঙ্গে দ্বিমত করেছি তখনই চিন্তা করে পেয়েছি যে, আবূ হানীফা (র.) যে মতটি গ্রহণ করেছেন সেটি পরকালে মুক্তির জন্য বেশি কার্যকরী। কখনো কখনো আমি হাদীসের দিকে ঝুঁকতাম; কিন্তু দেখতাম তিনি সহীহ হাদীসের ব্যাপারে আমার চেয়েও বেশি অবগত।" –(উকূদুল জুমান পৃ. ৩২১)

এটিও আবূ হানীফা (র.)-এর ফিকহুল হাদীসের বহিঃপ্রকাশ। আবূ ইউসুফ (র.) আবূ হানীফা (র.)-এর সঙ্গে দ্বিমত করতেন। হাদীসের বাহ্যিক অর্থ হিসেবে মনে করতেন আবূ হানীফা (র.) সেই হাদীসের বিপরীত বলছেন। কিন্তু বাস্তবতা খুঁজে বের করলে দেখা যায় আবূ ইউসুফ যে হাদীসের ভিত্তিতে আবূ হানীফা (র.)-এর মতের সঙ্গে দ্বিমত করেছেন, সেই হাদীস সম্পর্কে আবূ হানীফা (র.) আগে থেকেই জানেন। কিন্তু আবূ হানীফা (র..) সে হাদীসের বস্তুনিষ্ঠ যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন সেটিও সঠিক। ফলে আবূ হানীফা (র.)-এর মতটি ঐ হাদীসের বিপরীত থাকে না এবং আবূ ইউসুফ (র.)-ও তাঁর দ্বিমত থেকে ফিরে আসেন। এটাই হচ্ছে, রাসূলের মানশা (অভিষ্ট লক্ষ্য) ও উদ্দেশ্য উপলব্ধি করা। আল্লাহ তা'আলা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-কে সেই যোগ্যতা দিয়েছেন। আবূ ইউসুফ (র.)-এর ভাষ্যে আমরা সে কথা জানতে পেরেছি। আবূ ইউসুফ (র.) আবূ হানীফা (র.)-এর মাসআলার উৎস বুঝতে পেরেছেন বলে নিজের মত থেকে

ফিরে এসেছেন। আবূ হানীফা (র.)-কে হাদীস বিরোধিতার অপবাদ দেননি; বরং তিনিই সঠিক ভাব ও মর্ম বুঝেছেন বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। কিন্তু যারা আবূ ইউসুফের মতো ততদূর পৌঁছতে পারেনি, তারা বরাবর আবূ হানীফা (র.)-কে অপবাদ দিয়ে চলেছে, আর নিজের ভুলের মাঝে চিরকালের জন্য আবদ্ধ রয়ে গেছে। ফিকহুল হাদীসে আবূ হানীফা (র.)-এর অগ্রগামিতা একটি স্বীকৃত বিষয়। কিছু উদ্ধৃতি দিয়ে সে দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে মাত্র। নচেৎ তাঁর সমগ্র জীবনেতিহাসই এর সাক্ষী।

আবূ হানীফা (র.)-এর আকীদা বিশ্বাস

সালাফে সালেহীন সাহাবা, তাবেয়ীন ও তাবে তাবেয়ীন যে আকীদা বিশ্বাস পোষণ করতেন ইমাম আবূ হানীফা (র.) সে আকীদাই পোষণ করতেন। তাঁর আকীদার বিষয়টি গোপন কোনো বিষয় নয়। সালাফে সালেহীনের একমাত্র মুখপাত্র হিসেবে খ্যাত 'আকীদাতুত ত্বাহাভী' কিতাবটি আমাদের কারো কাছেই অপরিচিত নয়। কিতাবটি মূলত আবূ হানীফার আকীদারই স্পষ্ট তরজমান। ইমাম তাহাভী (র.) সে কিতাবের নাম রেখেছেন– عَقِيْدَةُ اَبِيْ حَنِيْفَةَ 'আকীদাতু আবী হানীফা র.'।

এ প্রসঙ্গে ইমাম ইবনুল আসীর (র.) বলেন–

وَقَدْ جَمَعَ اَبُوْ جَعْفَرٍ اَلطَّحَاوِيُّ وَهُوَ مِنْ اَكْبَرِ الْآخِذِيْنَ بِمَذْهَبِهِ كِتَابًا سَمَّاهُ "عَقِيْدَةُ اَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ" وَهِيَ عَقِيْدَةُ اَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ (جَامِعُ الْأُصُوْلِ لِاِبْنِ الْأَثِيْرِ : ٩٥٢/١٢ مَكْتَبَةُ الْحَلْوَانِيْ.)

আবূ জাফর ত্বাহাভী যিনি আবূ হানীফা (র.)-এর মাযহাবের অনুসারীদের অন্যতম, তিনি একটি কিতাব রচনা করেছেন যার নাম দিয়েছেন 'আকীদাতু আবী হানীফা রাহিমাহুল্লাহ'। আর সেটি হচ্ছে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতেরই আকীদা। –(জামেউল উসূল ১২/৯৫২)

'আলআকীদাতুত ত্বাহাভীয়্যা' নামে প্রসিদ্ধ এ কিতাবটি পড়লেই একজন পাঠক ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর আকীদা বিশ্বাস সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা হাসিল করতে পারবে। এখানে উদাহরণ স্বরূপ দুয়েকটি মন্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে, যার দ্বারা এ বইয়ের পাঠকবর্গ আবূ হানীফা (র.)-এর আকীদা সম্পর্কে প্রাথমিক একটি ধারণা নিয়ে নিতে পারে।

ইবনুল আসীর (র.) স্পষ্টই বলেছেন যে, ত্বাহাভী (র.) কর্তৃক রচিত কিতাবটি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের হুবহু আকীদার সংকলন। পাশাপাশি তিনি একথাও বলেছেন যে, ত্বাহাভী (র.) এ কিতাবে আবূ হানীফা (র.) আকীদাগুলো

সংকলন করেছেন এবং নামও দিয়েছেন সেভাবেই। এর দ্বারা তিনি এ কথাই বুঝাতে চেয়েছেন যে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত ও ইমাম আবূ হানীফা রাহিমাহুল্লাহর আকীদা এক ও অভিন্ন। তাই এ বিষয়ে অমূলক কোনো সংশয়ে পড়ার কোনো প্রয়োজন নেই।

আকীদা সম্পর্কীয় আবূ হানীফা (র.)-এর উক্তিসমূহ এবং অন্যান্যদের মন্তব্য নিম্নরূপ।

আতা ইবনে আবী রাবাহ (র.)-এর স্বীকৃতি

আবূ হানীফা (র.) যে এলাকায় ছিলেন, সে এলাকার মানুষ বিভিন্ন দলভুক্ত হয়ে যাওয়ায় একটি বদনাম সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনি যখন আতা রাহিমাহুল্লাহর দরবারে এলেন তখন আকীদাগত প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছিলেন। সেই সুবাদে আমাদের সামনে তাঁর আকীদার স্পষ্ট ছবি উদ্ভাসিত হয়েছে। ইমাম আবূ যাহরা মিসরী (র.) লিখেন–

فَهُوَ اَىْ اَبُوْ حَنِيْفَةَ فِىْ مَكَّةَ يَلْتَقِىْ بِعَطَاءِ بْنِ اَبِىْ رَبَاحٍ، وَ فِىْ اَوَّلِ مَرَّةٍ الْتَقٰى بِهٖ يَسْأَلُهٗ عَطَاءٌ : مِنْ اَيْنَ اَنْتَ؟ فَيَقُوْلَ : مِنْ اَهْلِ الْكُوْفَةِ، فَيَقُوْلُ لَهٗ عَطَاءٌ : مِنْ اَهْلِ الْقَرْيَةِ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ شِيَعًا؟ فَيَقُوْلَ لَهٗ : نَعَمْ، فَيَسْأَلُهٗ عَطَاءٌ : فَمِنْ اَىِّ الْاَصْنَافِ اَنْتَ؟ فَيَقُوْلَ لَهٗ : مِمَّنْ لَا يَسُبُّ السَّلَفَ، وَيُؤْمِنُ بِالْقَدَرِ، وَلَا يُكَفِّرُ اَحَدًا بِذَنْبٍ، فَقَالَ لَهٗ عَطَاءٌ : عَرَفْتَ فَالْزَمْ. (اَبُوْ حَنِيْفَةَ ص ٦٩ : تَارِيْخُ بَغْدَادَ ٣٣١/١٣)

"আবূ হানীফা (র.) মক্কায় আতা ইবনে আবী রাবাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। প্রথম সাক্ষাতেই আতা (র.) তাঁকে জিজ্ঞেস করেছেন, তুমি কোন এলাকার? তিনি বলেছেন, আমি কূফার অধিবাসীদের একজন, তখন আতা (র.) বলেছেন, তুমি কি ঐ এলাকার লোক যারা তাদের ধর্মকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে ফেলেছে? আবূ হানীফা (র.) তাঁকে বললেন, জি হ্যাঁ। আতা (র.) তাঁকে পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোন দলের লোক? তিনি জবাবে বলেছেন, আমি ঐ দলের লোক যারা পূর্বসূরীগণকে গালি দেয় না, তাকদীরকে বিশ্বাস করে এবং গুনাহের কারণে কাউকে কাফের বলে না। জবাব শুনে আতা (র.) বললেন, তুমি সত্য চিনতে পেরেছ। অতএব, দরসে নিয়মিত বস।

–(আবূ হানীফা পৃ. ৬৯, তারীখে বাগদাদ ১৩/৩৩১)

আতা (র.)-এর এ প্রশ্ন এবং আবূ হানীফা (র.)-এর এ উত্তরের মাধ্যমে আবূ হানীফা (র.)-এর আকীদা তথা সঠিক পথাবলম্বী আহলে সুন্নত ওয়ালা জামাতের একটি স্বচ্ছ ও সুন্দর প্রতিচ্ছবি আমাদের সামনে চলে এলো।

মুহাম্মাদ বাকের (র.)-এর স্বীকৃতি

বিশিষ্ট তাবেয়ী নববী বংশের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র আবূ জাফর মুহাম্মাদ বাকের (র.) (মৃ. ১১৪ হি.)-এর সঙ্গে এক ঘটনা প্রেক্ষিতে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর আকীদা বিশ্বাসের একটি স্বচ্ছ প্রতিচ্ছবি সবার সামনে এসেছে। বাকের (র.)-এর সঙ্গে আবূ হানীফা (র.)-এর প্রথম সাক্ষাৎ হয় মদীনা মুনাওয়ারাতে। ইতিপূর্বে আবূ হানীফা সম্পর্কে বিভিন্ন অমূলক কথা মানুষ তাঁর কানে দিয়েছিল, ফলে আবূ হানীফা (র.)-এর প্রতি তাঁর একটা বিরূপ ধারণা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু সরাসরি সাক্ষাতে সব পরিষ্কার হয়ে গেছে। আবূ যাহরা মিসরী (র.) লিখেন, বাকের (র.) আবূ হানীফা (র.)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে তাকে লক্ষ্য করে বলেছেন–

أَنْتَ الَّذِيْ حَوَّلْتَ دِيْنَ جَدِّيْ وَأَحَادِيْثَهُ بِالْقِيَاسِ ؟ فَقَالَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ : مَعَاذَ اللهِ، فَقَالَ مُحَمَّدٌ : بَلْ حَوَّلْتَهُ، فَقَالَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ : اجْلِسْ مَكَانَكَ كَمَا يَحِقُّ لَكَ، حَتّٰى أَجْلِسُ كَمَا يَحِقُّ لِيْ، فَإِنَّ لَكَ عِنْدِيْ حُرْمَةً كَحُرْمَةِ جَدِّكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ حَيَاتِهِ عَلٰى أَصْحَابِهِ، فَجَلَسَ، ثُمَّ جَثَا أَبُوْ حَنِيْفَةَ بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ : إِنِّيْ سَائِلُكَ عَنْ ثَلَاثِ كَلِمَاتٍ فَأَجِبْنِيْ : اَلرَّجُلُ أَضْعَفُ أَمِ الْمَرْأَةُ؟ فَقَالَ مُحَمَّدٌ : اَلْمَرْأَةُ، فَقَالَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ كَمْ سَهْمًا لِلْمَرْأَةِ؟ فَقَالَ : لِلرَّجُلِ سَهْمَانِ، وَلِلْمَرْأَةِ سَهْمٌ، فَقَالَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ : هٰذَا قَوْلُ جَدِّكَ، وَلَوْ حَوَّلْتُ دِيْنَ جَدِّكَ لَكَانَ يَنْبَغِيْ فِي الْقِيَاسِ أَنْ يَكُوْنَ لِلرَّجُلِ سَهْمٌ، وَلِلْمَرْأَةِ سَهْمَانِ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ أَضْعَفُ مِنَ الرَّجُلِ، ثُمَّ قَالَ : اَلصَّلَاةُ أَفْضَلُ أَمِ الصَّوْمُ؟ فَقَالَ اَلصَّلَاةُ، قَالَ هٰذَا قَوْلُ جَدِّكَ، وَلَوْ حَوَّلْتُ قَوْلَ جَدِّكَ لَكَانَ الْقِيَاسُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا طَهَرَتْ مِنَ الْحَيْضِ أَمَرْتُهَا أَنْ تَقْضِيَ الصَّلَاةَ وَلَا تَقْضِي الصَّوْمَ، ثُمَّ قَالَ : اَلْبَوْلُ أَنْجَسُ أَمِ النُّطْفَةُ، قَالَ: اَلْبَوْلُ أَنْجَسُ، قَالَ : فَلَوْ كُنْتُ حَوَّلْتُ دِيْنَ جَدِّكَ بِالْقِيَاسِ، لَكُنْتُ أَمَرْتُ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنَ الْبَوْلِ، وَيَتَوَضَّأَ مِنَ النُّطْفَةِ، وَلٰكِنَّ مَعَاذَ اللهِ أَنْ أُحَوِّلَ دِيْنَ جَدِّكَ بِالْقِيَاسِ، فَقَامَ مُحَمَّدٌ فَعَانَقَهُ وَقَبَّلَ وَجْهَهُ وَأَكْرَمَهُ.

"তুমিই কি সে ব্যক্তি যে কেয়াসের দোহাই দিয়ে আমার নানার দ্বীন ও তাঁর হাদীসকে উল্টে দিয়েছ? শুনে আবূ হানীফা (র.) বললেন– مَعَاذَ اللهِ (আল্লাহ

হেফাজত করুন।) মুহাম্মদ বললেন, না তুমি তা করেছ। তখন আবূ হানীফা বললেন, যতক্ষণ সম্ভব আপনি একটু আপন জায়গায় বসুন, তাহলে আমিও যতক্ষণ সম্ভব আপনার সঙ্গে বসব। কারণ আপনি আমার কাছে তেমনি সম্মানিত যেমন আপনার নানা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জীবদ্দশায় সাহাবায়ে কেরামের কাছে সম্মানিত ছিলেন। এরপর আবূ হানীফা (র.) তাঁর সামনে নতজানু হয়ে বসলেন এবং বললেন–

আমি আপনাকে তিনটি বিষয়ে জিজ্ঞেস করতে চাই। আপনি আমার এ প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন। পুরুষ বেশি দুর্বল না মহিলা? মুহাম্মদ (র.) বললেন, মহিলা। আবূ হানীফা বললেন, মহিলা কত অংশ পায়? মুহাম্মদ বললেন, পুরুষের দুই অংশ, আর মহিলার এক অংশ। উত্তর শুনে আবূ হানীফা (র.) বললেন, এটা হচ্ছে আপনার নানার কথা। আমি যদি আপনার নানার কথাকে উল্টে দিতাম তাহলে কেয়াসের দাবি ছিল পুরুষের এক অংশ হওয়া এবং মহিলার দুই অংশ হওয়া। কারণ মহিলা পুরুষের চেয়ে দুর্বল।

এরপর আবূ হানীফা (র.) বললেন, নামাজ উত্তম নাকি রোজা উত্তম? মুহাম্মদ বললেন, নামাজ উত্তম। আবূ হানীফা (র.) বললেন, এটা আপনার নানার কথা। আমি যদি আপনার নানার কথা উল্টে দিতাম তাহলে কেয়াসের দাবি ছিল, মহিলারা হায়েয থেকে পবিত্র হয়ে রোজা কাজা না করে নামাজ কাজা করা।

এরপর আবূ হানীফা (র.) বললেন, পেশাব বেশি নাপাক নাকি বীর্য বেশি নাপাক? মুহাম্মদ (র.) বললেন, পেশাব বেশি নাপাক। আবূ হানীফা বললেন, কেয়াস দিয়ে যদি আমি আপনার নানার কথাকে উল্টে দিতাম, তাহলে পেশাব করলে গোসল করতে বলতাম আর বীর্য নির্গত হলে অজু করতে বলতাম। কিন্তু কেয়াস দিয়ে আপনার নানার দ্বীনকে উল্টে দেওয়া থেকে আল্লাহ আমাকে রক্ষা করুন।

এরপর মুহাম্মদ (র.) দাঁড়ালেন, তাঁর সঙ্গে কোলাকুলি করলেন, তাঁর চেহারায় চুমো দিলেন এবং তাঁকে খুব সম্মান করলেন।" –(আবূ হানীফা : আবূ যাহরা মিসরী পৃ. ৬৪-৬৫)

এ ক্ষুদ্র পরিসরে এর চেয়ে বেশি উদ্ধৃতি উল্লেখ করা সম্ভব নয়। প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট কিতাবাদি পড়ে বিস্তারিত জানা যেতে পারে। আল্লাহ আমাদেরকে সহীহ বুঝ দান করুন এবং দ্বীনের ধারকবাহকদের সঠিক মূল্যায়ন করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

জীবন সায়াহ্নে ইমাম আবু হানীফা

দ্বীন ও ইলমের ময়দানে একজন যোগ্য ওয়ারেসে নবী হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে, দ্বীন ও ইলমের সকল অঙ্গনে যিম্মাদারী আদায়ে ইখলাস ও ইতকান-নিষ্ঠা ও যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখে দ্বীনের স্বার্থকেই উপরে রেখে ইহ জগত ত্যাগ করেছেন। ইতিহাসের কিতাবাদিতে তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলো লিপিবদ্ধ হয়েছে। সহীহ মতানুসারে ১৫০ হিজরীর রজব মাসে রাষ্ট্রযন্ত্রের জুলুমের শিকার হয়ে জেলখানায় সাজদারত অবস্থায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

খতীব বাগদাদী রহ. সহ প্রখ্যাত ইতিহাসবিদগণ ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহর জীবনের শেষ অধ্যায়টিকে বিস্তারিত তুলে ধরেছেন।

ইমাম সালেহী শাফেয়ী রহ. এ বিষয়ক বর্ণনাগুলোর সারসংক্ষেপ তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, আব্বাসী খলীফা আবু জাফর মানসূর আবু হানীফাকে কূফা থেকে বাগদাদ ডেকে পাঠিয়েছেন এবং বিচার বিভাগের দায়িত্বভার গ্রহণ করার জন্য তাঁকে প্রস্তাব দিয়েছেন। আর বলেছেন, গোটা মুসলিম বিশ্বের বিচার বিভাগ আপনার হাতেই পরিচালিত হবে। আবু হানীফা রহ. বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালেন। এ প্রেক্ষিতে খলিফা আবু জাফর মানসূর কঠিন কসম খেয়ে বসলেন, আবু হানীফা যদি তা গ্রহণ না করেন তা হলে তিনি তাঁকে বন্দি করে রাখবেন এবং তাঁর সঙ্গে কঠিন আচরণ করবেন। এরপরও আবু হানীফা রহ. সম্মতি দিলেন না।

এরপর খলীফা মানসূর তাঁকে বন্দি করে রাখলেন। বন্দি অবস্থায় খলীফা প্রস্তাব পাঠাতে থাকলেন, আমার প্রস্তাবে যদি সম্মত হন তা হলে জেল থেকে মুক্তি দিয়ে দেব। আবু হানীফা রহ. এসব প্রস্তাবকে আরো প্রচন্ডভাবে প্রত্যাখ্যান করলেন। তখন খলীফা আদেশ দিলেন, তাঁকে যেন প্রতি দিন বের করে এনে দশটি করে চাবুক মারা হয় এবং তা যেন বাজারে জনসমক্ষে করা হয়। এ আদেশের প্রেক্ষিতে তাঁকে বের করে আনা হল এবং কঠিনভাবে তাঁকে মারা হল, যারফলে তাঁর চামড়ায় স্পষ্ট দাগ পড়ে গিয়েছিল। তাঁকে যখন বাজারে জনসমক্ষে প্রদর্শ করা হচ্ছিল তখন তাঁর পায়ের গোড়ালির উপর রক্ত গড়িয়ে পড়ছিল।

এরপর তাঁকে আবারো জেলে নেয় হল এবং বন্দি অবস্থায় খানা পিনায় আরো বেশি কঠোরতা করা হল। দশ দিন যাবত তাঁকে এসব ধরনের শাস্তি দেয়া হতে থাকল। প্রতি দিন দশটি করে চাবুক মারা হত। এভাবে যখন ধারাবহিক মার চলতে থাকল, তখন তিনি আল্লাহর দরবারে খুব কাঁদলেন এবং দোয়া করলেন। এরপর তিনি পাঁচ দিন বেঁচে ছিলেন এবং এ অবস্থায়ই মারা গেছেন।

আবু মুহাম্মদ হারেসী রহ. বর্ণনা করেন, আবু হানীফাকে একটি পানপাত্র দেয়া হয়েছে যার মধ্যে বিষ ছিল। আবু হানীফা রহ. বললেন, আমি পান করব না। এরপর কয়েকবার তাঁকে পান করতে বাধ্য করা হল। তিনি প্রত্যাখ্যান করলেন এবং বললেন, এতে কি আছে আমি জানি। আমি আমার মৃত্যুর জন্য সহযোগিতা করতে পারি না। তখন তাঁকে যমিনের উপর ফেলে দেয়া হল এবং মুখের মধ্যে বিষ ঢেলে দেয়া হল। এরপর তাঁকে ছেড়ে দেয়া হল।

হাফেয আবুল হাসান মুহাম্মাদ ইবনুল হোসাইন আশশাফেয়ী রহ. বর্ণনা করেন, ইমাম আবু হানীফা রহ. যখন মৃত্যুর ভাব অনুভব করলেন তখন সাজদায় পড়ে গেলেন এবং সাজদা অবস্থায়ই তাঁর রূহ বের হয়ে গেল।

সালেহী রহ. বলেন, আবু জাফর মানসূর মূলত হত্যা করার জন্যই ইমাম আবু হানীফাকে কূফা থেকে ডেকে পাঠিয়েছেন, তাঁকে জীবিত রাখার জন্য নয়। এর কারণ হচ্ছে, ইবরাহীম ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে হাসান ইবনে হাসান ইবনে আলি ইবনে আবু তালিব যখন বসরায় আবূ জাফর মানসূরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে তখন মানসূর খুব আশংকাগ্রস্থ হয়ে পড়েছিল এবং কোন রকমেই স্থির হতে পারছিল না। তখন আবু হানীফার শত্রুদের মধ্য থেকে কেউ একজন চোগলখোরী করে মানসূরের কানে এ কথা পৌছে দিয়েছে যে, ইমাম আবু হানীফা ইবরাহীমের সহযোগী এবং অনেক টাকা পয়সা দিয়ে তাকে সহযোগিতা করছেন। আর ইমাম আবু হানীফা ছিলেন সর্বজনগ্রাহ্য ও মান্যবর ব্যক্তি এবং ব্যবসায়িক সূত্রে অনেক ধন-সম্পদের অধিকারী।

এ কারণে মানসূর আশংকাবোধ করলেন, আবু হানীফা ইবরাহীমের পক্ষ নিয়ে নেন কিনা। এজন্য তাঁকে মক্কা থেকে কূফায় ডেকে নিয়েছেন। কিন্তু কোন প্রকার অজুহাত ছাড়া তাঁকে হত্যা করতে মানসূরের সাহস হয়নি। তাই তাঁর কাছে বিচারপতি হওয়ার প্রস্তাব পেশ করল। কিন্তু মানসূর জানতেন, ইমাম আবু হানীফা এ প্রস্তাব গ্রহণ করবেন না। তাই হল। আবু হানীফা প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান

করলেন। মানসূর তাঁকে হত্যা করার একটি অজুহাত খুঁজে পেলেন। আবু হানীফা রহ. এ অবস্থায় পনের দিন অতিবাহিত করেছেন। অবশেষে তিনি ১৫০ হিজরীর রজব মাসে ৭০ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। -বিস্তারিত দেখুন, উকূদুল জুমান পৃঃ ৩৫৭-৩৬২

তাঁর একটি মাত্র ছেলে সন্তান ছিল হাম্মাদ ইবনে আবু হানীফা। এ ছাড়া আর কোন ছেলে মেয়ে ছিল না। এ হাম্মাদ রহ. তাঁর যামানার স্বীকৃত মুহাদ্দিস ও ফকীহ ছিলেন।

গোসল ও কাফন-দাফন

খতীব বাগদাদী রহ. বর্ণনা করেন, আবু হানীফা রহ. এর ইন্তেকালের পর তাঁকে তাঁর বন্দিশালা থেকে বের করে আনা হয়েছে এবং পাঁচ ব্যক্তি বহন করে তাঁকে গোসলের জায়গায় নিয়ে গেছে। বগদাদের বিচারপতি হাসান ইবনে উমারা রহ. তাঁকে গোসল দিয়েছেন, আর আবু রাজা আব্দুল্লাহ ইবনে ওয়াকেদ হারাভী তাঁর গায়ে পানি ঢেলেছেন।

আবু রাজা রহ. বলেন, ইমাম আবু হানীফার মৃত্যুর পর তাঁকে গোসল দেয়ার সময় আমি তাঁর গায়ে পানি ঢালছিলাম। আমি দেখতে পেলাম, তাঁর শরীরটি অত্যন্ত হ্যংলা পাতলা। ইবাদত করতে করতে তিনি তাঁর শরীর ক্ষয় করে ফেলেছেন। তাঁর গোসল দেয়া শেষ হতে না হতেই বাগদাদের এত মানুষ সেখানে জড়ো হয়েছে যাদের সংখ্যা তাদের সৃষ্টিকর্তা ছাড়া কেউ বলতে পারবে না। যেন তাঁর মৃত্যুর ঘোষণা দিয়ে তাদেরকে নিয়ে আসা হয়েছে।

নুয়াইম ইবনে ইয়াহয়া রহ. বলেন, অনুমান করা হয়েছে, ইমাম আবু হানীফার জানাযার নামায যারা পড়েছে তাদের সংখ্যা পঞ্চাশ হাজার ছাড়িয়ে গেছে। তাঁর জানাযার নামায ছয় পর্বে শেষ করা হয়েছে। এক বার পড়িয়েছেন বিচারপতি হাসান ইবনে উমারা, আর শেষ বার পড়িয়েছেন তাঁর ছেলে হাম্মাদ। অধিক ভিড়ের কারণে আসরের আগে তাঁকে দাফন করা সম্ভব হয়নি।

ইমাম আবু হানীফা রহ. মৃত্যুর আগে অসিয়ত করে গেছেন, তাঁকে যেন খাইযুরানের কবরস্থানের পূর্ব অংশে দাফন করা হয়। কারণ সে অংশটি সঠিক মালিকানার জায়গা, জবরদখলকৃত নয়। আবু হানীফার এ কথা খলীফা মানসূরের কানে পৌঁছলে তিনি আক্ষেপ করে বলেছেন, জীবিত এবং মৃত অবস্থায় তোমার পক্ষ থেকে আমাকে কে ক্ষমা করবে! -তারীখে বাগদাদ

মক্কার ফকীহ ও মুহাদ্দিস ইবনে জুরায়জের কাছে আবু হানীফার মৃত্যু সংবাদ পৌঁছলে তিনি ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন বলে পরে বলে উঠলেন, কেমন ইলমের ভান্ডার হারিয়ে গেল!! -প্রাগুক্ত

ইমাম শো'বা রহ. ইন্না লিল্লাহ ... পড়ে বলেছেন, কূফা থেকে ইলমের নূর নিভে গেছে। তারা আর কখনো তাঁর মত মানুষ দেখবে না।

আবু নুয়াইম ফাযল ইবনে দুকায়ন তাঁর 'তারীখ' গ্রন্থে বলেছেন, আমি আলি ইবনে সালেহ ইবনে হাইকে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন, ইরাকের মুফতী ও ফকীহ চলে গেলেন। আর মানুষ বিশ দিন যাবত তাঁর কবরের পাশে জানাযার নামায পড়তে থেকেছে। -তারীখে বাগদাদ

আর এভাবেই দ্বীন ও ইলমের একটি উজ্জল নক্ষত্র মুসলিম বিশ্বকে দ্বীন ও ইলমের আলোতে আলোকিত করে এ পৃথিবীকে চিরতরে বিদায় জানিয়ে চির প্রেমাস্পদ আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সান্নিধ্যে চলে গেছে। আল্লাহ তাআলা তাঁকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। কেয়ামত পর্যন্ত আগত উম্মতের পক্ষ থেকে উত্তম বদলা দান করুন। উম্মতের জন্য কৃত তাঁর সকল দ্বীনী ও ইলমী খেদমতকে কবুল করুন। আমীন।

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ، وَعَلٰى آلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ أَجْمَعِيْنَ.

ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

জন্ম ও বংশ : ইমাম আবূ হানীফা নু'মান ইবনে ছাবিত ইবনে যূতা ইবনে মাহ, অথবা ছাবিত ইবনে নু'মান ইবনে মারযূবান (র.) প্রসিদ্ধ মতানুসারে ৮০ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন। কোনো কোনো অপ্রসিদ্ধ বর্ণনায় ৬০ হিজরিকে তাঁর জন্মের সন বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর পিতা ছাবিত (র.) মুসলিম পরিবারে মুসলমান হিসেবেই জন্মগ্রহণ করেন। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দাদা ছাবিতকে নিয়ে হযরত আলী (রা.)-এর দরবারে নিয়ে গিয়েছিলেন। তখন হযরত আলী (রা.) ছাবিতের জন্যে ও তাঁর সন্তানদের জন্যে বরকতের দোয়া করেছিলেন। সে দোয়ারই এক বাস্তব প্রতিফলন হচ্ছে আবূ হানীফা (র.)-এর জন্ম। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর পূর্ব-বংশধরের প্রথম মুসলমান হচ্ছেন তাঁর দাদা যূতা, যিনি মুসলমান হওয়ার পর নু'মান নামে ভূষিত হন। আর তাঁর পরদাদা মাহ-এর একটি উপাধি হচ্ছে মারযূবান। সুতরাং বংশধারায় কোনো মতভেদ নেই।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর বংশের লোকেরা তাইমী হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। কিন্তু তাঁরা আরব বংশোদ্ভূত ছিলেন না। তাঁরা ছিলেন মূলত পারসিক। আরব্য বংশের 'তাইম' গোত্রের সঙ্গে দাদা নু'মানের সম্পৃক্ততার কারণে তাঁরা 'তাইমী' হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

জন্মস্থান : তৎকালে ইলমের শহর হিসেবে প্রসিদ্ধ কয়েকটি শহরের অন্যতম কূফা নগরীতে ইমাম আবূ হানীফা (র.) জন্মগ্রহণ করেন। ইলমের শহর বলতে যেসব শহরকেই বুঝানো হতো, সেখানে সাহাবায়ে কেরামের বেশি উপস্থিতি ছিল। এ দৃষ্টিকোণ থেকে কূফা শহর ছিল অনুপম। ৭০ জন বদরী সাহাবী এবং ৩৩০ বাইয়াতে রেযওয়ানের পবিত্র জামাতের সদস্যসহ প্রায় পনেরশত সাহাবায়ে কেরামের উপস্থিতিতে যে কূফা শহরে ইলমের জোয়ার বয়ে চলেছিল সেখানেই ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর জন্ম।

যে যুগে ইলমচর্চা মানুষের গর্বের বিষয় ছিল এবং কুরআন, হাদীস ও ফিকহসহ যাবতীয় দীনি ইলম শিক্ষা তাদের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক ছিল, সেই স্বর্ণযুগে সোনালি পরিবেশে ইমাম আবূ হানীফা (র.) জন্মগ্রহণ করেছেন।

শিক্ষাজীবন : ইমাম আবূ হানীফা (র.) তাঁর বয়সের ১৩/১৪ বছর অতিক্রম করার আগেই কুরআন, হাদীস ও ফিকহসহ যাবতীয় দীনি ইলমের প্রাথমিক ও দ্বিতীয় স্তরগুলো অতিক্রম করে ফেলেন। চৌদ্দ বছর বয়সে তিনি রীতিমতো বাতিল আকীদাপন্থি খারেজী, মু'তাযিলা ও ফালসাফীদের বিরুদ্ধে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের পক্ষ নিয়ে বিতর্কও করেছেন।

(আবূ হানীফা: আবূ যাহরা পৃ. ২০, মানাকিবে সদরুল আইম্মা ১/৬৪)

এছাড়া যেসব সাহাবায়ে কেরাম থেকে ইমাম আবূ হানীফা (র.) হাদীস বর্ণনা করেছেন বলে উল্লেখ রয়েছে তাদের মৃত্যুকাল থেকে প্রমাণিত হয় তিনি এ বয়সেই হাদীস শিক্ষায় সম্পৃক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। এমনিভাবে তাবেয়ীনের মধ্যে যারা একশত হিজরি বা তার আগে ইন্তেকাল করেছেন তাদের থেকে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর সরাসরি বহু বর্ণনা রয়েছে, যা অনেক অল্প বয়সে হাদীস শিক্ষার প্রতি তাঁর অনুরাগকে প্রমাণ করে। আর সে সূত্রে সর্বসম্মতিক্রমে তিনি একজন তাবেয়ী। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর জন্মকালে ছয়/সাতজন সাহাবী জীবিত ছিলেন, যাঁদের কেউ কেউ একশত হিজরির পর পর্যন্ত বেঁচেছিলেন। ইমাম আবূ হানীফা (র.) যেসব সাহাবীকে পেয়েছেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন আবূ তোফায়েল আমের ইবনে ওয়াসেলা (রা.), আনাস ইবনে মালেক (রা.), আবদুল্লাহ ইবনে আবী আওফা (রা.), ওয়াসেলা ইবনে আসকা' (রা.), সালেম ইবনে সায়েদা (রা.) ও আবদুল্লাহ ইবনে আবী হাবীবা (রা.)।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর ভাষ্যানুসারে তিনি তৎকালে প্রচলিত দীনি ইলমের প্রতিটি শাখাকে নিজের লক্ষ্য হিসেবে স্থির করেছেন, অতঃপর একটি একটি করে শিখেছেন। সর্বশেষে ফিকহ ও ফতোয়ার সঙ্গে নিজেকে বেশির ভাগ জড়িয়ে ফেলেছেন।

শায়খের সান্নিধ্য : বিশ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর আবূ হানীফা (র.) দীনি ইলমের শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষাদানে একান্তভাবে মনোযোগ দিয়েছেন। তিনি বলেন– كُنْتُ فِيْ مَعْدَنِ الْعِلْمِ وَالْفِقْهِ فَجَالَسْتُ أَهْلَهُ وَلَازَمْتُ فَقِيْهًا مِنْ فُقَهَائِهِمْ.

অর্থাৎ "আমি ছিলাম ইলম ও ফিকহের খাজানাতে। ফলে আহলে ইলমের সঙ্গে উঠাবসা করেছি এবং ফুকাহায়ে কেরামের মধ্য থেকে একেকজনের সংশ্রব গ্রহণ করেছি।" –[আবূ হানীফা: শায়খ আবূ যাহরা ৫৮]

এ পর্যায়ে তিনি সর্বাধিক সময় ব্যয় করেছেন হাম্মাদ ইবনে আবী সুলায়মান [মৃ. ১২০ হি.]-এর দরবারে, যিনি ইবরাহীম নাখায়ী (র.) [মৃ. ৯৫ হি.]-এর ইলমের প্রধান উত্তরাধিকারী ছিলেন। দীর্ঘ আঠার [১৮] বছর যাবৎ ইমাম আবূ হানীফা

(র.) এ মহান ব্যক্তির সোহবত গ্রহণ করেছেন। আর এরই মাধ্যমে তিনি প্রকারান্তরে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও হযরত আলী (রা.)-এর ইলমকেই আহরণ করেছেন। এছাড়া ইমাম শা'বী (র.) [মৃ. ১০০ হি.], ইমাম মুহাম্মদ বাকের (র.) ও ইমাম জাফর সাদেক (র.) থেকে তিনি বহু পরিমাণে ইলম অর্জন করেছেন।

তাঁর ইলমের উৎস : ইমাম আবূ হানীফা (র.) যাঁদের কাছ থেকে ইলম শিখেছেন, তাঁদের সম্পর্কে একটি বর্ণনা নিম্নরূপ–

دَخَلَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ يَوْمًا عَلَى الْمَنْصُوْرِ وَعِنْدَهٗ عِيْسَى بْنُ مُوْسٰى فَقَالَ لِلْمَنْصُوْرِ هٰذَا عَالِمُ الدُّنْيَا الْيَوْمَ فَقَالَ يَا نُعْمَانُ عَمَّنْ اَخَذْتَ الْعِلْمَ؟ قَالَ عَنْ اَصْحَابِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ، وَعَنْ اَصْحَابِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ، وَعَنْ اَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ اَىْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ وَعَنْ اَصْحَابِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ وَمَا كَانَ فِىْ وَقْتِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلٰى وَجْهِ الْاَرْضِ اَعْلَمُ مِنْهُ قَالَ لَقَدْ اسْتَوْثَقْتِ لِنَفْسِكَ (تَارِيْخُ بَغْدَادَ لِلْخَطِيْبِ)

অর্থাৎ "আবূ হানীফা (র.) একদিন খলীফা মনসূরের দরবারে গেলেন, সেখানে উপস্থিত ছিলেন ঈসা ইবনে মূসা। তিনি আবূ হানীফা (র.)-এর প্রতি ইঙ্গিত করে মনসূরকে বললেন, ইনি হচ্ছেন বর্তমান পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আলেম। তখন মনসূর ইমাম আবূ হানীফা (র.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, হে নু'মান! আপনি কার কাছ থেকে ইলম শিখেছেন? তিনি জবাবে বলেছেন, ওমর (রা.)-এর শাগরেদদের মাধ্যমে ওমর (রা.) থেকে, আলী (রা.)-এর শাগরেদের মাধ্যমে আলী (রা.) থেকে, আর আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর শাগরেদদের মাধ্যমে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর ছাত্রদের মাধ্যমে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে। আর ইবনে আব্বাস (রা.)-এর জমানায় এ পৃথিবীর বুকে তাঁর চেয়ে বেশি ইলমের অধিকারী কেউ ছিল না। মনসূর বলল, আপনি আপনার জন্যে একটি মজবুত রশি আঁকড়ে ধরেছেন।" –[তারীখে বাগদাদঃ খতীব বাগদাদী]

হজের সফর : বর্ণিত আছে, ইমাম আবূ হানীফা (র.) পঞ্চান্ন [৫৫] বার হজ করেছেন। পারিবারিক স্বচ্ছলতা এবং ইলমের প্রতি তাঁর অনুরাগের দিকে লক্ষ্য করে এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। এ হজের সফরগুলোর মাধ্যমে ইমাম আবূ হানীফা (র.) অসংখ্য তাবেয়ীন মুহাদ্দিসীনের কেরামের সংশ্রব পেয়েছেন, যাদের মধ্যে আতা ইবনে আবী রাবাহ (র.) [মৃ. ১১৪ হি.], নাফে মাওলা ইবনে ওমর (র.) [মৃ. ১১৭ হি.] ও ইকরিমা মাওলা ইবনে আব্বাস (র.) [মৃ. ১০৪ হি.] বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শায়খের আধিক্য : ইমাম আবূ হানীফা (র.) পরিণত বয়সে উপনীত হয়ে হজের সফর ও ইলমি সফরের মাধ্যমে অসংখ্য তাবেয়ী ও তাবে তাবেয়ী থেকে ইলম আহরণ করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা (র.) যাদের কাছ থেকে সরাসরি হাদীস বর্ণনা করেছেন তাদের চুয়াত্তর [৭৪] জনের নাম হাকেম আবূ হাজ্জাজ মিযযী (র.) তাহযীবুল কামাল গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আর ইমাম যাহাবী (র.) বলেছেন– عَدَدٌ كَثِيْرٌ مِنَ التَّابِعِيْنَ অর্থাৎ "তাবেয়ীদের এক বড় জামাত থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন।"

মোল্লা আলী কারী (র.) বলেছেন, সাহাবী, তাবেয়ীন ও তাবে তাবেয়ীনের মধ্যে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর বহুসংখ্যক আসাতিযায়ে কেরাম রয়েছেন, যাঁদের সামষ্টিক সংখ্যা চার হাজারের মতো।

এছাড়া ইবনে হাজার মক্কী (র.) লিখেন, আবূ হাফস কারখী (র.) আবূ হানীফা (র.)-এর চার হাজার হাদীসের উস্তাদের কথা উল্লেখ করেছেন।

–[ইমাম আযম আওর ইলমে হাদীস পৃ. ২৪২-২৪৩]

এত পরিমাণে আসাতিযায়ে কেরাম থেকে হাদীস আহরণের বিষয়টি ইলমের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ও মনোযোগকে শত গুণে প্রস্ফুটিত করে তোলে। এভাবেই তিনি তাঁর শিক্ষা জীবন পূর্ণ করেন এবং কূফার ওলামায়ে কেরামের মাঝে শীর্ষস্থান দখল করেন। সাহাবায়ে কেরামের যুগে যেমনিভাবে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) কূফার মাঝে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ছিলেন, তেমনিভাবে সে শ্রেষ্ঠত্বের ধারাবাহিকতাকে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-ই ধরে রেখেছিলেন।

শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি : ইমাম যাহাবী (র.) সেসব শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারীদেরকে এভাবে উল্লেখ করেছেন–

اَفْقَهُ اَهْلِ الْكُوْفَةِ عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُوْدٍ وَاَفْقَهُ اَصْحَابِهِمَا عَلْقَمَةُ وَاَفْقَهُ اَصْحَابِهِ اِبْرَاهِيْمُ وَاَفْقَهُ اَصْحَابِ اِبْرَاهِيْمَ حَمَّادٌ اَىْ ابْنِ سُلَيْمَانَ وَاَفْقَهُ اَصْحَابِهِ اَبُوْ حَنِيْفَةَ

(سِيَرُ اَعْلَامِ النُّبَلَاءِ : ٦/٦٥)

অর্থাৎ "কূফার শ্রেষ্ঠ ফকীহ আলী ও ইবনে মাসউদ (রা.), তাঁদের শাগরেদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফকীহ আলকামা (র.), তাঁর শাগরেদদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফকীহ হাম্মাদ ইবনে আবী সুলায়মান (র.), আর তাঁর শাগরেদদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফকীহ হলেন আবূ হানীফা (র.)।"

–[সিয়ারু আলামিন নুবালা: যাহাবী ৬/৬৫]

শিক্ষকতা : শিক্ষার জীবনের দীর্ঘপথ পাড়ি দেওয়ার পর ইমাম আবূ হানীফা (র.) ১২০ হিজরিতে ইলম শিক্ষাদান শুরু করেন। আলাদা মসনদে বসে শিক্ষাদান বিষয়ে তিনি আগেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন যে, তাঁর উস্তাদ হাম্মাদ ইবনে আবী সুলায়মানের উপস্থিতিতে তিনি আলাদা দরসগাহে শিক্ষাদান করবেন না। তিনি পরিপক্ব ও উপযুক্ত বয়সে যখন শিক্ষাদানের খেদমত শুরু করেছেন তখন বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্রগুলোতে তাঁর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। ইলমের ময়দানের ডাকসাইটে লোকগুলো এসে তাঁর পাশে জড়ো হয়েছেন। যেমনিভাবে দরসগাহে উপযুক্ত ইলমের উত্তরসূরি তৈরি করেছেন, তেমনিভাবে তিনি রচনা-সংকলনের মাধ্যমে দীনি খেদমতের একটি নতুন দরজাও উন্মুক্ত করেছেন।

ফিকহ সংকলন ও মাযহাব প্রবর্তন : এ প্রসঙ্গে ইমাম সুয়ূতী (র.) বলেন–

مِنْ مَنَاقِبِ اَبِيْ حَنِيْفَةَ الَّتِيْ انْفَرَدَ بِهَا اَنَّهُ اَوَّلُ مَنْ دَوَّنَ عِلْمَ الشَّرِيْعَةِ وَرَتَّبَهُ اَبْوَابًا ثُمَّ تَبِعَهُ مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ فِيْ تَرْتِيْبِ الْمُوَطَّأِ وَلَمْ يَسْبِقْ اَبَا حَنِيْفَةَ اَحَدٌ (تَبْيِيْضُ الصَّحِيْفَةِ لِلسُّيُوْطِيِّ ص : ١٧٩)

"ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর বৈশিষ্ট্যসমূহের একটি বিশেষ দিক হলো এই যে, তিনি সর্বপ্রথম শরিয়তের ইলম সংকলন করেছেন এবং তা অধ্যায় আকারে বিন্যস্ত করেছেন। ইমাম মালেক ইবনে আনাস (র.) তাঁর মুয়াত্তা কিতাবের বিন্যাসের ক্ষেত্রে তাঁর অনুসরণ করেছেন এবং ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর আগে তা কেউ করতে পারেনি।" –[তাবয়ীযুস সহীফা : আল্লামা সুয়ূতী (র.) পৃ. ১২৯]

ইমাম আবূ হানীফা (র.) যেমনিভাবে রচনা সংকলনের দ্বার উন্মুক্ত করেছেন তেমনিভাবে এর বিস্তৃতিও দান করেছেন। দীন ও শরিয়তের প্রয়োজনীয় প্রায় প্রতিটি বিভাগের বিষয়ে তিনি লিখেছেন এবং শাগরেদদের মাধ্যমে লিখিয়েছেন। ইমাম ইবনে নাদীম [মৃ. ৪৩৮ হি.] বলেন–

اَلْعِلْمُ بَرًّا وَبَحْرًا شَرْقًا وَغَرْبًا بُعْدًا وَقُرْبًا تَدْوِيْنُهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ

"জলে-স্থলে, প্রাচ্যে-প্রতীচ্যে ও কাছে-দূরে সর্বত্র বিদ্যমান ইলম ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর সংকলনেরই অবদান।" –[আলফিহরিস্তঃ ইবনে নাদীম পৃ. ২৮৫]

স্বয়ংসম্পূর্ণতা : তাঁর শাগরেদদের জামাত ছিল দীনি সকল বিষয়ে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কাফেলা, সকল বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ওলামায়ে কেরামের সমাবেশ ছিল তাঁর দরবারে। এ বিষয়ে ইমাম ওয়াকী' ইবনুল জাররাহ (র.)-এর একটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য–

قَالَ ابْنُ كَرَامَةَ كُنَّا عِنْدَ وَكِيْعٍ يَوْمًا فَقَالَ رَجُلٌ : اَخْطَأَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ فَقَالَ وَكِيْعٌ : كَيْفَ يَقْدِرُ اَبُوْ حَنِيْفَةَ يُخْطِئُ وَمَعَهُ مِثْلُ اَبِيْ يُوْسُفَ وَزُفَرَ فِيْ قِيَاسِهِمَا وَمِثْلُ يَحْيَ بْنِ اَبِيْ زَائِدَةَ وَحَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ وَحِبَّانِ ابْنِ مُنْقِذٍ فِيْ حِفْظِهِمِ الْحَدِيْثَ وَالْقَاسِمِ بْنِ مَعَنٍ فِيْ مَعْرِفَةِ اللُّغَةِ وَالْعَرَبِيَّةِ وَدَاوُدَ الطَّائِيِّ وَفُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ فِيْ زُهْدِهِمَا وَوَرَعِهِمَا مَنْ كَانَ هٰؤُلَاءِ جُلَسَاءُهُ لَمْ يَكَدْ يُخْطِئُ لِاَنَّهُ اِنْ اَخْطَأَ رَدُّوْهُ (تَارِيْخُ بَغْدَادَ : ١٤/٢٤٧)

“ইবনে কারামা (র.) বলেন, আমরা একদিন ওয়াকী (র.)-এর দরবারে ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি বলে উঠল, আবূ হানীফা (র.) ভুল করেছেন। তখন ওয়াকী‘ (র.) বলেছেন, আবূ হানীফা (র.) কীভাবে ভুল করতে পারেন, যখন তাঁর সাথে রয়েছেন ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম যুফার (র.)-এর মতো কিয়াস বিশেষজ্ঞ, ইয়াহইয়া ইবনে আবী যায়েদা, হাফস ইবনে গিয়াস, হিব্বান ইবনে মুনকিয (র.)-এর মতো হাফেজে হাদীস, কাসেম ইবনে মা‘আনের মতো ভাষা ও আরবি বিশেষজ্ঞ এবং দাউদ আত-তায়ী ও ফুযায়েল ইবনে ইয়াযের মতো দুনিয়াবিমুখ ও মুত্তাকী ব্যক্তিবর্গ? এসব মহান ব্যক্তিবর্গ যার সভাসদ হবে, তিনি কোনোদিন ভুল করতে পারেন না। কেননা তিনি ভুল করলে তারা তা শুধরে দেবেন।”
–(তারীখে বাগদাদ : ১৪/২৪৭)

একাধিক বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন : কূফার ঐতিহাসিক দরসগাহে দীর্ঘ ত্রিশ (৩০) বছর যাবৎ ইমাম আবূ হানীফা (র.) ইলমের নিরলস খেদমত করে গেছেন। তাফসীর, হাদীস ও ফিকহসহ সকল বিষয়ে তিনি তাঁর যথাযোগ্য উত্তরসূরি তৈরি করে গেছেন। মিসআর ইবনে কিদাম (র.) [মৃ. ১৫৩/৫৫ হি.] বলেন–

طَلَبْتُ مَعَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ الْحَدِيْثَ فَغَلَبَنَا وَاَخَذْنَا فِي الزُّهْدِ فَبَرَعَ عَلَيْنَا وَطَلَبْنَا مَعَهُ الْفِقْهَ فَجَاءَ مِنْهُ مَا تَرَوْنَ (مَنَاقِبُ اَبِيْ حَنِيْفَةَ لِلذَّهَبِيِّ مَا تَمَسُّ ص : ١٠)

“আমি আবূ হানীফা (র.)-এর সঙ্গে হাদীস শিখেছি, তিনি আমাদের উপর প্রাধান্য নিয়ে গেলেন; তাকওয়া-পরহেজগারি শুরু করেছি, তো তিনি আমাদের চেয়ে অগ্রগামী হয়ে গেলেন, আর তাঁর সঙ্গে ফিকহ শিখেছি তো তিনি এক্ষেত্রে এমন অবদান রাখলেন, যা তোমরা দেখতেই পাচ্ছ।” –(মানাকিবে আবী হানীফা: আল্লামা যাহাবী)

শাগরেদবৃন্দ : শিক্ষকতা জীবনের দীর্ঘ এ সফরে ইলমের যে বিশাল কাফেলা তিনি তৈরি করে গেছেন তাঁরা শতাব্দীকাল ধরে সরাসরি এবং সহস্রাধিক কাল ধরে পরোক্ষভাবে এ উম্মতকে দীনের পথে শরিয়তের বিধিবিধানের ক্ষেত্রে সঠিকভাবে পরিচালিত করে আসছেন। যারা ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে সরাসরি ইলম অর্জন করেছেন তাদের সংখ্যা চার সহস্রাধিক, হাকিমুদ্দীন কারদারী (র.) এলাকাভিত্তিক তাদের নামের তালিকা উল্লেখ করে দিয়েছেন। ইমাম তাহাভী (র.) এঁদের মধ্য থেকে চল্লিশজনকে বিশিষ্ট লেখক ও সংকলক হিসেবে উল্লেখ করেছেন।–(আল জাওয়াহিরুল মুজিয়া : আবদুল কাদের কুরাশী, ইমাম আযম আওর ইলমে হাদীস পৃ. ৫০২)

আবূ হানীফা (র.) তাঁর তালেবে ইলমি জীবনে স্বপ্ন দেখেছিলেন, তিনি নবী করীম ﷺ -এর কবর খুঁড়ছেন। তাঁর এ স্বপ্নের কথা সে কালের বিখ্যাত স্বপ্নব্যাখ্যাতা ইমাম ইবনে সীরীন (র.) (মৃ. ১১০ হি.)-কে জানানো হলে তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি এ স্বপ্ন দেখেছে সে ইলমকে এমনভাবে উজ্জীবত করবে যেভাবে তাঁর আগে আর কেউ করেনি। –(মা-তামাসসু ইলাইহিল হাজাহ পৃ. ১০)

ইলমি মজলিস : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর এ স্বপ্নের বাস্তবায়ন ঘটেছে তাঁর ইলমি মজলিসের মাধ্যমে। সে মজলিসে তিনি কুরআন, হাদীস ও ফিকহে ইসলামির সমন্বয় সাধন করেছিলেন। প্রতিটি বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের নিয়ে তিনি তাঁর ইলমি মজলিসটি গঠন করেছিলেন। যেমনটা ওয়াকী ইবনুল জাররাহ (র.)-এর বর্ণনা থেকে তা ইতিপূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে। কমবেশি প্রায় চল্লিশ সদস্যের বহুমুখী প্রতিভাবান ইমামগণকে নিয়ে কুরআন ও হাদীসের আলোকে তিনি ফিকহে ইসলামি তথা মুসলমানদের জন্যে ইসলামি জীবনধারা বিন্যস্ত করে দিয়েছেন। মালেকী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ইমাম আসাদ ইবনে ফোরাত (র.) (মৃ. ২১৩ হি.) এ প্রসঙ্গে বলেছেন–

كَانَ اَصْحَابُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ الَّذِيْنَ دَوَّنُوا الْكُتُبَ اَرْبَعِيْنَ رَجُلًا فَكَانَ فِى الْعَشَرَةِ الْمُتَقَدِّمِيْنَ : اَبُوْ يُوْسُفَ وَزُفَرُ بْنُ الْهُذَيْلِ وَدَاؤُدُ الطَّائِىُّ وَاَسَدُ بْنُ عَمْرٍو وَيُوْسُفُ بْنُ خَالِدٍ السَّمْتِىِّ وَيَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ اَبِىْ زَائِدَه وَهُوَ الَّذِىْ كَانَ يَكْتُبُهَا ثَلَاثِيْنَ سَنَةً (فَضَائِلُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ لِاِبْنِ اَبِى الْعَوَّامِ : ١١٥)

"ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর শাগরেদদের মধ্যে যারা ফিকহ সংকলন করেছেন, তাঁরা ছিলেন চল্লিশ ব্যক্তি। এঁদের শীর্ষ দশজনের মধ্যে ছিলেন– আবূ ইউসুফ, যুফার ইবনে হুযাইল, দাউদ আত-তায়ী, আসাদ ইবনে আমর, ইউসুফ ইবনে খালেদ আস-সামতী ও ইয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়া ইবনে আবী যায়েদা (র.)। আর ইনিই অর্থাৎ ইয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়া (র.) ত্রিশ বছর যাবৎ তাঁদের ফয়সালাগুলো লিখেছেন।"–(ফাযায়িলু আবি হানীফা : ইবনে আবিল আওয়াম পৃ. ১১৫)

হাদীসের প্রাচুর্য : ইমাম আবূ হানীফা (র.) তাঁর সুদীর্ঘ ইলমি জীবনে হাদীসের বিশাল ভাণ্ডার তৈরি করেছেন এবং তাফসীরের সঠিক জ্ঞান অর্জন করেছেন। আর ফিকহ ও ফতোয়ার ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রেখে গেছেন। ইলমে হাদীসের ভাণ্ডার সম্পর্কে খোদ ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর বর্ণনা হচ্ছে–

عَنْ يَحْيَى بْنِ نَصْرِ بْنِ حَاجِبٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ يَقُوْلُ : عِنْدِىْ صَنَادِيْقُ مِنَ الْحَدِيْثِ مَا اخْرَجْتُ مِنْهَا اِلَّا الْيَسِيْرَ الَّذِىْ يُنْتَفَعُ بِهٖ (مَنَاقِبُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ لِلْحَافِظِ اَبِىْ يَحْىٰ زَكَرِيَّا بْنِ يَحْيٰى النَّيْسَابُوْرِىِّ)

"ইয়াহইয়া ইবনে নাসর ইবনে হাজেব (র.) বলেন, আমি আবূ হানীফা (র.)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আমার কাছে অনেক সিন্দুক ভর্তি হাদীস রয়েছে। তা থেকে আমি অল্প কিছুমাত্র উল্লেখ করেছি যা উপকারে আসবে।" –(মা-তামাসসু ইলাইহি হাজাহ পৃ. ১০)

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর কিতাবুল আছার : আবূ হানীফা (র.) হাদীসের যে কিতাবটি সংকলন করেছেন তাতে বহুসংখ্যক হাদীস থেকে নির্বাচিত কিছুমাত্র সন্নিবেশিত করেছেন। আবূ হানীফা (র.)-এর প্রসিদ্ধ কিতাব 'কিতাবুল আছার' সম্পর্কে সদরুল আইম্মাহ মাক্কী (র.) বলেন–

اِنْتَخَبَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى الْآثَارَ مِنْ اَرْبَعِيْنَ اَلْفَ حَدِيْثٍ.

"ইমাম আবূ হানীফা (র.) তাঁর 'কিতাবুল আছার' চল্লিশ হাজার হাদীস থেকে নির্বাচন করে সংকলন করেছেন।" –[মানাকিবে ইমাম আযম: ১/৯৫]

প্রচলিত ধারায় হাদীসের কিতাব সংকলনের প্রবর্তক হচ্ছেন আবূ হানীফা (র.)। অর্থাৎ অধ্যায় অধ্যায় ও পাঠ পাঠ করে কতক সংকলন সর্বপ্রথম আবূ হানীফা (র.) শুরু করেন। কিতাবুল আছারই হচ্ছে এ ধারার প্রথম কিতাব। এরপর তাঁর অনুসরণ করে ইমাম মালেক (র.) তাঁর প্রসিদ্ধ হাদীসগ্রন্থ 'মুয়াত্তা মালেক' এবং সুফয়ান ছাওরী (র.) 'জামেউস সুনান' সংকলন করেছেন।

এ কিতাবে আবূ হানীফা (র.) তৎকালের শীর্ষস্থানীয় মুহাদ্দিসীন ও ফুকাহায়ে কেরাম থেকে হাসিলকৃত হাদীসগুলোকেই সন্নিবেশিত করেছেন। যাদের মধ্যে রয়েছেন, হাম্মাদ ইবনে আবী সুলায়মান, আতা ইবনে আবী রাবাহ, আবদুর রহমান ইবনে হুরমুয আলআ'রাজ, ইকরিমা, নাফে, আদী ইবনে ছাবিত, আমর ইবনে দীনার, সালামা ইবনে কুহাইল, কাতাদা ইবনে দিয়ামা, আবুয যুবায়ের, মানসুর, ইমাম বাকের, মুহাম্মদ ইবনে শিহাব যুহরী, মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির, মুসা ইবনে আবী আয়েশা, হিশাম ইবনে ওরওয়াহ, ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আলআনসারী, আমের শা'বী, হাসান বসরী ও আবূ ইসহাক সাবীঈ (র.)-সহ আরো অনেকে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর এ 'কিতাবুল আছার' তাঁর শাগরেদগণের মাধ্যমে মুতাওয়াতির পদ্ধতিতে পরবর্তীদের কাছে পৌঁছেছে। আবূ হানীফা (র.) থেকে যাঁরা এ কিতাব বর্ণনা করেছেন, তাঁদের প্রসিদ্ধ কয়েকজন হচ্ছেন ইমাম আবূ ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান শায়বানী, ইমাম যুফার ও ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদ (র.)।

এছাড়া ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর ফিকহ ও মাসায়েল বিষয়ক লেখাগুলো যা তাঁর তত্ত্বাবধানের পরিচালিত ইলমি মজলিসে লিপিবদ্ধ হতো, সেগুলো তাঁর শাগরেদদের কিতাবাদির মাধ্যমে উম্মতের কাছে পৌঁছেছে। এক্ষেত্রে অন্যান্যদের তুলনায় ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অবদানই সবচেয়ে বেশি।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) নিজস্ব সংকলনের বাইরে আরো যেসব হাদীস বর্ণনা করেছেন সেই হাদীসগুলোকে পরবর্তী যুগের ওলামায়ে কেরাম 'মাসানীদ' শিরোনামে সংকলন করেছেন। যেমন– মুসনাদে ইমাম আযম : হারেসী, মুসনাদে ইমাম আবূ হানীফা : আবূ নু'আঈম ইস্পাহানী ইত্যাদি ইত্যাদি। যার সংখ্যা প্রায় পনের/ষোলটি। এ কিতাবগুলোও উম্মতের মাঝে ব্যাপক পরিচিত লাভ করেছে। সেগুলোর ব্যাখ্যাগ্রন্থ লেখা হয়েছে। বর্ণনাকারীদের জীবনী সম্পর্কেও গ্রন্থাবলি লেখা হয়েছে।

ব্যবসা-বাণিজ্য ও আমানতদারি : ব্যক্তি জীবনে ও পারিবারিকভাবে তিনি অত্যন্ত সচ্ছল ছিলেন। তাঁর সচ্ছলতা তাঁকে বদান্যতার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছে। পারিবারিক সূত্রে পাওয়া কাপড়ের ব্যবসা তাঁর জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল। তিনি اَلتَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الْأَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ-এ হাদীসের একটি বাস্তব উদাহরণ ছিলেন।

ইবনে হাজার মাক্কী (র.) বর্ণনা করেন, একবার এক মহিলা রেশমের একটি কাপড় ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর কাছে বিক্রি করতে আসল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, দাম কত? মহিলা বলল, একশত টাকা। ইমাম আবূ হানীফা (র.) বললেন, এ কাপড়ের দাম একশত টাকার চেয়ে বেশি হবে। অতএব, বলো কত দেব? মহিলা একশত একশত করে বাড়াতে বাড়াতে চারশত পর্যন্ত বলল, ইমাম আবূ হানীফা (র.) বললেন, কাপড়টি এর চেয়েও বেশি দামি। মহিলা বলল, আপনি কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করেছেন? তিনি বললেন, তুমি অন্য একজনকে ডেকে নিয়ে এসো! সে দাম ঠিক করে দেবে। মহিলা একলোক নিয়ে এল পরে তার কথা মতো ইমাম আবূ হানীফা (র.) পাঁচশ টাকায় কাপড়টি কিনে নিলেন।

–[আলমিরআতুল হিসান ৪৪, আবূ হানীফা: আবূ যাহরা ২৯]

আহলে ইলমের সেবা : ব্যবসায় এ অনুপম আমানতদারির কারণে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এত বরকত দিয়েছেন যে, তার কোনো তুলনা হতো না। বছরের কামাইগুলো উস্তাদদের জন্যও খরচ করতেন। আবার ছাত্রদের পড়াশুনার পেছনেও ব্যয় করতেন। ইবনে হাজার মাক্কী (র.) বর্ণনা করেন–

اَنَّهٗ كَانَ يَجْمَعُ الْاَرْبَاحَ عِنْدَ سَنَةٍ اِلٰى سَنَةٍ فَيَشْتَرِىْ بِهَا حَوَائِجَ الْاَشْيَاخِ وَالْمُحَدِّثِيْنَ وَاَقْوَاتَهُمْ وَكِسْوَتَهُمْ وَجَمِيْعَ حَوَائِجِهِمْ ثُمَّ يَدْفَعُ بَاقِىَ الدَّنَانِيْرِ مِنَ الْاَرْبَاحِ اِلَيْهِمْ فَيَقُوْلُ : اَنْفِقُوْا فِىْ حَوَائِجِكُمْ وَلَا تَحْمَدُوْا اِلَّا اللّٰهَ فَاِنِّىْ مَا اُعْطِيْكُمْ مِنْ مَالِىْ شَيْئًا وَلٰكِنْ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ عَلَىَّ فِيْكُمْ (اَلْخَيْرَاتُ الْحِسَانُ ص: ٦١)

"তিনি বার্ষিক লভ্যাংশ জমা করে তা দিয়ে শায়খ ও মুহাদ্দিসীনে কেরামের জন্যে তাদের যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, খাওয়া-দাওয়া, সরঞ্জাম ও কাপড়-চোপড় কিনতেন। লভ্যাংশের অবশিষ্ট স্বর্ণমুদ্রাগুলো তাদেরকে দিয়ে দিতেন এবং বলতেন, আপনাদের প্রয়োজনে এগুলো খরচ করুন এবং শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলারই প্রশংসা করুন। কেননা আমি আমার মাল থেকে আপনাদেরকে কিছু দেইনি; বরং যা দিয়েছি তা হচ্ছে ঐ সম্পদ, যা দ্বারা আপনাদের জন্যে আল্লাহ তা'আলা আমার উপর অনুগ্রহ করেছেন।" –[আবূ হানীফা : আবূ যাহরা পৃ. ৩০, আলখায়রাতুল হিসান, ১]

তিনি তাঁর কাছে পড়তে আসা তালিবে ইলমদের খরচ বহন করতেন। আর এভাবেই তিনি ইলম ও আহলে ইলমকে সম্মান করে, সহযোগিতা করে এবং অক্লান্ত পরিশ্রাম করে দীনের খেদমত করে গেছেন।

উমাইয়া খেলাফত ও ইমাম আবূ হানীফা (র.) : আবূ হানীফা (র.) বনূ উমাইয়্যার খেলাফতকালে জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁর জীবনের বায়ান্ন (৫২) বছর কেটেছে উমাইয়্যা খেলাফতের মাঝে, আর আটারো বছর কেটেছে আব্বাসীয় খেলাফতের মাঝে। উমাইয়া খেলাফতের যৌবনকাল তিনি দেখেছেন, আবার তার অধঃপতনও দেখেছেন। আর তিনি তাঁর পরিপক্ব বয়সে আব্বাসীয় খেলাফতের কর্মকাণ্ডও দেখেছেন। উভয় খেলাফতের গর্হিত কাজগুলোকে তিনি কখনো মেনে নেননি।

উমাইয়্যা খেলাফতের শেষের দিকে ১৩০ হিজরিতে খলিফা মারওয়ান ইবনে মুহাম্মদের পক্ষ থেকে গভর্নর ইয়াযীদ ইবনে ওমর ইবনে হুবায়রা কূফার গভর্নর হিসেবে নিয়োজিত ছিল। সে সময়ে ইরাক অঞ্চলে কঠিন বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। উমাইয়া খেলাফতের বিরুদ্ধে জনরোষ জেগে উঠে। পরিস্থিতি দেখে তা নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে ইবনে হুবায়রা ইরাকের ওলামায়ে কেরামকে তার দরবারে ডেকে পাঠালেন। যাদের মধ্যে ইবনে আবী লায়লা, ইবনে শুবরুমা ও দাউদ ইবনে আবী হিন্দ (র.)-সহ অনেকেই ছিলেন। তাঁদের প্রত্যেককে ইবনে হুবায়রা একটি করে দায়িত্ব দিয়ে দিল।

ইবনে হুবায়রা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-কে সরকারি ফরমানসমূহে সিলমোহর মারার দায়িত্বে নিয়োজিত করতে চাইল এবং প্রতিটি দাপ্তরিক চিঠি তার হাত হয়েই যাবে– এমন দায়িত্ব দেওয়ার জন্যে সে তাঁকে ডেকে পাঠাল। ইমাম আবূ হানীফা (র.) তাতে অস্বীকৃতি জানালেন। ইবনে হুবায়রা তখন শপথ করল, আবূ হানীফা যদি এ দায়িত্ব না গ্রহণ করে, তাহলে সে তাঁকে প্রহার করবে।

উপস্থিত অন্যান্য ওলামায়ে কেরাম তাঁকে বললেন, আপনাকে আল্লাহ তা'আলার দোহাই দিয়ে বলছি, আপনি আপনাকে শেষ করে দেবেন না। আমরা আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী ভাই-বন্ধু। আমরাও এসব দায়িত্ব গ্রহণ করাকে অপছন্দ করি। কিন্তু এছাড়া কোনো উপায় যে নেই! ইমাম আবূ হানীফা (র.) বললেন, সে যদি চায় যে, আমি ওয়াসেত মসজিদের কতগুলো দরজা আছে তা গণনা করি, আমি তাও করব না। তাহলে তা কী করে সম্ভব যে, সে আমার কাছে চাচ্ছে– সে কোনো ব্যক্তির গর্দান উড়িয়ে দেওয়ার হুকুমনামা লিখে দেবে, আর আমি তাতে মোহর মেরে দেব। আল্লাহর কসম! আমি কখনো এর মধ্যে ঢুকবো না। এ উত্তর শুনে ইবনে আবী লায়লা (র.) সাথিদের বললেন, তোমরা এঁকে তাঁর অবস্থায় থাকতে দাও! সে যা বলছে সেটাই সঠিক। তোমরা অন্যরা ভুলের মধ্যে রয়েছে।

এরপর পুলিশের লোকেরা তাঁকে গ্রেফতার করে ফেলল এবং ধারাবাহিকভাবে তাঁকে কয়েকদিন মারতে থাকল। এরপর প্রহারকারী ইবনে হুবায়রার কাছে এল এবং তাকে বলল, লোকটাতো মারা যাবে। ইবনে হুবায়রা বলল, তুমি তাকে

জিজ্ঞেস কর, সে কি আমাদেরকে আমাদের কাজটা সম্পন্ন করতে দেবে কিনা? জল্লাদ আবূ হানীফা (র.)-কে এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, সে যদি আমাকে মসজিদের দরজাগুলো গণনার দায়িত্ব দেয়, তাও আমি গ্রহণ করব না। জল্লাদ আবারো ইবনে হুবায়রার সঙ্গে এ প্রসঙ্গ নিয়ে বসল। ইবনে হুবায়রা বলল, হায়রে! এ বন্দিটির এমন কোনো মঙ্গলকামী ও শুভাকাঙ্ক্ষী কেউ কি নেই, যে তাঁর জন্যে আমার কাছে সময় চাইলে আমি তাঁকে সময় দিতাম! তার একথা আবূ হানীফা (র.)-এর কাছে পৌঁছলে তিনি বললেন, তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও! আমি আমার ভাই-বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করি এবং এ বিষয়টি নিয়ে চিন্তাভাবনা করে দেখি।

তখন ইবনে হুবায়রা তাঁকে ছেড়ে দিতে আদেশ দিল। মুক্তি পেয়ে ইমাম আবূ হানীফা (র.) তাঁর বাহনে আরোহণ করলেন এবং পালিয়ে মক্কা চলে গেলেন। এ ঘটনা ঘটেছে ১৩০ হিজরিতে। এরপর আব্বাসী খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়ে চার বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর খলীফা আবূ বকর মনসূর-এর জমানায় তিনি দেশে ফিরেছেন। এ দীর্ঘকাল অর্থাৎ প্রায় ছয় বছর পর্যন্ত তিনি মক্কায় অবস্থান করেছেন। আর সে সুযোগে তিনি মক্কার ওলামায়ে কেরামের এবং মক্কায় আগত মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য ওলামায়ে কেরাম থেকে প্রচুর পরিমাণে ইলম হাসিল করার সুযোগ পেয়েছেন। -(মানাকিবে আবূ হানীফা মক্কী ১/২২-২৪, আবূ হানীফা : ৩৩)

অন্যায়ের বিরুদ্ধে বজ্রকঠিন পুরুষ : আবূ যাহরা মিসরী (র.) বলেন, বিভিন্ন বর্ণনার আলোকে বুঝা যায়, ইবনে হুবায়রা আবূ হানীফা (র.)-কে মুক্তভাবে যে কোনো দায়িত্ব গ্রহণ করার প্রস্তাব দিয়েছিল এবং কোনো না কোনোভাবে তাঁকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে চেয়েছিল। ইমাম আবূ হানীফা (র.) শত প্রহার সত্ত্বেও তার সকল প্রস্তাব উপেক্ষা করে গেছেন; কিন্তু ক্ষমতাবানদের অন্যায়ের সাক্ষী ও সহযোগী নিজেকে বানাতে চাননি। বর্ণিত আছে, মার খেতে খেতে আবূ হানীফা (র.)-এর মাথা ফেটে গিয়েছিল। এরপরও নিজেকে এদের সামনে ছোট করেননি। জল্লাদের সামনে দুর্বলতা প্রকাশ করেননি। তিনি তাঁর চোখ দিয়ে পানিও পড়তে দেননি। তবে যখন তিনি শুনতে পেয়েছেন- তাঁর মা তাঁর কষ্টের কথা জানতে পেরে ব্যথিত ও পেরেশান হয়ে কষ্ট পাচ্ছেন, তখন মায়ের মনের অবস্থা অনুভব করে তিনি কেঁদে ফেলেছেন। চোখের পানি ধরে রাখতে পারেননি। এটাই হচ্ছে মায়া ও দয়ায় ভরা দৃঢ়চেতা মানুষের পরিচয়। যাদের কাছে নিজের হাজারো কষ্ট কোনো কষ্ট নয়, আর অপরের সামান্য কষ্টও কষ্ট। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এমন আদর্শের যথাযোগ্য মূল্যায়নের তাওফীক দান করুন! মক্কায় অবস্থানকালে তিনি সেখানে হাদীসের দরসও দিয়েছেন। ক্ষমতাবানদের অত্যাচারের এটি হচ্ছে প্রথম ঘটনা। এরূপ অত্যাচার তাঁর উপর বারবার হয়েছে। এমনকি তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্তও এভাবেই অতিবাহিত হয়েছে।

অতিরিক্ত যোগ্যতা : একজন দায়িত্বশীল মুফতি ও মুজতাহিদ যিনি শরয়ী সকল বিষয়ে উম্মতের কাণ্ডারী, তাঁর যতটুকু সচেতনতা প্রয়োজন ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মাঝে তা পুরোপুরি ছিল। ইলমের ময়দানে নিরলস সাধনার পাশাপাশি জাগতিক বিদ্যার সঙ্গে তাঁর যে সম্পৃক্ততা ছিল, তা তাঁর সমসাময়িক ওলামায়ে কেরামের মাঝে খুব কমই দেখা যেত। পারিবারিক সূত্রে ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে সম্পর্ক থাকার কারণে ফিকহ ও ফতোয়ার দৃষ্টিতে শরিয়তের সবচেয়ে জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় মোয়ামালাত তথা লেনদেন বিষয়ক বিধিবিধান ছিল তাঁর নখদর্পণে। মূলত সে বিষয়টির সঙ্গে সরাসরি জড়িত না হলে এর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম দিকগুলো উপলব্ধি করা সম্ভব নয়।

এছাড়াও আবূ হানীফা (র.) ইলমের প্রতিটি বিভাগে এমন যোগ্যতার প্রমাণ রেখে গেছেন, যা যুগ যুগ ধরে উদাহরণ হয়ে থাকবে।

ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.) সম্পর্কে নিম্নোক্ত সংক্ষিপ্ত মন্তব্যটুকু করেছিলেন– اَنَّهٗ مُخُّ الْعِلْمِ "তিনি হচ্ছেন ইলমের মগজ।"

–(আলখায়রাতুল হিসান পৃ. ৩৩)

জাফর ইবনে রাবী' (র.) বলেন, আমি পাঁচ বছর আবূ হানীফা (র.)-এর সংশ্রবে ছিলাম। তাঁর চেয়ে দীর্ঘক্ষণ চুপ থাকতে আমি কাউকে দেখিনি। আর যখন তাঁকে মাসআলা বিষয়ক কিছু জিজ্ঞেস করা হতো তখন তাঁর কথার বন্যা বয়ে যেত। –(তারীখে বাগদাদ: ১৩/৩৪০)

তাঁর সমসাময়িক কেউ এভাবে মন্তব্য করেছিলেন–

كَانَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَجَبًا مِنَ الْعُجُبِ وَاِنَّمَا يَرْغَبُ عَنْ كَلَامِهٖ مَنْ لَمْ يَقْوِ عَلَيْهِ.

"আবূ হানীফা (র.) আশ্চর্যজনক জিনিসগুলোর একটি ছিলেন। তাঁর থেকে ওরাই বিমুখ হয়ে যেত, যারা তার সঙ্গে পেরে উঠত না।"

–[আলখায়রাতুল হিসান পৃ. ২৫]

চারিত্রিক গুণাবলি : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর ইলমি যোগ্যতার পাশাপাশি তাঁর মাঝে চারিত্রিক গুণাবলির সমাহার ছিল। আবূ যাহরা মিসরী (র.) তাঁর সার্বিক গুণাবলির মৌলিক শিরোনামগুলো এভাবে উল্লেখ করেছেন–

فَقَدْ اتَّصَفَ اَىْ اَبُوْ حَنِيْفَةَ بِصِفَاتِ الْعَالِمِ الْحَقِّ الثَّبْتِ الشِّقَّةِ الْبَعِيْدِ الْمَدَى تَفْكِيْرُهٗ الْمُتَطَلِّعُ اِلَى الْحَقَائِقِ الْحَاضِرَةِ الْبَدِيْهَةِ الَّذِىْ تُسَارِعُ اِلَيْهِ الْاَفْكَارُ

উদাহরণস্বরূপ তাঁর নিম্নোক্ত কথাটিই উদ্ধৃত করা যেতে পারে। আবূ হানীফা (র.) প্রায়শ বলতেন– اَللّٰهُمَّ مَنْ ضَاقَ بِنَا صَدْرُهٗ فَاِنَّ قُلُوْبَنَا قَد اتَّسَعَتْ "হে

আল্লাহ! আমাদের ব্যাপারে যাদের মনে সংকীর্ণতা রয়েছে, তাদের জন্যে আমাদের অন্তর প্রশস্ত হয়ে গেছে।" -(তারীখে বাগদাদ ১৩/৩৫২, আবূ হানীফা ৫৩)

তিনি তাঁর এ চারিত্রিক গুণের সনদ তাঁর উস্তাদদের কাছ থেকে পেয়েছেন। আবূ হামযা সুলামী এক ঘটনা উল্লেখ করে বলেন-

كُنَّا عِنْدَ اَبِيْ جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ فَدَخَلَ عَلَيْهِ اَبُوْ حَنِيْفَةَ فَسَأَلَهُ عَنْ مَسَائِلِ فَاَجَابَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ثُمَّ خَرَجَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ فَقَالَ لَنَا اَبُوْ جَعْفَرٍ مَا اَحْسَنَ هَدْيَه وَسَمْتَهُ وَمَا اَكْثَرَ فِقْهَهُ (اَلْاِنْتِقَاءُ لِاِبْنِ عَبْدِ الْبَرِّ ص : ١٩٣)

"আমরা আবূ জাফর মুহাম্মদ ইবনে আলী [বাকের]-এর নিকট ছিলাম। তখন সেখানে আবূ হানীফা (র.) প্রবেশ করলেন এবং কিছু মাসআলা জিজ্ঞেস করলেন। মুহাম্মদ ইবনে আলী (র.) তার জবাব দিলেন। এরপর আবূ হানীফা (র.) বেরিয়ে গেলেন। তখন আবূ জাফর (র.) আমাদেরকে বললেন, এ ব্যক্তির আচার-আচরণ ও আদব-কায়দা কত সুন্দর আর তাঁর বুঝশক্তি কত বেশি।"

-(আলইন্তেকা : ইবনে আবদিল বার পৃ. ১৯৩)

প্রতিপক্ষের আক্রমণকে তিনি এত সহজে গ্রহণ করতে পারতেন যার কোনো তুলনা নেই। বর্ণিত আছে, তিনি এক ব্যক্তির সঙ্গে একটি বিষয় নিয়ে মুনাযারা করছিলেন। এক পর্যায়ে সে ব্যক্তি আবূ হানীফা (র.)-কে বলল, হে বিদ'আতি! হে যিন্দীক! এ কঠিন কথা শোনার পর ইমাম আবূ হানীফা (র.) বললেন, আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন! আল্লাহ তা'আলা জানেন আমার বাস্তব অবস্থা তোমার দেওয়া এ অপবাদের বিপরীত। আমি যখন থেকে আল্লাহকে চিনেছি সেদিন থেকে কাউকে তাঁর সমকক্ষ সাব্যস্ত করিনি। আমি একমাত্র তাঁর ক্ষমার আশা রাখি। আর শুধুমাত্র তাঁর শাস্তিকেই ভয় পাই। শাস্তির কথা বলতে গিয়ে তিনি কেঁদে ফেললেন। তখন সে লোকটি তাঁকে বলল, আমার এ কথার কারণে আপনার পক্ষ থেকে আমি শাস্তি পাওয়ার উপযুক্ত। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন! ইমাম আবূ হানীফা (র.) বললেন, কোনো মূর্খ যদি আমার ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করে তাহলে সে ক্ষমার যোগ্য। কিন্তু কোনো আলেম যদি এমন কিছু বলে তাহলে এটা তার জন্যে সমস্যা। কেননা আলেমদের গিবত তাদের অনুপস্থিতিতেও প্রভাব বিস্তার করে। -(আলখায়রাতুল হিসান পৃ. ৪০)

এসব ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর শান্ত স্বভাব ও ভদ্রতা তার বোধহীনতার কারণে ছিল না; বরং তা ছিল উন্নত মানসিকতা ও অসামান্য তাকওয়ার কারণে। ফলে তিনি ব্যক্তিগত বিষয়ে মানুষের কটাক্ষকে সহজেই এড়িয়ে যেতেন; কিন্তু দীনি বিষয়ে তিনি সত্যের পক্ষে বলেই যেতেন।

উপস্থিত বুদ্ধি : উপস্থিত বুদ্ধি এবং দ্রুত মেধা পরিচালনা ছিল ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর এক অনন্য বৈশিষ্ট্য, কাউকে অযথা বিরক্ত করা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। কিন্তু কেউ অন্যায়ভাবে তাকে ঘায়েল করতে চাইলে তিনি মুহূর্তের মধ্যে তার সমুচিত জবাব দিয়ে দিতেন।

উদাহরণস্বরূপ এক দুটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। একদিন আবূ হানীফা (র.) কূফার এক মসজিদে অবস্থান করেছিলেন। এমন সময় যাহহাক ইবনে কায়স খারেজী মসজিদে প্রবেশ করল এবং ইমাম আবূ হানীফা (র.)-কে লক্ষ্য করে বলল, তুমি তওবা কর। ইমাম আবূ হানীফা (র.) জিজ্ঞেস করলেন, কীসের থেকে তওবা করব? সে বলল, তুমি যে (حَاكِمَيْنِ) দুজন ফয়সালা দানকারী নির্ধারণ করাকে জায়েজ বল, সে অভিমত থেকে তওবা কর। ইমাম আবূ হানীফা জিজ্ঞেস করলেন, তুমি আমাকে হত্যা করতে চাও নাকি আমার সঙ্গে বহছ করতে চাও। সে বলল, আমি বহছ করতে চাই।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) বললেন, আমরা যে বিষয়ে বহছ করব সে বিষয়ে মতপার্থক্য হলে কে ফয়সালা দেবে? সে বলল, তুমি যাকে চাও তাকে ফয়সালা দেওয়ার জন্যে বল। তখন ইমাম আবূ হানীফা (র.) যাহহাকের লোকদেরই একজনকে বললেন, আমাদের মাঝে যে বিষয় নিয়ে বিতর্ক হবে তার কোনোটিতে আমাদের মতপার্থক্য হলে তুমি ফয়সালা করে দেবে। এরপর ইমাম আবূ হানীফা (র.) যাহহাককে বললেন, এ ব্যক্তি যদি আমাদের দুজনের মাঝে মধ্যস্থতা করে তাহলে তুমি রাজি? সে বলল, হ্যাঁ। ইমাম আবূ হানীফা (র.) বললেন, তাহলে এবার তুমিই তো تَحْكِيْم তথা ফয়সালা দানকারী নির্ধারণ করাকে অনুমোদন করলে। তখন সে চুপ হয়ে গেল। –(আবূ হানীফা ৫৫)

ইলমের উপলব্ধি ও গভীরতা : শরয়ী বিধিবিধান সংশ্লিষ্ট আয়াত ও হাদীস ছিল আবূ হানীফা (র.)-এর নখ দর্পণে। আর হাদীস থেকে মাসআলা বের করার ব্যাপারে তাঁর এক বিশেষ যোগ্যতা ছিল। খুব কাছে থেকে তিনি মাসআলা উৎসারণ করে আনতে পারতেন। একদিনের ঘটনা–

سُئِلَ الْأَعْمَشُ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَقَالَ لِأَبِىْ حَنِيْفَةَ أَفْتِهِ يَا نُعْمَانُ! فَأَفْتَاهُ أَبُوْ حَنِيْفَةَ فَقَالَ الْأَعْمَشُ مِنْ أَيْنَ قُلْتَ هٰذَا؟ قَالَ لِحَدِيْثٍ حَدَّثْتَنَا أَنْتَ ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيْثَ فَقَالَ الْأَعْمَشُ يَا مَعْشَرَ الْفُقَهَاءِ أَنْتُمُ الْأَطِبَّاءُ وَنَحْنُ الصَّيَادِلَةُ.

"আ'মাশ (র.)-কে একটি মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি আবূ হানীফা (র.)-কে লক্ষ্য করে বললেন, হে নু'মান! একে ফতোয়া দাও। তখন আবূ হানীফা (র.) ফতোয়া দিলেন। ফতোয়া শুনে আমাশ (র.) তাঁকে জিজ্ঞেস

করলেন, তুমি এ ফতোয়া কোত্থেকে দিলে? আবূ হানীফা (র.) বললেন, এমন একটি হাদীস দিয়ে আমি ফতোয়া দিয়েছি, যা আপনিই আমাদেরকে বর্ণনা করে শুনিয়েছেন। অতঃপর আবূ হানীফা (র.) সে হাদীসটি উল্লেখ করলেন। তখন আ'মাশ আবূ হানীফা (র.)-কে লক্ষ্য করে বললেন, হে ফুকাহায়ে কেরামের জামাত! তোমরাই হচ্ছ মূলত ডাক্তার, আর আমরা হচ্ছি ঔষধ বিক্রেতা।"

–(আলকামিলঃ ইবনে আদী (র.) ৮/২৩৮, ফাজায়িলু আবী হানীফা পৃ. ২৩)

ইলমের পথনির্দেশক : ইমাম আবূ হানীফা (র.) হাদীসের মর্মবাণীকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। যে উদ্দেশ্যে হাদীসের উপস্থিতি সে উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে আবূ হানীফা (র.) ছিলেন সিদ্ধহস্ত। এর অসংখ্য প্রমাণ ইতিহাসের পাতায় পাতায় রয়েছে। সে বিষয়টি এক্ষেত্রে নিবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয় নয়। তবু ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (র.)-এর একটি বাণী এখানে উল্লেখ না করলেই নয়। তিনি তাঁর সমকালীন লোকদের লক্ষ্য করে বলেছেন–

عَلَيْكُمْ بِالْأَثَرِ وَلَا بُدَّ لِلْأَثَرِ مِنْ أَبِيْ حَنِيْفَةَ فَيُعْرَفُ بِهِ تَأْوِيْلُ الْحَدِيْثِ وَمَعْنَاهُ.

"তোমরা অবশ্যই হাদীসের অনুসরণ কর। আর হাদীসের অনুসরণের ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর শরণাপন্ন হওয়া অত্যাবশ্যক, যার মাধ্যমে হাদীসের ব্যাখ্যা ও মর্ম বুঝা যাবে।" –(মানাকিবে মুওয়াফফাক ২/৫৩)

শেষ জীবন : বহুমুখী গুণ ও প্রতিভার অধিকারী এ মহান পুরুষ জীবনের শেষ মুহূর্তেও দীন ধর্মকে সব ধরনের ত্রুটিমুক্ত রাখার জন্যে এবং স্বচ্ছ মন নিয়ে আল্লাহ তা'আলার দরবারে হাজির হওয়ার জন্যে দুনিয়ার মোহ থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ বিরত রেখেছেন, ক্ষমতার লোভকে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন।

আব্বাসী খেলাফত ও ইমাম আবূ হানীফা : ইমাম আবূ হানীফা (র.) যেমনিভাবে উমাইয়া খেলাফতকালে ইবনে হুবায়রা কর্তৃক প্রদত্ত প্রস্তাব গ্রহণ না করার কারণে অত্যাচারিত হয়েছিলেন, তেমনিভাবে আব্বাসী খেলাফতকালেও খলীফা মনসূরের পক্ষ থেকে দেওয়া বিচারপতি হওয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার কারণে তিনি অত্যাচারিত হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) বলেন–

سُبْحَانَ اللهِ! هُوَ أَيْ أَبُوْ حَنِيْفَةَ مِنَ الْعِلْمِ وَالْوَرَعِ وَالزُّهْدِ وَإِيْثَارِ الدَّارِ الْأٰخِرَةِ بِمَحَلٍّ لَا يُدْرِكُهُ فِيْهِ أَحَدٌ وَلَقَدْ ضُرِبَ بِالسِّيَاطِ عَلٰى أَنْ يَلِيَ الْقَضَاءَ لِأَبِيْ جَعْفَرٍ فَلَمْ يَقْبَلْ.

"সুবহানাল্লাহ! আবূ হানীফা (র.) ইলম, তাকওয়া, যুহদ এবং পরকালকে প্রাধান্য দেওয়ার ক্ষেত্রে এমন অবস্থানে ছিলেন, যেখানে কেউ পৌঁছতে পারবে না। আবূ জাফর মনসূরের বিচারপতি হওয়ার জন্যে তাঁকে চাবুক মারা হয়েছিল। তবু তিনি তা গ্রহণ করেননি।" –(উকূদুল জুমান : সালেহী (র.) ১৯৩)

বর্ণিত আছে, আবূ জাফর মনসূর ইমাম আবূ হানীফা (র.)-কে বিচারপতি হওয়ার উপর রাজি করানোর জন্যে বন্দি করেছে এবং তাঁকে প্রধান বিচারপতি বানাতে চেয়েছে; কিন্তু তিনি এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে তাঁকে একশত দশবার চাবুক মারা হয়েছে। এরপর তাঁকে এ বলে জেলখানা থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে যে, তিনি নিজ গৃহে অবস্থান করবেন এবং মনসূরের দরবারে সেসব মামলা মকদ্দমা আসবে সেগুলোর ব্যাপারে তাঁর কাছ থেকে ফতোয়া চাওয়া হবে।

এরপর মনসূর তাঁর কাছে বিভিন্ন মাসআলা জানতে চেয়ে লোক পাঠাত। কিন্তু তিনি ফতোয়া দিতেন না। ফলে খলীফা তাঁকে আবারো জেলে ঢুকানোর আদেশ দিল। তাঁকে আবার জেলে নিয়ে যাওয়া হলো। খলীফা তাঁর উপর ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে গেল। তাঁকে আরো কঠিন শাস্তিতে আবদ্ধ করে দেওয়া হলো।

–(মানাকিবে ইবনুল বায়াযী, ইমাম আবূ হানীফাঃ আবূ যাহরা (র.) পৃ. ৪৬)

এ প্রসঙ্গে খতীব বাগদাদী (র.) 'তারীখে বাগদাদ' গ্রন্থে বর্ণনা করেন, আবূ জাফর ইমাম আবূ হানীফা (র.)-কে খবর দিল এবং তাঁকে বিচারপতি বানাতে চাইল। ইমাম আবূ হানীফা (র.) তা প্রত্যাখ্যান করলেন। তখন খলীফা শপথ করল যে, তাঁকে এ দায়িত্ব নিতেই হবে। এদিকে ইমাম আবূ হানীফা (র.) শপথ করলেন যে, তিনি তা নিবেনই না। তখন রবী (র.) তাঁকে বললেন, আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন না খলীফা শপথ করে বলছেন! জবাবে ইমাম আবূ হানীফা (র.) বললেন, তাকে বলুন, আমীরুল মু'মিনীন তার কসম পূর্ণ করার ব্যাপারে আমার চেয়ে বেশি সক্ষম। শেষ পর্যন্ত তিনি বিচারকের দায়িত্ব নিতে অস্বীকৃতি জানালেন। ফলে খলীফা তাঁকে বন্দি করার আদেশ দিয়ে দিল।

জালেম বাদশার সামনে সত্য ভাষণ : রবী ইবনে ইউনুস (র.) বলেন, আমি আমীরুল মু'মিনীনকে বিচারের দায়িত্বের বিষয়ে আবূ হানীফা (র.)-এর সঙ্গে কথা কাটাকাটি করতে দেখেছি। আবূ হানীফা (র.) খলীফাকে বলছেন, তুমি আল্লাহকে ভয় করো এবং তোমার এ আমানত একমাত্র আল্লাহভীরুদের হাতে হস্তান্তর করো। আল্লাহর কসম! স্বাভাবিক অবস্থায়ও আমি নিরাপদ নই। তাহলে

ক্রোধের অবস্থায় আমি কীভাবে নিরাপদ হবো? এ বিষয়ে যদি তুমি সিদ্ধান্ত নিয়ে থাক এবং আমাকে ধমক দাও যে, আমি বিচারের দায়িত্ব গ্রহণ না করলে তুমি আমাকে ফোরাত নদীতে ডুবিয়ে দেবে, তাহলে আমি ডুবে যাওয়াকেই গ্রহণ করবো।

তোমার এমন কিছু চেলাচামুণ্ডা ও সহচর আছে, তাদের এমন কিছু লোক দরকার, যারা তোমার খাতিরে তাদের সম্মান করবে। আর আমি এর জন্যে উপযুক্ত নই। মনসূর বলল, আপনি মিথ্যা বলেছেন। আপনি এ কাজের যোগ্য। আবূ হানীফা (র.) বললেন, একথা বলে তুমিই তোমার বিপক্ষে ফয়সালা করলে। তুমি কীভাবে এমন ব্যক্তিকে তোমার এ আমানতের উপর বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব দেবে, যে কিনা মিথ্যাবাদী? –(তারীখে বাগদাদ ১৩/৩৩৭, ৩২৯, আবূ হানীফা ৪৬)

আল্লাহর তরেই এ প্রাণ! খলীফা মনসূরের সঙ্গে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর সম্পর্কের এ টানাপড়েনের পর তিনি জেলখানায় নিক্ষিপ্ত হন। এ সময় তিনি অমানবিক নির্যাতনে নির্যাতিত হয়েছেন। এক বর্ণনা অনুসারে এ অবস্থায়ই তিনি মারা গেছেন। দাউদ ইবনে রাশেদ আল ওয়াসেতী (র.) বলেন–

كُنْتُ شَاهِدًا حِيْنَ عُذِّبَ الْاِمَامُ لِيَلِيَ الْقَضَاءَ، كَانَ يَخْرُجُ كُلَّ يَوْمٍ، فَيُضْرَبُ عَشَرَةَ اَشْوَاطٍ، حَتّٰى ضُرِبَ عَشَرَةٌ وَ مِاَةُ شَوْطٍ، وَكَانَ يُقَالُ لَهٗ : اُقْبَلِ الْقَضَاءَ، فَيَقُوْلُ : لَا اَصْلُحُ فَلَمَّا تَتَابَعَ عَلَيْهِ الضَّرْبُ قَالَ خَفِيًا، اَللّٰهُمَّ اَبْعِدْ عَنِّىْ شَرَّهُمْ بِقُدْرَتِكَ فَلَمَّا اَبٰى دَسُّوْا عَلَيْهِ السَّمَّ فَقَتَلُوْهُ. (مِنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ لِاَبِىْ زَهْرَةَ ص: ٤٨)

“ইমাম আবূ হানাফী (র.)-কে বিচারকের দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্যে যখন শাস্তি দেওয়া হয়েছে, তখন আমি উপস্থিত ছিলাম। তাঁকে প্রত্যেক দিনে বের করে আনা হতো এবং দশটি করে চাবুক মারা হতো। এভাবে মোট একশত দশটি চাবুক মারা হয়েছে। তাঁকে বলা হতো, বিচারকের দায়িত্ব গ্রহণ করো! তিনি বলতেন, আমি এর যোগ্য নই। যখন তাঁর উপর এভাবে ধারাবাহিক প্রহার চলতেই থাকল, তখন তিনি গোপনে এ দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! আপনি আপনার কুদরতের দ্বারা আমার থেকে তাদের এ যন্ত্রণা দূর করে দিন! এরপর ইমাম আবূ হানীফা (র.) যখন তা গ্রহণ করলেনই না তখন তারা তাঁর খাবারে বিষ মিশিয়ে তাঁকে মেরে ফেলল।” –(আবূ হানীফা পৃ. ৪৮)

কিন্তু মানাকিবে ইবনে বায়াযীর ভাষ্য হচ্ছে– আবূ হানীফা (র.)-কে বন্দি করা হয়েছে এবং শাস্তি দেওয়া হয়েছে। এর পর খলীফা মনসূর তার নিকটস্থ ব্যক্তিদের সঙ্গে পরামর্শ করে তাঁকে ছেড়ে দিয়েছে; কিন্তু ফতোয়া দেওয়া,

মানুষকে নিয়ে মজলিসে বসা এবং ঘর থেকে বের হওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এ অবস্থার উপর ছিলেন। -(মানাকিবে ইবনে বায়াযী ২/১৫)

তবে বিভিন্ন বর্ণনাকে সামনে রাখলে এ দিকটাই প্রাধান্য পায় যে, আবূ হানীফা (র.) জেলখানা থেকে ছাড়া পাওয়ার পর বাগদাদে চলে যান এবং সেখানেই তিনি মৃত্যু পর্যন্ত অবস্থান করেন।

ইন্তেকাল ও গোসল : বাগদাদে অবস্থানকালে তিনি ১৫০ হিজরির রজব মাসে ইন্তেকাল করেন। বাগদাদের বিচারপতি হাসান ইবনে উমারা কূফী (মৃ. ১৫৩ হি.) আবূ হানীফা (র.)-কে গোসল দিয়েছেন। গোসল দিতে গিয়ে তাঁর লাশকে সম্বোধন করে তিনি বলেছিলেন-

رَحِمَكَ اللهُ وَغَفَرَ لَكَ لَمْ تُفْطِرْ مُنْذُ ثَلَاثِيْنَ سَنَةً وَلَمْ تَتَوَسَّدْ يَمِيْنُكَ بِاللَّيْلِ مُنْذُ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً وَقَدْ أَتْعَبْتَ مَنْ بَعْدَكَ وَفَضَحْتَ الْقُرَّاءَ.

"আল্লাহ তা'আলা তোমার প্রতি দয়া করুন এবং তোমাকে ক্ষমা করুন! ত্রিশ বছর পর্যন্ত তুমি রোজা ভাঙ্গনি। আর চল্লিশ বছর যাবৎ তোমার শরীর রাতের বেলায় বালিশ স্পর্শ করেনি। তুমি মানুষকে কষ্টের মধ্যে ফেলে দিলে এবং কারীদেরকে লজ্জায় ফেলে দিলে।"

-(মাকানাতুল ইমাম আবী হানীফা ফিল হাদীসঃ নু'মানী (র.) পৃ. ৯৪)

জানাজার নামাজ ও কাফন-দাফন : তাঁর জানাযার নামাজে মানুষের অস্বাভাবিক উপস্থিতির কারণে এক জামাতে নামাজ পড়া সম্ভব হয়নি। ভিন্ন ভিন্ন ছয়টি জামাতের মাধ্যমে নামাজ শেষ করা হয়েছে। সর্বশেষ জামাতে ইমামতি করেছেন ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর ছেলে হাম্মাদ (র.)। তাঁকে দাফন করা হয়েছে বাগদাদের 'বাবুত্তাক' নামক জায়গায় 'মাকবারায়ে খাইযুরানে'।

-(তারাজিমুল হুফফাজঃ বাদযখশী, মাকানাতুল ইমাম পৃ. ৬৫)

মৃত্যুর আগে ইমাম আবূ হানীফা (র.) অসিয়ত করেছিলেন, তাঁকে যেন একটি পবিত্র জমিনে দাফন করা হয়, যে জমিনের উপর কেউ কখনো অবৈধ হস্তক্ষেপ করেনি। এমন জায়গায় যেন তাঁকে দাফন না করা হয়, যে জায়গা দখল করে নিয়েছে বলে আমীরের উপর অভিযোগ আছে। বর্ণিত আছে, আবূ জাফর মনসূর যখন আবূ হানীফা (র.)-এর একথা শুনেছে, তখন সে বলেছে, জীবিত ও মৃত অবস্থায় আবূ হানীফা (র.) থেকে কে আমাকে ক্ষমা করবে। -(আবূ হানীফা পৃ. ৪৯)

জানাযার নামাজে মানুষের উপস্থিতি : অর্ধ পৃথিবীর বাদশাহ ক্ষমতাবলে মানুষের উপর সে প্রভাব বিস্তার করে থাকে, আবূ হানীফা (র.) তাঁর দীনি ইলম ও চারিত্রিক মহত্ত্বের গুণে মানুষের মনের মাঝে তার চেয়ে অনেক গুণ বেশি প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। ইরাকের এ মহান ফকীহ ইমাম আযম (র.)-এর জানাযার নামাজ পড়ে তাঁকে বিদায় দেওয়ার জন্যে পুরো বাগদাদ শহর থেকে লোকজন এসেছিল। তাঁর জানাযার নামাজে উপস্থিতির সংখ্যা পঞ্চাশ হাজার [৫০,০০০] বলে অনুমান করা হয়েছে। এমন কি খোদ খলীফা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর কবরের উপর জানাজা পড়েছে। –(প্রাগুক্ত)

মৃত্যুই যাঁর জীবন : আবূ যাহরা মিসরী (র.) বলেন, সিদ্দীকীগণ ও শহীদগণ যেভাবে মৃত্যুবরণ করেন, আবূ হানীফা (র.) সেই ধরনের একটি মৃত্যুবরণ করেছেন। দীনের জন্যে ব্যথিত তাঁর এমন শক্তিশালী আত্মা, প্রভাব বিস্তারকারী যোগ্যতা ও তাঁর ধৈর্যশীল প্রাণের জন্যে এ মৃত্যু ছিল একটি প্রশান্তির বিষয়। সেই প্রাণ যন্ত্রণা ভোগ করে ধৈর্য ধরেছে, বিরোধী পক্ষের সবধরনের আঘাত প্রতিঘাতকে প্রশান্ত চিত্তে অম্লান বদনে সহ্য করেছে, ওলামায়ে কেরামের পক্ষ থেকেও তিনি আঘাত পেয়েছেন। এরপর গভর্নরদের পক্ষ থেকে শাস্তি পেয়েছেন। খলিফার পক্ষ থেকে শাস্তি পেয়েছেন; কিন্তু নেতিয়ে পড়েননি, ভেঙ্গে পড়েননি। কেউ যখন জেহাদী হয় তখন তার জিহাদের জন্যে বহু ক্ষেত্র বেরিয়ে আসে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) এ ধরনের জিহাদের ময়দানে একজন বলিষ্ঠ বীর ছিলেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি সে অবস্থার উপর অবিচল ছিলেন।

(বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে যেসব কিতাব পত্রের উল্লেখ ও উদ্ধৃতি এসেছে তার তালিকা)

১. আলকুরআনুল কারীম

২. শরহু মুশকিলিল আসার, আবূ জাফর আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সালামাহ আততৃহাভী, (২২৯ -৩২১), মুআস্‌সাসাতুর রিসালাহ, শুয়াইব আরনাউত কর্তৃক তাহকীক কৃত ।

৩. আসসুনানুল কুবরা, আবূ বকর আহমদ ইবনে হুসাইন ইবনে আলী আলবায়হাকী, (মৃত্যুঃ ৪৫৮ হি.), দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত।

৪. সিয়ারু আলামিন নুবালা, ইমাম শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে উসমান আযযাহাবী, (মৃত্যু : ৭৪৮ হি.)।

৫. আলজামেউস সহীহ, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল বুখারী, মৃত্যু : ২৫৬ হি., ভারতে মুদ্রিত।

৬. আত্‌তাবাকাতুল কুবরা, মুহাম্মদ ইবনে সা'দ, (মৃত্যুঃ ২৩০ হি.), মাকতাবায়ে খানজী, কায়রো।

৭. আল ফিহরিস্ত, ইবনু নাদীম, (মৃত্যু : ৪৩৮ হি.), তেহরান।

৮. আওজাযুল মাসালিক, শায়খ মুহাম্মদ যাকারিয়া কান্ধলভী, মৃত্যুঃ ১৪০২, দারুল কলম , দামেশক।

৯. তারীখে বাগদাদ, খতীবে বাগদাদী, (৩৯২ -৪৬৩ হি.) দারুল কুতুবিল আ'রাবী।

১০. আলখায়রাতুল হিসান, শিহাবুদ্দীন আহমদ ইবনে হাজার আলহাইতামী আলমাক্কী, (মৃত্যু : ৯৭২ হি.), মাকতাবাতুস সাআ'দাহ, মিসর।

১১. মানাকিবুল ইমাম আবী হানীফা, ইমাম হাফেয আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে উসমান আযযাহাবী, (৬৭৩-৭৪৮ হি.) লাজনাতু ইহয়াইল মাআ'রিফিন নু'মানিয়্যাহ, হায়দারাবাদ, ভারত।

১২. আলজাওয়াহিরুল মুযিয়্যাহ, আব্দুল কাদের আলকুরাশী (৬৯৬-৭৭৫ হি.)

১৩. কিতাবুত তারীখ,

১৪. ফাতহুল কাদীর, কামালুদ্দীন ইবনুল হুমাম, (মৃত্যু : ৮৬১ হি.), দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত।

১৫. কিতাবুল মাবসূত, শামসুদ্দীন সারাখসী, (মৃত্যু : ৪৩৮ হি.), দারুল মা'রিফাহ্, বৈরুত।

১৬. সুনানে তিরমিযী, আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা তিরমিযী (২০৯-২৭৯ হি.), ভারতে মুদ্রিত।

১৭. আলমুসানাদ, আহমদ ইবনে হাম্বল, (মৃত্যু : ২৪১ হি.), দারুল ফিক্র, বৈরুত।

১৮. আবূ হানীফা, আবূ যাহরা মিসরী, দারুল ফিকর।

১৯. আলমুহাদ্দিসুল ফাসিল, হাসান ইবনে আব্দুর রহমান রামাহুরমুযী (২৬০-৩৬০ হি.) দারুল ফিক্র, বৈরুত।

২০. জামেউ বায়ানিল ইলম ওয়াফাযলিহী, আবূ ওমর ইউসুফ ইবনে আব্দিল বার, (মৃত্যু : ৪৬৩ হি.), দারু ইবনিল জাওযী, সৌদিআরব।

২১. হিলয়াতুল আওলিয়া, আবূ নুআইম আলইসফাহানী, (মৃত্যু : ৪৩০ হি.), দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত।

২২. সুনানে আবূ দাউদ, সুলাইমান আশআস আসসিজিস্তানী (মৃত্যু : ২৭৫ হি.)

২৩. মুকাদ্দিমাতু ফাতহিল বারী, হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী, (৭৭৩-৮৫২ হি.)আলমাকতাবাতুস সালাফিয়্যাহ ।

২৪. তাবাকাতুশ্ শাফিয়িয়্যাতিল কুবরা, তাজুদ্দীন আসসুবকী, (৭৭৩-৮৫২ হি.) দারু ইহ্য়াইল কুতুবিল আরাবিয়্যাহ।

২৫. মানাকিবুল ইমামিল আ'জম আবী হানীফা, আলমুয়াফ্ফাক ইবনু আহমদ আলমাক্কী (৪৮৪-৫৬৮ হি.) মাজলিসু দাইরাতিল মাআ'রিফ, হায়দারাবাদ, ভারত।

২৬. আলমাদখাল ফী উলূমিল হাদীস, আবূ আব্দিল্লাহ হাকেম নিশাপুরী, (মৃত্যু : ৪০৫ হি.)।

২৭. আলইনতিকা ফী ফাযায়িলিল আইম্মাতিস্ সালাসাতিল ফুকাহা, ইবনু আব্দিল বার, (৩৬৮-৪৬৩ হি.) মাকতাবাতু মাতবুআ'তিল ইসলামিয়্যাহ, হলব।

২৮. কিতাবুল মাজরূহীন, ইবনে হিব্বান আল বুসতী, (মৃত্যু : ৩৫৪ হি.), দারুল মা'রেফা, বৈরুত।

২৯. উকূদুল জুমান ফী মানাকিবি আবী হানীফা আননু'মান, মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ আসসালেহী, (মৃত্যু: ৯৪২ হি.)।

৩০. শরহু মুসনাদে আবী হানীফা, দারুল কুতুবিল ইসলামিয়্যাহ, বৈরুত।

৩১. আখবারু আবী হানীফা ওয়া আসহাবিহী, আবূ আব্দিল্লাহ হুসাইন ইবনে আলী আস্সাইমারী, (মৃত্যু : ৪৩৬ হি.), হায়দারাবাদ, ভারত।

৩২. সহীহ মুসলিম, মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল কুশাইরী, (মৃত্যু : ২৬১ হি.), ভারতে মদ্রিত।

৩৩. মাকানাতুল ইমাম আবী হানী, আব্দুর রশীদ আননো'মানী, শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবূ গুদ্দাহ রহ. এর তত্ত্বধানে মুদ্রিত।

৩৪. ইমাম আজম আওর ইলমে হাদীস, মাওলানা মুহাম্মদ আলী সিদ্দীকী, মাকতাবাতুল হাসান।

৩৫. মানাকিবুল ইমামিল আ'জম, হাফিজুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে শিহাব আলকারদারী, (মৃত্যু : ৮২৭ হি.), দাইরাতুল মাআ'রিফ, হায়দারাবাদ,ভারত।

৩৬. রাসাইলুল আইম্মাহ, শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবূ গুদ্দাহ রহ. কর্তৃক কৃত সমগ্র।

৩৭. তাযকিরাতুল হুফ্ফায, ইমাম শামসুদ্দীন যাহাভী, (মৃত্যু : ৭৪৮ হি.)।

৩৮. আলআনসাব, আবূ সা'দ আস্‌সামাআ'নী, (মৃত্যু : ৫৬২ হি.), দারুল ফিক্‌র বৈরুত।

৩৯. মা-তামাসসু ইলাইহিল হাজাহ্‌, মাওলানা আব্দুর রশীদ আননো'মানী, সুনানে ইবনে মাজাহ এর হিন্দুস্তানী কপির সঙ্গে মুদ্রত কটি।

৪০. তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল, জামালুদ্দীন আবূল হাজ্জাজ ইউসুফ আল মিয্‌যী, (৬৫৪–৭৪২ হি.) মুআস্‌সাতুর রিসালাহ্‌।

৪১. তা'জীলুল মানফা'আহ্‌, হাফেজ ইবনে হাজার আলআসকালানী (৭৭৩–৮৫২ হি.), দারুল বাশায়ের আলইসলামিয়্যাহ্‌।

৪২. শিফাউস সাক্বাম বি-যিয়ারতি খায়রিল আনাম, আলী ইবনু আব্দিল ক্বাফী তাক্বী উদ্দীন আস্‌সুবকী, (মৃত্যু : ৭৪৬ হি.)।

৪৩. লিসানুল মিযান, হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (৭৭৩–৮৫২ হি.), মাকতাবুল মাতবুআতিল ইসলামিয়্যাহ।

৪৪. তারীখু ইবনে মাঈন রিওয়ায়াতুদ্দূরী, ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন, (মৃত্যু : ২৩৩ হি.), সউদী আরব।

৪৫. আসসাহমুল মুসীব ফী কাবিদিল খতীব।

৪৬. আলহাদীস ওয়াল মুহাদ্দিসূন, মুহাম্মদ মুহাম্মদ ইবনে যাহ্‌ও, মিসর।

৪৭. ইনসানুল আইন।

৪৮. নসবুর রায়াহ্‌, জামালুদ্দীন আবূ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ইবনে ইউসুফ আয্‌যাইলাঈ, (মৃত্যু:৭৬২ হি.), মুআস্‌সাতুর রাইয়ান।

৪৯. মানাকেবে ইবনে বায্‌যাযী।

৫০. কিতাবুত তা'লীম, মাসউদ ইবনে শাইবাহ্‌ ।

৫১. মুকাদ্দামায়ে সহীহ মুসলিম, মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আলকুশাইরী, (মৃত্যু : ২৬১ হি.)।

৫২. তাযয়ীনুল মালিক।

৫৩. জামিউ মাসানিদিল ইমাম আবী হানীফা, আল্লামা আবূল মুআইয়াদ মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আলখুয়ারিযমী (৫৯৩–৬৬৫ হি.), দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ।

৫৪. মানাকিবুল ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, আবূল ফরাজ আব্দুর রহমান ইবনুল জাওযী, (মৃত্যু:৫৯৭ হি.), মাকতাবাতুল খানজী, মিসর।

৫৫. উয়ূনুল আসার।

৫৬. আলফিক্হ ওয়াল ফুকাহা, অমুদ্রিত।

৫৭. আলঈসার বি-মা'রিফাতি রুওয়াতিল আসার, হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (৭৭৩–৮৫২ হি.), দারুল আসেমা, সৌদিআরব, প্রথম মুদ্রণ ১৪১৭ হি.।

৫৮. আলমীযানুল কুবরা, আব্দুল ওয়াহহাব আশশারানী (মৃত্যু: ৯৭৩ হি.)।

৫৯. মুকাদ্দামা ইবনে সালাহ্, আবূ আমর উসমান ইবনে আব্দুর রহমান আশ্শাহরাযূরী (৫৭৭–৬৪৩ হি.), দারুল ফিক্র, দামেশক।

৬০. আততাকরীব ওয়াত তাইসীর মাআত তাদরীব, মহীউদ্দীন ইবনে শরফ আননববী (৬৩১–৬৭৬ হি.)।

৬১. আলকিফায়াহ ফী ইলমির রিওয়ায়াহ, আবূ বকর আলখতীব আলবাগদাদী, (মৃত্যু:৪৬৩ হি.), দাইরাতুল মা'আরিফ আলউসমানিয়্যাহ, হায়দারাবাদ, হিন্দ।

৬২. তাদরীবুর রাবী, জালালুদ্দীন সুয়ূতী, (মৃত্যু : ৯১১ হি.), দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ।

৬৩. সুনানে ইবনে মাজাহ্, আবূ আব্দিল্লাহ ইবনে মাজাহ্ (২০৭–২৭৫ হি.), ভারতে মুদ্রিত।

৬৪. আহ্কামুল কুরআন, আবূ বকর আলজাস্সাস, (মৃত্যু : ৩৭০ হি.), দারু ইহ্য়াইত তুরাসিল আরাবী।

৬৫. ইযালাতুল খাফা আন খিলাফাতিল খুলাফা।

৬৬. আলইসতিযকার, আবূ উমর ইউসুফ ইবনে আব্দিল বার (৩৬৮–৪৬৩ হি.), দারুল কুতাইবা, দামেশক।

৬৭. ফাতহুল বারী, হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (৭৭৩–৮৫২ হি.), আলমাকতাবাতুস সালাফিয়্যাহ।

৬৮. ফযলু ইলমিস সালাফ আলাল খাল্ফ।

৬৯. ফাতহুল মুগীস, শামসুদ্দীন আস্সাখাভী, (মৃত্যু : ৯০২ হি.), মাকতাবাতু দারিল মিনহাজ।

৭০. আলমুতাকাল্লিমূনা ফির রিজাল, শামসুদ্দীন আস্সাখাভী, (মৃত্যু : ৯০২ হি.), মাকতাবাতুল মাতবুআতিল ইসলামিয়্যাহ।

৭১. কিতাবুল ই'লাল (তিরমিযী), আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা তিরমিযী (২০৯–২৭৯ হি.), ভারতে মুদ্রিত।
৭২. কিতাবুস সিক্বাত, ইবনে হিব্বান আলবুসতী, (মৃত্যু:৩৫৪ হি.), মুআস্‌সাতুল কুতুবিস্ সাকাফিয়্যাহ।
৭৩. তারীখে নিশাপুর, হাকেম আবূ আব্দিল্লাহ আননিশাপুরী, (মৃত্যু : ৪০৫হি., কুতুবখানা ইবনে সীনা।
৭৪. আলফিয়াতুল ইরাক্বী, আবূল ফযল আব্দুর রহীম ইবনে হুসাইন আলইরাকী, (মৃত্যু : ৮০৬ হি.), মাকতাবাতু দারিল মিনহাজ, বৈরুত।
৭৫. ইহ্‌কামুল আহকাম, তাকী উদ্দীন ইবনে দাক্বীকুল ঈদ, (৬২৫–৭০২ হি.) মাকতাবাতুস্ সুন্নাহ, কায়রো।
৭৬. ফাজায়েলু আবী হানীফা, ইবনে আবিল আওয়াম।
৭৭. ইমাম আজম আবূ হানীফা, সিরাজুল ইসলাম, ইসলামী ফাউন্ডেশন।
৭৮. উসূলে বযদভী, ফখরুল ইসলাম আলী ইবনে মুহাম্মদ আলী বযদভী, (মৃত্যু:৪৮২ হি.), মীর মুহাম্মদ কুতুবখানা, করাচী।
৭৯. মুকাদ্দিমাতু ইশারাতিল মারাম।
৮০. তাযহীবু তাহযীবিল কামাল ফী আসমাইর রিজাল, শামসুদ্দীন যাহাবী, (৬৭২–৭৪৮ হি.) দারুর রশীদ, সিরিয়া, হলব।
৮১. জামেউল উসূল ফী আহাদিসির রাসূল, মাজদুদ্দীন আবূস সাআ'দাত ইবনুল আসীর, (৫৪৪–৬০৬ হি.) মাকতাবাতুল হালওয়ানী, আব্দুল কাদের কর্তৃক তাহকীক কৃত।
৮২. আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া, ইমাদুদ্দীন ইসমাইল ইবনে উমর ইবনে কাসীর (৭০১–৭৭৪ হি.) বাইতুল আফকার আদ্দুয়ালিয়্যা।
৮৩. ই'লামুল মুয়াক্কিয়ীন, আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবূ বকর ইবনু কায়্যিমিল জাওযিয়্যাহ, (মৃত্যু : ৭৫১ হি.), দারু ইবনিল জাওযী, সৌদিআরব।
৮৪. ইলমু উসূলিল ফিক্‌হ, আব্দুল ওয়াহ্‌হাব খাল্লাফ, (মৃত্যু:১৩৭৫ হি.), মাকতাবাতুদ দাওয়াতিল ইসলামিয়্যাহ।
৮৫. বাদায়েউস সানায়ে, আলাউদ্দীন আলকাসানী, (মৃতু:৫৮৭ হি.), দারুল কুতুবিল ইসলামিয়্যাহ।

৮৬. আররিসালাতুল আজলূনিয়্যাহ্, ইসমাইল আলআজলূনী ইবনে মুহাম্মদ জাররাহ, (মৃত্যু: ১০৬২ হি.), মিসর থেকে মুদ্রিত।

৮৭. তাবয়ীযুস সাহীফা, জালালুদ্দীন সুয়ূতী, (মৃতু:৯১১ হি.), দারুল আরকাম, বৈরুত।

৮৮. আররাওযুল বাসিম, মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম আলওয়াযীর (৭৭৫–৮৪০ হি.), দারু আলামিল ফাওয়াইদ।

৮৯. আততা'লীকুল কাভীম।

৯০. আলকামিল ফিত তারীখ, ইযযুদ্দীন ইবনুল আসীর, (মৃতু:৬৩০ হি.), দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত।

৯১. আলমিরআতুল হিসান।

৯২. তারাজিমুল হুফ্ফায, বাদাখশী।

৯৩. যাইলু তারীখ বাগদাদ, ইবনুন নাজ্জার আল বাগদাদী, (মৃত্যু:৬৪৩ হি.), দারুল কুতুবিল আরাবিয়্যাহ।

৯৪. আলই'লান বিত তাওবীখ।

৯৫. তারীখু মাদিনাতি দিমাশক, আবূল কাসেম ইবনে আসাকির, (৪৯৯–৫৭১ হি.), দারুল ফিকর, বৈরুত।

৯৬. মুকাদ্দিমাতু ই'লাইস্ সুনান, যফর আহমদ উসমানী থানভী, (মৃত্যু : ১৩৬২ হি.), ইদারাতুল কুরআন, করাচী।

৯৭. উকূদুল জাওয়াহিরিল মুনীফাহ।

৯৮. তাওযীহুল আফকার, আবূ ইবরাহীম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আলআমীরুস সানআনী, (মৃত্যু:১১৮২ হি.), দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ্, বৈরুত।

৯৯. তাওজীহুন নযর, আল্লামা তাহের আলজাযায়েরী, (১২৬৮–১৩২৮ হি.), মাকতাবুল মাতবুআতিল ইসলামিয়্যাহ্, হলব।

১০০. তালকীহু ফুহূমি আহলিল আসার, আবূল ফারাজ ইবনুল জাওযী, (৫০৮–৫৯৭ হি.), দারুল আরকাম ইবনি আবিল আরকাম।

১০১. আলইহসান বি-তারতীবি সহীহ ইবনে হিব্বান, ইবনে হিব্বান আলবুসতী, (মৃত্যু : ৩৫৪ হি.), ইবনে বলবান, (মৃত্যু:৭৩৯ হি.), মুআস্সাতুর রিসালাহ, বৈরুত।

১০২. আলমাদখাল ইলা দালাইলিল নুবুওয়াহ, ইমাম বায়হাক্বী, (৩৮৪-৪৫৮ হি.), দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত।

১০৩. কিতাবুল কিরাত খলফাল ইমাম, ইমাম বায়হাকী, (৩৮৪-৪৫৮ হি.), দারুর কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত।

১০৪. আলমুহাল্লা, আবূ মুহাম্মদ আলী ইবনে হায্ম, (মৃত্যু : ৪৫৬ হি.), ইদারাতুত তিবাআ'তিল মুনীরিয়্যাহ।

১০৫. ইখতিসারু উলূমিল হাদীস, ইবনে কাসীর, মৃত্যু : ৭৭৪ হি.।

১০৬. কিতাবুল ইমাম।

১০৭. আবূ হানীফা আননু'মান, ওয়াহবী সুলাইমান গাউজী।

১০৮. আলইকমাল ফী আসমাইর রিজাল, ওলী উদ্দীন আবূ আব্দিল্লাহ খতীব তিবরীযী, (মৃত্যু : ৭৩৭ হি.-র পরে), হিন্দুস্তান।

১০৯. উসূলুল ফিক্হ, আহমদ ইবনে আবূ সাহ্ল আসসারাখসী, (মৃত্যু : ৪৯০ হি.), দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত।

১১০. আলফুতূহাতুর রাব্বানিয়্যাহ, মুহাম্মদ আলী ইবনে মুহাম্মদ আল্লান, (মৃত্যু : ১০৫৭ হি.), দারু ইহয়াইত্ তুরাসিল আরাবী, বৈরুত।

১১১. আলকামিল ফী যুআ'ফাইর রিজাল, ইবনে আ'দী, মৃত্যু : ৩৬৫ হি.।

১১২. আলফিকরুস সামী, আল্লাম হাজাবী রহ.।

১১৩. মিনহাজুস সুন্নাহ, আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ.।
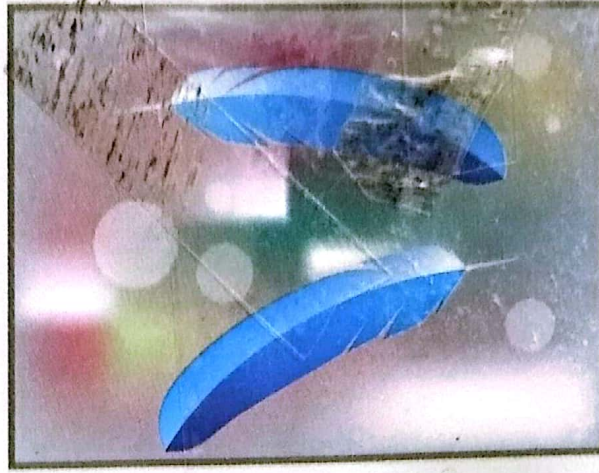
মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ-এর বিশ্বাসকে একজন মুসলমানের মন থেকে মুছে দিয়ে সেই বিশ্বাসের স্থলে তারা কী বসাতে চায়? তাওহীদের বিশ্বাসের সঙ্গে মুহাম্মদের রেসালাতের প্রতি বিশ্বাসের সম্পর্ক কি তাদের দৃষ্টিতে খুবই বেমানান? প্রশ্নগুলো খুবই জটিল এবং পরিস্থিতি খুবই ভয়াবহ। এ সব কিছুই চলছে হাদীস অনুসরণের নামে।

তাই ইমাম আবূ হানীফাকে নিয়ে লেখা শুধুই একজন মাযহাবের ইমামকে নিয়ে লেখা নয়; বরং এ লেখা হচ্ছে, কোটি কোটি ঈমানদারের ঈমানের হেফাজত, অযাচিত সংশয়ের নিরসন, অবিশ্বাসের বীজ উৎপাটন, কুরআন-হাদীস সঠিক অর্থে বাস্তবায়নের প্রতি আহ্বান, সাহাবা-তাবেয়ীনসহ দ্বীনের সকল ধারকবাহকগণের প্রতি আস্থা সৃষ্টি, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সঠিক মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ প্রত্যেক ব্যক্তি ও দলের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ তৈরি এবং নিরক্ষর কিংবা ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত নন? এমন সাধারণ মানুষের ঈমান ও আমল নিয়ে যারা ছিনিমিনি খেলছে, তাদের প্রকৃত চেহারা উন্মোচনের প্রচেষ্টা।